ব্রহ্মসূত্রম্

বা

বেদান্তদর্শনম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ প্রথমপাদঃ

অনুবাদক
শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বেদান্ততীর্থ

সম্পাদক
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

ব্রহ্মসূত্রম্

বা

বেদান্তদর্শনম্

শাঙ্করভাষ্য-ভামতী-কল্পতরু-ভামতীপ্রভা-সমেতম্ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদ

বেদান্ততর্কস্মৃতিতীর্থোপাধিক

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত ভামতীপ্রভাখ্য টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত ।

আচার্য্যশঙ্কর-ও-রামানুজ ও ন্যায়সাহস্রী প্রণেতা, ব্যাপ্তিপঞ্চক-তর্কসংগ্রহ-তর্কামৃত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক এবং অদ্বৈতসিদ্ধি ও বেদান্তদর্শনপ্রভৃতি বিবিধগ্রন্থের
সম্পাদক বেদান্তভূষণোপাধিক

পণ্ডিত শ্রীযুক্তরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত

ন্যায়বেদান্তাদিবিবিধগ্রন্থের প্রকাশক

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ প্রকাশিত

৬নং পার্শিবাগান্ লেন, কলিকাতা

কলিকাতা

সন ১৩৪১, শকাব্দ ১৮৫৬, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৪ ।

৬নং পার্শিবাগান লেন, কমার্‌সিয়াল গেজেট প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি-এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন।

শাঙ্করভাষ্য ও ভামতী-টীকার বঙ্গানুবাদসহ বেদান্তদর্শন গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার ইচ্ছায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে অনুবাদকরূপে এবং আমাকে সম্পাদকরূপে ১৭ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় বরণ করেন। তাহার ফলে আজ হইতে ১৪ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের চতুঃসূত্রীমাত্র প্রকাশিত হয়। মহাযুদ্ধের আরম্ভে এবং পূজনীয় তর্কভূষণমহাশয়ের কাশীবাসে উক্ত প্রযত্ন অগত্যা পরিত্যক্ত হয়। ভগবদিচ্ছায় আজ আবার ১৪ বৎসর পরে মদীয় মধ্যমভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষের অনুরোধে তাহারই সম্পাদনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এবার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বেদান্ততর্কস্মৃতিতীর্থ মহাশয় ভামতীর উপর "ভামতীপ্রভা" নামক একটী সংস্কৃতটীকাসহকারে উহার অনুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে ভাষ্য ও ভামতীর যেরূপ বিস্তৃত অনুবাদ করা হইয়াছিল, এ গ্রন্থে তাহা করা হয় নাই। ইহাতে কেবলমাত্র ভাষ্য ও ভামতীর সরল অক্ষরার্থ ই প্রদত্ত হইয়াছে, এবং কল্পতরুকারকৃত শাস্ত্রদর্পণের তাৎপর্য্যসহ ভারতীতীর্থের অধিকরণমালা ও তাহার অনুবাদও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। কল্পতরু-টীকার মূলমাত্র প্রদত্ত হইল, তাহার অনুবাদ আর প্রদত্ত হইল না। তাহার পর এবার পূর্ব্বে প্রকাশিত চতুঃসূত্রীর পর হইতে আরম্ভ না করিয়া বেদান্তের দার্শনিক বিচারাংশ অগ্রেই অবগত হইবার জন্য এবং পরীক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করা হইল। এই খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদ মাত্র প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয়পাদ যন্ত্রস্থ।

ভামতীগ্রন্থের টীকা এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কোন পণ্ডিত করিয়াছেন কিনা জানা যায় নাই। এই গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বেদান্ততর্কস্মৃতিতীর্থ মহাশয় সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়া বঙ্গবাসী পণ্ডিতবর্গের মুখ উজ্জ্বল করিলেন—সন্দেহ নাই। ভামতীর বহু টীকাদি থাকিলেও বালবোধোপযোগী এত বিস্তৃত টীকা বোধ হয়, হয় নাই।

এ গ্রন্থে আর একটী নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রবিড় মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে প্রতিসূত্রের পাদটীকায় সূত্রের আকারমাত্রের সাহায্যে সূত্রার্থ নির্ণয় করিয়া ব্যাসদেবাভিপ্রেত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ যে শাঙ্করভাষ্যেই প্রকটিত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সূত্রার্থনির্ণয়ের এই পথটী অতি সমীচীন পথ; কারণ, অর্থ লইয়াই মতভেদ। সূত্রাক্ষরমাত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্তপক্ষ এবং অধিকরণের আরম্ভ ও শেষ জানিতে পারিলে, ইচ্ছামত সূত্রার্থ করিতে প্রায়ই পারা যায় না। বস্তুতঃ শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ ও মধ্ব প্রভৃতি ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষ প্রভৃতির অন্যথা করিয়াই অনেকস্থলে আচার্য্যগণ ভিন্নমতাবলম্বী হইয়াছেন। এই তিনটী বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকিলে প্রধান প্রধান বিষয়ে মতভেদ অনেকটাই নিবারিত হয়। এজন্য সূত্রাক্ষরদ্বারাই এই বিষয় তিনটী নির্ণয় করা অতি প্রয়োজনীয় উপায়। যাহা হউক, এ বিষয়ে অন্যসম্প্রদায়ের অনেক কথাই বলিবার আছে। সে সব কথার আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে। তবে আমাদের এই চেষ্টা দেখিয়া যদি সুধীবর্গ এই পথে চিন্তায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে নিঃসন্দিগ্ধ কোন একটী অর্থে উপনীত হইবার সম্ভাবনা হইতে পারিবে; যেহেতু ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রদ্বারা কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সত্যই প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থদ্বারা বিভিন্নসম্প্রদায় ভবিষ্যতে পরস্পরবিরুদ্ধ বিভিন্নমতের প্রচার করিবেন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা কখনই ছিল না—এইরূপই বোধ হয়।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—ব্যাসদেব যেমন পুরাণমধ্যে সকল সম্প্রদায়েরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্ব প্রচার করিয়া তত্তৎ সম্প্রদায়ের স্বস্বমতে নিষ্ঠাবুদ্ধির উপায় করিয়াছেন, এই ব্রহ্মসূত্রেও তাহাই করিয়াছেন, আর এই জন্যই সকল সম্প্রদায় স্বস্বমতে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সকলেই নিজ নিজ মতের ঋষিমূলকত্ব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কথাটী শুনিবামাত্র সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে অন্যথা প্রতীতও হইতে পারে। কারণ, যদি সকল মতেই সমান ফললাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে—ইহাই ব্যাসদেবের মত হয়, তাহা হইলে, সেরূপ কথা স্পষ্টভাবে ব্যাসদেব কোথাও বলেন নাই কেন? তাহা বলিলে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের মধ্যে আর বিরোধ হইত না। দ্বিতীয় কথা—তাহা হইলে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মতকে ভ্রান্ত বলেন কেন? তৃতীয় কথা—ব্যাসদেবই ব্রহ্মসূত্রমধ্যে সাংখ্যাদির মত খণ্ডন করেন কেন? আর এই মতখণ্ডনে পরস্পরবিরোধী আচার্য্যগণ প্রায় একমতই বা হন কেন? চতুর্থ কথা—ব্রহ্মসূত্র বেদান্তের একবাক্যতা প্রদর্শন করে। এখন ওরূপ কথা বলিলে বেদান্তেও নানা মতের সত্যতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে, বেদান্তেও একই সত্য প্রচারিত—এই কথাই বা আচার্য্যগণ

বলেন কেন? বেদের তাৎপর্য্য একটী—ইহা ত ব্যাসজৈমিনিরও মত? পঞ্চম কথা—তাহা হইলে কোন আচার্য্য 'সকল সম্প্রদায় সত্য'—এই মতে কোন ভাষ্যরচনাই বা করেন নাই কেন?—এইরূপ নানা কারণে মনে হয়, ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে কোন একটী বিশেষ অর্থ ই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সকল মতেই তাঁহার সূত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইতে পারিবে—এরূপ অভিপ্রায়ে তিনি ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত পথে সুধীগণ চিন্তা করিলে অনেকটা সুফললাভের সম্ভাবনা।

তাহার পর ব্রহ্মসূত্রের ব্যাসাভিপ্রেত অর্থ নির্ণয় করিবার আরও দুইটি পথ আছে, সে বিষয় দুইটা আর আমরা গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শন করিতে পারি নাই। তথাপি চিন্তাশীল পাঠকবর্গের জন্য এই প্রসঙ্গে তাহা বলিয়া দিলে তাঁহাদের চিন্তার কিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারিবে। সে বিষয় দুইটার মধ্যে প্রথমটী ব্যাস-সম্প্রদায়ের অভিমত অর্থের জ্ঞানলাভ এবং দ্বিতীয়টী শ্রুতির দ্বারা অর্থ করিবার সুবিধা থাকিলে পুরাণাদির আশ্রয় গ্রহণ না করা।

প্রথম—ব্যাসসম্প্রদায়ের সম্মত অর্থের জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা এই যে, পৌরুষেয়গ্রন্থে বক্তার অভিপ্রায় তাৎপর্য্যনির্ণয়ের একটী হেতু হয়। কারণ, কোন বক্তাই তাঁহার মনের সকল কথা প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। কিছু ভাব তাঁহার অপ্রকাশিতই থাকে। বিশেষতঃ, সংক্ষিপ্ত ভাষার গ্রন্থে বা সূত্রগ্রন্থে ইহা নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। ইহা সকলেই অনুভব করিয়াও থাকেন। অতএব এই বিষয়টী মান্য করিলে ব্যাসাভিপ্রেত অর্থের জন্য ব্যাসসম্প্রদায়ের মতের অবগতি প্রয়োজন। বস্তুতঃ, শঙ্করসম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যাসসম্প্রদায়ের যেরূপ ঘনিষ্ঠ গুরুশিষ্যসম্বন্ধ, এরূপ অপর কোন সম্প্রদায়েরই নাই—ইহা প্রসিদ্ধ কথা। আমরা এইজন্যও এই গ্রন্থে সূত্রার্থনির্ণয়কালে পাদটীকায় শঙ্করব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছি। আজকাল সাম্প্রদায়িকতার উপর বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়, কিন্তু ইহার মন্দদিক্‌টা দূষণীয় হইলেও ইহার ভাল দিক্‌টার কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

দ্বিতীয়—সূত্রার্থনির্ণয়ে শ্রুতিবাক্যের উপর পুরাণাদির প্রাধান্য বা প্রত্যক্ষ অনুমানাদি অন্য প্রমাণের প্রাধান্য না দেওয়াই আবশ্যক। পুরাণ ও যুক্তি, শ্রুতির আনুকূল্য করিবে, কিন্তু শ্রুতির অর্থের অন্যথা করিবে না। সূত্রার্থনির্ণয়ের পথ—এইরূপই হওয়া উচিত। কারণ, বেদব্যাস শ্রুতিরই মীমাংসার জন্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, পুরাণমীমাংসার জন্য করেন নাই, অথবা প্রত্যক্ষাদি শ্রুতিভিন্ন প্রমাণসাহায্যে কোন তত্ত্বনির্ণয়ের জন্যও করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করব্যাখ্যায় শ্রুতিসাহায্য যেরূপ গৃহীত হইয়াছে, পুরাণাদির সাহায্য সে ভাবে গৃহীত হয় নাই। আর পুরাণবচনসাহায্যে পুরাণাদিই সূত্রার্থনির্ণয়ে সম্যক্ উপায়—ইহাও জ্ঞান করা, বোধ হয়, উচিত নহে। কারণ, পুরাণাদিতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্ব ঘোষণা করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র যে তাহা নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পুরাণাদি শ্রুত্যর্থের অনুবাদ হইলেও তাহাতে ব্যাসকর্ত্তৃত্ব যতটা আছে, ব্রহ্মসূত্রে তদপেক্ষা অধিকই আছে। তাহার পর পুরাণাদির অধিকারী সমগ্র মানবসমাজ, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের অধিকারী বিশেষসাধনসম্পন্ন বেদজ্ঞব্যক্তি। অতএব পুরাণসাহায্য ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায় শ্রুতির অনুকূলরূপেই গ্রাহ্য, শ্রুত্যর্থের অন্যথা সম্পাদন করিয়া গ্রাহ্য নহে। এই নিয়মটীর উপর লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থের প্রথম সূত্রে (২।১।১) কপিলমতে শ্রুতিব্যাখ্যা করিবার প্রস্তাব বেদব্যাসই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আর এইজন্য পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে শবরভাষ্যে শবরস্বামী জৈমিনি ঋষির সূত্রেরও অন্যথাসাধন (শ্লোক বার্ত্তিক ১৮ পৃঃ) করিয়াছেন এবং এই ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রই দুই একস্থলে (১।১।১২ সূঃ ও ২।১।৩৩ সূঃ) কতকটা অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন। পুরাণ ও ঋষিবাক্য হইতে শ্রুতির মর্য্যাদা এতই অধিক। বস্তুতঃ, শ্রুতির মীমাংসা যেমন ব্রহ্মসূত্র, সমগ্রপুরাণের মীমাংসাও তদ্রূপ মহাভারত। উভয়ই ব্যাসের কীর্ত্তি। আর এইজন্য শাঙ্করভাষ্যে শ্রুতিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে পুরাণবচন অপেক্ষা মহাভারতের বচন অধিক অবলম্বিত হইয়াছে। আর তাহার মধ্যে গীতাই আবার অধিক সম্মানিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এইজন্যও আমরা শঙ্করমতের অনুসরণ করিয়াছি।

অতএব ব্রহ্মসূত্রার্থনির্ণয়ের জন্য সূত্রাক্ষরদ্বারা তাহা করিবার চেষ্টা যেমন হওয়া উচিত, এ দুইটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তেমনই কর্ত্তব্য। আজকাল স্বাধীনভাবে সূত্রার্থনির্ণয়ের যখন একটা প্রবৃত্তি আসিয়াছে, তখন সুধীবর্গের নিকট এই কথাগুলি কিঞ্চিৎ সহায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, এইজন্য এস্থলে ইহার উল্লেখ করিলাম।

সূত্রানুসারে বিষয়সূচীর মধ্যে ভাষ্য ও ভামতীর প্রায় সমুদায় সার সিদ্ধান্তগুলি প্রদত্ত হইয়াছে।

ভূমিকায় অনেক কথা বলিবার আছে বলিয়া এসঙ্গে তাহার প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইল না।

সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সূচীপত্র

সামান্যসূচী

মূলগ্রন্থ, ভাষ্য, ভামতী ও অনুবাদ ১—১৬৩

টীকা—ভামতীপ্রভা ১৬৪—২২০

বিশেষ সূচী

১। স্মৃত্যধিকরণ (১ম—২য় সূত্র)
সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে ৫-২০
২। যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণ (৩য় সূত্র)
যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে ২১-২৮
৩। বিলক্ষণত্বাধিকরণ (৪র্থ—১১শ সূত্র)
তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে ২৯-৬০
৪। শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ (১২শ সূত্র)
বৈশেষিকতর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে ৬১-৬৫
৫। ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ (১৩শ সূত্র)
প্রত্যক্ষানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে ৬৭-৬৯
৬। তদনন্যত্বাধিকরণ (১৪শ—২০শ সূত্র)
ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও
অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব ৭০-১১৭
৭। ইতরব্যপদেশাধিকরণ (২১শ—২২শ সূত্র)
ব্রহ্মে জীবত্বধর্ম্মের শঙ্কা নিরসন ১১৮-১২৩
৮। উপসংহারদর্শনাধিকরণ (২৪শ—২৫শ সূত্র)
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা ১২৪-১৩০
৯। কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণ (২৬শ—২৯শ সূত্র)
ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ ১৩১-১৪০
১০। সর্ব্বোপেতাধিকরণ (৩০শ—৩১শ সূত্র)
ঈশ্বর অশরীরি হইলেও
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ও মায়াবী ১৪১-১৪৪
১১। ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণ (৩২শ—৩৩শ সূত্র)
ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব ১৪৫-১৫১
১২। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণ (৩৪শ—৩৬শ সূত্র)
ঈশ্বরে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য নাই ১৫২-১৬০
১৩। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণ (৩৭শ সূত্র)
ব্রহ্মে সকল কারণধর্ম্মের উপপত্তি ১৬১-১৬৩
অধিকরণ, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্তপক্ষ ও সূত্রবিভাগ ১৬৪
ভামতীপ্রভা টীকা ১৬৫—২২০

সূত্রানুসারে বিষয়সূচী

১। স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি চেন্নান্য-
স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ (সিঃ সূঃ) ৫
ভাষ্য—সঙ্গতিপ্রদর্শনার্থ পূর্ব্বাপর অধ্যায়ার্থ সংক্ষেপ ৫
ভামতী—পূর্ব্বাধ্যায়ের সহিত ইহার বিষয়বিষয়িভাবরূপসম্বন্ধ ৬
ভাষ্য—ধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারা মন্বাদিস্মৃতির সার্থকতা "
" আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদনদ্বারা সাংখ্যস্মৃতির সার্থকতা "
" স্মৃত্যনুসারে শ্রুত্যর্থনির্ণয়ের আবশ্যকতাশঙ্কা "
ভামতী—তন্ত্রশব্দের অর্থ ৭
কপিল আসুরী ও পঞ্চশিখাচার্য্যের পরিচয় "
ভাষ্য—সাধারণ লোকের জন্য স্মৃত্যনুসারে শ্রুত্যর্থ অবধার্য্য "
বেদে কপিলের প্রশংসা ৮
ভামতী—শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অগ্রাহ্য পূর্ব্বমীমাংসার দ্বারা সমর্থন ৯
" স্বাভাবিক সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরবাক্য বেদ যেমন প্রমাণ, তাদৃশ
কপিলবাক্য সাংখ্যও প্রমাণ (পূর্ব্বপক্ষ) "
ভাষ্য—মন্বাদিস্মৃতি কেবল ধর্ম্মপ্রতিপাদক নহে,
তত্ত্বপ্রতিপাদকও বটে (সিদ্ধান্তপক্ষ) ১০
" সাংখ্যের ন্যায় মন্বাদির অনবকাশত্বাপত্তিদ্বারা পূর্ব্বপক্ষখণ্ডন "
" মহাভারতাদি হইতে সেশ্বরসাংখ্যমতপ্রদর্শনদ্বারা খণ্ডন "
ভামতী—ব্রহ্মকারণতাবিষয়ে শ্রুতিতে মতভেদ নাই, কিন্তু
স্মৃতিতে আছে, (সিদ্ধান্তপক্ষ) ১১
ভাষ্য—(পূর্ব্বপক্ষ) কপিলাদির সর্ব্বজ্ঞতা শ্রুতিনিরপেক্ষ হউক? ১২
(সিদ্ধান্ত) কপিলাদির সিদ্ধি ও শ্রুতিসাপেক্ষ ১৩
" কপিল নানা, শ্রুত্যুক্ত কপিল ব্রহ্মকারণবাদী "
" কপিলের ন্যায় মনুও শ্রুত্যুক্ত বলিয়া প্রমাণ "
" মহাভারতানুসারে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ
খণ্ডনপূর্ব্বক একপুরুষবাদস্থাপন ১৪
" দ্বৈতবাদী-সাংখ্যকার কপিলের মত অগ্রাহ্য "
ভামতী—সাংখ্য কপিলের স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত,
আর বেদ অনাদি ও ঈশ্বরপ্রোক্ত ১৬
২। ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ (সিঃ সূঃ) ১৭
ভাষ্য—সাংখ্যোক্ত মহদাদি অবৈদিক "
ভামতী—অবৈদিক ও অলৌকিক মহদাদিদ্বারা সাংখ্যের
প্রধানকল্পনা অসিদ্ধ "
" —শ্রুতিবিরুদ্ধ আর্ষজ্ঞান অপ্রমাণ ১৮
১ম, অধিকরণসার ১৮—২০
৩। এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ (সিঃ সূঃ) ২১
ভাষ্য—অবৈদিক মহদাদির কথা যোগশাস্ত্রে থাকায়
তাহা অপ্রমাণ "
ভামতী—যোগশাস্ত্র সাধনাংশে ও ঈশ্বরবিষয়ে অপ্রমাণ নহে ২২

— যোগশাস্ত্রের প্রধানাদিতে তাৎপর্য্য নাই,
যোগসাধন ও ফলাদিতে তাৎপর্য্য — ২২
ভাষ্য—যোগশাস্ত্রে বৈদিকযোগ উক্ত হওয়ায় তদুক্ত
প্রধানাদি অবৈদিক বলিয়া প্রমাণ হইতে
পারে না, এজন্য স্বতন্ত্রভাবে যোগমতখণ্ডন — ২৩—২৪
প্রাচীনযোগশাস্ত্রের সূত্রের উল্লেখ — ২৪
যোগ ও সাংখ্যের বেদানুকূল কথা ও প্রমাণ — "
তত্ত্বজ্ঞান বেদান্ত হইতেই লভ্য — "
বেদবিরুদ্ধ তর্কাদি অন্যস্মৃতিও অগ্রাহ্য — ২৫
ভামতী—যোগোক্ত প্রধানাদিতে যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই — ২৬
—যে অংশে তাৎপর্য্য নাই তাহা অপ্রমাণ হইলে
তাৎপর্য্যাংশ অপ্রমাণ হয় না — "
— যোগ ও সাংখ্যশব্দের অর্থনির্ণয় — ২৭
২য় অধিকরণসার — ২৭—২৮

৪। ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র) — ২৯

ভাষ্য ব্রহ্ম জগৎপ্রকৃতিক হইতে পারেন না — ২৯
—সাংখ্য বেদানুকূল তর্কদ্বারা সমর্থিত নহে — "
—ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু সুতরাং শ্রুতিভিন্ন অন্যপ্রমাণগম্য হউক শঙ্কা — "
—ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ও শ্রবণমননের বিধান
থাকায় উক্ত শঙ্কার দৃঢ়তা — ৩০
ভামতী—নিরবকাশ তর্কানুরোধে শ্রুতিতে লক্ষণাকর্ত্তব্যতাশঙ্কা — ৩১
শব্দ অপেক্ষা অনুমানের প্রাবল্যে যুক্তিপ্রদর্শন — "
ভাষ্য পূর্ব্বপক্ষীকর্ত্তৃক কার্য্যকারণের নিয়মনির্দ্দেশ — ৩২
ব্রহ্মজগতের উপাদান হইলে তাহাতে অশুদ্ধি প্রভৃতির শঙ্কা — "
কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির চেতনত্বে প্রমাণ নাই, সাংখ্যমতে — "
সজাতীয়মধ্যে উপকারকভাব নাই — "
ভামতী—জগতের উপাদান ব্রহ্ম নহেন তজ্জন্য তর্ক — ৩৩
প্রধানসাদৃশ্যে জগৎ প্রধানের কার্য্য — "
জড়ই চেতনের উপকারক হওয়া উচিত — "
ভাষ্য —প্রকারান্তরেও জগতের উপাদান ব্রহ্ম নহে — ৩৪
ব্রহ্মপরিণামবাদী একদেশীর মতেও ব্রহ্মজগতের
উপাদানকারণ — "
শ্রুতিতে চেতনকারণত্ব দেখিয়া জগতের
চেতনত্বের উৎপ্রেক্ষা — "
লোকমধ্যে সকল বস্তুরই চেতনত্ব বুঝা যায় না — "
"বিজ্ঞানং অবিজ্ঞানং চ" শ্রুতির দ্বারা
জগতের জড়চেতনাত্মকত্ব সিদ্ধি — "
ভামতী—জগতের উপাদান ব্রহ্ম নহে—ইহা শ্রুতিসিদ্ধ—শঙ্কা — ৩৫
প্রমাণান্তরাভাবে অর্থাপত্তিলব্ধ অর্থ শ্রুতিবাধ্য — "

৫। অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র) — "

ভাষ্য বহু শ্রুতিদ্বারাও জগতের ব্রহ্মোপাদনত্ব অসিদ্ধ — ৩৬-৩৭
ভামতী - মৃত্তিকাদিতে অধিষ্ঠাতৃদেবতাদ্বারা জগতের
চেতনত্বখণ্ডন — ৩৮
শ্রুতিব্যাখ্যাদ্বারা জগতের চেতনত্বনিরাস — "

৬। দৃশ্যতে তু (সিদ্ধান্ত সূত্র) — ৩৮

ভাষ্য—জগতের উপাদান ব্রহ্ম — ৩৯
চেতন হইতে অচেতন এবং অচেতন হইতে
চেতনোৎপত্তিবশতঃ কার্য্যকারণের সাদৃশ্য
নিয়ম অব্যভিচারী নহে — "
প্রকৃতিবিকৃতির সম্পূর্ণ ঐক্যে কার্য্যকারণভাব হয় না — "
কার্য্যকারণের বৈলক্ষণ্যনির্ণয়দ্বারা ত্রিবিধবিকল্পখণ্ডন — ৩৯
ভামতী - প্রকৃতিবিকৃতির সারূপ্যহেতুর দ্বিবিধবিকল্পখণ্ডন — ৪০
প্রকৃতিবিকৃতির বৈলক্ষণ্যহেতুর ত্রিবিধবিকল্পখণ্ডন — "
ভাষ্য—সিদ্ধবস্তু হইলেই অন্যপ্রমাণগম্য হয় না — ৪১
ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণগম্য — "
—ধর্ম্মবৎ ব্রহ্মের শাস্ত্রমাত্রগম্যত্বে শ্রুতি ও স্মৃতি — "
—মননবিধানহেতুও ব্রহ্ম অনুমানাদিগম্য নহে — ৪২
— ব্রহ্ম শ্রুত্যনুকূল তর্কগম্য, কেবলতর্কগম্য নহে — "
—"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" শ্রুতি ব্রহ্মকারণবাদে প্রযোজ্য — "
—সাংখ্যের বিলক্ষণত্বহেতুর ন্যূনতা এস্থলে অনপনেয় — "
ভামতী—ব্রহ্ম, ধর্ম্মের ন্যায় শ্রুতিমাত্রগম্য — ৪৩
—কোন্ ধর্ম্মবিধি বেদগম্য, কোন্‌টা বা নহে,
তাহার দৃষ্টান্ত — "
—সিদ্ধবস্তুতেও তাদৃশ দ্বৈবিধ্যে ব্রহ্মে অন্যপ্রমাণগম্য নহে — "
—মন্তব্য অর্থ—শ্রুত্যনুকূল তর্কের অনুধাবন — "
— মনন অনুভবের বা সাক্ষাৎকারের অঙ্গ — "
—চৈতন্যের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিবশতঃ
বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান বলা হয় — ৪৪
—সিদ্ধান্তে জগৎকার্য্যে ব্রহ্মবৈলক্ষণ্য অস্বীকার — "

৭। অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ (সিদ্ধান্ত সূত্র) — "

ভাষ্য চেতনকারণতাবাদে অসৎকারণতাবাদ হয় না — "
—উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎকারণরূপে বর্ত্তমান থাকে — "
—শব্দাদিহীন ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলেও সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হয় — "
ভামতী - কারণসত্তা ও কার্য্যসত্তা অভিন্ন বলিয়া সৃষ্টির
পূর্ব্বেও কারণরূপে কার্য্য থাকে — ৪৫

৮। অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র) — "

ভাষ্যে—কার্য্যের কারণে লয় স্বীকার করিলে কার্য্যের
দোষ ব্রহ্মেও আসুক শঙ্কা — ৪৬
— কারণে কার্য্যের সম্পূর্ণ লয়ে পুনঃসৃষ্টিতে
ভোক্তভোগ্যব্যতিক্রমশঙ্কা — "
—মুক্তের পুনর্বন্ধনশঙ্কা — "
—কারণে কার্য্য বিভক্তরূপে থাকিলে প্রলয়াসম্ভবনাশঙ্কা — "
ভামতী—কার্য্য কারণে লীন হইলে ক্রমনিয়মভঙ্গশঙ্কা — ৪৭

৯। ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ (সিদ্ধান্ত সূত্র)

ভাষ্য —কারণে কার্য্যলয় হইলে কার্য্যধর্ম্মদ্বারা কারণ দূষিত হয় না — ৪৮
—স্থিতিকালেও সাংখ্যদোষ প্রদর্শন না করায়
সাংখ্যের ন্যূনতা — "
—স্বমতে অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া স্থিতিকালের দোষ
শঙ্কা নাই, তদ্রূপ প্রলয়েও সে শঙ্কা নাই — "
ভামতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র — ৪৯
ভাষ্য—মায়াবীর কার্য্যের ন্যায় স্থিতিকালে অবিদ্যাকল্পিতত্বের
দৃষ্টান্তপ্রদর্শন — ৫০
—পুনঃসৃষ্টিতে বিভাগাদির নিয়মসিদ্ধির জন্য সুষুপ্তি ও
সমাধির দৃষ্টান্তপ্রদর্শন — "
—প্রলয়ে অবিদ্যা থাকে, মুক্তিতে থাকে না, এজন্য
মুক্তের পুনরাগমন অসম্ভব — "
ভামতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র — ৫১

১০। স্বপক্ষদোষাচ্চ (সিদ্ধান্ত সূত্র) — ৫১

ভাষ্য —সাংখ্যমতেও কার্য্যদোষ কারণে হয় — ৫২
ভামতী— ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র — ৫৩

১১। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ (সিঃ সূঃ) ৫৩

ভাষ্য—স্বাধীনতর্কের প্রতিষ্ঠা নাই ,,
ভামতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র ৫৪
ভাষ্য—প্রতিষ্ঠিত তর্কের দ্বারাও প্রধান জগৎকারণ সিদ্ধ হয় না ৫৫
—বেদের অবিরোধী তর্কই গ্রাহ্য এজন্য মনুবচন প্রমাণ ,,
—পরীক্ষিত তর্কের প্রতিষ্ঠা স্বীকার্য্য ,,
ভামতী—তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত হইলে লোকযাত্রা অসম্ভব হয় ৫৬
—তর্কদ্বারা জগৎকারণ নির্ণয় হয় না ,,
ভাষ্য—জগৎকারণ বেদমাত্রৈকগম্য ৫৭
—সত্যে কাহারও বিবাদ থাকিতে পারে না ,,
—তার্কিকগণের পরস্পরবিরোধবশতঃ সত্যবিষয়ে অনৈক্য ৫৮
—বৈদিক জ্ঞানই সত্যজ্ঞান ,,
—আগম ও তদনুকূলতর্কদ্বারা ব্রহ্মই জগৎকারণ স্থির হয় ,,
ভামতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র ,,
৩য় অধিকরণসার ৫৯

১২। এতেন শিষ্টপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতা (সিঃ সূঃ) ৬১

ভাষ্য—পরমাণুকারণতাবাদখণ্ডন ,,
ভামতী—বৈশেষিক মতদ্বারা সাংখ্যমতখণ্ডন, বিবর্ত্তবাদদ্বারা বৈশেষিকমতখণ্ডন ৬২
—ভেদবাদদ্বারা ভেদাভেদবাদখণ্ডন ৬৩
—কার্য্য কারণ অভিন্ন হইলে পুরুষপ্রযত্ন বৃথা ,,
—কার্য্য কারণে থাকিলে কখন প্রত্যক্ষ কখন পরোক্ষ কেন হয় ,,
—কারণ সদাতন বলিয়া পিণ্ডকপালাদির ব্যবধান সম্ভব হয় না ,,
—ভেদাভেদ পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া সহাবস্থান অসম্ভব ,,
—সমবায়স্থলেই কার্য্যকারণভাব থাকে গবাশ্বাদিতে থাকে না শঙ্কা ৬৪
—সূক্ষ্মবস্তুই উপাদান হয় এজন্য পরমাণুই জগৎকারণ ,,
—মহদ্ ব্রহ্ম কারণ হয় না—ইহা সত্য নহে অবিদ্যাবশতঃ অন্যথাও হয় ,,
—পরমাণুবাদ অবৈদিক বলিয়া তাহা সাংখ্যমতবৎ অগ্রাহ্য ,,
৪র্থ অধিকরণসার ৬৫

১৩। ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ (সিঃ সূঃ) ৬৬

ভাষ্য—ব্রহ্ম জীব ও জগতের অভেদে ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগলোপশঙ্কানিরাস ৬৭
—প্রত্যক্ষের অপলাপ, শ্রুতির অসাধ্য, শঙ্কা ,,
—কারণের সহিত কার্য্য অভিন্ন হইলেও কার্য্যের সহিত কার্য্যের ভেদ সিদ্ধ হয় বলিয়া ভোক্তৃভোগ্যভাব সম্ভব (উত্তর) ৬৮
—কার্য্যগত ভোক্তা ও ভোগ্যের ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় ইহা আপাততঃ বুঝিতে হইবে ,,
ভামতী—শ্রুতি ও তর্কের সম্বন্ধনির্ণয় ৬৯
—শ্রুতি স্বার্থবোধে প্রবৃত্ত হইবার সময় প্রতিষ্ঠিত তর্কের সহিত বিরোধে শ্রুতির মুখ্যার্থ ত্যাজ্য ,,
৫ম অধিকরণসার ,,

১৪। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ (সিঃ সূঃ) ৭০

ভাষ্য—জগতের অনির্ব্বচনীয়তাবাদস্থাপন ৭১
—কারণভিন্ন হইয়া কার্য্য থাকে না—ইহাই সত্য ,,
—কার্য্যকারণ অভিন্ন—ইহার সিদ্ধি উদ্দেশ্য নহে ভেদাভাবসিদ্ধিই উদ্দেশ্য ৭১
—বাচারম্ভণ শ্রুতির ব্যাখ্যাদ্বারা সমর্থন ৭২
—শ্রুতিসমূহে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব প্রদর্শন ,,
—অভেদবাদ না মানিলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান অসিদ্ধ ,,
—দৃষ্টিসৃষ্টিবাদদ্বারা আকাশাদির দৃষ্টনষ্টস্বরূপতাকথন ,,
—মৃগতৃষ্ণাদি কল্পিতবস্তু, অধিকরণ উষরাদিস্বরূপ ,,
ভামতী—কার্য্য কারণ অভিন্ন বলিলে সাংখ্যের প্রতি বৈশেষিকোক্ত দোষ অদ্বৈতমতে হয়—শঙ্কা ৭৪
—কার্য্যমিথ্যাত্বস্থাপন ,,
—কারণভিন্ন কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকারে দোষ হয় না ,,
—অভেদসাধন উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ভেদের নিষেধই উদ্দেশ্য ,,
—রাহুশিরের দৃষ্টান্তদ্বারা উপপাদন ৭৫
—সত্যের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী, অসতের অস্তিত্ব কাদাচিৎক—এই বিষয়ের অনুমান ,,
—বিকারসমূহ কারণ হইতে ভিন্ন হইলে সৎ হয় না, অতএব অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা ,,
—ভেদাভেদ পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া কার্য্য মিথ্যা বিকল্পদ্বারা উপপাদন ৭৬
—কারণ নির্ব্বচনীয় বলিয়া সত্য ,,
ভাষ্য—ভেদাভেদবাদখণ্ডন ৭৭
—কারণরূপে এক, কার্য্যরূপে ভিন্ন, বৃক্ষ ও শাখা এবং সাগর ও সাগরতরঙ্গাদিদ্বারা উপপাদন ৭৭
—একত্বজ্ঞানে মোক্ষ আর ভেদজ্ঞানে ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় ৭৮
—খণ্ডন—শ্রুতিতে মৃত্তিকাকেই সত্য বলায় অভেদই সত্য ,,
,, ব্রহ্মৈকত্বজ্ঞান শাস্ত্রীয়, ভেদজ্ঞান লৌকিক বলিয়া বাধ্য ,,
— ,, একাত্মদর্শীর ব্যবহারবিলোপ ,,
— ,, একত্বই পারমার্থিক ,,
— ,, ভেদাভেদ উভয়সত্যতায় অভেদজ্ঞানদ্বারা ভেদজ্ঞান বাধিত হয় না ,,
ভামতী—ভেদাভেদের, অভেদ ও ভেদবিকল্পদ্বারা ভেদাভেদ খণ্ডন ৮০
—মৃত্তিকা ঘট শরাবাদির দৃষ্টান্তদ্বারা উক্ত মত খণ্ডন ,,
—অবস্থাবিশেষে অভেদজ্ঞানদ্বারা ভেদজ্ঞানের নিরাসজন্য ব্রাহ্মণবালকের উপনয়নের দৃষ্টান্ত ,,
—তত্ত্বমসিবাক্যে যে ব্রহ্মাত্মার অভেদ কথিত তাহা অবস্থাবিশেষে নহে বলিয়া খণ্ডন ৮১
—ভেদজ্ঞান সত্য হইলে অভেদজ্ঞাননাশ্য হয় না দণ্ডকমণ্ডলুর দৃষ্টান্ত ,,
ভাষ্য—একত্বজ্ঞানে ব্যবহারলোপাশঙ্কা ৮২
—মিথ্যামোক্ষশাস্ত্রদ্বারা সত্যাত্মজ্ঞানলাভে শঙ্কা ,,
—খণ্ডন ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের পূর্ব্বে স্বপ্নব্যবহারের ন্যায় সকল ব্যবহারই সত্য ,,
—মিথ্যাজ্ঞানদ্বারাও সত্যজ্ঞানের সম্ভাবনা ,,
—স্ত্রীস্বপ্নদ্বারা শুভসূচনা বিষয়েঃপ্রমাণ ৮৩
—মিথ্যারজ্জুসর্পদংশনে মৃত্যু হয় ,,
—মিথ্যা রেখা হইতে অকারাদি বর্ণের জ্ঞান সত্য হয় ,,
ভামতী—অবাধিত অসন্দিগ্ধ জ্ঞানপ্রমাণ—এতদ্দ্বারা শাস্ত্রের প্রমাণত্বে শঙ্কা ৮৪
—বেদের একাংশ মিথ্যা হইলে সমগ্রেরই মিথ্যাত্বশঙ্কা ,,

—উত্তরে ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র ৮৫
—ব্রহ্মাকার বৃত্তিজ্ঞান মিথ্যা কিন্তু স্বরূপতালাভ সত্য ৮৬
—মিথ্যা হইতে সত্যজ্ঞান হয় বলিয়া সকল মিথ্যাজ্ঞান হইতে সত্যজ্ঞান হয় না „
—সত্য হইতে সত্য ও মিথ্যাজ্ঞান যেমন হয় তদ্রূপ অসত্য হইতেও সত্য মিথ্যাজ্ঞান হয় „
—ভাষ্যস্থ স্বপ্নদৃষ্টান্তের উল্লেখদ্বারা লোকায়তিকমতখণ্ডন „
—ব্যাঘ্রস্বপ্নের উল্লেখ দ্বারা খণ্ডন ৮৭
ভাষ্য—ব্রহ্মে স্থিতিগতিবৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নাই ৮৯
—অভেদজ্ঞানের ব্যবহার হয় না এই বলিয়া ভেদাভেদ খণ্ডন „
—ব্রহ্মৈকত্বজ্ঞানোৎপত্তিতে শ্রুতি প্রমাণ, ইহা ভ্রম বা নিরর্থকও নহে „
—মৃদাদি দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মের পরিণামশঙ্কা করা অনুচিত „
—যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কূটস্থ বলা হয় „
—পরিণামি ব্রহ্মের জ্ঞানে কোন ফল শাস্ত্রে নাই „
ভামতী—একাত্মজ্ঞানের চরমত্বের প্রতি শঙ্কানিরাস ৯০
—একাত্মজ্ঞান অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ হইয়াই উৎপন্ন হয় এজন্য নিষ্ফল নহে „
—অবশিষ্ট ভাষ্যব্যাখ্যা ৯১
ভাষ্য—পরিণামি ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞানের উপায়স্বরূপ ৯২
—সৃষ্টিশ্রুতির তাৎপর্য্য অপরিণামিব্রহ্মজ্ঞান ৯৩
—অভেদজ্ঞান উদ্দেশ্য হইলে ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞার হানিশঙ্কা „
—অবিদ্যাবশতঃ জীব ও ঈশ্বরের নিয়ম্যনিয়ামকভাব সিদ্ধিদ্বারা খণ্ডন „
—নামরূপই ঈশ্বরের মায়াশক্তি „
—ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বনির্দ্দেশ (অবিদ্যাবশতঃ) ৯৪
—ঘটাকাশমহাকাশদ্বারা জীবঈশ্বরভাবের উপপাদন „
—পরমার্থতঃ ঈশ্বরত্ব নাই, নির্গুণ ব্রহ্মই বর্ত্তমান „
—এ বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ „
—১৪শ সূত্র পারমার্থিক তত্ত্ব উপদেশ দেয় এবং ১৩শ সূত্র ব্যাবহারিকতত্ত্ব উপদেশ করে ৯৫
ভামতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র ৯৬

১৫। ভাবে চোপলব্ধেঃ (সিঃ সূঃ) „

ভাষ্য—কার্য্য ও কারণের অভেদে অন্য যুক্তি ৯৭
—কারণ থাকিলেই কার্য্য প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া কার্য্যকারণ অভিন্ন „
—অগ্নি ও ধূম দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যভিচারশঙ্কা „
—কারণসত্তা ও জ্ঞান এবং কার্য্যসত্তা ও জ্ঞানদ্বারা খণ্ডন „
—সূত্রের পাঠান্তর—ভাবাচ্চোপলব্ধেঃ „
—কারণজ্ঞানব্যতীত কার্য্যের জ্ঞান হয় না „
—এজন্য ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন জগৎজ্ঞান হয় না „
ভামতী—বিষয়বিষয়িভাবদ্বারা সূত্রব্যাখ্যা ৯৮
—ন্যায়মতে কার্য্যকারণ ভিন্ন হইলেও সমবায়বশতঃ ভেদ প্রতীত হয় না „
—অন্যোন্যাশ্রয় দোষদ্বারা তাহার খণ্ডন ৯৯
—বস্ত্বন্তর না হইয়াও কারণ অবস্থাবিশেষে কার্য্যের প্রয়োজন সিদ্ধ করে ৯৯
—অর্থক্রিয়া ও নামভেদদ্বারা ভেদ সিদ্ধ হইলেও অভেদে তাহার উপপত্তি „

১৬। সত্ত্বাচ্চাবরস্য (সিঃ সূঃ) „

ভাষ্য— শ্রুতি ও যুক্তি প্রমাণদ্বারা কার্য্যের অনন্যত্ব ১০০
— কারণের ও কার্য্যের সত্তা অভিন্ন „
ভামতী—ঘট যেমন পট হয় না, সৎ তদ্রূপ অসৎ হয় না ১০১
—কার্য্য ও কারণ একসত্তাক্রান্ত বলিয়া ভিন্ন নহে ১০১
—ভেদাভেদের মধ্যে ভেদই কাল্পনিক „

১৭। অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ (সিঃ সূঃ) ১০২

ভাষ্য—অসৎ হইতে উৎপত্তিবোধক শ্রুতির স্বমতে ব্যাখ্যা „
ভামতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র „

১৮। যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ (সিঃ সূঃ) ১০৩

ভাষ্য—যুক্তি ও শ্রুতির দ্বারা কার্য্যকারণের অভিন্নত্বস্থাপন ১০৫
—শক্তিস্বরূপ বিচার „
—কার্য্যকারণের সমবায় কল্পনায় অনবস্থাদোষ „
—তাদাত্ম্যকল্পনাদ্বারা সমবায়ের গতার্থতা „
—কারণে কার্য্যের বৃত্তির ত্রিবিধ বিকল্পদ্বারা কার্য্যকারণের ভেদখণ্ডন „
—শ্রুঘ্ন পাটলীপুত্র যজ্ঞদত্ত ও দেবদত্তের দৃষ্টান্ত „
ভামতী—সমবায় সম্বন্ধ স্বীকারে অনবস্থাদোষ ১০৭
—সংযোগসম্বন্ধদ্বারা আপত্তিপ্রদর্শন „
—নিত্যসংযোগসম্বন্ধদ্বারা আপত্তিপ্রদর্শন „
—সূত্রকুসুম দৃষ্টান্তদ্বারা অবয়বে অবয়বীর বৃত্তি „
—গোত্ব দৃষ্টান্তদ্বারা বহু অবয়বে এক অবয়বীর বৃত্তির দ্বারা বৈশেষিকমতে ভেদসিদ্ধি ১০৮
—অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে থাকে—ইহার প্রতীতি হয় না „
ভাষ্য—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য না থাকিলে উৎপত্তি অকর্ত্তৃকা হয় „
"ঘটঃ উৎপদ্যতে" বাক্যে কর্ত্তৃসত্ত্ব প্রসিদ্ধ „
উৎপত্তিশব্দের অর্থ বিচারদ্বারা খণ্ডন „
পূর্বধর্ম্ম ও বন্ধ্যাপুত্রের দৃষ্টান্তদ্বারা খণ্ডন „
অভাব পদার্থের তুচ্ছতা বা অনিরূপ্যত্ব ১০৯
অসৎদ্বয়ের সম্বন্ধের ন্যায় সদসতের সম্বন্ধ হয় না „
ভামতী—উৎপাদনা ও উৎপত্তির অর্থ বিচারপূর্ব্বক "ঘটঃ উৎপদ্যতে" বাক্যে কর্ত্তৃসত্ত্বপ্রদর্শন ১১০
কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণে থাকে ইহার দৃঢ়তাসাধন „
ভাষ্য—উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট থাকিলে কর্ত্তৃচেষ্টার ব্যর্থতা-শঙ্কার নিরাস ১১১
বিশেষদর্শনবশতঃ কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে „
দেবদত্তের হস্তপদপ্রসারণে দেবদত্ত ভিন্ন হয় না „
অদৃশ্যবস্তুর দৃষ্টিগোচর হওয়াই জন্ম „
দৃশ্যবস্তুহ্রাসকে বিনাশ বলে „
শিশুজন্মাদিতে প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ ক্ষণিকবাদ অগ্রাহ্য „
অভাব কারকব্যাপারের বিষয় হয় না „
আকাশহত্যার বিফলতার দৃষ্টান্তদ্বারা খণ্ডন „
কারকচেষ্টা সমবায়িকারণকেও বিষয় করে না ১১২
নটদৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মেরই সকল কার্য্যরূপতা „
ভামতী—ভাষ্যোক্ত শঙ্কা বৈশেষিকের বলিয়া নির্দ্দেশ রজ্জুসর্পের কার্য্যকারণ ভাবদ্বারা কার্য্যকারণের ভেদপ্রতীতি কাল্পনিক „
কার্য্যবস্তু অনির্ব্বাচ্য বলিয়া ভিন্ন ও অভিন্নের মত বোধ হয় „
ব্যবহারক্ষেত্রে ভেদাভেদ থাকে এই ভাবে ভাষ্য ব্যাখ্যেয় „
ভাষ্য—শ্রুতিকে কোথায় যুক্তির সহকারিণী করা যায় তাহার নিদর্শন ১১৩
—"সদেব" প্রভৃতি শ্রুতির দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে সিদ্ধ হয় „
—পূর্ব্বে "অসৎ ছিল" ইত্যাদি শ্রুতি পূর্ব্বপক্ষস্থানীয় „

—"যেনাশ্রুতং" শ্রুতি থাকায় পূর্ব্বপক্ষে
প্রতিজ্ঞাহানিরও শঙ্কা হয় ১১৩
ভামতী—এই অংশ ভাষ্যের ব্যাখ্যা নাই „

১৯। পটবচ্চ (সিঃ সূঃ) „
ভাষ্য—সঙ্কুচিত বস্ত্রের দৃষ্টান্তদ্বারা কারণে কার্য্যসত্তা প্রদর্শন ১১৪
—বস্ত্রের বিস্তারের পরিমাণের জ্ঞানের ন্যায়
কার্য্যকারণের জ্ঞানভেদ „
ভামতী—এই অংশেরও ব্যাখ্যা নাই „

২০। যথা চ প্রাণাদি (সিঃ সূঃ) „
ভাষ্য—প্রাণ অপানাদি বায়ু প্রাণায়ামের দ্বারা রুদ্ধ হইলে
একত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্য সময়ে পৃথক্
কার্য্যকারী হয়, ব্রহ্মরূপ কারণও তদ্রূপ „
ভামতী—এই অংশেরও ব্যাখ্যা নাই „
৬ষ্ঠ অধিকরণসার ১১৫—১১৭

২১। ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদি-
দোষপ্রসক্তিঃ (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র) ১১৮
ভাষ্য—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে, ইহাতে যুক্তি ও শ্রুতি প্রদর্শন ১১৯
—ব্রহ্ম জীব হইলে নিজেই নিজের অনিষ্ট
করেন বলিতে হয় „
—জীব নিজদেহকে উপসংহার করিতে পারে না,
অতএব জীব ব্রহ্মভিন্ন „
—সৃষ্টি জীবেরই, ব্রহ্মের নহে—শঙ্কা „
ভামতী—ভেদ ও অভেদবোধক শ্রুতি থাকিলেও
ভেদাভেদ মিলিত হয় না—শঙ্কা ১২০
—কেহ নিজে নিজেকে বদ্ধ করে না,
এজন্য ব্রহ্ম জীব হন নাই—শঙ্কা „
—চেতনব্রহ্ম জগৎকারণ নহে—শঙ্কা „

২২। অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ (সিঃ সূঃ) ১২০
ভাষ্য—নিজে নিজের অনিষ্ট করার আপত্তি খণ্ডন ১২১
—ভেদশ্রুতি উদ্ধার করিয়া যুক্তি ও
অন্য শ্রুতির দ্বারা উপপাদন „
—সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা ভেদব্যবহার বাধিত হয় বলিয়া
ব্রহ্মে কোন দোষ নাই „
ভামতী—ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জীবের দুঃখ ও দুঃখশূন্য
অবস্থা উভয়ই দেখেন, অতএব অহিতকরণ
দোষ হয় না ১২২

২৩। অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ (সিঃ সূঃ) ১২২
ভাষ্য—প্রস্তরে হীরকাদিভেদ, পৃথিবীতে নানাবীজভেদ, অন্নের
রসরক্তাদিভেদবৎ এক ঈশ্বরের নানাকার্য্যত্ব „
—বাচারম্ভণ শ্রুতিবলে ও স্বপ্নদৃষ্টান্তবলে উপপত্তি „
ভামতী—ব্রহ্মের বিবর্ত্তে দোষশঙ্কা হয় বলিয়া এই সূত্রের
অবতারণা কথন ১২৩
৭ম অধিকরণসার ১২৩–১২৪

২৪। উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন
ক্ষীরবদ্ধি (সিদ্ধান্ত সূত্র) ১২৪
ভাষ্য—দুগ্ধ হইতে দধির ন্যায় অসহায় ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি সম্ভব ১২৫
—উষ্ণত্ব ও অম্লরস দধির কারক নহে, শীঘ্রতাসম্পাদক „
—পূর্ণশক্তি ব্রহ্মের সহায় অনাবশ্যক ইহাতে শ্রুতিপ্রমাণ „
ভামতী—কার্য্যের আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গদ্বারা আপত্তি ১২৬
—কারণভেদই কার্য্যভেদের হেতু „
—ক্রমরহিত কারণ হইতে কার্য্যক্রম অযুক্ত ১২৭
—উত্তরে ব্রহ্মের তাত্ত্বিকস্বরূপ, অথবা মিথ্যা
সর্ব্বতাস্বরূপবিষয়ক বিকল্পদ্বয় ১২৭
—তাত্ত্বিকস্বরূপে "ন তস্য কার্য্যং করণং" শ্রুতির
দ্বারা আপত্তিখণ্ডন „
মায়িকস্বরূপে "মায়াং তু প্রকৃতিং" শ্রুতির দ্বারা
আপত্তিখণ্ডন „

২৫। দেবাদিবদপি লোকে (সিঃ সূঃ) „
ভাষ্য—কুম্ভকারাদির দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মের সৃষ্টিতে
সহায় প্রদর্শনাপত্তি ১২৮
—উত্তরে দেবতার সহায়শূন্যভাবে কার্য্য করিবার
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন „
—মাকড়সার দৃষ্টান্তদ্বারা উত্তরপ্রদান „
—বকের গর্ভধারণ দৃষ্টান্তদ্বারা উত্তরপ্রদান „
—পদ্মিনীর জলাশয়ান্তরগমন দৃষ্টান্তদ্বারা উত্তরপ্রদান „
—মাকড়সাদির দৃষ্টান্তে ব্যভিচারশঙ্কা „
—কুলালাদির সহিত দেবতাদৃষ্টান্তের বৈলক্ষণ্য-
প্রদর্শনদ্বারা উত্তরপ্রদান „
ভামতী—চেতনপদে বিশেষণ দিয়া দুগ্ধাদির দ্বারা
ব্যভিচার শঙ্কার বারণ ১২৯
—লোকশব্দের অর্থ—শব্দ „
৮ম অধিকরণসার ১২৯—১৩০

২৬। কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-
কোপো বা (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র) ১৩১
ভাষ্য—ব্রহ্ম নিরবয়ব বলিয়া সর্ব্বাংশে পরিণত হন,
অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন ১৩২
—ব্রহ্ম সাবয়ব হইলে অনিত্য হন ও শ্রুতিবিরোধ
হয়, সুতরাং উক্ত আপত্তিই থাকে „
ভামতী—সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষদ্বারা পরিণামবাদ সূত্রকারের
অভিপ্রেত কিনা শঙ্কা করিয়া বিবর্ত্তবাদেই
অভিপ্রায়প্রদর্শন ১৩৩
—নিরবয়বত্ব ও সাবয়বত্বের মধ্যে রূপান্তর নাই
বলিয়া শ্রুতির অর্থবাদত্বশঙ্কাই সূত্রাভিপ্রায় ? „

২৭। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ (সিদ্ধান্ত সূত্র) ১৩৪
ভাষ্য—ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তিতেও ব্রহ্মের পরিণাম
হয় না, ইহা শ্রুতিবলে জানা যায় ১৩৫
—ব্রহ্ম শব্দমূল, অন্যপ্রমাণগম্য নহে „
—মণিমন্ত্রমহৌষধির ন্যায় অপরিণত হইয়াও
ব্রহ্ম হইতে জগৎ হয় „
—অচিন্ত্যবিষয় তর্কগম্য নহে „
—নিরবয়ব ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হন, অথচ সমগ্র
ব্রহ্ম হন না, ইহা বিকল্পদ্বারা সমাধান
করা যায় না ১৩৬
—অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদস্বীকারদ্বারা উপপত্তি „
—তিমিররোগে চন্দ্র দুটী দৃষ্ট হইলেও যেমন এক তদ্রূপ „
—ব্রহ্মের পরিণাম জগৎ—এই জ্ঞানে কোন ফল নাই „
—ব্রহ্ম সর্ব্বব্যবহারাতীত আত্মা—এই জ্ঞানেই
মোক্ষফললাভ হয় „
—তজ্জন্য শ্রুতির প্রমাণ „
ভামতী—ব্যাখ্যা নাই „

২৮। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি (সিঃ সূঃ) „
ভাষ্য—আত্মা অবিকৃত থাকিয়াও নানাকারে পরিণতি সম্ভব ১৩৭
—স্বপ্নদৃষ্টান্ত ও "ন তত্র রথা" শ্রুতির দ্বারা উপপাদন „

—মায়াবীর দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থন ১৩৭
ভামতী—এই সূত্রে মায়াবাদ পরিস্ফুট বলিয়া স্বীকার „
—স্বপ্নদৃষ্টান্ত মায়াবাদেরই অনুকূল „

২৯। স্বপক্ষদোষাচ্চ (সিদ্ধান্ত সূত্র) „

ভাষ্য—সাংখ্যেরও সমুদায় প্রকৃতির পরিণামাশঙ্কারূপ দোষ ১৩৮
—সাংখ্যের সাবয়ব প্রধান স্বীকার করিলেও দোষ „
—প্রধান সাবয়ব বলিলে অনিত্যতাদোষ হয় „
—শক্তিস্বীকারদ্বারা উপপাদন করিলে ব্রহ্মবাদের সহিত সমান হয় „
—সাংখ্যমতের দোষের ন্যায় বৈশেষিকমতেও দোষ ১৩৮
—পরমাণুদ্বয়যোগে স্থূলতা না হইয়া অণুতর পরমাণুত্বের আপত্তি „
—একাংশের সহিত সংযোগস্বীকারে সাবয়বত্বশঙ্কা „
—ব্রহ্মবাদীর এ সব দোষ হয় না „
ভামতী—সাংখ্যমতে সকলগুণ মিলিত হইয়া পরিণত হয় ১৩৯
—নিরবয়ব সকল গুণের সম্পূর্ণ পরিণামে মূলোচ্ছেদ হয় „
—একাংশের পরিণামে সাবয়বত্ব হয় „
—বৈশেষিকের পরমাণুবাদের পরিষ্কার „
—আরম্ভবাদের দোষ অপরিহার্য্য „
—বৈদান্তিককে মায়াবাদী বলিয়া স্বীকার „
৯ম অধিকরণসার ১৩৯—১৪১

৩০। সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ (সিঃ সূঃ) ১৪১

ভাষ্য—পরব্রহ্মের বিবিধশক্তিতে শ্রুতি প্রমাণ ১৪২
ভামতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র „

৩১। বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ (সিঃ সূঃ) „

ভাষ্য—করণশূন্য সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের সৃষ্টির অসম্ভাবনাশঙ্কাখণ্ডন ১৪৩
—দেবতাগণ মনঃকল্পিত করণাদির দ্বারা কার্য্য করেন „
—"নেতি নেতি" শ্রুতিদ্বারাও ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্ত নিষিদ্ধ হইলেও শ্রুতিগম্য ব্রহ্মে তাহা সম্ভব „
—ব্রহ্ম তর্কগম্য নহেন „
—ব্রহ্মের দেহাদি নিষিদ্ধ হইলে অবিদ্যাশক্তি নিষিদ্ধ নহে „
—"অপাণিপাদঃ" শ্রুতির দ্বারা সমর্থন „
ভামতী—পরমেশ্বর অন্তঃকরণ অপেক্ষা না করিয়াই সৃষ্টি করেন ১৪৪
১০ম অধিকরণসার ১৪৪—১৪৫

৩২। ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র) ১৪৫

ভাষ্য—ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্বে পুনরায় আক্ষেপ ১৪৬
—প্রয়োজন না থাকায় ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্ভব নয় „
—প্রয়োজন ব্যতীত কেহই কিছু করে না „
—এজন্য "ন বা অরে" শ্রুতি প্রমাণ „
—পরমাত্মা নিত্যতৃপ্ত তাঁহার প্রয়োজন সম্ভব নহে „
—উন্মত্তের ন্যায় নিষ্প্রয়োজন কর্ম্মে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বহানি „
ভামতী—মহায়াসসম্পন্ন দৃষ্টিতে ঈশ্বরের লীলাও হেতু হয় না ১৪৭
—লীলায় সুখপ্রয়োজন আছে „
—বুদ্ধিমানের প্রবৃত্তি প্রয়োজনবত্তার দ্বারা ব্যাপ্ত „
—প্রয়োজনাভাববশতঃ ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না „

৩৩। লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ (সিঃ সূঃ) „

ভাষ্য—প্রয়োজন না থাকিলেও স্বভাববশতঃ সৃষ্টি সম্ভব ১৪৮
—রাজার লীলায় প্রয়োজনাভাবের দৃষ্টান্ত „
—নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে প্রয়োজনাভাবের দৃষ্টান্ত „
—ঈশ্বরের প্রয়োজনস্বীকারে শ্রুতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ হয় „
—স্বভাবের উপর প্রশ্ন হয় না „
—ঈশ্বরের শক্তি অনন্ত বলিয়া আয়াস অসঙ্গত „
—লীলার মধ্যে প্রয়োজন অন্বেষণ করিলে শ্রুতিবিরুদ্ধ হয় „
—আপ্তকাম শ্রুতি তাহার প্রমাণ „
—সৃষ্টি পরমার্থ নহে, "ব্রহ্মই আত্মা" ইহা প্রতিপাদনের জন্য, এজন্য—কোন দোষ হয় না „
ভামতী—প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি থাকে না এরূপ নিয়ম নাই ১৪৯
—"বৃথা চেষ্টা করিও না" এই ধর্ম্মসূত্রের বিধানের নিরর্থকতাশঙ্কা „
—অর্জ্জুনের সমুদ্রবন্ধন দৃষ্টান্ত ১৫০
—অগস্ত্যের সমুদ্রপান দৃষ্টান্ত „
—নৃগনৃপতির অট্টালিকানির্ম্মাণ দৃষ্টান্ত „
—যদৃচ্ছা, বা স্বভাব, বা লীলাবশতঃ ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি „
—অবিদ্যাবশতঃ সৃষ্টি বলিয়া কোন আপত্তিই স্থির নহে „
—দ্বিচন্দ্র, অলাতচক্র, গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতির সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন „
—সৃষ্টিবর্ণন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য, সৃষ্টির সত্যতার জন্য নহে „
১১শ অধিকরণসার ১৫০—১৫১

৩৪। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি (সিঃ সূঃ) ১৫২

ভাষ্য—বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যবশতঃ ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বে আপত্তির খণ্ডন ১৫৩
—ঈশ্বর জীবকর্ম্মসাপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করেন „
—ঈশ্বর মেঘের মত বৈষম্যবিহীন „
—ঈশ্বর সাধারণকারণ „
—জীবকর্ম্মসাপেক্ষ সৃষ্টিতে শ্রুতিপ্রমাণ „
ভামতী—সভাপতি যুক্তবাদীকে যুক্তবাদী এবং অযুক্তবাদীকে অযুক্তবাদী বলিলে যেমন দোষ হয় না এস্থলেও তদ্রূপ ঈশ্বরে দোষ হয় না ১৫৫
—ঈশ্বর মধ্যস্থের ন্যায় বলিয়া নির্দ্দোষ „
—জীবকর্ম্মাপেক্ষায় ঈশ্বরে ঐশ্বর্য্যের হানি হয় না „
—প্রভু ভৃত্যকে কর্ম্মানুসারে পুরস্কার দিলে প্রভুর ঐশ্বর্য্য হানি হয় না „
—জীব পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপই কর্ম্ম করে „
—সৃষ্টির তাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করিয়া এই উত্তর, বস্তুতঃ অনির্ব্বচনীয় ১৫৬
—মায়াবীর ছিন্নমুণ্ডহস্তপ্রদর্শনে যেমন বৈষম্য হয় না, ইহাও তদ্রূপ „
—স্বভাব বা লীলাবশতঃ অনির্ব্বচনীয় ভগবৎ-সৃষ্টিতেও দোষ হয় না „

৩৫। ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ (সিঃ সূঃ) „

ভাষ্য—সৃষ্টির আদিতে এক সৎ ছিল এই শ্রুতি অনুসারে জীবের উচ্চনীচজন্মে ঈশ্বরকারণতায় পক্ষপাতদোষশঙ্কা „
—উত্তরে, সৃষ্টির বীজাঙ্কুরবৎ অনাদিত্ব কথন „
ভামতী—ভাষ্যব্যাখ্যামাত্র ১৫৭

৩৬। উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ (সিঃ সূঃ) „

ভাষ্য—সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি ও শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ „
—সংসার সাদি হইলে মুক্তেরও পুনঃ সংসারাপত্তি „
—কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষও হয় ১৫৮
—অন্যোন্যাশ্রয়দোষও হয় „

—"অনেন জীবেন" শ্রুতি, "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ"
"নাস্তো ন চাদি" ইত্যাদি শ্রুতির প্রমাণ ১৫৮
ভামতী—পূর্ব্বসূত্রের অনাদিত্ব হেতু প্রমাণার্থ এই সূত্র ১৫৯
—কর্ম্মানুরূপ ফল না হইলে বিধিনিষেধশাস্ত্রের আনর্থক্য ,,
—মোক্ষশাস্ত্র অনর্থক হয় ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন ,,
—অন্যোন্যাশ্রয়দোষের উপপাদনসহকারে ভাষ্যব্যাখ্যা ,,
—রাগাদিশব্দের অর্থ—রাগ দ্বেষ ও মোহ ,,
—ক্লেশপদের অর্থ রাগাদি ,,
—ভবিষ্যদ্‌বস্তুর দ্বারা ব্যপদেশের দৃষ্টান্ত ,,
—"সদেব সৌম্য" শ্রুতিতে সূক্ষ্মরাগাদির নিষেধ হয় নাই ১৬০
১২শ অধিকরণসার ১৬০—১৬১
৩৭। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ (সিঃ সূঃ) ১৬২
ভাষ্য—সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব এক ব্রহ্মেই সঙ্গত
বলিয়া ব্রহ্ম জগৎকারণ ১৬২
—সাংখ্যপ্রভৃতি আচার্য্যগণের দোষ পরিহারপূর্ব্বক
স্বমতের উপসংহারার্থ এই সূত্রের প্রয়োজন ১৬২
—বিচারে স্বপক্ষস্থাপনান্তর পরপক্ষ খণ্ডনই রীতি ,,
—ঔপনিষদদর্শন অনতিশঙ্কনীয় ,,
ভামতী—ভাষ্যের সর্ব্বজ্ঞপদের লৌকিকব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে ,,
সর্ব্বশক্তিপদের দ্বারা ব্রহ্মই উপাদান ও
—নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে ,,
—মহামায় শব্দদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অনুপপত্তির
শঙ্কা বারণ করা হইয়াছে ১৬৩
১৩শ অধিকরণসার ,,
সমুদায় সূত্রের সহিত অধিকরণ, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত
পক্ষের সম্বন্ধপ্রদর্শন ১৬৪

ভামতীপ্রভা টীকা ১৬৫—২২০ পৃষ্ঠা

ভ্রমসংশোধন

৩৫ পৃষ্ঠা ১১ পঙ্‌ক্তি

"বিজ্ঞানং চ" এই বেদবাক্যরূপ = প্রত্যক্ষরূপ

হইয়াছে এজন্য = হইলে

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীতম্

ব্রহ্মসূত্রং নাম বেদান্তদর্শনম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ মঙ্গলপাঠঃ।

ওঁ নমো ব্রহ্মাদিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃভ্যো বংশঋষিভ্যো মহদ্ভ্যো নমো গুরুভ্যঃ ।

সর্ব্বোপপ্লবরহিতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ প্রত্যগর্থো ব্রহ্মৈবাহমস্মি।

নারায়ণং পদ্মভবং বসিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্ ॥১
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদং চ হস্তামলকং চ শিষ্যম্।
তং ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্যানস্মদ্গুরূন্ সন্ততমানতোঽস্মি ॥২

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানামালয়ং করুণালয়ম্।
নমামি ভগবৎপাদং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥৩
শঙ্করং শঙ্করাচার্য্যং কেশবং বাদরায়ণম্।
সূত্রভাষ্যকৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ ॥৪
ঈশ্বরো গুরুরাত্মেতি মূর্ত্তিভেদবিভাগিনে।
ব্যোমবদ্ব্যাপ্তদেহায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥৫
অশুভানি নিরাচষ্টে তনোতি শুভসন্ততিম্।
স্মৃতিমাত্রেণ যৎ পুংসাং ব্রহ্ম তন্মঙ্গলং পরম্ ॥৬
অতিকল্যাণরূপত্বান্নিত্যকল্যাণসংশ্রয়াৎ।
স্মর্তৃণাং বরদত্বাচ্চ ব্রহ্ম তন্মঙ্গলং বিদুঃ ॥৭
ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্য্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ ॥৮
হরিঃ ওঁ তৎ সৎ পরব্রহ্মণে নমঃ ॥

ওঁ তৎসদ্ ব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম্

ব্রহ্মসূত্রং নাম

—০:*:০—

অথ অবিরোধো নাম

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

সাংখ্যযোগকাণাদাদিভিঃ স্মৃতিভিঃ সাংখ্যাদিপ্রযুক্ততর্কৈশ্চ
বেদান্তসমন্বয়বিরোধপরিহারো নাম

প্রথমঃ পাদঃ।

—:*:—

স্মৃত্যধিকরণং নাম

প্রথমম্ অধিকরণম্।

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১

শাঙ্করভাষ্যম্।

'প্রথমেহধ্যায়ে' সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং, মৃৎসুবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাম্; উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতিকারণং, মায়াবী ইব মায়ায়াঃ; প্রসারিতস্য চ জগতঃ পুনঃ স্বাত্মন্যেব উপসংহারকারণম্, অবনিরিব চতুর্ব্বিধস্য ভূতগ্রামস্য; স এব চ সর্ব্বেষাং নঃ আত্মা—ইতি এতদ্ বেদান্তবাক্যসমন্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতম্, প্রধানাদিকারণবাদাশ্চ অশব্দত্বেন নিরাকৃতাঃ। ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহারঃ, প্রধানাদিবাদানাং চ ন্যায়াভাসোপবৃংহিতত্বম্, প্রতিবেদান্তং চ সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়া অবিগীতত্বম্—ইত্যস্য অর্থজাতস্য প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োহধ্যায় আরভ্যতে।১

ভাষ্যানুবাদ · সঙ্গতিপ্রদর্শনার্থ পূর্ব্বাপর অধ্যায়ার্থসংক্ষেপ।

১। প্রথম অধ্যায়ে—সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বরই, মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি যেমন ঘট ও রুচক নামক সুবর্ণময় কণ্ঠভূষণের উৎপত্তির কারণ হয়, তদ্রূপ জগতের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকেন; মায়াবী যেমন মায়ার নিয়ন্তৃরূপে স্থিতিকারণ হয়, তদ্রূপ উৎপন্ন জগতের নিয়ন্তৃরূপে স্থিতির কারণ হইয়া থাকেন, পৃথিবী যেমন জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহের নিজ স্বরূপেই উপসংহার অর্থাৎ লয়ের কারণ হয়, তদ্রূপ এই প্রসারিত জগতের নিজ স্বরূপেই উপসংহারের কারণ হইয়া থাকেন, এবং তিনিই আমাদের সকলের আত্মা—ইত্যাদি বিষয়সমূহ, বেদান্তবাক্যের সমন্বয়প্রতিপাদনদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং তৎপরে প্রধানাদি কারণবাদ সকল অর্থাৎ যে সকল মতে প্রকৃতি ও পরমাণু প্রভৃতিই জগতের কারণ বলা হয়, সেই সকল মতবাদ অশব্দ অর্থাৎ অবৈদিক বলিয়া নিরাকরণ অর্থাৎ খণ্ডন করা হইয়াছে। এক্ষণে স্বপক্ষে অর্থাৎ নিজ অভীষ্ট ব্রহ্মকারণবাদে স্মৃতি ও ন্যায়ের সহিত তাহার বিরোধপরিহার, প্রধানাদি বাদসমূহ যে ন্যায়াভাসদ্বারা উপবৃংহিত অর্থাৎ যুক্ত্যাভাসদ্বারা পরিপুষ্ট এবং প্রত্যেক বেদান্তোক্ত সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়া যে অবিগীত অর্থাৎ নির্দ্দোষ—এই সকল বিষয় প্রতিপাদনের জন্য এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করা যাইতেছে।১

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১]

ভামতী।

বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণয়োঃ সমন্বয়বিরোধপরিহারলক্ষণয়োঃ সঙ্গতিপ্রদর্শনায় সুখগ্রহণায় চ এতয়োঃ সংক্ষেপতঃ তাৎপর্য্যার্থম্ আহ—"প্রথমে ঽধ্যায়ে" ইতি। অনপেক্ষবেদান্তবাক্যস্বরসসিদ্ধ-সমন্বয়লক্ষণস্য বিরোধতৎপরিহারাভ্যাম্ আক্ষেপসমাধানকরণাৎ অনেন লক্ষণেন অস্তি বিষয়-বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধঃ। পূর্ব্বলক্ষণার্থো হি বিষয়ঃ, তদ্‌গোচরত্বাৎ আক্ষেপসমাধানয়োঃ এষ চ বিষয়ী ইতি।১

ভামতীর অনুবাদ। পূর্ব্বাধ্যায়ের সহিত ইহার বিষয়বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধ।

১। ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে কি, জীব পরমাণু ও প্রকৃতি প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে বলিয়া যে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যে সন্দেহ হয়, সে সকল শ্রুতির যে ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য এতাদৃশ সমন্বয়লক্ষণ যে বৃত্ত অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে এবং বিরুদ্ধবাদিগণ তদ্বিষয়ে যে সকল বিরোধ উত্থাপন করিয়াছেন, যাহাদের পরিহার এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হইবে, এতাদৃশ পরিহারলক্ষণ যে বর্ত্তিষ্যমাণ বিষয়সমূহ, তাহাদের সঙ্গতি, অর্থাৎ প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে সম্বন্ধ তাহার প্রদর্শনমানসে এবং অনায়াসে যাহাতে বক্তব্যবিষয়সমূহ বুঝিতে পারা যায়, সেই উদ্দেশ্যে, ভগবান্ ভাষ্যকার "প্রথমে অধ্যায়ে" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা এই দুই অধ্যায়ের অভিপ্রেত অর্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন। বিরোধ এবং তাহার পরিহারদ্বারা আক্ষেপের সমাধান করায় অনপেক্ষ বেদান্তবাক্য-সমূহের যে স্বরসসিদ্ধ সমন্বয়, তাদৃশ সমন্বয়লক্ষণ প্রথম অধ্যায়ের সহিত সেই সমন্বয়বিষয়ক বিরোধ এবং তাহার পরিহারাত্মক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধ থাকে; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমন্বয় অধ্যায়টি নিরপেক্ষ বেদান্তবাক্যের অভিপ্রেত অর্থ লইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া সে বিষয়ে বিরুদ্ধবাদিগণ বিরোধ দেখাইয়া যে যে দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সকল বিরোধ পরিহার করিয়া তৎকল্পিতদোষের নিরাস করা হইয়াছে, অতএব এই অধ্যায়ের সহিত পূর্ব্বাধ্যায়ের বিষয়বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধ আছে, যেহেতু পূর্ব্বলক্ষণের অর্থাৎ সমন্বয়লক্ষণের যাহা অর্থ তাহাই বিষয়, আর আক্ষেপ ও সমাধান সেই সমন্বয়বিষয়ক হইতেছে বলিয়া অর্থাৎ তাহাকে অবলম্বন করিয়া দোষের কল্পনা ও তাহার নিরাস করা হইয়াছে বলিয়া এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি বিষয়ী।১

শাঙ্করভাষ্যম্।

'তত্র প্রথমং তাবৎ' স্মৃতিবিরোধম্ উপন্যস্য পরিহরতি—

"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১"

যদুক্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণম্ ইতি তৎ অযুক্তম্; কুতঃ—"স্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ"। স্মৃতিশ্চ 'তন্ত্রাখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা' শিষ্টপরিগৃহীতা. 'অন্যাশ্চ তদনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ,' এবং সতি 'অনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্'। তাসু হি অচেতনং প্রধানং স্বতন্ত্রং জগতঃ কারণম্ উপনিবধ্যতে। মন্বাদিস্মৃতয়ঃ তাবৎ চোদনালক্ষণেন অগ্নিহোত্রাদিনা ধর্ম্মজাতেন অপেক্ষিতম্ অর্থং সমর্পয়ন্ত্যঃ সাবকাশাঃ ভবন্তি। অস্য বর্ণস্য অস্মিন্ কালে অনেন বিধানেন উপনয়নম্, ঈদৃশশ্চ আচারঃ, ইত্থং বেদাধ্যয়নম্, ইত্থং সমাবর্ত্তনম্, ইত্থং সহধর্ম্ম-চারিণীসংযোগ ইতি। তথা পুরুষার্থাংশ্চ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ নানাবিধান্ বিদধতি। ন এবং কপিলাদিস্মৃতীনাম্ অনুষ্ঠেয়ে বিষয়ে অবকাশঃ অস্তি। মোক্ষসাধনমেব হি সম্যগ্‌দর্শনম্ অধিকৃত্য তাঃ প্রণীতাঃ। যদি তত্রাপি অনবকাশাঃ স্যুঃ আনর্থক্যমেব আসাং প্রসজ্যেত। 'তস্মাৎ তদবিরোধেন বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যাঃ'।২

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষে সাংখ্যস্মৃতির সহিত অবিরোধে বেদান্তব্যাখ্যা উচিত।

২। তন্মধ্যে "স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ন অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" অর্থাৎ "স্মৃতির অনবকাশ দোষ হয়, যদি বল, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না, যেহেতু অন্য স্মৃতির অনবকাশ দোষ হয়" এই সূত্রদ্বারা প্রথমে স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ উল্লেখ করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। যথা—তুমি যে বলিয়াছ—সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে স্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ সাংখ্যাদিস্মৃতির অপ্রামাণ্যরূপ দোষ হইয়া পড়ে। স্মৃতি অর্থ তন্ত্রনামক শাস্ত্র, ইহা পরমর্ষি

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১]

অর্থাৎ মহর্ষি কপিলের প্রণীত, এবং শিষ্টপরিগৃহীত অর্থাৎ আচার্য্যগণ ইহাকে সাদরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এইরূপ কপিলের মত লইয়া আসুরি ও পঞ্চশিখ প্রভৃতি ঋষিগণ যে সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, সে গুলিও স্মৃতি, তাহারাও শিষ্টপরিগৃহীত। 'এরূপ হইলে' অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলে এই সকল স্মৃতি অনর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, সেই সকল শাস্ত্রে অচেতন প্রধানকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু মনুপ্রভৃতি ঋষিপ্রণীত স্মৃতি সকল অনর্থক হয় না, কারণ, চোদনালক্ষণ অর্থাৎ বিধিবোধিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের উপদেশ দিয়া অপেক্ষিত অর্থ অর্থাৎ তাহাদের বক্তব্যবিষয় প্রকাশ করায় তাহারা সাবকাশ অর্থাৎ সার্থক হইয়া থাকে। যেহেতু তাহা—এই বর্ণের এই সময়ে এই বিধি অনুসারে উপনয়ন দিতে হয়, এই প্রকার সদাচার, এই প্রকারে বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়, এই প্রকারে সমাবর্ত্তন করিতে হয়, এই প্রকারে বিবাহ করিতে হয়—ইত্যাদি উপদেশ এবং নানাবিধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ পুরুষার্থসমূহের বিধান দিয়াছে। কপিলাদি প্রণীত স্মৃতিগুলির উক্তরূপ অনুষ্ঠেয় বিষয়ে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্যকর্ম্মে এই প্রকার সার্থকতা নাই। কারণ, তাহারা অগ্নিহোত্রাদি কোনকর্ম্ম করিতে আদেশ দেয় নাই, প্রত্যুত, একমাত্র মোক্ষের সাধন সম্যগ্‌দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়া সেই সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। যদি তাহাতেও তাহাদের কোন সার্থকতা না থাকে, তাহা হইলে সেই কপিলাদিস্মৃতি একবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব যাহাতে সংখ্যাদিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ না হয়, সেই প্রকারে বেদান্ত সকল ব্যাখ্যা করা উচিত ।২

ভামতী।

২। তৎ এবম্ অধ্যায়ম্ অবতার্য্য তদবয়বম্ অধিকরণম্ অবতারয়তি—"তত্র প্রথমং তাবৎ" ইতি। তন্ত্র্যতে ব্যুৎপাদ্যতে মোক্ষসাধনম্ অনেন ইতি তন্ত্রম্. তদেব আখ্যা যস্যাঃ সা স্মৃতিঃ "তন্ত্রাখ্যা", "পরমর্ষিণা" কপিলেন আদিবিদুষা "প্রণীতা"। "অন্যাশ্চ" আসুরিপঞ্চশিখাদিপ্রণীতাঃ "স্মৃতয়ঃ" "তদনুসারিণ্যঃ"। ন খলু অমূষাং স্মৃতীনাং মন্বাদিস্মৃতিবৎ অন্যঃ অবকাশঃ শক্যো বদিতুম্, ঋতে মোক্ষসাধনপ্রকাশনাৎ। তদপি চেৎ ন অভিদধ্যুঃ "অনবকাশাঃ" সত্যঃ অপ্রমাণং "প্রসজ্যেরন্"। "তস্মাৎ" "তদবিরোধেন" কথঞ্চিৎ "বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যাঃ" ।২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

চেতনজগদুপাদানসমন্বয়ঃ সাংখ্যস্মৃত্যা সঙ্কোচ্যতাং ন বা ইতি সর্ব্বজ্ঞভাষিতত্বসাম্যেন বলাবলাবিনিগমাৎ সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষম্ আহ—"ন খলু" ইতি ।১-২

ভামতীর অনুবাদ। তন্ত্রপ্রভৃতি শব্দের অর্থ।

২। এই প্রকারে অধ্যায়ের অবতারণা করিয়া "তত্র প্রথমং তাবৎ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা অধ্যায়ের অংশ এই প্রথম অধিকরণের অবতারণা করিতেছেন। মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন অর্থাৎ উপায় যাহার দ্বারা বুঝান হইয়াছে, তাহার নাম তন্ত্র, সেই তন্ত্রই হইয়াছে আখ্যা অর্থাৎ নাম যাহার তাহাই তন্ত্রাখ্য অর্থাৎ তন্ত্রনামক শাস্ত্র। পরমর্ষিপ্রণীত শব্দের অর্থ—আদিবিদ্বান মহর্ষি কপিলের প্রণীত স্মৃতি, অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের মধ্যে যিনি প্রথম-বিদ্বান্ সেই মহর্ষি কপিল যেই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা, এবং অন্য অর্থাৎ তদনুসারি স্মৃতিসকল, অর্থাৎ আসুরি পঞ্চশিখপ্রভৃতি ঋষিপ্রণীত কপিলস্মৃতি অনুসারেই রচিত যে অন্য স্মৃতিসকল তাহারা, এই সকল স্মৃতি মোক্ষের সাধন প্রকাশ করা ভিন্ন, মনু প্রভৃতি স্মৃতির ন্যায় অন্য অর্থ প্রকাশ করিয়া সাবকাশ অর্থাৎ সার্থক হয়—ইহা বলিতে পারা যায় না। যদি এই সকল সাংখ্যস্মৃতি মোক্ষসাধনকেও প্রকাশ না করে, তাহা হইলে অনবকাশ অর্থাৎ বিষয়শূন্য হইয়া অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব যাহাতে সাংখ্যস্মৃতির সহিত বিরোধ না হয়, এইরূপে কোন প্রকারে বেদান্তসকল ব্যাখ্যা করা উচিত ।২

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং পুনঃ ঈক্ষত্যাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণম্ ইতি অবধারিতঃ শ্রুত্যর্থঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন পুনঃ আক্ষিপ্যতে? ভবেৎ অয়ম্ অনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্র-প্রজ্ঞানাম্; পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থম্ অবধারয়িতুম্ অশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাতপ্রণেতৃকাসু স্মৃতিষু অবলম্বেরন্। তদ্বলেন চ শ্রুত্যর্থং প্রতিপিৎসেরন্। অস্মৎ-কৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুঃ, বহুমানাৎ স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু। কপিলপ্রভৃতীনাং চ আর্ষং জ্ঞানম্ অপ্রতিহতং স্মর্য্যতে। শ্রুতিশ্চ ভবতি—

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১]

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ" (শ্বেঃ উঃ ৫।২) ইতি। তস্মাৎ ন এষাং মতম্ অযথার্থং শক্যং সম্ভাবয়িতুম্। তর্কাবষ্টম্ভেন চ এতে অর্থং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি। তস্মাদপি স্মৃতিবলেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়া ইতি পুনঃ আক্ষেপঃ।৩

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষীর পুনরায় আক্ষেপ।

৩। যদি বল "স ঐক্ষত" অর্থাৎ তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যরূপ হেতুবলে, (ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই ১।১।৫ সূত্রে) স্থির করা হইয়াছে যে, একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ; এক্ষণে স্মৃতির অনবকাশরূপ দোষ হইয়া যায় বলিয়া অর্থাৎ সাংখ্যস্মৃতি ব্যর্থ হইয়া যায় বলিয়া ঐরূপে নিশ্চিত বেদার্থবিষয়ে আবার কেন শঙ্কা করা হইতেছে? তাহা হইলে বলিব—স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞব্যক্তিগণের অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি স্বাধীন (অর্থাৎ যাঁহারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে অপরের অপেক্ষা করেন না) তাঁহাদের এইরূপ শঙ্কা না হইতে পারে বটে, কিন্তু পরতন্ত্রপ্রজ্ঞগণের অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি পরাধীন, তাহারা প্রায়ই স্বাধীনভাবে বেদার্থ বুঝিতে না পারিয়া, বিখ্যাত ঋষিগণের রচিত শাস্ত্রসকলের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এবং সেই সকল শাস্ত্রসাহায্যে বেদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন। ঐ স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা থাকায়, আমরা সিদ্ধান্তী যে প্রকার বেদার্থ ব্যাখ্যা করিলাম, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রকৃতি কারণ নহে—ইত্যাদি বলিলাম, তাহাতে বিশ্বাস করিবে না। আরও কপিলপ্রভৃতি স্মৃতিকারগণের যে আর্ষজ্ঞান, তাহা অপ্রতিহত, অর্থাৎ কখনও বাধাপ্রাপ্ত হয় না, এইরূপই স্মরণ করা হয়। বস্তুতঃ এ বিষয়ে শ্রুতিও আছে "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে" (শ্বেঃ উঃ ৫।২) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যিনি অর্থাৎ পরমেশ্বর, অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে জায়মান, এবং স্থিতিকালে প্রসূত কপিল ঋষিকে জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ভূতভবিষ্যদ্ বর্ত্তমান বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিবে, ইত্যাদি। অতএব এই কপিলাদিমহর্ষিগণের সিদ্ধান্ত সত্য নহে, ইহা মনে করিতে পারা যায় না; আরও তাঁহারা তর্ক আশ্রয় করিয়াও বেদার্থ স্থির করিয়া থাকেন। সেজন্যেও সাংখ্যস্মৃতির সাহায্যে বেদান্তবাক্যসকল ব্যাখ্যা করা উচিত। এইজন্য এই ১।১।৫ সূত্রে ব্রহ্মই জগৎকারণ স্থির হইলেও এই সূত্রে পুনর্ব্বার শঙ্কা করা হইতেছে।৩

ভামতী।

৩। পূর্ব্বপক্ষম্ আক্ষিপতি—"কথং পুনঃ ঈক্ষত্যাদিভ্যঃ" ইতি। প্রসাধিতং খলু ধর্ম্মমীমাংসায়াং "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদ্ অসতি হ্যনুমানম্" ইত্যত্র, যথা শ্রুতিবিরুদ্ধানাং স্মৃতীনাং দুর্ব্বলতয়া অনপেক্ষণীয়ত্বং তস্মাৎ ন দুর্ব্বলানুরোধেন বলীয়সীনাং শ্রুতীনাং যুক্তম্ উপবর্ণনম্, অপি তু স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবাঃ শ্রুতয়ঃ দুর্ব্বলাঃ স্মৃতীঃ বাধন্তে এব—ইতি যুক্তম্। পূর্ব্বপক্ষী সমাধত্তে—"ভবেদ্ অয়ম্" ইতি। প্রসাধিতোঽপি অর্থঃ শ্রদ্ধাজড়ান্ প্রতি পুনঃ প্রসাধ্যতে ইত্যর্থঃ। আপাততঃ সমাধানম্ উক্ত্বা পরমসমাধানম্ আহ পূর্ব্বপক্ষী "কপিলপ্রভৃতীনাং চ আর্ষম্" ইতি। অয়ম্ অস্য অভিসন্ধিঃ—ব্রহ্ম হি শাস্ত্রস্য কারণম্ উক্তম্, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি, তেন এষ বেদরাশিঃ ব্রহ্মপ্রভবঃ সন্ 'আজানসিদ্ধানাবরণভূতার্থমাত্রগোচরতদ্বুদ্ধিপূর্ব্বকো' যথা, তথা কপিলাদীনামপি শ্রুতিস্মৃতিপ্রথিতাজানসিদ্ধভাবানাং স্মৃতয়ঃ অনাবরণসর্ব্ববিষয়তদ্বুদ্ধিপ্রভবা ইতি ন শ্রুতিভ্যঃ অমূষাম্ অস্তি কশ্চিদ্ বিশেষঃ। ন চ এতাঃ স্ফুটতরং প্রধানাদিপ্রতিপাদনপরাঃ শক্যন্তে অন্যথয়িতুম্। তস্মাৎ তদনুরোধেন কথঞ্চিৎ শ্রুতয়ঃ এব নেতব্যাঃ; অপি চ তর্কোঽপি কপিলাদিস্মৃতীঃ অনুমন্যতে, তস্মাদপি এতদেব প্রাপ্তম্।৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

৩। "বিরোধে তু" ইতি। "ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বা উদ্গায়েৎ" ইতি প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধা "সর্ব্বাম্ আবেষ্টেত" ইতি স্মৃতিঃ মানং বা ইতি সন্দেহে বেদার্থানুষ্ঠাতৄণাং স্মৃতিভিঃ মূলশ্রুত্যনুমানাৎ প্রত্যক্ষানুমিতশ্রুত্যোশ্চ স্বপরাধীতশ্রুতিবৎ সমবলত্বাৎ উদিতানুদিতাদিবৎ বিকল্পাদিসম্ভবাৎ মানম্ ইতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ। শ্রুতিবিরুদ্ধস্মৃতীনাং প্রামাণ্যম্ অনপেক্ষম্ অপেক্ষাবর্জ্জিতং হেয়ম্ ইতি যাবৎ। যতঃ অসতি বিরোধে মূলশ্রুত্যনুমানং স্বপরাধীতশ্রুত্যোঃ তুল্যবৎ প্রমিতত্বাৎ সমবলতা। প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধে অর্থে তু ন শ্রুত্যনুমানম্; অর্থাপহারেণ মানস্যাপি অপহারাৎ। অতঃ মূলাভাবাৎ অপ্রমাণম্ ইতি। "পূর্ব্বপক্ষী" পূর্ব্বপক্ষোপপাদকঃ, অধিকরণারম্ভবাদী ইত্যর্থঃ। আর্ষপ্রত্যক্ষমূলাপি স্মৃতিঃ সাপেক্ষা, বেদস্তু অপৌরুষেয়ত্বাৎ অনপেক্ষঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"অয়ম্ অভিসন্ধিঃ" ইতি। "আজানসিদ্ধা স্বভাবসিদ্ধা চ সা অনাবরণভূতার্থমাত্রগোচরা চ। ভ্রমবৎ সত্যানৃতগোচরত্বং বারয়তি—"মাত্র" ইতি। এবং ভূতা তস্য ব্রহ্মণঃ যা বুদ্ধিঃ তৎপূর্ব্বকঃ বেদরাশিঃ ইত্যর্থঃ। পৌরুষেয়ত্বেন তুল্যত্বম্ উক্ত্বা স্মৃতেঃ নিরবকাশত্বং প্রাবল্যহেতুম্ আহ—"ন চ এতাঃ" ইতি। অনন্যপরত্বং স্ফুটতরত্বম্। শ্রুতিঃ অনুষ্ঠানপরা।৩

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১]

ভামতীর অনুবাদ। পূর্ব্বপক্ষীর পুনর্ব্বার আক্ষেপভাষ্যের ব্যাখ্যা।

৩। **"কথং পুনঃ ঈক্ষত্যাদিভ্যঃ"** ইত্যাদিগ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী পূর্ব্বোক্তপূর্ব্বপক্ষের দৃঢ়তাসাধনমানসে তাহার উপর আক্ষেপ করিতেছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে ১।১।৫ সূত্রে যখন শ্রুতিবলে সাংখ্যসম্মত জগতের প্রধানকারণতা-বাদ খণ্ডন করিয়া বেদান্তসম্মত ব্রহ্মকারণতাবাদ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তখন 'সাংখ্যমতে বেদান্তের ব্যাখ্যা না করিলে সাংখ্যস্মৃতি অনবকাশ হইয়া অপ্রমাণ হয়', এই কথা বলিয়া আবার সেই ব্রহ্মকারণতাবাদের উপর পূর্ব্বপক্ষ করা কেন? কারণ, **"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসতি হ্যনুমানম্"** ধর্ম্মমীমাংসার এই (১।৩।৩) সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতিসকল শ্রুতি অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতিকে অপেক্ষা করিতে হইবে না, অতএব দুর্ব্বল স্মৃতি অনুসারে অতিপ্রবল শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। কিন্তু যাহাদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ সেই শ্রুতিসকল দুর্ব্বল স্মৃতিকে বাধাপ্রদান করেই। ইহাই ঠিক্। অতএব শ্রুতিবলে সিদ্ধ জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদের উপর পূর্ব্বপক্ষ নিষ্ফল, যদি বল? **"ভবেৎ অয়ম্"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী (অর্থাৎ যিনি অধিকরণ আরম্ভ করিয়াছেন,) ইহার উত্তর দিতেছেন, অর্থাৎ এভাবে পূর্ব্বপক্ষ করা এখনও আবশ্যক—ইহাই ভাষ্যকার বলিতেছেন। কারণ, যাঁহারা স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ তাঁহাদের আবশ্যকতা না থাকিলেও অস্বতন্ত্রপ্রজ্ঞের জন্য, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বুঝাইয়া দিলেও যাহারা শ্রদ্ধাজড় অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীন, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বুঝাইবার জন্য এইরূপ পূর্ব্বপক্ষদ্বারা বুঝান আবশ্যক—ইহাই বলিতেছেন। ইহাই এস্থলে অর্থ। এইরূপে পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আশঙ্কার আপাততঃ সমাধান করিয়া অর্থাৎ স্থূলভাবে উত্তর দিয়া **"কপিলপ্রভৃতীনাং চ আর্যম্"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা উক্ত আশঙ্কার পরমসমাধান করিতেছেন, অর্থাৎ প্রকৃত উত্তর দিতেছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, **"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"** এই (১।১।৩) সূত্রে ব্রহ্মই ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ বলা হইয়াছে; অতএব এই বেদরাশি ব্রহ্মপ্রভব হওয়ায় যেমন ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ এবং আবরণশূন্য সিদ্ধবস্তুমাত্রবিষয়ক যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিপূর্ব্বকই হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ স্বভাবসিদ্ধভাবসম্পন্ন কপিলাদিরও স্মৃতি সকল প্রকার আবরণশূন্য সর্ব্ববস্তুবিষয়কবুদ্ধিপ্রভব হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান যেমন অবাধে কেবলমাত্র সিদ্ধবস্তুপ্রকাশক ও স্বভাবসিদ্ধ, আর সেই জ্ঞানপূর্ব্বক যেমন নিখিল বেদ ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রুতিস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ কপিলাদি মহর্ষিগণও স্বভাবতঃই সিদ্ধপুরুষ, তাঁহাদের রচিত শাস্ত্রসকলও অবাধে সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব বেদ হইতে এইসকল স্মৃতিশাস্ত্রের কোন প্রভেদ নাই। আর এই সকল স্মৃতিশাস্ত্র স্পষ্টভাবে যে প্রধানাদি পদার্থকে প্রতিপাদন করে, তাহার অন্যথা করিতে কেহই পারে না, অর্থাৎ তাহার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব তাদৃশ সাংখ্যাদি শাস্ত্রের অনুরোধে শ্রুতিগুলিকেই কোন রকমে ব্যাখ্যা করা উচিত। আরও এক কথা—তর্কও কপিলাদিপ্রণীত স্মৃতিকে অনুমোদন করে, আর সেই তর্ক হইতেও ইহাই পাওয়া যাইতেছে, অতএব সাংখ্যস্মৃতি অনুসারেই বেদান্ত ব্যাখ্যা করা উচিত। সুতরাং ঈক্ষতি শ্রুতির অর্থও চেতন ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে, কিন্তু অচেতন প্রধানই জগৎকারণ।৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

৪। **তস্য সমাধিঃ—"ন অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" ইতি। যদি স্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গেন ঈশ্বরকারণবাদ আক্ষিপ্যেত, এবমপি অন্যা ঈশ্বরকারণবাদিন্যঃ স্মৃতয়ঃ অনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্। তা উদাহরিষ্যামঃ—**

"যত্তৎ সূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়ং" [মহাঃ শান্তিঃ মোক্ষঃ নারায়ণীয়ে ৩৩৫অঃ ২৯শ্লোঃ]

ইতি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্য—

"স হ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে।" [ঐ ৩০]

ইতি চ উক্ত্বা—

"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম॥" [ঐ ৩০]

ইত্যাহ। তথা অন্যত্রাপি—

"অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নির্গুণে সম্প্রলীয়তে।" [ঐ ৩৩৯।৩১]

ইত্যাহ।

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্ব্বং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ"॥*

ইতি পুরাণে। ভগবদ্গীতাসু চ—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা"। [৭।৬]

ইতি পরমাত্মানমেব চ প্রকৃত্য আপস্তম্বঃ পঠতি—

"তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ।" (ধর্ম্ম সূং ১।৮।২৩।২।) ইতি।

এবম্ অনেকশঃ স্মৃতিষ্বপি ঈশ্বরঃ কারণত্বেন উপাদানত্বেন চ প্রকাশ্যতে। স্মৃতিবলেন প্রত্যবতিষ্ঠমানস্য স্মৃতিবলেনৈব উত্তরং বক্ষ্যামি, ইত্যতঃ অয়ম্ অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষোপন্যাসঃ। দর্শিতং তু শ্রুতীনাম্ [অপি] ঈশ্বরকারণবাদং প্রতি তাৎপর্য্যম্। বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনাম্ অবশ্যকর্ত্তব্যে অন্যতরপরিগ্রহে অনতরপরিত্যাগে চ শ্রুত্যনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণম্, অনপেক্ষ্যা ইতরাঃ। তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে—

"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসতি হ্যনুমানম্" (জৈঃ সূঃ ১।৩।৩) ইতি।৪

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষীর দ্বিতীয়বার আক্ষেপের সমাধান।

৪। এক্ষণে "নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" এই সূত্রাংশদ্বারা ভগবান্ সূত্রকার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন। যদি সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্যরূপ দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া ঈশ্বরকারণবাদ (অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ) এই কথায় শঙ্কা কর, তাহা হইলে যে সকল স্মৃতি ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়াছেন, তাঁহারাও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। সেই সকল স্মৃতি দেখাইতেছি—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে নারায়ণীয়ে—

"যৎ তৎ সূক্ষ্মম্ অবিজ্ঞেয়ম্......।" [৩৩৫অঃ ২৯শ্লোঃ]

অর্থাৎ সেই যে সূক্ষ্ম (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ প্রমাণান্তরের অগ্রাহ্য বস্তু এই প্রকারে পরব্রহ্মের কথা আরম্ভ করিয়া—

"স হ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে।" [৩৩৫অঃ ৩০শ্লোঃ]

অর্থাৎ তিনিই প্রাণিগণের অন্তরাত্মা এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (অর্থাৎ জীব) বলিয়া কথিত হন, এই কথা বলিয়া ঐ শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলিতেছেন—

"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম॥" [৩৩৫অঃ ৩০শ্লোঃ]

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়যুক্ত অব্যক্ত (অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগৎ) উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যত্র অর্থাৎ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে—

"অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নির্গুণে সম্প্রলীয়তে।" [৩৩৯অঃ ৩১শ্লোঃ]

অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্! গুণাতীত ব্রহ্মে অব্যক্ত (প্রধান) লয় হয়—এই কথা বলিতেছেন। পুরাণে আছে,—

"অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্ব্বং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ"॥

[মহাঃ শাঃ মোঃ সাংখ্যযোগকথনে ৩০১ অঃ ১১৫ শ্লোক ?]

অর্থাৎ অতএব সংক্ষেপে তোমরা এই কথা শ্রবণ কর যে, পুরাণ পুরুষ নারায়ণই এই সব, অর্থাৎ তিনি এই সমস্ত জগৎ হইয়াছেন, সৃষ্টিকালে তিনিই এই সব সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়কালে আবার তিনিই এই সব সংহার করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও আছে,—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" [৭।৬]

---

* এইরূপ একটী শ্লোক মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায় সাংখ্যযোগকথনে ৩০১ অধ্যায়ে ১১৫ সংখ্যকে দেখা যায়—
"এতন্ময়োক্তং নরদেব তত্ত্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণম্। স সর্গকালে চ করোতি সর্ব্বং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ॥"
কোন পুরাণে ইহা পাওয়া গেল না। তবে এই সাংখ্যযোগটী বৈদিক অদ্বৈতবাদী সাংখ্যযোগ, নিরীশ্বর দ্বৈতবাদী সাংখ্যযোগ নহে। এই শ্লোকটী দেখিলে ইহাই বোধ হয়। এতদ্দ্বারা ভাষ্যকার একপ্রকার সাংখ্যস্মৃতি অন্যপ্রকার সাংখ্যস্মৃতিরও বিরোধী—ইহাও দেখাইলেন।

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১]

ভাষ্যানুবাদ।

অর্থাৎ আমি সকল জগতের উৎপত্তিস্থান ও লয়স্থান। অর্থাৎ আমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমি সমস্ত সংহার করি। আর পরমাত্মার প্রস্তাবে আপস্তম্ব বলিতেছেন—

"তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে সমূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ" [ধর্ম্ম সূঃ ১।৮।২৩।২]

অর্থাৎ তাহা হইতে কায়সকল অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত দেহসকল উৎপন্ন হয়, তিনি জগতের কারণ, শাশ্বতিক অর্থাৎ তিনি অনাদি অতএব নিত্য (অর্থাৎ তাঁহার উৎপত্তি বিনাশ নাই)। এইরূপে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া স্মৃতিসকলমধ্যেও বহুবার প্রকাশ করা হইয়াছে। স্মৃতির সাহায্যে যিনি বিরোধিতা করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকারণতাবাদ অস্বীকার করেন, তাঁহাকে স্মৃতির সাহায্যেই উত্তর দিব, এই উদ্দেশ্যে ভগবান্ সূত্রকার কর্ত্তৃক অন্যস্মৃত্যনবকাশরূপ দোষের উল্লেখ করা হইল। ঈশ্বরকারণবাদই যে শ্রুতির অভিপ্রায়, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন একটিকে অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে, এবং একটিকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতেই হইবে। তন্মধ্যে যে স্মৃতি শ্রুতি অনুসারে লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ হইবে, তদ্ভিন্ন স্মৃতি অপ্রমাণ অর্থাৎ অগ্রাহ্য হইবে। মীমাংসাদর্শনে ১।৩।৩ সূত্রে প্রমাণবিচারস্থলে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন যে,—

"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসতি হ্যনুমানম্" [১।৩।৩]

অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পরবিরোধ হইলে অনুমান (অর্থাৎ স্মৃতি) অনপেক্ষ (অর্থাৎ অগ্রাহ্য) হইবে, এবং উভয়ের বিরোধ না হইলে অনুমান (স্মৃতি) প্রমাণ হইবে।৪

ভামতী।

৪। এবং প্রাপ্তে আহ—"তস্য সমাধিঃ" ইতি। 'যথাহি' শ্রুতীনাম্ অবিগানং ব্রহ্মণি গতি-সামান্যাৎ, নৈবং স্মৃতীনাম্ অবিগানম্ অস্তি প্রধানে, তাসাং ভূয়সীনাং ব্রহ্মোপাদানত্বপ্রতিপাদন-পরাণাং তত্র তত্র দর্শনাৎ। তস্মাদ্ অবিগানাৎ শ্রৌত এব অর্থ আস্থেয়ঃ, ন তু স্মার্ত্তঃ, বিগানাদ্ ইতি। তৎ কিম্ ইদানীং পরস্পরবিগানাৎ সর্ব্বা এব স্মৃতয়ঃ অবহেয়া? ইত্যত আহ— "বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনাম্" ইতি।৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

৪। অন্যস্মৃত্যনবকাশমাত্রাৎ ন সিদ্ধান্তসিদ্ধিঃ, সন্দেহাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য আহ "যথাহি" ইত্যাদিনা।৪

ভামতীর অনুবাদ—শ্রুতিমূলক স্মৃতির প্রাবল্য।

৪। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে সূত্রকার তাহার সমাধান বলিতেছেন—"তস্য সমাধিঃ" ইত্যাদি। যথা—গতিসামান্যাৎ (১।১।১০ সূ) অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের কারণ—ইহা সকল শ্রুতিই সমানভাবে বুঝাইয়া দিতেছে বলিয়া ব্রহ্মকারণতাবাদে যেমন শ্রুতি সকলের অবিগান অর্থাৎ অনিন্দা আছে, প্রধানকারণতাবাদে স্মৃতিগুলির তেমন অবিগান অর্থাৎ অনিন্দা নাই। কারণ, ব্রহ্মোপাদানত্বপ্রতিপাদনপর অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছে এইরূপ বহু স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কোন দোষ না থাকায় শ্রুতিপ্রতিপাদিত অর্থই আদর করা উচিত, কিন্তু স্মৃতিপ্রতিপাদিত অর্থ আদর করা উচিত নহে। কারণ, তাহাতে দোষ আছে। আচ্ছা তাহা হইলে কি, পরস্পর বিগানবশতঃ অর্থাৎ নিন্দা বা বিরুদ্ধ কথনপ্রযুক্ত সকল স্মৃতিই অগ্রাহ্য হইবে? এইজন্য ভাষ্যকার এক্ষণে "বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনাং" এই গ্রন্থ বলিতেছেন।৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

৫। 'ন চ অতীন্দ্রিয়ার্থান্' শ্রুতিম্ অন্তরেণ কশ্চিৎ উপলভতে, ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুং, নিমিত্তাভাবাৎ। শক্যং, কপিলাদীনাং সিদ্ধানাম্, অপ্রতিহতজ্ঞানত্বাৎ ইতি চেৎ? 'ন, সিদ্ধেরপি' সাপেক্ষত্বাৎ। ধর্ম্মানুষ্ঠানাপেক্ষা হি সিদ্ধিঃ, স চ ধর্ম্মঃ চোদনালক্ষণঃ। ততশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধায়াঃ চোদনায়া অর্থো ন পশ্চিমসিদ্ধপুরুষবচনবশেন অতিশঙ্কিতুং শক্যতে। 'সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপি' বহুত্বাৎ সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন প্রকারেণ স্মৃতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ন শ্রুতিব্যপাশ্রয়াৎ অন্যৎ নির্ণয়কারণম্ অস্তি। পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি ন অকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ; কস্যচিৎ ক্বচিৎ পক্ষপাতে সতি পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১]

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্ত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ তস্যাপি স্মৃতিবিপ্রতিপত্ত্যুপন্যাসেন শ্রুত্যনুসারানুসার-বিষয়বিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহণীয়া ।৫

৬। যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা, ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং ; কপিলম্ ইতি, শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ ; অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুঃ বাসুদেব[-াপর-]-নাম্নঃ স্মরণাৎ ; অন্যার্থদর্শনস্য চ প্রাপ্তিরহিতস্য অসাধকত্বাৎ ।৬

৭। ভবতি চ অন্যা মনোঃ মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তী শ্রুতিঃ—

"যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্" (তৈঃ সং ২।২।১০।২) ইতি।

মনুনা চ—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্নাত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥" (মনু সং ১২।৯১)

ইতি সর্ব্বাত্মত্বদর্শনং প্রশংসতা কাপিলং মতং নিন্দ্যতে ইতি গম্যতে। কপিলো হি ন সর্ব্বাত্মত্বদর্শনম্ অনুমন্যতে ; আত্মভেদাভ্যুপগমাৎ ।৭

৮। মহাভারতেঽপি চ—

"বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্ উতাহো এক এব তু। [মহাঃ শাঃ মোঃ নারায়ণীয়ে ৩৫০।১]

ইতি বিচার্য্য—

বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাংখ্যযোগবিচারিণাম্ ॥" [ঐ ৩৫০।২]

ইতি পরপক্ষম্ উপন্যস্য তদ্ব্যুদাসেন—

"বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্ ॥" [ঐ ৩৫০।৩]

ইতি উপক্রম্য—

"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংস্থিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ [ঐ ৩৫১।৪]
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্ ॥ [ঐ ৩৫১।৫]

ইতি সর্ব্বাত্মতৈব নির্ধারিতা। শ্রুতিশ্চ সর্ব্বাত্মতায়াং ভবতি—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ ॥" [ঈশঃ উঃ ৭]

ইতি এবংবিধা। ।৮

৯। অতশ্চ সিদ্ধম্ আত্মভেদকল্পনয়াপি কপিলস্য তন্ত্রং বেদবিরুদ্ধং, বেদানুসারিমনুবচন-বিরুদ্ধং চ, ন কেবলং স্বতন্ত্রপ্রকৃতিকল্পনয়ৈব ইতি। বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে ; পুরুষবচসাং তু মূলান্তরাপেক্ষং বক্তৃস্মৃতিব্যবহিতং চ ইতি বিপ্রকর্ষঃ, তস্মাৎ বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ ॥৯—১ সূত্র।

ভাষ্যানুবাদ—কপিলের সর্ব্বজ্ঞত্ব শ্রুত্যুক্ত সাধনসাপেক্ষ বলিয়া শ্রুতি অপেক্ষা দুর্ব্বল।

৫। আর কোন ব্যক্তি শ্রুতির সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সকল জানিতে পারে, ইহা কল্পনা করিতে পার না ; কারণ, তাহার কোন হেতু নাই। যদি বল, কপিলাদি সিদ্ধপুরুষগণের তাহা হইতে পারে—

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১]

ভাষ্যানুবাদ।

ইহা ত কল্পনা করিতে পারা যায়, যেহেতু তাঁহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত, (অর্থাৎ কোথাও বাধা পায় না)? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না। **কারণ, তাঁহাদের সিদ্ধিও সাপেক্ষ** (অর্থাৎ অপরকে অপেক্ষা করে); যেহেতু সিদ্ধি, ধর্ম্মাচরণকে অপেক্ষা করে। সেই ধর্ম্ম আবার বেদবিধিবোধিত। অতএব পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ বেদবাক্যের অর্থকে পশ্চিমসিদ্ধ পুরুষের অর্থাৎ যিনি বেদবাক্যানুসারে সাধনা করিয়া পরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেই পুরুষের বাক্যানুসারে আশঙ্কা করিতে পার না। সিদ্ধপুরুষের বাক্য অবলম্বন করিয়া বেদার্থ কল্পনা করিলেও, সিদ্ধপুরুষ বহু বলিয়া পূর্ব্বপ্রদর্শিত রীতি অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইবে, আর তাহা হইলে শ্রুতির সাহায্যব্যতীত তাহাদের অর্থনিশ্চয় করিবার অন্য কোন কারণ বা উপায় থাকে না। যিনি পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ অন্যের বা শাস্ত্রাদির সাহায্যে যাঁহার জ্ঞান হয়) তাঁহারও বিনা কারণে কোন একটি স্মৃতির প্রতি পক্ষপাতী হওয়া উচিত নহে। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে পক্ষপাতী হইলে পুরুষ-বুদ্ধির বৈচিত্র্যনিবন্ধন তত্ত্বনিশ্চয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব স্মৃতিশাস্ত্রের পরস্পরবিরোধ উপন্যাস করিয়া এবং কোন্ স্মৃতি, শ্রুতি অনুসারে রচিত হইয়াছে এবং কোন্ স্মৃতি, শ্রুতি অনুসারে রচিত হয় নাই—ইহা বিবেচনা করিয়া সেই পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃকও নিজ বুদ্ধিকে সৎপথে লইয়া যাওয়া উচিত।৫

শ্রুত্যুক্ত কপিল অদ্বৈতবাদী।

৬। যে শ্রুতি কপিলের জ্ঞানের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা, কপিলের মত শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেও সেই কপিলমতের উপর শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারা যায় না; কেন না, কেবল "কপিল" এই শব্দটি শ্রুতিসামান্যমাত্র, অর্থাৎ একটা সাধারণ নাম। এতদ্দ্বারা সাংখ্যকার কপিল কে, এবং শ্রুতিপ্রশংসিত কপিল কে—তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। কারণ, **বাসুদেব নামে অন্য এক কপিলের** কথা স্মৃতিতে শুনিতে পাওয়া যায়, যিনি সগরপুত্রগণকে ভস্ম করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রমাণান্তরদ্বারা অপ্রাপ্ত যে অন্যার্থদর্শন, অর্থাৎ **"ঋষিং কপিলম্"** ইত্যাদি শ্রুতিতে যে "পশ্যেৎ" পদদ্বারা ঈশ্বরোপাসনার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, সেই ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গরূপে উক্ত যে কপিলের সর্ব্বজ্ঞত্বকথন, তাহার যে দর্শন, তাহা সুতরাং অনুবাদমাত্রই হয়, তাহা প্রাপ্তিরহিত হওয়ায় অর্থাৎ অন্য শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায়, তাহা কপিলের সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধি করিতে পারে না। **"ঋষিং কপিলম্"** শ্রুতির তাৎপর্য্য কপিলপ্রসবকারী পরমাত্মার উপাসনার বিধান করা, কপিলের সর্ব্বজ্ঞত্ব বর্ণন করা তাহার তাৎপর্য্য নহে, এজন্য তদ্দ্বারা কপিলের সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধ করিতে পারা যায় না।৬

৭। পক্ষান্তরে মনুর মহিমা প্রকাশ করিতেছে, এরূপ শ্রুতিও আছে, যথা—

যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্ (তৈঃ সং ২।২।১০।২)

অর্থাৎ "মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সংসাররূপ রোগের পরম ঔষধ"। তাহার পর—মনুসংহিতা ১২।৯১ শ্লোকে দেখা যায়—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্নাত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥" (মনু সং ১২।৯১)

অর্থাৎ "যিনি সকল জীবে অভিন্নরূপ নিজেকে দেখেন এবং সকল জীবকে অভিন্নরূপ নিজেতে দেখেন, তিনি আত্মযাজী অর্থাৎ এক আত্মদর্শনরূপ যজ্ঞ করেন এবং তাহা দ্বারা তিনি স্বরাজ্য অর্থাৎ আত্মস্বরূপতারূপ মোক্ষলাভ করেন" ইত্যাদি। মনু মহাশয় এই প্রকারে সর্ব্বত্র একাত্মজ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া কপিলের মতকে নিন্দা করিতেছেন—ইহাই বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ কপিল 'সর্ব্বত্র একাত্মজ্ঞান' অনুমোদন করেন না। কারণ, তিনি প্রত্যেক জীবাত্মাকে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করেন।৭

৮। তাহার পর মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে নারায়ণীয় পরিচ্ছেদে ৩৫০ ও ৩৫১ অধ্যায়েও

"বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্ উতাহো এক এব তু।" (৩৫০।১)

অর্থাৎ "হে ব্রহ্মন্! পুরুষ অর্থাৎ জীব কি অনেক অথবা কেবলই এক? (৩৫০।১) এই প্রকার বিচার উত্থাপন করিয়া—

"বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাংখ্যযোগবিচারিণাম্ ॥" (৩৫০।২)

অর্থাৎ "যাঁহারা সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের মত অনুসরণ করেন, তাঁহাদের মতে পুরুষ বহু," (৩৫০।২) এই প্রকার পরপক্ষ উল্লেখ করিয়া তাহা নিরাসপূর্ব্বক—

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ। ১]

ভাষ্যানুবাদ।

"বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিম্ ॥" (৩৫০।৩)

অর্থাৎ "বহু পুরুষের অর্থাৎ বহুদেহের যোনি অর্থাৎ উপাদান পৃথ্বী যেমন এক, তেমনই সেই গুণাধিক বিশ্বপুরুষের কথা বলিব, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণসম্পন্ন সর্ব্বাত্মক আত্মার কথা বলিব," (৩৫০।৩) এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া—

"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংস্থিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ (৩৫১।৪)
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্ ॥" (৩৫১।৫)

অর্থাৎ "আর আমার অন্তরাত্মা, তোমার অন্তরাত্মা এবং প্রত্যেক দেহে অবস্থিত অন্য যে সকল আত্মা, তিনি সেই সকলের সাক্ষিস্বরূপ এবং কেহ কখনও তাঁহাকে (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) জানিতে পারে না; (৩৫১।৪) সকলের মস্তক যাঁহার মস্তক, সকলের বাহু যাঁহার বাহু, সকলের চরণ, চক্ষুঃ ও নাসিকা যাঁহার চরণ, চক্ষুঃ ও নাসিকাস্বরূপ, এইরূপ একজন সকল প্রাণীতে স্বাধীনভাবে সুখে বিচরণ করিতেছেন" (৩৫১।৫)—এই প্রকারে সর্ব্বাত্মতা অর্থাৎ সকল আত্মাই যে অভিন্ন, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। একাত্মবাদবিষয়ে শ্রুতিও আছে, যথা—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ ॥" (ঈশঃ ৭)

অর্থাৎ "জ্ঞানী ব্যক্তির যে সময়ে সকল ভূত আত্মস্বরূপই হয়, সে সময় তাঁহার শোকই বা কি? মোহই বা কি? যেহেতু তিনি সর্ব্বত্র একত্বের দর্শন করিতেছেন। [ঈশঃ উঃ ৭]

দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিলের মত অগ্রাহ্য।

৯। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে, কেবল স্বতন্ত্র প্রকৃতি কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই যে কপিল-স্মৃতি বেদবিরুদ্ধ এবং বেদানুসারী মনুবচনের বিরুদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু বিভিন্ন আত্মা কল্পনা করাতেও কপিলতন্ত্র বেদবিরুদ্ধ এবং মনুবচনবিরুদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ এবং বেদানুসারে লিখিত মনুবচনের বিরুদ্ধও বটে। রূপকে প্রকাশ করিতে রবির প্রামাণ্য যেমন অন্য ইন্দ্রিয়কে অপেক্ষা করে না, তেমনই বেদার্থ প্রতিপাদন করিতে বেদের যে প্রামাণ্য তাহা প্রামাণান্তরকে অপেক্ষা করে না। কিন্তু পুরুষবাক্যের যে প্রামাণ্য তাহা অন্য মূলপ্রমাণকে অর্থাৎ শ্রুতি বা অনুভবকে অপেক্ষা করে এবং বক্তার স্মৃতির দ্বারা ব্যবহিত হয়, অর্থাৎ বক্তা বেদার্থ স্মরণ করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করেন বলিয়া বক্তার স্মরণদ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হয়, ইহাই হইল উভয়ের মধ্যে বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ বিশেষ বা পার্থক্য। অতএব বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে যে স্মৃতির অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ অর্থাৎ স্মৃতির যে অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে, তাহাতে দোষ হয় না। ইহাই হইল এই দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের ত্রয়োদশটী অধিকরণের অন্তর্গত প্রথম অধিকরণের দুইটী সূত্রের মধ্যে প্রথম সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের অর্থ।৯—১ সূ। *

ভামতী।

১। "ন চ অতীন্দ্রিয়ার্থান্" ইতি, অর্বাগ্‌দৃগভিপ্রায়ম্। শঙ্কতে "শক্যং কপিলাদীনাম্" ইতি। নিরাকরোতি—"ন; সিদ্ধেরপি" ইতি। ন তাবৎ কপিলাদয়ঃ ঈশ্বরবৎ আজানসিদ্ধাঃ, কিন্তু বিনিশ্চিতবেদপ্রামাণ্যানাং তেষাং তদনুষ্ঠানবতাং প্রাচি ভবে অস্মিন্ জন্মনি সিদ্ধিঃ; অতএব

* সূত্রের শেষ পদের পুনরাবৃত্তি থাকিলে অধ্যায়সমাপ্তি বুঝায়, যেমন—"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" এস্থলে শেষপদ "ব্যাখ্যাতাঃ", ইহার দ্বিরুক্তিবশতঃ এই সূত্রের দ্বারা প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, আর তজ্জন্য ইহার পরবর্ত্তী সূত্রদ্বারা অধ্যায়ারম্ভ, পাদারম্ভ এবং অধিকরণারম্ভ—সকলই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কোথায় অধিকরণ আরম্ভ এবং কোথায় শেষ, ইহাতে ভ্রম হইলে সূত্রার্থেও ভ্রম হয়, এজন্য এ বিষয়টী লক্ষ্য করা আবশ্যক। অপর মতের ভাষ্যের মধ্যে যে ব্যাখ্যান্তর দেখা যায়, তাহার অনেকটা কারণ, এই অধিকরণনির্ণয়, তাহার অঙ্গীভূত সূত্রনির্ণয় এবং তৎপরে তাহার মধ্যে পক্ষাপক্ষনির্ণয়েই আবদ্ধ। অধিকরণনির্ণয় এবং পক্ষাপক্ষনির্ণয় প্রভৃতির নিয়ম জানিতে পারিলে ব্রহ্মসূত্রের নানাপ্রকার অর্থকল্পনা সম্ভব হয় না। এস্থলে এই অধিকরণ আরম্ভের লক্ষণ এই যে, ইহা অধ্যায়শেষের পরবর্ত্তী সূত্র।

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১]

ভামতী।

আজানসিদ্ধা উচ্যন্তে। যদ্ অস্মিন্ জন্মনি ন তৈঃ সিদ্ধ্যুপায়ঃ অনুষ্ঠিতঃ প্রাগ্‌ভবীয়বেদার্থানুষ্ঠান-লব্ধজন্মত্বাৎ তৎসিদ্ধীনাম্, তথাচ অবধৃতবেদপ্রামাণ্যানাং তদ্‌বিরুদ্ধার্থাভিধানং তদপবাধিতম্ অপ্রমাণমেব। অপ্রমাণেন চ ন বেদার্থঃ অতিশঙ্কিতুং যুক্তঃ, প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ তস্য। তদেবং বেদবিরোধে সিদ্ধবচনম্ অপ্রমাণম্ উক্ত্বা সিদ্ধানামপি পরস্পরবিরোধে তদ্‌বচনাদ্ অনাশ্বাসঃ, ইতি পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি—"সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপি" ইতি। শ্রদ্ধাজড়ান্ বোধয়তি—"পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি" ইতি। নন্বু শ্রুতিশ্চেৎ কপিলাদীনাম্ অনাবরণভূতার্থগোচরজ্ঞানাতিশয়ং বোধয়তি, কথং তেষাং বচনম্ অপ্রমাণম্? তদপ্রামাণ্যে শ্রুতেরপি অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ, ইত্যতঃ আহ—"যা তু শ্রুতিরি"তি। ন তাবৎ সিদ্ধানাং পরস্পরবিরুদ্ধানি বচাংসি প্রমাণং ভবিতুম্ অর্হন্তি। ন চ বিকল্পো বস্তুনি, সিদ্ধে তদনুপপত্তেঃ। অনুষ্ঠানম্ অনাগতোৎপাদ্যং বিকল্প্যতে, ন সিদ্ধং, তস্য ব্যবস্থানাৎ। তস্মাৎ শ্রুতিসামান্যমাত্রেণ ভ্রমঃ সাংখ্যপ্রণেতা কপিলঃ শ্রৌতঃ ইতি।১

২। স্যাদেতৎ, কপিল এব শ্রৌতঃ, ন অন্যে মন্বাদয়ঃ। ততশ্চ তেষাং স্মৃতিঃ কপিলস্মৃতি-বিরুদ্ধা অবহেয়া, ইত্যত আহ—"ভবতি চ অন্যা মনোঃ" ইতি। তস্যাশ্চ আগমান্তরসম্বাদম্ আহ—"মহাভারতেঽপি চ" ইতি। ন কেবলং মনোঃ স্মৃতিঃ স্মৃত্যন্তরসম্বাদিনী, শ্রুতিসম্বাদিনী অপি ইত্যাহ "শ্রুতিশ্চ" ইতি। উপসংহরতি "অতঃ" ইতি।২

৩। স্যাদেতৎ, ভবতু বেদবিরুদ্ধং কাপিলং বচঃ তথাপি দ্বয়োরপি পুরুষবুদ্ধিপ্রভবতয়া কো বিনিগমনায়াং হেতুঃ যতো বেদবিরোধি কাপিলং বচো ন আদরণীয়ম্, ইত্যত আহ—"বেদস্য হি নিরপেক্ষম্" ইতি।৩

৪। অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—সত্যং, শাস্ত্রযোনিঃ ঈশ্বরঃ, তথাপি অস্য ন শাস্ত্রক্রিয়ায়াম্ অস্তি স্বাতন্ত্র্যং কপিলাদীনামিব। স হি ভগবান্ যাদৃশং পূর্ব্বস্মিন্ সর্গে চকার শাস্ত্রং, তদনুসারেণ অস্মিন্ অপি সর্গে প্রণীতবান্। এবং পূর্ব্বতরানুসারেণ পূর্ব্বস্মিন্ পূর্ব্বতমানুসারেণ চ পূর্ব্বতর ইতি অনাদিঃ অয়ং শাস্ত্রেশ্বরয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ। তত্র ঈশ্বরস্য ন শাস্ত্রার্থজ্ঞানপূর্ব্বা শাস্ত্রক্রিয়া যেন অস্য কপিলাদিবৎ স্বাতন্ত্র্যং ভবেৎ। শাস্ত্রার্থজ্ঞানং চ অস্য স্বয়ম্ আবির্ভবদপি ন শাস্ত্রকারণতাম্ উপৈতি। দ্বয়োরপি অপর্য্যায়েণ আবির্ভাবাৎ। শাস্ত্রং চ স্বতো বোধকতয়া পুরুষস্বাতন্ত্র্যাভাবেন নিরস্তসমস্ত-দোষাশঙ্কং সৎ অনপেক্ষং সাক্ষাদেব স্বার্থে প্রমাণম্। কপিলাদিবচাংসি তু স্বতন্ত্র-কপিলাদিপ্রণেতৃকাণি তদর্থস্মৃতিপূর্ব্বকাণি, তদর্থস্মৃতয়শ্চ তদর্থানুভবপূর্ব্বাঃ। তস্মাৎ তাসাম্ অর্থ-প্রত্যয়াঙ্গপ্রামাণ্যবিনিশ্চয়ায় যাবৎ স্মৃত্যনুভবৌ কল্প্যেতে, তাবৎ স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবয়া অনপেক্ষয়া এব শ্রুত্যা স্বার্থো বিনিশ্চায়িতঃ ইতি শীঘ্রতরপ্রবৃত্তয়া শ্রুত্যা স্মৃত্যর্থো বাধ্যতে ইতি যুক্তম্।৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

১-৪। দেবতাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৪-৩৩ সূ) যোগিপ্রত্যক্ষস্য সমর্থিতত্বাৎ ভাষ্যম্ অস্মদাদ্যভিপ্রায়ম্ ইত্যাহ—"অর্বাগি"তি। কপিলাদয়ঃ অর্বাচীনপুরুষবিলক্ষণা ইতি আশঙ্ক্য আহ "ন তাবৎ কপিলাদয়" ইতি। প্রাচি ভবে তদনুষ্ঠানবতাম্ ইতি সম্বন্ধঃ। তচ্ছব্দেন বেদার্থো বিবক্ষিতঃ। "পূর্ব্বোক্ত"মিতি। "বিপ্রতিপত্তৌ চ" ইত্যাদিভাষ্যেণ পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি ইত্যর্থঃ। "শ্রুতিসামান্যমাত্রেণ" ইতি। সগরপুত্রপ্রতপ্তুঃ সাংখ্যপ্রণেতুশ্চ কপিল ইতি শব্দসাম্যমাত্রেণ ইত্যর্থঃ। যথা নৃত্যং কুর্ব্বত্যপি নর্ত্তকী নর্ত্তকদর্শিতক্রমেণৈব নৃত্যন্তী ন স্বতন্ত্রা, এবম্ ঈশ্বরঃ প্রাচীনক্রমম্ অনুরুধ্য বিরচয়ন্ বেদং ন স্বতন্ত্রঃ, ক্রমোপগৃহীতবর্ণাত্মা চ বেদঃ অর্থপ্রমিতিকরঃ ইতি ন বক্ত্রপেক্ষম্ অস্য প্রামাণ্যম্ ইত্যাহ "সত্যম্" ইতি। ফলিতমাহ "তেন" ইতি। যেন অনাদিঃ কার্য্যকারণভাবঃ তেন ন প্রাগভূতস্য শাস্ত্রস্য তদর্থভানপূর্ব্বিকা অভিনবা ক্রিয়া, কিন্তু নিয়তক্রমস্য তস্য সংস্কাররূপেণ অনুবর্ত্তমানস্য স্মারণেন ব্যক্তীকার ইত্যর্থঃ। নন্বু ন নর্ত্তক্যাদিবৎ অজ্ঞ ঈশ্বরঃ ততঃ শাস্ত্রক্রিয়াতঃ প্রাগেব তদর্থজ্ঞানবত্ত্বাৎ কপিলতুল্যঃ কিং ন স্যাৎ, অত আহ—"শাস্ত্রার্থজ্ঞানং চ" ইতি। পূর্ব্ববর্ণানুপূর্ব্বী হি শাস্ত্রম্। তথা চ যদা তদর্থঃ স্ফুরতি, তদৈব আনুপূর্ব্বী অপি সংস্কারারূঢ়া স্ফুরতি ইতি আদর্শাত্মকশাস্ত্রস্বরূপমাত্রজ্ঞানাৎ তৎকরণোপপত্তৌ ন শাস্ত্রার্থজ্ঞানস্য হেতুতা ইত্যর্থঃ। স্বকৃতপ্রাচীনাদর্শাপেক্ষত্বাচ্চ মাণবকবৈলক্ষণ্যম্ ঈশ্বরস্য। শাস্ত্রস্য বক্তৃজ্ঞানাঽজন্যত্বেঽপি নান্তরীয়কত্বেন শাস্ত্রস্ফুরণে তদর্থ-স্ফুরণাৎ সর্ব্বজ্ঞেশ্বরসিদ্ধিঃ। তদর্থজ্ঞানবত্তা চ প্রলয়ান্তরিতশ্রুতেঃ জ্ঞাতৃত্বাৎ সিদ্ধ্যতি ঈশস্য। ন হি মাণবকে অস্তি তৎ। সতি চৈবং শাস্ত্রযোনিত্বশাস্ত্রবিষয়াধিকবিজ্ঞানবত্ত্বয়োঃ ব্যাপ্তিঃ। কৃত্তিকোদয়রোহিণ্যাসত্তিবৎ তদ্‌ভাবনিয়তভাবত্বরূপা, ন তু শাস্ত্রার্থজ্ঞানশাস্ত্রকরণয়োঃ হেতুহেতুমত্ত্বকৃতা। নন্বু গুণবদ্‌বক্তৃজ্ঞানজন্যত্বাভাবে কথং শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যম্ ইতি চেৎ? স্বতঃ ইত্যাহ—"শাস্ত্রং চ" ইতি। প্রমাণানাং

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বাৎ কপিলাদিবচঃ তথা কিং ন স্যাৎ? অত আহ—"কপিলাদিবচাংসি তু" ইতি। তেষাং কপিলাদিবচসাম্ অর্থা এব অর্থা যাসাং তাঃ তথোক্তাঃ। তাসাং স্মৃতীনাম্ অর্থা এব অর্থা যেষাম্ অনুভবাদীনাং তে তদর্থানুভবাঃ তে পূর্ব্বা যাসাং তাঃ স্মৃতয়ঃ তথা। যথা অনপেক্ষত্বেন শীঘ্রতরপ্রবৃত্তশ্রুত্যা তদ্বিরুদ্ধলিঙ্গস্য শ্রুতিকল্পনাপেক্ষত্বেন বিলম্বিতপ্রবৃত্তেঃ পরিচ্ছেদকত্বম অপহ্রিয়তে, এবম্ অনপেক্ষ-শ্রুত্যা তদ্বিরুদ্ধকাপিলবচসঃ সাপেক্ষত্বেন বিলম্বিনঃ প্রামাণ্যম্ অপহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ। "যাবদি"তি কথঞ্চিৎ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ—বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। সাংখ্যের সহিত তাহার ভেদ।

১। অর্ব্বাগ্‌দৃক্ অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিসম্পন্নব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া **"ন চ অতীন্দ্রিয়ার্থান্"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। **"শক্যং কপিলাদীনাম্"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **"ন"** এই পদের দ্বারা শঙ্কা নিরাস করিতেছেন। **"সিদ্ধেরপি"** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, কপিলাদি ঋষিগণ ঈশ্বরের মত স্বভাবসিদ্ধ নহেন, কিন্তু পূর্ব্বজন্মে বেদের প্রামাণ্যনিশ্চয় করিয়া বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া এই জন্মে তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, এইজন্য তাঁহাদিগকে আজানসিদ্ধি অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বলে। এজন্মে যে তাঁহারা সিদ্ধিলাভের কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই, তাহার কারণ, পূর্ব্বজন্মে বেদোক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করাতে তাঁহাদের সিদ্ধি জন্মিয়াছে। অতএব যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা বেদবিরুদ্ধ কথা বলিলে তাহা বেদবাক্যদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রমাণ হইবেই। এজন্য অপ্রমাণ বাক্যদ্বারা বেদার্থ বিষয়ে শঙ্কা করা উচিত নহে; তাহার কারণ, বেদবাক্যরূপপ্রমাণদ্বারা বেদার্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব বেদবাক্যের সহিত বিরোধ হইলে সিদ্ধপুরুষের বাক্য প্রমাণ হয় না—এই কথা বলিয়া সিদ্ধপুরুষগণেরও পরস্পর বিরোধ হইলে তাঁহাদের বাক্য হইতে অর্থনিশ্চয় হয় না—এই পূর্ব্বোক্ত কথা **"সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপি"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার স্মরণ করাইতেছেন। **"পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি"** এই গ্রন্থদ্বারা শ্রদ্ধাজড় (বিশ্বাসহীন) ব্যক্তিগণকে বুঝাইতেছেন। আচ্ছা, শ্রুতি যদি কপিলাদি ঋষিগণের আবরণশূন্য সিদ্ধবস্তুবিষয়ক জ্ঞানের প্রাচুর্য্য বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে কেন তাঁহাদের বাক্য অপ্রমাণ হইবে? তাঁহাদের বাক্য যদি অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে শ্রুতিও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে, এইজন্য **"যা তু শ্রুতি"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন, অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষগণের পরস্পর বিরুদ্ধবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। সিদ্ধবস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না; কারণ, সিদ্ধবস্তুতে তাহা সম্ভব নহে। যাহা অনাগত এবং উৎপাদ্য, এতাদৃশ অনুষ্ঠানে বিকল্প হয়; সিদ্ধবস্তুতে বিকল্প হয় না। কারণ, তাহা ব্যবস্থিত বস্তু। অতএব "কপিল" এই শব্দটা শুনিতে সমান হইয়াছে বলিয়া সাংখ্যরচনাকারী কপিলকে শ্রুত্যুক্ত কপিল বলা ভ্রম। সুতরাং তাঁহার বাক্যকে প্রমাণ বলা সঙ্গত নহে।১

২। আচ্ছা, তাহাই হউক, অর্থাৎ যদি এমনই হয় যে, কপিল অনেক নহেন, কপিল একজনমাত্র, আর সেই কপিলই শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কিন্তু মনুপ্রভৃতি অন্য ঋষিগণ ত শ্রুতিতে সেভাবে উল্লিখিত হন নাই, অতএব সেই মনুপ্রভৃতির স্মৃতি কপিলস্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনুস্মৃতি অগ্রাহ্যই হইবে; এইজন্য **"ভবতি চ অন্যা মনোঃ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন, অর্থাৎ মনুর মাহাত্ম্যখ্যাপনকারিণী অন্য শ্রুতিই আছে। **"মহাভারতেঽপি চ"** এই গ্রন্থদ্বারা আগমান্তরেও অর্থাৎ ইতিহাসেও দ্বৈতবাদী কপিলস্মৃতির নিন্দাপূর্ব্বক অদ্বৈতমতপ্রদর্শনরূপ সংবাদ আছে—ইহাই বলা হইতেছে। অর্থাৎ মনুস্মৃতি যে কেবল স্মৃত্যন্তরের সহিত একমত, তাহা নহে, কিন্তু শ্রুতির সহিতও একমত। **"শ্রুতিশ্চ"** এই গ্রন্থদ্বারা ইহাই বলিতেছেন। **"অতঃ"** এই গ্রন্থদ্বারা উপসংহার করিতেছেন।২

৩। আচ্ছা, তাহাই হউক, কপিলের বাক্য বেদবিরুদ্ধ হয় হউক, তাহা হইলেও দুইটিই অর্থাৎ বেদ ও সাংখ্যস্মৃতি, পুরুষের বুদ্ধি হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া বেদই প্রমাণ, সাংখ্যস্মৃতি প্রমাণ নহে—এরূপ বিনিগমনাতে (অর্থাৎ বেদপক্ষপাতে) হেতু কি? আর সে জন্য কপিলের বাক্য বেদবিরোধী হইয়াছে বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে? এইজন্য **"বেদস্য হি নিরপেক্ষম্"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন।৩

৪। অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর হইতে শাস্ত্র হইয়াছে—ইহা সত্য, তথাপি শাস্ত্ররচনাকার্য্যে কপিলাদি ঋষির যেমন স্বাধীনতা আছে, বেদরচনাকার্য্যে ঈশ্বরের তেমন স্বাধীনতা নাই; কারণ, সর্ব্বশক্তিমান্ সেই পরমেশ্বর পূর্ব্বকল্পে যে প্রকার বেদ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অনুসারেই বর্ত্তমান কল্পেও বেদ রচনা অর্থাৎ প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ পূর্ব্বতর কল্পানুসারে পূর্ব্ব কল্পে এবং পূর্ব্বতম কল্পানুসারে পূর্ব্বতর কল্পে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারে শাস্ত্র ও ঈশ্বরের এই কার্য্যকারণভাব অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরের শাস্ত্রপ্রকাশ শাস্ত্রার্থজ্ঞানপূর্ব্বক নহে, যাহার ফলে কপিলাদি ঋষির ন্যায় শাস্ত্রপ্রকাশকার্য্যে ঈশ্বরের স্বাধীনতা থাকিবে। ঈশ্বরের শাস্ত্রার্থজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশিত হইলেও শাস্ত্র তাহার হেতু নহে; কারণ,

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ।২

ভামতীর অনুবাদ।

শাস্ত্র ও তাহার অর্থ—এই উভয়ের একসঙ্গে প্রকাশ হয়। আর শাস্ত্ররূপ বেদ স্বয়ং নিজ অর্থবোধ করিয়া দেয় বলিয়া তাহাতে পুরুষের কোন স্বাধীনতা নাই। অতএব ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই চারি প্রকার দোষের সম্ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া এবং গুণাদির অপেক্ষা না করিয়া বেদ সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বার্থে প্রমাণ হয়, অর্থাৎ বেদার্থবোধের প্রতি বেদই প্রমাণ হয়। কিন্তু কপিলাদি ঋষির বাক্যগুলি, স্বতন্ত্র কপিলাদি ঋষিকর্ত্তৃক রচিত এবং তদর্থের স্মৃতিপূর্ব্বকই রচিত, অর্থাৎ কপিলাদিবাক্যের যে অর্থ, তাহার স্মরণপূর্ব্বকই হইয়াছে, আর তাঁহাদের সেই অর্থস্মরণও অর্থের অনুভবপূর্ব্বকই হইয়া থাকে। অতএব সেই কপিলবাক্যের অর্থবোধ † করিবার অঙ্গ অর্থাৎ হেতু যে প্রামাণ্যনিশ্চয়, তাহার জন্য যতক্ষণে সেই স্মরণ ও অনুভবের কল্পনা করিবে, ততক্ষণে বেদই বেদবাক্যের অর্থ নিশ্চয় করিয়া দিবে; কারণ, বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ এবং বেদ অপরের কোন অপেক্ষা করে না। এই হেতু অতিশীঘ্র অর্থবোধ করিয়া দিতে প্রবৃত্ত যে শ্রুতি, তৎকর্ত্তৃক স্মৃতির অর্থ বাধিত হয়—ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ উক্ত প্রামাণ্যনিশ্চয়ের জন্য ঐ স্মৃতি ও অনুভব কল্পনা করিতে বিলম্ব হওয়ায় স্বতঃপ্রমাণ বেদ শীঘ্র নিজবাক্যের অর্থবোধ করিয়া দেয়, আর তজ্জন্য বেদবাক্য বেদবিরুদ্ধ স্মৃত্যর্থকে বাধ করে, অর্থাৎ তাহার প্রামাণ্য অপহরণ করে। অতএব বেদবিরুদ্ধবিষয়ে স্মৃতির যে অনবকাশ তাহা দোষ হয় না। ইহাই হইল এই দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের ত্রয়োদশটী অধিকরণের অন্তর্গত প্রথম অধিকরণের দুইটী সূত্রের মধ্যে প্রথম সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের ভামতীর অর্থ।৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

কুতশ্চ স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ ?—

"ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ" ।২ *

প্রধানাৎ ইতরাণি যানি প্রধানপরিণামত্বেন স্মৃতৌ কল্পিতানি মহদাদীনি, ন তানি বেদে লোকে বা উপলভ্যন্তে। ভূতেন্দ্রিয়াণি তাবৎ লোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ শক্যন্তে স্মর্ত্তুম্। অলোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ তু মহদাদীনাং ষষ্ঠস্যেব ইন্দ্রিয়ার্থস্য ন স্মৃতিঃ অবকল্পতে। যদপি ক্বচিৎ তৎপরমিব শ্রবণম্ অবভাসতে, তদপি অতৎপরং ব্যাখ্যাতম্ "আনুমানিকমপ্যেকেষাম্" (ব্র সূ ১।৪।১) ইত্যত্র। কার্য্যস্মৃতেঃ অপ্রামাণ্যাৎ কারণস্মৃতেরপি অপ্রামাণ্যং যুক্তম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদপি ন স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো দোষঃ। তর্কাবষ্টম্ভং তু "ন বিলক্ষণত্বাৎ" (ব্র সূ ২।১।৪) ইত্যারভ্য উন্মথিষ্যতি। [ইতি প্রথমং স্মৃত্যধিকরণম্।]

ভাষ্যানুবাদ—সাংখ্যের মহদাদি অপ্রসিদ্ধ।

স্মৃতির অপ্রামাণ্য হইলে তাহা দোষাবহ নহে কেন, সূত্রকার তাহার আরও কারণ দেখাইতেছেন—"ইতরেষাং চ অনুপলব্ধেঃ" অর্থাৎ আর অপরগুলির উপলব্ধি হয় না বলিয়া। এখানে "ইতরেষাং" পদের অর্থ—সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধ মহদাদি তত্ত্বসমূহের, "চ" পদের অর্থ—লোকমধ্যে ও বেদমধ্যে, "অনুপলব্ধেঃ" পদের অর্থ—উপলব্ধি হয় না বলিয়া।

প্রকৃতি বা প্রধানভিন্ন মহৎপ্রভৃতি যে সকল পদার্থ, প্রকৃতি বা প্রধানের বিকার বলিয়া সাংখ্যস্মৃতিতে কল্পিত হইয়াছে, সে সকল পদার্থ বেদে অথবা লোকে উপলব্ধ হয় না। ভূতসকল ও ইন্দ্রিয়সকল লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারা যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয় ষষ্ঠপদার্থ যেমন কল্পনা করিতে পারা যায় না, তেমনই মহদাদি পদার্থ লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ না থাকায় তাহাদের স্মৃতি কল্পনা করা যায় না। আরও "মহতঃ পরমব্যক্তম্" ইত্যাদি শ্রুতির ন্যায় যে, কোন কোন স্থলে যেন মহদাদিপ্রতিপাদন করিতেছেন বলিয়া শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও মহদাদিপ্রতিপাদক নহে বলিয়া "আনুমানিকমপ্যেকেষাম্" এই (১।৪।১) সূত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, কার্য্যস্মৃতি অর্থাৎ কার্য্য যে মহৎ, তদ্বিষয়ক

* এস্থলে "চ" পদের দ্বারা এই সূত্রটী যে প্রথম অধিকরণের অঙ্গীভূত সূত্র তাহাই বলা হইল। সূত্রে প্রথমান্ত পদ থাকিলেই বা উহ্য থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভ হইল বুঝিতে হয়। এখানে তাহা নাই; এজন্যও এই সূত্রটী প্রথম অধিকরণের অঙ্গীভূত সূত্র। "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই তৃতীয় সূত্রে "যোগঃ" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় তদ্দ্বারা অন্য অধিকরণ আরব্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব এই দ্বিতীয় সূত্রেই প্রথম অধিকরণটী সমাপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। † ভামতীর মূলে "তস্মাৎ তাসাং" স্থলে "তস্মাৎ তেষাং" পাঠই সমীচীন।

(সাংখ্যস্মৃতির অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ।২]

ভাষ্যানুবাদ।

স্মৃতি অপ্রমাণ হওয়ায় কারণস্মৃতিও অর্থাৎ মহতের কারণ যে প্রধান তদ্বিষয়ক স্মৃতিও অপ্রমাণ হওয়া উচিত। সে কারণেও স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গ দোষাবহ নহে। আর সাংখ্যস্মৃতি যে তর্কাবষ্টম্ভ অর্থাৎ তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহা "ন বিলক্ষণত্বাৎ..." (২।১।৪) এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সূত্রকার উন্মথিত করিবেন। ইহাই হইল এই অধ্যায়ের প্রথমপাদের ত্রয়োদশটী অধিকরণের মধ্যে স্মৃত্যধিকরণ নামক প্রথম অধিকরণের অন্তর্গত দ্বিতীয় বা শেষ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ।

ভামতী।

প্রধানস্য তাবৎ ক্বচিৎ বেদপ্রদেশে বাক্যাভাসানি দৃশ্যন্তে, তদ্বিকারাণাং তু মহদাদীনাং তান্যপি ন সন্তি, ন চ ভূতেন্দ্রিয়াদিবৎ মহদাদয়ো লোকসিদ্ধাঃ। তস্মাৎ আত্যন্তিকাৎ প্রমাণান্তরাসম্বাদাৎ প্রমাণমূলত্বাচ্চ স্মৃতেঃ, মূলাভাবাৎ অভাবো বন্ধ্যায়া ইব দৌহিত্র্যস্মৃতেঃ। ন চ আর্ষজ্ঞানম্ অত্র মূলম্ উপপদ্যতে ইতি যুক্তম্। তস্মাৎ ন কাপিলস্মৃতেঃ প্রধানোপাদানত্বং জগত ইতি সিদ্ধম্। ইতি প্রথমং স্মৃত্যধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

দৌহিত্রস্য কর্ম্ম দৌহিত্র্যম্। বন্ধ্যা চেৎ স্মরেৎ ইদং মে দৌহিত্রেণ কৃতমিতি সা স্মৃতিঃ অপ্রমাণং, মূলস্য দুহিতুঃ অভাবাৎ। এবম্ অত্রাপি মূলভূতানুভবাভাবাৎ স্মরণাভাবঃ ইত্যাহ—"বন্ধ্যায়া ইব" ইতি। "ন চ আর্ষম্" ইতি—উপজীব্যবেদবিরোধস্য উক্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। অব্যক্তং জ্ঞানাৎ লীয়তে। "অহং সর্ব্বস্য" ইতি। প্রভবতি অস্মাৎ ইতি, প্রলীয়তে অস্মিন্ ইতি চ প্রভবপ্রলয়ৌ। তস্মাৎ আত্মনঃ অধিষ্ঠাতুঃ প্রভবস্থি স মূলম্ উপাদানম্। শাশ্বতিকঃ অনাদিঃ। নিত্যঃ ধ্বংসবর্জিতঃ। জ্ঞানৈঃ পূরয়তি যঃ স সর্ব্বেবান্ আত্মা। পুরুষাঃ জীবাঃ। বহূনাং দেহিনাং যোনিঃ পৃথিবী। বিশ্বং পূর্ণম্। গুণৈঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিভিঃ অধিকম্। সর্ব্বাত্মকত্বাৎ বিশ্বমূর্দ্ধাদিত্বম্॥ ইতি প্রথমং স্মৃত্যধিকরণম্।

ভামতীর অনুবাদ - সাংখ্যমত নিতান্ত অপ্রমাণ।

বেদের কোন কোন্ স্থানে প্রধানের সম্বন্ধে বাক্যাভাস অর্থাৎ যে বাক্য আপাততঃ প্রমাণ বলিয়া মনে হয় তাহা, দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রধানের বিকার মহদাদিপদার্থের বাক্যাভাসও নাই এবং ভূত ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মত মহদাদিপদার্থ লোকপ্রসিদ্ধও নহে। অতএব একেবারেই অন্যপ্রমাণের সাহায্য পাওয়া যায় না বলিয়া এবং অনুভব হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয় বলিয়া বন্ধ্যার পক্ষে দৌহিত্রকৃত কর্ম্ম স্মরণ করা যেমন সম্ভব নহে, তেমনই প্রকৃতস্থলে অনুভব না থাকায় ঐ স্মৃতি হইতে পারে না। এস্থলে আর্ষজ্ঞানকে অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে কপিল ঋষির অনুভব, সেই মূলস্বরূপ হইবে, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, সেই আর্ষজ্ঞান মূলস্বরূপ কল্পনা করিলে উপজীব্য বেদবিরুদ্ধ হয়; অতএব কপিলস্মৃতি যে প্রধানকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্ নহে, ইহা স্থির হইল। ইহাই এই অধ্যায়ের প্রথমপাদের ত্রয়োদশটী অধিকরণের মধ্যে স্মৃত্যধিকরণ নামক প্রথম অধিকরণের অন্তর্গত শেষ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যের ভামতীর অর্থ।

স্মৃত্যধিকরণ তাৎপর্য্য।

এই স্মৃত্যধিকরণের তাৎপর্য্যটী বুঝিতে হইলে প্রথমে অধিকরণ কি, তাহা জানা আবশ্যক। অধিকরণ অর্থ—বিচার বা ন্যায়। শ্রুতির একবাক্যতাপ্রদর্শনার্থ, আপাততঃসন্দিগ্ধ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয়চ্ছলে অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদস্থাপনার্থ রচিত এই বেদান্তদর্শনে ৫৫৫টী সূত্র আছে। আর এই ৫৫৫টী সূত্রদ্বারা ১৯১টী অধিকরণ বা বিচার, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই স্মৃত্যধিকরণটী তাহার মধ্যে অন্যতম। এই অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে প্রথমে "স্মৃতি" পদটী থাকায় ইহার নাম **স্মৃত্যধিকরণ** হইয়াছে। অধিকরণের নামকরণে এই রীতিই প্রায় সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইয়া থাকে। কদাচিৎ সূত্রমধ্যস্থ প্রধানপদদ্বারা এবং কখন কখন অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়ের নামদ্বারা অধিকরণের নাম করা হইয়া থাকে।

প্রত্যেক অধিকরণের ছয়টী অঙ্গ থাকে, যথা—(১) সঙ্গতি, (২) বিষয়, (৩) সংশয়, (৪) ফলভেদ, (৫) পূর্ব্বপক্ষ ও (৬) সিদ্ধান্ত।

তন্মধ্যে সঙ্গতি আবার পাঁচ প্রকার, যথা—(ক) শ্রুতিসঙ্গতি, (খ) শাস্ত্রসঙ্গতি, (গ) অধ্যায়সঙ্গতি, (ঘ) পাদ-সঙ্গতি এবং (ঙ) অধিকরণসঙ্গতি।

ইহাদের মধ্যে (ঙ) অধিকরণসঙ্গতি আবার চারি প্রকার, যথা—১। আক্ষেপসঙ্গতি, ২। উদাহরণসঙ্গতি, ৩। প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি এবং ৪। প্রসঙ্গসঙ্গতি।

অতএব প্রত্যেক অধিকরণে (ক) শ্রুতিসঙ্গতি, (খ) শাস্ত্রসঙ্গতি, (গ) অধ্যায়সঙ্গতি ও (ঘ) পাদসঙ্গতি থাকে, এবং পরিশেষে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত আক্ষেপাদি চারি প্রকার সঙ্গতির মধ্যে একটী সঙ্গতি থাকে। যথা—

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ।২]

স্মৃত্যধিকরণ তাৎপর্য্য।

(১) **সঙ্গতি**—তন্মধ্যে প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি, যথা—এই গ্রন্থ শ্রুতির তাৎপর্য্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত বলিয়া শ্রুতি (বেদান্ত) সাংখ্যমতে ব্যাখ্যা করা হইবে না, কিন্তু শ্রুতিতাৎপর্য্যনির্ণয়দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হইবে—ইহা বলায় এই অধিকরণে শ্রুতিসঙ্গতি থাকিল।

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি, যথা—জগতের উপাদানকারণ প্রধান নহে, কিন্তু ব্রহ্ম, এই কথা বলায় ব্রহ্মবিচারাখ্য এই শাস্ত্রের সহিত এই অধিকরণের শাস্ত্রসঙ্গতি থাকিল।

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি, যথা—প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তবাক্যসকল ব্রহ্মেই সমন্বিত বলায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সমন্বয়ে যে সকল বিরোধ হয়, তাহার মীমাংসা করায় আর এই অধিকরণে সাংখ্যের সহিত সেই বিরোধের পরিহার থাকায়, ইহাতে অধ্যায়সঙ্গতিও থাকিল।

চতুর্থ পাদসঙ্গতি, যথা—এই দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদে সাংখ্য, যোগ ও কণাদমতের সহিত বিরোধ-পরিহার থাকায় আর এই অধিকরণে সাংখ্যের সহিত সেই বিরোধপরিহার করায় ইহাতে পাদসঙ্গতি থাকিল।

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি, যথা—পূর্ব্বাধিকরণে অবৈদিক প্রধানকারণতাবাদের ন্যায় পরমাণুকারণতাবাদ অবৈদিক বলায়, এই অধিকরণে পূর্ব্বপক্ষে আক্ষেপ করিয়া প্রধানকারণতাবাদ স্মৃতিসম্মত হইবে না কেন, এইরূপ বলায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার আক্ষেপসঙ্গতি থাকিল। ইহাই হইল এই অধিকরণের প্রথম অবয়ব সঙ্গতির পরিচয়। এই গ্রন্থ এই সঙ্গতির জন্য নানারূপ অর্থ করা যায় না।

(২) **বিষয়**—ব্রহ্মে প্রথমাধ্যায়োক্ত বেদান্তসমন্বয়টী বিষয়। ইহাই এই অধিকরণের দ্বিতীয় অবয়ব।

(৩) **সংশয়**—এইরূপ সমন্বয়টী সাংখ্যস্মৃতির সহিত বিরুদ্ধ হয় কি, হয় না—ইহাই সংশয়। ইহাই এই অধিকরণের তৃতীয় অবয়ব।

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতির সহিত বিরোধ হওয়ায় সমন্বয় অসিদ্ধ, এবং সিদ্ধান্তপক্ষে স্মৃতির সহিত বিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয় সিদ্ধ হয়। ইহাই এই অধিকরণের চতুর্থ অবয়ব।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—পূর্ব্বে সমন্বয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে—চেতন ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ, কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—ত্রিগুণ প্রধানই জগতের উপাদানকারণ, ইহা তাঁহারা যুক্তি ও শাস্ত্রদ্বারা সুদৃঢ় করিয়াছেন। সেই সাংখ্যমত যদি অগ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে সাংখ্যস্মৃতি নিরবকাশ হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব এই সাংখ্যসিদ্ধান্তানুসারেই বেদান্তবাক্যসকল ব্যাখ্যা করা উচিত।

যদি বল—মনুপ্রভৃতি অপর স্মৃতিশাস্ত্রে যুক্তি ও শাস্ত্র অনুসারেই জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্মই বলা হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের সহিত সাংখ্যশাস্ত্রের বিরোধ হয়, এজন্য সাংখ্যমতে বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যা করা উচিত বলিলে মন্বাদি অপর স্মৃতিগুলি নিরবকাশ হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায়,—অতএব সাংখ্যমতে বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যা করা উচিত নহে; তাহা হইলে বলিব—মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণাশ্রমাচার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ায় সে অংশে তাহার সার্থকতা আছে, কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে একমাত্র মোক্ষলাভের উপায় বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে যদি তাহার প্রামাণ্য না থাকে, তাহা হইলে সাংখ্যশাস্ত্র একবারেই নিরবকাশ অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা ত উচিত নহে। কারণ, শ্রুতিতে মহর্ষি কপিলের মহত্ত্বের প্রশংসা করা হইয়াছে। তাহার পর সাংখ্যচার্য্যগণ সুদৃঢ় তর্কের সাহায্যেও নিজমতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব বেদান্তবাক্যসকল সাংখ্যমতেই ব্যাখ্যা করা উচিত, আর তজ্জন্য জগতের উপাদানকারণ প্রধানই, ব্রহ্ম নহে—এইরূপ বলাই উচিত।

যদি বল—ব্রহ্মকারণতাবাদ শ্রুতি অনুসারে ব্যবস্থিত হইয়াছে, আর মনু প্রভৃতিকেও শ্রুতিতে কপিলের মতই প্রশংসা করা হইয়াছে। অতএব তাহার প্রামাণ্য অধিক, তাহা হইলে আমরা বলিব—শ্রুতি যেমন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য, সাংখ্যস্মৃতিও তেমনই সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কপিলের বাক্য, অতএব উভয়ের প্রামাণ্যই সমান হইবে না কেন? পরন্তু সাংখ্যশাস্ত্র নিরবকাশ হয় এবং মন্বাদিস্মৃতি সাবকাশ হয়, নিরবকাশ হয় না, অতএব নিরবকাশ শাস্ত্র প্রবল বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রের অনুরোধে বেদান্তবাক্যসকল কোন রকমে সঙ্কোচ করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত, শ্রুতিতে যে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে, তাহা জগতের উপাদানকারণ প্রধানের অধ্যক্ষ, ব্রহ্ম বলিয়া উপচারমাত্র। এই জন্যই ভগবান্ গীতামধ্যে বলিয়াছেন—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"। অতএব বেদান্তবাক্যসকল সাংখ্যমতেই ব্যাখ্যা করা উচিত, আর তজ্জন্য জগতের উপাদানকারণ প্রধানই, ব্রহ্ম নহে—ইহাই বলা উচিত। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের রূপ, আর ইহাই এই অধিকরণের পঞ্চম অবয়ব।

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যের নহে।)

[ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ।২]

স্মৃতাধিকরণ তাৎপর্য্য।

(৬) **সিদ্ধান্ত**—ইহার সমাধান এই যে, সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য হয় বলিয়া বেদান্তের ব্রহ্মকারণতাবাদ যদি অস্বীকার কর, তাহা হইলে যে সকল স্মৃতিতে শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে, সে সকল স্মৃতির অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যথা—মহাভারতে ব্রহ্মপ্রকরণে আছে **"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম"**, ভগবদ্গীতায় আছে **"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা"**। এইরূপ বহু স্মৃতিতে বহুস্থানে ঈশ্বরকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে। সাংখ্যস্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গভয়ে প্রধানকারণতাবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকারণতাবাদী নিরবকাশস্মৃতিসমূহের অনবকাশ দোষ উপস্থিত হয়। অতএব সাংখ্যানুরোধে শ্রুতির সংকোচ হইতে পারে না। পরন্তু শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতিবাক্য অগ্রাহ্য এবং শ্রুতিবাক্যই গ্রাহ্য হইবে। পূর্ব্বমীমাংসায় এই কথাই বলা হইয়াছে; যথা—**"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্"** ইতি। স্মৃতিতেও আছে—**"শ্রুতিস্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা॥"**

তাহার পর ঈশ্বর স্বাধীনভাবে বেদার্থ চিন্তা করিয়া বেদ রচনা করেন নাই—কিন্তু পূর্ব্বকল্পে যেরূপ ক্রমানুসারে বেদবাক্য প্রকাশিত ছিল, ভগবান্ নিজ সংস্কারবলে ঠিক্ সেইরূপ ক্রমানুসারে বেদবাক্য প্রকাশ করিয়াছেন। বেদবাক্য ও বেদার্থজ্ঞান একসঙ্গেই ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া বেদরচনাকার্য্যে ঈশ্বরের কোন কর্তৃত্ব নাই। এইজন্য বেদকে ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত করা হইয়াছে; যথা—**"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস"** ইতি। নর্ত্তকী যেমন নর্ত্তকের প্রদর্শিত রীতি অনুসারে নৃত্য করে, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রচীন রীতি অনুসারে বেদ রচনা করেন বলিয়া তাহাতে তাঁহার কোন স্বাধীনতা নাই। বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া তাহাতে—ভ্রমপ্রমাদাদি কোন দোষ নাই। এজন্য বেদ স্বতঃ-প্রমাণ। কিন্তু স্মৃতিবাক্য কল্পিতশ্রুতিসাহায্যে প্রমাণ হয়। অতএব অতিশীঘ্র প্রবৃত্ত শ্রুতিবাক্য বিলম্বে প্রবৃত্ত স্মৃতির অর্থকে বাধাদান করে। বস্তুতঃ সাংখ্যকে স্মৃতি বলিয়া তাহার মূল শ্রুতি কল্পনা করিলে, সেই শ্রুতি কখন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ শ্রুতিকে বাধা দিতে পারে না। অতএব সাংখ্যস্মৃতি অনবকাশ হয় বলিয়া তন্মতে কোনরূপে বেদান্তবাক্য সকলের ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। বস্তুতঃ সাংখ্যস্মৃতির সহিত যে বিরোধ তাহা বিরোধই নহে, যেহেতু তাহা অবৈদিক স্মৃতি; তাহা অগ্রাহ্য—ইহা প্রতিপাদিত করাই এস্থলে অবিরোধপ্রদর্শন। পক্ষান্তরে মন্বাদি শ্রুতিমূলক স্মৃতির সহিত বিরোধ না থাকায় সমন্বয়বিষয়ক অবিরোধই সিদ্ধ হইল।

আর কপিলাদি ঋষিগণ পূর্ব্বজন্মে বেদার্থ অনুভব করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া এজন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহাদিগকে অনাদিসিদ্ধ বলা হয়। তাঁহারা যদি বেদবিরুদ্ধ কোন কথা বলেন, তাহা হইলে তাহা উপজীব্যবিরোধ হয় বলিয়া অগ্রাহ্যই হইয়া যাইবে।

আর শ্রুতিতে যে কপিলের কথা আছে, তিনি এই দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিল নহেন। কেবল 'কপিল' এই নামের সাম্যবশতঃ শ্রুতিপ্রশংসিত কপিল ও দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিল এক বলিয়া ভ্রম হয়। কারণ, স্মৃতি হইতে জানা যায়—দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিল ভিন্ন ব্যক্তি। নারায়ণের অংশ অদ্বৈতবাদী এক কপিল ছিলেন, যিনি সগরপুত্রগণকে ভস্ম করিয়াছিলেন। হিরণ্যগর্ভকেও কপিল বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিলের কথা মহাভারতেও আছে। অতএব দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিলের মতে বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যা করা উচিত নহে।

আরও এক কথা—সাংখ্যকার কপিল মহদাদি কতকগুলি পদার্থ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না, লোকেও প্রসিদ্ধ নহে, অতএব সেগুলি অলীকমাত্র, বৈদিক স্মৃতিতে তাহার উল্লেখ নাই। আর তাঁহারা যে তর্কের আশ্রয় করিয়াছেন তাহা **"ন বিলক্ষণত্বাৎ"** এই ৪র্থ সূত্র হইতে খণ্ডন করা হইবে। ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষ, সুতরাং এই অধিকরণের ইহাই ষষ্ঠ অবয়ব। ইহাই হইল এই স্মৃত্যধিকরণের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

পূজ্যপাদ ভারতীতীর্থকৃত অধিকরণমালাগ্রন্থে এই বিষয় দুইটী শ্লোকে অতিসংক্ষেপে কথিত হইয়াছে, যথা—

সাংখ্যস্মৃত্যাস্তি সংকোচো ন বা বেদসমন্বয়ে।
ধর্ম্মে বেদঃ সাবকাশঃ সংকোচোঽনবকাশয়া॥
প্রত্যক্ষশ্রুতিমূলাভির্মন্বাদিস্মৃতিভিঃ স্মৃতিঃ।
অমূলা কাপিলী বাধ্যা ন সংকোচোঽনয়া ততঃ॥*

অন্বয়—বেদসমন্বয়ে সাংখ্যস্মৃত্যা সংকোচঃ অস্তি ন বা? ধর্ম্মে বেদঃ সাবকাশঃ, অনবকাশয়া সংকোচঃ, প্রত্যক্ষশ্রুতিমূলাভিঃ মন্বাদিস্মৃতিভিঃ অমূলা কাপিলী স্মৃতিঃ বাধ্যা. ততঃ অনয়া ন সংকোচঃ।

যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণং নাম

দ্বিতীয়ম্ অধিকরণম্।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ।৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

'এতেন' সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা—ইতি অতিদিশতি। তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং, মহদাদীনি চ কার্য্যাণি অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ—সাংখ্যের ন্যায় যোগসিদ্ধান্তও অগ্রাহ্য।

সূত্রের অক্ষরার্থ—এতদ্দ্বারা যোগস্মৃতি খণ্ডিত হইল। *

এতেন পদের অর্থ—সাংখ্যস্মৃতি খণ্ডন করাতে, "যোগঃ" পদের অর্থ—যোগস্মৃতিও, প্রত্যুক্তঃ পদের অর্থ—প্রত্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ খণ্ডন করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহা সূত্রকার অতিদেশ করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণের যুক্তি এই যোগস্মৃতি সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতেছেন। (একের ধর্ম্ম অপরে আরোপ করার নাম অতিদেশ); যেহেতু এই যোগশাস্ত্রেও শ্রুতির সহিত বিরোধ করিয়া প্রধানকে স্বতন্ত্রভাবেই জগতের উপাদানকারণ বলা হয় এবং লোক ও বেদমধ্যে অপ্রসিদ্ধ প্রধানকার্য্য মহদাদিপদার্থসকল কল্পনা করা হইয়া থাকে।

ভামতী।

ন অনেন যোগশাস্ত্রস্য হৈরণ্যগর্ভপাতঞ্জলাদেঃ সর্ব্বথা প্রামাণ্যং নিরাক্রিয়তে, কিন্তু জগদুপাদানস্বতন্ত্রপ্রধানতদ্বিকারমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রগোচরং প্রামাণ্যং নাস্তি ইত্যুচ্যতে। ন চ এতাবতা 'এষাম্' অপ্রামাণ্যং ভবিতুম্ অর্হতি। যৎপরাণি হি তানি তত্র অপ্রামাণ্যে অপ্রামাণ্যম্ অশ্নুবীরন্। ন চ এতানি প্রধানাদিসদ্ভাবপরাণি, কিন্তু যোগস্বরূপতৎসাধনতদবান্তরফলবিভূতিতৎপরমফলকৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি। 'তচ্চ কিঞ্চিৎ' নিমিত্তীকৃত্য ব্যুৎপাদ্যম্ ইতি প্রধানং সবিকারং নিমিত্তীকৃতম্, পুরাণেষ্বিব সর্গ'প্রতিসর্গ'বংশমন্বন্তর'বংশানুচরিতং,' 'তৎপ্রতিপাদন'পরেষু, ন তু 'তৎ' বিবক্ষিতম্। 'অন্যপরাৎ অপি' চ অন্যনিমিত্তং তৎ প্রতীয়মানম্ অভ্যুপেয়েত, যদি ন মানান্তরেণ বিরুধ্যেত। অস্তি তু বেদান্তশ্রুতিভিঃ অস্য বিরোধ ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ প্রমাণভূতাদপি যোগশাস্ত্রাৎ ন প্রধানাদিসিদ্ধিঃ। অতএব যোগশাস্ত্রং ব্যুৎপাদয়িতা আহ স্ম ভগবান্ বার্ষগণ্যঃ—

'গুণানাং পরমং রূপং' ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যৎ তু 'দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তন্মায়ৈব সুতুচ্ছকম্'॥ ইতি॥

যোগং ব্যুৎপিপাদয়িষতা নিমিত্তমাত্রেণ ইহ গুণা উক্তাঃ, ন তু ভাবতঃ, তেষাম্ অতাত্ত্বিকত্বাৎ ইত্যর্থঃ। 'অলোকসিদ্ধানাম'পি প্রধানাদীনাম্ অনাদিপূর্ব্বপক্ষন্যায়াভাসোৎপ্রেক্ষিতানাম্ 'অনুবাদ্যত্বম্' উপপন্নম্। তৎ অনেন অভিসন্ধিনা আহ—"এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রধানাদিবিষয়তয়া প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"এষাং" হিরণ্যগর্ভাদিশাস্ত্রাণাম্। যোগস্বরূপং চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ তৎসাধনং যমাদি তদবান্তরফলং বিভূতিঃ অণিমাদিঃ। "কিঞ্চিৎ নিমিত্তীকৃত্য" ইতি। চিত্তনিরোধো হি কচিৎ আলম্বনে নিবেশাৎ ভবতি। পুরুষে চ সূক্ষ্মে প্রাক্ নিবেশাসম্ভবাৎ প্রধানাদিচিন্তালম্বনত্বেন ব্যুৎপাদ্যতে ইত্যর্থঃ। "প্রতিসর্গঃ" প্রলয়ঃ। "বংশানুচরিতং" তৎকর্ম্ম। "তৎপ্রতিপাদনে"তি। "তৎ" শব্দেন কৈবল্যাদিপরামর্শঃ। দেবতাধিকরণন্যায়েন (ব্র সূ ১।২।২৪-৩৩ সূ) প্রধানাদৌ প্রামাণ্যম্ আশঙ্ক্য আহ "অন্যপরাদপি" ইতি। যত এব প্রধানাদেঃ অবিবক্ষা অতএব "গুণানাং" সত্ত্বাদীনাং "পরমং রূপম্" অধিষ্ঠানম্ আত্মা। "দৃষ্টিপথ"প্রাপ্তং দৃশ্যং প্রধানাদি "মায়ৈব" মিথ্যা। "তৎ সুতুচ্ছকং" সুষ্ঠু তুচ্ছকমিতি। প্রধানাদৌ অতাৎপর্য্যে যোগশাস্ত্রস্য অনুবাদকত্বং বক্তব্যং, তৎ কথং? প্রাপ্ত্যভাবাৎ, ইত্যত আহ— "অলোকসিদ্ধানাম্" ইতি। বৈদিকলিঙ্গানাং ন্যায়াভাসসিদ্ধানাম্ "অনুবাদ্যত্বম্" ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ—যোগশাস্ত্র সর্ব্বাংশে অপ্রমাণ নহে।

এই সূত্রদ্বারা হিরণ্যগর্ভ ও পতঞ্জলিপ্রভৃতি ঋষিপ্রণীত যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিতেছেন না, কিন্তু জগতের উপাদান স্বতন্ত্র প্রধান অর্থাৎ 'প্রকৃতি' এবং তাহার বিকার 'মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র'-বিষয়ে উক্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই—ইহাই বলা হইতেছে। আর ইহার দ্বারা এই সকল শাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্য

* এই সূত্রে "যোগঃ" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহার দ্বারা অধিকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩]

ভামতীর অনুবাদ।

হইতে পারে না; কারণ, যে সকল বস্তুপ্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে সেই সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে অপ্রামাণ্য হইলে সেই সকল শাস্ত্র অপ্রমাণ হইতে পারিত। এই সকল শাস্ত্র ত প্রধানাদিপদার্থপ্রতিপাদনোদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই, কিন্তু চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের স্বরূপ, যমনিয়মাদি তাহার সাধন, অণিমাদিবিভূতিরূপ যোগের অবান্তর ফল এবং কৈবল্যরূপ তাহার পরমফল—এই সকল প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। আর কোন একটিপদার্থকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ সকল বস্তুর প্রতিপাদন করিতে হইবে, এই জন্য মহদাদি বিকারের সহিত প্রকৃতিকে নিমিত্তমাত্র করা হইয়াছে। যেমন কৈবল্যাদিপ্রতিপাদনের জন্য রচিত পুরাণশাস্ত্রে সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর ও দেবতা মুনি ঋষিপ্রভৃতিগণের বংশানুচরিতকে নিমিত্ত করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ গুলি প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্যে নহে। এক উদ্দেশ্যে রচিত শাস্ত্র হইতে যদি অন্য কোন 'নিমিত্ত' প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে তাহাও স্বীকার করিতে পারি, যদি শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ না হয়। কিন্তু বেদান্তশ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ আছে—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব যোগশাস্ত্র প্রমাণ হইলেও তাহা হইতে প্রধানাদিপদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব যিনি যোগশাস্ত্রকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন সেই ভগবান্ বার্ষগণ্য বলিয়াছেন—

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যৎ তু দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্" ॥

অর্থাৎ "গুণের যাহা যথার্থরূপ, অর্থাৎ অধিষ্ঠান যে আত্মা, তাহা ত দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু প্রধানাদি যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা অতি তুচ্ছ মায়ামাত্র, অর্থাৎ কিছুই নহে", ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যোগের স্বরূপ বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়া কোন বস্তুকে উপলক্ষ্যমাত্র করিবার জন্য এখানে গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু গুণের স্বরূপ বলিবার জন্য নহে; কারণ, গুণগুলি সত্য বস্তু নহে। প্রধানাদিপদার্থগুলি লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু না হইলেও, তাহারা অনাদিকাল হইতে পূর্ব্বপক্ষের ন্যায়াভাসদ্বারা অর্থাৎ দুষ্টযুক্তিদ্বারা উৎপ্রেক্ষিত অর্থাৎ কল্পিত, অতএব তাহাদের অনুবাদ্যত্ব অর্থাৎ সেগুলি যে অবিবক্ষিত, তাহাই যুক্তিসঙ্গত। সেই হেতু এই অভিসন্ধিতে ভাষ্যকার "এতেন" ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। অর্থাৎ সাংখ্যস্মৃতি খণ্ডন করাতে যোগস্মৃতিও যে প্রধানাদি-প্রতিপাদনপররূপে খণ্ডিত হইল—ইহাই বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

'ননু এবং সতি সমানন্যায়ত্বাৎ' পূর্ব্বেণৈব এতৎ গতং, কিমর্থং পুনঃ অতিদিশ্যতে? 'অস্তি হি অত্র অভ্যধিকা শঙ্কা'। সম্যগ্‌দর্শনাভ্যুপায়ো হি যোগো বেদে বিহিতঃ—

"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫। ইতি।

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্" ॥ (শ্বেঃ ২।৮)—

ইত্যাদিনা চ আসনাদিকল্পনাপুরঃসরং বহুপ্রপঞ্চং যোগবিধানং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দৃশ্যতে; লিঙ্গানি চ বৈদিকানি যোগবিষয়াণি সহস্রশঃ উপলভ্যন্তে—

"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্"। (কঠঃ ২।৬।১১) ইতি।

"বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্। (কঠঃ ২।৬।১৮) ইতি চ এবমাদীনি।

যোগশাস্ত্রেঽপি—

"অথ তত্ত্বদর্শনোপায়ো যোগঃ"। (?) ইতি।

সম্যগ্‌দর্শনাভ্যুপায়ত্বেনৈব যোগঃ অঙ্গীক্রিয়তে। অতঃ সম্প্রতিপন্নার্থৈকদেশত্বাৎ অষ্টকাদি-স্মৃতিবৎ যোগস্মৃতিরপি অনপবদনীয়া ভবিষ্যতি ইতি। 'ইয়ম্ অভ্যধিকা শঙ্কা অতি-দেশেন নিবর্ত্ত্যতে,' 'অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তৌ অপি' অর্থৈকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্ব্বোক্তায়াঃ দর্শনাৎ। 'সতীষু অপি' অধ্যাত্মবিষয়াসু বহ্বীষু স্মৃতিষু সাংখ্যযোগস্মৃত্যোরেব নিরাকরণে যত্নঃ কৃতঃ। সাংখ্যযোগৌ হি পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন লোকে প্রখ্যাতৌ, শিষ্টৈশ্চ পরিগৃহীতৌ, লিঙ্গেন চ শ্রৌতেন উপবৃংহিতৌ—

"তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ"। (শ্ব ৬।১৩) ইতি।

নিরাকরণং তু—'ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ' যোগমার্গেণ বা নিঃশ্রেয়সম্ অধি-

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩]

শাঙ্করভাষ্যম্।

গম্যতে ইতি। শ্রুতি র্হি বৈদিকাৎ আত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ অন্যৎ নিঃশ্রেয়সসাধনং বারয়তি—

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। (শ্বেঃ ৩।৮) ইতি।

'দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ' ন আত্মৈকত্বদর্শিনঃ। যৎ তু দর্শনম্ উক্তম্—

"তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্"। (শ্বেঃ ৬।১৩) + ইতি

বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানং চ সাংখ্যযোগশব্দাভ্যাম্ অভিলপ্যতে, প্রত্যাসত্তেঃ, ইতি অবগন্তব্যম্। যেন তু অংশেন ন বিরুধ্যেতে, তেন ইষ্টমেব সাংখ্যযোগস্মৃত্যোঃ সাবকাশত্বম্। তদ্ যথা—

"অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ"। (বৃঃ ৪।৩।১৬) ইতি

এবমাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব পুরুষস্য বিশুদ্ধত্বং নির্গুণপুরুষনিরূপণেন সাংখ্যৈঃ অভ্যুপগম্যতে। তথাচ যোগৈরপি—

"অথ পরিব্রাড়্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ। (জাঃ উঃ ৫) ইতি

এবমাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রব্রজ্যাদ্যুপদেশেন অনুগম্যতে। এতেন সর্ব্বাণি তর্কস্মরণানি প্রতিবক্তব্যানি। তানি অপি তর্কোপপত্তিভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানায় উপকুর্ব্বন্তি ইতি চেৎ? উপকুর্ব্বন্তু নাম; তত্ত্বজ্ঞানং তু বেদান্তবাক্যেভ্য এব ভবতি—

"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্"। (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৯।৭)

"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"। (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইতি

এবমাদিশ্রুতিভ্যঃ॥ ৩॥ [ইতি দ্বিতীয়ং যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্॥]

ভাষ্যানুবাদ --যোগস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানের জন্য পৃথক্ অধিকরণারম্ভে শঙ্কা ও সমাধান।

আচ্ছা, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করাতেই ত যোগশাস্ত্রের মতও খণ্ডিত হইয়াছে; কারণ, যুক্তি উভয়েরই সমান, তবে আবার কি জন্য এই অতিদেশ করা হইতেছে? অর্থাৎ যোগমতের বিশেষভাবে খণ্ডনকরা হইতেছে? তাহা হইলে বলিব—যোগশাস্ত্রবিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্র অপেক্ষা কিছু অধিক আশঙ্কা আছে কারণ, বেদমধ্যে যোগশাস্ত্রকে সম্যগ্দর্শনের অর্থাৎ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের) উৎকৃষ্ট উপায় বলা হইয়াছে। যথা—

"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। (বৃঃ ২।৪।৫)

অর্থাৎ "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে," ইত্যাদি, এবং—

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্"। (শ্বেঃ ২।৮)

অর্থাৎ শরীর, গ্রীবা ও মস্তক এই তিনটী যাহাতে উচ্চ হয়, এইরূপে শরীরকে সমানভাবে রাখিয়া, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা আসন, প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যানাদির ব্যবস্থাপূর্ব্বক বহু বিস্তৃত যোগানুষ্ঠানের বিধান শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যোগবিষয়ক বৈদিক লিঙ্গ সকল অর্থাৎ যোগজ্ঞাপক অর্থবাদাদি বাক্য সকল সহস্র সহস্র দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্" (কঠঃ ২।৬।১১)

অর্থাৎ স্থিরভাবে ইন্দ্রিয়সমূহের ধারণাকে যোগিপুরুষগণ যোগ বলেন—

"বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্" (কঠঃ ২।৬।১৮)

অর্থাৎ নচিকেতা মৃত্যুর নিকট হইতে এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমুদয় যোগানুষ্ঠানবিধি লাভ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি। যোগশাস্ত্রেও আছে—

"অথ তত্ত্বদর্শনোপায়ঃ যোগঃ"।*

---

* এই যোগসূত্রটী বর্ত্তমান কোন যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইহা মাহেশ্বরযোগসূত্র হইবে। এই যোগসূত্রের নাম শঙ্কোর অর্থশাস্ত্রমধ্যে আছে। সেখানে পাতঞ্জল যোগসূত্রের কোন উল্লেখ নাই। + "যোগাধিগম্যম্" উপনিষদের পাঠ।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩]

ভাষ্যানুবাদ।

অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায়কে যোগ বলে—এই লক্ষণদ্বারা যোগকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব যোগশাস্ত্রের একদেশ অর্থাৎ যমনিয়মাদি অংশ, সম্প্রতিপন্ন অর্থাৎ সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে প্রামাণিক বলিয়া "অষ্টকাঃ কর্ত্তব্যাঃ" অর্থাৎ অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবে * —এইরূপ অষ্টকাদিস্মৃতি যেমন প্রামাণিক স্মৃতিশাস্ত্রের একাংশে আছে বলিয়া প্রামাণিক হইয়াছে—অর্থাৎ বেদের অবিরুদ্ধার্থক বলিয়া তাহার মূল শ্রুতি অনুমান করিয়া তাহাকে প্রামাণিক বলা হয়—সেইরূপ সম্পূর্ণ যোগস্মৃতিও অগ্রাহ্য হইবে না, অর্থাৎ যোগস্মৃতির যোগাংশে প্রামাণ্যবশতঃ প্রধানাদি তত্ত্বাংশেও তাহা প্রমাণ হইবে। সাংখ্যশাস্ত্র অপেক্ষা যোগশাস্ত্রে এই বিশেষ থাকায় ইহাতে যে অধিক আশঙ্কা হয়, তাহাই অতিদেশদ্বারা নিরাস করা হইতেছে। যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থের একদেশ সম্প্রতিপন্ন হইলেও অর্থের একদেশে পূর্ব্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তি থাকে, অর্থাৎ অর্থবাদের বিধিশেষরূপে প্রামাণ্য থাকিলেও বেদবিরুদ্ধ নিজ অর্থে অর্থবাদের সেই প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না। অতএব যোগশাস্ত্রের অনুষ্ঠেয়রূপ একাংশ সর্ব্বসম্মত হইলেও অপর অংশ যে প্রধানাদি তত্ত্ব, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায় সেই অংশই অপ্রমাণ হইবার কথা। আত্মতত্ত্ববিষয়ে অনেক স্মৃতি থাকিলেও কেবল সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রকে নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান্ সূত্রকার যে যত্ন করিয়াছেন, তাহার কারণ, সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র মোক্ষসাধন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং শিষ্টগণকর্ত্তৃক আদৃতও হইয়াছে এবং উভয়ই বৈদিক প্রমাণ-দ্বারাও পরিপুষ্ট ; যেহেতু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্, একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥" (শ্বেঃ ৬।১৩)

অর্থাৎ যিনি নিত্যগণের মধ্যে নিত্য, চেতনগণের মধ্যে চেতন এবং যিনি এক হইয়া বহু ব্যক্তির কাম্যসমূহ বিধান করেন, সাংখ্য ও যোগের অধিগম্য সেই কারণরূপী দেবকে জানিয়া সাধক সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

এখন ইহাদের যে নিরাকরণ করা হইল, তাহার কারণ—বেদনিরপেক্ষ, অর্থাৎ বেদে যে সকল পদার্থের উল্লেখ করা হয় নাই, সেই প্রধানাদিপদার্থবিষয়ক সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা অথবা ঐ প্রকার যোগশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে মোক্ষলাভ হয় না। যেহেতু বেদোক্ত জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভের অন্য কোন উপায়কে বেদ বারণ করিতেছেন, অর্থাৎ অন্য কোন উপায় নাই—ইহাই বলিতেছেন। যথা—

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেঃ ৩।৮)

অর্থাৎ একমাত্র তাঁহাকেই সাক্ষাৎ করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তদ্ভিন্ন মোক্ষলাভের অন্য কোন পথ নাই, ইত্যাদি। অথচ সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রবাদিগণ জীবব্রহ্মের ভেদদর্শনই করেন, অভেদদর্শন করেন না। আর—

"তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্" (শ্বেঃ ৬।১৩) [অধিগম্যম্ উপনিষদের পাঠ।]

অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগদ্বারা সেই কারণরূপ দেবকে জানিয়া ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যে দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগের কথা বেদেও উক্ত হইয়াছে—এরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহাতে সাংখ্য ও যোগশব্দের দ্বারা বেদোক্ত জ্ঞান ও ধ্যানকে লক্ষ্য করা হইতেছে। কারণ, শ্রুত্যুক্ত সাংখ্য ও যোগ এই দুইটি শব্দের মধ্যে প্রত্যাসত্তি আছে, অর্থাৎ উপেয় ও উপায়ভাবে তাহারা সন্নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের যে অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে, সে অংশে উভয় শাস্ত্রের সাবকাশত্ব অর্থাৎ প্রামাণ্য আমাদেরও ইষ্ট ; যেমন—

"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।১৬)

অর্থাৎ এই জীবাত্মা অসঙ্গ অর্থাৎ নির্লিপ্ত অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধশূন্য ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পুরুষের বিশুদ্ধত্ব সাংখ্যাচার্য্যগণ নির্গুণ পুরুষ প্রতিপাদনদ্বারা স্বীকার করিয়াছেন। আর যোগাচার্য্যগণও—

"অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ।" (জাঃ উঃ ৫)

অর্থাৎ তাহার পর পরিব্রাট্ (সন্ন্যাসী হইয়া) বিবর্ণবাসা অর্থাৎ গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রতিগ্রহ ত্যাগ করিয়া ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ নিবৃত্তিনিষ্ঠত্ব অর্থাৎ বৈরাগ্যেরই অনুসরণ, প্রব্রজ্যা উপদেশ-দ্বারা করিয়াছেন, ইত্যাদি আমাদেরও স্বীকার্য্য। এই প্রকারে স্মৃতিরূপ তর্কশাস্ত্রসকলও খণ্ডন করিবে।

যদি বল—তর্ক অর্থাৎ অনুমান ও উপপত্তি অর্থাৎ তদনুকূল যুক্তি এতদ্দ্বারা তর্ক শাস্ত্রসকল তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে

---

* যথা গোভিলঃ—অষ্টকায়োর্দ্ধম্ আগ্রহায়ণ্যা স্তমিস্রাষ্টমী ইতি। ব্রহ্মপুরাণং—পিত্র্যদানায় মূলে স্যুঃ অষ্টকাস্তিস্র এবচ। শাতাতপঃ—পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ॥ ইতি।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩] [সিঃ স্বঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

সাহায্য করে, তাহা হইলে আমরা বলিব—তর্ক ও যুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্য করে করুক, কিন্তু একমাত্র বেদবাক্য হইতেই তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহার কারণ শ্রুতিতেই আছে—

"ন অবেদবিদ্ মনুতে তং বৃহন্তম্"। (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৯।৭)

অর্থাৎ যিনি বেদ জানেন না তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না, এবং—

"তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"। (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬)

অর্থাৎ বেদান্তপ্রতিপাদ্য সেই পুরুষবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইত্যাদি। অতএব বেদবিরুদ্ধ যোগস্মৃতিদ্বারাও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে। অর্থাৎ যোগশাস্ত্রোক্ত প্রধানাদি-তত্ত্বাংশ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া যোগশাস্ত্র তদংশে সাংখ্যেরই ন্যায় অগ্রাহ্য। সাংখ্যও প্রধানাদিবিষয়েই অগ্রাহ্য। ইহাই হইল এই অধ্যায় এই পাদের ত্রয়োদশটী অধিকরণের মধ্যে যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণ নামক একটী মাত্র সূত্রাত্মক দ্বিতীয় অধিকরণের শাঙ্কর ভাষ্যের অর্থ।৩

ভামতী।

১। অধিকরণান্তরারম্ভম্ আক্ষিপতি—"ননু এবং সতি সমানন্যায়ত্বাৎ" ইতি। সমাধত্তে—"অস্তি হি অত্র অভ্যধিকা শঙ্কা"। মা নাম সাংখ্যশাস্ত্রাৎ প্রধানসত্তা বিজ্ঞায়ি, যোগশাস্ত্রাৎ তু প্রধানাদিসত্তা বিজ্ঞাপয়িষ্যতে। বহুলং হি যোগশাস্ত্রাণাং বেদেন সহ সংবাদো দৃশ্যতে। উপনিষদুপায়স্য চ তত্ত্বজ্ঞানস্য যোগাপেক্ষা অস্তি। ন জাতু যোগশাস্ত্রবিহিতং যমনিয়মাদিবহিরঙ্গম্ উপায়ম্ অপহায় অন্তরঙ্গং চ ধারণাদিকম্ অন্তরেণ ঔপনিষদাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার উদেতুম্ অর্হতি। তস্মাৎ ঔপনিষদেন তত্ত্বজ্ঞানেন অপেক্ষণাৎ সম্বাদবাহুল্যাচ্চ বেদেন "অষ্টকাদিস্মৃতিবৎ" যোগস্মৃতিঃ প্রমাণম্। ততশ্চ প্রমাণাৎ প্রধানাদিপ্রতীতেঃ ন অশব্দত্বম্। ন চ তৎ অপ্রমাণং প্রধানাদৌ, প্রমাণং চ যমাদৌ ইতি যুক্তম্, তত্র অপ্রামাণ্যে অন্যত্রাপি অনাশ্বাসাৎ। যথাহুঃ—

প্রসরং ন লভন্তে হি, যাবৎ ক্বচন মর্কটাঃ।
নাভিদ্রবন্তি তে তাবৎ পিশাচা বা স্বগোচরে॥" (তন্ত্রবার্ত্তিকম্ ১।৩।৩) ইতি।

সা ইয়ং লব্ধপ্রসরা প্রধানাদৌ যোগাপ্রমাণতাপিশাচী সর্ব্বত্রৈব দুর্ব্বারা ভবেৎ ইতি অস্যাঃ প্রসরং নিষেধতা প্রধানাদ্যভ্যুপেয়ম্ ইতি ন অশব্দং প্রধানম্ ইতি শঙ্কার্থঃ। 'সা ইয়মপি অধিকা শঙ্কা অতিদেশেন নিবর্ত্ত্যতে'।১

২। নিবৃত্তিহেতুম্ আহ—"অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপি" ইতি। যদি প্রধানাদিসত্তাপরং যোগশাস্ত্রং ভবেৎ, ভবেৎ প্রত্যক্ষবেদান্তশ্রুতিবিরোধেন অপ্রমাণম্। তথাচ তদ্‌বিহিতেষু যমাদিষু অপি অনাশ্বাসঃ স্যাৎ। তস্মাৎ ন প্রধানাদিপরং তৎ, কিন্তু তৎ নিমিত্তীকৃত্য যোগব্যুৎপাদনপরম্ ইতি উক্তম্। ন চ অবিষয়ে অপ্রামাণ্যং বিষয়েঽপি প্রামাণ্যম্ উপহন্তি, ন হি চক্ষুঃ রসাদৌ অপ্রমাণং রূপেঽপি অপ্রমাণং ভবিতুম্ অর্হতি। তস্মাৎ বেদান্তশ্রুতিবিরোধাৎ প্রধানাদিঃ অস্য অবিষয়ঃ, ন তু অপ্রামাণ্যম্ ইতি পরমার্থঃ।২

৩। স্যাদেতৎ—অধ্যাত্মবিষয়াঃ সন্তি সহস্রং স্মৃতয়ঃ বৌদ্ধার্হতকাপালিকাদীনাং, তা অপি কস্মাৎ ন নিরাক্রিয়ন্তে, ইত্যত আহ—"সতীষু অপি" ইতি। তাসু খলু বহুলং বেদার্থবিসম্বাদিনীষু শিষ্টানাদৃতাসু কৈশ্চিদেব তু পুরুষাপসদৈঃ পশুপ্রায়ৈঃ ম্লেচ্ছাদিভিঃ পরিগৃহীতাসু বেদমূলত্বাশঙ্কৈব নাস্তি ইতি ন নিরাকৃতাঃ, তদ্বিপরীতাস্তু সাংখ্যযোগস্মৃতয়ঃ, ইতি তাঃ প্রধানাদিপরতয়া ব্যুদস্যন্তে ইত্যর্থঃ।৩

৪। "ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ" ইতি। প্রধানাদিবিষয়েণ ইত্যর্থঃ। "দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যাঃ যোগাশ্চ" যে প্রধানাদিপরতয়া তৎ শাস্ত্রং ব্যাচক্ষতে ইত্যর্থঃ। 'সংখ্যা' সম্যক্ বুদ্ধিঃ বৈদিকী, তয়া বর্ত্তন্তে ইতি সাংখ্যাঃ। এবং যোগো ধ্যানম্। উপায়োপেয়য়োঃ অভেদবিবক্ষয়া। চিত্তবৃত্তিনিরোধো হি যোগঃ তস্য 'উপায়ঃ' ধ্যানং প্রত্যয়ৈকতানতা। এতচ্চ উপলক্ষণম্।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

অন্যেঽপি যমনিয়মাদয়ো বাহ্যা আন্তরাশ্চ ধারণাদয়ো যোগোপায়া দ্রষ্টব্যাঃ। এতেন অভ্যুপগতবেদপ্রামাণ্যানাং কণভক্ষাক্ষচরণাদীনাং সর্ব্বাণি তর্কস্মরণানি” ইতি যোজনা। সুগমম্ অন্যৎ। ইতি দ্বিতীয়ং যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্।৪

বেদান্তকল্পতরু।

১-৪। "অষ্টকাদিস্মৃতিবদ্" ইতি। 'অষ্টকাঃ কর্ত্তব্যাঃ ভটাকঃ খনিতাবান, ইত্যাদি স্মৃতয়ো ন প্রমাণং; ধর্ম্মস্য বেদৈকপ্রমাণত্বাৎ অষ্টকাদিশ্রেয়ঃসাধনত্বে বেদানুপলম্ভাৎ স্মৃতেশ্চ ভ্রান্ত্যাপি সম্ভবাৎ ইতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তিতম্। বেদার্থানুষ্ঠাতৄণামেব স্মৃতিষু সনিবন্ধনাসু কর্তৃত্বাৎ মূলভূতবেদম্ অনুমাপয়ন্ত্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণমিতি। "তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্" ইতি শ্রুতৌ সাংখ্যযোগশব্দাভ্যাং জ্ঞানধ্যানে নির্দ্দিষ্টে ইতি উক্তং ভাষ্যে; তৎ উপপাদয়তি—"সংখ্যা" ইতি। কথং চিত্তবৃত্তিনিরোধবাচিযোগশব্দেন চিন্তারূপং ধ্যানম্ উচ্যতে? তত্রাহ—"উপায়" ইতি। শরীরগ্রীবাশিরাংসি ত্রীণি উন্নতানি যস্মিন্ তৎ তথা, এতাং ব্রহ্মবিষয়াং বিদ্যাং যোগপ্রকারং চ মৃত্যোঃ লব্ধ্বা নচিকেতা ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ অভূৎ। "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি উপক্রম্য শ্রুতং তৎ কারণম্ ইতি তেষাং কামানাং কারণং জ্ঞানিভিঃ ধ্যানিভিশ্চ প্রাপ্তং দেবং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে। ইতি দ্বিতীয়ং যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্।১-৪

ভামতীর অনুবাদ। যোগশাস্ত্র যোগবিষয়ে প্রমাণ, প্রধানাদিবিষয়ে অপ্রমাণ।

১। এক্ষণে সূত্রকার যে অন্য অধিকরণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী **"ননু এবং সতি"** গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **"অস্তি হি অত্র অভ্যধিকা শঙ্কা"** এই গ্রন্থদ্বারা তাহার সমাধান করিতেছেন। বেদবিরোধী বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্র হইতে প্রধানাদিপদার্থের সত্তা জানা যায় না বটে, কিন্তু যোগশাস্ত্র হইতে ত প্রধানাদিপদার্থের সত্তা বিজ্ঞাপিত হইতে পারে; কারণ, বেদের সহিত যোগশাস্ত্রের অনেক ঐক্যমত দেখিতে পাওয়া যায়। যে তত্ত্বজ্ঞানের উপায় উপনিষদ অর্থাৎ বেদান্ত, সেই তত্ত্বজ্ঞানে যোগানুষ্ঠানের অপেক্ষা আছে। যোগশাস্ত্রে বিহিত যে, যমনিয়মাদি বহিরঙ্গ উপায়, তাহা ত্যাগ করিয়া এবং ধ্যানধারণাদি যে অন্তরঙ্গ উপায়, তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কখনই উদিত হইতে পারে না। অতএব বেদান্তপ্রতিপাদিত তত্ত্বজ্ঞান, যোগশাস্ত্রকে অপেক্ষা করে বলিয়া এবং বেদের সহিত যোগশাস্ত্রের বহু বিষয়ে ঐক্য আছে বলিয়া "অষ্টকাদি" স্মৃতির ন্যায় যোগস্মৃতিও প্রমাণ হইবে। অর্থাৎ অষ্টকাশ্রাদ্ধ বেদে না থাকিলেও বেদার্থসংগ্রহকারী প্রামাণিক স্মৃতিকার ঋষিগণ অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিতে উপদেশ দেওয়ায় তাহার মূল যে শ্রুতি কল্পনা করা হয়, তাহা প্রত্যক্ষশ্রুতির অবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা যেমন প্রমাণ হইয়াছে—তেমনই যোগস্মৃতিও প্রমাণ হইবে। সেই হেতু প্রমাণভূত যোগশাস্ত্রে যে প্রধানাদিপদার্থ জানা যাইতেছে, তাহার প্রমাণ থাকায়, সেই প্রধানাদিপদার্থ অবৈদিক নহে। আর যোগশাস্ত্র প্রধানাদিপদার্থবিষয়ে অপ্রমাণ এবং যমনিয়মাদিবিষয়ে প্রমাণ—ইহাও বলা উচিত নহে। কারণ, যোগশাস্ত্র প্রধানাদিপদার্থবিষয়ে যদি অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে তদুক্ত যমনিয়মাদি অন্য বিষয়েও তাহারা অনাশ্বাস হইবে, অর্থাৎ তাহা অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। যেমন প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

"প্রসরং ন লভন্তে হি যাবৎ ক্বচন মর্কটাঃ। নাভিদ্রবন্তি তে তাবৎ পিশাচা বা স্বগোচরে॥"

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বানর বা পিশাচাদি অনিষ্টকারী জীব কোথাও প্রসর না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা স্ববিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, ইত্যাদি।

যোগশাস্ত্রের অপ্রামাণ্যরূপ সেই এই পিশাচী প্রধানাদিপদার্থে প্রবেশ লাভ করিলে সকল স্থানেই অর্থাৎ যমনিয়মাদিতেও উহার গতি দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে; অতএব যিনি সেই অপ্রামাণ্যপিশাচীর প্রবেশ নিষেধ করিবেন, তিনি প্রধানাদিতেও যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লইবেন। এই জন্য প্রধানাদিপদার্থ অবৈদিক নহে। ইহাই আশঙ্কার তাৎপর্য্য। সেই এই অতিরিক্ত আশঙ্কা অতিদেশের দ্বারা নিবারণ করিতেছেন।১

২। নিবারণের হেতু **"অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপি"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। যদি যোগশাস্ত্রের (কেবলমাত্র) প্রধানাদিপদার্থ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বেদান্তশ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়া যোগশাস্ত্র অপ্রমাণ হইত। আর তাহা হইলে যোগশাস্ত্রে বিহিত যমনিয়মাদিতেও অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইত। কিন্তু যোগশাস্ত্রের প্রধানাদিপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নহে, পরন্তু প্রধানাদিপদার্থকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া যোগ প্রতিপাদনকরাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আর যাহা যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে, তাহাতে অপ্রামাণ্য থাকিলেও তাহা তাহার প্রতিপাদ্যবিষয়েও প্রামাণ্য নষ্ট করে না। কারণ, রস ও গন্ধপ্রভৃতি পদার্থে চক্ষু অপ্রমাণ বলিয়া রূপেও চক্ষু অপ্রমাণ হইতে পারে না। অতএব বেদান্তশ্রুতির সহিত বিরোধবশতঃ প্রধানাদিপদার্থ যোগশাস্ত্রের অবিষয় বটে, কিন্তু যোগশাস্ত্রের যে প্রামাণ্য নাই, তাহা নহে—ইহাই প্রকৃত অর্থ।২

৩। আচ্ছা তাহাই হউক, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধ জৈন কাপালিক প্রভৃতিগণের বহু শাস্ত্র রহিয়াছে, সে

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩] [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

গুলিরও নিরাস করা হইতেছে না কেন ? এই জন্য **"সতীষু অপি"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। সেই স্মৃতিসমূহ বহু অংশে বেদার্থবিরোধী ও শিষ্টগণকর্ত্তৃক অনাদৃত ও কতিপয় পশুর মত নরাধম ম্লেচ্ছাদিকর্ত্তৃক আদৃত হয়, এজন্য তাহা বেদমূলক বলিয়া সন্দেহই হয় না; এজন্য সে গুলির নিরাস করা হয় নাই। কিন্তু সাংখ্য ও যোগস্মৃতিগুলি তাহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহাতে বেদমূলকত্বের শঙ্কা হয়, সুতরাং সেগুলি প্রধানাদিপ্রতিপাদনোদ্দেশ্যে রচিত বলিয়া কেহ যদি মনে করেন, সেইজন্য সেগুলি নিরাস করা হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য্য*।৩

সাংখ্যশব্দের অর্থ; তত্ত্বজ্ঞানসাধনবিষয়ে যোগশাস্ত্র প্রমাণ।

৪। **"ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ"** ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ এই—যে প্রধানাদিপদার্থের বেদে উল্লেখ নাই, সেই প্রধানাদিপদার্থ যে সাংখ্যজ্ঞানের বিষয়, তাহার দ্বারা ইত্যাদি। **"দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ"** এই গ্রন্থের অর্থ—প্রধানাদিপদার্থপ্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র রচিত, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা দ্বৈতবাদী—ইত্যাদি। বেদবোধিত সম্যক্‌বুদ্ধিকে সংখ্যা বলে, যাঁহারা সেই সংখ্যাযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সাংখ্য। তদ্রূপ যোগশব্দের অর্থ—ধ্যান। উপায় ও উপেয়ের অভেদ বলিবার ইচ্ছা করিয়া যোগশব্দের অর্থ—ধ্যান বলা হইয়াছে। কারণ, অন্তঃকরণের যে বৃত্তি, অর্থাৎ বিষয়াকার পরিণাম; তাহার নিরোধের নাম যোগ। আর তাহার উপায় ধ্যান। সেই ধ্যান অর্থ—প্রত্যয়ের একতানতা অর্থাৎ এক প্রকার জ্ঞানের প্রবাহ। ইহা উপলক্ষণ; অর্থাৎ ইহার দ্বারা আরও কতকগুলি পদার্থকে উপায় বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যমনিয়মপ্রভৃতি যোগের বাহ্যিক উপায় সকল এবং ধারণা প্রভৃতি আভ্যন্তরিক উপায় সকলও যোগোপায়রূপ যোগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার দ্বারা অর্থাৎ যোগস্মৃতির প্রত্যাখ্যানদ্বারা, **"তর্কস্মরণসমূহ"** অর্থাৎ যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, সেই কণাদ ও গৌতমাদির সমুদায় তর্কশাস্ত্র সকল প্রত্যাখ্যাত হইল—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে; অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য স্বীকারকারী কণাদ ও গৌতমের তর্কশাস্ত্র সকল এই প্রকারে খণ্ডন করিবে, অর্থাৎ বেদার্থের অনুকূল হইলে গ্রাহ্য হইবে এবং প্রতিকূল হইলে অগ্রাহ্য হইবে। এতদ্ভিন্ন ভাষ্যের অর্থ সুগম।৪

যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণের অবয়বগুলির পরিচয় এইরূপ—

(১) **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—শ্রুতিসমন্বয়ে প্রবৃত্ত হইয়া যোগস্মৃতির সহিত অবিরোধ প্রদর্শিত হওয়ায় এ অধিকরণে শ্রুতিসঙ্গতি থাকিল।

শাস্ত্রসঙ্গতি — এই গ্রন্থ ব্রহ্মবিচারাত্মক শাস্ত্র; এই অধিকরণে ব্রহ্মকারণতাবাদরূপ স্বপক্ষ স্থাপন করায় ইহাতে শাস্ত্রসঙ্গতি থাকিল।

অধ্যায়সঙ্গতি — দ্বিতীয় অধ্যায়টী অবিরোধ নামক অধ্যায় হওয়ায় এবং এই অধিকরণে যোগস্মৃতির সহিত অবিরোধ প্রদর্শিত হওয়ায় ইহাতে অধ্যায়সঙ্গতিও থাকিল।

পাদসঙ্গতি — ইহা স্বপক্ষ স্থাপনাত্মক পাদ এবং এই অধিকরণে যোগমতবিচারদ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করায় ইহাতে পাদসঙ্গতিও থাকিল।

অধিকরণসঙ্গতি—আক্ষেপ সঙ্গতি; অর্থাৎ সাংখ্যের ন্যায় যোগশাস্ত্রের দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইবে না কেন ? এই ভাবে অধিকরণ আরম্ভ হওয়ায় ইহাতে আক্ষেপসঙ্গতি থাকিল।

(২) **বিষয়**—ব্রহ্মে উক্ত বেদান্তের সমন্বয়।

(৩) **সন্দেহ**—ব্রহ্মে উক্ত সমন্বয়টী প্রধানবাদী যোগস্মৃতির সহিত বিরুদ্ধ হয় কি না ?

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধবশতঃ উক্ত সমন্বয় অসিদ্ধ, এবং সিদ্ধান্তপক্ষে তাহা সিদ্ধ।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—শ্রুতিসিদ্ধ যোগের প্রতিপাদন করে বলিয়া যোগস্মৃতি প্রামাণিক হওয়ায় প্রধানবাদী যোগস্মৃতির দ্বারা উক্ত সমন্বয় বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, ইহা স্থির হইয়াছে, কিন্তু যোগশাস্ত্রকার বলেন, ঈশ্বরাশ্রিত প্রধান জগতের কারণ। এক্ষণে যোগশাস্ত্রের অনুরোধে বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্কোচ করা উচিত কি না ? এইরূপ সন্দেহে হইলে নিরবকাশ যোগশাস্ত্রের অনুরোধে

* বৌদ্ধ জৈনাদি মত এস্থলে খণ্ডিত না হইলেও এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে খণ্ডিত হইয়াছে। এখানে খণ্ডন না করিবার কারণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে খণ্ডনের কারণ, তাহারা সাংখ্যাদির ন্যায় বেদনিরপেক্ষ তর্ক করিয়া জগতের ব্রহ্মকারণতা খণ্ডন করে। সাংখ্যমতটী প্রথম অধ্যায়ে শ্রৌত বলিয়া ভ্রম হয় বলিয়া খণ্ডিত হইয়াছে, এস্থলে বেদমূলক স্মৃতি বলিয়া ভ্রম হয় বলিয়া তাহার বেদমূলকত্ব খণ্ডিত হইল, এবং পুনরায় দ্বিতীয়পাদে তাহার বেদনিরপেক্ষ তর্ক যুক্তিগুলি খণ্ডিত হইবে। বলা বাহুল্য সাংখ্যও সর্ব্বাংশে অপ্রমাণ নহে। বৌদ্ধ জৈনাদিমতের বীজ বেদমধ্যে পূর্ব্বপক্ষরূপে আছে, এজন্য তাহাদের খণ্ডন আবশ্যক হইয়াছে। অন্যমত খণ্ডন অনাবশ্যক।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ।৩] [সিঃ সূঃ]

যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণের তাৎপর্য্য।

সাবকাশ বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্কোচ করা উচিত। অতএব বেদান্তে ব্রহ্মকে যে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে, তাহা, ব্রহ্ম জগৎকারণ প্রধানের পরিচালক বলিয়া উপচারক্রমে বলা হইয়াছে, জানিতে হইবে—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

(৬) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—এতদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার পূর্ব্ববিচারের অতিদেশ করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রুতির অবিরুদ্ধ অষ্টাঙ্গযোগে বেদান্তেরও তাৎপর্য্য থাকায় যোগশাস্ত্র তদংশে প্রমাণ, কিন্তু প্রধানের জগৎকারণতাবাদে শ্রুতিবিরোধ থাকায় তাহা অপ্রমাণ। যোগশাস্ত্রেও প্রধানকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং মহদাদি এমন কতিপয় পদার্থ কল্পনা করা হইয়াছে—যাহা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং লোকেও প্রসিদ্ধ নহে। ইহার দ্বারা কিন্তু যোগশাস্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয় নাই; কারণ, প্রধানাদিপদার্থপ্রতিপাদনোদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয় নাই। কিন্তু যোগের স্বরূপ, তাহার উপায় ও ক্ষুদ্রফল বিভূতি ও পরমফল কৈবল্য—এই সকল প্রতিপাদনের জন্য ইহা রচিত হইয়াছে। এই গুলির যদি অপ্রামাণ্য হইত, তাহা হইলে যোগশাস্ত্রের সর্ব্বথা অপ্রামাণ্য হইত। এই পদার্থগুলি বেদান্তেরও অভিপ্রেত বলিয়া ইহাদের অপ্রামাণ্য নাই। যদি প্রধানাদিপদার্থ বেদান্তবিরুদ্ধ না হইত, তাহা হইলে তাহা স্বীকার করিতে পারিতাম; এই জন্যই যোগাচার্য্যগণ বলিয়াছেন—"সত্ত্বাদিগুণের যাহা অধিষ্ঠান অর্থাৎ আত্মা, তাহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা ত অতি তুচ্ছ মায়া মাত্র"।

যদি বল—আচ্ছা, তাহা হইলে পূর্ব্ব সূত্রদ্বারাই ত প্রধানাদিপদার্থের খণ্ডন করা হইয়াছে, আবার এ সূত্র রচনা করিবার কি প্রয়োজন? তাহা হইলে বলিব—ইহার বিশেষ কারণ এই যে, বেদান্তে বলা হইয়াছে, মোক্ষের একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান, সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যমনিয়মাদি বহিরঙ্গ উপায় ও ধ্যানধারণাদি অন্তরঙ্গ উপায়ের অপেক্ষা থাকে, সে উপায়গুলি যোগশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, অতএব বেদান্তীকে এই অংশে যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এখন যদি এই অংশের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে অংশে প্রধানাদিপদার্থ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা অপ্রামাণ্যরূপ পিশাচ একস্থানে প্রবেশ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ স্থানকেই অধিকার করিয়া ফেলিবে, অর্থাৎ সমগ্র যোগশাস্ত্রই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। অতএব যোগশাস্ত্রের অনুরোধে প্রধানাদিপদার্থ অবৈদিক হয় না—ইহাই বলিতে হইবে। এই শঙ্কা নিবারণের জন্য এই পৃথক্ সূত্র রচনা করিতে হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রধানাদিপদার্থ প্রতিপাদন করা যোগশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু অতিসূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বে চিত্তনিবেশ প্রথমতঃ অসম্ভব বলিয়া প্রধানাদি কতকগুলি পদার্থকে তাহার ভূমিরূপে নিমিত্তমাত্র করা হইয়াছে। অতএব প্রধানাদিপদার্থে যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই এবং বেদবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহাতে প্রামাণ্যও নাই। আর প্রধানাদিপদার্থে যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই বলিয়া যোগেও প্রামাণ্য নাই—ইহা হইতে পারে না; কারণ, যেমন বেদের অন্তর্গত অর্থবাদগুলির বক্তব্য বিষয়ে প্রামাণ্য না থাকিলেও বিধিবাক্যগুলির প্রামাণ্য থাকে, এস্থলেও তদ্রূপ।

যদি বল—দেববিগ্রহাদির কথা স্মৃতিতে উল্লেখ থাকায় সে গুলির যেমন প্রামাণ্য আছে, তেমনই যোগশাস্ত্রে প্রধানাদির উল্লেখ থাকায় তাহারও প্রামাণ্য থাকিবে? তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে। তাহার সহিত বিরোধ হয় বলিয়া প্রধানাদিপদার্থের প্রামাণ্য স্বীকার করা হইবে না; কারণ, পূর্ব্বমীমাংসায় বলা হইয়াছে, শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতির অর্থ অগ্রাহ্য হইলে। যদি শ্রুতিবিরোধ না থাকে, তাহা হইলেই স্মৃতির অর্থ গ্রাহ্য হইবে। দেববিগ্রহাদির পক্ষে শ্রুতিবিরোধ না থাকায় তাহার প্রামাণ্য আছে—বুঝিতে হইবে। অতএব যোগস্মৃতির প্রধানাদিপদার্থে প্রামাণ্য নাই, কিন্তু যোগে প্রামাণ্য আছে, ইহাই হইল সিদ্ধান্তপক্ষ।

মহামতি ভারতীতীর্থের ন্যায়মালায় এই বিষয়টী এই ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যথা—

"যোগস্মৃত্যাস্তি সংকোচো ন বা যোগো হি বৈদিকঃ।
তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তশ্চ ততঃ সংকুচ্যতে তয়া॥
প্রমাপি যোগে তাৎপর্য্যাদতাৎপর্য্যান্ন সা প্রমা।
অবৈদিকে প্রধানাদাবসংকোচস্তয়াপ্যতঃ॥" *

* অন্বয় – যোগস্মৃত্যা সংকোচঃ অস্তি ন বা? যোগো হি বৈদিকঃ, তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তঃ চ, ততঃ তয়া সংকুচ্যতে। যোগে তাৎপর্য্যাৎ প্রমা অপি, অবৈদিকে প্রধানাদৌ অতাৎপর্য্যাৎ সা ন প্রমা, অতঃ তয়া অপি অসংকোচঃ।

বিলক্ষণত্বাধিকরণং নাম।

তৃতীয়ম্ অধিকরণম্।

(তর্কশাস্ত্রানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ।৪ * [পূর্ব্বপক্ষ সূত্র]

শাঙ্করভাষ্যম্।

'ব্রহ্ম অস্য জগতঃ নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি অস্য পক্ষস্য' আক্ষেপঃ স্মৃতিনিমিত্তঃ পরিহৃতঃ, তর্কনিমিত্ত ইদানীম্ আক্ষেপঃ পরিহ্রিয়তে। 'কুতঃ পুনঃ' অস্মিন্ অবধারিতে আগমার্থে তর্কনিমিত্তস্য আক্ষেপস্য অবকাশঃ? ননু ধর্ম্মে ইব ব্রহ্মণি অপি অনপেক্ষঃ আগমো ভবিতুম্ অর্হতি। 'ভবেৎ অয়ম্' অবষ্টম্ভো যদি প্রমাণান্তরানবগাহ্য আগমমাত্র-প্রমেয়ঃ অয়ম্ অর্থঃ স্যাৎ অনুষ্ঠেয়রূপ ইব ধর্ম্মঃ। পরিনিষ্পন্নরূপং তু ব্রহ্ম অবগম্যতে। পরিনিষ্পন্নে চ বস্তুনি প্রমাণান্তরাণাম্ অস্তি অবকাশো যথা পৃথিব্যাদিষু। 'যথা চ শ্রুতীনাং' পরস্পরবিরোধে সতি একবশেন ইতরা নীয়ন্তে, এবং প্রমাণান্তরবিরোধেঽপি তদ্বশেনৈব শ্রুতিঃ নীয়েত। 'দৃষ্টসাম্যেন' চ + অদৃষ্টম্ অর্থং সমর্থয়ন্তী যুক্তিঃ অনুভবস্য সন্নিকৃষ্যতে, বিপ্রকৃষ্যতে তু শ্রুতিঃ ঐতিহ্যমাত্রেণ স্বার্থাভিধানাৎ। অনুভবাবসানং চ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং মোক্ষসাধনং চ দৃষ্টফলতয়া ইষ্যতে। শ্রুতিরপি—"শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫). ইতি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধতী তর্কমপি অত্র আদর্ত্তব্যং দর্শয়তি। অতঃ তর্কনিমিত্তঃ পুনঃ আক্ষেপঃ ক্রিয়তে "ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য" ইতি।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বপক্ষ - জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক হইতে পারে না।

সূত্রার্থ—"ন" অর্থ—না, অর্থাৎ জগৎ চেতনপ্রকৃতিক নহে, "অস্য" অর্থ—ইহার অর্থাৎ জগতের "বিলক্ষণত্বাৎ" অর্থ—যেহেতু বিলক্ষণত্ব রহিয়াছে; "চ" অর্থ—আর, "তথাত্বম্" অর্থ—সেই বৈলক্ষণ্য, "শব্দাৎ" অর্থ—শব্দপ্রযুক্ত, অর্থাৎ শ্রুতি হইতে জানা যায় বলিয়া। সমগ্রের অর্থ—পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—জগৎ চেতনপ্রকৃতিক নহে, যেহেতু ইহার বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে, আর সেই বৈলক্ষণ্য, শব্দ অর্থাৎ বেদ হইতে জানা যায়।*

ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্তকারণ ও প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ—এই সিদ্ধান্তপক্ষের বিরুদ্ধে স্মৃতি-নিমিত্ত যে আপত্তি হইয়াছিল, তাহা পরিহার করা হইয়াছে, সম্প্রতি তর্কনিমিত্ত যে আপত্তি হয়' তাহার পরিহার করা যাইতেছে। অর্থাৎ সাংখ্যস্মৃতি বৈদিকস্মৃতি, সুতরাং তাহা প্রমাণ—এইরূপ আশঙ্কা দূর করা হইয়াছে, এক্ষণে সাংখ্যস্মৃতি বেদানুকূল তর্কদ্বারা সমর্থিত—এইরূপ আশঙ্কা বিদূরিত করা হইয়াছে। যদি বল—ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, এইরূপ যখন বেদার্থ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন আবার তাহাতে তর্কনিমিত্ত আপত্তির অবসর কোথায়? যেহেতু, ধর্ম্মবিষয়ে অনপেক্ষ অর্থাৎ প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ বেদ যেমন প্রমাণ হয়, তেমনই ব্রহ্মবিষয়েও সেই বেদই প্রমাণ হওয়া উচিত, সুতরাং তর্কের অবসর নাই, তাহা হইলে বলিব যে, ইহা অবষ্টম্ভ (অর্থাৎ দৃষ্টান্ত) হইতে পারিত, যদি অনুষ্ঠানসাধ্য ধর্ম্ম যেমন অন্য প্রমাণের বিষয় না হইয়া কেবলমাত্র বেদরূপ প্রমাণের বিষয় হয়, তদ্রূপ এই ব্রহ্মবস্তু অন্য প্রমাণের বিষয় না হইয়া যদি কেবলমাত্র বেদরূপ প্রমাণের বিষয় হইত। কিন্তু ব্রহ্ম সেরূপ বস্তু নহে, যেহেতু ব্রহ্মবস্তু পরিনিষ্পন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া জানা যায়। আর সিদ্ধবস্তুতে অন্যপ্রমাণের অবসর থাকেই, যেমন—পৃথিবী প্রভৃতিতে তাহা দেখা যায়। আরও যেমন শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ হইলে নিরবকাশ একটীমাত্র শ্রুতি অনুসারে অন্য সাবকাশ শ্রুতিসকলকে ব্যাখ্যা করা হয়, তদ্রূপই নিরবকাশ প্রমাণান্তরের সহিত শ্রুতির বিরোধ হইলে সেই প্রমাণান্তর অনুসারেই শ্রুতিকে ব্যাখ্যা করা উচিত, অর্থাৎ শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানেরই অনুগামী করা উচিত। আর দৃষ্টবিষয়ের সহিত সাম্যবশতঃ অদৃষ্টবিষয়সমর্থনকারিণী যুক্তিকে অনুভবের সন্নিকটবর্ত্তিনী করা হয়, কিন্তু শ্রুতি

* এই সূত্র হইতে পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, কারণ, ইহাতে "তথাত্বম্" এই প্রথমান্ত পদ রহিয়াছে। তাহার পর অধিকরণের আরম্ভেই "ন"-কার অর্থাৎ নিষেধ থাকায় ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র হইয়াছে। অধিকরণের মধ্যবর্ত্তী কোথাও নিষেধার্থক ন-কার দিয়া সূত্রারম্ভ থাকিলে তাহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র হয় না। যেমন—"নেতরোঽনুপপত্তেঃ" এই ১।১।১৬ সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র নহে, কিন্তু সিদ্ধান্ত সূত্র। এই ৪র্থ সূত্র হইতে ১১শ সূত্র পর্য্যন্ত এই বিলক্ষণত্বাধিকরণ। কোন কোন গ্রন্থে ইহাকে "ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ" বলা হইয়াছে।

+ ভামতীমতে দৃষ্টসাম্যেন=দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ—পাঠান্তর।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ।] [পূঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

ঐতিহ্যমাত্ররূপে অর্থাৎ প্রবাদরূপ পরম্পরায় পরোক্ষরূপে স্বার্থাভিধান করে বলিয়া অর্থাৎ তাহার নিজ অর্থ বুঝায় বলিয়া তাহাকে সেই অনুভবের দূরবর্ত্তিনী করা হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞান সাক্ষাৎকারে পরিণত হইয়া অবিদ্যাকে বিনাশ করে ও মোক্ষসাধন হয়, অতএব তাহা দৃষ্টফল, অর্থাৎ * তাহার ফল প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া স্বীকার করা হয়। আর শ্রুতিও "শ্রবণ করিবে মনন করিবে" এই প্রকারে শ্রবণ ব্যতীত মননের বিধান করিয়া তর্কও আদরণীয়—ইহা দেখাইতেছেন। অতএব প্রত্যক্ষের অন্তরঙ্গ যে তর্ক, তদনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যা করা উচিত। এইজন্য "ন বিলক্ষণত্বাদস্য" এই সূত্রদ্বারা তর্কবশতঃ পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করা হইতেছে, অর্থাৎ তর্ক অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় হইবে না কেন ?—এইরূপ শঙ্কা করা হইতেছে।

ভামতী।

১। অবান্তরসঙ্গতিম্ আহ—"ব্রহ্ম অস্য জগতো নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চ ইত্যস্য পক্ষস্য" ইতি। চোদয়তি—"কুতঃ পুনঃ" ইতি সমানবিষয়ত্বে হি বিরোধো ভবেৎ। ন চ ইহ অস্তি সমানবিষয়তা। ধর্ম্মবৎ ব্রহ্মণোঽপি মানান্তরাবিষয়তয়া অতর্ক্যত্বেন অনপেক্ষাম্নায়ৈকগোচরত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সমাধত্তে—"ভবেৎ অয়ম্" ইতি।

"মানান্তরস্যাবিষয়ঃ সিদ্ধবস্ত্ববগাহিনঃ। ধর্ম্মোঽস্তু কার্য্যরূপত্বাদ্ ব্রহ্ম সিদ্ধং তু গোচরঃ"॥

তস্মাৎ সমানবিষয়ত্বাৎ অস্তি অত্র তর্কস্য অবকাশঃ।১

২। ননু অস্তু বিরোধঃ, তথাপি তর্কাদরে কো হেতুঃ ? ইত্যত আহ—"যথা চ শ্রুতীনাম্" ইতি। সাবকাশাঃ বহ্ব্যোঽপি শ্রুতয়ঃ অনবকাশৈকশ্রুতিবিরোধে তদনুগুণতয়া যথা নীয়ন্তে, এবম্ অনবকাশৈকতর্কবিরোধে তদনুগুণতয়া বহ্ব্যোঽপি শ্রুতয়ঃ গুণকল্পনাদিভিঃ ব্যাখ্যানম্ অর্হন্তি ইত্যর্থঃ।২

৩। অপি চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো বিরোধিতয়া অনাদিম্ অবিদ্যাং নিবর্ত্তয়ন্ দৃষ্টেনৈব রূপেণ মোক্ষসাধনম্ ইষ্যতে। তত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য মোক্ষসাধনতয়া প্রধানস্য অনুমানং দৃষ্টসাধর্ম্মোণ দৃষ্টবিষয়ং † বিষয়তঃ অন্তরঙ্গং, বহিরঙ্গং তু অত্যন্তপরোক্ষগোচরং শাব্দং জ্ঞানম্, তেন প্রধানপ্রত্যাসত্ত্যাপি অনুমানমেব বলীয় ইত্যত আহ—"দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ চ" ইতি। অপি চ শ্রুত্যাপি ব্রহ্মণি তর্ক আদৃত ইত্যাহ—'শ্রুতিরপি" ইতি।৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

চেতনোপাদানকজগদ্বাদিসমন্বয়স্য গগনাদি অচেতনপ্রকৃতিকং, দ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ ইতি অনুমানেন সংকোচসন্দেহে বেদবিরুদ্ধস্মৃতেঃ মূলাভাবাদ্ অমানত্বম্ উক্তম্। অনুমানমূলং তু ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতে লোকসিদ্ধে ইতি উত্তরাধিকরণস্তোমস্য স্মৃত্যধিকরণেন সঙ্গতিম্ আহ—"অবান্তরসঙ্গতিম্" ইতি। বেদবিরুদ্ধার্থত্বেন স্মৃতেঃ তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ অতন্মূলত্ববৎ ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যাৎ জগদপি অতন্মূলম্ ইতি নিরন্তরসঙ্গতিঃ। একশ্রুত্যনুসারেণ ইতরশ্রুতিনয়নদৃষ্টান্তমাত্রাৎ তর্কবশেন শ্রুতিসংকোচো ন যুক্তঃ বৈপরীত্যস্যাপি সম্ভবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ - "সাবকাশা" ইতি। শ্রুতীনাং নিমিত্তকারণে সাবকাশত্বং তর্কস্য অনৌপাধিকত্বেন অনবকাশত্বম্। "দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ" ইতি। প্রত্যক্ষদৃষ্টান্ততুল্যত্বেন অনুমানাৎ পক্ষে সাধ্যে গমিতে তস্যাপি প্রত্যক্ষতা সম্ভাব্যতে ইত্যর্থঃ।

---

* সকল কার্য্যের ফল দুইরূপ হয়, যথা—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। যেমন গঙ্গাস্নানকার্য্যের দৃষ্টফল শরীরে স্নিগ্ধতাবোধ এবং অদৃষ্টফল পুণ্য। এস্থলে যে ফলটী দেখা যায় তাহাকেই দৃষ্টফল বলে। আর যাহা দেখা যায় না তাহা অদৃষ্টফল। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফল অবিদ্যার বিনাশ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহা দৃষ্টফল বলা হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দপ্রমাণের যে ফল, তাহাদেরও মধ্যে কেহ দৃষ্ট ও কেহ অদৃষ্টফল হয়। প্রত্যক্ষপ্রমাণের ফল অনুভবরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া প্রত্যক্ষের ফল দৃষ্টফল। অনুমান ও শব্দপ্রমাণের যে ফল, তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ নহে বলিয়া তাহা অদৃষ্টফল। তবে বিশেষ এই যে, অনুমান বা যুক্তির ফল প্রায় প্রত্যক্ষের তুল্য হয়, কিন্তু শব্দের ফল অপ্রত্যক্ষই হয়। কারণ, অনুমান বা যুক্তি কোন দৃষ্টান্ত অর্থাৎ দৃষ্টবস্তু অবলম্বনে সিদ্ধ হয়, এজন্য যাহা অনুমানবলে সিদ্ধ হয়, তাহা দৃষ্ট না হইলেও দৃষ্টতুল্য হয়। যেমন দৃষ্ট মহানসকে দেখিয়া পর্ব্বতে অদৃষ্টবহ্নির সিদ্ধি করিলে সেই বহ্নির জ্ঞান প্রায় প্রত্যক্ষের মতই হয়। এজন্য অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ দৃষ্টফলের জনক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ শ্রুতিবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণ এবং যুক্তিরূপ অনুমানপ্রমাণের মধ্যে অর্থাৎ শ্রবণ ও মননের মধ্যে যুক্তিরূপ প্রমাণটী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পক্ষে শ্রুতি অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বা অন্তরঙ্গ কারণ এবং শ্রুতি বহিরঙ্গ কারণ হয়। যেহেতু যুক্তি বা অনুমানের ফল দৃষ্টতুল্য হয়, শব্দের ফল দৃষ্টতুল্য হয় না এবং শ্রবণের পর মনন তাহার পর নিদিধ্যাসন এবং তাহার পর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন, আর এই শ্রবণই শব্দপ্রমাণ আর এই মননই অনুমান বা যুক্তি। অতএব শ্রুতি অপেক্ষা তর্ক অর্থাৎ যুক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গ সাধন। বস্তুতঃ এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—যুক্তি অনুসারেই শ্রুতির ব্যাখ্যা করা উচিত। বলা বাহুল্য সিদ্ধান্তী ইহা স্বীকার করিবেন না, কারণ, শব্দ হইতেও সাক্ষাৎকার হয়—ইহা তন্মতে স্বীকার্য্য।

† দৃষ্টবিষয়ম্=অদৃষ্টবিষয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ।৪] [পূঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ। ব্রহ্ম তর্কগম্য হইবে না কেন—পূর্ব্বপক্ষ।

১। "ব্রহ্ম অস্য জগতঃ নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চ ইত্যস্য পক্ষস্য" অর্থাৎ "ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার অবান্তর সঙ্গতি বলিতেছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন। "কুতঃ পুন" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য—যেহেতু সমানবিষয় হইলে, অর্থাৎ এক বস্তুতে ভাব ও অভাব উভয় পদার্থের সম্ভাবনা হইলে বিরোধ হয়, এখানে কিন্তু সেই সমানবিষয়তা নাই। কারণ, ধর্ম্ম যেমন বেদভিন্ন অন্য প্রমাণের বিষয় হয় না, ব্রহ্মও তেমনই প্রমাণান্তরের বিষয় হন না বলিয়া তর্কের বিষয় হন না, অতএব একমাত্র স্বতঃপ্রমাণ বেদেরই বিষয় হন। "ভবেৎ অয়ম্" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী ইহার সমাধান করিতেছেন, অর্থাৎ স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

"মানান্তরস্যাবিষয়ঃ সিদ্ধবস্ত্ববগাহিনঃ।
ধর্ম্মোঽস্তু কার্য্যরূপত্বাৎ ব্রহ্ম সিদ্ধং তু গোচরঃ"॥

অর্থাৎ ধর্ম্ম, কার্য্যরূপ বলিয়া, সিদ্ধবস্তুকে বিষয় করে এতাদৃশ প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের অবিষয় হয় হউক, ব্রহ্ম কিন্তু সিদ্ধবস্তু, অতএব অন্য প্রমাণের বিষয় হইতে পারে। অতএব অন্য সিদ্ধবস্তুর সমান বিষয় বলিয়া ব্রহ্মে তর্কের অবকাশ আছে।

২। আচ্ছা, সমন্বয়ে বিরোধ হয় হউক, তথাপি তর্কের আদর করিতে হইবে কেন? এইজন্য—"যথা চ শ্রুতীনাম্" ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য—যদি নিরবকাশ একটী মাত্র শ্রুতির সহিত সাবকাশ বহু শ্রুতির বিরোধ হয়, তাহা হইলে সাবকাশ বহু শ্রুতিকেও যেমন নিরবকাশ একটি শ্রুতির অনুসারে লইয়া যাওয়া হয়, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করা হয়—তেমনই নিরবকাশ একটিমাত্র তর্কের সহিত বিরোধ হইলে তদনুসারে বহু শ্রুতিকেও গৌণী ও লক্ষণা প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা ব্যাখ্যা করা উচিত।২

৩। আরও এক কথা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অবিদ্যার বিরোধী বলিয়া অনাদি অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া দৃষ্টরূপেই মোক্ষসাধন হয় বলিয়া স্বীকার করা হয়। মোক্ষের প্রধান সাধন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পক্ষে অনুমানটী দৃষ্টসাধর্ম্ম্য-দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সাহায্যে দৃষ্টবিষয় হয়, অর্থাৎ এই অনুমানের বিষয় প্রায় প্রত্যক্ষের মত হয়, অতএব বিষয়-সম্বন্ধে অনুমান অনুভবের অন্তরঙ্গ, কিন্তু শাব্দজ্ঞান অত্যন্ত পরোক্ষ বস্তুকে বিষয় করে, সেইজন্য মোক্ষের প্রধান সাধন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সহিত অনুমানের প্রত্যাসত্তিবশতঃ অর্থাৎ নিকট সম্বন্ধপ্রযুক্ত শব্দ অপেক্ষা অনুমান প্রমাণই বলবান্ হয়। "দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ চ" এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার এই কথাই বলিতেছেন। তাহার পর "শ্রুতিরপি" এই গ্রন্থদ্বারা শ্রুতিও ব্রহ্মবিষয়ে তর্কের আদর করিয়াছেন—এই কথা বলিতেছেন।৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

'যদুক্তং চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতি'রিতি। তৎ ন উপপদ্যতে, কস্মাৎ? বিলক্ষণত্বাৎ অস্য বিকারস্য প্রকৃত্যাঃ। ইদং হি ব্রহ্মকার্য্যত্বেন অভিপ্রেয়মাণং জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণম্ অচেতনম্ অশুদ্ধং চ দৃশ্যতে। ব্রহ্ম চ জগদ্‌বিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধং চ শ্রূয়তে। ন চ বিলক্ষণত্বে প্রকৃতিবিকারভাবো দৃষ্টঃ। ন হি রুচকাদয়ো বিকারাঃ মৃৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি, শরাবাদয়ো বা সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ। মৃদা এব তু মৃদন্বিতা বিকারাঃ প্রক্রিয়ন্তে, সুবর্ণেন চ সুবর্ণান্বিতাঃ। তথা ইদমপি জগৎ অচেতনং সুখদুঃখমোহান্বিতং সৎ অচেতনস্যৈব সুখদুঃখমোহাত্মকস্য কারণস্য কার্য্যং ভবিতুম্ অর্হতি, ইতি ন বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ। ব্রহ্মবিলক্ষণত্বং চ অস্য জগতঃ অশুদ্ধ্যচেতনত্বদর্শনাৎ অবগন্তব্যম্। অশুদ্ধং হি জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া প্রীতিপরিতাপ-বিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্গনরকাদ্যুচ্চাবচপ্রপঞ্চত্বাচ্চ। 'অচেতনং চ ইদং জগৎ' চেতনং প্রতি কার্য্যকারণভাবেন উপকরণভাবোপগমাৎ। ন হি সাম্যে সতি উপকার্য্যোপকারকভাবো ভবতি। ন হি প্রদীপৌ পরস্পরস্য উপকুরুতঃ। 'ননু চেতনমপি' কার্য্যকারণং স্বামিভৃত্যন্যায়েন ভোক্তুঃ উপকরিষ্যতি? ন; 'স্বামিভৃত্যয়োরপি' অচেতনাংশস্যৈব চেতনং প্রতি উপকারকত্বাৎ। যো হি একস্য চেতনস্য পরিগ্রহঃ বুদ্ধ্যাদিঃ অচেতনভাগঃ স এব অন্যস্য চেতনস্য উপকরোতি, ন তু স্বয়মেব চেতনঃ চেতনান্তরস্য উপকরোতি, অপকরোতি বা। 'নিরতিশয়া হি অকর্ত্তারঃ

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ।৪] [পূঃ স্থঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

চেতনা' ইতি সাংখ্যা মন্যন্তে। তস্মাৎ অচেতনং কার্য্যকারণম্। ন চ কাষ্ঠলোষ্টাদীনাং চেতনত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণম্ অস্তি। প্রসিদ্ধশ্চ অয়ং চেতনাচেতনপ্রবিভাগো লোকে। তস্মাৎ ব্রহ্মবিলক্ষণত্বাৎ ন ইদং জগৎ তৎপ্রকৃতিকম্।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বপক্ষকর্তৃক কার্য্যকারণের নিয়ম নির্দ্দেশ।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী বেদান্তীকে বলিতেছেন—"তুমি যে বলিয়াছ, চেতন ব্রহ্ম জগতের প্রকৃতিরূপ কারণ অর্থাৎ উপাদানকারণ; তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, এই যে বিকারাত্মক জগৎ, ইহা ইহার ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ, অর্থাৎ ভিন্নাকার। যেহেতু যে জগৎকে ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা ব্রহ্মবিলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় নহে; কারণ, জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ, অর্থাৎ সুখদুঃখমোহাত্মকরূপে দেখা যাইতেছে। আর ব্রহ্ম জগদ্‌বিলক্ষণ, অর্থাৎ চেতন ও শুদ্ধ এইরূপই শ্রুতিতে আছে। আর যেখানে বৈলক্ষণ্য, অর্থাৎ বিভিন্নস্বভাব দৃষ্ট হয়, সেইখানে প্রকৃতিবিকৃতিভাব অর্থাৎ কারণকার্য্যভাব দেখা যায় না, যেহেতু হারপ্রভৃতি অলঙ্কাররূপ বিকার-গুলি মৃৎপ্রকৃতিক অর্থাৎ মৃত্তিকারূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন হয় না, এবং শরা প্রভৃতি কার্য্যপদার্থগুলিও সুবর্ণরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ—হইতে উৎপন্ন হয় না। মৃত্তিকাকে দ্বার করিয়াই মৃত্তিকার বিকার সকল উৎপন্ন হয়, এবং সুবর্ণের বিকার সকল সুবর্ণকে দ্বার করিয়াই উৎপন্ন হয়। সেইরূপ এই অচেতন জগৎও সুখ-দুঃখমোহান্বিত হওয়ায় সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক কোন অচেতন কারণের কার্য্য হওয়াই উচিত, কিন্তু জগদ্‌বিলক্ষণ ব্রহ্মের কার্য্য হওয়া উচিত নহে। জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ, তাহা জগতের অশুদ্ধি ও অচেতনত্ব দেখিয়া বুঝিতে হইবে। এই জগৎ অশুদ্ধই; কারণ, এই জগৎ সুখ দুঃখ ও মোহময় বলিয়া প্রীতি পরিতাপ ও বিষাদাদির হেতু হয়, অর্থাৎ সুখ শোক ও ভ্রম ও রাগাদির হেতু হয়, এবং স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট প্রপঞ্চময় হয়। আর এই জগৎ অচেতন, যেহেতু ইহা কার্য্য ও কারণভাবদ্বারা চেতনের প্রতি উপকরণভাব প্রাপ্ত হয়। যেহেতু উভয় ব্যক্তি সমান হইলে তাহাদের মধ্যে উপকার্য্য-উপকারকভাব হয় না। অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপরের দ্বারা উপকৃত হয় না, এবং অপরের উপকারও করে না। যেমন দুইটি প্রদীপ পরস্পরের উপকার করে না। যদি বল, ভৃত্য যেমন প্রভুর উপকার করে, তদ্রূপ চেতনই কার্য্য ও কারণ হইয়া ভোক্তার উপকার করিবে? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে; কারণ, প্রভু ও ভৃত্যেরও অচেতন অংশই চেতনের উপকারক; যেহেতু, একটি চেতনের পরিগ্রহ অর্থাৎ শরীরাবয়বরূপ যে অন্তঃকরণাদি অচেতন অংশ, তাহাই অন্য চেতনপদার্থের উপকার করে, কিন্তু চেতন নিজেই অন্য চেতনের উপকার বা অপকার করে না। সাংখ্যগণ মনে করেন—চেতন নিরতিশয় অর্থাৎ বৃদ্ধি ও ক্ষয়শূন্য অতএব অকর্ত্তা। সেই হেতু অচেতনই কার্য্য ও কারণরূপ হয়। আর কাষ্ঠলোষ্টাদির চেতনত্বে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। আর লোকমধ্যেও এই চেতন ও অচেতনের বিভাগ প্রসিদ্ধই আছে। সেই হেতু ব্রহ্মবিলক্ষণ বলিয়া এই জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে, অর্থাৎ এই জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম নহেন।

ভামতী।

সোঽয়ং ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাক্ষেপঃ পুনঃ তর্কেণ প্রস্তূয়তে—

" 'প্রকৃত্যা' সহ সারূপ্যং বিকারাণামবস্থিতম্।
জগদ্‌ব্রহ্মস্বরূপং চ নেতি নো তস্য বিক্রিয়া॥
'বিশুদ্ধং' চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিভাক্।
তেন প্রধানসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব বিক্রিয়া॥"

তথা হি—'এক' এব স্ত্রীকায়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া পত্যুশ্চ সপত্নীনাং চ চৈত্রস্য চ স্ত্রৈণস্য তাম্ অবিন্দতঃ অপর্য্যায়ং সুখদুঃখবিষাদীন্ আধত্তে। স্ত্রিয়া চ সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ। তস্মাৎ সুখদুঃখমোহাত্মতয়া চ 'স্বর্গ'নরকাদ্যুচ্চাবচপ্রপঞ্চতয়া চ জগৎ অশুদ্ধম্ অচেতনং চ, ব্রহ্ম তু চেতনং বিশুদ্ধং চ, 'নিরতিশয়ত্বাৎ'। তস্মাৎ প্রধানস্য অশুদ্ধস্য অচেতনস্য বিকারঃ জগৎ ন তু ব্রহ্মণঃ, ইতি যুক্তম্। যে তু চেতনব্রহ্মবিকারতয়া জগৎ চৈতন্যম্ আহুঃ তান্ প্রতি আহ—"অচেতনং চ ইদং জগৎ" ইতি। ব্যভিচারং চোদয়তি—"নন্বু চেতনমপি" ইতি। পরিহরতি—"ন স্বামি-ভৃত্যয়োরপি" ইতি। নন্বু মা নাম সাক্ষাৎ চেতনঃ চেতনান্তরস্য উপকার্ষীৎ, তৎকার্য্যকরণ-

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ।৪] [পূঃ সূঃ]

ভামতী।

বুদ্ধ্যাদিনিয়োগদ্বারেণ তু উপকরিষ্যতি ইতি অত: আহ—"নিরতিশয়া হি অকর্ত্তারঃ চেতনা" ইতি। উপজনাপায়বদ্‌ধর্ম্মযোগঃ অতিশয়ঃ, তদভাবো নিরতিশয়ত্বম্। অতএব নির্ব্যাপারত্বাৎ অকর্ত্তারঃ। তস্মাৎ তেষাং বুদ্ধ্যাদিপ্রযোক্তৃত্বমপি নাস্তি ইত্যর্থঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

তর্কম্ আহ—"প্রকৃত্যা" ইতি। ব্রহ্মাসারূপ্যং জগতঃ দর্শয়তি—"বিশুদ্ধম্" ইতি। প্রধানসারূপ্যম্ উপপাদয়তি—"এক" ইতি। আনুশ্রবিকেঽপি সুখাদ্যাত্মত্বম্ আহ—"স্বর্গ" ইতি। "নিরতিশয়ত্বাৎ" আগমাপায়িধর্ম্মরহিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ। জগতের উপাদান ব্রহ্ম নহেন—পূর্ব্বপক্ষ।

ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব বিষয়ে যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাই পুনর্ব্বার তর্কের দ্বারা উত্থাপিত করা হইতেছে, যথা—উপাদানকারণের সহিত কার্য্যের সাদৃশ্য থাকে,—ইহাই নিয়ম; জগৎ ব্রহ্মের সদৃশ নহে, অতএব ব্রহ্মের কার্য্য নহে। কারণ, ব্রহ্ম বিশুদ্ধ ও চেতন এবং জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ। সেই হেতু প্রধানের সহিত সাদৃশ্য থাকাতে, জগৎ প্রধানেরই কার্য্য হওয়া উচিত। যেমন এক স্ত্রীলোকের শরীর, সুখ, দুঃখ এবং মোহাত্মক বলিয়া অপর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ একই সময়ে পতির সুখসাধন করে, সপত্নীগণের দুঃখদান করে এবং তাহাকে না পাইয়া কামুক চৈত্রের পক্ষে তাহা বিষাদের হেতু হয়। এস্থলে স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তদ্বারা সমুদায় ভাবপদার্থই ত্রিগুণাত্মক, ইহা বুঝান হইল। অতএব সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ বলিয়া এবং স্বর্গ ও নরকাদিরূপ উত্তম ও অধমের প্রপঞ্চরূপ বলিয়া, জগৎ অশুদ্ধ এবং অচেতন, কিন্তু ব্রহ্ম চেতন ও বিশুদ্ধ; তাহার কারণ, ব্রহ্ম নিরতিশয় অর্থাৎ আগমাপায় ধর্ম্মরহিত, সেই হেতু জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ প্রধানেরই কার্য্য, ব্রহ্মের কার্য্য নহে—ইহাই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু যাঁহারা বলেন চেতন ব্রহ্মের বিকাররূপ বলিয়া জগৎও চেতন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "অচেতনং চ ইদং জগৎ" ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। "ননু চেতনমপি" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ব্যভিচার শঙ্কা করিতেছেন। "স্বামিভৃত্যয়োরপি" এই গ্রন্থদ্বারা তাহার নিরাস করিতেছেন। যদি বল—চেতন সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্য কোন চেতনের উপকার না করুক, কিন্তু চেতনের কার্য্যের করণ যে অন্তঃকরণাদি তাহাকে প্রেরণ করিয়া তাহার দ্বারা ত উপকার করিতে পারিবে? এইজন্য "নিরতিশয়া হি অকর্ত্তারঃ চেতনাঃ" এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস আছে এমন কোন ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ, তাহকে অতিশয় বলে, তাহা না থাকার নাম নিরতিশয়ত্ব। এইজন্য ব্যাপার না থাকাতে জীবাত্মাগুলি অকর্ত্তা হয়। আর তজ্জন্য জীবাত্মাগুলির বুদ্ধ্যাদিপ্রযোক্তৃত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণাদিকে নিয়োগ করিবার শক্তিও নাই—ইহাই অর্থ। [অতএব চেতন চেতনের কোনরূপেই উপকার বা অপকার করিতে পারে না। অচেতনই কার্য্য ও কারণরূপ হয়।]

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোঽপি কশ্চিৎ আচক্ষীত শ্রুত্বা জগতঃ চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্‌বলেনৈব সমস্তং জগৎ চেতনম্ অবগমিষ্যামি; প্রকৃতিরূপস্য বিকারে অন্বয়দর্শনাৎ। অবিভাবনং তু চৈতন্যস্য পরিণামবিশেষাদ্ ভবিষ্যতি। যথা স্পষ্টচৈতন্যানামপি আত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং ন বিভাব্যতে, এবং কাষ্ঠলোষ্টাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে। এতস্মাদেব চ বিভাবিতা-বিভাবিতত্বকৃতাদ্ বিশেষাদ্ রূপাদিভাবাভাবাভ্যাং চ কার্য্যকারণানাম্ আত্মনাং চ চেতনত্বা-বিশেষেঽপি গুণপ্রধানভাবো ন বিরোৎস্যতে। যথা চ পার্থিবত্বাঽবিশেষেঽপি মাংসসূপৌ-দনাদীনাং প্রত্যাত্মবর্ত্তিনো বিশেষাৎ পরস্পরোপকারিত্বং ভবতি, এবম্ ইহাপি ভবিষ্যতি। প্রবিভাগপ্রসিদ্ধিরপি অত এব ন বিরোৎস্যতে ইতি। তেনাপি কথঞ্চিৎ চেতনাচেতনত্ব-লক্ষণং বিলক্ষণত্বং পরিহ্রিয়েত, শুদ্ধ্যশুদ্ধিত্বলক্ষণং তু বিলক্ষণত্বং নৈব পরিহ্রিয়তে। ন চ ইতরদপি বিলক্ষণত্বং পরিহর্ত্তুং শক্যতে ইতি আহ—"তথাত্বং চ শব্দাৎ" ইতি। অনবগম্য-মানমেব হি ইদং লোকে সমস্তস্য বস্তুনঃ চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতিকত্বশ্রবণাৎ শব্দশরণতয়া কেবলয়া উৎপ্রেক্ষ্যেত, তৎ চ শব্দেনৈব বিরুধ্যতে। যতঃ শব্দাদপি তথাত্বম্ অবগম্যতে। "তথাত্বম্" ইতি প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কথয়তি। শব্দ এব—

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ।৪] [পূঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ" (তৈঃ উঃ ২।৬)

ইতি কস্যচিৎ বিভাগস্য অচেতনতাং শ্রাবয়ন্ চেতনাদ্ ব্রহ্মণঃ বিলক্ষণম্ অচেতনং জগৎ শ্রাবয়তি॥ ৪ সূত্র।

ভাষ্যানুবাদ। প্রকারান্তরেও জগতের উপাদান ব্রহ্ম বলা যায় না।

আর যে একদেশী কেহ বলেন—জগৎ চেতনরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন—ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হইয়া সেই শ্রুতিবলেই সমস্ত জগৎকে চেতন বলিয়া বুঝিব; যেহেতু বিকারে প্রকৃতিরূপের অন্বয় দর্শন হয়, অর্থাৎ দেখা যায় যে, উপাদানকারণ কার্য্যে অনুগত হয়। কিন্তু (ঘটাদি বস্তুতে) চৈতন্যের যে অবিভাবন, অর্থাৎ অনুপলব্ধি, তাহা চৈতন্যের পরিণামবিশেষবশতঃ হয়, (অর্থাৎ চৈতন্যের পরিণাম যে ঘট, সেই ঘটে, চৈতন্যের অন্তঃকরণরূপ পরিণাম না থাকায় ঘটাদিতে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। অন্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হইয়া তাহাকে উপরঞ্জিত করিলেই চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, অন্য সময় হয় না।) যেমন জীবাত্মাসকল স্পষ্ট চৈতন্যযুক্ত হইলেও নিদ্রা ও মূর্চ্ছাপ্রভৃতি অবস্থাতে তাহাদের চৈতন্য অভিব্যক্ত হয় না, তেমনই চৈতন্যের পরিণাম কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রপ্রভৃতির চৈতন্য অভিব্যক্ত হইবে না, অর্থাৎ জানা যাইবে না। জড়পদার্থরূপ কার্য্যকারণের ও আত্মার চৈতন্যাংশে কোন পার্থক্য না থাকিলেও বিভাবিত এবং অবিভাবিতকৃত বিশেষবশতঃ অর্থাৎ এই অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিকৃত পার্থক্যবশতঃ এবং রূপাদির ভাবাভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ কাহারও রূপাদি আছে এবং কাহারও রূপাদি নাই—এইজন্যও গুণপ্রধানভাব অর্থাৎ আত্মা প্রধান, আর জড়পদার্থ অপ্রধান; সুতরাং স্বস্বামিভাবরূপ যে ব্যবহার হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইবে না। যেমন—মাংস, সূপ (ঝোল) ও অন্নাদি পদার্থ সকল পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বলিয়া সে বিষয়ে তাহাদের কোন বিশেষ না থাকিলেও প্রত্যাত্মবর্ত্তি বিশেষবশতঃ অর্থাৎ প্রত্যেকের স্বরূপগত পার্থক্য থাকায় পরস্পর পরস্পরের উপকারী হয়, অর্থাৎ একের দ্বারা অপরটী প্রস্তুত হয়, এখানেও সেইরূপ হইবে। এইজন্যই প্রবিভাগপ্রসিদ্ধি অর্থাৎ জড় ও আত্মা ভিন্নপদার্থ বলিয়া যে ব্যবহার আছে, তাহাও বিরুদ্ধ হইবে না—এইরূপে উক্ত ব্রহ্মপরিণামবাদী একদেশী কোনও রকমে ব্রহ্ম ও জগতের চেতনত্ব ও অচেতনত্বরূপ বৈলক্ষণ্য পরিহার করিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম সুখদুঃখবিষাদাদিশূন্য বলিয়া শুদ্ধ এবং জগৎ সুখদুঃখবিষাদাদিযুক্ত বলিয়া অশুদ্ধ, উভয়ের এই যে বিলক্ষণত্ব আছে, তাহা পরিহার করিতে পারিলেন না। আর অন্য বিলক্ষণত্বও অর্থাৎ চেতনাচেতনরূপ পার্থক্যও পরিহার করিতে পারা যায় না—ইহাই সূত্রকার "তথাত্বং চ শব্দাৎ" এই সূত্রাংশদ্বারা বলিলেন। যেহেতু লোকমধ্যে সকল বস্তুরই এই যে চেতনত্ব, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, শ্রুতিতে জগতের চেতনপ্রকৃতিকত্ব অর্থাৎ জগৎ চেতনরূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা শুনা যায় বলিয়া কেবল শ্রুতির আশ্রয় লইয়া ইহা উৎপ্রেক্ষা করা হয়, অর্থাৎ কল্পনা করা হয়, কিন্তু তাহাও বেদের সহিত বিরুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ, বেদ হইতেও **তথাত্বই** অর্থাৎ সেইরূপই জানা যাইতেছে। এই **"তথাত্বং"** শব্দটা উপাদানকারণ ব্রহ্ম অপেক্ষা জগতের পার্থক্য বলিতেছে। বেদই—

"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" (তৈঃ উঃ ২।৬)

অর্থাৎ "চেতন এবং অচেতন" এই বলিয়া জগতের কোন অংশের অচেতনত্ব শ্রবণ করাইয়া চেতন ব্রহ্ম অপেক্ষা অচেতন জগৎ যে পৃথক্, তাহা শুনাইয়া দিতেছেন ।৪

ভামতী।

চোদকঃ অনুশয়বীজম্ উদ্ঘাটয়তি—"যোঽপি" ইতি। অভ্যুপেত্য আপাততঃ সমাধানম্ আহ—"তেনাপি কথঞ্চিৎ" ইতি। পরমসমাধানং তু সূত্রাবয়বেন বক্তুং তমেব অবতারয়তি—"ন চ ইতরদপি বিলক্ষণত্বম্" ইতি। সূত্রাবয়বাভিসন্ধিম্ আহ—"অনবগম্যমানমেব হি ইদম্" ইতি। শব্দার্থাৎ খলু চেতনপ্রকৃতিত্বাৎ চৈতন্যং পৃথিব্যাদীনাম্ অবগম্যমানম্ উপোদ্বলিতং মানান্তরেণ সাক্ষাৎ শ্রূয়মাণমপি অচৈতন্যম্ অন্যথয়েৎ। মানান্তরাভাবে তু আর্থঃ অর্থঃ শ্রুত্যর্থেন অপবাধনীয়ঃ, ন তু তদ্বলেন শ্রুত্যর্থঃ অন্যথয়িতব্যঃ ইত্যর্থঃ ॥৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

জগতঃ অচেতনত্বশ্রবণমপি চৈতন্যানভিব্যক্তিপরম্ ইতি শঙ্কাপাকরণার্থং ভাষ্যে অনবগম্যমানগ্রহণম্। তদ্ ব্যাচষ্টে—"শব্দার্থাৎ" ইতি। আর্থস্য জগচ্চেতনত্বস্য শ্রুতাচেতনত্ববাধকস্যায় উপবৃংহক-লোকানুভবাভাবঃ অনবগম্যমানপদদ্যোতিতঃ ইত্যর্থঃ ॥৪

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥৫ [পূর্ব্বপক্ষ সূত্র]

ভামতীর অনুবাদ। জগতের উপাদান ব্রহ্ম নহে—ইহা শ্রুতিসিদ্ধ।

চোদক অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষী "যোঽপি" এই গ্রন্থদ্বারা অনুশয়বীজ উদ্ঘাটন করিতেছেন, অর্থাৎ জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদে তাঁহার অশ্রদ্ধার মূলকারণ প্রকাশ করিতেছেন। "তেনাপি কথঞ্চিৎ" এই গ্রন্থদ্বারা ব্রহ্ম-পরিণামবাদীর মত স্বীকার করিয়া লইয়া আপাততঃ অর্থাৎ স্থূলভাবে সমাধান বলিতেছেন। পরমসমাধান অর্থাৎ যথার্থ নিষ্পত্তি, কিন্তু সূত্রাংশদ্বারা বলিবার জন্য—"ন চ ইতরদপি" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। সূত্রাংশের অভিসন্ধি—"অনবগম্যমানমেব হি ইদম্" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। সেই অভিসন্ধি এই যে, চেতন ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ বলিয়া পৃথিব্যাদি জগৎ চৈতন্যযুক্ত—ইহা বেদের শব্দার্থ হইতে বুঝা গিয়াছে এবং তাহা "বিজ্ঞানং চ" এই বেদবাক্যরূপ মানান্তরের সাহায্য পাইয়া বিশেষ বলবান্ হইয়াছে এজন্য তাহা "অবিজ্ঞানং চ" এই শ্রুতির দ্বারা সাক্ষাৎ শ্রূয়মাণ জগতের অচেতনত্ব অন্যথা করিয়া দিবে। অবশ্য প্রমাণান্তর না থাকিলে অর্থাপত্তিলব্ধ অর্থ শ্রুত্যর্থদ্বারা বাধিত হইবে, কিন্তু মানান্তরের অভাবে অর্থাপত্তিলব্ধ অর্থের বলে শ্রুত্যর্থের অন্যথা করা উচিত নহে।৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

নন্বু চেতনত্বমপি ক্বচিৎ অচেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং শ্রূয়তে। যথা—

"মৃদব্রবীৎ" "আপোঽব্রুবন্" (শঃ পঃ ব্রাঃ ৬।১।৩।২।৪) ইতি

"তৎ তেজ ঐক্ষত" "তা আপ ঐক্ষন্ত" (ছাঃ উঃ ৬।২।৩,৪) ইতি চ—

এবমাদ্যা ভূতবিষয়া চেতনত্বশ্রুতিঃ। ইন্দ্রিয়বিষয়াপি—

"তে হ ইমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" (বৃঃ উঃ ৬।১।৭) ইতি

"তে হ বাচম্ উচু স্ত্বং ন উদ্গায়েতি" (বৃঃ উঃ ১।৩।২) ইতি—

এবমাদ্যা ইন্দ্রিয়বিষয়া ইতি। 'অত উত্তরং পঠতি'—

"অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্"।৫ *

"তু" শব্দঃ আশঙ্কাম্ অপনুদতি। ন খলু "মৃদ্ অব্রবীৎ" (শঃ পঃ ব্রাঃ ৬।১।৩।২।৪) ইতি—এবং জাতীয়কয়া শ্রুত্যা ভূতেন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বম্ আশঙ্কনীয়ম্। যতঃ "অভিমানিব্যপদেশঃ" এষঃ। মৃদাদ্যভিমানিন্যঃ বাগাদ্যভিমানিন্যশ্চ চেতনা দেবতা বদনসম্বদনাদিষু চেতনোচিতেষু ব্যবহারেষু ব্যপদিশ্যন্তে ন ভূতেন্দ্রিয়মাত্রম্। কস্মাৎ? "বিশেষানুগতিভ্যাম্"। 'বিশেষো হি' ভোক্তৄণাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং চ চেতনাচেতনপ্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাক্ অভিহিতঃ। সর্ব্বচেতনতায়াং চ অসৌ ন উপপদ্যেত। 'অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসংবাদে' করণমাত্রাশঙ্কাবিনিবৃত্তয়ে অধিষ্ঠাতৃচেতনপরিগ্রহায় দেবতাশব্দেন বিশিংষন্তি—

"এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ" (কৌঃ উঃ ২।৮) ইতি,

"তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" (কৌঃ উঃ ২।১৪) ইতি চ।†

'অনুগতাশ্চ' সর্ব্বত্র অভিমানিন্যঃ চেতনা দেবতা মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণাদিভ্যঃ অবগম্যন্তে।

"অগ্নি র্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" (ঐঃ অঃ ২।৪।২।৪) ইতি— এবমাদিকা চ

শ্রুতিঃ করণেষু অনুগ্রাহিকাং দেবতাম্ অনুগতাং দর্শয়তি। 'প্রাণসংবাদবাক্যশেষে' চ—

---

* এটীও পূর্ব্বপক্ষ সূত্র, কারণ, ইহার পরের সূত্র যে "দৃশ্যতে তু", তাহাতে "তু" শব্দ রহিয়াছে। তু শব্দের অর্থ "না"। ইহা পূর্ব্বপক্ষ নিরাসার্থ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং পরসূত্রের তু শব্দদ্বারা ইহা পূর্ব্বপক্ষের সূত্র বুঝা গেল। আর এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ থাকাতেও অধিকরণ আরম্ভ হইল না। কারণ, ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষের সূত্রদ্বারা অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার চরম সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন অধিকরণ আরম্ভ সঙ্গত নহে। এজন্য এ সূত্রটীও এই অধিকরণের দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ সূত্র।

† কৌষীতকি উপনিষদে ২ অ ৯ পরিচ্ছেদ এই শ্রুতি দ্বয় অন্যরূপ দেখা যায়, যথা "সর্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ আর ২টী বাক্যের পর "তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা"—ইত্যাদি। সম্ভবতঃ উহা শাখান্তরে পাঠ হইবে।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ।৫] [পূঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ" (ছাঃ উঃ ৫।১।৭) ইতি—

শ্রেষ্ঠত্বনির্দ্ধারণায় প্রজাপতিগমনং, তদ্বচনাৎ চ একৈকোৎক্রমণেন অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যপ্রতিপত্তিঃ।

"তস্মৈ বলিহরণম্" (বৃঃ উঃ ৬।১।১৩) ইতি চ—

এবং-জাতীয়কঃ অস্মদাদিষু ইব ব্যবহারঃ অনুগম্যমানঃ অভিমানিব্যপদেশং দ্রঢ়য়তি।

'তৎ তেজ ঐক্ষত' (ছাঃ উঃ ৬।২।৩) ইত্যপি—

পরস্যা এব দেবতায়া অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষু অনুগতায়াঃ ইয়ম্ ঈক্ষা ব্যপদিশ্যতে ইতি—দ্রষ্টব্যম্। 'তস্মাদ্' বিলক্ষণমেব ইদং ব্রহ্মণঃ জগৎ।৫

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতিরদ্বারাও জগতের ব্রহ্মোপাদানত্ব অসিদ্ধ।

যদি বল—অচেতন বলিয়া অভিমত পৃথিবী আদি ভূতগণের এবং ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব বেদে কোন কোনস্থলে ত শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—

"মৃদব্রবীৎ আপোঽব্রুবন্" (শঃ পঃ ব্রাঃ ৬।১।৩।২।৪)

অর্থাৎ "মৃত্তিকা বলিয়াছিল" "জল বলিয়াছিল"; তাহার পর—

"তৎ তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত" (ছাঃ উঃ ৬।২।৩।৪)।

অর্থাৎ "সেই তেজ দেখিয়াছিল" "সেই জল দেখিয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতির ভূতগণকে চেতন বলিয়াছেন। আর ইন্দ্রিয়গণকেও শ্রুতি চেতন বলিয়াছেন, যথা—

"তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মু" (বৃঃ উঃ ৬।১।৭)

অর্থাৎ সেই প্রাণসকল নিজের শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদনের জন্য বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিল।

"তে হ বাচম্ ঊচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি" (বৃঃ ১।৩।২)।

অর্থাৎ তাহারা বাক্যকে বলিয়াছিল—তুমি আমাদের জন্য গান কর, ইত্যাদি। অতএব ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ চেতন বস্তু, ইহা শ্রুতি হইতেও জানা যায়? ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষীর পক্ষ দৃঢ় করিবার জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

"অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" (৫ম সূত্র)।

[অর্থাৎ—"তু" অর্থ না, অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিদ্বারা জগতের চেতনত্ব বলা হয় নাই। কারণ, উক্ত শ্রুতিসমূহে বিশেষদ্বারা অর্থাৎ চেতনাচেতনবিভাগরূপ বিশেষণদ্বারা এবং অনুগতিদ্বারা অভিমানিব্যপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ অভিমানি দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে।] সূত্রস্থিত "তু" শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা নিরাস করিতেছে—

"মৃদব্রবীৎ" (শঃ পঃ ব্রাঃ ৬।১।৩।২।৪)

অর্থাৎ "মৃত্তিকা বলিয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা পৃথিবী আদি ভূতগণকে এবং ইন্দ্রিয়গণকে চেতন বলিয়া শঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে। মৃত্তিকাধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যযুক্তদেবতা এবং বাক্যাধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যযুক্তদেবতাকে চেতনযোগ্য বাদবিবাদাদি ব্যবহারে বলা হইয়াছে, কেবল পৃথিবী আদি ভূতগণ ও ইন্দ্রিয়গণকে নহে, তাহার কারণ কি? বিশেষ এবং অনুগতিই তাহার কারণ। ভোক্তা জীবগণ চেতন এবং ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ অচেতন—এই প্রকার পূর্ব্বোক্তবিভাগ—বিশেষশব্দের অর্থ। সকল বস্তু চেতন হইলে চেতন ও অচেতন বিভাগরূপ বিশেষ হইতে পারে না। আরও এক কথা—কৌষীতকীব্রাহ্মণগণ প্রাণগণের বিবাদ স্থলে প্রাণশব্দের দ্বারা যদি কেহ ইন্দ্রিয়গণকে মনে করেন, তাহা নিবারণ করিবার জন্য প্রাণের অধিষ্ঠাতা চেতন বস্তুকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দেবতাশব্দদ্বারা বিশেষ করিতেছেন, যথা—

"এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা" ইতি (কৌঃ উঃ ২।১৪)

"তা বা এতা সর্ব্বা দেবতা প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" (কৌঃ উঃ ২।১৪)

অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল নিজের শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদনের জন্য বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল, ইত্যাদি। তাহার পর সেই এই দেবতা সকল প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া প্রাণের অধীন হইয়াছিল। মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, অধিষ্ঠাত্রী চেতন দেবতা ভূত ও ইন্দ্রিয়াদি সকল বস্তুতে অনুগত আছে।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ।৫] [পূঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

"অগ্নিঃ বাক্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" (ঐঃ আঃ ২।৪।২৪)

অর্থাৎ অগ্নি বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি শ্রুতি দেখাইতেছেন যে, অনুগ্রাহক (পরিচালক) দেবতাগণ ইন্দ্রিয়সকলে অনুগত রহিয়াছেন। প্রাণসংবাদবাক্যের শেষে দেখা যায়—

"তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরম্ এত্য উচুঃ" (ছাঃ ৫।১।৭)

অর্থাৎ সেই প্রাণসকল পিতা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিয়াছিল ; নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণের জন্য তাহাদের প্রজাপতির নিকট গমন এবং তাঁহার কথা অনুসারে এক এক জন শরীর হইতে বহির্গত হইয়া অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ এবং—

"তস্মৈ বলিহরণম্" (বৃঃ উঃ ৬।১।১৩)

অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণকে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের স্বাধীনতারূপ পূজাপ্রদান ইত্যাদি আমাদের মত প্রাণগণের অনুগত ব্যবহার, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উল্লেখকে দৃঢ় করিতেছে।

"তৎ তেজ ঐক্ষত" (ছাঃ উঃ ৬।২।৩।৪)

অর্থাৎ সেই তেজ আলোচনা করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা নিজের কার্য্যে অনুগত পরমদেবতা পরমাত্মরূপ অধিষ্ঠাতারই আলোচনা বলা হইতেছে—জানিতে ইহবে। অতএব এই জগৎ ব্রহ্ম অপেক্ষা বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্নপ্রকার। আর বিলক্ষণ বলিয়া ইহা ব্রহ্মরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে ভগবান্ সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্রে তাহার সমাধান করিতেছেন।৫

ভামতী।

সূত্রান্তরম্ অবতারয়িতুং চোদয়তি—"নন্নু চেতনত্বমপি ক্বচিৎ" ইতি। 'ন পৃথিব্যাদীনাং' চৈতন্যম্ আর্থমেব, কিন্তু ভূয়সীনাং শ্রুতীনাং সাক্ষাদেব অর্থঃ ইত্যর্থঃ। সূত্রম্ অবতারয়তি—"অত উত্তরং পঠতি"—"অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্"।

বিভজতে—'তু শব্দ" ইতি। ন এতাঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ মৃদাদীনাং বাগাদীনাং চ চৈতন্যম্ আহুঃ, অপি তু তদধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং চিদাত্মনাং, তেন এতচ্ছ্রুতিবলেন ন মৃদাদীনাং বাগাদীনাং চ চৈতন্যম্ আশঙ্কনীয়ম্ ইতি। কস্মাৎ পুনঃ এতদেবম্, ইত্যত আহ—"বিশেষানু-গতিভ্যাম্"। তত্র বিশেষং ব্যাচষ্টে—"বিশেষো হি" ইতি। ভোক্তৃণাম্ উপকার্য্যত্বাদ্ ভূতেন্দ্রিয়াণাং চ উপকারকত্বাৎ সাম্যে চ তদনুপপত্তেঃ, সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধেশ্চ, "বিজ্ঞানং চাভবৎ" (তৈঃ উঃ ২।৬) ইতি শ্রুতেশ্চ বিশেষঃ চেতনাচেতনলক্ষণঃ প্রাক্ উক্তঃ স ন উপপদ্যেত। দেবতাশব্দকৃতঃ বা অত্র বিশেষঃ বিশেষশব্দেন উচ্যতে, ইত্যাহ—"অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসংবাদে" ইতি। অনুগতিং ব্যাচষ্টে—"অনুগতাশ্চ" ইতি। সর্ব্বত্র ভূতেন্দ্রিয়াদিষু অনুগতা দেবতা অভিমানিনীঃ উপদিশন্তি মন্ত্রাদয়ঃ। অপি চ ভূয়স্যঃ শ্রুতয়ঃ—

"অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ,
আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ" (ঐঃ আঃ ২।৪।২।৪)—

ইত্যাদয়ঃ ইন্দ্রিয়বিশেষগতা দেবতা দর্শয়ন্তি। দেবতাশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞভেদাঃ চেতনাঃ। তস্মাৎ ন ইন্দ্রিয়াদীনাং চৈতন্যং রূপত ইতি। অপি চ প্রাণসংবাদবাক্যশেষে প্রাণানাম্ অস্মদাদি-শরীরাণামিব ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতানাং ব্যবহারং দর্শয়ন্ প্রাণানাং ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানেন চৈতন্যং দ্রঢ়য়তি ইত্যাহ—"প্রাণসংবাদবাক্যশেষে চ" ইতি। "তৎ তেজ ঐক্ষত ইত্যপি" ইতি। যদ্যপি প্রথমা-ধ্যায়ে ভাক্তত্বেন বর্ণিতম্, তথাপি "মুখ্যতয়াপি" কথঞ্চিৎ নেতুং শক্যম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্। পূর্ব্বপক্ষম্ উপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি ॥৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

আর্থত্বে উপোদ্বলকাপেক্ষা তদেব ন, ইত্যাহ—"ন পৃথিব্যাদীনাম্" ইতি। শ্রুতার্থাপত্ত্যনুগৃহীতশ্রুতিভিঃ জগদচেতনত্বশ্রুতয়ঃ চৈতন্যানভিব্যক্তিপরত্বেন ব্যাখ্যেয়া ইত্যর্থঃ। "প্রথমে অধ্যায়ে" ঈক্ষত্যধিকরণে ইতি। "মুখ্যতয়া" ইতি। ঐক্ষত ইত্যস্য মুখ্যত্বং তেজ-আদিশব্দা লাক্ষণিকা এব, তৎ ইদম্ উক্তম্ "কথঞ্চিৎ" ইতি ॥৫

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

দৃশ্যতে তু।৬

[সিদ্ধান্ত সূত্র]

ভামতীর অনুবাদ। শ্রুতিরদ্বারাও জগতের ব্রহ্মোপাদানত্ব অসিদ্ধ।

"নন্বু চেতনত্বমপি ক্বচিৎ" এই গ্রন্থদ্বারা অন্য সূত্রের আরম্ভ করিবার জন্য আশঙ্কা করিতেছেন। ইহার অর্থ—পৃথিবী আদির চৈতন্য কেবল অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই যে বুঝা যাইতেছে তাহা নহে; কিন্তু বহু শ্রুতিরই ইহা স্পষ্ট অর্থই।

"অত উত্তরং পঠতি এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার **"অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্"** এই সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। **"তু শব্দ"** এই পদের দ্বারা সূত্রাংশ বিভাগ করিতেছেন। এই মৃত্তিকাদি পদার্থের ও বাক্যপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের যে সাক্ষাৎ চৈতন্য আছে, ইহা এই শ্রুতিগণ বলিতেছেন না, কিন্তু মৃত্তিকাদি পদার্থের ও বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের যে চৈতন্যযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, আর তাহাদিগেরই চৈতন্য আছে—ইহাই বলিতেছেন। অতএব এই শ্রুতিবলে মৃত্তিকাদির বা বাগাদির চৈতন্য আছে—ইহা আশঙ্কা করা উচিত নহে। কেন আশঙ্কা করা উচিত নহে? এইজন্য **"বিশেষানুগতিভ্যাম্"** এই কথা বলিতেছেন। তন্মধ্যে **"বিশেষো হি"** এই গ্রন্থদ্বারা বিশেষপদকে ব্যাখ্যা করিতেছেন। যেহেতু জীবগণ উপকৃত হয় এবং পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতগণ ও বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের উপকার করে। উভয়ই যদি সমান হয়, তাহা হইলে ঐ উপকার্য্য-উপকারকভাব সঙ্গত হয় না। আর ইহা সকল লোকেই জানে এবং শ্রুতিও বলিয়াছেন **"বিজ্ঞানম্ চাভবৎ"** "চেতনও হইয়াছিল" এইজন্যও চেতন ও অচেতনরূপ যে পার্থক্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। **"অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসম্বাদে"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন যে, আরও শ্রুতি দেবতাশব্দের দ্বারা যে বিশেষ করিয়াছেন, এখানে সূত্রে বিশেষ শব্দের দ্বারা তাহাই বলিতেছেন। **"অনুগতাশ্চ"** এই গ্রন্থদ্বারা অনুগতি শব্দকে ব্যাখ্যা করিতেছেন। মন্ত্র অর্থবাদ প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ভূত ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতি সকল স্থানে অবস্থিত অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে অনুগত বলিতেছেন। আরও এক কথা—

"অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা
নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ" (ঐঃ আঃ ২।৪।২।৪)

অর্থাৎ "অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিল, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাতে প্রবেশ করিয়াছিল, সূর্য্য চক্ষু হইয়া চক্ষুদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিল", ইত্যাদি বহু শ্রুতি ইন্দ্রিয়বিশেষে অবস্থিত দেবতাকে বুঝাইয়া দিতেছে। চৈতন্যযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞকে দেবতা বলে। অতএব ইন্দ্রিয়গণের যে চৈতন্য আছে, ইহা বুঝা যাইতেছে না। আরও **"প্রাণসংবাদবাক্যশেষে চ"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়গণের বিবাদবাক্যের শেষে জীবকর্তৃক আশ্রিত আমাদের শরীরের মত জীবাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার দেখাইয়া জীবের আশ্রয়বশতঃ যে ইন্দ্রিয়গণের চৈতন্য হইয়াছে, তাহা দৃঢ় করিতেছেন। **"ত তুজ ঐক্ষত** এই গ্রন্থকে যদিও প্রথম অধ্যায়ে গৌণবৃত্তিদ্বারাব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তথাপি মুখ্যবৃত্তিদ্বারাও কোন রকমে লইয়া যাইতে পারা যায়, ইহা বুঝিতে হইবে। **"তস্মাৎ"** এই গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার করিতেছেন।৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিলক্ষণত্বাৎ চ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ ইতি আক্ষিপ্তে প্রতিবিধত্তে—

দৃশ্যতে তু।৬ *

"তু" শব্দঃ [পূর্ব্ব]পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যদুক্তং বিলক্ষণত্বাৎ নেদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি, নায়ম্ একান্তঃ। দৃশ্যতে হি লোকে চেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যো বিলক্ষণানাং কেশ-নখাদীনাম্ উৎপত্তিঃ, অচেতনত্বেন চ প্রসিদ্ধেভ্যো গোময়াদিভ্যো বৃশ্চিকাদীনাম্।

নন্বু অচেতনান্যেব পুরুষাদিশরীরাণি অচেতনানাং কেশনখাদীনাং কারণানি, অচেতনা-ন্যেব চ বৃশ্চিকাদিশরীরাণি অচেতনানাং গোময়াদীনাং কার্য্যাণি ইতি, উচ্যতে—এবমপি কিঞ্চিৎ অচেতনং চেতনস্য আয়তনভাবম্ উপগচ্ছতি, কিঞ্চিৎ ন—ইতি অস্ত্যেব বৈলক্ষণ্যম্।

*. এই সূত্র হইতে সিদ্ধান্ত আরম্ভ। কারণ এস্থলে "তু" শব্দটী পূর্ব্বপক্ষের নিষেধসূচক। অবশ্য ইহার পূর্ব্বসূত্রেও "তু" শব্দ আছে, কিন্তু তজ্জন্য তাহা সিদ্ধান্ত সূত্র হয় নাই। কারণ, তাহার পরও এই সূত্রে "তু" শব্দ রহিয়াছে। এজন্য ইহার পূর্ব্বসূত্রটী পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত শঙ্কার নিষেধসূচক। আর এই সূত্রের "তু" শব্দটী সমগ্র পূর্ব্বপক্ষের নিষেধসূচক।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[দৃশ্যতে তু।৬] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

মহাংশ্চ অয়ং পারিণামিকঃ স্বভাববিপ্রকর্ষঃ, পুরুষাদীনাং কেশনখাদীনাং চ স্বরূপাদিভেদাৎ, তথা গোময়াদীনাং বৃশ্চিকাদীনাং চ। অত্যন্তসারূপ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাব এব প্রলীয়েত।

অথ উচ্যেত—অস্তি কশ্চিৎ পার্থিবত্বাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদিষু অনুবর্ত্তমানঃ গোময়াদীনাং [চ] বৃশ্চিকাদিষু ইতি। ব্রহ্মণোঽপি তর্হি সত্তালক্ষণঃ স্বভাব আকাশাদিষু অনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং জগতো দূষয়তা কিম্ অশেষস্য ব্রহ্মস্বভাবস্য অননুবর্ত্তনং বিলক্ষণত্বম্ অভিপ্রেয়তে, উত যস্য কস্যচিৎ অথ চৈতন্যস্য ইতি বক্তব্যম্। প্রথমে বিকল্পে সমস্তপ্রকৃতিবিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। ন হি অসতি অতিশয়ে প্রকৃতিবিকার[ভাব] ইতি ভবতি। দ্বিতীয়ে চ অপ্রসিদ্ধত্বম্। দৃশ্যতে হি সত্তালক্ষণো ব্রহ্ম-স্বভাব আকাশাদিষু অনুবর্ত্তমান ইতি উক্তম্। তৃতীয়ে তু দৃষ্টান্তাভাবঃ। কিং হি যৎ চৈতন্যেন অনন্বিতং তৎ অব্রহ্মপ্রকৃতিকং দৃষ্টমিতি ব্রহ্ম[কারণ]বাদিনং প্রতি উদাহ্রিয়েত। সমস্তস্য [অস্য] বস্তুজাতস্য ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। জগতের উপাদান ব্রহ্ম—সিদ্ধান্তপক্ষ।

আর জগৎ বিলক্ষণ বলিয়া ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে, এইরূপ আক্ষেপের সমাধান করিতেছেন—"দৃশ্যতে তু।" ইহার শব্দার্থ অর্থ—না, দেখা যায়।

সূত্রার্থ—"তু" অর্থ কিন্তু, অর্থাৎ জগৎ অচেতনপ্রকৃতিক নহে, কারণ, "দৃশ্যতে" অর্থাৎ দেখা যায়। সূত্রস্থিত "তু" শব্দ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষকে নিবারণ করিতেছে। প্রধানবাদী যে, বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা বিলক্ষণ বলিয়া এই জগৎ ব্রহ্মরূপ উপাদানকারণের কার্য্য নহে, ইহা একান্ত অর্থাৎ অব্যভিচারী নিয়ম নহে। কারণ, জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ পুরুষপ্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ (অচেতন) কেশ-নখপ্রভৃতির উৎপত্তি হয়। অচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ গোময়প্রভৃতি হইতে (চেতন) বৃশ্চিকপ্রভৃতির উৎপত্তি হয়।

যদি বল—অচেতন পুরুষের যে শরীর, তাহারাই অচেতন কেশনখাদির কারণ এবং অচেতন যে বৃশ্চিকাদির শরীর, তাহারাই অচেতন গোময়াদির কার্য্য ; তাহা হইলে ইহার উত্তর বলিতেছি। অর্থাৎ তাহা হইলেও কোন অচেতন চেতনের আশ্রয় হয়—এবং কোন অচেতন চেতনের আশ্রয় হয় না—এইরূপ বৈলক্ষণ্য ত আছেই। এবং পুরুষপ্রভৃতি প্রকৃতির এবং কেশনখপ্রভৃতি বিকারের আকার ও পরিণামাদির ভেদ থাকায় এবং গোময়াদি উপাদানের ও বৃশ্চিকাদি কার্য্যের ঐরূপ ভেদ থাকায় এই পারিণামিক অর্থাৎ কেশনখাদিগত পরিণামরূপ স্বভাবের অত্যন্ত পার্থক্য দেখা যায়। প্রকৃতি ও বিকৃতি সম্পূর্ণ একরূপ হইলে প্রকৃতিবিকৃতিভাবই অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব নষ্ট হইয়া যায়।

যদি বল—পুরুষাদির পার্থিবত্বাদি অর্থাৎ পৃথিবীপরিণামপ্রভৃতি কোন একটি ধর্ম্ম, কেশনখাদিকার্য্যে অনুগত হয় এবং গোময়াদির কোন একটি ধর্ম্ম বৃশ্চিকাদিতে অনুগত হয়। তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলিব যে, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও সত্তারূপ ধর্ম্ম আকাশাদিতে অনুগত হইতে দেখা যায়। কার্য্যকারণের বৈলক্ষণ্যবশতঃ জগতের ব্রহ্মকারণবাদকে দোষ দিতে যাইয়া আপনি কি মনে করিতেছেন যে, (ক) ব্রহ্মের সমস্ত ধর্ম্মের জগতে অনুবৃত্তি না হওয়াই বৈলক্ষণ্য? অথবা (খ) যে কোন একটি ধর্ম্মের অনুবৃত্তি না হওয়াই বৈলক্ষণ্য? কিংবা চৈতন্যের অনুবৃত্তি না হওয়াই বৈলক্ষণ্য—ইহা (আপনাকে) বলিতে হইবে। যদি বলেন—প্রথম পক্ষই আপনার অভিপ্রেত, তাহা হইলে সমস্ত প্রকৃতিবিকৃতিভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব জগৎ হইতে লোপ পাইয়া যায় ; কারণ, কিছুমাত্র পার্থক্য না থাকিলে কার্য্যকারণভাব হয় না। আর যদি বলেন—দ্বিতীয় পক্ষই আপনার অভিপ্রেত ; তাহা হইলে বলিব—সেই হেতুটী অসিদ্ধ ; কারণ, সত্তারূপ ব্রহ্মধর্ম্ম আকাশাদিতে অনুগত হইতে দেখা যায়—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অর্থাৎ আকাশাদি কার্য্যে ব্রহ্মের সত্তারূপ ধর্ম্ম অনুগত হওয়ায় উক্তবিধ বৈলক্ষণ্যরূপ হেতু অসিদ্ধ, যথা—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্, কাঞ্চনময়ধূমাৎ" এস্থলে কাঞ্চনময় ধূমহেতুটী অসিদ্ধ, অতএব উক্ত অনুমানে হেত্বসিদ্ধ দোষ হইল। আর যদি বলেন—তৃতীয় পক্ষই আপনার অভিপ্রেত, তাহা হইলে বলিব যে, তাহাতে দৃষ্টান্তাভাবরূপ দোষ হয়। কারণ, দেখা গিয়াছে, যাহা চৈতন্যযুক্ত নহে, তাহা ব্রহ্মরূপ উপাদানের কার্য্য নহে—ইহাই কি আপনি ব্রহ্মবাদীকে (বেদান্তীকে) বলিবেন? কিন্তু তাহা বলিতে পারেন না ; কারণ,

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[দৃশ্যতে তু।৬] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মকারণবাদী সমস্ত আকাশাদি পদার্থকেই ব্রহ্মরূপ উপাদানের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। অর্থাৎ এই তৃতীয় পক্ষে দৃষ্টান্তাভাবরূপ অসাধারণ নামক দোষ হইল, কারণ যে হেতু সপক্ষেও থাকে না, বিপক্ষেও থাকে না, কিন্তু কেবল পক্ষে যদি থাকে, তাহাকে অসাধারণ বলে; যথা—"শব্দঃ অনিত্যঃ, শব্দত্বাৎ" এখানে শব্দত্ব হেতু কেবল শব্দরূপ পক্ষে আছে, এইজন্য উহা অসাধারণ হয়। প্রকৃতস্থলে উক্ত হেতু পক্ষমাত্রবৃত্তি হওয়ায় অর্থাৎ দৃষ্টান্তে না থাকায় অসাধারণ নামক দোষ হইল।

ভামতী।

সিদ্ধান্তসূত্রং "দৃশ্যতে তু"। প্রকৃতিবিকারভাবে হেতুং সারূপ্যং বিকল্প্য দূষয়তি—"অত্যন্ত-সারূপ্যে চ" ইতি। প্রকৃতিবিকারভাবাভাবহেতুং বৈলক্ষণ্যং বিকল্প্য দূষয়তি—"বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন" ইতি। সর্ব্বস্বভাবানন্নুবর্ত্তনং প্রকৃতিবিকারভাবাবিরোধি। তদনুবর্ত্তনে তাদাত্ম্যেন প্রকৃতিবিকারভাবাভাবাৎ। মধ্যমস্ত অসিদ্ধঃ; তৃতীয়স্ত নিদর্শনাভাবাৎ অসাধারণ ইত্যর্থঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

সাধ্যাসাধকঃ পক্ষে এব বর্ত্তমানঃ "অসাধারণঃ"। যথা সর্ব্বং ক্ষণিকং, সত্ত্বাৎ, ইতি। এবং চৈতন্যানন্বিতত্বমপি ইত্যাহ—"তৃতীয়স্ত" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ। জগতের ব্রহ্মকারণতার বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি খণ্ডন।

পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য ভগবান্ সূত্রকার "দৃশ্যতে তু" এই সিদ্ধান্তসূত্র বলিতেছেন। প্রকৃতি-বিকৃতিভাবের প্রতি পূর্ব্বপক্ষবাদী যে সারূপ্যকে হেতু কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই হেতুকে দুই প্রকারে কল্পনা করিয়া ভাষ্যকার "অত্যন্তসারূপ্যে চ" এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। প্রকৃতিবিকৃতিভাব না হওয়ার প্রতি পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বৈলক্ষণ্যকে হেতু কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই হেতুকে তিন প্রকারে কল্পনা করিয়া ভাষ্যকার "বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন" এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। বিকৃতিতে প্রকৃতির সকল ধর্ম্মের অনুবৃত্তি না হওয়া প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অবিরোধী, অর্থাৎ বিকৃতিতে প্রকৃতির সকল ধর্ম্মের অনুবৃত্তি না হইলে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব হইয়া থাকে। কারণ, বিকৃতিতে প্রকৃতির সকল ধর্ম্মের অনুবৃত্তি লইলে তাহা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইয়া যায় বলিয়া প্রকৃতিবিকৃতিভাব হয় না। মধ্যমটী অর্থাৎ দ্বিতীয় হেতুটী অসিদ্ধ, (ভাষ্যানুবাদ দেখুন)। তৃতীয় হেতুটী দৃষ্টান্ত না থাকায় অসাধারণ, (ভাষ্যানুবাদ দেখুন) ইহাই তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্।

আগমবিরোধস্ত প্রসিদ্ধ এব। চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি আগম-তাৎপর্য্যস্য প্রসাধিতত্বাৎ। যৎ [তু] উক্তং—পরিনিষ্পন্নত্বাদ্ ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরাণি সম্ভবেয়ুরিতি, তদপি মনোরথমাত্রম্। রূপাদ্যভাবাদ্ হি ন অয়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ। লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ ন অনুমানাদীনাম্। আগমমাত্রসমধিগম্য এব তু অয়ম্ অর্থো ধর্ম্মবৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। (কঠঃ উঃ ১।২।৯) ইতি

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব" (ঋঃ সং ১।৩০।৬) ইতি চ—

এতে ঋচৌ সিদ্ধানামপি ঈশ্বরাণাং দুর্ব্বোধতাং জগৎকারণস্য দর্শয়তঃ। স্মৃতিরপি ভবতি—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" [মহাভাঃ শান্তিপর্ব্ব] ইতি

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে, (গীঃ ২।২৫) ইতি চ।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ। (গীঃ ১০।২) ইতি চ এবং জাতীয়কা।

যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধৎ শব্দ এব তর্কমপি আদর্ত্তব্যং দর্শয়তি ইত্যুক্তম্। ন, অনেন মিষেণ শুষ্কতর্কস্য আত্মলাভঃ সম্ভবতি। শ্রুত্যনুগৃহীত এব হি অত্র তর্কঃ অনুভবাঙ্গত্বেন আশ্রীয়তে। স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তয়োঃ উভয়োঃ ইতরেতরব্যভিচারাৎ আত্মনঃ অনন্বাগতত্বং, সম্প্রসাদে চ প্রপঞ্চপরিত্যাগেন সদাত্মনা সম্পত্তেঃ নিষ্প্রপঞ্চসদাত্মত্বং প্রপঞ্চস্য

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[দৃশ্যতে তু।৬] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ কার্য্যকারণানন্যত্বন্যায়েন ব্রহ্মাব্যতিরেক ইতি এবংজাতীয়কঃ।

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ......" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) ইতি চ—

কেবলস্য তর্কস্য বিপ্রলম্ভকত্বং দর্শয়িষ্যতি। যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেনৈব সমস্তস্য জগতঃ চেতনতাম্ উৎপ্রেক্ষতে তস্যাপি—

"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" (তৈঃ উঃ ২।৬) ইতি—

চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণং বিভাবনাবিভাবনাভ্যাং চৈতন্যস্য শক্যতে এব যোজয়িতুম্। পরস্যৈব তু ইদমপি বিভাগশ্রবণং ন যুজ্যতে। কথম্? পরমকারণস্য হি অত্র সমস্তজগদাত্মনা সমবস্থানং শ্রাব্যতে—

"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ অভবৎ" (তৈঃ উঃ ২।৬) ইতি।

তত্র যথা চেতনস্য অচেতনভাবো ন উপপদ্যতে বিলক্ষণত্বাৎ, এবম্ অচেতনস্যাপি চেতনভাবো ন উপপদ্যতে। প্রত্যুক্তত্বাৎ তু বিলক্ষণত্বস্য যথাশ্রুত্যৈব চেতনং কারণং গ্রহীতব্যং ভবতি।৬ (সূত্র)

ভাষ্যানুবাদ। সিদ্ধবস্তু হইলেই যে অন্য প্রমাণগম্য হয়, তাহা নহে।

পূর্ব্বপক্ষীর মত যে বেদবিরুদ্ধ, তাহা ত প্রসিদ্ধই আছে; কারণ, চেতন ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, ইহাই যে বেদের অভিপ্রায়, তাহা প্রসাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। আর যে বলা হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম পরিনিষ্পন্ন বস্তু বলিয়া অর্থাৎ সিদ্ধবস্তু বলিয়া তাহাতে প্রত্যক্ষাদি অন্যপ্রমাণসকল সম্ভব হইতে পারে, তাহাও কল্পনামাত্র; কারণ, রূপাদি না থাকায় এই ব্রহ্মবস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; আর হেতুপ্রভৃতি না থাকায় অনুমানাদিরও বিষয় নহে। কিন্তু ধর্ম্ম যেমন কেবল শাস্ত্ররূপ প্রমাণের বিষয় হয়, তেমনই এই ব্রহ্মবস্তুও একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণেরই বিষয় হয়। শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন, যথা—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" (কঠঃ উঃ ১।২।৯)

অর্থাৎ "হে প্রিয়তম নচিকেতা? এই ব্রহ্মবিষয়ণী বুদ্ধি শুষ্কতর্কদ্বারা পাওয়া যায় না, অথবা কুতর্কদ্বারা বাধিত করা উচিত নহে, কিন্তু বেদজ্ঞ আচার্য্যকর্ত্তৃক প্রোক্ত হইলে ইহা হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

"কো অদ্ধা বেদ, ক ইহ প্রবোচৎ, ইয়ং বিসৃষ্টি র্যত আবভুব" (ঋঃ সং ১।৩০।৬)

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই নানাবিধ সৃষ্টি সম্যক্‌রূপে হইয়াছে, তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি সাক্ষাৎ জানিতে পারে? (জানা দূরে থাকুক্) এ জগতে কে তাঁহাকে বলিয়া দিতে পারে? অর্থাৎ কেহই তাঁহার বিষয় পূর্ণরূপে বলিয়া দিতে পারে না। এই দুইটি ঋক্‌মন্ত্র দেখাইতেছে যে, যাঁহারা ঈশ্বরপদবাচ্য সিদ্ধপুরুষ, সেই সিদ্ধপুরুষগণের পক্ষেও জগৎকারণ ব্রহ্মকে জানিতে পারা অতি কষ্টকর। স্মৃতিও আছে, যথা—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" (মহাভাঃ?)

অর্থাৎ যে সকল বিষয় চিন্তার অতীত তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোগ করিতে নাই। অর্থাৎ সে বিষয়ে কোন তর্ক করিতে নাই।

"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" (গীতা ২।২৫)

অর্থাৎ এই আত্মাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকার্য্য বলা হয়। অব্যক্ত, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়েরই বিষয় হয় না, এবং অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তারও বিষয় নহে এবং অবিকার্য্য, অর্থাৎ দুগ্ধ যেমন দধিসংযোগে বিকৃতি হয়, আত্মা সেরূপ বিকৃত হন না; কারণ, তিনি নিরবয়ব। নিরবয়ব কোন বস্তু বিকৃত হইতে দেখা যায় না।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদি র্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ॥ (গীতা ১০।২)

অর্থাৎ দেবগণ এবং মহর্ষিগণও আমার প্রভাব অর্থাৎ প্রভুতাশক্তি কত তাহা, অথবা আমার উৎপত্তি জ্ঞানেন না। যেহেতু আমি সকল প্রকারেই দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি। এই জাতীয় বহু প্রমাণ আছে, যাহাদ্বারা জানা যায় যে, ব্রহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় আগমপ্রমাণমাত্রগম্য।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[দৃশ্যতে তু।৬] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ। মনন বিধান করায়ও ব্রহ্ম অনুমানাদিগম্য নহে।

আরও যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন যে, শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিই শ্রবণব্যতীত অর্থাৎ শ্রবণের পর মনন বিধান করায়, তর্কেরও আদর করা উচিত—ইহা দেখাইতেছেন, ইত্যাদি; কিন্তু ইহা দ্বারা মননবিধিচ্ছলেও শুষ্কতর্কের অর্থাৎ শ্রুত্যনপেক্ষ তর্কের আত্মলাভ সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিষয়ে শুষ্কতর্কের উপযোগিতা নাই; কারণ, শ্রুত্যনুগৃহীত অর্থাৎ শ্রুতিদ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় হইলে পর অসম্ভাবনাদি পুরুষদোষনিবারণের জন্য গৃহীত তর্ককে অনুভবের অঙ্গরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধনরূপে আশ্রয় করা হয়। সেই শ্রুত্যনুগৃহীত তর্ক এই প্রকার যথা—স্বপ্নান্তের ও বুদ্ধান্তের অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা ও জাগরিতাবস্থার পরস্পর ব্যভিচার থাকায়, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় জাগরিতাবস্থা এবং জাগরিতাবস্থায় স্বপ্নাবস্থা থাকে না বলিয়া আত্মা অনন্বাগত হয়, অর্থৎ এই অবস্থাদ্বয়ের সহিত অবস্থারহিত আত্মার সম্পর্ক হয় না; এবং সম্প্রসাদে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে প্রপঞ্চ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মা সৎস্বরূপে সম্পন্ন হন বলিয়া, অর্থাৎ নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপ হন বলিয়া, আত্মা প্রপঞ্চাতীত সৎস্বরূপ হন; আর কার্য্যকারণের অনন্যত্বন্যায়ে অর্থাৎ কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে—এই যুক্তি অনুসারে প্রপঞ্চ অর্থাৎ জগৎ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে—ইত্যাদি; অর্থাৎ এই জাতীয় শ্রুত্যনুগৃহীত তর্ক অনুভবের অঙ্গরূপে আশ্রয় করা হয়। আর কেবল তর্কের বিপ্রলম্ভকত্ব অর্থাৎ অপ্রমাপকত্ব অর্থাৎ শুষ্কতর্ক হইতে যে যথার্থজ্ঞান জন্মে না, ইহা—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ" (২।১।১১)

এই সূত্রে ভগবান্ সূত্রকারই দেখাইবেন। আর যে ব্যক্তি, চেতনব্রহ্ম জগতের কারণ, এই শ্রুতিবলেই সমগ্রজগৎকে চেতন বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করেন, অর্থাৎ জগৎকেও চেতন বলেন, তিনিও—

"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ অভবৎ" (তৈঃ উঃ ২।৬)

অর্থাৎ ব্রহ্মই বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান হইয়াছেন, এই শ্রুতি হইতে অবগত জগতের যে চেতন ও অচেতনরূপ বিভাগ, তাহা চৈতন্যের বিভাবন ও অবিভাবনদ্বারা অর্থাৎ অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিদ্বারা যোজনা করিতে পারেন অর্থাৎ জগতের চেতনত্বসিদ্ধি করিতে পারেন; কিন্তু জগতের প্রধানকারণতাবাদী পূর্ব্বপক্ষী সাংখ্যের মতে জগৎ, চেতন ও অচেতন ভেদে দুই প্রকার—এই বিভাগবোধক শ্রুতিবাক্যকে যোজনা করিতে পারা যায় না। কারণ, বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ অভবৎ" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, যিনি পরম কারণ, তিনি জগৎরূপে সমবস্থিত হইয়াছেন। এস্থলে বিলক্ষণত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ চেতন ও অচেতন ভিন্নপ্রকার বলিয়া চেতনপদার্থের অচেতন হওয়া যেমন সম্ভব নহে, তদ্রূপ অচেতন প্রধানেরও চেতন হওয়া উপপন্ন হয় না। কিন্তু বিলক্ষণত্বরূপ হেতুকে অপ্রয়োজকত্ব এবং ব্যভিচার প্রদর্শনদ্বারা পূর্ব্বে নিরাস করা হইয়াছে বলিয়া, যে ভাবে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তদনুসারেই চেতনব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। ইতি ৬ষ্ঠ সূত্র ভাষ্যব্যাখ্যা।

ভামতী।

অথ জগদ্‌যোনিতয়া আগমাৎ ব্রহ্মণঃ অবগমাৎ আগমবাধিতবিষয়ত্বম্ অনুমানস্য কস্মাৎ ন উদ্ভাব্যতে? ইত্যত আহ—"আগমবিরোধস্তু" ইতি। ন চ অস্মিন্ আগমৈকসমধিগমনীয়ে ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরস্য অবকাশঃ অস্তি—যেন তদুপাদায় আগম আক্ষিপ্যেত, ইত্যাশয়বান্ আহ—"যত্তু উক্তং পরিনিষ্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মণি" ইতি। যথা হি কার্য্যত্বাবিশেষেঽপি—

"আরোগ্যকামঃ পথ্যম্ অশ্নীয়াৎ" "স্বরকামঃ সিকতাং ভক্ষয়েৎ"

ইত্যাদীনাং মানান্তরাপেক্ষতা, ন তু—

"দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদীনাম্।

তৎ কস্য হেতোঃ? অস্য কার্য্যভেদস্য প্রমাণান্তরাগোচরত্বাৎ। এবং ভূতত্বাবিশেষেঽপি পৃথিব্যাদীনাং মানান্তরগোচরত্বং ন তু ভূতস্যাপি ব্রহ্মণঃ, তস্য আম্নায়ৈকগোচরস্য অতিপতিতসমস্তমানান্তরসীমতয়া স্মৃত্যাগমসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। যদি স্মৃত্যাগমসিদ্ধং ব্রহ্মণঃ তর্কাবিষয়ত্বং, কথং তর্হি শ্রবণাতিরিক্তমননবিধানম্ ইত্যত আহ—"যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ" ইতি। তর্কো হি প্রমাণবিষয়বিবেচকতয়া তদিতিকর্ত্তব্যতাভূতঃ তদাশ্রয়ঃ অসতি প্রমাণে অনুগ্রাহ্যস্য আশ্রয়স্য অভাবাৎ শুষ্কতয়া ন আদ্রিয়তে। যস্তু আগমপ্রমাণাশ্রয়ঃ তদ্‌বিষয়বিবেচকঃ তদবিরোধী স "মন্তব্য" ইতি বিধীয়তে। "শ্রুত্যনুগৃহীতে"তি। শ্রুত্যাঃ শ্রবণস্য পশ্চাৎ ইতিকর্ত্তব্যতাত্বেন গৃহীতঃ। "অনু-

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[দৃশ্যতে তু ।৬।] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

ভবাঙ্গত্বেন" ইতি। মতো হি ভাব্যমানো ভাবনায়া বিষয়তয়া অনুভূতো ভবতি—ইতি মননম্ অনুভবাঙ্গম্। "আত্মনঃ অনন্বাগতত্বম্" ইতি। স্বপ্নাদ্যবস্থাভিঃ অসংপৃক্তত্বম্, উদাসীনত্বম্ ইত্যর্থঃ। অপি চ চেতনকারণবাদিভিঃ কারণসালক্ষণ্যেঽপি কার্য্যস্য কথঞ্চিৎ চৈতন্যাবির্ভাবানাবির্ভাবাভ্যাম্—

"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চাভবৎ" (তৈঃ উঃ ২।৬) ইতি—

জগৎকারণে যোজয়িতুং শক্যম্। অচেতনপ্রধানকারণবাদিনাং তু দুর্যোজম্ এতৎ। ন হি অচেতনস্য জগৎকারণস্য বিজ্ঞানরূপতা সম্ভবিনী। চেতনস্য জগৎকারণস্য সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাসু ইব সতোঽপি চৈতন্যস্য অনাবির্ভাবতয়া শক্যমেব কথঞ্চিদ্ অবিজ্ঞানাত্মত্বং যোজয়িতুম্ ইত্যাহ— "যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেন" ইতি। পরস্যৈব তু অচেতনপ্রধানকারণবাদিনঃ সাংখ্যস্য ন যুজ্যেত। "প্রত্যুক্তত্বাৎ তু বৈলক্ষণ্যস্য" ইতি। বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবো নাস্তি ইতি অভ্যুপেত্য ইদম্ উক্তম্। পরমার্থতস্তু ন অস্মাভিঃ এতৎ অভ্যুপেয়তে ইত্যর্থঃ।৬

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"প্রমাণ" ইতি। প্রমাণবিষয়স্য বচনযুক্ত্যাভাসনিরাসেন বিবেচকতয়া ইত্যর্থঃ। শ্রবণপাশ্চাত্ত্যাসম্ভাবনানিরাসকবাচারম্ভণত্বাদি তর্কাভিপ্রায়ম্। মননস্য সাক্ষাৎকারাঙ্গত্বং ধ্যানব্যবধানেন ইত্যাহ—"মতো হি" ইতি। অচেতনস্য জগৎকারণস্য সর্গোত্তরকালং বিজ্ঞানাত্মকজীবরূপতা ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ।৬

ভামতীর অনুবাদ। ব্রহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় শ্রুতিমাত্রগম্য।

এখন ব্রহ্ম জগদ্‌যোনি অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ—ইহা বেদ হইতে অবগত হওয়া যায় বলিয়া অনুমানের বিষয় বেদকর্ত্তৃক বাধিত—এই দোষ দেওয়া হইতেছে না কেন? এইজন্য বলিতেছেন—"আগমবিরোধস্তু ইতি"। আর বেদৈকগম্য ব্রহ্মেও প্রত্যক্ষাদি অন্য কোন প্রমাণের অবসরই নাই, যাহাতে সেই প্রমাণ অবলম্বনে বেদের উপর আশঙ্কা করিতে পার, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"যৎ তু উক্তং পরিনিষ্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মণি" ইতি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যগত কোন তারতম্য না থাকিলেও, অর্থাৎ উভয়েই পুরুষের কৃতিসাধ্য হইলেও "আরোগ্যকামঃ পথ্যম্ অশ্নীয়াৎ" অর্থাৎ যিনি আরোগ্য কামনা করেন তিনি হিতকর দ্রব্য আহার করিবেন; "স্বরকামঃ সিকতাং ভক্ষয়েৎ" অর্থাৎ যিনি কণ্ঠস্বর কামনা করেন তিনি সিকতা অর্থাৎ চিনি ভক্ষণ করিবেন, ইত্যাদি বিধি যেমন অন্য প্রমাণকে অপেক্ষা করে, তদ্রূপ কিন্তু "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ "যিনি স্বর্গকামনা করেন তিনি দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবেন" ইত্যাদি বিধি অন্য প্রমাণকে অপেক্ষা করে না, তাহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, এই প্রকার কার্য্যভেদ অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের ফল যে স্বর্গ, তাহা প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের বিষয় হয় না; এইরূপ ভূতত্বের অবিশেষ হইলেও অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ও ব্রহ্ম ভূতবস্তু অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তু হইলেও পৃথিব্যাদি বস্তু অন্য প্রমাণের বিষয় হয়, কিন্তু ব্রহ্ম বস্তু ভূতবস্তু হইলেও অন্য প্রমাণের বিষয় হয় না। কারণ, একমাত্র বেদগম্য সেই ব্রহ্মবস্তু অন্য সকলপ্রমাণের সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া স্মৃতি ও আগমসিদ্ধ হয়। যদি ব্রহ্মের তর্কাবিষয়ত্ব স্মৃতি ও আগমসিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম তর্কের বিষয় নহে—ইহা যদি স্মৃতি ও বেদ হইতে স্থিরভাবে জানা গিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রবণ ব্যতীত মননের বিধান করা হইল কেন? এইজন্য বলিতেছেন—"যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ" ইত্যাদি। যেহেতু তর্ক কুতর্কাদির নিরাস করিয়া প্রমাণের প্রতিপাদ্যবিষয়কে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয় বলিয়া প্রমাণের ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ অঙ্গস্বরূপ হয় এবং প্রমাণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, প্রমাণ না থাকিলে অনুগ্রাহ্য আশ্রয়ের অভাববশতঃ অর্থাৎ যাহার উপকার করিবে, সেই আশ্রয় না থাকায় শুষ্ক অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া যায়, আর তজ্জন্য তাহা আদরণীয় হয় না। কিন্তু যে তর্ক আগমরূপ প্রমাণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, ও আগমপ্রমাণের প্রতিপাদ্যবিষয়কে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয় এবং আগমপ্রমাণের বিরোধী হয় না, সেই তর্কই "মন্তব্য" এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা বিহিত হইয়াছে। "শ্রুত্যনুগৃহীত" এই বাক্যের অর্থ—শ্রবণের পর ইতিকর্ত্তব্যতারূপে গৃহীত। "অনুভবাঙ্গত্বেন" অর্থ—যেহেতু "মত" অর্থাৎ যে বিষয়টী মনন করা হইয়াছে, তাহা ভাব্যমান হইলে অর্থাৎ ভাবিতে থাকিলে তাহা অনুভূত হয়, অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে সাক্ষাৎকারের বিষয় হয়, এইজন্য মনন অনুভবের অঙ্গ। "আত্মনোঽনন্বাগতত্বম্" এই গ্রন্থের অর্থ—স্বপ্নাদি অবস্থার সহিত সম্পর্ক না থাকা, অর্থাৎ উদাসীন বা নির্লিপ্ত থাকা। আরও—যাঁহারা চেতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলেন, তাঁহারা কার্য্যপদার্থ

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭ [সিদ্ধান্ত সূত্র]

ভামতীর অনুবাদ। জগতের অচেতনকারণতাবাদ শ্রুত্যনুকূল নহে।

কারণের সদৃশ হইলেও চৈতন্যের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিদ্বারা "বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" এই শ্রুতিকে কোনরূপে জগৎকারণ ব্রহ্মে সঙ্গত করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা অচেতন প্রধানকে জগতের কারণ বলেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ যোজনা করা অতি দুষ্কর। কারণ, অচেতন জগৎকারণের পক্ষে বিজ্ঞানরূপতা অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ হওয়া সম্ভব নহে। জীবের সুষুপ্তিকালে যেমন চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় না, তেমনই চৈতন্য থাকিলেও অভিব্যক্তি হয় না বলিয়া জগৎকারণ চেতনের অবিজ্ঞানাত্মকত্ব অর্থাৎ চেতনস্বরূপ না হওয়া কোন রকমে সঙ্গত করিতে পারা যায়—ইহাই "যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেন" এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। কিন্তু অপরের পক্ষে অর্থাৎ যিনি অচেতন প্রধানকে জগতের কারণ বলেন, সেই সাংখ্যশাস্ত্রকারের পক্ষে, তাহা সঙ্গত হয় না। বৈলক্ষণ্য থাকিলে কার্য্যকারণভাব থাকে না, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া ইহা বলা হইল। পরমার্থতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করি না, "প্রত্যুক্তত্বাৎ তু বৈলক্ষণ্যস্য" ইত্যাদি গ্রন্থের ইহাই তাৎপর্য্য।৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭ *

যদি চেতনং শুদ্ধং শব্দাদিহীনং চ ব্রহ্ম তদ্বিপরীতস্য অচেতনস্য অশুদ্ধস্য শব্দাদিমতশ্চ কার্য্যস্য কারণম্ ইষ্যেত, "অসৎ" তর্হি কার্য্যং প্রাক্ উৎপত্তেঃ ইতি প্রসজ্যেত। অনিষ্টং চ এতৎ সৎকার্য্যবাদিনঃ তব "ইতি চেৎ" ? "ন" এষ দোষঃ। "প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ"। প্রতিষেধমাত্রং হি ইদং ন অস্য প্রতিষেধস্য প্রতিষেধ্যম্ অস্তি। ন হি অয়ং প্রতিষেধঃ, প্রাক্ উৎপত্তেঃ সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রতিষেদ্ধুং শক্নোতি। কথম্ ? যথৈব হি ইদানীমপি ইদং কার্য্যং কারণাত্মনা সৎ এবং প্রাক্ উৎপত্তেরপি ইতি গম্যতে। ন হি ইদানীমপি ইদং কার্য্যং কারণাত্মানম্ অন্তরেণ স্বতন্ত্রমেব অস্তি।

"সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ ॥ (বৃঃ উঃ ২।৪।৬)

ইত্যাদিশ্রবণাৎ। কারণাত্মনা তু সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ অবিশিষ্টম্।

ননু শব্দাদিহীনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্। বাঢ়ম্। ন তু শব্দাদিমৎকার্য্যং কারণাত্মনা হীনং প্রাক্ উৎপত্তেঃ ইদানীং বা অস্তি। তেন ন শক্যতে বক্তুং প্রাক্ উৎপত্তেঃ অসৎকার্য্যমিতি। বিস্তরেণ চ এতৎ কার্য্যকারণানন্যত্ববাদে বক্ষ্যামঃ ॥৭

ভাষ্যানুবাদ। চেতনকারণতাবাদে অসৎকারণতাবাদ শঙ্কা সঙ্গত নহে।

[সূত্রার্থ—অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণরূপে থাকে না ইতি চেৎ অর্থাৎ এই কথা যদি বল, তাহা হইলে বলিব ন অর্থাৎ না, তাহা নহে, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ অর্থাৎ যেহেতু ইহা প্রতিষেধমাত্র]।

পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—যদি চেতন শুদ্ধ অর্থাৎ সুখদুঃখাদিরহিত এবং শব্দস্পর্শাদিবিহীন ব্রহ্মকে, ঠিক তাহার বিপরীত অচেতন অশুদ্ধ অর্থাৎ সুখদুঃখরাগদ্বেষাদিযুক্ত এবং শব্দস্পর্শাদিযুক্ত এই জগৎরূপ কার্য্যের কারণ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ অর্থাৎ ছিল না—বলিতে হয়। কিন্তু কার্য্যাসত্ত্ব তোমার অনিষ্ট অর্থাৎ অভিপ্রেত নহে ; কারণ, তুমি সৎকার্য্যবাদী, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য থাকে—ইহাই স্বীকার কর। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, ইহা দোষ নহে ; কারণ, ইহা প্রতিষেধমাত্র অর্থাৎ নিষেধমাত্র, যেহেতু ইহা কেবল প্রতিষেধমাত্র, সেই হেতু এই প্রতিষেধের কোন প্রতিষেধ্য নাই অর্থাৎ কার্য্যের ত্রৈকালিক পারমার্থিক সত্ত্ব না থাকায় প্রতিষেধ্য সম্ভব না হওয়ায় উহা ব্যর্থশব্দমাত্র। কারণ, এই নিষেধ উৎপত্তির

* এই সূত্রের "অসৎ ইতি চেৎ" এই অংশটি পূর্ব্বপক্ষ এবং "ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ" এই অংশটী সিদ্ধান্তপক্ষ। "স্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" এই অধ্যায়ের এই প্রথম সূত্রটীর ন্যায় ইহা পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিশ্রিত সূত্র। ইহাতে "অসৎ" এই প্রথমান্ত পদ থাকা সত্ত্বেও এতদ্দ্বারা পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভ হয় নাই। কারণ, ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিশ্রিত। "স্মৃত্যনবকাশ" ইত্যাদি প্রথম সূত্র এইরূপ মিশ্রিত সূত্র হইলেও অধিকরণ আরম্ভক হইয়াছে, তাহার কারণ, উহার পূর্ব্বে প্রথমাধ্যায় শেষ হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের শেষ "ব্যাখ্যাতাঃ" পদের দ্বিরুক্তিদ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ।৭]　　[সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্বকে নিবারণ করিতে পারে না। কেন? তাহা বলিতেছি, কারণ, যেমন এখনও এই কার্য্য অর্থাৎ জগৎ কারণরূপে সত্য, এইরূপ উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইহা কারণরূপে সত্য ছিল, ইহা বুঝা যাইতেছে। যেহেতু বর্ত্তমানেও এই জগৎ কারণরূপ নিজ স্বরূপ ব্যতীত যে স্বতন্ত্র আছে, তাহা নহে। কারণ, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে—

"সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" (বৃঃ উঃ ২।৪।৬)

যিনি সকল বস্তুকে আত্মা ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাকে ঐ সকল বস্তু পরিত্যাগ করে। কারণস্বরূপে জগতের অস্তিত্ব উৎপত্তির পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে, ইহাতে কোন পার্থক্য নাই। যদি বল—তাহা হইলে শব্দাদিরহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ হইল? বাঢ়ম্ অর্থাৎ হাঁ, তাহাই ঠিক্। শব্দাদিযুক্ত এই জগৎকার্য্য কারণস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না, কিংবা এখন আছে—এরূপ নহে। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য ছিল না—ইহা বলিতে পার না। এই কথা, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব অর্থাৎ কার্য্যের কারণাতিরিক্ত সত্তারাহিত্যের বিচারপ্রসঙ্গে বিস্তার করিয়া বলিব। ৬ষ্ঠ আরম্ভণত্বাধিকরণ ১৪ সূত্র দ্রষ্টব্য।

ভামতী।

["অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ"—] 'ন কারণাৎ' কার্য্যম্ অভিন্নম্, অভেদে কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ, কারণবৎ স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ, শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাচ্চ। অথ চিদাত্মনঃ কারণস্য জগতঃ কার্য্যাদ্ ভেদঃ। তথাচ ইদং জগৎকার্য্যং সত্ত্বেঽপি চিদাত্মনঃ কারণস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ নাস্তি, নাস্তি চেৎ অসৎ উৎপদ্যতে ইতি সৎকার্য্যবাদব্যাকোপঃ ইত্যাহ—"যদি চেতনং শুদ্ধমিতি"। পরিহরতি—"নৈষ দোষঃ" ইতি। কুতঃ? "প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ"। বিভজতে "প্রতিষেধমাত্রং হি ইদমি"তি। 'প্রতিপাদয়িষ্যতি' হি—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যত্র। যথা কার্য্যং স্বরূপেণ সদসত্ত্বাভ্যাং ন নির্বচনীয়ম্, অপিতু কারণরূপেণ শক্যং সত্ত্বেন নির্বক্তুম্ ইতি। 'এবং চ' কারণসত্তা এব কার্য্যস্য সত্তা, ন ততোঽন্যা ইতি কথং তদুৎপত্তেঃ প্রাক্ সতি কারণে ভবতি অসৎ? 'স্বরূপেণ তু' উৎপত্তেঃ প্রাক্ উৎপন্নস্য ধ্বস্তস্য বা সদসত্ত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যস্য ন সতঃ অসতো বা উৎপত্তিঃ—ইতি নির্বিষয়ঃ সৎকার্য্যবাদপ্রতিষেধঃ ইত্যর্থঃ ॥৭

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রাক্ উৎপত্তেঃ কারণস্য সত্ত্বাৎ তদভিন্নং কার্য্যং কথম্ অসৎ? অতঃ আহ—"ন কারণাদি"তি। যদুক্তং ন কারণাৎ কার্য্যম্ অভিন্নম্ ইতি, তত্রাহ—"প্রতিপাদয়িষ্যতি হি" ইতি। পৃথুবুধ্নোদরাকারাদিস্বরূপেণ কার্য্যং কারণাৎ ন ভিন্নং নাপি অভিন্নং, ন সৎ ন চ অসৎ, অতঃ তদ্রূপেণ সত্তা দুঃসাধ্যা ইত্যর্থঃ। ফলিতম্ আহ—"এবং চেতি"। ন কেবলম্ উৎপত্তেঃ প্রাগেব স্বরূপেণ কার্য্যস্য অসত্ত্বম্, অপিতু সর্ব্বদা ইত্যাহ—"স্বরূপেণ তু" ইতি।৭

ভামতীর অনুবাদ।

"অসৎ ইতি চেৎ ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ" ইহার অর্থ—কারণ হইতে কার্য্য অত্যন্ত অভিন্ন নহে; কারণ, যদি অত্যন্ত অভিন্ন হইত, তাহা হইলে কার্য্যের কার্য্যত্ব থাকে না, এবং কারণের ন্যায় কার্য্যেও কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হয়, অর্থাৎ কারণ নিজেই নিজের জনক হয় না বলিয়া তাহাতে যেমন কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বরূপ বিরুদ্ধ বৃত্তিদ্বয়ের সমাবেশ হয় না, কিন্তু যদি কারণ নিজেই নিজের জনক হইত, তবে কারণেও যেমন কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মত্বরূপ বিরুদ্ধবৃত্তি উপস্থিত হইত, সেইরূপ কার্য্য কারণ হইতে অত্যন্ত অভিন্ন হইলে কারণের ন্যায় কার্য্যেও কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বরূপ বিরুদ্ধ বৃত্তিদ্বয়ের সমাবেশ হইত; এবং কারণ শুদ্ধ ও কার্য্য অশুদ্ধ বলিয়া কার্য্যে শুদ্ধি ও অশুদ্ধিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সংসর্গাপত্তি হয়। আর যদি বল—কার্য্যরূপ জগৎ হইতে চৈতন্যস্বরূপ কারণের ভেদ আছে; তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে চিৎস্বরূপ কারণ থাকিলেও কার্য্য এই জগৎ থাকে না। যদি না থাকে, তাহা হইলে কার্য্য ছিল না, উৎপন্ন হইল—ইহাতে সৎকার্য্যবাদ ভঙ্গ হয়—ইহাই "যদি চেতনং শুদ্ধম্" এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। "নৈষ দোষ"—এই গ্রন্থদ্বারা ইহার পরিহার করিতেছেন। কেন? যেহেতু ইহা নিষেধমাত্র। "প্রতিষেধমাত্রং হি ইদম্" এই গ্রন্থদ্বারা বিবরণ করিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রে প্রতিপাদন করা হইবে যে, কার্য্য স্বরূপতঃ সৎ, কি অসৎ, তাহা স্থির করিয়া বলিবার যোগ্য নহে, কিন্তু কারণের ধর্ম্ম যে সত্ত্ব, তাহা দ্বারা স্থির করিয়া বলিতে পারা যায়। তাহা হইলে ইহাই হইল যে, কারণের সত্তাই কার্য্যের সত্তা, তাহা হইতে ভিন্ন নহে, অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ।৮ * [পূর্ব্বপক্ষ সূত্র]

ভামতীর অনুবাদ।

কারণ থাকিতে কার্য্য কি করিয়া অসৎ হয়? কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে, কিংবা উৎপন্ন অবস্থায় অথবা নাশের পর ঘটাদি কার্য্যবস্তু স্বরূপতঃ সৎ ও অসৎরূপে অনির্ব্বাচ্য বলিয়া অর্থাৎ স্থির করিত পারা যায় না বলিয়া সৎ বা অসৎ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। অতএব সৎকার্য্যবাদের প্রতিষেধ নির্ব্বিষয় হয়।৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্রাহ—যদি স্থৌল্যসাবয়বত্বাচেতনত্বপরিচ্ছিন্নত্বাশুদ্ধ্যাদিধর্ম্মকং কার্য্যং ব্রহ্মকারণম্ অভ্যুপগম্যেত, "তৎ অপীতৌ" প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্য্যং কারণাবিভাগম্ আপদ্যমানং কারণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েৎ ইতি অপীতৌ কারণস্যাপি ব্রহ্মণঃ কার্য্যস্য ইব অশুদ্ধ্যাদিরূপপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগৎকারণম্ ইতি অসমঞ্জসম্ ইদম্ ঔপনিষদং দর্শনম্। অপি চ সমস্তস্য বিভাগস্য অবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণাভাবাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভাগেন উৎপত্তিঃ ন প্রাপ্নোতি, ইতি "অসমঞ্জসম্"। অপি চ ভোক্তৃণাং পরেণ ব্রহ্মণা অবিভাগং গতানাং কর্ম্মাদিনিমিত্তপ্রলয়েঽপি পুনরুৎপত্তৌ অভ্যুপগম্যমানায়াং মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্। অথ ইদং জগদ্ অপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণা অবতিষ্ঠেত, এবমপি অপীতিশ্চ ন সম্ভবতি, কারণাব্যতিরিক্তং চ কার্য্যং ন সম্ভবতি ইতি অসমঞ্জসমেব ইতি ॥৮

ভাষ্যানুবাদ।

[সূত্রার্থ **অপীতৌ**—অপীতিতে অর্থাৎ প্রলয়সময়ে, **তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ** কার্য্যবৎ প্রসঙ্গ হয় বলিয়া **অসমঞ্জসম্** অসামঞ্জস্য হয়। অর্থাৎ শুদ্ধত্বাদি গুণযুক্ত ব্রহ্ম জগতের উপাদান—ইহা অসঙ্গত; কারণ, প্রলয়সময়ে কার্য্যের ন্যায় কারণ ব্রহ্মেরও অশুদ্ধত্বাদির সম্ভাবনা হয়।]

এই বিষয়ে বলিতেছেন অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই সিদ্ধান্তের উপর পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, যদি স্থূলত্ব, সাবয়বত্ব, অচেতনত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব (অর্থাৎ দেশ কাল ও বস্তুরদ্বারা খণ্ডিতভাব) এবং অশুদ্ধত্ব (অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিভাব) ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট কার্য্যকে ব্রহ্মকারণ বলিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া—স্বীকার কর, তাহা হইলে 'অপীতি'তে অর্থাৎ প্রলয়কালে সেই কার্য্য প্রতিসংসৃজ্যমান হইয়া অর্থাৎ যে ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার বিপরীতভাবে সংসৃষ্ট হইয়া কারণের সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়া কারণকে আত্মীয় ধর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ স্বগত দোষদ্বারা দূষিত করিবে, এই হেতু প্রলয়কালে উৎপন্ন জগৎরূপ কার্য্যের মত, জগৎকারণ ব্রহ্মও অশুদ্ধ ও অচেতন ইত্যাদি হইয়া পড়েন, এই হেতু এই ঔপনিষদ্দর্শন অসমঞ্জস হয়, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগতের কারণ, বেদান্তদর্শনের এই মত, অসঙ্গত হয়। **আরও এক কথা** এই যে, এই সমস্ত বিভাগের অবিভাগপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ এই বিচিত্র জগৎ প্রলয়কালে এক হইয়া যায় বলিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে নিয়মরূপ কারণের অভাববশতঃ, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সৃষ্টি হইবার জন্য অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র—অথবা আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি, রূপ এবং ইহা ভোক্তা, ইহা ভোগ্য—এইরূপ নিয়মেরও কোন কারণ না থাকায়, ইহা ভোক্তা ইহা ভোগ্য—এইরূপ বিভাগসহকারে উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব ইহা অসমঞ্জস অর্থাৎ অসঙ্গত। **আরও এক কথা**—সুখদুঃখাদিভোক্তা জীবগণ প্রলয়কালে পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, তাহাদের সুখদুঃখাদির নিমিত্ত পুণ্য ও পাপ নষ্ট যদি তাহাদের পুনর্জন্ম স্বীকার কর, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষগণেরও পুনর্জন্ম হইয়া পড়ে, অতএব তাহাও অসঙ্গত। **যদি বল**—প্রলয়কালেও এই জগৎ পরব্রহ্ম হইতে বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্ হইয়াই থাকে, তাহা হইলেও

* এটী আবার পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। কারণ, "ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ" এইটী ইহার পর সূত্র। এই পর সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ নিরাসসূচক "ন" পদ এবং "তু" পদ রহিয়াছে। আর প্রথমান্তপদ থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভ হয়, এতদনুসারে "অসমঞ্জসম্" এই প্রথমান্ত পদ থাকিতেও ইহা অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইল না। কারণ, ইহা বিষয়ান্তরের অবতারণা না করিয়া কেবল অসামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতেছে। অতএব পূর্ব্বপ্রস্তাবিত বিষয়েই সেই অসমাঞ্জস্য হওয়ায় ইহা আরব্ধ অধিকরণেই অঙ্গীভূত হইতেছে। সুতরাং দেখা গেল "সূত্রে প্রথমান্ত পদ থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভ হয়" ইহার ব্যতিক্রম পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিশ্রিতসূত্রে হয় এবং অধিকরণের বিচার্য্যবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া পৃথক্ সূত্র আবশ্যক হইলে হয়।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯

[সিদ্ধান্ত সূত্র]

ভাষ্যানুবাদ।

প্রলয় হওয়া সম্ভব হয় না। আর কারণ ব্যতিরিক্ত কার্য্যও সম্ভব হয় না, সুতরাং বেদান্তের এই সিদ্ধান্তও সম্ভব হয় না। অতএব ইহাও অসমঞ্জস অর্থাৎ অসঙ্গত ।৮

ভামতী।

অসামঞ্জস্যং বিভজতে—"অত্রাহ" চোদকঃ। "যদি স্থৌল্যে"তি। যথা হি যূষাদিষু হিঙ্গুসৈন্ধবাদীনাম্ অবিভাগলক্ষণো লয়ঃ স্বগতরসাদিভিঃ যূষং রূষয়তি এবং ব্রহ্মণি বিশুদ্ধ্যাদি-ধর্ম্মিণি জগৎ লীয়মানম্ অবিভাগং গচ্ছদ্ ব্রহ্ম স্বধর্ম্মেণ রূষয়েৎ। ন চ অন্যথা লয়ো লোকসিদ্ধঃ ইতি ভাবঃ। কল্পান্তরেণ অসামঞ্জস্যম্ আহ—"অপি চ সমস্তস্য" ইতি। ন হি সমুদ্রস্য ফেণোর্ম্মিবুদ্‌বুদাদিপরিণামে বা রজ্জ্বাং সর্পধারাদিবিভ্রমে বা নিয়মো দৃষ্টঃ। সমুদ্রো হি কদাচিৎ ফেনোর্ম্মিরূপেণ পরিণমতে, কদাচিৎ বুদ্‌বুদাদিনা, রজ্জ্বাং হি কশ্চিৎ সর্প ইতি বিপর্য্যস্যতি, কশ্চিৎ ধারেতি। ন চ ক্রমনিয়মঃ। সোঽয়ম্ অত্র ভোগ্যাদিবিভাগনিয়মঃ ক্রমনিয়মশ্চ অসমঞ্জস ইতি। কল্পান্তরেণ অসামঞ্জস্যম্ আহ—"অপি চ ভোক্তৄণামি"তি। কল্পান্তরং শঙ্কাপূর্ব্বম্ আহ—"অথ ইদমি"তি ।৮

বেদান্তকল্পতরু।

যূষঃ শাকরসঃ। রূষয়তি মিশ্রয়তি। নমু ঘটাদিলয়ে যথা মৃদো ন তত্তদ্রূষণম্ এবমিহ ইত্যতঃ আহ—"ন চান্যথে"তি। নিরন্বয়নদশা-নভ্যুপগমাদ্ ঈষদনুবর্ত্তমানস্য অন্যথা লয়ো ন লোকসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ।৮

ভামতীর অনুবাদ।

কতপ্রকার অসামঞ্জস্য অর্থাৎ অসঙ্গতি হয়, তাহাই পূর্ব্বপক্ষী—"অত্র আহ" গ্রন্থদ্বারা বিভাগ করিতেছেন। "যদি স্থৌল্য" ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—যেমন যূষ (ঝোল) প্রভৃতিতে হিং ও লবণ প্রভৃতির অবিভাগলক্ষণ লয় অর্থাৎ সংমিশ্রণরূপ বিনাশ স্বগত রসাদির অর্থাৎ নিজের রসাদির সহিত ঝোলকে রূষিত অর্থাৎ মিশ্রিত করে, সেইরূপ বিশুদ্ধি চৈতন্যাদিগুণযুক্ত ব্রহ্মে জগৎ লয় হইয়া অবিভাগ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মকে নিজগুণের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। অন্যপ্রকার লয় অর্থাৎ (নিরন্বয় বিনাশ) অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ, জগতে হয় না—ইহাই অভিপ্রায়। "অপি চ সমস্তস্য" এই গ্রন্থদ্বারা অন্যপ্রকার অসঙ্গতি বলিতেছেন। যেহেতু, সমুদ্রে ফেনা তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদাদিরূপে পরিণামে এবং রজ্জুতে সর্প বা জলধারাদির ভ্রমে কোন নিয়ম দেখা যায় না। কারণ, সমুদ্র কোন সময়ে ফেন ও তরঙ্গরূপে পরিণত হয়, কোন সময়ে বুদ্‌বুদাদিরূপে পরিণত হয়। রজ্জুতে কেহ সর্প বলিয়া কেহ বা জলধারা বলিয়া বিপর্য্যাস করে, অর্থাৎ ভ্রম করে। আর ক্রমের কোন নিয়ম নাই। এখানে সেই ভোক্তৃভোগ্যপ্রভৃতির নিয়ম এবং সৃষ্টিক্রমের নিয়মও অসঙ্গত হয়। "অপি চ ভোক্তৄণাং" এই গ্রন্থদ্বারা অন্য একপ্রকার অসঙ্গতি বলিতেছেন—"অথেদম্" এই গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কাপূর্ব্বক অন্য একপ্রকার অসঙ্গতি বলিতেছেন ।৮

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্রোচ্যতে—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯ *

'নৈব' অস্মদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদ্ অসামঞ্জস্যম্ অস্তি। যৎ তাবদ্ অভিহিতং কারণম্ অপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েৎ ইতি, তদ্ অদূষণম্। কস্মাৎ? "দৃষ্টান্ত-ভাবাৎ"। সন্তি হি দৃষ্টান্তাঃ, যথা কারণম্ অপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ ন দূষয়তি। তদ্ যথা শরাবাদয়ো মৃৎপ্রকৃতিকা বিকারা বিভাগাবস্থায়াম্ উচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিম্ অপিগচ্ছন্তো ন তাম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। রুচকাদয়শ্চ সুবর্ণ-বিকারা অপীতৌ ন সুবর্ণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। পৃথিবীবিকারঃ চতুর্ব্বিধো

* এই সূত্রটী সিদ্ধান্তসূত্র। "অপীতৌ" ইত্যাদি সূত্রে যে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে, ইহা তাহারই খণ্ডন। নকার দিয়া আরম্ভ করায় ইহা সিদ্ধান্ত সূত্র। পূর্ব্বসূত্রে প্রথমান্ত পদ থাকাতেও যে তাহা অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হয় নাই, তাহার কারণ ইহাতে নকার দিয়া আরম্ভ করিয়া তাহার নিষেধ করিতেছে।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভূতগ্রামঃ ন পৃথিবীম্ অপীতৌ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজতি। ত্বৎপক্ষস্য তু ন কশ্চিৎ দৃষ্টান্তঃ অস্তি, অপীতিরেব হি ন সম্ভবেৎ যদি কারণে কার্য্যং স্বধর্ম্মেণ অবতিষ্ঠেত। অনন্যত্বেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ কার্য্যস্য কারণাত্মত্বং, ন তু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বম্—

"......আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪) ইতি—

বক্ষ্যামঃ, অত্যল্পং চ ইদম্ উচ্যতে—কার্য্যম্ অপীতৌ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ কারণং সংসৃজেদিতি। স্থিতাবপি সমানোঽয়ং প্রসঙ্গঃ, কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বাভ্যুপগমাৎ।

"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (বৃঃ ২।৪।৬) আত্মৈবেদং সর্ব্বং (ছাঃ ৭।২৫।২)

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ (মুঃ ২।২।১১) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছাঃ ৩।১৪।১) ইতি—

এবমাদিভিঃ হি শ্রুতিভিঃ অবিশেষেণ ত্রিষপি কালেষু কার্য্যস্য কারণানন্যত্বং শ্রাব্যতে। তত্র যঃ পরিহারঃ কার্য্যস্য তদ্ধর্ম্মাণাং চ অবিদ্যাধ্যারোপিতত্বাৎ ন তৈঃ কারণং সংসৃজ্যতে ইতি অপীতাবপি সঃ সমানঃ।১

ভাষ্যানুবাদ।

এ বিষয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষী যাহা বলিলেন, সে বিষয়ে, উত্তর দেওয়া হইতেছে—"ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ"। "ন" অর্থ—না "তু" অর্থ এব, অর্থাৎ "ই" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অসামঞ্জস্য নাইই, কারণ—"দৃষ্টান্তভাবাৎ" অর্থাৎ দৃষ্টান্ত থাকায়।

আমাদের দর্শনে অর্থাৎ উপনিষদ্ দর্শনে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই। তুমি যে বলিয়াছিলে যে, "কার্য্য অর্থাৎ জগৎ কারণে অর্থাৎ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া কারণকে নিজের ধর্ম্মদ্বারা দূষিত করিবে", তাহা দোষ নহে। কেননা "দৃষ্টান্তভাব" আছে, অর্থাৎ তাহার দৃষ্টান্ত আছে—অর্থাৎ কার্য্য কারণে লয় হইয়া কারণকে নিজ ধর্ম্মদ্বারা দূষিত করে না, ইহাতে বহু দৃষ্টান্ত আছে, যথা—মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন শরাবাদি বিকার অর্থাৎ কার্য্য সকল বিভাগাবস্থায় অর্থাৎ স্থিতিকালে উচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদরূপ হইয়া অর্থাৎ উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ও মাঝামাঝিভাবে নানারূপ হইয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিতে অর্থাৎ কারণে লয় হইয়া সেই প্রকৃতিকে অর্থাৎ কারণকে নিজধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট করে না, এবং যেমন রুচক অর্থাৎ কণ্ঠহার প্রভৃতি সুবর্ণবিকার অর্থাৎ সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার সকল অপীতি-কালে অর্থাৎ বিনাশকালে সুবর্ণকে নিজ ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট করে না, এবং পৃথিবীর বিকার যে চারিপ্রকার ভূতগ্রাম অর্থাৎ দেহসমূহ অর্থাৎ (জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি) বিনাশকালে পৃথিবীকে নিজ নিজ ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট করে না, ইত্যাদি। কিন্তু তোমার পক্ষে কোন দৃষ্টান্ত নাই, কারণ, যদি কার্য্য নিজ ধর্ম্মের সহিত কারণে থাকিত, তাহা হইলে প্রলয়ই সম্ভব হইত না। "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রে বলিব যে, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব হইলেও অর্থাৎ অভেদ হইলেও কার্য্য কারণস্বরূপ হয়, কিন্তু কারণ কার্য্যস্বরূপ নহে। বস্তুতঃ প্রলয়কালে কার্য্য কারণকে নিজ ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট করিয়া দেয়, ইহা অতি অল্প অর্থাৎ সামান্য কথা। কারণ, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব অর্থাৎ অভেদ স্বীকার করা হয় বলিয়া স্থিতিকালেও এই প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তি সমান হয়, অর্থাৎ কার্য্য কারণকে সংসৃষ্ট করিয়া দেয়।

"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা (বৃঃ ২।৪।৬) এই সকল বস্তুই এই আত্মা"

"আত্মৈবেদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৭।২৫।২) আত্মাই এই সকল বস্তু।

"ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং পুরস্তাৎ"(মুঃ ২।২।১১) পূর্ব্বদিকে ইহা ব্রহ্ম নহে বলিয়া অজ্ঞজনের যাহা মনে হয় সেই সবই এই অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুরহিত ব্রহ্মই জানিবে।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৭।১৪।১) এই সবই ব্রহ্ম—

এই শ্রুতিগণ কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব অর্থাৎ অভেদ নির্ব্বিশেষভাবে তিন কালেই অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কালেই শুনাইয়া দিতেছে। সেখানে এই দোষের যে পরিহার, অর্থাৎ কার্য্যের দ্বারা বা কার্য্যের ধর্ম্মের দ্বারা কারণ যে সংসৃষ্ট হয় না—এইরূপ যে প্রতিপাদন, তাহা কার্য্য ও তাহার ধর্ম্মসকল অবিদ্যাবশতঃ কল্পিত হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব প্রলয়কালেও তাহা সমান জানিবে। [অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া যখন স্থিতি-কালেও কার্য্যদোষ কারণে সংক্রামিত হয় না, তখন প্রলয়কালেও যে তাহা হয় না, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?]

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

সিদ্ধান্তসূত্রং—"ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ"। ন অবিভাগমাত্রং লয়ঃ, অপি তু কারণে কার্য্যস্য অবিভাগঃ। তত্র চ তদ্ধর্ম্মারূষণে সন্তি সহস্রং দৃষ্টান্তাঃ। তব তু কারণে কার্য্যস্য লয়ে কার্য্য-ধর্ম্মরূষণে ন দৃষ্টান্তলবোঽপি অস্তি, ইত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। যদি কার্য্যস্য অবিভাগঃ কারণে, কথং কার্য্যধর্ম্মারূষণং কারণস্য? ইত্যত আহ—"অনন্যত্বেঽপি" ইতি। যথা রজতস্য আরোপি-তস্য পারমার্থিকং রূপং শুক্তিঃ, ন চ শুক্তিঃ রজতম্, এবম্ ইদমপি ইত্যর্থঃ। অপি চ স্থিত্যুৎপত্তি-প্রলয়কালেষু ত্রিষু অপি কার্য্যস্য কারণাৎ অভেদম্ অভিদধতী শ্রুতিঃ অনতিশঙ্কনীয়া সর্ব্বৈরেব বেদবাদিভিঃ, তত্র স্থিত্যুৎপত্ত্যোঃ যঃ পরিহারঃ, স প্রলয়েঽপি সমানঃ, কার্য্যস্য অবিদ্যা-সমারোপিতত্বং নাম। তস্মাৎ ন অপীতিমাত্রম্ অনুযোজ্যম্ ইত্যাহ—"অত্যল্পং চ ইদম্ উচ্যতে" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

৯। নিরন্বয়নাশবাদিনঃ কার্য্যধর্ম্মারূষণং কারণে স্যাৎ ন তব ইতি যাশঙ্কতে—"স্যাদেতদি"তি। কার্য্যস্য কারণতাবন্মাত্রত্বাৎ কারণানুবৃত্ত্যা সান্বয়নাশোক্তিঃ আকস্মিকী ইত্যাহ—"যথা রজতস্যে"তি॥

ভামতীর অনুবাদ। কার্য্যধর্ম্মদ্বারা কারণ দুষ্ট হয় না।

"ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ" এটি সিদ্ধান্তসূত্র। অবিভাগ মাত্রই লয় নহে, কিন্তু কারণে কার্য্যের অবিভাগই "লয়"। আর তাহাতে অর্থাৎ কারণে কার্য্যগত ধর্ম্মের রূষণ অর্থাৎ মিশ্রণ না হওয়ার পক্ষে হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু তোমার মতে কারণে কার্য্যের লয়ে কারণে কার্য্যগত ধর্ম্মের মিশ্রণ হয়, ইহাতে একটীও দৃষ্টান্ত নাই, ইহাই অর্থ। আচ্ছা, যদি কারণে কার্য্যের অবিভাগ হয়, তাহা হইলে কার্য্যগত ধর্ম্মের সহিত কারণের অমিশ্রণ হইবে কেন? এইজন্য অনন্যত্বেঽপি ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, যথা শুক্তি-রজতস্থলে আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত রজতের যথার্থস্বরূপ শুক্তি, অথচ শুক্তি রজত নহে; ইহাও সেইরূপ।

আরও এককথা—বেদ বলিতেছেন যে, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিন কালেই কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন, এই শ্রুতি সকলবেদবাদীর পক্ষেই, অর্থাৎ যাঁহারা বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষেই, অতিশঙ্কা করা অর্থাৎ অধিক শঙ্কা করা উচিত নহে। তাহার মধ্যে স্থিতি ও উৎপত্তিকালে কার্য্যধর্ম্ম কারণকে দূষিত করে, এই দোষনিবারণের যাহা উপায়, তাহা প্রলয়েও সমান; যেহেতু কার্য্যপদার্থ অবিদ্যাবশতঃ কল্পিত। অতএব কেবল প্রলয়কালই আপত্তির বিষয় নহে, এই কথা "অত্যল্পং চেদমুচ্যতে" এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অস্তি চ অয়ম্ অপরো দৃষ্টান্তঃ, যথা স্বয়ংপ্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষ্বপি কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে, অবস্তুত্বাৎ, এবং পরমাত্মাপি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে ইতি। যথা চ স্বপ্নদৃক্ একঃ স্বপ্নদর্শনমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে ইতি, প্রবোধসংপ্রসাদয়োঃ অনন্বাগতত্বাৎ। এবম্ অবস্থাত্রয়সাক্ষী একঃ অব্যভিচারী অবস্থাত্রয়েণ ব্যভিচারিণা ন সংস্পৃশ্যতে। মায়ামাত্রং হি এতৎ যৎ পরমাত্মনঃ অবস্থাত্রয়াত্মনা অবভাসনং রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবেন ইতি। অত্রোক্তং বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিদ্ভিঃ আচার্য্যৈঃ—

"অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা" (গৌড়পাঃ কারিঃ ১।১৬) ইতি।

তত্র যদুক্তং অপীতৌ কারণস্যাপি কার্য্যস্যেব স্থৌল্যাদিদোষপ্রসঙ্গঃ ইতি এতদ্ অযুক্তম্। যৎ পুনঃ এতদুক্তং সমস্তস্য বিভাগস্য অবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনর্বিভাগেন উৎপত্তৌ নিয়ম-কারণং ন উপপদ্যতে ইতি। অয়মপি অদোষঃ; দৃষ্টান্তভাবাদেব। যথা হি সুষুপ্তি-সমাধ্যাদাবপি সত্যাং স্বাভাবিক্যাম্ অবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যাজ্ঞানস্য অনপোদিতত্বাৎ পূর্ব্ববৎ পুনঃ প্রবোধে বিভাগো ভবতি, এবম্ ইহাপি ভবিষ্যতি। শ্রুতিশ্চ অত্র ভবতি—

"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি", (ছাঃ উঃ ৬।৯।২)

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ।৯] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি" (ছাঃ উঃ ৬।৯।৩) ইতি।

যথা হি অবিভাগেঽপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবৎ অব্যাহতঃ স্থিতো দৃশ্যতে, এবম্ অপীতাবপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধৈব বিভাগশক্তিঃ অনুমাস্যতে। এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ, সম্যগ্‌জ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানস্য অপোদিতত্বাৎ। যঃ পুনঃ অয়ম্ অন্তে অপরো বিকল্প উৎপ্রেক্ষিতঃ অথ ইদং জগদ্ অপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণা অবতিষ্ঠেত ইতি, সোঽপি অনভ্যুপগমাদেব প্রতিষিদ্ধঃ। তস্মাৎ সমঞ্জসম্ ইদম্ ঔপনিষদং দর্শনম্।৯

ভাষ্যানুবাদ। কার্য্যধর্ম্মদ্বারা কারণ দুষ্ট না হইবার অপর দৃষ্টান্ত।

কার্য্য কারণে লয় হইলেও যে কারণকে দূষিত করে না,—ইহার আরও একটী দৃষ্টান্ত আছে; যথা,—যেমন মায়াবী নিজের প্রসারিত মায়ার দ্বারা কোন কালেই লিপ্ত হয় না; কারণ, তাহা অবস্তু, অর্থাৎ কিছুই নহে। এইরূপ পরমাত্মাও সংসারমায়াদ্বারা অর্থাৎ যে মায়ার দ্বারা সংসার হইয়াছে, সেই মায়ায় লিপ্ত হন না। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা কোনও একব্যক্তি, স্বপ্নদর্শনমায়ার দ্বারা অর্থাৎ স্বপ্নকালের দৃষ্ট মায়াদ্বারা লিপ্ত হন না; কারণ, প্রবোধ ও সম্প্রসাদে অর্থাৎ জাগরণ ও সুষুপ্তি—এই উভয়কালে মায়া অনন্বাগত হয়, অর্থাৎ আত্মা উভয়কালে থাকিলেও মায়া ঐ উভয়কালে বর্ত্তমান থাকে না, এইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী ও অব্যভিচারী, অর্থাৎ যাঁহার কোন কালেই অভাব হয় না, এমন একজন, অর্থাৎ সেই পরমাত্মা, ব্যভিচারী অর্থাৎ যাহা চিরস্থায়ী নহে—এইরূপ অবস্থাত্রয়দ্বারা অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়দ্বারা লিপ্ত হন না। রজ্জুর সর্পাদিভাবে প্রতীতি যেমন মায়ামাত্র, সেইরূপ পরমাত্মার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিন অবস্থারূপে যে অবভাস অর্থাৎ প্রতীতি তাহাও মায়ামাত্র, অর্থাৎ কল্পনামাত্র ভিন্ন কিছুই নহে। এবিষয়ে বেদান্তার্থের সম্প্রদায়বিৎ আচার্য্য ভগবান্ গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥" (গৌড়পাঃ কারিঃ ১।১৬)

অর্থাৎ অনাদি মায়াকর্ত্তৃক নিদ্রিত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়, অর্থাৎ গুরুদত্ত উপদেশ পাইয়া, পূর্ণজ্ঞান লাভ করে, তখন অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অনিদ্র অর্থাৎ প্রলয়রহিত ও অস্বপ্ন অর্থাৎ স্থিতিরহিত অদ্বয় আত্মাকে জানিতে পারে। এবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছিলেন—কার্য্যের অর্থাৎ জগতের যেমন স্থূলত্ব অচেতনত্ব প্রভৃতি দোষ আছে, প্রলয়কালে কারণের অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐ সকল দোষ হইয়া পড়ে ইত্যাদি, তাহা ঠিক্ নহে। আরও যে বলিয়াছেন—সমস্ত বিভাগের অবিভাগপ্রাপ্তি হওয়ায় অর্থাৎ সমস্ত বিভিন্ন পদার্থ এক হইয়া যায় বলিয়া, পুনর্ব্বার পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হওয়ার পক্ষে নিয়মের কোন কারণ থাকা উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না, ইত্যাদি—তাহাও দোষ নহে। কারণ, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। যেমন নিদ্রা ও সমাধি প্রভৃতি অবস্থাতেও স্বাভাবিক অবিভাগ প্রাপ্তি হইলে, অর্থাৎ সে সময় স্বভাবতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যাভূত অজ্ঞান অনপোদিত হয় বলিয়া অর্থাৎ বাধিত হয় না বলিয়া পূর্ব্বের মত পুনর্ব্বার জাগরণ হইলে বিভাগ হইয়াই থাকে, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি জন্মে। এইরূপ এখানেও হইবে। এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে, যথা—

"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে ইতি" (ছাঃ উঃ ৬।৯।২)

"ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি।" (ছাঃ উঃ ৬।৯।২,৩)

অর্থাৎ এই জীব সকল (সুষুপ্তিকালে) সৎস্বরূপ ব্রহ্মে এক হইয়া গিয়া জানিতে পারে না যে, আমরা সৎস্বরূপব্রহ্মে এক হইয়া গিয়াছি, অতএব সেই নিদ্রিত ব্যক্তিগণ নিদ্রার পূর্ব্বে জাগরণকালে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, (নেকড়েবাগ) শূকর, পোকা, পতঙ্গ, ডাঁশ, মশক, ইত্যাদি যাহা যাহা থাকে, পুনর্জাগরণ কালে তাহা তাহাই হয়। যেমন সুষুপ্তি অবস্থাতে যাবতীয় কার্য্যপদার্থ পরমাত্মাতে অবিভাগ প্রাপ্ত হইলেও মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধ

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

স্বপক্ষদোষাচ্চ।১০

[সিদ্ধান্ত সূত্র]

ভাষ্যানুবাদ। মুক্ত পুরুষের পুনরুৎপত্তি শঙ্কা বারণ।

বিভাগব্যবহার অর্থাৎ পুনর্জাগরণকালে মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত বিভাগের ব্যবহার স্বপ্নের ন্যায় অব্যাহত থাকে,—দেখা যায়, তদ্রূপ অপীতিকালে অর্থাৎ প্রলয়সময়েও মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধা বিভাগশক্তি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানজন্যা বিভাগশক্তি অনুমান করা হইবে। এতদ্দ্বারা মুক্তগণের পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গও প্রত্যুক্ত হইল, অর্থাৎ খণ্ডিত হইল। যেহেতু সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান অপোদিত অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। আর যে শেষকালে আর একটী-বিকল্প উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আর একটী আপত্তি করা হইয়াছিল, যথা—এই জগৎ অপীতিকালে অর্থাৎ প্রলয়-কালে বিভক্তরূপেই পরব্রহ্মের সহিত অবস্থান করে—ইত্যাদি, তাহাও অনভ্যুপগমবশতঃই—প্রতিবিদ্ধ হইল। অর্থাৎ বিভাগ সত্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না বলিয়াই তাহাও নিরস্ত হইল। অতএব এই ঔপনিষদ্ দর্শন অর্থাৎ জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদটী—সমঞ্জসই হইতেছে। অর্থাৎ ইহাতে কোন অসঙ্গতি নাই। (৯ম সূত্র)

ভামতী।

"অস্তি চ অয়ম্ অপরো দৃষ্টান্তঃ"। "যথা চ স্বপ্নদৃগ্ এক" ইতি। 'লৌকিকঃ পুরুষঃ'। "এবম্ অবস্থাত্রয়সাক্ষী এক" ইতি। অবস্থাত্রয়ম্—উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়াঃ। কল্পান্তরেণ অসামঞ্জস্যে কল্পান্তরেণ দৃষ্টান্তভাবং পরিহারম্ আহ—"যৎ পুনঃ এতৎ উক্তম্" ইতি। অবিদ্যাশক্তেঃ নিয়তত্বাৎ উৎপত্তিনিয়ম ইত্যর্থঃ। "এতেন" ইতি। মিথ্যাজ্ঞানবিভাগশক্তিপ্রতিনিয়মেন "মুক্তানাং পুনরুৎ-পত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ", কারণাভাবে কার্য্যাভাবস্য প্রতিনিয়মাৎ। তত্ত্বজ্ঞানেন চ সশক্তিক-মিথ্যাজ্ঞানস্য সমূলঘাতং নিহতত্বাৎ ইতি।৯

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"লৌকিকঃ পুরুষো" জীবঃ। অতশ্চ ন সাধ্যসমত্বম্ ইত্যর্থঃ। জগৎকারণস্য জাগ্রদ্দৃষ্টান্তভাবাৎ ব্যাচষ্টে--"উৎপত্তি" ইতি।৯

ভামতীর অনুবাদ। ভাষ্যব্যাখ্যা।

"অস্তি চ অয়ম্ অপরো দৃষ্টান্তঃ" এইবার এই ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। এই দৃষ্টান্তমধ্যে "যথা চ স্বপ্নদৃক্ এক"--অর্থ "স্বপ্নদর্শী কোন ব্যক্তি" এই বলিয়া কোন লৌকিক পুরুষ অর্থাৎ কোন জীবকে লক্ষ্য করিতেছেন। "অবস্থাত্রয়সাক্ষী একঃ" এই ভাষ্যবাক্যের অবস্থাত্রয়শব্দের অর্থ—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়। পূর্ব্বপক্ষবাদী কল্পান্তরদ্বারা অর্থাৎ অন্যপ্রকারে যে অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছিলেন, তাহার পরিহার "যৎ পুনঃ এতদ্ উক্তম্" এই গ্রন্থে কল্পান্তরদ্বারা অর্থাৎ অন্যপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরিহার করিতেছেন। ইহার অর্থ—অবিদ্যাশক্তি নিয়ত হওয়ায় উৎপত্তির নিয়ম হয়, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হইল। "এতেন" পদের অর্থ—মিথ্যাজ্ঞান ও বিভাগশক্তির প্রতিনিয়মবশতঃ, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান থাকিলে বিভাগশক্তি থাকে, আর মিথ্যাজ্ঞানের নাশে বিভাগশক্তির নাশ হয়, এজন্য মুক্তপুরুষগণের পুনরুৎপত্তির আপত্তি নিরস্ত হইল। তাহার হেতু, কারণ না থাকিলে কার্য্য থাকে না, এই একটী প্রতিনিয়ম আছে এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শক্তির সহিত মিথ্যাজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হয়।৯

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বপক্ষদোষাচ্চ।১০ *

স্বপক্ষে চ এতে প্রতিবাদিনঃ সাধারণা দোষাঃ প্রাদুঃষ্যুঃ। কথমিতি? উচ্যতে। যৎ তাবৎ অভিহিতং বিলক্ষণত্বাৎ নেদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ ইতি, প্রধানপ্রকৃতিকতায়াম্ অপি সমানম্ এতৎ। শব্দাদিহীনাৎ প্রধানাৎ শব্দাদিমতো জগত উৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ। অতএব চ বিলক্ষণকার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ সমানঃ প্রাগুৎপত্তেঃ অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ। তথা অপীতৌ কার্য্যস্য কারণাবিভাগাভ্যুপগমাৎ তদ্বৎপ্রসঙ্গোঽপি সমানঃ। তথা মৃদিতসর্ব্ববিশেষেষু বিকারেষু অপীতৌ অবিভাগাত্মতাং গতেষু ইদম্ অস্য পুরুষস্য উপাদানম্ ইদম্ অস্য ইতি প্রাক্ প্রলয়াৎ প্রতিপুরুষং যে নিয়তা ভেদা ন তে তথৈব পুনরুৎপত্তৌ নিয়ন্তুং শক্যন্তে। কারণাভাবাৎ। বিনৈব কারণেন নিয়মে অভ্যুপগম্যমানে কারণাভাবসাম্যাৎ মুক্তানামপি

* এটীও সিদ্ধান্তসূত্র। যেহেতু চকার দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তসূত্রের অর্থের জন্য যুক্তিদ্বারা পুষ্টিসাধন করিতেছে। প্রথমান্ত পদ না থাকায় অধিকরণের আরম্ভকও হইল না।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্বপক্ষদোষাচ্চ।১০]

শাঙ্করভাষ্যম্।

পুনর্বন্ধপ্রসঙ্গঃ। অথ কেচিৎ ভেদা অপীতৌ অবিভাগম্ আপদ্যন্তে, কেচিৎ ন, ইতি চেৎ? যে ন আপদ্যন্তে তেষাং প্রধানকার্য্যত্বং ন প্রাপ্নোতি। ইত্যেবম্ এতে দোষাঃ সাধারণত্বাৎ ন অন্যতরস্মিন্ পক্ষে চোদয়িতব্যা ভবন্তি—ইতি অদোষতামেব এষাং দ্রঢ়য়তি, অবশ্যা-শ্রয়িতব্যত্বাৎ।১০

ভাষ্যানুবাদ। সাংখ্যমতেও কার্য্যদোষ কারণে হয়।

[সূত্রার্থ—"চ" অর্থ—আরও; "স্বপক্ষদোষাৎ" অর্থ—স্বপক্ষের দোষপ্রযুক্ত, অর্থাৎ বেদান্তপক্ষে উদ্ভাবিত দোষগুলি সাংখ্যপক্ষে প্রযুক্ত হয় বলিয়া প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অনুপপত্তিরূপ যে দোষ, এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের অসত্ত্বপ্রসঙ্গরূপ যে দোষ এবং প্রলয়কালেও কার্য্যগতধর্ম্মের কারণে সংক্রমণরূপ যে দোষ, সাংখ্য-কর্ত্তৃক ব্রহ্মকারণতাবাদী বেদান্তীর উপর উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেই সকল দোষ সাংখ্যপক্ষেও সমান। যেহেতু শব্দাদিহীন যে প্রধান, সেই প্রধান হইতে শব্দাদিযুক্ত এই বিলক্ষণ জগতের উৎপত্তি সাংখ্যমতেও স্বীকার করা হয়, ইত্যাদি।]

আর প্রতিবাদীর স্বপক্ষে এই দোষগুলি সাধারণরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল দোষ উদ্‌ভাবন করা হইয়াছে, তাহা উভয়পক্ষেই সমান, অতএব সাংখ্যের পক্ষেও এই সকল দোষ হইতে পারে। যদি বল—কেন? তবে বলিতেছি—বিলক্ষণত্বপ্রযুক্ত এই জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে—এই যে বলা হইয়াছিল, অর্থাৎ সাংখ্য যে বলিয়াছিলেন যে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা প্রধানপ্রকৃতিকতাতেও সমান, অর্থাৎ প্রধানকে জগৎকারণ বলিলেও এই দোষ সমান হয়; কারণ, শব্দাদিবিহীন প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি অভ্যুপগম করা হয়, অর্থাৎ সাংখ্য ইহা স্বীকার করেন। আর এই জন্যই, অর্থাৎ বিলক্ষণ কার্য্যোৎপত্তির অভ্যুপগম করায়—স্বীকার করায় উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎকার্য্যবাদের আপত্তি সাংখ্যপক্ষেও সমান। সেইরূপ অপীতিতে অর্থাৎ প্রলয়ে কার্য্যের সহিত কারণের অবিভাগ অভ্যুপগম করায়—স্বীকার করায়, তদ্বৎ-প্রসঙ্গও সমানই হয়, অর্থাৎ কার্য্যগত দোষে কারণের দূষিত হওয়া রূপ আপত্তি সাংখ্যপক্ষেও সমানই হয়। সেইরূপ যে বিকারসমূহের সর্ব্বপ্রকার বিশেষ মৃদিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা প্রলয়কালে অবিভাগাত্মতা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অবিভক্তস্বরূপ হইলে, 'ইহা এই ব্যক্তির উপাদান' অর্থাৎ সুখদুঃখাদির কারণ পুণ্যপাপাদি, এবং 'ইহা এই ব্যক্তির' এইরূপ প্রলয়ের পূর্ব্বে প্রতিপুরুষের যে সকল নিয়ত ভেদ ছিল, তাহারা পুনর্ব্বার উৎপত্তি কালে সেই পুরুষদিগকে সেই প্রকারেই নিয়মিত করিতে পারে না; যেহেতু কারণের অভাব ঘটে। অর্থাৎ প্রলয়কালে জাগতিক সকল পদার্থ লয় হইয়া যায় বলিয়া পাপপুণ্য প্রভৃতি কোন জন্যপদার্থ না থাকায় পুনঃ-সৃষ্টিকালে কোন জীবেরই নিজ নিজ পাপপুণ্যভোগের সম্ভাবনা হয় না। আর কারণ অর্থাৎ পাপপুণ্য ব্যতীতও যদি নিয়ম স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কারণাভাবের সাম্যবশতঃ মুক্তপুরুষগণেরও পুনর্ব্বার সংসারবন্ধনের আপত্তি হইয়া পড়ে।

আর যদি এরূপ বল—প্রলয়কালে কতিপয় বিভিন্ন পদার্থ অবিভাগ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ একীভূত হইয়া যায়, এবং কতিপয় পদার্থ একীভূত হয় না; তাহা হইলে, যাহারা অবিভাগ প্রাপ্ত হয় না, তাহারা আর প্রধানকার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাহারা আর প্রকৃতির কার্য্য হইতে পারে না। এই প্রকারে এই সকল দোষ উভয়পক্ষে সাধারণ বলিয়া কোন এক পক্ষে আশঙ্কা করা উচিত নহে। আর এই প্রকারে এ গুলি যে দোষ নহে, ইহাই দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন। যেহেতু, ইহারা অবশ্যই আশ্রয়ণীয়।১০ম সূত্র।

ভামতী।

[স্বপক্ষদোষাচ্চ।] কার্য্যকারণয়োঃ বৈলক্ষণ্যং তাবৎ সমানমেব উভয়োঃ পক্ষয়োঃ। প্রাগুৎপত্তেঃ অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গশ্চ প্রধানোপাদানপক্ষে এব, ন অস্মৎপক্ষে ইতি, যদ্যপি উপরিষ্টাৎ প্রতিপাদয়িষ্যামঃ তথাপি গুড়জিহ্বিকয়া সমানত্বাপাদনম্ ইদানীম্ ইতি মন্তব্যম্। ইদম্ অস্য পুরুষস্য সুখদুঃখোপাদানং ক্লেশকর্ম্মাশয়াদি। "ইদম্ অস্য" ইতি। সুগমম্ অন্যৎ।১০

বেদান্তকল্পতরুঃ।

১০। "উপরিষ্টাদি"তি। অনন্তর এব শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণপূর্ব্বপক্ষে।১০

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেব-মপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১

[সিদ্ধান্ত সূত্র]

ভামতীর অনুবাদ। ভাষ্যব্যাখ্যা।

কার্য্য ও কারণের বৈলক্ষণ্য—প্রধানকারণতাবাদ এবং ব্রহ্মকারণতাবাদ—এই উভয় পক্ষেরই সমান। উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গ অর্থাৎ কার্য্য না থাকার আপত্তি এবং প্রলয়ে তদ্বৎপ্রসঙ্গ অর্থাৎ কার্য্যধর্ম্মের কারণে সংমিশ্রণের আপত্তি, বস্তুতঃ প্রধানকারণবাদের পক্ষেই হয়, আমাদের পক্ষে হয় না। ইহা যদিও উপরিষ্টাৎ অর্থাৎ পরে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে, তাহা হইলেও "গুড়জিহ্বিকা" ন্যায়ে অর্থাৎ বালকের জিহ্বায় গুড়সংযোগে রুচি উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ তিক্ত ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় এক্ষণে উভয়কে সমান বলিয়া স্বীকার করিলেন—বুঝিতে হইবে। **ইদম্ অস্য পুরুষস্য উপাদানম্** ইহার অর্থ—এই ব্যক্তির ইহা উপাদান, অর্থাৎ এই ব্যক্তির সুখ-দুঃখাদির উপাদান। আর এই উপাদান শব্দের অর্থ—ক্লেশ, কর্ম্ম ও আশয় † প্রভৃতি কারণ এবং **ইদম্ অস্য** অর্থাৎ ইহা এই ব্যক্তির উপাদান, ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির সুখদুঃখাদির কারণ যে ক্লেশ, কর্ম্ম ও আশয়প্রভৃতি, তাহা পৃথক্ পৃথক্ই থাকে। এতদ্ভিন্ন ভাষ্য অনায়াসে বুঝা যাইবে।১০

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতশ্চ ন আগমগম্যে অর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যম্, যস্মাৎ নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাঃ তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথাহি কৈশ্চিৎ অভিযুক্তৈঃ যত্নেন উৎপ্রেক্ষিতাঃ তর্কা, অভিযুক্ততরৈঃ অন্যৈঃ আভাস্যমানা দৃশ্যন্তে। তৈরপি উৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তঃ ততঃ অন্যৈঃ আভাস্যন্তে ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যম্ আশ্রয়িতুম্, পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ। অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যস্য কপিলস্য চ অন্যস্য বা সম্মতঃ তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি আশ্রীয়েত। এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব ; প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যানুমতানামপি তীর্থকরাণাং কপিলকণভুক্প্রভৃতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। স্বাধীনতর্কের প্রতিষ্ঠা নাই।

[সূত্রার্থ—**"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ অপি"** অর্থাৎ তর্কের অপ্রতিষ্ঠানপ্রযুক্তও সমন্বয়বিরোধের শঙ্কা করা উচিত নহে। **"অন্যথানুমেয়ম্ ইতি চেৎ"** অন্য প্রকারে অনুমেয় হয় বলিলে, অর্থাৎ যাহাতে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা-দোষ না হয়, সে প্রকারে সমন্বয়বিরোধ অনুমান করিব। যদি বল **এবমপি** অর্থাৎ এরূপ হইলেও **"অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ"** অর্থাৎ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ মুক্ত হয় না, অথবা অন্য স্মৃতির সহিত বিরোধপ্রযুক্ত তত্ত্বনির্ণয়ের অভাবে মোক্ষ হয় না।]

এই কারণেও অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ কারণেও বেদপ্রতিপাদ্যবিষয়ে কেবল তর্কদ্বারা প্রত্যবস্থান করা অর্থাৎ বিরোধ করা উচিত নহে। কারণ, নিরাগম অর্থাৎ যে তর্কের মূলে বেদপ্রমাণ নাই, সে তর্ক কেবল পুরুষের উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ কল্পনাবশতঃই হইয়া থাকে, অতএব তাহা অপ্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, উৎপ্রেক্ষার অঙ্কুশ নাই অর্থাৎ কল্পনার নিয়ামক নাই। যেহেতু কোনও অভিযুক্ত অর্থাৎ বিখ্যাত পণ্ডিতকর্ত্তৃক বিশেষ যত্নপূর্ব্বক উৎপ্রেক্ষিত অর্থাৎ উদ্ভাবিত তর্ক, তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক তর্কাভাস বলিয়া প্রতিপাদিত হয়—দেখা যায়। আবার তাঁহাদের দ্বারাও যে তর্ক উৎপ্রেক্ষিত হয়, তাহা অন্য পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক দুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অতএব তর্কের প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করিতে পারা যায় না। ইহার কারণ, পুরুষের মতিবৈরূপ্য, অর্থাৎ

---

† ক্লেশকর্ম্ম প্রভৃতির পরিচয় পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

* এটীও সিদ্ধান্ত সূত্র। ইহার "ইতি চেৎ" পর্য্যন্ত অংশ পূর্ব্বপক্ষ, অবশিষ্ট অংশ সিদ্ধান্তপক্ষ। ইহার মধ্যে প্রথমান্ত পদ থাকিলেও ইহা অধিকরণারম্ভক হইল না। কারণ, অধিকরণশেষের পর অথবা পাদ বা অধ্যায়শেষের পর এরূপ "ইতি চেৎ" ঘটিত সূত্রে প্রথমান্ত পদ থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভক হয়, নচেৎ নহে ; যেমন এই অধ্যায়ের প্রথম সূত্রটী, অথবা ১ম অধ্যায় ৪র্থ পাদ প্রথম সূত্রটী। রামানুজভাষ্যে "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি" একটী সূত্র এবং অবশিষ্ট অংশটী অপর সূত্র। কিন্তু "অন্যথানুমেয়ম্" ইত্যাদি অংশ ভিন্নবিষয়ক বা ভিন্নহেতুবোধক নহে বলিয়া একসূত্র হওয়াই সঙ্গত। ভাস্কর, মধ্ব ও বল্লভপ্রভৃতি অপরভাষ্যে ইহা একটী সূত্রই। এই সূত্রেই এই তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত। মাধ্বমতে ইহার পরসূত্রে ৪র্থ অধিকরণ সমাপ্ত। শাঙ্করমতের কোন কোন গ্রন্থে "অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ" স্থলে "অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ" পাঠ আছে।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

পুরুষের প্রতিভা একরকম নহে। আর যদি বল—প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যগণের অর্থাৎ যাঁহাদের মহিমা জগতে বিখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ কপিলাদি কোন মহর্ষির, অথবা অন্য কোন মহাত্মার সম্মত তর্ক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আশ্রয় করিব ? তাহা হইলেও সে তর্কও অপ্রতিষ্ঠিতই হইবে। কারণ, যাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ বলিয়া লোকে জানে, সেই কপিল ও কণাদপ্রভৃতি তীর্থকরগণের অর্থাৎ শাস্ত্রকার ঋষিগণেরও পরস্পর বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভামতী।

কেবলাগমগম্যে অর্থে" স্বতন্ত্রতর্কাবিষয়ে ন সাংখ্যাদিবৎ স্বাধর্ম্যবৈধর্ম্যমাত্রেণ তর্কঃ প্রবর্ত্তনীয়ঃ, যেন প্রধানাদিসিদ্ধিঃ ভবেৎ। শুষ্কতর্কো হি স ভবতি "অপ্রতিষ্ঠানাৎ"। তদুক্তম্—

"যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥" ইতি।

ন চ মহাপুরুষপরিগৃহীতত্বেন কস্যচিৎ তর্কস্য প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষাণামেব তার্কিকাণাং মিথো বিপ্রতিপত্তেরিতি॥

ভামতীর অনুবাদ। ভাষ্যব্যাখ্যা।

কেবল **আগমগম্যে অর্থে** অর্থাৎ কেবলমাত্র বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ে অর্থাৎ স্বতন্ত্র তর্কের অবিষয়ে সাংখ্য-শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণের ন্যায় কেবলমাত্র সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যরূপ হেতুদ্বারা তর্ক প্রবর্ত্তিত করা উচিত নহে; যাহার বলে প্রধানাদিপদার্থের সিদ্ধি হইবে। যেমন জগৎ অচেতন এবং প্রধানও অচেতন, সুতরাং অচেতনত্ব উভয়ের সাধর্ম্য। এই সাধর্ম্যরূপ হেতুদ্বারা জগৎকারণ অচেতন প্রধানই হইবে এবং জগৎ অচেতন, ব্রহ্ম চেতন সুতরাং অচেতনত্ব ব্রহ্মের বৈধর্ম্য, অতএব এই অচেতনত্বরূপ বৈধর্ম্যদ্বারা জগৎকারণ ব্রহ্ম নহেন—এইরূপ যুক্তির দ্বারা জগৎকারণ প্রধান সিদ্ধি করা উচিত নহে। যেহেতু, তাহা শুষ্কতর্ক হয়; কারণ, তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিরত্ব নাই। তাহাই প্রাচীন আচার্য্যগণও বলিয়াছেন—

**"যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥"**

অর্থাৎ শাস্ত্রকুশল অনুমাতা অর্থাৎ তার্কিকগণ অতি যত্নসহকারে যে পদার্থের আপাদন অর্থাৎ স্থাপনা করিয়াছেন, অন্য অভিযুক্ততর অর্থাৎ তদপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাহাকে অন্য প্রকারেই প্রতিপাদন করেন। আর ইহাও বলিতে পার না যে, মহাত্মগণ কোন তর্ককে অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিরত্ব আছে। কারণ, তর্কবিদ্যায় সুপণ্ডিত মহাপুরুষগণের মধ্যেই পরস্পর বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ উচ্যেত অন্যথা বয়ম্ অনুমাস্যামহে, যথা ন অপ্রতিষ্ঠাদোষো ভবিষ্যতি। ন হি প্রতিষ্ঠিতঃ তর্ক এব নাস্তি, ইতি শক্যতে বক্তুম্। এতদপি হি তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কেণৈব প্রতিষ্ঠাপ্যতে। কেষাঞ্চিৎ তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেন অন্যেষামপি তজ্জাতীয়কানাং তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাৎ। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং চ লোকব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অতীতবর্ত্তমানাধ্বসাম্যেন হি অনাগতেঽপি অধ্বনি সুখদুঃখপ্রাপ্তি-পরিহারায় প্রবর্ত্তমানো লোকো দৃশ্যতে। শ্রুত্যর্থবিপ্রতিপত্তৌ চ অর্থাভাসনিরাকরণেন সম্যগ্ অর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ ক্রিয়তে, মনুরপি চ এবং মন্যতে—

**"প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥** (মনু ১২।১০৫) **ইতি,
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"** (মনু ১২।১০৬) **ইতি চ ব্রুবন্।**

অয়মেব তর্কস্য অলঙ্কারো যদ্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বং নাম। এবং হি সাবদ্যতর্কপরিত্যাগেন নিরবদ্যঃ

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

তর্কঃ প্রতিপত্তব্যো ভবতি। ন হি পূর্ব্বজো মূঢ় আসীৎ ইতি আত্মনাপি মূঢ়েন ভবিতব্যম্ ইতি কিঞ্চিদ্ অস্তি প্রমাণম্। তস্মাৎ ন তর্কাপ্রতিষ্ঠানং দোষঃ, ইতি চেৎ? "এবমপি অবিমোক্ষ-প্রসঙ্গঃ"।

ভাষ্যানুবাদ। প্রতিষ্ঠিত তর্কের দ্বারাও প্রধান জগৎকারণ সিদ্ধ হয় না।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—আমরা অন্যপ্রকারে অনুমান করিব, যাহাতে অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইবে না। (অর্থাৎ সে তর্কের আর কেহ খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবে না, প্রত্যুত সকলেই স্বীকার করিয়া লইবে)। আর প্রতিষ্ঠিত তর্কই নাই—ইহা বলিতে পারা যায় না; কেন না তর্কের এই অপ্রতিষ্ঠাদোষ তর্কের দ্বারাই ত প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে, তর্কদ্বারাই যখন তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ করা হইতেছে, তখন তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠিত হয় কি করিয়া? তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই—ইহা এবং কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দর্শনদ্বারা অর্থাৎ অস্থিরত্ব দেখিয়া অন্য তজ্জাতীয় তর্কেরও অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে মাত্র। আর সকল তর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা হইলে লোকব্যবহারের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ লোকব্যবহার লোপ পাইয়া যায়। অতীত ও বর্ত্তমান পথের সাম্যের দ্বারাই ত ভবিষ্যৎ পথেও সুখ পাইবার জন্য ও দুঃখনিবারণ করিবার জন্য লোকে প্রবৃত্ত হয়—দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুত্যর্থের বিপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ বেদার্থের বিরোধ হইলে অর্থাভাস নিরাকারণদ্বারা অর্থাৎ দুষ্টার্থ পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ অর্থের নির্দ্ধারণ অর্থাৎ যথার্থ অর্থ নিশ্চয় করা তর্কের দ্বারাই বাক্যের বৃত্তি নিরূপণ করিয়া অর্থাৎ বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়দ্বারা করা হয়। মহর্ষি মনুও এইরূপ মনে করেন। যথা—

> প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্।
> ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা। (মনু ১২।১০৫)
> আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
> যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ। (মনু ১২।১০৬)

অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মের শুদ্ধি ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া বিশেষভাবে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ আগমশাস্ত্র অর্থাৎ বহু আচার্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্প্রদায়সাহিত্য এই তিনটি ভালরূপে জানিবেন। যিনি বেদ এবং শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা মনু অত্রি প্রভৃতি ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মকে জানেন, অপরে নহে। তর্কের যে অপ্রতিষ্ঠা ইহাই ত তর্কের অলঙ্কার অর্থাৎ শোভা। মনুবাক্যানুসারে এইপ্রকারে সাবদ্য অর্থাৎ নিন্দিত তর্ক পরিত্যাগ করিয়া নিরবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত (অর্থাৎ নির্দ্দোষ) তর্ক প্রতিপত্তব্য, অর্থাৎ অবগত হওয়া উচিত। কারণ, অগ্রজ মূর্খ ছিলেন বলিয়া নিজেকেও মূর্খ হইতে হইবে, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। অতএব তর্কের অপ্রতিষ্ঠা, দোষ নহে, ইত্যাদি। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, পূর্ব্বপক্ষ যদি এরূপ বলেন তাহা হইলেও অবিমোক্ষপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ তর্ক অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। [কারণ, লৌকিক বিষয়ে পরীক্ষিত তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে কোন্ তর্ক ঠিক্ আর কোন্ তর্ক ঠিক নহে, তাহা নির্ণয় হয় না। অতএব লৌকিক বিষয়ে যেমন পরীক্ষিত তর্ক ঠিক্ হয়, তদ্রূপ অলৌকিক বিষয়ে বেদানুকূল তর্কই ঠিক্ হয়।]

ভামতী।

সূত্রে শঙ্কতে—"অন্যথাঽনুমেয়মিতি চেৎ"। তদ্ বিভজতে—"অন্যথা বয়ম্ অনুমাস্যামহে" ইতি। 'ন অনুমানাভাসব্যভিচারেণ' অনুমানব্যভিচারঃ শঙ্কনীয়ঃ। প্রত্যক্ষাদিষু অপি তদাভাস-ব্যভিচারেণ তৎপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবল্লিঙ্গানুসরণে নিপুণেন অনুমাত্রা ভবিতব্যম্; ততশ্চ অপ্রত্যূহং প্রধানং সেৎস্যতি ইতি ভাবঃ। 'অপি চ' যেন তর্কেণ তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠাম্ আহ স এব তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতঃ অভ্যুপেয়ঃ, তদপ্রতিষ্ঠায়াম্ ইতরাপ্রতিষ্ঠানাভাবাৎ ইত্যাহ—"ন হি প্রতিষ্ঠিতঃ তর্ক এব" ইতি। অপি চ তর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং সকললোকযাত্রোচ্ছেদ-প্রসঙ্গঃ। ন চ শ্রুত্যর্থাভাসনিরাকরণেন তদর্থতত্ত্ববিনিশ্চয় ইত্যাহ—"সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং চ" ইতি। 'অপি চ বিচারাত্মকঃ' তর্কঃ তর্কিতপূর্ব্বপক্ষপরিত্যাগেন তর্কিতং রাদ্ধান্তম্ অনুজানাতি।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

সতি চ এষ পূর্ব্বপক্ষবিষয়ে তর্কে প্রতিষ্ঠারহিতে প্রবর্ত্ততে, তদভাবে বিচারাপ্রবৃত্তেঃ। তদিদম্ আহ—"অয়মেব চ তর্কস্য অলঙ্কারঃ ইতি।

তাম্ ইমাম্ আশঙ্কাং সূত্রেণ পরিহরতি—"এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ"। ন বয়ম্ অন্যত্র তর্কম্ অপ্রমাণয়ামঃ, কিন্তু জগৎকারণসম্বন্ধে স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবৎ ন লিঙ্গম্ অস্তি, যৎ তু সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যমাত্রং তৎ অপ্রতিষ্ঠাদোষাৎ ন মুচ্যতে ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

১১। সর্ব্বঃ তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠিতঃ, উত কশ্চিৎ, ন চরমঃ, ইত্যাহ –"ন অনুমানাভাস" ইতি। স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধঃ ব্যাপ্তিঃ। ন আদ্যঃ ইত্যাহ—"অপি চ" ইতি। চরমঃ ন কেবলম্ অবিরুদ্ধঃ প্রত্যুত অনুগুণঃ, ইত্যাহ—"অপি চ বিচার" ইতি।১১ "নৈষা ইতি। এষা ব্রহ্মবিষয়া মতিঃ তর্কেণ ন আপনেয়া—প্রাপণীয়া ইত্যর্থঃ। অথবা কুতঃ তর্কেণ অপনেয়া নিরস্তা ন ভবতি, কিং তর্হি অন্যেন এব আচার্য্যেণ প্রোক্তা সতী সুজ্ঞানায় ফলপর্য্যন্তসাক্ষাৎকারায় ভবতি। "হে প্রেষ্ঠ!" প্রিয়তম! ইতি নচিকেতসং প্রতি মৃত্যোঃ বচনম্। কঃ অদ্ধা সাক্ষাৎ বেদ ব্রহ্ম কঃ বা প্রাবোচৎ, ছন্দসি কালানিয়মাৎ প্রব্রূয়াৎ ইত্যর্থঃ। ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যতঃ আবভূব স এব স্বরূপং বেদ, ন অন্যঃ ইতি—মন্ত্রপ্রতীকয়োঃ অর্থঃ। তং সর্ব্বং পরাদাৎ নিরাকুর্য্যাৎ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ আত্মব্যতিরেকেণ সর্ব্বং বেদ ইত্যর্থঃ। "অজম্" জন্মরহিতম্। "অনিদ্রম্" অজ্ঞানরহিতম্। "অস্বপ্নম্" ভ্রমরহিতম্। অতএব অদ্বৈতং তদা বুধ্যতে ইতি সম্প্রদায়বিদ্‌বচনার্থঃ। ইতি—তৃতীয়ং ন বিলক্ষণত্বাধিকরণম্।

ভামতীর অনুবাদ। ভাষ্যব্যাখ্যা।

"অন্যথাঽনুমেয়ম্" এই সূত্রাংশদ্বারা সূত্রকার সূত্রে শঙ্কা করিতেছেন। "অন্যথা বয়ম্ অনুমাস্যামহে" এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার সেই সূত্রাংশ বিভাগ করিতেছেন। অনুমানাভাস অর্থাৎ দুষ্ট অনুমানের ব্যভিচারদ্বারা অনুমানের ব্যভিচার আশঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি স্থলেও প্রত্যক্ষাভাসের ব্যভিচারদ্বারা প্রত্যক্ষের ব্যভিচার হইয়া পড়ে। অতএব স্বাভাবিক প্রতিবন্ধ বিশিষ্টলিঙ্গ অনুসরণে অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু অনুসরণে অনুমানকর্ত্তার যত্নবান্ হওয়া উচিত। তাহা হইলে নির্বিঘ্নে প্রধান সিদ্ধ হইবে—ইহাই অভিপ্রায়। আরও যে তর্কের দ্বারা তর্কসকলের অপ্রতিষ্ঠা বলিতেছ, সেই তর্ককেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাহার অপ্রতিষ্ঠা হইলে, অপর তর্কের অপ্রতিষ্ঠাসিদ্ধি হইবে না, অর্থাৎ যে তর্কের দ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠাসাধন করিবে, সেই সাধক তর্কই যদি অপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তর্কের অপ্রতিষ্ঠাসিদ্ধি কিরূপে হইবে? "ন হি প্রতিষ্ঠিতঃ তর্কএব নাস্তি" এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। আরও তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হইলে লৌকিক সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে এবং শ্রুত্যর্থের আভাস অর্থাৎ দোষনিবারণের দ্বারা শ্রুত্যর্থের তত্ত্বনিশ্চয়ও হয় না, অর্থাৎ এই শ্রুতির এই অর্থ হওয়া স্থির হয় না। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং চ" এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। আরও বিচারাত্মক তর্ক, তর্কিত পূর্ব্বপক্ষ পরিত্যাগদ্বারা, অর্থাৎ সযুক্তিক পূর্ব্বপক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া, তর্কিত রাদ্ধান্তকে অর্থাৎ সিদ্ধান্তকে জানাইয়া দেয়, অর্থাৎ সযুক্তিক সিদ্ধান্তপক্ষকে স্থাপন করে।* পূর্ব্বপক্ষবিষয়ক তর্ক প্রতিষ্ঠারহিত হইলে এই

---

* এস্থলে তর্ক সম্বন্ধে একটু বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। তর্ক শব্দের সাধারণ অর্থ—যুক্তি। ন্যায়শাস্ত্রে ইহার লক্ষণ—"ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপঃ" অর্থাৎ ব্যাপ্যের আরোপদ্বারা ব্যাপকের যে আরোপ, তাহাই তর্ক। যেমন যেখানে ধূম রহিয়াছে, সেখানে যদি কেহ বলে যে, বহ্নি নাই, অর্থাৎ বহ্ন্যভাব রহিয়াছে বলে, তাহা হইলে তদুত্তরে অপরে যদি বলে—যদি এখানে বহ্নি নাই বল, অর্থাৎ বহ্ন্যভাব রহিয়াছে বল, তাহা হইলে এখানে ধূমও নাই বল? অর্থাৎ ধূমাভাব আছে বল, এরূপ স্থলে এই উত্তরটী তর্ক নামে অভিহিত হয়। কারণ, এস্থলে বহ্ন্যভাবটী ব্যাপ্য এবং ধূমাভাবটী ব্যাপক। ব্যাপ্য বহ্ন্যভাবদ্বারা ব্যাপক ধূমাভাবের এই আরোপ হওয়ায় ইহা তর্ক হইল। এই তর্ক, কোনমতে পাঁচ প্রকার, কোনমতে ছয় প্রকার এবং কোনমতে একাদশ প্রকার। ইহাদের পরিচয় অদ্বৈতসিদ্ধি প্রথমভাগের ভূমিকার অন্তর্গত ন্যায়পরিচয়মধ্যে ২৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই তর্কের ফল ব্যাপ্তিনির্ণয়, অথবা ব্যাপ্তির মধ্যে ব্যভিচারশঙ্কার নিবারণ। বেদান্তমতে এই তর্কে একেবারে শঙ্কা দূর হয় না—বলা হয়। যেহেতু অলৌকিক বিষয়ে পরীক্ষা সম্ভব হয় না। কিন্তু এস্থলে যে বিচারাত্মক তর্কের কথা বলা হইল, তাহা অন্যপ্রকার। এই বিচারাত্মক তর্কের ছয়টী অবয়ব থাকে। যথা—বিষয়, সন্দেহ, ফল, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্তপক্ষ এবং সঙ্গতি। ইহাদের বিবরণ ভারতীতীর্থ কৃত ব্যাসাধিকরণমালামধ্যে দ্রষ্টব্য। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এস্থলে এই তর্ককে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিলেন যে, "বিচারাত্মক তর্ক, তর্কিত পূর্ব্বপক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া তর্কিত সিদ্ধান্তকে জানাইয়া দেয়।" এস্থলে "তর্কিত পূর্ব্বপক্ষ" বলিয়া যে তর্ককে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাতে উপরি উক্ত ন্যায়শাস্ত্রোক্ত তর্ককে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং তর্কিত পূর্ব্বপক্ষ বলিতে সযুক্তিক পূর্ব্বপক্ষ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এই পূর্ব্বপক্ষমধ্যে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমনরূপ ন্যায়াবয়ব পাঁচটী থাকে, আর তজ্জন্য হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তিও থাকে; আর সেই ব্যাপ্তির জন্য বা সেই ব্যাপ্তিতে ব্যভিচারশঙ্কাবারণের জন্য উক্ত "ব্যাপ্যারোপদ্বারা ব্যাপকারোপরূপ" তর্কও থাকে—বুঝিতে হইবে। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে, এই বিচারাত্মক তর্কদ্বারা বস্তুসিদ্ধি না হইলে লোকের বিচারেই প্রবৃত্তি হইবে না। বলা বাহুল্য, বেদান্তমতে শ্রুতির অনুকূল তর্ক না হইলে তদ্দ্বারা অলৌকিক বস্তু সিদ্ধ হয় না—বলা হয়।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১] [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

বিচারাত্মক তর্ক প্রবৃত্ত হয়; বিচারাত্মক তর্ক না থাকিলে বিচারের প্রবৃত্তিই হয় না। সেইজন্য "অয়মেব চ তর্কস্য অলঙ্কারঃ" এই গ্রন্থ বলিতেছেন। (এই পর্য্যন্ত "ইতি চেৎ" এই সূত্রাংশের অর্থ।) "এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ" এই সূত্রাংশদ্বারা সেই এই পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন। যথা—আমরা অন্যত্র তর্ককে অপ্রমাণ বলিতেছি না—কিন্তু জগৎকারণের সত্তায় স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু নাই—ইহাই বলিতেছি, অর্থাৎ এস্থলে তর্ক অপ্রতিষ্ঠই হয় বলিতেছি। আর যে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যমাত্রকে লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু বলিয়া স্বীকার করিলে, অর্থাৎ জগৎ ও প্রধান অচেতন, অর্থাৎ জড় বলিয়া অচেতনত্বরূপ সাধর্ম্ম্যকে হেতু করিয়া প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া অনুমান করিলে এবং জগৎ অচেতন এবং ব্রহ্ম চেতন বলিয়া অচেতনত্ব ব্রহ্মের বৈধর্ম্ম্য হয়, এই বৈধর্ম্ম্যকে হেতু করিয়া ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে বলিলেও, তাহা অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে মুক্ত হয় না। [কারণ, লৌকিক বিষয়ে পরীক্ষিত তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব সম্ভব হইলেও অলৌকিক বিষয়ে তাহা সম্ভব হয় না।]

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদ্যপি কচিৎ বিষয়ে তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বম্ উপলক্ষ্যতে, তথাপি প্রকৃতে তাবৎ বিষয়ে প্রসজ্যতে এব অপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাৎ অনির্ম্মোক্ষঃ তর্কস্য। ন হি ইদম্ অতিগম্ভীরং ভাবযাথাত্ম্যং মুক্তিনিবন্ধনম্ আগমম্ অন্তরেণ উৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যম্। রূপাদ্যভাবাৎ হি ন অয়ম্ অর্থঃ প্রত্যক্ষগোচরঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ ন অনুমানাদীনাম্—ইতি চ অবোচাম।

অপি চ সম্যক্‌জ্ঞানাৎ মোক্ষ ইতি সর্ব্বেষাং মোক্ষবাদিনাম্ অভ্যুপগমঃ। তচ্চ সম্যক্‌জ্ঞানম্ একরূপং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। একরূপেণ হি অবস্থিতো যঃ অর্থঃ স পরমার্থঃ। লোকে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানম্ ইতি উচ্যতে, যথা অগ্নিঃ উষ্ণঃ ইতি। তত্র এবং সতি সম্যক্ জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিঃ অনুপপন্না। তর্কজ্ঞানানাং তু অন্যোন্যবিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যৎ হি কেনচিৎ তার্কিকেণ 'ইদমেব সম্যক্ জ্ঞানম্' ইতি প্রতিপাদিতং তৎ অপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে, তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং, ততঃ অপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে, ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। কথম্ একরূপানবস্থিতবিষয়ং তর্কপ্রভবং সম্যক্ জ্ঞানং ভবেৎ। ন চ প্রধানবাদী তর্কবিদাম্ উত্তমঃ—ইতি সর্ব্বৈঃ তার্কিকৈঃ পরিগৃহীতঃ, যেন তদীয়ং মতং সম্যক্ জ্ঞানম্—ইতি প্রতিপদ্যেমহি। ন চ শক্যন্তে অতীতানাগতবর্ত্তমানাঃ তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুং, যেন তন্মতিঃ একরূপা একার্থবিষয়া সম্যক্‌মতিরিতি স্যাৎ। বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেঃ। তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক্‌ত্বম্ অতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈঃ অপহ্নোতুম্ অশক্যম্। অতঃ সিদ্ধম্ অস্যৈব ঔপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যক্‌জ্ঞানত্বম্। অতোঽন্যত্র সম্যক্‌জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ, সংসারাবিমোক্ষ এব প্রসজ্যেত। অত আগমবশেন আগমানুসারিতর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি—স্থিতম্।১১। ইতি তৃতীয়ং [ন] বিলক্ষণত্বাধিকরণম্। (৩)

ভাষ্যানুবাদ। স্বাধীন তর্ক মোক্ষের সহায় হয় না।

যদিও কোন কোন বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব উপলক্ষিত হয়, তথাপি ত প্রকৃতস্থলে অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ হইতে তর্কের অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ হয়ই, অর্থাৎ তর্ক অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে মুক্ত হয় না। যেহেতু অতিগম্ভীর অর্থাৎ শ্রুতিভিন্ন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের অগম্য, মুক্তিনিবন্ধন অর্থাৎ মোক্ষের অবলম্বন এই ভাবযাথাত্ম্য অর্থাৎ জগৎকারণ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব, আগম ব্যতীত উৎপ্রেক্ষা করিতে অর্থাৎ কল্পনা করিতেও পারা যায় না। কারণ, রূপাদি না থাকাতে এই বিষয়টী অর্থাৎ এই ব্রহ্মবস্তু, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, আর লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু প্রভৃতি না থাকাতে অনুমানাদির বিষয়ও নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আরও সম্যক্‌জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়—ইহা সকল মোক্ষবাদীরই অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকার্য্য বিষয়। আর সেই

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

সম্যক্‌জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান একই প্রকার, কারণ, তাহা বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ বস্তুর অধীন, (তাহা মানুষের ইচ্ছার অধীন নহে)। একরূপে অবস্থিত যে অর্থ অর্থাৎ যে বস্তু চিরকাল একরূপে থাকে, তাহাই পরমার্থ অর্থাৎ যথার্থ বস্তু। লোকে তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে সম্যক্‌জ্ঞান বলে। যেমন অগ্নি উষ্ণ, এই জ্ঞানকে লোকে সম্যক্‌জ্ঞান বলে। তাহা হইলে সম্যক্‌জ্ঞানে পুরুষের বিপ্রতিপত্তি অনুপপন্ন হয়—অর্থাৎ বিবাদ থাকা উচিত নহে। তর্কজনিত জ্ঞানসমূহের কিন্তু পরস্পর বিরোধপ্রযুক্ত বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিবাদ প্রসিদ্ধ। কারণ, কোন এক তার্কিক যে জ্ঞানকে সম্যক্‌জ্ঞান বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা অপর তার্কিককর্তৃক ব্যুত্থাপিত হয়, অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর তৎকর্তৃক যাহা প্রতিষ্ঠাপিত অর্থাৎ স্থিরীকৃত হয়, তাহাও অপর তার্কিককর্তৃক ব্যুত্থাপিত হয়—ইহা লোকে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব কিরূপে একরূপানবস্থিতবিষয় অর্থাৎ যে জ্ঞানের বিষয় একরূপে থাকে না, সেই তর্কপ্রভব জ্ঞান সম্যক্‌জ্ঞান হইবে? আর প্রধানবাদী অর্থাৎ সাংখ্যাচার্য্য তার্কিকগণের মধ্যে উত্তম—ইহাও ত সকল তার্কিক স্বীকার করেন না, যাহাতে তদীয় মতই সম্যক্‌জ্ঞান বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিব। আর, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তার্কিকগণকে এক স্থানে এবং এক সময়ে মিলিত করিতে পারা যায় না, যাহার দ্বারা তাঁহাদের বুদ্ধি একরূপ ও একপদার্থবিষয়ক সম্যক্ বুদ্ধি হইবে। কিন্তু বেদ নিত্য হইলে এবং বিজ্ঞানোৎপত্তির হেতু হইলে, অর্থাৎ সম্যগ্ জ্ঞানের কারণ হইলে, ব্যবস্থিত অর্থবিষয়ত্বের উপপত্তি হয়—অর্থাৎ তাহা হইতে যে জ্ঞান হইবে, তাহার বিষয় সত্য হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয়। অতএব তাহা হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের সম্যক্ত্ব অর্থাৎ যথার্থতা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালের সমস্ত তার্কিকগণও অপহ্নব অর্থাৎ অন্যথা করিতে পারিবেন না।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, এই ঔপনিষদ জ্ঞানই অর্থাৎ বেদান্তপ্রতিপাদ্য জ্ঞানই সম্যক্‌জ্ঞান। অতএব এতদ্ভিন্ন স্থলে সম্যক্‌জ্ঞানত্বের অনুপপত্তি হয়; অর্থাৎ এতদ্‌ভিন্ন জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না; এজন্য তাহা হইতে সংসারাবিমোক্ষ হয়, অর্থাৎ মোক্ষাভাব হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হইবে না। অতএব আগমের বশে এবং আগমানুসারী তর্কের বশে চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ ও প্রকৃতি অর্থাৎ চেতন ব্রহ্মই নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ—ইহাই স্থির হইল। (১১ সূত্র)। ইহাই হইল [ন] বিলক্ষণত্ব নামক তৃতীয় অধিকরণ।

ভামতী।

কল্পান্তরেণ অনির্মোক্ষপদার্থম্ আহ—"অপি চ সম্যক্‌জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ" ইতি। ভূতার্থ-গোচরস্য হি সম্যক্‌জ্ঞানস্য ব্যবস্থিতবস্তুগোচরতয়া ব্যবস্থানং লোকে দৃষ্টং, যথা প্রত্যক্ষস্য। বৈদিকং চ ইদং চেতনজগদুপাদানবিষয়ং বিজ্ঞানং বেদোত্থতর্কেতিকর্ত্তব্যতাকং বেদজনিতং ব্যবস্থিতম্। বেদানপেক্ষেণ তু তর্কেণ জগৎকারণভেদম্ অবস্থাপয়তাং তার্কিকাণাম্ অন্যোন্যং বিপ্রতিপত্তেঃ তত্ত্বনির্দ্ধারণকারণাভাবাচ্চ ন ততঃ তত্ত্বব্যবস্থা, ইতি ন ততঃ সম্যক্‌জ্ঞানম্। অসম্যগ্‌জ্ঞানাচ্চ ন সংসারাৎ বিমোক্ষঃ ইত্যর্থঃ॥১১ [ইতি তৃতীয়ং (ন) বিলক্ষণত্বাধিকরণম্। (৩)

ভামতীর অনুবাদ। ভাষ্যব্যাখ্যা।

"অপি চ সম্যক্‌জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ" এই গ্রন্থদ্বারা অন্যপ্রকারে অনির্মোক্ষ পদার্থ বলিতেছেন। ইহার অর্থ এই—ভূতার্থগোচর অর্থাৎ প্রসিদ্ধবস্তুবিষয়ক যে সম্যক্‌জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান, তাহার ব্যবস্থান প্রত্যক্ষের মত ব্যবস্থিতবস্তুগোচর বলিয়া লোকে দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞান যেমন যে বস্তু যেরূপ তদ্রূপ হয়, সেইরূপ ভূতার্থবিষয়ক সম্যক্‌জ্ঞান তাহার বিষয়ানুরূপ হয়—ইহা লোকে দেখিতে পাওয়া যায়; আর চেতন ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ - এই যে বৈদিক বিজ্ঞান, বেদ হইতে উৎপন্ন তর্ক তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ অঙ্গ এবং ইহা বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ব্যবস্থিত অর্থাৎ ইহার অন্যথা হয় না, ইহা স্থায়িভাবে থাকে। কিন্তু বেদনিরপেক্ষ তর্কদ্বারা অর্থাৎ বেদকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল তর্কদ্বারা কোন বস্তুবিশেষকে, অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে প্রধানকে, জগতের কারণ বলিয়া যাহারা অবস্থাপিত করিয়াছেন, অর্থাৎ নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই তার্কিকগণের অন্যোন্যবিপ্রতিপত্তিবশতঃ অর্থাৎ পরস্পরেরবিরোধ থাকায় এবং তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিবার কোন কারণ না থাকায়, তাহা হইতে তত্ত্বব্যবস্থা হয় না, অর্থাৎ তত্ত্ববস্তু স্থির হয় না। এইজন্য তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না এবং যাহা অসম্যক্‌জ্ঞান অর্থাৎ যাহা তত্ত্বজ্ঞান নহে, তাহা হইতে সংসারবিমোক্ষ হইতে পারে না।১৫

[ইহাই হইল তৃতীয়—(ন) বিলক্ষণত্বাধিকরণ।]।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১] [সিঃ সূঃ]

বিলক্ষণত্বাধিকরণ নামক তৃতীয় অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই পাদের এই অধিকরণটী তৃতীয় অধিকরণ। কোন কোন গ্রন্থে ইহাকে "ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ" বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮টী সূত্র আছে এবং তন্মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বপক্ষসূত্র এবং কতকগুলি সিদ্ধান্তসূত্র, যথা—

পূর্ব্বপক্ষসূত্র।	সিদ্ধান্তসূত্র।
১। ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ।৪	
২। অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্।৫	
	৩। দৃশ্যতে তু।৬
	৪। অসৎ ইতি চেৎ, ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।৭
৫। অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্।৮	
	৬। ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ।৯
	৭। স্বপক্ষদোষাৎ চ।১০
	৮। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ অপি, অন্যথানুমেয়মিতি চেৎ এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১

অর্থাৎ প্রথম দুইটা পূর্ব্বপক্ষসূত্র, তৃতীয় ও চতুর্থ—সিদ্ধান্তসূত্র, পঞ্চমটী পর্ব্বপক্ষসূত্র এবং ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম সিদ্ধান্তসূত্র। ইহার তাৎপর্য্য ও অবয়বপ্রভৃতি এইরূপ—

বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির মূলাভাবপ্রযুক্ত অপ্রমাণ্য হয়—ইহা পূর্ব্বাধিকরণে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ স্মৃতিবিরোধের পরিহার করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে তর্ক ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতার মূল বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে, এজন্য তাহার সহিত আবার বিরোধ উৎপন্ন হইবে। এইভাবে ন্যায়বিরোধ পরিহার করিবার জন্য প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতির দ্বারা এই অধিকরণের অবতারণা করা হইতেছে—

(১) **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— "
অধ্যায় সঙ্গতি—"
পাদ সঙ্গতি— "
অধিকরণসঙ্গতি—প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি।

(২) **বিষয়**—চেতনব্রহ্ম জগতের কারণ, প্রধান নহে—এইভাবে ব্রহ্মে উক্ত বেদান্তের সমন্বয়টী বিষয়।

(৩) **সন্দেহ**—আকাশাদি চেতনপ্রকৃতিক নহে, যেহেতু তাহা দ্রব্য, যেমন ঘট—এই তর্কের দ্বারা ব্রহ্মে বেদান্তের সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহাই সন্দেহ।

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তপক্ষে সমন্বয় সিদ্ধ—ইহাই ফলভেদ।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—জগৎ চেতনপ্রকৃতিক নহে। ইহার কারণ ৪র্থ ও ৫ম সূত্রে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই ৪র্থ সূত্রে বলা হইতেছে—অচেতনজগৎ চেতনব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ। যাহা যাহা হইতে বিলক্ষণ, তাহা তৎপ্রকৃতিক নহে, যেমন তন্তুবিলক্ষণ ঘট তন্তুপ্রকৃতিক নহে।

যদি বল, ব্রহ্ম ও জগতের বৈলক্ষণ্য কেন? তাহা হইলে বলিব, 'তথাত্ব' অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য বেদ হইতে জানা যায়। যেহেতু, বেদে আছে—"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" অর্থাৎ জগৎ চেতন এবং অচেতন।

যদি সিদ্ধান্তী বলেন—বেদেও আছে "প্রাণ বলিল", "তেজ দেখিল" ইত্যাদি, অতএব বেদে জগৎকে চেতনই বলা হইয়াছে, এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী ৫ম সূত্র বলিতেছেন—না, জগৎ অচেতন, কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বারা তেজপ্রভৃতির অভিমানিনী দেবতার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষী পুনর্ব্বার শঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদি বল, ইহা কোথা হইতে জানিলে? তাহা হইলে বলিব যে, বিশেষ ও অনুগতির দ্বারা জানিলাম। অতএব অচেতনজগৎ চেতন-ব্রহ্ম বিলক্ষণ বলিয়া জগৎ চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা সূত্রব্যাখ্যামধ্যে দ্রষ্টব্য।

(৬) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—জগৎ, চেতনব্রহ্মপ্রতিকই বটে। এজন্য প্রথমে ৬ষ্ঠ ও ৭ম সূত্রে যেরূপ সিদ্ধান্তকরা হইয়াছে, ৮ম সূত্রে তাহার উপর শঙ্কা উত্থাপন করিয়া ৯ম, ১০ম ও ১১শ সূত্রদ্বারা তাহার সমাধান করা হইয়াছে। যথা—

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১ [সিঃ সূঃ]

বিলক্ষণত্বাধিকরণ নামক তৃতীয় অধিকরণের তাৎপর্য্য।

৬ষ্ঠ সূত্রে বলা হইল যে, চেতন পুরুষ হইতে অচেতন নখলোমাদির উৎপত্তি হয় এবং অচেতন গোময়াদি হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি হয়—ইহা দেখা যায় বলিয়া প্রকৃতি ও বিকৃতির অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব সম্ভব হয় না, পরন্তু যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্যই স্বীকার্য্য।

৭ম সূত্রে বলা হইল—চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি বলিলে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল বলিতে হয়—এরূপ শঙ্কাও অসঙ্গত। কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ এই নিষেধ ব্যর্থ।

৮ম সূত্রে শঙ্কা করা হইল যে, জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মে প্রলয় প্রাপ্ত হইলে জগৎরূপ কার্য্যের দোষ কারণ ব্রহ্মে সংক্রামিত হইতে পারে।

৯ম সূত্রে বলা হইল—এ দোষ হয় না; কারণ এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। যেমন ঘটরূপ কার্য্য মৃত্তিকাতে লীন হইয়া মৃত্তিকাকে দূষিত করে না।

১০ম সূত্রে বলা হইল—কার্য্যদোষ কারণেও সংক্রামিত হয় বলিলে সাংখ্যমতেও সেই দোষ হয়।

১১শ সূত্রে বলা হইল—বেদানুকূল তর্ক না হইলে তাহার দ্বারা অলৌকিক কোন বস্তুরই নির্ণয় হয় না। বিস্তৃত বিবরণ সূত্রব্যাখ্যামধ্যে দ্রষ্টব্য।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষী যে অনুমানগুলি করেন, তাহা এইরূপ—

ব্রহ্ম আকাশোপাদানক নহে ... ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহাতে চেতনত্ব রহিয়াছে ... ... (হেতু)
যেমন জীব ... ... (উদাহরণ)

এস্থলে ঔপাধিক জীবের যে আকাশোপাদানত্ব, তাহা সিদ্ধান্তেও অনভিপ্রেত বলিয়া সপক্ষ সাধ্যবিশিষ্ট হইল। অথবা এইরূপও অনুমান হইতে পারে, যথা—

আকাশ চেতনপ্রকৃতিক নহে ... ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহাতে দ্রব্যত্ব রহিয়াছে ... ... (হেতু)
যেমন পট ... ... (উদাহরণ)

অথবা—

সুখদুঃখমোহ জগদুপাদানবর্ত্তী ... ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা সকল জগতে অনুগত ... ... (হেতু)
যেমন সত্তা ... ... (উদাহরণ)

এস্থলে "সকল" পদ গ্রহণ, ঘটত্বাদিতে ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য। এক্ষণে এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী যাহা বলেন তাহা এই—

জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে, যেহেতু অচেতন—এই কথা বলিলে সকল কার্য্যেরই ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব স্বীকার করায় তন্মধ্যে দৃষ্টান্ত থাকে না। আর ব্রহ্মের ব্রহ্মাপ্রকৃতিকত্বপ্রযুক্ত সপক্ষত্ব হয় বলিয়া আর সে স্থলে হেতুর প্রবেশ হয় না, এজন্য এই হেতুতে অসাধারণ নামক হেত্বাভাস হইল। আর প্রথম অনুমানে সৎস্বরূপ চেতন যদি আকাশের উপাদান না হয়, তাহা হইলে সংসারিত্ব উপাধি হয়। আর দ্বিতীয় অনুমানে সপক্ষটী সাধ্যবিকল হইল। যেহেতু পটেরও তন্তাপন্ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব আমাদের ইষ্ট। আর তৃতীয় অনুমানে কার্যত্বাদিদ্বারা অনেকান্ত হেত্বাভাস হয়, যেহেতু তাহারা সকল জগদ্বর্ত্তী এবং প্রকৃতিতে অবৃত্তি হয়।

এই অধিকরণটী ভারতীতীর্থ মুনি তাঁহার অধিকরণ মালা গ্রন্থে—যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা এই—

বৈলক্ষণ্যাখ্যতর্কেণ বাধ্যতেঽথ ন বাধ্যতে।
বাধ্যতে সাম্যনিয়মাৎ কার্য্যকারণবস্তুনোঃ॥
মৃদ্ঘটাদৌ সমত্বেঽপি দৃষ্টং বৃশ্চিককেশয়োঃ।
স্বকারণেন বৈষম্যং তর্কাভাসো ন বাধকঃ॥

অন্বয় - বৈলক্ষণ্যাখ্যতর্কেণ সমন্বয়ো বাধ্যতে অথ ন বাধ্যতে, কার্য্যকারণবস্তুনোঃ সাম্যনিয়মাৎ বাধ্যতে, মৃদ্ঘটাদৌ সমত্বে অপি বৃশ্চিক-কেশয়োঃ স্বকারণেন বৈষম্যং দৃষ্টম্, (অতঃ) তর্কাভাসঃ ন বাধকঃ।

ইতি বিলক্ষণত্বাধিকরণ নামক তৃতীয় অধিকরণ।

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণং নাম

চতুর্থম্ অধিকরণম্।

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ।১২ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

বৈদিকস্য দর্শনস্য প্রত্যাসন্নত্বাৎ গুরুতরতর্কবলোপেতত্বাৎ বেদানুসারিভিশ্চ কৈশ্চিৎ শিষ্টৈঃ কেনচিৎ অংশেন পরিগৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবৎ ব্যপাশ্রিত্য যঃ তর্কনিমিত্তঃ আক্ষেপো বেদান্তবাক্যেষু উদ্ভাবিতঃ স পরিহৃতঃ। ইদানীম্ অণ্বাদিবাদব্যপাশ্রয়েণাপি কৈশ্চিৎ মন্দমতিভিঃ বেদান্তবাক্যেষু পুনঃ তর্কনিমিত্ত আক্ষেপঃ আশঙ্ক্যতে ইত্যতঃ প্রধান-মল্লনিবর্হণন্যায়েন অতিদিশতি। পরিগৃহ্যন্তে ইতি পরিগ্রহা, ন পরিগ্রহাঃ "অপরিগ্রহাঃ" শিষ্টানাম্ অপরিগ্রহাঃ "শিষ্টাপরিগ্রহাঃ"। "এতেন" প্রকৃতেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণ-কারণেন শিষ্টৈঃ মনুব্যাসপ্রভৃতিভিঃ কেনচিৎ অংশেন অপরিগৃহীতা যে অণ্বাদিকারণবাদাঃ তে অপি প্রতিষিদ্ধতয়া "ব্যাখ্যাতা" নিরাকৃতা দ্রষ্টব্যাঃ। তুল্যত্বাৎ নিরাকরণকারণস্য ন অত্র পুনঃ আশঙ্কিতব্যং কিঞ্চিৎ অস্তি। তুল্যম্ অত্রাপি পরমগম্ভীরস্য জগৎকারণস্য তর্কানবগা-হ্যত্বং, তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্, অন্যথাঽনুমানেঽপি অবিমোক্ষঃ আগমবিরোধশ্চ ইত্যেবং জাতীয়কং নিরাকরণকারণম্ ॥১২ [ইতি চতুর্থং শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। (৪)]

ভাষ্যানুবাদ। পরমাণুকারণতাবাদ খণ্ডন।

বৈদিকদর্শনের অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ অতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া এবং গুরুতর তর্কবলে উপেত অর্থাৎ যুক্ত বলিয়া বেদানুসারী কোন কোন শিষ্টগণকর্ত্তৃক কোন কোন অংশে পরিগৃহীত হওয়ায় কপিলোক্ত প্রধানকারণবাদকে অবলম্বন করিয়া বেদান্তবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি উদ্ভাবন করা হইয়াছিল, তাহা পরিহার করা হইয়াছে। এক্ষণে পরমাণুকারণবাদপ্রভৃতি ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ অবলম্বন করিয়াও কোন কোন অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি বেদান্তবাক্যে পুনর্ব্বার তর্কনিমিত্ত আক্ষেপের আশঙ্কা করেন, এইজন্য সূত্রকার প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়ে অর্থাৎ যোদ্ধৃগণের মধ্যে প্রধান যোদ্ধাকে পরাজয় করিলে অন্য যোদ্ধৃগণও পরাজিত হয়—এই ন্যায়ে অতিদেশ করিতেছেন, অর্থাৎ তাহার খণ্ডন করিতেছেন। যাহা পরিগৃহীত অর্থাৎ স্বীকৃত হয়, তাহাকে পরিগ্রহ বলে, যাহা পরিগৃহীত হয় না, তাহার নাম অপরিগ্রহ, শিষ্ট অর্থাৎ আচার্য্যগণ যাহা গ্রহণ করেন নাই, তাহাকে শিষ্টাপরিগ্রহ বলে। "এতেন" পদের অর্থ—প্রকৃতকারণে অর্থাৎ প্রস্তাবিত কারণে, অর্থাৎ প্রধানকারণবাদ নিরাকরণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তিতর্ক উদ্ভাবন করা হইল তাহা দ্বারা, শিষ্টগণকর্ত্তৃক অর্থাৎ মনুব্যাসপ্রভৃতি আচার্য্যগণকর্ত্তৃক কোন অংশে অপরিগৃহীত যে পরমাণুকারণবাদপ্রভৃতি, সেগুলিও প্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যাত অর্থাৎ নিরাকৃত হইল– জানিতে হইবে। নিরাকরণ করিবার কারণ তুল্য বলিয়া এখানে পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। অর্থাৎ পরম গম্ভীর অর্থাৎ অতিশয় দুর্ব্বোধ, জগৎকারণের তর্কানবগাহ্যত্ব অর্থাৎ জগৎকারণের তর্কের অবিষয়ত্ব, আর অন্যপ্রকারে অনুমান করিলেও তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব, সংসার হইতে অবিমোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি না হওয়া, এবং আগমবিরোধ—এই জাতীয় সেই নিরাকরণ-কারণগুলি এখানেও তুল্যই হয়।১২শ সূত্র। ইতি শিষ্টাপরিগ্রহনামক চতুর্থ অধিকরণ।

ভামতী।

ন কার্য্যং কারণাদ্ অভিন্নম্, অভেদে কারণরূপবৎ কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ, করোত্যর্থানুপপত্তেশ্চ। অভূতপ্রাদুর্ভাবনং হি তদর্থঃ। ন চ অস্য কারণাত্মত্বে কিঞ্চিদ্ অভূতম্ অস্তি, যদর্থম্ অয়ং পুরুষো যতেত। অভিব্যক্ত্যর্থমিতি চেৎ ? ন, তস্যা অপি কারণাত্মত্বেন সত্ত্বাৎ, অসত্ত্বে বা অভিব্যঙ্গস্যাপি তদ্বৎপ্রসঙ্গেন কারণাত্মত্বব্যাঘাতাৎ। ন হি তদেব তদানীমেব অস্তি নাস্তি চ—ইতি যুজ্যতে।

কিঞ্চ ইদং মণিমন্ত্রৌষধম্ ইন্দ্রজালং কার্য্যেণ শিক্ষিতং যৎ ইদম্ অজাতানিরুদ্ধাতিশয়ম্ অব্য-

* "এই সূত্রে "শিষ্টাপরিগ্রহা" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় এবং শব্দের স্পষ্ট অর্থদ্বারা পৃথক্ অর্থের সূচনা থাকায় ইহা একটী পৃথক্ অধিকরণের আরম্ভক হইয়াছে। ইহাও সিদ্ধান্ত সূত্র।

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ।১২]

ভামতী।

বধানম্ অবিদূরস্থানং চ তস্যৈব তদবস্থেন্দ্রিয়স্য পুংসঃ কদাচিৎ প্রত্যক্ষং পরোক্ষং চ, যেন অস্য কদাচিৎ প্রত্যক্ষম্ উপলম্ভনং, কদাচিৎ অনুমানং, কদাচিৎ আগমঃ। কার্য্যান্তরব্যবধিঃ অস্য পারোক্ষ্যহেতুঃ ইতি চেৎ ? ন, কার্য্যজাতস্য সদাতনত্বাৎ।

অথাপি স্যাৎ কার্য্যান্তরাণি পিণ্ডকপালশর্করাচূর্ণকণপ্রভৃতীনি কুম্ভং ব্যবদধতে, ততঃ কুম্ভস্য পারোক্ষ্যং কদাচিৎ ইতি। তন্ন, তস্য কার্য্যজাতস্য কারণাত্মনঃ সদাতনত্বেন সর্ব্বদা ব্যবধানেন কুম্ভস্য অত্যন্তানুপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ। কাদাচিৎকত্বে বা কার্য্যজাতস্য ন কারণাত্মত্বম্, নিত্যত্বানিত্যত্ব-লক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গস্য ভেদকত্বাৎ। ভেদাভেদয়োশ্চ পরস্পরবিরোধেন একত্র সহাসম্ভবঃ ইতি উক্তম্। তস্মাৎ কারণাৎ কার্য্যম্ একান্তত এব ভিন্নম্।

ন চ ভেদে গবাশ্ববৎ কার্য্যকারণভাবানুপপত্তিঃ ইতি সাম্প্রতম্। অভেদেঽপি কারণরূপবৎ তদনুপপত্তেঃ উক্তত্বাৎ, অত্যন্তভেদে চ কুম্ভকুম্ভকারয়োঃ নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবস্য দর্শনাৎ। তস্মাৎ অন্যত্বাবিশেষেঽপি সমবায়ভেদ এব উপাদানোপাদেয়ভাবনিয়মহেতুঃ। যস্য অভূত্বা ভবতঃ সমবায়ঃ তদুপাদেয়ম্, যত্র চ সমবায়ঃ তদুপাদানম্। উপাদানত্বং চ কারণস্য কার্য্যাৎ অল্পপরিমাণস্য দৃষ্টম্, যথা—তন্ত্বাদীনাং পটাদ্যুপাদানানাং পটাদিভ্যো ন্যূনপরিমাণত্বম্। চিদাত্মনস্তু পরমমহত উপাদানাৎ ন অত্যন্তাল্পপরিমাণম্ উপাদেয়ং ভবিতুম্ অর্হতি। তস্মাৎ যত্র ইদম্ অল্পতারতম্যং বিশ্রাম্যতি, যতো ন ক্ষোদীয়ঃ সম্ভবতি, তৎ জগতো মূলকারণং পরমাণুঃ। ক্ষোদীয়োঽন্তরানন্ত্যে তু মেরুরাজসর্ষপয়োঃ তুল্যপরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ, অনন্তাবয়বত্বাৎ উভয়োঃ। তস্মাৎ পরমমহতো ব্রহ্মণ উপাদানাৎ অভিন্নম্ উপাদেয়ং জগৎকার্য্যম্ অভিদধতী শ্রুতিঃ প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধাৎ সহস্রসম্বৎসরসত্রগতসম্বৎসরশ্রুতিবৎ কথঞ্চিজ্জঘন্যবৃত্ত্যা ব্যাখ্যেয়া ইত্যধিকং শঙ্কমানং প্রতি সাংখ্যদূষণম্ অতিদিশতি—"এতেন" ইতি সূত্রেণ।

অস্যার্থঃ—কারণাৎ কার্য্যস্য ভেদং—

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"। (২।১।১৪)

ইত্যত্র নিবেৎস্যামঃ। অবিদ্যাসমারোপণেন চ কার্য্যস্য ন্যূনাধিকভাবম্, অন্যপ্রয়োজকত্বাৎ উপেক্ষিষ্যামহে। তেন বৈশেষিকাদ্যভিমতস্য তর্কস্য শুষ্কত্বেন অব্যবস্থিতেঃ সূত্রমিদং সাংখ্য-দূষণম্ অতিদিশতি। যত্র কথঞ্চিৎ বেদানুসারিণঃ মন্বাদিভিঃ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতস্য সাংখ্যতর্কস্য এষা গতিঃ, তত্র পরমাণ্বাদিবাদস্য অত্যন্তবেদবাহ্যস্য মন্বাদ্যুপেক্ষিতস্য চ কা এব কথা ইতি।

"কেনচিদ্ অংশেন" ইতি। সৃষ্ট্যাদয়ো হি ব্যুৎপাদ্যাঃ, তে চ কিঞ্চিৎ সৎ অসদ্ বা পূর্ব্বপক্ষ-ন্যায়োৎপ্রেক্ষিতমপি উদাহৃত্য ব্যুৎপাদ্যন্তে ইতি কেনচিদ্ অংশেন ইত্যুক্তম্। সুগমম্ অন্যৎ।১২।

ইতি চতুর্থং শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। (৪)

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অতিদেশস্য উপদেশবৎ সঙ্গতিঃ। যথাহি বেদবিপরীতত্বাৎ সাংখ্যাদিস্মৃতিঃ অতন্মূলা, এবং ব্রহ্মকারণবৈপরীত্যাৎ জগৎ ন তন্মূলম্। তন্মূলত্বে হি ততো মহৎ স্যাৎ, ন অল্পম্ ইতি, অতুল্যত্বাশঙ্কায়াম্ অতিদেশঃ স্যাৎ ইতি, তাম্ আহ—"ন কার্য্যমি"তি। ইয়ম্ "আরম্ভণাধি-করণে" নিরসিষ্যমাণাপি অভ্যুচ্চয়ত্বেন ইহ নির্দিশ্যতে। যত্তু বক্ষ্যতে উপাদানত্বং চ কারণস্য কার্য্যাৎ অল্পপরিমাণস্যৈব দৃষ্টমিতি, সা এব এতদধিকরণে নিরস্যা ইতি। "অস্য" কার্য্যস্য ইত্যর্থঃ। কুলালাদিব্যাপারাৎ প্রাক্ মৃদ্, ঘটরহিতা, তদানীং যোগ্যত্বে সতি অনুপলভ্যমান-ঘটত্বাৎ, গগনবৎ ; ততশ্চ সত্ত্ববিরোধাৎ ন কার্য্যকারণয়োঃ ঐক্যম্ ইত্যাহ—"কিঞ্চে"তি। "যেনে"তি অর্থগতপ্রত্যক্ষপরোক্ষত্বেন ইত্যর্থঃ। ঘটাদিকার্য্যস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ সত্ত্বে মানম্ "অসদকরণাৎ" ইত্যাদ্যনুমানজঃ উপলম্ভঃ অনুমিতিঃ ইতি অনুমানম্। জগতস্তু প্রাগবস্থায়াম্ আগমজ উপলম্ভ আগমঃ। ঘটো যদি ভিন্নো মৃদঃ, তর্হি তৎকার্য্যং ন স্যাৎ, অশ্ববৎ ইতি তর্কস্য, স ততো যদি অভিন্নঃ, তর্হি তৎকার্য্যং ন স্যাৎ, মৃদ্বৎ ইতি প্রতিরোধম্ উক্ত্বা মূলশৈথিল্যম্ আহ—"অত্যন্তে"তি। ননু যদি কুম্ভাৎ কুম্ভকারমৃদোঃ অত্যন্তভেদঃ, তর্হি কথম্ উপাদান-নিমিত্তব্যবস্থা অত আহ—"তস্মাদি"তি। পরমাণোরপি মূর্ত্তত্বাৎ ক্ষুদ্রতরান্তরারভ্যত্বম্ অতো ন ক্ষুদ্রত্ববিশ্রান্তিঃ, অত আহ—"ক্ষোদীয়োঽন্তরে"তি। "সহস্রসম্বৎসরে"তি। "পঞ্চপঞ্চাশতস্ত্রিবৃতঃ সম্বৎসরাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ পঞ্চদশাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ সপ্তদশাঃ পঞ্চপঞ্চাশত একবিংশা, বিশ্বসৃজাম্ অয়নে সহস্রসম্বৎসরম্ উপযন্তি" ইত্যত্র, সম্বৎসরশব্দস্য হি উৎপত্তিবাক্যে মুখ্যার্থলাভাৎ তাবদায়ুষ্করসাদিসিদ্ধমনুষ্যাদ্যধিকারতাম্

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয়:নহে।)

[এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ।১২]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

আশঙ্কা যষ্টে সিদ্ধান্তিতম্। প্রকৃতৌ হি "দ্বাদশাহে ত্রয়স্ত্রিবৃতো ভবন্তি ত্রয়ঃ পঞ্চদশাস্ত্রয়ঃ সপ্তদশাস্ত্রয় একবিংশা" ইতি ত্রিবৃদাদিশব্দাঃ ত্রিবৃদাদিস্তোত্রবিশিষ্টাহঃপরাঃ সমধিগতাঃ। এবং চ অত্রাপি পঞ্চপঞ্চাশতঃ ত্রিবৃতঃ সম্বৎসরা ইত্যাদ্যুৎপত্তিবাক্যেষু অহঃপরত্রিবৃদাদিশব্দৈঃ নিশ্চিতার্থৈঃ সামানাধিকরণ্যাৎ সম্বৎসরশব্দস্য স্বয়ং সৌরচান্দ্রাদিনানোপাধিত্বেন অনির্ধারিতার্থস্য অহঃপরত্বৈব। এবং চ উৎপত্তিম্ আলোচ্য সহস্রসম্বৎসরশব্দোঽপি সহস্রদিবসসাধ্যকর্ম্মপরঃ। ঔষধাদিসিদ্ধিকল্পনাপি এবং ন ভবতি। তস্মাৎ মনুষ্যঃ অধিকারীতি। আরম্ভে হি ন্যূনপরিমাণাৎ মহদুদয়নিয়মো ন নিবর্ত্ততে। উন্নততরগিরিশিখরবর্ত্তিমহাতরুষু ভূমিষ্ঠস্য দূর্ব্বাকারনির্ভাসপ্রতিভাসোপলম্ভাৎ ইত্যাহ—"অবিদ্যাসমারোপেণ" ইতি ॥১২। ইতি চতুর্থং শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। (৪)

ভামতীর অনুবাদ। ভেদবাদদ্বারা সাংখ্যের ভেদাভেদবাদ খণ্ডন।

কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন নহে, উভয়ের অভেদ হইলে কারণস্বরূপের মত তাহা কার্য্য হইতে পারিত না, অর্থাৎ কারণ যেমন কারণ হইতে অভিন্ন বলিয়া নিজেই নিজের কার্য্য নহে, তদ্রূপ কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন হইলে তাহা আর কার্য্য হইতে পারে না, এবং কৃধাতুর অর্থও অনুপপন্ন হইত, অর্থাৎ পুরুষপ্রযত্নও সঙ্গত হইতে পারিত না; কারণ, অভূতপ্রাদুর্ভাবনরূপ প্রযত্নই কৃধাতুর অর্থ, অর্থাৎ যাহা ছিল না, তাহাকে আবির্ভূত করাই হইল কৃধাতুর অর্থ। আর কার্য্য যদি কারণস্বরূপ হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অভূত অর্থাৎ কোন কিছু ছিল না, এমন হয় না—যে জন্য এই ব্যক্তি যত্ন করিবে?

যদি বল, কার্য্যের অভিব্যক্তির জন্য পুরুষ যত্ন করিবে? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহাও কারণাত্মক বলিয়া বর্ত্তমান থাকে। যদি না থাকিত, তাহা হইলে, অভিব্যঙ্গ্য অর্থাৎ যাহাকে ব্যক্ত করা হয়, তাহারও তদ্বৎপ্রসঙ্গ হইত, অর্থাৎ তাহাও অসৎ হইয়া পড়িত, এজন্য কারণস্বরূপত্বের ব্যাঘাত ঘটিত। কারণ, সেই বস্তুই সেই সময়েই আছে ও নাই—ইহা হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে, এই কার্য্য কি মণি মন্ত্র ঔষধ ও ইন্দ্রজাল, অর্থাৎ যাহার দ্বারা লোককে মুগ্ধ করা যায়—এইরূপ কোন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে যে, সে অজাতানিরুদ্ধাতিশয় হইল, অর্থাৎ ইহাতে অতিশয় অর্থাৎ নূতন কিছু জন্মিল না, নূতন কিছু নিরুদ্ধ অর্থাৎ নষ্টও হইল না, অব্যবধান রহিল, অর্থাৎ কিছু দ্বারা ব্যবহিত হইল না, এবং অবিদূরস্থান হইল, অর্থাৎ ইহা দূরবর্ত্তীও নহে, অথচ সেই তদবস্থেন্দ্রিয় পুরুষের অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারণ ও কার্য্যবস্তুকে দেখিতেছেন এবং পূর্ব্বের মত যাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও ঠিক্ আছে, সেই পুরুষেরই কখনও প্রত্যক্ষ হইতেছে, আবার কখনও পরোক্ষ হইতেছে, যাহার জন্য ইহার কখন প্রত্যক্ষ উপলম্ভন হইতেছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইতেছে, কখনও অনুমান অর্থাৎ অনুমিতি হইতেছে, কখনও বা আগম অর্থাৎ শাব্দবোধ হইতেছে?

যদি বল—কার্য্যান্তরব্যবধি অর্থাৎ অন্য কোন একটী কার্য্যদ্বারা ব্যবধান ইহার পারোক্ষ্যের হেতু, অর্থাৎ কার্য্যটীকে দেখিতে না পাইবার কারণ? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, কার্য্যসমূহ ত সদাতন অর্থাৎ সর্ব্বদাই কারণে থাকে, অর্থাৎ কার্য্যসমূহ সর্ব্বদাই কারণে থাকে বলিয়া সর্ব্বদাই তাহার দ্বারা ব্যবধান হইয়া যাইলে কোন সময়েই আর কার্য্যবিশেষ দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত না।

আর যদি এরূপ হয় যে,—কার্য্যান্তরগুলি অর্থাৎ পিণ্ড কপাল শর্করা চূর্ণ ও কণাপ্রভৃতি মৃত্তিকার যতপ্রকার কার্য্য আছে, সকলেই কুম্ভকে ব্যবধান করে, অর্থাৎ আবরণ করিয়া রাখে, এইজন্য কদাচিৎ কুম্ভের প্রত্যক্ষ হয় না, যেমন—কুম্ভ উৎপত্তির পূর্ব্বে কপালপ্রভৃতি দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া দৃষ্ট হয় না, আবার উৎপত্তির পরে আবরণ থাকে না বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, (তোমার মতে) কার্য্যসমূহ কারণস্বরূপ বলিয়া সদাতন অর্থাৎ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকায় সর্ব্বদা ব্যবধানবশতঃ অর্থাৎ সকল সময়েই আবরণপ্রযুক্ত কুম্ভের অত্যন্ত অনুপলব্ধি হইত, অর্থাৎ কোন সময়েই কুম্ভ দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত না।

যদি বল—কার্য্যসমূহ কাদাচিৎক অর্থাৎ পিণ্ডকপালপ্রভৃতি কার্য্যসমূহ কখন থাকে, কখন থাকে না বলিব, তাহা হইলে বলিব—কার্য্যসমূহ আর কারণস্বরূপ হইতে পারিল না। যেহেতু, নিত্যত্বলক্ষণ ও অনিত্যত্বলক্ষণ যে বিরুদ্ধধর্ম্ম, তাহার যে সংসর্গ, তাহাই ভেদক হইবে, অর্থাৎ তাহা হইলে কারণ নিত্য হইল এবং কার্য্য অনিত্য—এই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, কার্য্য ও কারণের ভেদ জন্মাইয়া দিবে।

আর ভেদ ও অভেদের পরস্পর বিরোধবশতঃ একত্র সহাসম্ভব অর্থাৎ একস্থানে একসঙ্গে থাকা সম্ভব নহে, ইহা পূর্ব্বে (চতুর্থসূত্রের পরিণামিনিত্যত্বের ব্যাখ্যাতে) বলা হইয়াছে। সেই হেতু কার্য্যপদার্থ কারণবস্তু অপেক্ষা অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু।

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ।১২]

বৈশেষিককর্ত্তৃক সাংখ্যের উত্তর কল্পনা করিয়া খণ্ডন।

আর যদি বল—কার্য্য ও কারণের ভেদ থাকিলে গো এবং অশ্বের পরস্পর ভেদবশতঃ যেমন তাহাদের কার্য্য-কারণভাব নাই, তেমনই এস্থলে কার্য্যকারণভাবের অনুপপত্তি হইবে, কিন্তু ইহাও ঠিক্ নহে; কারণ, কার্য্য-কারণের অভেদ স্বীকার করিলেও কারণস্বরূপের মত কার্য্যত্বের অনুপপত্তি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কার্য্যকারণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হইলে যেমন কার্য্যকারণভাবের উপপত্তি হয় না, সেইরূপ অত্যন্ত অভিন্ন হইলেও করণাভিন্ন কার্য্যের কার্য্যত্ব উপপন্ন হয় না। আর কার্য্যকারণের অত্যন্ত ভেদ থাকিলে, কুম্ভ ও কুম্ভকারের নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব অর্থাৎ কারণকার্য্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব অন্যত্বের অবিশেষেও অর্থাৎ ভেদের কোন তারতম্য না থাকিলেও সমবায়ভেদই, অর্থাৎ সমবায় নামক সম্বন্ধবিশেষই, উপাদান-উপাদেয়ভাবের, অর্থাৎ ইহা ইহার উপাদানকারণ, এবং ইহা ইহার উপাদেয় অর্থাৎ কার্য্য—এইরূপ নিয়মের হেতু হয়। ('অভূত্বা' অর্থাৎ না হইয়া অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল না। ('যস্য ভবতঃ' অর্থাৎ) এখন হইতেছে এইরূপ যে বস্তুর সমবায় হয়, অর্থাৎ অবয়ব ও অবয়বীর সম্বন্ধ হয়, সেই বস্তুটী উপাদেয়, অর্থাৎ যাহার সমবায় তাহাই উপাদেয়, আর যাহাতে সমবায় থাকে, তাহাকে উপাদান বলে। (যেমন ঘটকার্য্যটী উৎপন্ন হইয়া তাহার কারণ যে কপালদ্বয়, তাহাতে সমবায়সম্বন্ধেই থাকে বলা হয়।)

পরমাণুবাদ স্থাপন।

আর কার্য্য অপেক্ষা অল্পপরিমাণ কারণেরই উপাদানত্ব দেখা যায়, যেমন কাপড়প্রভৃতির উপাদানকারণ তন্তুপ্রভৃতি কাপড় অপেক্ষা অল্পপরিমাণ হয়। কিন্তু অতি বৃহৎ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে অত্যন্ত অল্পপরিমাণ এই জগদ্রূপ কার্য্য হইতে পারে না। অতএব যেখানে এই অল্পের তারতম্য শেষ হয়—যাহা অপেক্ষা অতিক্ষুদ্র বস্তু সম্ভব হয় না, সেই পরমাণু জগতের মূলকারণ। কিন্তু পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রবস্তুর ক্ষুদ্রত্বের যদি আনন্ত্য হয়, অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্বের শেষ না থাকে, তাহা হইলে মেরুরাজ ও সর্ষপের তুল্য পরিমাণত্বপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ মেরু ও সর্ষপের পরিমাণ সমান হইয়া পড়ে, কারণ উভয়েরই অবয়বধারা অনন্ত। সেই হেতু অতিবৃহৎ ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উপাদেয় জগৎরূপ কার্য্য অভিন্ন, এই কথা যে শ্রুতি অভিধান করিতেছেন অর্থাৎ বলিতেছেন, তাহাকে, প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্য অর্থাৎ যাহার প্রামাণ্য স্থির আছে, সেই তর্কের সহিত বিরোধ হওয়ায় **"সহস্রসম্বৎসরসত্রবাক্যস্থিত সম্বৎসর"** শ্রুতিকে যেমন কোনরূপে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা সহস্র দিন অর্থ করা হয়, সেইরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত—এইরূপে অতিশয় আশঙ্কাকারী বৈশেষিককে লক্ষ্য করিয়া সূত্রকার **"এতেন"** ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সাংখ্যমতে প্রদত্ত দোষের অতিদেশ করিতেছেন।

বৈশেষিকের পরমাণুবাদ বেদান্তীকর্ত্তৃক খণ্ডন।

ইহার অর্থ—**"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"** (২।১।১৪) এই সূত্রে কারণ হইতে কার্য্যের ভেদকে আমরা নিষেধ করিব। অবিদ্যাজনিত সমারোপদ্বারা অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ কার্য্যের অল্পতা ও আধিক্য হয়, তাহা অন্য প্রয়োজকত্বনিবন্ধন অর্থাৎ অন্যকারণ প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ উপাদানকারণ ব্রহ্ম ভিন্ন অবিদ্যাবশতঃ হয় বলিয়া আমরা উপেক্ষা করিব, অর্থাৎ অতিবৃহৎ হইতে অতিক্ষুদ্র জগৎ কি করিয়া হইল—ইহা লইয়া আর চিন্তা করিব না। সেইজন্য বৈশেষিকাদির অভিমত তর্ক, শুষ্ক বলিয়া অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণহীন বলিয়া তাহার অব্যবস্থিতিপ্রযুক্ত অর্থাৎ তাহার স্থায়িত্ব না থাকায় এই সূত্রটী সাংখ্যমতে প্রদত্ত দোষকে অতিদেশ করিতেছে, অর্থাৎ এখানেও প্রয়োগ করিতেছে। যে সাংখ্যমত কোন রকমে বেদের অনুকরণ করিয়াছে এবং মনুপ্রভৃতি শিষ্টগণকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই সাংখ্যতর্কের যেখানে এই গতি হইল, তখন অত্যন্ত বেদবহির্ভূত এবং মন্বাদিকর্ত্তৃক উপেক্ষিত পরমাণ্বাদিবাদের কথা আর কি বলিব ?

"কেনচিৎ অংশেন" ইহার অর্থ এই—যেহেতু সৃষ্ট্যাদিপদার্থ ব্যুৎপাদ্য বিষয়, আর সেই পদার্থগুলি পূর্ব্বপক্ষন্যায়ে উৎপ্রেক্ষিত অর্থাৎ কল্পিত যে সৎ অথবা অসৎ তাহাদের মধ্যে কোন একটীকে উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়া প্রতিপাদিত হয়, এইজন্য **"কেনচিদ্ অংশেন"** এইরূপ বলিতেছেন। ইহা ভিন্ন ভাষ্যের অপরাংশ অনায়াসেই বুঝা যাইবে। ইহাই হইল শিষ্টাপরিগ্রহনামক এই চতুর্থ অধিকরণ।১২ সূত্র।

শিষ্টাপরিগ্রহনামক চতুর্থ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণটী এই পাদের চতুর্থ—অধিকরণ। ইহাতে একটী মাত্র সূত্র আছে এবং তাহা উপরেই প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা পরমাণুবাদী বৈশেষিক ও সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমতের খণ্ডন করা হইয়াছে। সাংখ্য-মতের তর্ক খণ্ডনের পর ইহাদের তর্ক খণ্ডন করিয়া জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদ প্রতিপন্ন করায় ইহাতে পূর্ব্বাধি-করণের অতিদেশমাত্র অর্থাৎ পূর্ব্ববিচারের ন্যায় এই বিচারটীও বুঝিতে হইবে। ইহার ন্যায়াবয়বপ্রভৃতি এই—

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ।১২]

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ ও তাহার তাৎপর্য্য।

(১) **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— "
অধ্যায়সঙ্গতি— "
পদসঙ্গতি— "
অধিকরণসঙ্গতি— "

(২) **বিষয়**—চেতনব্রহ্ম জগতের কারণ, পরমাণু নহে, এইভাবে ব্রহ্মে উক্ত বেদান্তের সমন্বয়টী—বিষয়।

(৩) **সন্দেহ**—ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে, যেহেতু তাহা বিভু, যেমন আকাশ—ইত্যাদি। তার্কিকের অভিমত এই ন্যায়দ্বারা বেদান্তের ব্রহ্মকারণত্ববোধক যে সমন্বয় তাহা বিরুদ্ধ হয় কি—না, ইহাই সন্দেহ।

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে তাহা সিদ্ধ।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—সন্দেহের অন্তর্গত প্রথম কোটি অনুসারে বেদান্তের ব্রহ্মকারণত্ববোধক যে সমন্বয়, তাহা বিরুদ্ধই হয়। কারণ, ইহা অবাধিতই থাকে। সেই হেতু অণুপ্রভৃতিই—জগতের উপাদানকারণ, ব্রহ্ম নহে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

(৬) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনের জন্য এই সূত্রটী। এতদ্দ্বারা অর্থাৎ প্রধানকারণতাবাদ-নিরাকরণরূপ কারণদ্বারা শিষ্ট মনুব্যাসপ্রভৃতিকর্ত্তৃক অপরিগৃহীত যে পরমাণুকারণবাদ, তাহাও নিরাকৃত হইল। যেহেতু সেই তর্ক বেদদ্বারা বাধিত। ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষ। বিস্তৃতবিবরণ অনুবাদমধ্যে দ্রষ্টব্য।

এস্থলে এই অধিকরণবর্ণনোপলক্ষ্যে ভাষ্য ও ভামতীর সংক্ষেপ এইরূপ, যথা—

পূর্ব্বপক্ষ—অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই অবচ্ছিন্ন কার্য্যের উপাদান—এই বিষয়ক যে শ্রুতি আছে, তাহার, উপাদান হইতে কার্য্য মহৎপরিমাণ—এই অনুমানদ্বারা সংকোচ করা উচিত কি না—এইরূপ সন্দেহ হইলে, অতিদেশত্ব-প্রযুক্ত উপদেশের ন্যায় এস্থলে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি বুঝিতে হইবে। যেমন বেদের বিপরীত বলিয়া সাংখ্যস্মৃতি বেদমূলক নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মোপাদানবৈপরীত্যপ্রযুক্ত জগৎও ব্রহ্মমূলক নহে। জগৎ ব্রহ্মমূলক হইলে ব্রহ্ম হইতে বৃহৎ হইত, অল্প হইত না, এস্থলে ইহাই অধিক আশঙ্কা। যথা—

উপাদানস্য তন্ত্বাদেঃ পটাদের্ন্যূনতা যতঃ।
জগন্মূলং ততো ন্যূনপরিমাণং প্রতীয়তে॥

অর্থাৎ যেমন পটের উপাদান তন্তু, পট হইতে ন্যূনপরিমাণ হয়, তদ্রূপ জগতের মূল, জগৎ অপেক্ষা ন্যূন-পরিমাণ হওয়া উচিত। পট হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রসরেণু পর্য্যন্ত মহৎ অবয়বিগণ তদপেক্ষা ন্যূনপরিমাণ উপাদানদ্বারা আরব্ধ হয়। ইহার অনুমান যথা—

ত্রসরেণু সাবয়ব ... ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা চাক্ষুষদ্রব্য ... ... (হেতু)
যেমন ঘট ... ... (উদাহরণ)

আর যাহা ত্রসরেণুর অবয়ব তাহাই দ্ব্যণুক, তাহা এই প্রকারে অনুমিত হয়—

ত্রসরেণুর অবয়বগুলি সাবয়ব ... ... (প্রতিজ্ঞা)
মহতের প্রতি অবয়বত্বপ্রযুক্ত ... ... (হেতু)
যেমন তন্তু ... ... (উদাহরণ)

এই অনুমানদ্বারা দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণু সিদ্ধ হয়। আর পরমাণুরও মূর্ত্তত্বাদি হেতুদ্বারা সাবয়বত্ব অনুমেয় হয় না। কারণ, তাহা হইলে তাহাদের অবয়বেরও সাবয়বত্ব আপত্তি হয়, আর তজ্জন্য সুমেরু ও সর্ষপ, অনন্ত অবয়বারব্ধ হয় বলিয়া সমপরিমাণ হইয়া পড়ে। সেই হেতু জগতের উপাদান ব্রহ্ম নহে।

সিদ্ধান্তী এতদুত্তরে বলেন—

শিষ্টেষ্টাপি স্মৃতির্বাধ্যা যদা বেদবিরোধতঃ।
কা কথা তৎপরিত্যক্তে মতে বেদাপবাধিতে॥

ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণং নাম

পঞ্চমম্ অধিকরণম্।

(প্রত্যক্ষানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ।১৩

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ ও তাহার তাৎপর্য্য।

আরম্ভেঽল্পান্মহজ্জন্ম বিবর্ত্তে নিয়মো ন হি।

ভূস্থস্য গিরিবৃক্ষেষু দূর্ব্বাস্ত্বারোপদর্শনাৎ॥

অর্থাৎ বেদের সহিত বিরোধবশতঃ যখন শিষ্টগণের ইষ্ট স্মৃতিও বাধ্য হয়, তখন বেদবাধিত শিষ্টপরিত্যক্ত স্মৃতির আর কথা কি? আরম্ভবাদে অল্প হইতে মহতের জন্ম স্বীকার্য্য হয়, বিবর্ত্তবাদে ইহার কোন নিয়ম নাই। ভূমিদেশে অবস্থিত ব্যক্তি পর্ব্বতস্থিত বৃক্ষসমূহে দূর্ব্বাস্বের আরোপ করে—দেখা যায়।

আর ত্রসরেণুর অবয়বের যে সাবয়বত্ব অনুমান, তাহাতে মহত্বটী উপাধি হয়। অথবা এতদ্দ্বারা পরমাণুর নিরবয়বত্ব হউক, তথাপি তাহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। যেহেতু—

ত্রসরেণু কার্য্যাবয়বাবয়ব, অর্থাৎ তাহার অবয়বের অবয়ব পরমাণু কার্য্যপদার্থ (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা মহৎকার্য্য ... ... (হেতু)
যেমন পট ... ... (উদাহরণ)

এতদ্দ্বারা পরমাণুর কার্য্যত্বের অনুমান হয়। আচ্ছা, তাহাই হউক—পরমাণু যদি কার্য্যদ্রব্য হয়, তাহা হইলে সাবয়ব হয়, যেমন ঘট; আর তাহা হইলে অবয়বের অনবস্থা হইলে সুমেরু ও সর্ষপের পরিমাণের সাম্যাপত্তি হয়—যদি বল, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না। কারণ—

এই ঘট এতদ্‌ভিন্নসাবয়বত্বরহিত কার্য্যদ্রব্য হইতে ভিন্ন ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু প্রমেয় ... ... (হেতু)
যেমন ঘট ... ... (উদাহরণ)

এতদ্দ্বারা নিরবয়ব কার্য্যদ্রব্য সিদ্ধ হইলে এই তর্কের মূলশৈথিল্য হইয়া যায়। আর তাহা হইলে পরমাণু নিরবয়ব হইলেও, যাহার নিত্যত্ব, শ্রুতি হইতে অবগত হইয়াছি, সেই মূলকারণ ব্রহ্ম হইতেই তাহা উৎপন্ন হইবে।

এই শিষ্টাপরিগ্রহ নামক চতুর্থ অধিকরণটী ভারতীতীর্থ স্বামী—তাঁহার অধিকরণ মালা গ্রন্থে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা এই—

বাধোঽস্তি পরমাণ্বাদিমতৈ র্নো বা যতঃ পটঃ।
ন্যূনতন্তুভিরারব্ধো দৃষ্টোঽতো বাধ্যতে মতৈঃ॥
শিষ্টেষ্টাপি স্মৃতিস্ত্যক্তা শিষ্টত্যক্তমতং কিমু।
নাতো বাধো বিবর্ত্তে তু ন্যূনত্বনিয়মো নহি॥

অন্বয়—পরমাণ্বাদিমতৈঃ বাধঃ অস্তি নো বা? যতঃ পটঃ ন্যূনতন্তুভিঃ আরব্ধঃ দৃষ্টঃ, অতঃ মতৈঃ বাধ্যতে। শিষ্টেষ্টা স্মৃতিঃ অপি ত্যক্তা, শিষ্টত্যক্তমতঃ কিমু, অতঃ ন বাধঃ বিবর্ত্তে তু নহি ন্যূনত্বনিয়মঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ। ১৩ *

অন্যথা পুনঃ ব্রহ্মকারণবাদঃ তর্কবলেনৈব আক্ষিপ্যতে। যদ্যপি শ্রুতিঃ প্রমাণং স্ববিষয়ে ভবতি, তথাপি প্রমাণান্তরেণ বিষয়াপহারে অন্যপরা ভবিতুম্ অর্হতি। যথা মন্ত্রার্থবাদৌ।

* এই সূত্রে একটি অধিকরণ হইয়াছে। এখানে "অবিভাগঃ" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় এটী অধিকরণারম্ভক সূত্র হইয়াছে। "ভোক্ত্রাপত্তেঃ অবিভাগশ্চেৎ" পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ এবং "স্যাল্লোকবৎ" এই অংশটী সিদ্ধান্তপক্ষ। অধ্যায় ও পাদের আরম্ভ না হইলে সূত্রমধ্যে "ইতি চেৎ" বা "চেৎ" শব্দের প্রয়োগদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ থাকিলে "গৌণশ্চেৎ নাত্মশব্দাৎ" এই ১।১।৯ সূত্রের মত সে সূত্রটী অধিকরণ আরম্ভক হয় না—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার কারণ এই যে, পূর্ব্বসূত্রে "ব্যাখ্যাতাঃ" পদদ্বারা বিচারশেষ হইয়াছে—অথবা "ভোক্ত্রাপত্তেঃ" এই হেতুনির্দ্দেশ করিয়া "ইতি চেৎ" বা "চেৎ পদদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ রহিয়াছে। সুতরাং হেতুনির্দ্দেশসহকারে পূর্ব্বপক্ষ থাকিলে তাহা অধিকরণ আরম্ভক হয়—ইহাই নিয়ম। "গৌণশ্চেৎ" সূত্রে হেতুনির্দ্দেশ নাই। মাধ্বভাষ্যে এই অধিকরণের সঙ্গে পর সূত্রটীও গৃহীত হইয়াছে। অপর ভাষ্যগুলি শাঙ্কর ব্যাখ্যারই অনুকূল।

(প্রত্যক্ষানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।১৩]

শাঙ্করভাষ্যম্।

তর্কোঽপি স্ববিষয়াৎ অন্যত্র অপ্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ, যথা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ। কিম্ অতঃ, যদি এবম্? অত ইদম্ অযুক্তং, যৎ, প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধার্থবাধনং শ্রুতেঃ। কথং পুনঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধঃ অর্থঃ শ্রুত্যা বাধ্যতে ইতি? অত্র উচ্যতে—প্রসিদ্ধো হি অয়ং ভোক্তৃভোগ্যবিভাগো লোকে, ভোক্তা চেতনঃ শারীরঃ, ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি। যথা—ভোক্তা দেবদত্তঃ ভোজ্য ওদন ইতি। তস্য চ বিভাগস্য অভাবঃ প্রসজ্যেত, যদি ভোক্তা ভোগ্যভাবম্ আপদ্যেত। ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবম্ আপদ্যেত। তয়োশ্চ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বাৎ প্রসজ্যেত। ন চ অস্য প্রসিদ্ধস্য বিভাগস্য বাধনং যুক্তম্। যথা তু অদ্যত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ বিভাগো দৃষ্টঃ, তথা অতীতানাগতয়োরপি কল্পয়িতব্যঃ। তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্য অস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্য অভাবপ্রসঙ্গাৎ অযুক্তম্ ইদং ব্রহ্মকারণতাবধারণম্ ইতি চেৎ কশ্চিৎ চোদয়েৎ? তং প্রতি ব্রূয়াৎ—"স্যাৎ লোকবৎ" ইতি। উপপদ্যতে এব অয়ম্ অস্মৎ-পক্ষেঽপি বিভাগঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথাহি—সমুদ্রাৎ উদকাত্মনঃ অনন্যত্বেঽপি তদ্-বিকারাণাং ফেনবীচিতরঙ্গবুদ্বুদাদীনাম্ ইতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে। ন চ সমুদ্রাৎ উদকাত্মনঃ অনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেনতরঙ্গাদীনাম্ ইতরেতর-ভাবাপত্তিঃ ভবতি। ন চ তেষাম্ ইতরেতরভাবানাপত্তৌ অপি সমুদ্রাত্মনঃ অন্যত্বং ভবতি; এবম্ ইহাপি। ন চ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ, ন চ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ অন্যত্বং ভবিষ্যতি। যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ,—

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈঃ ২।৬) ইতি—

স্রষ্টুরেব অবিকৃতস্য কার্য্যানুপ্রবেশেন ভোক্তৃত্বশ্রবণাৎ, তথাপি কার্য্যম্ অনুপ্রবিষ্টস্য অস্তি উপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ, আকাশস্য ইব ঘটাদ্যুপাধিনিমিত্তঃ, ইত্যতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বেঽপি উপপদ্যতে ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিন্যায়েন ইতি উক্তম্।১৩ [ইতি পঞ্চমং ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণম্] (৫)।

ভাষ্যানুবাদ। অভেদে ভোক্তৃভোগ্যবিভাগলোপশঙ্কা নিরাস।

[সূত্রার্থ—ভোক্ত্রাপত্তেঃ ভোক্তার আপত্তি হয় বলিয়া অবিভাগঃ অবিভাগ হয়, অর্থাৎ জগতের ব্রহ্ম-কারণতাবাদ স্বীকার করিলে ভোক্তাই ভোগ্য হয়, এইরূপে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ থাকে না, চেৎ ইহা যদি বল; এতদুত্তরে বলা হইতেছে—স্যাৎ লোকবৎ ইহা লোকে দৃষ্টবিষয়ের ন্যায় হয়, অর্থাৎ বিভাগ থাকে, লোকে যেমন উপাধিভেদে এক বস্তুকে বিভিন্ন বলে, এস্থলেও ব্রহ্মের উপাধিভেদে ব্রহ্মে ভোক্তৃভোগ্যভেদ হয়।]

অন্যপ্রকার আবার ব্রহ্মকারণতাবাদের উপর তর্কের সাহায্যেই আক্ষেপ করা হইতেছে। যথা—যদিও শ্রুতি স্ববিষয়ে প্রমাণ; তথাপি অন্যপ্রমাণদ্বারা বিষয়ের অপহার হইলে, অর্থাৎ শ্রুত্যর্থে বাধা ঘটিলে, শ্রুতি অন্যপরা হইবার যোগ্য হয়, অর্থাৎ শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থ করা উচিত হয়। যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ-শ্রুতিকে অন্যপরা করা হয়; অর্থাৎ মন্ত্র ও অর্থবাদের যথাশ্রুত অর্থবোধে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা বাধা হইলে গৌণ অর্থ করা হয়। এইরূপ তর্কও স্ববিষয় অর্থাৎ তর্কগম্যবিষয় হইতে অন্যবিষয়ে অপ্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মবিষয়ে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত হয়। আচ্ছা, যদি এরূপ হয়, ইহা হইতে কি হইল? ইহা হইতে হইল এই যে, প্রমাণান্তরদ্বারা প্রসিদ্ধ অর্থের যে শ্রুতিকর্ত্তৃক বাধাদান তাহা অন্যায়? আচ্ছা, কি করিয়া আবার প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ অর্থকে শ্রুতি বাধা দিল? এ বিষয়ে বলা হইতেছে যে, লোকমধ্যে এই ভোক্তৃভোগ্যের বিভাগ প্রসিদ্ধই আছে—ভোক্তা হইতেছে—চেতনাশারীর অর্থাৎ জীব, আর ভোগ্য হইতেছে—শব্দাদি বিষয়। যেমন ভোক্তা দেবদত্ত ও ভোজ্য ওদন অর্থাৎ অন্ন। আর (অবিভাগঃ চেৎ) সেই বিভাগের অভাব প্রসক্ত হইয়া যায়, যদি (ভোক্ত্রাপত্তেঃ) ভোক্তা ভোগ্যভাবপ্রাপ্ত হইয়া যায়, অথবা ভোগ্য ভোক্তৃভাবপ্রাপ্ত হইয়া যায়। আর পরমকারণ ব্রহ্ম

(প্রত্যক্ষানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ।১৩]

ভাষ্যানুবাদ। কার্য্যগত ভোক্তা ও ভোগ্যের ব্যবস্থা।

হইতে অনন্য বলিয়া তাহাদের অর্থাৎ সেই ভোক্তা ও ভোগ্যের ইতরেতরভাবপ্রাপ্তি প্রসক্ত হইত, অর্থাৎ ভোক্তা ভোগ্য হইয়া যাইত এবং ভোগ্য ভোক্তা হইয়া যাইত। আর এই প্রসিদ্ধ বিভাগের বাধা হওয়া উচিত নহে। যেমন বর্ত্তমানে ভোক্তৃভোগ্যের বিভাগ দেখা যায়, সেইরূপই অতীত ও ভবিষ্যৎকালেও ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগ কল্পনা করিতে হইবে। সেই হেতু প্রসিদ্ধ এই ভোক্তৃভোগ্যবিভাগের অভাবপ্রসঙ্গপ্রযুক্ত অর্থাৎ অভাব হইয়া যায় বলিয়া ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া যে অবধারণ অর্থাৎ স্থির করা, তাহা অযুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গত—এইরূপ যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবে—**স্যাৎ লোকবৎ**, অর্থাৎ ইহা লোকবৎ হইবে। আমাদের পক্ষেও এই বিভাগ উপপন্ন হয়; কারণ, লোকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অর্থাৎ জলময় সমুদ্র হইতে অনন্য হইলেও সেই সমুদ্রের বিকার যে, ফেনা তরঙ্গ ও বুদ্বুদ প্রভৃতি, তাহাদের ইতরেতরবিভাগ অর্থাৎ পরস্পরের পার্থক্য এবং ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণ ব্যবহার, অর্থাৎ পরস্পরের সংসর্গরূপ ব্যবহার উপলব্ধ হয়। আর উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অনন্য হইলেও সমুদ্রের বিকার ফেনা তরঙ্গ প্রভৃতির ইতরেতরভাবাপত্তি অর্থাৎ পরস্পরের পরস্পরভাবপ্রাপ্তি ঘটে না। অর্থাৎ ফেনা কখন তরঙ্গ হয় না। আর সেই ফেনতরঙ্গাদির ইতরেতরভাবপ্রাপ্তি না হইলেও সমুদ্রস্বরূপ হইতে তাহাদের অন্যত্ব হয় না, অর্থাৎ সমুদ্র হইতে পার্থক্য হয় না। এইরূপ এখানেও হয়, অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোগ্যের ইতরেতরভাবাপত্তিও হইবে না এবং পরমব্রহ্ম হইতে সেই ভোক্তা ও ভোগ্যের অন্যত্বও হইবে না। যদিও ভোক্তা জীব, ব্রহ্মের বিকার নহে, কারণ—

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ" (তৈঃ উঃ ২।৬)

অর্থাৎ তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অবিকৃত সৃষ্টিকর্ত্তারই কার্য্যে অনুপ্রবেশদ্বারা ভোক্তৃত্ব হইয়াছিল; তাহা হইলেও যিনি কার্য্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাধিনিমিত্ত বিভাগ হয়; যেমন ঘটাদি-উপাধিনিমিত্ত আকাশের বিভাগ হয়। এইজন্য পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে অনন্য হইলেও অর্থাৎ অভিন্ন হইলেও সমুদ্রতরঙ্গাদি-ন্যায়ে ভোক্তা ও ভোগ্যস্বরূপ বিভাগ উপপন্ন হইতে পারে—ইহা বলা হইল।১৩। ইহাই হইল ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ।

ভামতী।

স্যাৎ এতৎ, অতিগম্ভীরজগৎকারণবিষয়ত্বং তর্কস্য নাস্তি, কেবলাগমগম্যম্ এতৎ ইতি উক্তম্। তৎ কথং পুনঃ তর্কনিমিত্ত আক্ষেপঃ? ইত্যত আহ—"যদ্যপি শ্রুতিঃ প্রমাণমি"তি। প্রবৃত্তা হি শ্রুতিঃ অনপেক্ষতয়া স্বতঃপ্রমাণত্বেন ন প্রমাণান্তরম্ অপেক্ষতে। প্রবর্ত্তমানা পুনঃ স্ফুটতরপ্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধেন মুখ্যার্থাৎ প্রচ্যাব্য জঘন্যবৃত্তিতাং নীয়তে, যথা মন্ত্রার্থবাদৌ ইত্যর্থঃ। অতিরোহিতার্থং ভাষ্যম্। "যথা তু অদ্যত্বে" ইতি। যদি অতীতানাগতয়োঃ সর্গয়োঃ এষ বিভাগো ন ভবেৎ, ততঃ তদেব অদ্যতনস্য বিভাগস্য বাধকং স্যাৎ। স্বপ্নদর্শনস্যেব জাগ্রদ্দর্শনম্। ন তু এতদ্ অস্তি। অবাধিতাদ্যতনদর্শনেন তয়োরপি তথাত্বানুমানাৎ ইত্যর্থঃ। ইমাং শঙ্কাম্ আপাততঃ অবিচারিতলোকসিদ্ধদৃষ্টান্তোপদর্শনমাত্রেণ নিরাকরোতি সূত্রকারঃ "স্যাল্লোকবৎ।১৩ [ইতি পঞ্চমং ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণম্ (৫)।]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অদ্বয়ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গবাদিনঃ সমন্বয়স্য ভেদগ্রাহিমানবিরোধসন্দেহে সঙ্গতিগর্ভম্ অগতার্থত্বম্ আহ—"প্রবৃত্তা হি" ইতি। পূর্ব্বত্র জগৎ-কারণে তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠিত ইতি উক্তম্। তর্হি জগদ্ভেদে তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি অদ্বৈতবিরোধেন প্রত্যবস্থানাৎ সঙ্গতিঃ। অতএব লব্ধ-প্রতিষ্ঠতর্কেণ শ্রুতেঃ মুখনিরোধাৎ অগতার্থত্বং চ ইত্যর্থঃ। "প্রবর্ত্তমানে"তি। স্ববিষয়প্রতিষ্ঠবিরোধিতর্কেণ সহ উন্মজ্জননিমজ্জনম্ অনুভবন্তী বলাবলবিবেকম্ অপেক্ষমাণা ইত্যর্থঃ। এতদ্ বৈধর্ম্ম্যং চ প্রবৃত্তত্বম্। তর্কস্য প্রাবল্যম্ আহ—"স্ফুটতরে"তি। স্থূলনীলাদিভেদ-গোচরত্বাৎ স্ফুটতরত্বম্। প্রতিষ্ঠিতত্বম্ অনুপচরিতত্বম্। আম্নায়ো হি উপচারেণাপি সাবকাশঃ ইতি। বর্ত্তমানবিভাগেনাপি বিরোধসিদ্ধেঃ বর্ত্তমানসাম্যোপপাদনম্ অতীতানাগতয়োঃ ভাষ্যে অনুপযোগি ইত্যাশঙ্ক্য বর্ত্তমানবিভাগসত্তাত্বং ফলম্ ইতি আহ—"যদি" ইতি। ১৩। ইতি পঞ্চমং ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণম্। (৫)

ভামতীর অনুবাদ। শ্রুতি ও তর্কের সম্বন্ধনির্ণয়।

আচ্ছা, অতিগম্ভীরজগৎকারণবিষয়ত্ব তর্কের নাই অর্থাৎ অতি দুর্ব্বোধ জগতের কারণ তর্কের বিষয় নহে—কিন্তু কেবল আগমগম্য অর্থাৎ ইহা এক মাত্র বেদপ্রমাণের বিষয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তবে আবার তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি করা হইতেছে কেন? এইজন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন "যদ্যপি শ্রুতিঃ

(প্রত্যক্ষানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।১৩]

ভামতীর অনুবাদ। শ্রুতি ও তর্কের সম্বন্ধ-নির্ণয়।

প্রমাণম্" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—শ্রুতি অর্থবোধে প্রবৃত্ত হইয়া গেলে অনপেক্ষ বলিয়া স্বতঃপ্রমাণ হওয়ায় অন্য প্রমাণকে অপেক্ষা করে না। আর প্রবর্ত্তমানা অর্থাৎ শ্রুতি যখন অর্থবোধে প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ করে, তখন স্ফুটতর প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্য অর্থাৎ যাহার প্রামাণ্য অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এইরূপ প্রমাণযুক্ত তর্কের সহিত বিরোধবশতঃ (সেই শ্রুতিকে) মুখ্যার্থ হইতে বিচ্যুত করিয়া জঘন্যবৃত্তিতে অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তিতে লইয়া যাওয়া হয়। যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ। এস্থলে ভাষ্যের অর্থ স্পষ্ট। "**যথা তু অদ্যত্বে**" ইহার অর্থ—যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে এই বিভাগ অর্থাৎ (ভোক্তৃভোগ্য) বিভাগ না থাকে, তাহা হইলে তাহাই বর্ত্তমান বিভাগের বাধক হইবে ; অর্থাৎ সেই হেতু বর্ত্তমানেও বিভাগ নাই বলিতে হইবে। যেমন অতীত ও অনাগতস্থানীয় জাগরণকালীন জ্ঞান বর্ত্তমানস্থানীয় স্বপ্নকালীন জ্ঞানের বাধক হয়। কিন্তু ইহা হয় না। কারণ, অবাধিত অদ্যতন দর্শন করিয়া অর্থাৎ বর্ত্তমানের বিভাগ দেখিয়া তাহার দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগের অনুমান হয়। এই আশঙ্কাকে, আপাতত, অবিচারিত লোকসিদ্ধ দৃষ্টান্ত উপদর্শনদ্বারা অর্থাৎ যে দৃষ্টান্ত বিনা বিচারে লোকপ্রসিদ্ধ আছে, কেবল সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া "**স্যাল্লোকবৎ**" এই সূত্রাংশের দ্বারা সূত্রকার নিরাস করিতেছেন ॥১৩। ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ ও তাহার তাৎপর্য্য।

ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক এই পঞ্চম অধিকরণে একটীমাত্র সূত্র গৃহীত হইয়াছে। ইহার অবয়বগুলি এই—

(১) **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি— "

অধ্যায়সঙ্গতি— "

পাদসঙ্গতি— "

অধিকরণ সঙ্গতি—প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি। অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণে বলা হইয়াছে—জগৎকারণ-বিষয়ে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত, এক্ষণে বলা হইতেছে—তাহা যদি হয়, তবে প্রত্যক্ষ জগদ্ভেদে তর্ক প্রতিষ্ঠিত হউক ? এইরূপে আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধান এই অধিকরণদ্বারা করা হইতেছে।

(২) **বিষয়**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে—এরূপ মতবাদী বেদান্তসমন্বয়টী বিষয়।

(৩) **সন্দেহ**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হয় বলিলে সমন্বয় প্রত্যক্ষদ্বারা বিরুদ্ধ হয় কি, হয় না—ইহাই সন্দেহ।

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে সমন্বয় সিদ্ধ। ইহাই ফলভেদ।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বে, সমুদায়ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অনন্য হয়, আর তজ্জন্য ভোগ্যরূপ শব্দাদির ভোক্তৃস্বরূপত্বাপত্তি হয়, আর ভোক্তার ভোগ্যস্বরূপত্বাপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভোক্তা ও ভোগ্যের পরস্পর বিভাগ থাকে না। অতএব প্রত্যক্ষদ্বারা সমন্বয় বিরুদ্ধ হয়, ইত্যাদি। ইহাই "ভোক্ত্রাপত্তেঃ অবিভাগঃ চেৎ" এই সূত্রাংশ-দ্বারা কথিত হইল। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

(৬) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—"স্যাল্লোকবৎ" এই অংশদ্বারা ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। অর্থাৎ এক ব্রহ্মের উপাদানত্ব স্বীকার করিলেও ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চের পরস্পর বিভাগ সিদ্ধ হয় ; যেমন লোকমধ্যে মৃত্তিকারূপে ঘটাদি অভিন্ন হইলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ থাকে দৃষ্ট হয়—ইহাও তদ্বৎ। অতএব কল্পিত ভেদ থাকায় প্রত্যক্ষবিরোধ হয় না। ইহাই হইল সিদ্ধান্তপক্ষ।

এই অধিকরণটীর সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—

পূর্ব্বপক্ষ—অদ্বয়ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই প্রকার জগৎসৃষ্টিবাদী অদ্বয়ব্রহ্মের যে সমন্বয়, তাহার সহিত ভেদগ্রাহী প্রমাণের বিরোধ সন্দেহ হইলে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণটী অতিদেশরূপ বলিয়া এবং তাহা উপদেশের অপেক্ষা করে বলিয়া সেই অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের সহিত ইহার সঙ্গতি নাই, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তাহার উপদেশস্বরূপ যে "ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ" তাহার সহিতই ইহার সঙ্গতি বলা হয়। সেই "ন বিলক্ষণত্বাধিকরণে" জগৎকারণবিষয়ে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত—ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে জগদ্ভেদবিষয়ে সেই তর্ক প্রতিষ্ঠিত, ইহা বলিতে হয়, এইরূপে শ্রুতির মুখ বন্ধ করা হয় বলিয়া অদ্বৈতবিরোধ হয়। যথা—

তদনন্যত্বাধিকরণং নাম

ষষ্ঠম্ অধিকরণম্।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪

ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ ও তাহার তাৎপর্য্য।

ভিন্নাভ্যাং ভোক্তৃভোগ্যাভ্যামভেদে ব্রহ্মভিন্নতা।
তস্মাৎ তয়োরভেদে চ স্যাদভেদঃ পরস্পরম্॥

অর্থাৎ ভিন্নস্বভাব ভোক্তৃভোগ্যের সহিত অভিন্ন হইলে ব্রহ্মভিন্নতাই সিদ্ধ হয়। সেই হেতু যদি ভোক্তৃভোগ্যের অভেদ বল, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের অভেদ হইয়া যায়।

এক্ষণে ভেদগ্রাহী প্রত্যক্ষ নিরবকাশ হয় বলিয়া, অদ্বৈতশ্রুতি. সত্তাজাতির দ্বারা ঐক্যসিদ্ধিহেতু উপচারক্রমে জগতের অদ্বৈতবোধিকা হয়। শব্দেরই উপচারসম্ভব হয়, প্রত্যক্ষের তাহা সম্ভব নহে—ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষ।

সিদ্ধান্তী এতদুত্তরে বলেন যে,—

অব্ধ্যভিন্নতরঙ্গাদেরিতরেতরভেদবৎ।
ব্রহ্মাভেদেঽপি ভেদঃ স্যাদন্যোন্যং ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ॥

অর্থাৎ সাগর হইতে ভিন্ন যে তরঙ্গাদি তাহাদের পরস্পরের ভেদের ন্যায় ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইলেও ভোক্তৃভোগ্য পরস্পরের ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যাহারা কোন এক রূপে অভিন্ন, তাহারা পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন—ইহা ব্যাপ্তি নহে, যেহেতু সমুদ্র ও তরঙ্গাদিতে ব্যভিচার দেখা যায়। অতএব ব্রহ্ম সকলের উপাদানকারণ বলিয়া সকলে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া যে ভোক্তৃভোগ্য বিভাগ বিলুপ্ত হইবে—এমন আপত্তি নিরর্থক।

ভারতীতীর্থকৃত অধিকরণমালা গ্রন্থে এই ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণের সংগ্রহ শ্লোকটি এই—

অদ্বৈতং বাধ্যতে নো বা ভোক্তৃভোগ্যবিভেদতঃ।
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধো ভেদোঽসাবন্যবাধকঃ॥
তরঙ্গফেনভেদেঽপি সমুদ্রেঽভেদ ইষ্যতে।
ভোক্তৃভোগ্যবিভেদেঽপি ব্রহ্মাদ্বৈতং তথাস্তু তৎ॥

অন্বয়—ভোক্তৃভোগ্যবিভেদতঃ অদ্বৈতং বাধ্যতে, নো বা (বাধ্যতে ?)। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধঃ, অসৌ ভেদঃ অন্যবাধকঃ। তরঙ্গফেনভেদে অপি সমুদ্রে অভেদঃ ইষ্যতে। ভোক্তৃভোগ্যবিভদে অপি তৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম তথা অস্তু।

শাঙ্করভাষ্যম্।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪ *

অভ্যুপগম্য চ ইমং ব্যাবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং "স্যাল্লোকবৎ" ইতি পরিহারঃ অভিহিতঃ। ন তু অয়ং বিভাগঃ পরমার্থতঃ অস্তি, যস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বম্ অবগম্যতে। কার্য্যম্ আকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ, কারণং পরং ব্রহ্ম। তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতঃ অনন্যত্বং ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য অবগম্যতে। কুতঃ "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"। আরম্ভণশব্দঃ তাবৎ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়াম্ উচ্যতে—

---

* এ সূত্রটীও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র। কারণ, ইহাতে "তদনন্যত্বম্" এই প্রথমান্ত পদ রহিয়াছে। মাধ্বমতে ইহা পূর্ব্বাধিকরণের অন্তর্গত সূত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে প্রথমান্ত পদদ্বারা অধিকরণ আরম্ভ হয়—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। অন্য সকল ভাষ্যই শাঙ্করভাষ্যের অনুকূল। এই অধিকরণে ৭টী সূত্র আছে। ২০ সংখ্যক "যথা চ প্রাণাদি" এই সূত্রে অধিকরণ শেষ হইয়াছে। মাধ্বমতে "যথা প্রাণাদি" এইরূপ সূত্র পাঠ করিয়া অর্থাৎ চকারটী বাদ দিয়া ইহাকে ভিন্ন অধিকরণ করা হইয়াছে। রামানুজ ও নিম্বার্কাদিমত শাঙ্কর মতের অনুকূল। বস্তুতঃ সূত্রের যদি পাঠান্তর গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাচীন প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। অর্থের অন্যথা যুক্তির দ্বারা করা যায়, কিন্তু পাঠের অন্যথা করিতে হইলে প্রাচীন প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক। দুঃখের বিষয় শঙ্করবিরোধী কেহই ইহা করিতে পারেন নাই। শঙ্করভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্য কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"। (ছাঃ ৬।১।১) ইতি।

এতদুক্তং ভবতি—একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং ঘটশরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মকত্বাবিশেষাৎ বিজ্ঞাতং ভবেৎ। যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং বাচা এব কেবলম্ অস্তি ইতি আরভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাবঃ উদঞ্চনং চ ইতি। ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিৎ অস্তি। নামধেয়মাত্রং হি এতৎ অনৃতম্। মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্ ইত্যেষ ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আম্নাতঃ। তত্র শ্রুতাৎ বাচারম্ভণশব্দাৎ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্য অভাব ইতি গম্যতে। পুনশ্চ তেজোঽবন্নানাং ব্রহ্মকার্য্যতাম্ উক্ত্বা তেজোঽবন্নকার্য্যাণাং তেজোঽবন্নব্যতিরেকেণ অভাবং ব্রবীতি—

"অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।৪।১) ইত্যাদিনা। আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ইতি "আদি"-শব্দাৎ—

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭),
"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (বৃঃ উঃ ২।৪।৬), "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" (মুঃ উঃ ২।২।১১)
"আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" (ছাঃ উঃ ৭।২৫।২) "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯)

ইত্যেবমাদি অপি আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতম্ উদাহর্ত্তব্যম্। ন চ অন্যথৈক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে। তস্মাদ্ যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশানন্যত্বং, যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনাম্ ঊষরাদিভ্যঃ অনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ অনুপাখ্যত্বাৎ, এবম্ অস্য ভোগ্যভোক্ত্রাদিপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণ অভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ। জগতের অনির্ব্বচনীয়তাবাদ স্থাপন।

এই ব্যাবহারিক ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণ বিভাগ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ যতদিন না পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান হয়, ততদিন ভোক্তা ও ভোগ্য পৃথক্ এইরূপ বিভাগ থাকে—ইহা স্বীকার করিয়া "স্যাৎ লোকবৎ" এই পূর্ব্বসূত্রাংশদ্বারা, জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদ স্বীকার করিলে যে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ বিলুপ্ত হয় বলিয়া আপত্তি হইয়াছিল, সেই আপত্তির পরিহার অর্থাৎ খণ্ডন অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিভাগ পরমার্থতঃ নাই, অর্থাৎ তিন কালেই থাকে—এরূপ নহে, যেহেতু সেই কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব অর্থাৎ অভেদ অর্থাৎ ভেদাভাব অবগত হওয়া যায়। কার্য্য বলিতে আকাশাদি বহুপ্রপঞ্চ জগৎ, আর কারণ বলিতে পরব্রহ্ম। সেই কারণ হইতে কার্য্যবস্তুর পরমার্থতঃ অনন্যত্ব, অর্থাৎ ব্যতিরেকে অভাব, অর্থাৎ কারণব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তাভাব অবগত হওয়া যায়।* যদি বল; কোথা হইতে অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে বলিব ছান্দোগ্য শ্রুতির আরম্ভণশব্দাদি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। তথায় একবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্বজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ যে একটী বস্তু জানিলে সকল বস্তু জানা যায়—ইহাই বলিব বলিয়া দৃষ্টান্তাপেক্ষায় অর্থাৎ দৃষ্টান্ত বলিবার জন্য বলিতেছেন—

---

* এস্থলে কার্য্য ও কারণের অভেদ সিদ্ধ করা হইতেছে না, কিন্তু ভেদের অভাব সিদ্ধ করা হইতেছে অর্থাৎ কারণের সত্ত্বই কার্য্যের সত্ত্ব, কার্য্যের পৃথক্ সত্তা নাই। ইহাই এস্থলে প্রতিপাদিত হইতেছে। অভেদ সিদ্ধ করা ও ভেদের অভাব সিদ্ধ করা—এক কথা নহে। কারণ, অভেদ সিদ্ধ করিলে তাহাদের মধ্যে একত্বরূপ ধর্ম্মের সিদ্ধিও বুঝাইতে পারে, অথবা কার্য্যকারণের কোন এক সাধারণ ধর্ম্মের সিদ্ধিও বুঝাইতে পারে। যেমন সত্তা পুরস্কারে দ্রব্য গুণ কর্ম্মের অভেদ বুঝাইতে পারা যায়, অথবা মৃত্তিকাত্বপুরস্কারে ঘটশরাবাদিকে অভিন্ন বলিয়া বুঝাইতে পারা যায়। দ্রব্যাদির নিজ নিজ স্বরূপসত্তার অন্যথা হয় না। কিন্তু ভেদের অভাব সিদ্ধি করা হইতেছে বলিলে সেরূপ বুঝাইবার সম্ভাবনা থাকে না। অভেদ সিদ্ধ করিলে স্বরূপতঃ অভেদ বলা হয়। প্রকৃতস্থলে ব্রহ্মরূপ কারণবস্তুকে ধর্ম্মী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু ভেদের অভাব সিদ্ধ করিলে ব্রহ্মকে নির্ধর্ম্মক বলিয়া এবং ব্রহ্মভিন্নবস্তুকে অথবা ভেদকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া বুঝিবার সহায়তা করা হয়। বস্তুতঃ অদ্বৈত বেদান্তমতে জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে এবং অভিন্নও নহে, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। অনির্ব্বচনীয় অর্থ—সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে, কিন্তু সদসদ্‌ভিন্ন। ভামতী দ্রষ্টব্য।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভাষ্যানুবাদ। জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপন।

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।১।১) ইতি।

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতো! যেমন এক মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সমুদায় মৃন্ময় বস্তুকে জানা যায়। আকাশাদি-বিকারসমূহ বাচারম্ভণ অর্থাৎ কেবল বাক্যদ্বারা ব্যবহারমাত্র, বাস্তবিক তাহাদের অস্তিত্ব নাই; কারণ, তাহারা নাম মাত্র এবং কেবল মৃত্তিকাই সত্য বলিয়া জানা যায়, ইত্যাদি।

এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে—**"একেন মৃৎপিণ্ডেন"** অর্থাৎ একটী মৃৎপিণ্ড পরমার্থতঃ অর্থাৎ যথার্থ মৃত্তিকারূপে বিজ্ঞাত হইলে, **"সর্ব্বং মৃন্ময়ং"** অর্থাৎ ঘট শরাব উদঞ্চনাদি অর্থাৎ জালাপ্রভৃতি সমুদায় মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তু, মৃত্তিকাস্বরূপ হইতে অবিশেষবশতঃ অর্থাৎ পৃথক্ নহে বলিয়া বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু তাহারা **"বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ম্"** অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার ঘট শরাব উদঞ্চন অর্থাৎ জালা প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা কেবল "আছে" বলিয়া আরব্ধ হয় অর্থাৎ উক্ত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ বিকার নামে কিছুই নাই। ইহারা নামধেয় অর্থাৎ নামমাত্র সুতরাং অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা। **"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"** অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য—ইহার দ্বারা ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত কথিত হইল। এস্থলে শ্রুত্যুক্ত "বাচারম্ভণ" শব্দ হইতে দার্ষ্টান্তিকেও অর্থাৎ যাহার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে সেই প্রকৃতস্থলেও ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যজাতের অভাব অবগত হওয়া যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত কার্য্য-সমূহের পৃথক সত্তা নাই,—ইহাই বুঝা যায়। তাহার পর তেজ, অপ্ অর্থাৎ জল ও অন্নকে ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া বর্ণন করিয়া তেজ, অপ্ ও অন্ন ব্যতিরেকে তেজ, অপ্ ও অন্নের কার্য্যসমূহের অভাব বলিতেছেন। যথা—

"অপাগাৎ অগ্নেঃ অগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।৪।১)

অর্থাৎ "অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হইয়াছিল, বিকার—বাক্যমাত্রের ব্যবহার, কারণ, তাহা নামধেয়মাত্র। অগ্নি, জল, অন্ন, এই তিনটী রূপই সত্য"—এই শ্রুতিদ্বারা উক্ত তেজ, অপ্ ও অন্নব্যতিরেকে সেই তেজ, অপ্ ও অন্নের কার্য্যসমূহের অভাব উক্ত হইয়াছে। সূত্রের **আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ** এই পদের 'আদি'পদে—

"ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭)

অর্থাৎ এই সকল এতদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, তাহাই তুমি।

"ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা" (বৃঃ উঃ ২।৪।৬)

অর্থাৎ এই যাহা কিছু সবই এই আত্মা,—

"ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বম্" (মুঃ উঃ ২।২।১১)

অর্থাৎ এই সব ব্রহ্মই—

"আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ উঃ ৭।২৬।২)

অর্থাৎ আত্মাই এই সব—

"নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯)

অর্থাৎ—এখানে নানা কিছুই নাই—ইত্যাদি প্রকার আত্মার একত্ব প্রতিপাদনপর বচনসমূহ উদাহৃত করিতে হইবে। আর অন্যরূপে একবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় না; সেই হেতু যেমন ঘট ও করকাদিগত আকাশসমূহ মহাকাশ হইতে অনন্য হয়, অর্থাৎ অপৃথক্ হয়, এবং যেমন মৃগতৃষ্ণিকার জল উষরাদি হইতে অনন্য হয়, যেহেতু তাহা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ অর্থাৎ প্রাতীতিক ও অনিত্যস্বরূপ এবং স্বরূপতঃ অনুপাখ্যস্বরূপ অর্থাৎ সৎ বা অসৎ ইত্যাদি রূপে নির্বচনের অযোগ্য। এইরূপ এই ভোগ্যভোক্ত্রাদি প্রপঞ্চসমূহের ব্রহ্মব্যতিরেকে অভাব হইয়া থাকে—ইহা বুঝিতে হইবে।

ভামতী।

পরিহাররহস্যম্ আহ—"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"। 'পূর্ব্বস্মাৎ' অবিরোধাৎ অস্য বিশেষাভিধানোপক্রমস্য বিভাগম্ আহ—"অভ্যুপগম্য চ ইমম্" ইতি। স্যাৎ এতৎ—যদি কারণাৎ পরমার্থভূতাৎ অনন্যত্বম্ আকাশাদেঃ প্রপঞ্চস্য কার্য্যস্য, কুতঃ তর্হি ন বৈশেষিকাদ্যুক্ত-দোষপ্রপঞ্চাবতারঃ? ইত্যত আহ—"ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য অবগম্যতে" ইতি। ন খলু অনন্যত্বম্ ইতি অভেদং ব্রূমঃ, কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ, ততশ্চ ন অভেদাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভাবতী।

কিন্তু অভেদং ব্যাসেধদ্ভিঃ বৈশেষিকাদিভিঃ অস্মাসু সাহায়কমেব আচরিতং ভবতি। ভেদনিষেধ-হেতুং ব্যাচষ্টে—"আরম্ভণশব্দঃ তাবৎ" ইতি। 'এবং হি' ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্বং জগৎ তত্ত্বতঃ জ্ঞায়েত, যদি ব্রহ্মৈব তত্ত্বং জগতঃ ভবেৎ। যথা—রজ্জ্বাং জ্ঞাতায়াং ভুজঙ্গতত্ত্বং জ্ঞাতং ভবতি সা হি তস্য তত্ত্বম্। 'তত্ত্বজ্ঞানং চ' জ্ঞানম্, অতঃ অন্যৎ মিথ্যাজ্ঞানম্ অজ্ঞানমেব। অত্রৈব বৈদিকঃ দৃষ্টান্তঃ—

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন" (ছাঃ উঃ ৬।১।১) ইতি।

স্যাৎ এতৎ—মৃদি জ্ঞাতায়াং কথং মৃন্ময়ং ঘটাদি জ্ঞাতং ভবতি? ন হি তন্মৃদাত্মকম্ ইতি 'উপপাদিতম্ অধস্তাৎ'। তস্মাৎ তত্ত্বতঃ ভিন্নম্। ন চ অন্যস্মিন্ বিজ্ঞাতে অন্যৎ বিজ্ঞাতং ভবতি' ইতি অতঃ আহ শ্রুতিঃ—

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)

বাচয়া কেবলম্ আরভ্যতে বিকারজাতং, ন তু তত্ত্বতঃ অস্তি, যতঃ নামধেয়মাত্রম্ এতৎ। যথা পুরুষস্য চৈতন্যম্ ইতি, রাহোঃ শিরঃ ইতি বিকল্পমাত্রম্। যথা আহুঃ বিকল্পবিদঃ—

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" (পাতঞ্জলদর্শনম্ ১।২।৩) ইতি।

তথা চ অবস্তুতয়া অনৃতং বিকারজাতং, মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্। তস্মাৎ ঘটশরাবোদঞ্চনা-দীনাং তত্ত্বং মৃদেব, তেন মৃদি জ্ঞাতায়াং তেষাং সর্ব্বেষামেব তত্ত্বং জ্ঞাতং ভবতি। তৎ ইদম্ উক্তম্—"ন চ অন্যথৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে" ইতি। নিদর্শনান্তরদ্বয়ং দর্শয়ন্ উপসংহরতি—"তস্মাদ্ যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাম্" ইতি। 'যে হি' দৃষ্টনষ্টস্বরূপা ন তে বস্তুসন্তঃ যথা মৃগতৃষ্ণিকোদকাদয়ঃ, তথা চ সর্ব্বং বিকারজাতং, তস্মাৎ অবস্তুসৎ। তথা হি—'যৎ অস্তি' তৎ অস্ত্যেব, যথা চিদাত্মা। ন হি অসৌ কদাচিৎ ক্বচিৎ কথঞ্চিৎ বা অস্তি। কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা অস্তি এব, ন নাস্তি। ন চ এবং বিকারজাতং, তস্য কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কুত্রচিৎ অবস্থানাৎ। তথা হি—'সৎস্বভাবং চেৎ' বিকারজাতং, কথং কদাচিদ্ অসৎ? 'অসৎস্বভাবং চেৎ', কথং কদাচিৎ সৎ? সদসতোঃ একত্ববিরোধাৎ। ন হি রূপং কদাচিৎ ক্বচিৎ কথঞ্চিৎ বা গন্ধো ভবতি।

অথ তস্য সদসত্ত্বে ধর্ম্মৌ, তে চ স্বকারণাধীনজন্মতয়া কদাচিৎ এব ভবতঃ, তৎ তর্হি বিকার-জাতং দণ্ডায়মানং সদাতনম্ ইতি ন বিকারঃ কস্যচিৎ? অথ অসত্ত্বসময়ে তৎ নাস্তি, কস্য তর্হি ধর্ম্মঃ 'অসত্ত্বম্'? নহি ধর্ম্মিণি অপ্রত্যুৎপন্নে তদ্ধর্ম্মঃ অসত্ত্বং প্রত্যুৎপন্নম্ উপপদ্যতে। অথ অস্য ন ধর্ম্মঃ, কিন্তু অর্থান্তরম্ অসত্ত্বম্। কিম্ আয়াতং ভাবস্য। ন হি ঘটে জাতে পটস্য কিঞ্চিদ্ ভবতি। অসত্ত্বং ভাববিরোধি ইতি চেৎ? 'ন'। অকিঞ্চিৎকরস্য তত্ত্বানুপপত্তেঃ। কিঞ্চিৎ-করত্বে বা তত্রাপি অসত্ত্বেন তদনুযোগসম্ভবাৎ। অথ অস্য অসত্ত্বং নাম কিঞ্চিৎ ন জায়তে, কিন্তু স এব ন ভবতি, যথা আহুঃ—

"ন তস্য কিঞ্চিদ্ ভবতি ন ভবত্যেব কেবলম্" ইতি।

অথ এষ প্রসজ্যপ্রতিষেধঃ নিরুচ্যতাং, কিং তৎস্বভাবঃ ভাবঃ উত ভাবস্বভাবঃ সঃ ইতি। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে ভাবানাং তৎস্বভাবতয়া তুচ্ছতয়া জগৎ তুচ্ছং প্রসজ্যেত। তথাচ ভাবানুভবা-ভাবঃ। উত্তরস্মিন্ তু সর্ব্বভাবনিত্যতয়া ন অভাবব্যবহারঃ স্যাৎ। কল্পনামাত্রনিমিত্তত্বেঽপি নিষেধস্য ভাবনিত্যতাপত্তিঃ তদবস্থৈব। তস্মাদ্ ভিন্নম্ অস্তি কারণাৎ বিকারজাতং, ন বস্তুসৎ। অতঃ বিকারজাতম্ অনির্ব্বচনীয়ম্ অনৃতম্। তদ্ অনেন প্রমাণেন সিদ্ধম্ অনৃতত্বং বিকারজাতস্য কারণস্য নির্ব্বাচ্যতয়া সত্ত্বং "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যাদিনা প্রবন্ধেন দৃষ্টান্ততয়া অনুবদতি শ্রুতিঃ।

"যত্র লৌকিকপরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ" (গৌতম সূত্র ১।১।২৫)

ইতি চ অক্ষপাদসূত্রং প্রমাণসিদ্ধঃ দৃষ্টান্তঃ ইতি এতৎপরম্। ন পুনঃ লোকসিদ্ধত্বম্ অত্র

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভামতী।

বিবক্ষিতম্, অন্যথা তেষাং পরমাণ্বাদিঃ ন দৃষ্টান্তঃ স্যাৎ। ন হি পরমাণ্বাদিঃ নৈসর্গিকবৈনয়িক-বুদ্ধ্যতিশয়রহিতানাং লৌকিকানাং সিদ্ধঃ ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পূর্ব্বাধিকরণেঽপি ভেদগ্রাহিমানাবিরোধোক্তেঃ পুনরুক্তিম্ আশঙ্ক্য আহ –“পূর্ব্বস্মাৎ” ইতি। অঙ্গীকৃত্য হি ভেদগ্রাহিমানস্য প্রামাণ্যং ভেদাভেদয়োঃ রূপভেদেন বিরোধঃ পরিহৃতঃ, ইদানীং তু অস্বীকৃত্য প্রামাণ্যং তত্ত্বাবেদকত্বাৎ প্রচাব্য ব্যাবহারিকত্বে ব্যবস্থাপ্যতে। এবং-ভূতবিশেষাভিধানেন উপক্রমঃ যস্য বিরোধপরিহারস্য স তথোক্তঃ। ‘তদনন্যত্ব’পদেন দ্বৈতমিথ্যাত্বোক্তেঃ এবম্ উপক্রমত্বম্। শ্রুতৌ পরিণামিমৃদাদিদৃষ্টান্তোপাদানাৎ ন ভেদাভেদবিবক্ষা ইতি মন্তব্যম্। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াঃ প্রধানস্য অনুরোধেন গুণভূত-দৃষ্টান্তস্য বিবর্ত্তপরত্বেন নেয়ত্বাৎ ইত্যাহ –“এবং হি” ইতি। ননু পরিণামপক্ষেঽপি অভেদাংশেন সর্ব্বজ্ঞানং স্যাৎ অত আহ—“তত্ত্বজ্ঞানং চ” ইতি। ভেদালীকতায়াঃ উক্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। “উপপাদিতম্ অধস্তাৎ” ইতি। শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণপূর্ব্বপক্ষে ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমাত্রাৎ ন অর্থসিদ্ধিঃ ইতি ভাষ্যে হেতুঃ উক্তঃ—“দৃষ্টে”তি। তং ব্যাচষ্টে—“যে হি” ইতি। ক্বচিৎ দৃষ্টং পুনঃ নষ্টম্ অদৃষ্টম্ ইত্যর্থঃ। দৃষ্টগ্রহণং প্রতীতিসময়েঽপি সত্ত্বব্যাবৃত্ত্যর্থম্। ব্যতিরেকব্যাপ্তিম্ আহ—“যদ্ অস্তি” ইতি। বিমতং মিথ্যা, সাবধিকত্বাৎ, ব্যতিরেকে চিদাত্মবৎ ইতি অনুমানস্য বিপক্ষে বাধকতাম্ আহ –“সংস্বভাবং চেৎ” ইতি। সত্ত্বানত্বে বিকারস্য স্বরূপম্ উত ধর্ম্মৌ অথ অর্থান্তরম্ অলীকং বা ইতি বিকল্পা ক্রমেণ নিরাকুর্ব্বন্ অনুমানস্য অনুকূলতর্কম্ আহ –“অসৎস্বভাবং চ” ইত্যাদিনা। অর্থান্তরত্বে অপি বিরোধিত্বং শঙ্কতে—“অসত্ত্বম্” ইতি। বিরোধিভূতম্ অসত্ত্বঃ ভাবস্য কিম্ অকিঞ্চিৎকরম্ উত অসত্ত্বকরং স্বরূপং বা ইতি বিকল্পা ক্রমেণ দূষয়তি—“ন” ইত্যাদিনা। কিঞ্চিৎকরত্বে যৎকিঞ্চিৎ অসত্ত্বং ক্রিয়তে তদপি স্বরূপং ধর্ম্মো বা ইত্যাদি বিকল্পা তদ্দূষণানাং সম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। অসত্ত্ববৎ সত্ত্বেঽপি অর্থান্তরত্বাদিবিকল্পা দ্রষ্টব্যাঃ। অর্থান্তরত্বাদপি বিকারে ফলাভাবাৎ সত্ত্বান্তরজন্মনি চ অনবস্থানাৎ বিকারে সত্ত্বান্তরং ন ভবতি, কিন্তু স এব সন্ ভবতি ইতি উক্তেঽপি সৎস্বভাবস্য অসত্ত্ববিরোধেন বিকারনিত্যত্বাপাতাৎ ইতি। ননু কার্য্যমিথ্যাত্বং কারণসত্যত্বং চ অনুমানসিদ্ধং শ্রুত্যা দৃষ্টান্তীকর্ত্তুম্ অযুক্তম্, লোকসিদ্ধস্য দৃষ্টান্তত্বোক্তেঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—“যত্র” ইতি।

ভামতীর অনুবাদ। বৈশেষিকের ভেদবাদ খণ্ডন। কার্য্যমিথ্যাত্বস্থাপন।

পরিহারের রহস্য ভগবান্ সূত্রকার—“তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ” এই সূত্রদ্বারা বলিতেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিলে পূর্ব্বসূত্রে যে ভোক্তা ও ভোগ্যের অবিভাগরূপ আপত্তি হয়, তাহার আপাততঃ পরিহার পূর্ব্বসূত্রেই করা হইয়াছে। এই সূত্রে তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় বলিতেছেন। পূর্ব্বে যে বিরোধপরিহার করা হইয়াছে, তাহা হইতে এইরূপ বিশেষাভিধানোপক্রম অর্থাৎ বিশেষকথনদ্বারা যাহার আরম্ভ করা হইয়াছে, সেই বিরোধপরিহারের বিভাগ অর্থাৎ প্রভেদ “অভ্যুপগম্য চেমম্” এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণে যে বিরোধপরিহার, তাহা আপাততঃ পরিহারমাত্র, প্রকৃত পরিহার নহে। প্রকৃত পরিহার এই অধিকরণে বলা হইতেছে। অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ যথার্থ স্বীকার করিয়া পূর্ব্বে পরিহার বলা হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্যের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিয়া সেই পরিহার বলা হইতেছে। আচ্ছা, যদি পরমার্থস্বরূপ কারণ হইতে আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চের অনন্যত্ব অর্থাৎ অভেদ হয়, তাহা হইলে বৈশেষিকাদির উক্ত যে দোষপ্রপঞ্চ অর্থাৎ দোষ সকল, তাহার অবতারণা করা হইতেছে না কেন? এইজন্য বলিতেছেন—“ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য অবগম্যতে” ইতি। অভিপ্রায় এই যে, “অনন্যত্ব” এই শব্দদ্বারা আমরা অভেদ বলিতেছি না, কিন্তু ভেদের নিষেধ করিতেছি। আর তাহা হইলে অভেদাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গ হইবে না, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ অভিন্ন বলিলে যে দোষ হয়, তাহা আর হইবে না। কিন্তু অভেদনিষেধকারী বৈশেষিকাদিকর্ত্তৃক আচরণ আমাদের সহায়কই হইয়াছে, অর্থাৎ বৈশেষিকাদি যে, কার্য্য ও কারণের অভেদ নিষেধ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহারা আমাদের সহায়তাই করিয়াছেন। এক্ষণে “আরম্ভণশব্দস্তাবৎ” এই গ্রন্থদ্বারা ভেদনিষেধের যে হেতু, তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইরূপে ব্রহ্মই যদি জগতের তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ হন, তাহা হইলে ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা সকল জগৎ তত্ত্বতঃ জানা যায়। যেমন রজ্জু জ্ঞাত হইলে ভুজঙ্গতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়; যেহেতু সেই রজ্জুটী সর্পের তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থ রূপ। তত্ত্বজ্ঞানই জ্ঞান, আর তাহা হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্ন যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহা অজ্ঞানই। এই বিষয়েই বৈদিক দৃষ্টান্ত আছে, যথা—

“যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন” (ছাং ৬।১।১) ইত্যাদি।

অর্থাৎ এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে যেমন মৃত্তিকাজাত ঘটশরাবাদির জ্ঞান হয়, ইত্যাদি।

আচ্ছা, মৃত্তিকা জ্ঞাত হইলে কি করিয়া মৃন্ময় ঘটাদি পদার্থ জ্ঞাত হয়? তাহা ত মৃত্তিকাস্বরূপ নহে, ইহা অধস্তাৎ গ্রন্থে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণে দেখান হইয়াছে; অতএব মৃত্তিকা অপেক্ষা ঘট তত্ত্বতঃ ভিন্ন। আর, অন্য বস্তু বিজ্ঞাত হইলে অন্য বস্তু বিজ্ঞাত হয় না, অর্থাৎ এক বস্তু জানা যাইলে অপর বস্তু জানা যায় না। এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন—

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ। কার্য্যমিথ্যাত্ব স্থাপন।

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)।

অর্থাৎ ঘটাদি বিকারসমূহ কেবল বাক্যদ্বারা আরব্ধ অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তত্ত্বতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক তাহারা নাই। যেহেতু ইহা নামধেয়মাত্র অর্থাৎ নামমাত্র। যেমন পুরুষের চৈতন্য, রাহুর মস্তক, ইত্যাদি বিকল্পমাত্র [ইহাও তদ্রূপ]। যেমন বিকল্পতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" (পাঃ দঃ ১।১।৯)

অর্থাৎ যাহা শব্দের জ্ঞানমাত্রকে অনুসরণ করে, অথচ তাহার প্রতিপাদ্য কোন বস্তু নাই, তাহাকে বিকল্প বলে। [যেমন বন্ধ্যাপুত্র আকাশকুসুমশব্দে যাহা বুঝায়, তাহা অন্তঃকরণের বিকল্প নামক বৃত্তিমাত্র, তাহা জ্ঞান, ইচ্ছা কৃতি প্রভৃতি কোন অন্তকরণবৃত্তির অন্তর্গত নহে।]

আর তাহা হইলে ঘটাদি বিকারসকল অবস্তুস্বরূপ অর্থাৎ কোন বস্তুস্বরূপ নহে বলিয়াই অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা, মৃত্তিকা এইটিই সত্য। অতএব ঘট, শরা, উদঞ্চন অর্থাৎ জালা প্রভৃতির যথার্থস্বরূপ মৃত্তিকাই; সেইজন্য মৃত্তিকা জ্ঞাত হইলে তাহাদের সকলের তত্ত্বও অর্থাৎ যথার্থস্বরূপও জ্ঞাত হয়।* সেইজন্য এই কথা বলিয়াছেন যে "ন চ অন্যথা একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে" ইতি। "তস্মাৎ যথা ঘটশরাবাদ্যাকাশানাম্" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা নিদর্শনান্তরদ্বয় অর্থাৎ অন্য দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উপসংহার করিতেছেন। যাহারা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ † অর্থাৎ যাহারা দৃষ্ট অর্থাৎ যাহাদের প্রতীতি সময়েও সত্ত্ব নাই, অর্থাৎ জ্ঞাতমাত্র হয়, বস্তুতঃ দৃষ্টিকালেই থাকে না, অর্থাৎ তাহারা বস্তুসৎ নহে, অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন মৃগতৃষ্ণিকোদকাদি অর্থাৎ মরীচিকাজল প্রভৃতি দৃষ্টনষ্টস্বরূপ বলিয়া সত্য বস্তু নহে, অর্থাৎ মিথ্যা। আর সেইরূপই সমস্ত ঘটপটাদি বিকাররাশি; সেই হেতু তাহারা সত্যবস্তু নহে। তাহার কারণ এই যে, যাহা আছে, তাহা আছেই—অর্থাৎ সকল সময়েই আছে, যেমন চিদাত্মা অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা; কারণ, তাহা যে কোন সময়ে কোন স্থানে অথবা কোন প্রকারে আছে, তাহা নহে; কিন্তু তাহা সকল সময়ে সকল স্থানে সকল প্রকারেই আছে, নাই এমন নহে। কিন্তু ঘটাদি বিকার সকল এরূপ নহে। কারণ, তাহা কোন সময়ে কোন প্রকারে কোন স্থানে থাকে। তাহার কারণ এই যে, যদি বিকারসমূহ সৎস্বভাব অর্থাৎ স্বভাবতঃ সত্য হয়, তাহা হইলে কোন সময়ে অসৎ হয় কেন?

আর যদি বল—ঘটাদি বিকারসমূহ অসৎস্বভাব অর্থাৎ স্বভাবতঃ অসত্য, তাহা হইলে—তাহারা কোন সময়ে সৎ হয় কেন? কারণ, সৎ এবং অসতের একত্ব অর্থাৎ অভেদটী বিরুদ্ধ অর্থাৎ একত্র সম্ভব নহে। যেহেতু রূপ কখনও কোন স্থানে বা কোন প্রকারে গন্ধ হয় না।

আর যদি বল, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বিকারসমূহের ধর্ম্ম এবং তাহারা অর্থাৎ সেই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব স্বকারণধীন-জন্মতাপ্রযুক্ত অর্থাৎ নিজের কারণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, কোন সময়েই জন্মিয়া থাকে মাত্র, ইত্যাদি; তাহা

---

* এস্থলে "মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে, ঘটশরাবাদির জ্ঞান হয়"—একথার অর্থ মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে, ঘটশরাবাদি কত বড়, কত সংখ্যা, তাহাদের আকার কিরূপ, তাহাদের দ্বারা কি কার্য্য হয়—এই সব বিষয়ের জ্ঞান হয় বলা হইল না, কিন্তু ঘটাদির আসল স্বরূপ কি, তাহাদের স্থায়ী রূপ কি, তাহার জ্ঞান হয় বলা হইল। এতদ্দ্বারা মৃত্তিকার ঘটশরাবাদিরূপ যে মিথ্যা তাহাই বলা হইল।

† এস্থলে বিকারসমূহকে দৃষ্টনষ্টস্বরূপ বলায় কি বলা হইল, তাহা প্রণিধান করা উচিত। এস্থলে একটী অনুমান আছে, তাহার আকার এই—

ব্রহ্মভিন্ন প্রপঞ্চমাত্র মিথ্যা	...	...	(প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ	...	...	(হেতু)
যেমন মৃগতৃষ্ণিকোদকাদি	...	...	(অন্বয়দৃষ্টান্ত)
যেমন ব্রহ্ম	...	...	(ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত)

এস্থলে টীকাকার নিজেই ব্রহ্ম ধর্ম্মীতে দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্ব হেতুর ব্যতিরেক ব্যাপ্তি দেখাইবার জন্য "তথাহি—যদস্তি" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা দেশ কাল ও বস্তুরূপ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদই উক্ত হেতুর অর্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ না বলিয়া একমাত্র কাল পরিচ্ছেদকে হেতু করিলে কোন দোষ হয় না, তথাপি যে ত্রিবিধ পরিচ্ছেদকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায়—তিনটী পরিচ্ছেদকেই তিনটী হেতুরূপে গ্রহণ করা। অর্থাৎ ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বই কালপরিচ্ছিন্নত্ব, অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই দেশপরিচ্ছিন্নত্ব, এবং অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বই বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব। আর যদি তিনটী অভাবকে অভাবত্বরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে তিনটী হেতু না বলিয়া অভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ একটীই হেতু বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ যাহা অভাবপ্রতিযোগী তাহাই মিথ্যা। অবশ্য ইহাতে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্মে ও অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব আছে, তাহাতে ব্রহ্মান্তর্ভাবে উক্ত হেতুর ব্যভিচারদোষই ঘটে? তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, স্বান্যূনসত্তাক অভাবপ্রতিযোগিত্বই উক্ত হেতুর নিষ্কৃষ্ট স্বরূপ। ব্রহ্মে অভাবপ্রতিযোগিত্ব থাকিলেও স্বান্যূনসত্তাক অভাবপ্রতিযোগিত্ব নাই। আর ইহাই কল্পতরুকার "বিমতং মিথ্যা সাবধিকত্বাৎ" এইরূপ অনুমানদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ। কার্য্যমিথ্যাত্ব স্থাপন।

হইলে বলিব—সেই বিকারসমূহ দণ্ডের মত হইল? অর্থাৎ দণ্ড যেমন উভয় প্রান্তবর্ত্তী বস্তুর সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়, তেমনই বিকারসমূহ কখনও সত্ত্বধর্ম্মের সহিত এবং কখনও অসত্ত্বধর্ম্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবে, অতএব ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের আশ্রয়রূপে বিকারসমূহকে সর্ব্বদাই থাকিতে হইবে, অর্থাৎ যখন সত্ত্বধর্ম্মের আশ্রয় হইবে, তখনও থাকিতে হইবে এবং যখন অসত্ত্বধর্ম্মের আশ্রয় হইবে তখনও থাকিতে হইবে, আর তাহা হইলে সেই বিকারসমূহ সনাতন হইয়া পড়িল, কাহারও বিকার নহে—এইরূপই হইল। (অর্থাৎ যাহা জন্মায় তাহা বিকার, সনাতন বস্তু জন্মে না বলিয়া বিকার হইতে পারে না।

আর যদি বল, কেবল অসত্ত্ব সময়ে তাহা অর্থাৎ বিকারসমূহ থাকে না মাত্র? তাহা হইলে বলিব—অসত্ত্ব তবে কাহার ধর্ম্ম হইবে? কারণ, ধর্ম্মী অর্থাৎ আশ্রয় অপ্রত্যুৎপন্ন হইলে অর্থাৎ না থাকিলে, তাহার ধর্ম্ম অসত্ত্বের প্রত্যুৎপন্ন হওয়া অর্থাৎ উৎপন্ন হওয়া, উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না।

আর যদি বল, অসত্ত্ব ইহার অর্থাৎ বিকারসমূহের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু অর্থান্তর অর্থাৎ অন্য বস্তু, তাহা হইলে তাহার দ্বারা ভাবের অর্থাৎ বিকারসমূহের কি আসিল অর্থাৎ কি উপকার হইল? কারণ, ঘট জন্মিলে পটের কিছুই হয় না।

যদি বল, অসত্ত্ব ভাবপদার্থের বিরোধী? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, যাহা অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ যাহা কিছুই করে না, তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ বিরোধিত্ব অনুপপন্ন হয়, অর্থাৎ তাহা বিরোধী হইতে পারে না, অর্থাৎ যাহা কিছুই করে না, সে কি করিয়া অপরের সহিত বিরোধ করিবে? আর যদি কিঞ্চিৎকর হয়, তাহা হইলে সে পক্ষেও অসত্ত্ববশতঃ সেই অনুযোগ অর্থাৎ আপত্তিই হইতে পারে।

আর যদি বল—ইহার অসত্ত্ব বলিতে—'কিছুই জন্মে না', কিন্তু 'তাহাই তাহা হয় না', অর্থাৎ ভাবপদার্থই থাকে না; যেমন কেহ কেহ বলেন—

"ন তস্য কিঞ্চিদ্ ভবতি ন ভবত্যেব কেবলম্।"

অর্থাৎ তাহার অর্থাৎ সেই ভাব পদার্থের কিছুই জন্মে না, কেবল সেই ভাবপদার্থই থাকে না ইত্যাদি? তাহা হইলে বলিব—আচ্ছা, তবে এই প্রসজ্যপ্রতিষেধটাকে, অর্থাৎ অভাব পদার্থকে নির্ব্বচন কর, অর্থাৎ স্থির করিয়া বল, অর্থাৎ বল দেখি—ভাবপদার্থ কি অভাবস্বরূপ, কিংবা অভাবপদার্থ ভাবস্বরূপ? তন্মধ্যে পূর্ব্বকল্পে ভাবপদার্থ সকল অভাবস্বরূপ হওয়ায়, তুচ্ছ হওয়ায় অর্থাৎ কিছুই নহে বলিয়া, জগৎ শূন্য হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে ভাবপদার্থের অনুভব হয় না। আর উত্তরকল্পে অর্থাৎ দ্বিতীয় কল্পে সকল ভাবপদার্থ নিত্য বলিয়া "অভাবব্যবহার" হয় না। আর নিষেধ পদার্থ কেবল কল্পনামাত্রনিমিত্ত হইলেও অর্থাৎ কল্পিত হইলেও ভাবনিত্যতাপত্তি অর্থাৎ ভাবপদার্থের নিত্যতার আপত্তি তদবস্থই হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বের মতই থাকিয়া যায়। অতএব বিকারসমূহ কারণ হইতে ভিন্ন পদার্থ, তাহা বস্তুসৎ নহে অর্থাৎ সত্য বস্তু নহে। অতএব বিকারসমূহ অনির্ব্বচনীয় ও অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা। সেই হেতু এই প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, বিকারসকল অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা এবং কারণপদার্থ নির্ব্বচন করিতে পারা যায় বলিয়া সত্য। ইহাই "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এই প্রবন্ধদ্বারা দৃষ্টান্তরূপে শ্রুতি অনুবাদ করিতেছেন।

[যদি বল—শ্রুতি দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন কেন? অনুমানস্থলেই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়, অতএব দৃষ্টান্ত দেওয়ায় ইহা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে ইত্যাদি, তজ্জন্য বলিতেছেন—] আর—

"যত্র লৌকিকপরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ" (অক্ষপাদসূত্র ১।২।৩)।

এই অক্ষপাদের সূত্রটী 'প্রমাণসিদ্ধ দৃষ্টান্ত'—এতৎপর, ইহার অর্থ—লৌকিক অর্থাৎ যাঁহারা সাধারণ লোকব্যবহার অনুসারে চলিয়া থাকেন, তাঁহাদের এবং পরীক্ষক অর্থাৎ যাঁহারা যুক্তিদ্বারা এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা বস্তুকে পরীক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাদের, যে পদার্থে বুদ্ধিসাম্য, অর্থাৎ লৌকিক ও পরীক্ষক সকলেই যাহা সমানভাবে বুঝিতে পারেন, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলে। এজন্য এই অক্ষপাদ অর্থাৎ গৌতমসূত্র সূত্রটি, 'প্রমাণসিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত'—এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। লোকসিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত হয়—ইহা বলাই এখানে মহর্ষি গৌতমের অভিপ্রেত নহে। ইহা যদি না বল, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে পরমাণুপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, পরমাণু প্রভৃতি নৈসর্গিক বৈনয়িক বুদ্ধ্যতিশয়রহিত অর্থাৎ যাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি নাই এবং শাস্ত্রজ্ঞানজন্য সূক্ষ্মবুদ্ধিও নাই, তাদৃশ লৌকিকদিগের নিকট সিদ্ধ নহে, অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে প্রসিদ্ধ বস্তু নহে। [অতএব শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দোষাবহ নহে।]

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

নন্বু অনেকাত্মকং ব্রহ্ম, যথা বৃক্ষঃ অনেকশাখঃ, এবম্ অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম। অত একত্বং নানাত্বং চ উভয়মপি সত্যমেব। যথা বৃক্ষ ইতি একত্বম্, শাখা ইতি নানাত্বম্, যথা চ সমুদ্রাত্মনা একত্বম্, ফেনতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বম্। যথা চ মৃদাত্মনা একত্বম্, ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বম্। তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানাৎ মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিকবৈদিকব্যবহারৌ সেৎস্যতঃ ইতি। এবং চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্যন্তি ইতি।

নৈবং স্যাৎ—

"মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১) ইতি—

প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ, বাচারম্ভণশব্দেন চ বিকারজাতস্য অনৃতত্বাভিধানাৎ। দার্ষ্টান্তিকেঽপি—

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭) ইতি চ—

পরমকারণস্যৈব একস্য সত্যত্বাবধারণাৎ।

"স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭) ইতি চ—

শারীরস্য ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ। 'স্বয়ং প্রসিদ্ধং' হি এতচ্ছারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বম্ উপদিশ্যতে, ন যত্নান্তরপ্রসাধ্যম্। অতশ্চ ইদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বম্ অবগম্যমানং 'স্বাভাবিকস্য' শারীরাত্মত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে, রজ্জ্বাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্। বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎপ্রসিদ্ধয়ে নানাত্বাংশঃ অপরো ব্রহ্মণঃ কল্প্যেত। দর্শয়তি চ—

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫)

ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্বদর্শিনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্য অভাবম্। ন চ অয়ং ব্যবহারাভাবঃ অবস্থাবিশেষনিবদ্ধঃ অভিধীয়তে ইতি যুক্তং বক্তুম্। "তত্ত্বমসি" ইতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য অনবস্থাবিশেষনিবন্ধনত্বাৎ। তস্করদৃষ্টান্তেন চ অনৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং সত্যাভিসন্ধস্য চ মোক্ষং দর্শয়ন্ একত্বমেব একং পারমার্থিকং দর্শয়তি (ছাঃ উঃ ৬।১।১৬)। মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতং চ নানাত্বম্। উভয়সত্যতায়াং হি কথং ব্যবহারগোচরোঽপি জন্তুঃ অনৃতাভিসন্ধঃ ইত্যুচ্যেত।

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইতি চ—

ভেদদৃষ্টিম্ অপবদন্নেব এতদ্ দর্শয়তি। ন চ অস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানাৎ মোক্ষ ইতি উপপদ্যতে? সম্যগ্‌জ্ঞানাপনোদ্যস্য কস্যচিৎ মিথ্যাজ্ঞানস্য সংসারকারণত্বেন অনভ্যুপগমাৎ, উভয়সত্যতায়াং হি কথম্ একত্বজ্ঞানেন নানাত্বজ্ঞানম্ অপনুদ্যতে ইতি উচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ। ভেদাভেদবাদ খণ্ডন।

যদি বল—ব্রহ্ম অনেকাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্ম এক হইলেও বহু হন। যেমন—বৃক্ষ অনেকশাখ হয় অর্থাৎ এক হইলেও অনেক শাখাযুক্ত হয়; এইরূপ ব্রহ্ম অনেক শক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত অর্থাৎ এক হইলেও অনেক শক্তিদ্বারা বহুবিধ প্রবৃত্তিযুক্ত হন। অতএব ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব এই উভয়ই সত্য। যেমন বৃক্ষরূপে বৃক্ষ এক এবং শাখারূপে বৃক্ষ বহু এবং সমুদ্র যেমন সমুদ্ররূপে এক এবং ফেণাতরঙ্গাদিরূপে নানা এবং মৃত্তিকা যেমন মৃত্তিকারূপে এক এবং ঘট শরা প্রভৃতিরূপে নানা, (ব্রহ্মও তদ্রূপ)। তন্মধ্যে একত্বাংশদ্বারা জ্ঞান হইতে, অর্থাৎ ব্রহ্মকে এক বলিয়া যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান হইতে মোক্ষব্যবহার সিদ্ধ হইবে এবং নানাত্বাংশদ্বারা অর্থাৎ বহু

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভাষ্যানুবাদ। ভেদাভেদবাদ খণ্ডন।

বলিয়া জ্ঞান হইলে তাহা হইতে কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে। এইরূপ হইলে মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ অর্থাৎ সঙ্গত হইবে, ইত্যাদি।

কিন্তু এরূপ হইতে পারে না অর্থাৎ একথা সঙ্গত নহে। কারণ –

"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)

অর্থাৎ 'মৃত্তিকাই সত্য' এই দৃষ্টান্তে কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ কারণকে সত্য বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানাইতেছে। আর বাচারম্ভণ শব্দদ্বারা বিকারসমূহকে মিথ্যা বলিতেছে। তাহার পর দার্ষ্টান্তিকেও অর্থাৎ যাহার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন তদ্বিষয়ে—

"ঐতাদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭)

অর্থাৎ এই সকল বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ সেই ব্রহ্মই সত্য—এই শ্রুতি একমাত্র পরমকারণ ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া জানাইয়া দিতেছেন। আর—

"স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭)

অর্থাৎ "শ্বেতকেতু সেই ব্রহ্ম তুমি", এই শ্রুতি শরীরস্থিত আত্মার অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মভাব উপদেশ দিতেছেন। জীবের এই ব্রহ্মভাব যে স্বয়ংপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ, যত্নান্তরসাধ্য নহে, ইহাই উপদেশ দিতেছেন। আর এই হেতু এই শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মত্ব অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে অবগত ব্রহ্মভাব অবগম্যমান অর্থাৎ জ্ঞাত হইলে, তাহা স্বাভাবিক শারীরাত্মত্বের অর্থাৎ জীবভাবের বাধক হয়। যেমন রজ্জুপ্রভৃতির জ্ঞান সর্পপ্রভৃতির জ্ঞানের বাধক হয়। আর শারীরাত্মত্ব অর্থাৎ জীবভাব বাধিত হইলে তাহার আশ্রিত সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবহার অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত ব্যবহার বাধিত হয়—যে ব্যবহার সিদ্ধ করিবার জন্য ব্রহ্মের নানাত্বরূপ অপর একটি অংশ কল্পিত হইতেছে। আর শ্রুতি—

"যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।২৫)

অর্থাৎ যখন সাধকের সমস্ত বস্তু আত্মস্বরূপ হয়, তখন তিনি কাহার দ্বারা কি দেখিবেন ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেখাইতেছেন যে, যিনি আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া দেখেন, তাহার ক্রিয়াকারক ফললক্ষণ ব্যবহারের অভাব হয় অর্থাৎ গমনাদি ক্রিয়া, করণাদি কারক ও অভিপ্রেত দেশপ্রাপ্তিরূপ ফল, ইত্যাদি সমস্ত ব্যবহার থাকে না। আর এই ব্যবহারাভাব অবস্থাবিশেষনিবদ্ধ অর্থাৎ কোন অবস্থাবশতঃ হয়, ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন, এরূপ বলিতে পার না; কারণ, "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ "তুমি সেই ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্মভাবের অনবস্থাবিশেষনিবন্ধনত্ব উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" শ্রুতি জীবের এই ব্রহ্মাত্মভাব অবস্থাবিশেষবশতঃ নহে, ইহাই বলিতেছেন। আর চোরের দৃষ্টান্ত দিয়া অনৃতাভিসন্ধের বন্ধন অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা আশ্রয় করে, তাহার বন্ধন হয় এবং সত্যাভিসন্ধের অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যকে আশ্রয় করে, তাহার মোক্ষ হয়, ইহা দেখাইয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদই একমাত্র পরমার্থ, এবং নানাত্ব অর্থাৎ অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মকে যে বহু বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা কল্পিত। কারণ, যদি উভয়ই সত্য হইত, তাহা হইলে ব্যবহারগোচর জন্তু, অর্থাৎ যিনি জগতে নানাবিধ ব্যবহার সম্পাদন করিতেছেন, তিনিও অনৃতাভিসন্ধ অর্থাৎ তিনিও মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়াছেন,– একথা শ্রুতি বলিবেন কেন? তাহার পর—

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানা ইব পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯)

অর্থাৎ যিনি জগতে নানার ন্যায় দেখেন অর্থাৎ এই জগতে বহুবিধ বস্তু আছে বলিয়া দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন—এই শ্রুতি ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া ইহাই দেখাইতেছেন অর্থাৎ অভেদই একমাত্র পরমার্থ—ইহাই দেখাইতেছেন। আর এই দর্শনে অর্থাৎ এই ভেদাভেদমতে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাভেদজ্ঞান হইতে ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি হয় বলিয়া মুক্তি হয়, ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, সম্যক্‌জ্ঞানের অপনোদ্য অর্থাৎ প্রতিবধ্য কোন মিথ্যাজ্ঞানকে সাংসারের কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। কারণ, উভয়ই সত্য হইলে, কি করিয়া একত্বজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ অভেদবুদ্ধিদ্বারা নানাত্ব জ্ঞানকে অপনোদিত করা হয় বলিবে? [অতএব ভেদাভেদমত সত্য নহে।]

ভামতী।

সম্প্রতি অনেকান্তবাদিনম্ উত্থাপয়তি—"নন্ অনেকাত্মকম্" ইতি। অনেকাভিঃ শক্তিভিঃ যাঃ প্রবৃত্তয়ঃ নানাকার্য্যসৃষ্টয়ঃ তদ্ যুক্তং ব্রহ্ম একং নানা চ ইতি। কিম্ অতঃ যদি এবম্ ইত্যতঃ

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভামতী।

আহ—"তত্র একত্বাংশেন" ইতি। যদি পুনঃ একত্বমেব বস্তুসদ্ ভবেৎ, ততো নানাত্বাভাবাৎ বৈদিকঃ কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ঃ লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সমস্ত এব উচ্ছিদ্যেত। ব্রহ্মগোচরাশ্চ শ্রবণ-মননাদয়ঃ সর্ব্বে দত্তজলাঞ্জলয়ঃ প্রসজ্যেরন্। এবং চ অনেকাত্মকত্বে ব্রহ্মণো মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্যন্তি ইতি। তম্ ইমম্ অনেকান্তবাদং দূষয়তি "নৈবং স্যাৎ" ইতি।

ইদং তাবদ্ অত্র বক্তব্যম্; মৃদাত্মনা একত্বং, ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বম্ ইতি বদতঃ কার্য্য-কারণয়োঃ পরস্পরং কিম্ অভেদঃ অভিমতঃ, আহো ভেদঃ, উত ভেদাভেদৌ ইতি। তত্র অভেদে ঐকান্তিকে মৃদাত্মনা ইতি চ ঘটশরাবাদ্যাত্মনা ইতি চ উল্লেখদ্বয়ং নিয়মশ্চ, ন উপপদ্যতে। ভেদে চ উল্লেখদ্বয়নিয়মৌ উপপন্নৌ, আত্মনা ইতি তু অসমঞ্জসম্। ন হি অন্যস্য অন্য আত্মা ভবতি। ন চ অনেকান্তবাদঃ। ভেদাভেদকল্পে তু উল্লেখদ্বয়ং ভবেদপি, নিয়মস্তু অযুক্তঃ। ন হি ধর্ম্মিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ সঙ্করে তদ্ধর্ম্মৌ একত্বনানাত্বে ন সঙ্কীর্য্যেতে ইতি সম্ভবতি। ততশ্চ মৃদাত্মনা একত্বং যাবদ্ ভবতি তাবৎ ঘটশরাবাদ্যাত্মনাপি স্যাৎ। এবং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বং যাবদ্ ভবতি, তাবৎ মৃদাত্মনা নানাত্বং ভবেৎ। সোঽয়ং নিয়মঃ কার্য্যকারণয়োঃ ঐকান্তিকং ভেদম্ উপকল্পয়তি, অনির্ব্বচনীয়তাং বা কার্য্যস্য। পরাক্রান্তং চ অস্মাভিঃ প্রথমাধ্যায়ে তৎ।

আস্তাং তাবৎ। তদেতৎ যুক্তিনিরাকৃতম্ অনুবদন্তীং শ্রুতিম্ উদাহরতি—"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" ইতি। স্যাদেতৎ, ন ব্রহ্মণো জীবভাবঃ কাল্পনিকঃ, কিন্তু ভাবিকঃ। অংশো হি সঃ, তস্য কর্ম্মসহিতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মভাবঃ আধীয়তে, ইত্যত আহ—"স্বয়ং প্রসিদ্ধং হি" ইতি। "স্বাভাবিকস্য" অনাদেরিতি। যদুক্তং নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সেৎস্যতি ইতি, তত্রাহ—"বাধিতে চ" ইতি। যাবদ্ অবাধং হি সর্ব্বোঽয়ং ব্যবহারঃ স্বপ্ন-দশায়ামিব তত্রোপদর্শিতপদার্থজাতব্যবহারঃ। স চ যথা জাগ্রদবস্থায়াং বাধকাৎ নিবর্ত্ততে, এবং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যপরিভাবনাভ্যাসপরিপাকভুবা শারীরস্য ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারেণ বাধকেন নিবর্ত্ততে। স্যাদেতৎ—

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৫)

ইত্যাদিনা মিথ্যাজ্ঞানাধীনো ব্যবহারঃ ক্রিয়াকারকাদিলক্ষণঃ সম্যগ্‌জ্ঞানেন অপনীয়তে ইতি ন ব্রূয়তে, কিন্তু অবস্থাভেদাশ্রয়ঃ ব্যবহারঃ অবস্থান্তরপ্রাপ্ত্যা নিবর্ত্ততে, যথা বালকস্য কামচারবাদভক্ষতা উপনয়নপ্রাপ্তৌ নিবর্ত্ততে। ন চ তাবতা অসৌ মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনো ভবতি এবম্ অত্রাপি, ইত্যত আহ—"ন চায়ং ব্যবহারাভাব" ইতি। কুতঃ? "তত্ত্বমসি ইতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য" ইতি। ন খলু এতৎ বাক্যম্ অবস্থাবিশেষবিনিয়তং ব্রহ্মাত্মভাবম্ আহ জীবস্য, অপি তু ন ভুজঙ্গো রজ্জুরিয়ম্ ইতি বৎ সদাতনং তম্ অভিবদতি। অপি চ সত্যানৃতাভিধানেনাপি এতদেব যুক্তম্ ইত্যাহ—"তস্করদৃষ্টান্তেন চ" ইতি। "ন চ অস্মিন্ দর্শনে" ইতি। ন হি জাতু কাষ্ঠস্য দণ্ডকমণ্ডলুকুণ্ডলশালিনঃ কুণ্ডলিত্বজ্ঞানং দণ্ডবত্তাং কমণ্ডলুমত্তাং বাধতে। তৎ কস্য হেতোঃ? তেষাং কুণ্ডলাদীনাং তস্মিন্ ভাবিকত্বাৎ। তদ্বৎ ইহাপি ভাবিকগোচরেণ একাত্ম-জ্ঞানেন ন নানাত্বং ভাবিকম্ অপবদনীয়ম্। ন হি জ্ঞানেন বস্তু অপনীয়তে, অপি তু মিথ্যা-জ্ঞানেন আরোপিতম্ ইত্যর্থঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

মৃদেকা শরাবাদয়ঃ পরস্পরং ভিন্না ইতি অভ্যুপগমে অত্যন্তভেদ এব স্যাৎ। অথ মৃদাত্মনা শরাবাদীনাম্ একত্বং মৃদশ্চ শরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বম্ ইতি মতম্, তদ্ বিকল্প্য দূষয়তি—"ইদং তাবৎ" ইত্যাদিনা। অত্যন্তাভেদে হি অপুনরুক্তশব্দদ্বয়প্রয়োগঃ ভেদাভেদয়োঃ কার্য্য-কারণাত্মনা ব্যবস্থা চ ন স্যাৎ ইত্যাহ—"তত্র" ইতি। "ন চানেকান্তবাদ" ইতি। ভেদপক্ষেঽনেকান্তবাদশ্চ ন ভবতি ইত্যর্থঃ। "ন ভবেদপি" ইতি। অনেকান্তত্বাৎ ন ভবেদপি ইতি অপেঃ অর্থঃ। সত্যবাদিনঃ তস্করত্বেন আরোপিতস্য মোক্ষবৎ সত্যব্রহ্মাত্মত্ববেদিনো মোক্ষ ইতি তস্করদৃষ্টান্তঃ।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ। ভেদাভেদবাদ খণ্ডন।

সম্প্রতি **"ননু অনেকাত্মকম্"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার অনেকান্তবাদ উত্থাপন করিতেছেন। অনেক শক্তিদ্বারা যে সকল প্রবৃত্তি, যাহা হইতে নানা কার্য্যের সৃষ্টি হয়, সেই সকল প্রবৃত্তির সহিত যুক্ত ব্রহ্ম একও বটেন, অনেকও বটেন। ইহা হইতে কি হইল—যদি এইরূপ হয়? এইজন্য **"তত্র একত্বাংশেন"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যদি একত্বই বস্তুসৎ অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য হইত, তাহা হইলে নানাত্বের অভাবপ্রযুক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডাশ্রয় অর্থাৎ যাহার আশ্রয় কর্ম্মকাণ্ড এইরূপ—বৈদিক ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে বেদে যে সকল কার্য্যকলাপ বলা হইয়াছে, তাহা এবং লৌকিক ব্যবহার অর্থাৎ লোকে যে সকল কার্য্যকলাপ ব্যবহার হয় সেই সমস্তই, উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লোপ পাইয়া যায় এবং ব্রহ্মগোচর অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক যে সকল শ্রবণমননাদি, সে সকলই দত্তজলাঞ্জলি বলিয়া প্রসক্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়া পড়ে। আর ব্রহ্ম যদি অনেকাত্মক অর্থাৎ অনেক হন, তাহা হইলে মৃত্তিকাদির যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সে গুলিও দত্তজলাঞ্জলি হইবে। সেই এই অনেকান্তবাদকে **"নৈবং স্যাৎ"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার দোষ দিতেছেন।

এস্থলে এইরূপ বলিতে হইবে যে, যিনি বলেন—মৃত্তিকারূপে এক, এবং ঘট শরাদিরূপে নানা, তাঁহার মতে কার্য্য ও কারণের পরস্পর অভেদই অভিপ্রেত, অথবা ভেদ অভিপ্রেত, কিংবা ভেদাভেদ উভয়ই অভিপ্রেত? তন্মধ্যে অভেদ ঐকান্তিক হইলে অর্থাৎ অভেদই একমাত্র অভিপ্রেত হইলে মৃদাত্মনা অর্থাৎ মৃত্তিকারূপে এবং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা অর্থাৎ ঘটশরাবাদিরূপে—এই উল্লেখদ্বয় এবং নিয়ম উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। কিন্তু ভেদ অভিপ্রেত হইলে উল্লেখদ্বয় ও নিয়ম উপপন্ন হয়, কিন্তু "আত্মনা" অর্থাৎ "রূপে" এই পদটী অসঙ্গত হয়। কারণ, অন্যপদার্থ কখন অন্যের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ হয় না, আর অনেকান্তবাদও সম্ভব হয় না। কিন্তু ভেদাভেদকল্পে উল্লেখদ্বয় হইলেও নিয়ম কিন্তু অযুক্তই হয়। কারণ, ধর্ম্মী যে কার্য্য ও কারণ, সেই কার্য্য ও কারণের সঙ্কর অর্থাৎ মিশ্রণ হইলে তাহাদের ধর্ম্ম যে একত্ব ও নানত্ব তাহারা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত হইবে না—ইহা সম্ভব হয় না। আর সেই হেতু মৃত্তিকারূপে যখন এক হয়, তখন ঘটশরাদিরূপেও এক হইবে। এইরূপে ঘটশরাদিরূপে যখন নানা হয়, তখন মৃত্তিকারূপেও নানা হইবে। সেই এই নিয়মটী কার্য্য ও কারণের ঐকান্তিক অর্থাৎ অব্যভিচারী ভেদকে উপকল্পনা করিয়া দেয়, অর্থাৎ 'আছে' ইহা জানাইয়া দেয়? অথবা কার্য্যের অনির্ব্বাচনীয়ত্ব জানাইয়া দেয়। আর সেই ভেদাভেদমত আমরা প্রথম অধ্যায়ে খণ্ডন করিয়াছি।

আচ্ছা, তাহাই হউক। সেই এই যুক্তিনিরাকৃত মতটী যে শ্রুতি অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাই **"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার উদাহরণ করিতেছেন। আচ্ছা, যদি বলা হয় যে, ব্রহ্মের জীবভাব কাল্পনিক নহে, কিন্তু ভাবিক অর্থাৎ বাস্তবিক; কারণ, জীব ব্রহ্মের অংশ; কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের দ্বারা তাহার ব্রহ্মভাব হইয়া থাকে, ইত্যাদি; এইজন্য **"স্বয়ং প্রসিদ্ধং হি"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। স্বাভাবিক শব্দের অর্থ অনাদি। পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—নানাত্বাংশদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, ইত্যাদি, সে বিষয়ে ভাষ্যকার **"বাধিতে চ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত অবাধ থাকে, অর্থাৎ বাধ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন স্বপ্নসময়ে তদুপদর্শিত অর্থাৎ স্বপ্নকল্পিত পদার্থ সকলের ব্যবহার হয়। আর স্বাপ্ন ব্যবহার যেমন বাধকবশতঃ জাগরণকালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের, পরিভাবনাভ্যাস-পরিপাক-বাধক-ব্রহ্মাত্মভাব-সাক্ষাৎকারদ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের পুনঃপুনঃ রীতিমত ভাবনার পূর্ণতাবশতঃ জীবের যে ব্রহ্মাত্মভাব জন্মে, অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ যে সাক্ষাৎকার হয়, সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎরূপ বাধকের দ্বারা ঐসকল ব্যবহার নিবৃত্ত হইয়া যায়।

আচ্ছা, তাহাই হউক—

"যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৫)

অর্থাৎ যে সময়ে সাধকের সকল বস্তুই আত্মস্বরূপ হয়, সে সময়ে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে? ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ যে ক্রিয়াকারকাদিরূপ ব্যবহার হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নষ্ট হয়,—ইহা বলা হইতেছে না, কিন্তু অবস্থাভেদাশ্রয় ব্যবহার অর্থাৎ অবস্থাবিশেষকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যবহার হয়, তাহা অন্য অবস্থার প্রাপ্তিবশতঃ নিবৃত্ত হয়। যেমন বালকের কামচারবাদভক্ষতা অর্থাৎ ইচ্ছামত আচরণ, কথা বলা ও ভক্ষণ করা, উপনয়নসংস্কার প্রাপ্ত হইলে নিবৃত্ত হইয়া যায়। (গৌতম ধর্ম্মসূত্র) আর নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া ঐ ব্যবহার যে মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধন হয়, তাহা নহে, এইরূপ এখানেও হইবে, এইজন্য **"ন চায়ং ব্যবহারাভাবঃ"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। কেন হইবে, তাহার কি হেতু? এইজন্য বলিতেছেন—**"তত্ত্বমসি ব্রহ্মাত্মভাবস্য"** ইতি।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ। মিথ্যাবস্তুইঁজ্ঞাননাশ্য।

নিশ্চয়ই এই তত্ত্বমসি বাক্য যে, জীবের অবস্থাবিশেষবিনিয়ত ব্রহ্মাত্মভাব বলিতেছে, তাহা নহে, অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাত্মভাব অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ হওয়া যে অবস্থাবিশেষে নিয়মিত—ইহা বলিতেছে না, কিন্তু "সর্প নহে, ইহা রজ্জু" ইহার মত ব্রহ্মাত্মভাব যে সদাতন অর্থাৎ সর্ব্বদাই আছে, তাহাই বলিতেছে। আরও সত্য ও অনৃতাভিধানদ্বারাও ইহাই উচিত—ইহা "তস্করদৃষ্টান্তেন চ" এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। "ন চ অস্মিন্ দর্শনে" ইহার অর্থ এই যে, দণ্ড, কমণ্ডলু ও কুণ্ডলবিশিষ্ট কোন কাষ্ঠকে কুণ্ডলবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিলে তাহা দণ্ডবত্তাকে বা কমণ্ডলুমত্তাকে বাধা দেয় না। কি হেতু তাহা হয়? তাহার কারণ, তাহাতে যে কুণ্ডলাদি আছে, সেগুলি তাহাতে ভাবিক অর্থাৎ যথার্থ বস্তু। তেমনই এখানেও ভাবিকগোচর একাত্মজ্ঞান-দ্বারা অর্থাৎ যথার্থ একাত্মজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই সকল বস্তু—এই জ্ঞানদ্বারা, ভাবিক নানাত্বকে অর্থাৎ যথার্থ নানাত্বকে অপোদিত করা যায় না, অর্থাৎ নিবারণ করা যায় না। কারণ, জ্ঞানদ্বারা বস্তুকে অপনোদন অর্থাৎ দূর করা যায় না, কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত বস্তুকেই দূর করা যায়—ইহাই অর্থ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ননু একত্বৈকান্তাভ্যুপগমে নানাত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি প্রমাণানি ব্যাহন্যেরন্ নির্বিষয়ত্বাৎ, স্থাণ্বাদিষু ইব পুরুষাদিজ্ঞানানি। তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহন্যেত, মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি শিষ্যশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্যাৎ। কথং চ অনৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্য আত্মৈকত্বস্য সত্যত্বম্ উপপদ্যেত ইতি?

অত্র উচ্যতে—নৈষ দোষঃ, সর্ব্বব্যবহারাণামেব প্রাক্ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ, স্বপ্নব্যবহারস্যেব প্রাক্প্রবোধাৎ। যাবৎ হি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়ফললক্ষণেষু বিকারেষু অনৃতত্ববুদ্ধিঃ ন কস্যচিৎ উৎপদ্যতে। বিকারানেব তু অহং মম ইতি অবিদ্যয়া আত্মাত্মীয়েন ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে, স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাক্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রতিবোধাৎ উপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ। যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য জনস্য স্বপ্নে উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ, ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়ঃ তৎকালে ভবতি, তদ্বৎ।

কথং তু অসত্যেন বেদান্তবাক্যেন সত্যস্য ব্রহ্মাত্মত্বস্য প্রতিপত্তিঃ উপপদ্যেত? ন হি রজ্জুসর্পেণ দষ্টো ম্রিয়তে, নাপি মৃগতৃষ্ণিকাম্ভসা পানাবগাহনাদিপ্রয়োজনং ক্রিয়তে ইতি?

নৈষ দোষঃ, শঙ্কাবিষাদিনিমিত্তমরণাদিকার্য্যোপলব্ধেঃ, স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য চ সর্প-দংশনোদকস্নানাদিকার্য্যদর্শনাৎ।

তৎকার্য্যমপি অনৃতমেব ইতি চেৎ ব্রূয়াৎ? তত্র ব্রূমঃ—যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্য্যম্ অনৃতং, তথাপি তদবগতিঃ সত্যমেব ফলম্, প্রতিবুদ্ধস্যাপি অবাধ্যমানত্বাৎ। ন হি স্বপ্নাৎ উত্থিতঃ স্বপ্নদৃষ্টং সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্য্যং মিথ্যা ইতি মন্যমানঃ তদবগতিমপি মিথ্যা ইতি মন্যতে কশ্চিৎ। এতেন স্বপ্নদৃশঃ অবগত্যবাধনেন দেহমাত্রাত্মবাদো দূষিতো বেদিতব্যঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—

যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥ (ছাঃ ৫।২।৯) ইতি—

অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যায়াঃ সমৃদ্ধেঃ প্রতিপত্তিং দর্শয়তি। তথা প্রত্যক্ষদর্শনেষু কেষুচিৎ অরিষ্টেষু জাতেষু, "ন চিরমিব জীবিষ্যতি ইতি বিদ্যাৎ" ইত্যুক্ত্বা—

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"অথ স্বপ্নাঃ পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি" (ঐতরেয় আঃ)

ইত্যাদিনা তেন তেন অসত্যেনৈব স্বপ্নদর্শনেন সত্যং মরণং সূচ্যতে ইতি দর্শয়তি। প্রসিদ্ধং চ ইদং লোকে অন্বয়ব্যতিরেককুশলানাম্ ঈদৃশেন স্বপ্নদর্শনেন সাধ্বাগমঃ সূচ্যতে, ঈদৃশেন অসাধ্বাগম ইতি। তথা অকারাদিসত্যাক্ষরপ্রতিপত্তিঃ দৃষ্টা রেখানৃতাক্ষরপ্রতিপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বপক্ষ। অদ্বৈতস্বীকারে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের অনুপপত্তি।

আচ্ছা, একত্বের একান্ত অভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ যদি সর্ব্বতোভাবে একত্বই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নানাত্বের অভাবপ্রযুক্ত, স্থাণ্বাদিতে পুরুষাদিজ্ঞানের ন্যায় প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণসকল নির্ব্বিষয়ত্বপ্রযুক্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণসকলের বিষয় থাকে না বলিয়া স্থাণুপ্রভৃতিতে পুরুষাদি-জ্ঞানের ন্যায় ব্যাহত হয়। সেইরূপ বিধি ও প্রতিষেধশাস্ত্রও অর্থাৎ নিষেধশাস্ত্রও ভেদাপেক্ষত্বনিবন্ধন অর্থাৎ ভেদকে অপেক্ষা করে বলিয়া তদভাবে অর্থাৎ সেই ভেদ না থাকিলে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়; এবং মোক্ষশাস্ত্রও শিষ্য ও শাসিত্রাদিভেদাপেক্ষ বলিয়া অর্থাৎ গুরুশিষ্যসম্বন্ধকে অপেক্ষা করে বলিয়া সেই ভেদের অভাবে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়; আর কি করিয়াই বা অনৃত মোক্ষশাস্ত্রকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত যে আত্মৈকত্ব, অর্থাৎ আত্মার একত্ব তাহার সত্যতা উপপন্ন হয়।

স্বপক্ষস্থাপন। অদ্বৈতস্বীকারে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের অনুপপত্তি নাই।

এতদুত্তরে বলা হয় যে—এই দোষ হয় না ; কারণ, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে অর্থাৎ 'ব্রহ্মই আত্মা,' এই জ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সকল ব্যবহারেরই সত্যতার উপপত্তি হয়, অর্থাৎ সকল ব্যবহারই সত্য হইয়া থাকে। যেমন বোধের পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বপ্নব্যবহার সত্য বলিয়া মনে হয়। যেহেতু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তি না হয়, অর্থাৎ 'আত্মা এক' এই সত্যবুদ্ধি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণপ্রমেয়-ফললক্ষণ বিকারসমূহে অর্থাৎ চক্ষুরাদি প্রমাণ, ঘটাদি প্রমেয়, সুখাদি ফলরূপ বিকারসমূহে কাহারও অনৃতবুদ্ধি অর্থাৎ মিথ্যাত্বজ্ঞান হয় না। সকল প্রাণী ব্রহ্মাত্মতা অর্থাৎ 'ব্রহ্মই আত্মা' এই স্বাভাবিক ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া অবিদ্যাবশতঃ "আমি আমার" এইরূপ আত্মভাব ও আত্মীয়ভাবদ্বারা অর্থাৎ দেহাদিতে 'আমি' ও পুত্রাদিতে 'আমার' এই আত্মভাব ও আত্মীয়ভাব কল্পনাদ্বারা বিকার সকলকেই জ্ঞান করিয়া থাকে। সেইজন্য ব্রহ্মাত্মতাপ্রতিবোধের পূর্ব্বে অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা,—এই জ্ঞান যতদিন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত, লৌকিক ও বৈদিক সকল ব্যবহারই উপপন্ন হয়। যেমন বোধের পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগরণের পূর্ব্বে, যে লোক উচ্চাবচ অর্থাৎ ভালমন্দ বিবিধভাবসমূহ দেখিতেছে, সেই প্রাকৃত আর্থাৎ সাধারণ সুপ্তব্যক্তির স্বপ্নে প্রত্যক্ষাভিমত নিশ্চিত বিজ্ঞানই হয়, অর্থাৎ স্বপ্নে যে জ্ঞান হয়, তাহা নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ বলিয়াই মনে হয়। আর তৎকালে সেই ব্যক্তির প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায় হয় না, অর্থাৎ যাহা দেখিতেছি তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না, তদ্বৎ এখানেও হয়; অর্থাৎ যেমন, প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ কোন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বপ্নে যখন ভালমন্দ নানাবিধ বস্তু দেখিতে থাকে, তখন যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহা নিশ্চিত বলিয়াই মনে করে, এবং স্বপ্নসময়ে তাহা যে ভ্রম হইতেছে, ইহা মনে হয় না—ইহাও সেইরূপ।

রজ্জুসর্পের দংশনেও মৃত্যু হয়।

যদি বল, অসত্য বেদান্তবাক্যদ্বারা সত্য ব্রহ্মাত্মত্বের অর্থাৎ 'ব্রহ্মই আত্মা' এই সত্যের প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান কি করিয়া হয় ? কারণ, রজ্জুসর্পকর্ত্তৃক দংশনপ্রাপ্ত হইয়া কেহ ত মরে না এবং মৃগতৃষ্ণিকার জলদ্বারা পান অবগাহনাদি প্রয়োজনীয় কার্য্যও ত কেহ করে না ? তাহা হইলে বলিব—ইহা দোষ নহে ; কারণ, শঙ্কাবিষ অর্থাৎ বিষভ্রম হইতেও মরণাদি কার্য্যের—উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আর স্বপ্নদর্শনাবস্থ ব্যক্তির অর্থাৎ যে লোক স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার সেই অবস্থাতে সর্পদংশন ও জলে স্নানাদিকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রজ্জুসর্পের জ্ঞান মিথ্যা নহে।

যদি বল,—সে কার্য্যও মিথ্যাই, তাহা হইলে সেস্থলে আমরা বলি, যদিও স্বপ্নদর্শনাবস্থব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিতেছে তাহার, সর্পদংশন ও জলে স্নানাদি কার্য্য অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা, তাহা হইলেও তাহার অবগতি অর্থাৎ জ্ঞানরূপফল নিশ্চয়ই সত্য। কারণ, প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তিরও অর্থাৎ জাগরিত ব্যক্তির সেই জ্ঞান বাধিত হয় না। কারণ, স্বপ্ন হইতে উত্থিত কোন ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট সর্পদংশন ও জলস্নানাদিকার্য্য মিথ্যা বলিয়া

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভাষ্যানুবাদ।

মনে করিলেও তাহার অবগতিকেও অর্থাৎ জ্ঞানকেও মিথ্যা বলিয়া মনে করে না। এই স্বপ্নদর্শীর অবগতির অবাধের দ্বারা অর্থাৎ স্বপ্নদর্শীর জ্ঞান বাধিত হয় না বলিয়া দেহমাত্র আত্মবাদ অর্থাৎ যাহারা দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহাদের মতে দোষ দেওয়া হইল জানিবে। যথা শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥" (ছাঃ উঃ ৫।২।৯)

অর্থাৎ লোকে যখন কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানকালে স্বপ্নে স্ত্রীলোককে দেখে, তখন সেই স্বপ্নদর্শনবশতঃ সেই কর্ম্মে ফলসিদ্ধি হইবে জানিবে। এই মিথ্যা স্বপ্নদর্শনদ্বারা সত্য সমৃদ্ধির প্রতিপত্তিকে অর্থাৎ জ্ঞানকে দেখাইতেছে। তদ্রূপ প্রত্যক্ষদর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দেখা যায়—এইরূপ কতকগুলি অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুলক্ষণ জন্মিলে—

"ন চিরমিব জীবিষ্যতি ইতি বিদ্যাৎ"

অর্থাৎ চিরকাল বাঁচিবে না জানিবে—এই কথা বলিয়া—

"অথ স্বপ্নাঃ পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি" (ঐতরেয় আঃ)

আর যদি স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে দেখে, সেই পুরুষ ইহাকে হত্যা করে, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সেই সেই মিথ্যাস্বপ্নদ্বারা সত্য মরণ সূচিত হয়—ইহা দেখাইতেছে। জগতে যাহারা অন্বয়ব্যতিরেককুশল অর্থাৎ, ইহা হইলে ইহা হয় এবং ইহা না হইলে ইহা হয় না এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ যে, এইরূপ স্বপ্নদর্শনদ্বারা সাধু আগম অর্থাৎ শুভ এবং এইরূপ স্বপ্নদর্শনদ্বারা অসাধু আগম অর্থাৎ অশুভ সূচিত হয়, এবং রেখারূপ মিথ্যা অক্ষরের জ্ঞান হইতে অকারাদি সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান হইতে দেখা গিয়াছে।

ভামতী।

চোদয়তি—"নন্বেকত্বৈকান্ত্যাভ্যুপগমে" ইতি। 'অবাধিতানধিগতাসন্দিগ্ধবিজ্ঞানসাধনং প্রমাণম্' ইতি প্রমাণসামান্যলক্ষণোপপত্ত্যা প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণতাম্ অশ্নুবতে। একত্বৈকান্ত্যাভ্যুপগমে তু তেষাং সর্ব্বেষাং ভেদবিষয়াণাং বাধিতত্বাৎ অপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত। তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভাবনাভাব্যভাবককরণেতিকর্ত্তব্যতাভেদাপেক্ষত্বাৎ ব্যাহন্যেত। তথাচ নাস্তিক্যম্। একদেশাক্ষেপেণ চ সর্ব্ববেদাক্ষেপাৎ বেদান্তানামপি অপ্রামাণ্যম্ ইতি অভেদৈকান্ত্যাভ্যুপগমহানিঃ। ন কেবলং বিধিনিষেধাক্ষেপেণ অস্য মোক্ষশাস্ত্রস্য আক্ষেপঃ, স্বরূপেণ অস্যাপি ভেদাপেক্ষত্বাৎ ইত্যাহ—"মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি" ইতি। অপি চ অস্মিন্ দর্শনে বর্ণপদবাক্যপ্রকরণাদীনাম্ অলীকত্বাৎ তৎপ্রভবম্ অদ্বৈতজ্ঞানম্ অসমীচীনং ভবেৎ, ন খলু অলীকাৎ ধূমাৎ * ধূমকেতনজ্ঞানং সমীচীনম্ ইত্যাহ—"কথং চ অনৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ" ইতি।

পরিহরতি—"অত্র উচ্যতে" ইতি। যদ্যপি প্রত্যক্ষাদীনাং তাত্ত্বিকম্ অবাধিতত্বং নাস্তি যুক্ত্যাগমাভ্যাং বাধনাৎ, তথাপি ব্যবহারে বাধনাভাবাৎ সাংব্যবহারিকম্ অবাধনম্। ন হি প্রত্যক্ষাদিভিঃ অর্থং পরিচ্ছিদ্য প্রবর্ত্তমানো ব্যবহারে বিসংবাদ্যতে সাংসারিকঃ কশ্চিৎ। তস্মাৎ অবাধনাৎ ন প্রমাণলক্ষণম্ অতিপতন্তি প্রত্যক্ষাদয় ইতি। "সত্যত্বোপপত্তেঃ" ইতি—সত্যত্বাভিমানোপপত্তেরিতি। গ্রহণকবাক্যম্ এতৎ। বিভজতে—"যাবৎ হি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ" ইতি। বিকারান্ এব তু শরীরাদীন্ অহম্ ইতি আত্মভাবেন পুত্রপশ্বাদীন্ মমেতি আত্মীয়ভাবেন ইতি যোজনা। "বৈদিকশ্চ" ইতি কর্ম্মকাণ্ডমোক্ষশাস্ত্রব্যবহারসমর্থনা।

"স্বপ্নব্যবহারস্যেব" ইতি বিভজতে—"যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য" ইতি। "কথং চ অনৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ" ইতি যৎ উক্তং তৎ অনুভাষ্য দূষয়তি—"কথ তু অসত্যেন" ইতি। শক্যম্ অত্র বক্তুং শ্রবণাদ্যুপায় আত্মসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তঃ বেদান্তসমুত্থোঽপি জ্ঞাননিচয়ঃ অসত্যঃ, সোঽপি হি বৃত্তিরূপঃ কার্য্যতয়া নিরোধধর্ম্মা, যস্তু ব্রহ্মস্বভাবসাক্ষাৎকারঃ অসৌ ন কার্য্যঃ তৎস্বভাবত্বাৎ, তস্মাৎ অচোদ্যম্ এতৎ "কথম্ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদঃ" ইতি। যৎ খলু সত্যং ন তৎ উৎপদ্যতে ইতি কুতঃ তস্য অসত্যাৎ

* পাঠান্তর—অলীকাৎ ধূমকেতনজ্ঞানং

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভামতী।

উৎপাদঃ? যচ্চ উৎপদ্যতে তৎ সর্ব্বম্ অসত্যমেব। সাংব্যবহারিকং তু সত্যত্বং বৃত্তিরূপস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্যেব শ্রবণাদীনামপি অভিন্নম্। তস্মাৎ অভ্যুপেতা বৃত্তিস্বরূপস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য পরমার্থসত্যতাং ব্যভিচারোদ্ভাবনম্ ইতি মন্তব্যম্। যদ্যপি সাংব্যবহারিকস্য সত্যাদেব ভয়াৎ সত্যং মরণম্ উৎপদ্যতে, তথাপি ভয়হেতুঃ অহিঃ তজ্জ্ঞানং বা অসত্যং ততো ভয়ং সত্যং জায়তে ইতি অসত্যাৎ সত্যস্য উৎপত্তিঃ উক্তা। যদ্যপি চ অহিজ্ঞানমপি স্বরূপেণ সৎ, তথাপি ন তজ্জ্ঞানত্বেন ভয়হেতুঃ, অপি তু অনির্ব্বাচ্যাহিরূষিতত্বেন। অন্যথা রজ্জুজ্ঞানাদপি ভয়প্রসঙ্গাৎ জ্ঞানত্বেন অবিশেষাৎ। তস্মাৎ অনির্ব্বাচ্যাহিরূষিতং জ্ঞানমপি অনির্ব্বাচ্যম্ ইতি সিদ্ধম্ অসত্যাদপি সত্যস্য উপজন ইতি।

ন চ ভ্রমঃ সর্ব্বস্মাৎ অসত্যাৎ সত্যস্য উপজনঃ, যতঃ সমারোপিতধূমভাবায়াঃ ধূমমহিষ্যাঃ বহ্নিজ্ঞানং সত্যং স্যাৎ। ন হি চক্ষুষো রূপজ্ঞানং সত্যম্ উপজায়তে ইতি রসাদিজ্ঞানেনাপি ততঃ সত্যেন ভবিতব্যম্। যতো নিয়মো হি স তাদৃশঃ সত্যানাং যতঃ কুতশ্চিৎ কিঞ্চিদেব জায়তে ইতি। এবম্ অসত্যানামপি নিয়মো যতঃ কুতশ্চিৎ অসত্যাৎ সত্যং কুতশ্চিৎ অসত্যম্, যথা দীর্ঘত্বাদেঃ বর্ণেষু সমারোপিতত্বাবিশেষেঽপি অজীনম্ ইত্যতো জ্যানিবিরহম্ অবগচ্ছন্তি সত্যম্। অজিনম্ ইত্যতস্তু সমারোপিতদীর্ঘভাবাৎ জ্যানিবিরহম্ অবগচ্ছন্তো ভবন্তি ভ্রান্তাঃ। ন চ উভয়ত্র দীর্ঘসমারোপং প্রতি কশ্চিৎ অস্তি ভেদঃ। তস্মাৎ উপপন্নম্ অসত্যাদপি সত্যস্য উদয় ইতি।

নিদর্শনান্তরম্ আহ—"স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য" ইতি। যথা সাংসারিকো জাগ্রদ্ ভুজঙ্গং দৃষ্ট্বা পলায়তে, ততশ্চ ন দংশবেদনাম্ আপ্নোতি; পিপাসুঃ সলিলম্ আলোক্য পাতুং প্রবর্ত্ততে, ততঃ তৎ আসাদ্য পায়ংপায়ম্ আপ্যায়িতঃ সুখম্ অনুভবতি। এবং স্বপ্নান্তিকেঽপি তদবস্থং সর্ব্বম্ ইতি অসত্যাৎ কার্য্যসিদ্ধিঃ। শঙ্কতে "তৎকার্য্যমপি অনৃতমেব" ইতি। এবমপি ন অসত্যাৎ সত্যস্য সিদ্ধিঃ উক্তা ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—"তত্র ভ্রমঃ। "যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য" ইতি। লৌকিকো হি সুপ্তোত্থিতঃ অবগমাং বাধিতং মন্যতে, ন তৎ অবগতিং, তেন যদ্যপি পরীক্ষকাঃ অনির্ব্বাচ্য-রূষিতাম্ অবগতিম্ অনির্ব্বাচ্যাং নিশ্চিন্বন্তি, তথাপি লৌকিকাভিপ্রায়েণ এতৎ উক্তম্। অত্রান্তরে লোকায়তিকানাং মতম্ অপাকরোতি—"এতেন স্বপ্নদৃশঃ অবগত্যবাধনেন" ইতি। যদা খলু অয়ং চৈত্রঃ তারক্ষবীং ব্যাত্তবিকটদংষ্ট্রাকরালবদনাম্ উত্তব্ধবভ্রমন্মস্তকাবচুম্বিলাঙ্গুলাম্ অতিরোষারুণস্তব্ধ-বিশালবৃত্তলোচনাং রোমাঞ্চসঞ্চয়োৎফুল্লভীষণাং স্ফটিকাচলভিত্তিপ্রতিবিম্বিতাম্ অভ্যমিত্রীণাং তনুম্ আস্থায় স্বপ্নে প্রতিবুদ্ধো মানুষীম্ আত্মনঃ তনুং পশ্যতি তদা উভয়দেহানুগতম্ আত্মানং প্রতিসন্দধানো দেহাতিরিক্তম্ আত্মানং নিশ্চিনোতি, ন তু দেহমাত্রম্, তন্মাত্রত্বে দেহবৎ প্রতি-সন্ধানাভাবপ্রসঙ্গাৎ। কথং চ এতৎ উপপদ্যেত যদি স্বপ্নদৃশঃ অবগতিঃ অবাধিতা স্যাৎ। তদ্বাধে তু প্রতিসন্ধানাভাব ইতি। অসত্যাচ্চ সত্যপ্রতীতিঃ শ্রুতিসিদ্ধা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধা চ ইত্যাহ—"তথাচ শ্রুতিঃ" ইতি। "তথা অকারাদি" ইতি। যদ্যপি রেখাস্বরূপং সত্যং, তথাপি তদ্ যথাসংকেতম্ অসত্যম্। ন হি সঙ্কেতয়িতারঃ সঙ্কেতয়ন্তি ঈদৃশেন রেখাভেদেন অয়ং বর্ণঃ প্রত্যেতব্যঃ, অপি তু ঈদৃশো রেখাভেদঃ অকারঃ; ঈদৃশশ্চ ককারঃ ইতি। তথা চ "অসমীচীনাৎ সঙ্কেতাৎ সমীচীনবর্ণাবগতিঃ" ইতি সিদ্ধম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অহংমমাভিমানয়োঃ একত্র ব্যাঘাতঃ স্যাদিতি প্রবিভজ্য যোজয়তি—"শরীরাদীন্" ইতি। ননু মিথ্যাত্বে শ্রবণাদীনাম্ অবিদ্যানিবৃত্তি-সমর্থসাক্ষাৎকারহেতুত্বং ন স্যাৎ অত আহ—"সাংব্যবহারিকং তু" ইতি। অসত্যাদপি কার্য্যক্ষমপদার্থোৎপত্তিম্ অনন্তরমেব বক্ষ্যাম ইত্যর্থঃ। যদি অসত্যাৎ সত্যধীঃ স্যাৎ, তর্হি ধূমাভাসাদপি বহ্নিধীঃ সমীচীনা স্যাৎ ইত্যুক্তম্, ইতি আশঙ্ক্য আহ "ন চ ভ্রমঃ" ইতি। "ধূমমহিষী" ধূলী। সা চ বাষ্পঃ। অসত্যাদপি সত্যম্ উৎপদ্যতে ইতি উচ্যতে ন পুনঃ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদনিয়ম ইত্যর্থঃ। যদি পুনঃ কুতশ্চিৎ অসত্যাৎ সত্যং

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

জাতম্ ইতি সর্ব্বস্মাৎ অসত্যাৎ সত্যজন্ম আপাদ্যতে, তর্হি কিঞ্চিৎ সত্যং কস্যচিৎ সত্যস্য জনকম্ ইতি তত এব সর্ব্বং সত্যং স্যাৎ ইতি প্রতিবন্দীম্ আহ—"ন হি" ইতি। চোদ্যসাম্যম্ উক্ত্বা পরিহারসাম্যম্ আহ—"যত" ইতি, যতঃ নিয়মাৎ ইত্যর্থঃ। জ্যা বয়োহানৌ ইত্যস্য নিষ্ঠায়াং সম্প্রসারণে নঞ্ সমাসে চ অজীনম্ ইতি রূপম্। অস্মাৎ অধাতুদীর্ঘভাবাৎ যদ্যপি জ্যানেঃ বয়োহানেঃ অভাবং সত্যম্ অবগচ্ছতি। বক্তা তু হ্রস্বত্বেন অজিনম্ ইতি উচ্চরিতে ভ্রমাৎ অজীনম্ ইতি গৃহীতাৎ অস্মাৎ শব্দাৎ যা বয়োহানিপ্রতীতিঃ সা ভ্রান্তিঃ অজিনশব্দো হি চর্ম্ম-বচনঃ ইতি। অত্র যথা আরোপিতত্বাবিশেষেঽপি কিঞ্চিৎ দৈর্ঘ্যং সত্যবোধকং কিঞ্চিৎ অসত্যবোধকম্ এবম্ অস্মাকমপি ইত্যর্থঃ। "পায়ঃ-পায়ঃ"—পীত্বা পীত্বা। "তারক্ষবীং" ব্যাঘ্রময়ীং তনুম্ আস্থায় ইতি অন্বয়ঃ। ব্যাত্তঃ—বিবৃতং, বিকটাভ্যাং, বক্রাভ্যাং দংষ্ট্রাভ্যাং—"করালং", ভয়ানকম্ আননং যস্যাঃ সা তথোক্তা। উত্তব্ধম্—উন্নময্য ধৃতম্। বভ্রমৎ—অত্যর্থং ভ্রমন্ মস্তকাবচুম্বি লাঙ্গুলং যস্যাঃ সা তথা। ধ্বস্তে ইতস্ততো বিক্ষিপ্তে লোচনে যস্যাঃ সা তথা। অমিত্রম্ অভি প্রতিযোদ্ধুং গতাম্ অভামিত্রীণাম্। স্ফটিকশৈলপ্রতিবিম্বিতাং হি অমিত্রম্ ইতি ভ্রমাৎ আত্মতনুং ধাবন্তীং সুপ্তো ব্যাঘ্রতনুম্ আস্থিতঃ পশ্যতি ইতি। যদি স্বপ্নদৃশঃ অবগতিঃ অবাধিতাঃ স্যাৎ তর্হি এব উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ। ভেদাভেদব্যবহারৌ ভেদাভেদোপপাদকৌ ইতি বদন্ প্রষ্টব্যঃ কিং ব্রহ্মজ্ঞানাৎ প্রাচীনৌ তদুপপাদকৌ পরাচীনৌ বা ইতি। ন আদ্যঃ, ইত্যুক্তং "নানাত্বাংশেন কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ঃ" ইত্যাদিনা। তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রাক্ অভেদব্যবহারস্য অপ্রাপ্তত্বাৎ ন স উপন্যস্তঃ।

ভামতীর অনুবাদ। পূর্ব্বপক্ষ ভাষ্যব্যাখ্যা।

"নন্নু একত্বৈকান্তাভ্যুপগমে" এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **"অবাধিত অনধিগত ও অসন্দিগ্ধ বিজ্ঞানের সাধনই প্রমাণ"** প্রমাণের এই সমান্যলক্ষণের উপপত্তিদ্বারা অর্থাৎ প্রমাণের এই সাধারণ লক্ষণদ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রমাণ হয়। কিন্তু একত্বের একান্ত অভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ একমাত্র একত্ব স্বীকার করিলে সেই সকল ভেদবিষয়ক প্রমাণের বাধিতত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভেদঘটিত সেই সকল প্রমাণ বাধিত হইয়া যায় বলিয়া তাহাদের অপ্রামাণ্য প্রসক্ত হইয়া পড়ে। তদ্রূপ বিধি ও প্রতিষেধশাস্ত্রও ভাবনা-ভাব্যভাবককরণেতিকর্ত্তব্যতাভেদাপেক্ষত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভাবনা—যাহা হইতে পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ ব্যাপারবিশেষ, ভাব্য অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল, ভাবক অর্থাৎ যিনি প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছেন, করণ অর্থাৎ যাহার দ্বারা ফল হয় অর্থাৎ যাগাদি, ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ কার্য্যপ্রণালী—ইত্যাদি ভেদকে অপেক্ষা করে বলিয়া ব্যাহত হইয়া যায়। আর তাহা হইলে নাস্তিকতাই হইয়া পড়ে। আর একদেশাক্ষেপদ্বারা অর্থাৎ এক অংশ অপ্রমাণ হইলে সমস্ত বেদের আক্ষেপপ্রযুক্ত অর্থাৎ অপ্রমাণ্য হইয়া যায় বলিয়া বেদান্তেরও অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে, এই হেতু অভেদৈকান্তাভ্যুপগমের অর্থাৎ একমাত্র অভেদস্বীকারের হানি হয়, অর্থাৎ ব্যাঘাত ঘটিল। কেবল যে বিধি-নিষেধশাস্ত্রের আক্ষেপদ্বারা অর্থাৎ অপ্রমাণ্য হইয়া যায় বলিয়া তাহার দ্বারা এই মোক্ষশাস্ত্রের আক্ষেপ হয়, অর্থাৎ অপ্রমাণ্য হয়, তাহা নহে, যেহেতু এই মোক্ষশাস্ত্রের স্বরূপতঃ ভেদাপেক্ষত্ব আছে, অর্থাৎ এই মোক্ষশাস্ত্র নিজেই ভেদকে অপেক্ষা করে—ইহাই **"মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। আরও এই দর্শনের মতে বর্ণ, পদ, বাক্য ও প্রকরণপ্রভৃতি অলীক বলিয়া তৎপ্রভব অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন অদ্বৈতজ্ঞানও অসমীচীন হইবে। কারণ, অলীক ধূমহেতুক ধূমকেতনজ্ঞান সমীচীন হয় না অর্থাৎ অলীক ধূমহেতুদ্বারা ধূমকেতন অর্থাৎ বহ্নির জ্ঞান হইলে তাহা সত্য হয় না—ইহাই **"কথং চ অনৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।

স্বপক্ষস্থাপনভাষ্যব্যাখ্যা।

"অত্রোচ্যতে" এই গ্রন্থে পরিহার করিতেছেন। যদিও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ অবাধিতত্ব অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্তির অভাব নাই, কারণ, যুক্তি ও আগমদ্বারা তাহার বাধ হয়, তাহা হইলেও ব্যবহার-কালে বাধনাভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাধ হয় না বলিয়া সেই অবাধনটী সাংব্যবহারিক হয়, অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য সত্য হয়। কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অর্থকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া অর্থাৎ বস্তুনিশ্চয় করিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত কোন সংসারী ব্যক্তি ব্যবহারে বিসংবাদী হয় না, অর্থাৎ বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয় না। অতএব অবাধনপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাধা হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকল প্রমাণলক্ষণকে অতিপাত অর্থাৎ অতিক্রম করে না। **সত্যত্বোপপত্তেঃ** ইহার অর্থ—সত্যত্বের অভিমানের উপপত্তি হয় বলিয়া অর্থাৎ সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে বলিয়া। ইহা গ্রহণকবাক্য অর্থাৎ ইহা অবলম্বনবাক্যমাত্র। **"যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ"** এই গ্রন্থে ইহার বিভাগ অর্থাৎ বিবরণ করিতেছেন। শরীরাদি বিকার সকলকে 'আমি' এইরূপ আত্মভাব-দ্বারা এবং পুত্র ও পশুগণকে "আমার" এইরূপ আত্মসম্বন্ধীয় ভাবদ্বারা—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। **"বৈদিকশ্চ** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা কর্ম্মকাণ্ড ও মোক্ষশাস্ত্রের ব্যবহার সমর্থন করা হইল। **"যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য"** ইত্যাদি গ্রন্থে **"স্বপ্নব্যবহারস্যেব"** ইত্যাদি গ্রন্থের বিবরণ করিতেছেন। পূর্ব্বে যে **"কথং চ অনৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন, তাহার অনুভাষণ করিয়া অর্থাৎ পুনরুল্লেখ করিয়া **"কথং**

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

স্বপক্ষস্থাপনভাষ্যব্যাখ্যা।

তু অসত্যেন" এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। এখানে বলিতে পার যে, শ্রবণাদি আত্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত উপায়, বেদান্ত হইতে উৎপন্ন হইলেও এই জ্ঞান সকল অসত্য, কারণ তাহাও অন্তঃকরণের বৃত্তিস্বরূপ; অতএব কার্য্যপদার্থ বলিয়া তাহা নিরোধধর্ম্মা অর্থাৎ বিনাশস্বভাব। কিন্তু ব্রহ্মস্বভাবরূপ যে সাক্ষাৎকার, তাহা কার্য্যপদার্থ অর্থাৎ অনিত্য নহে, কারণ, তাহা তৎস্বভাব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব অসত্য হইতে কি করিয়া সত্য "জন্মে" ?—এইরূপ আশঙ্কাই হইতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা উৎপন্ন হয় না, এজন্য কি করিয়া অসত্য হইতে তাহার জন্ম হইবে ? আর যাহা উৎপন্ন হয়, সে সকল অসত্যই। কিন্তু বৃত্তিরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ন্যায় শ্রবণাদিরও সাংব্যবহারিক সত্যত্ব অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য সত্যত্ব অভিন্নই, অর্থাৎ একই। অতএব বৃত্তিস্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরমার্থসত্যতা অর্থাৎ বাস্তবিক সত্যতা অভ্যুপগম করিয়া অর্থাৎ স্বীকার করিয়া লইয়া ভাষ্যকার ব্যভিচার উদ্ভাবন অর্থাৎ কল্পনা করিয়াছেন জানিবে। যদিও সাংব্যবহারিক ব্যক্তির অর্থাৎ যিনি ব্যবহার করিতেছেন তাঁহার, সত্য ভয় হইতেই সত্য মরণ হয়, তথাপি ভয়ের কারণ সর্প, অথবা তাহার জ্ঞান অসত্য, তাহা হইতে সত্য ভয় জন্মে, এইজন্য অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হয় বলিয়াছেন। আর যদিও সর্পজ্ঞানও স্বরূপতঃ সত্য, তথাপি তাহা জ্ঞান বলিয়া ভয়ের কারণ নহে, কিন্তু অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সত্যও নহে, অসত্যও নহে—এইরূপ অহিরূষিত বলিয়া অর্থাৎ সর্পমিশ্রিত জ্ঞান বলিয়া ভয়হেতু হয়। কারণ, তাহা না বলিলে রজ্জুজ্ঞান হইতেও ভয়ের প্রসঙ্গ হয়। কারণ, উভয়ই জ্ঞান বলিয়া কোন পার্থক্য নাই। অতএব অনির্ব্বচনীয় অহিরূষিত অর্থাৎ সর্পমিশ্রিত জ্ঞানও অনির্ব্বচনীয়, এই প্রকার অসত্য হইতেও সত্যের উৎপত্তি হয়—ইহা সিদ্ধ হইল।

সত্য ও অসত্য হইতে সত্য ও অসত্যের উৎপত্তি।

আর আমরা ইহাও বলি না যে, সকল অসত্য হইতে সত্যের উপজন অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, যেহেতু তাহা হইলে সমারোপিত-ধূমভাবরূপ ধূমমহিষীর অর্থাৎ যাহাতে ধূমত্বের আরোপ করা হইয়াছে, সেই ধূমমহিষী অর্থাৎ ধূমপত্নী অর্থাৎ বাষ্প হইতে বহ্নিজ্ঞান সত্য হইয়া যাইবে। কারণ চক্ষুঃ হইতে রূপের জ্ঞান সত্য হয়, এইজন্য তাহা হইতে রসজ্ঞান হইলে তাহাও সত্য হইবে না। যেহেতু সত্য সকলের সেই নিয়ম সেইরূপই হয়, যে নিয়মবশতঃ কোন সত্য হইতে কোনটাই জন্মে, অর্থাৎ সত্য হইতে সত্যও হয় মিথ্যাও হয়; সত্য হইতে সত্যই জন্মিবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই। এইরূপ অসত্যেরও নিয়ম এইরূপ যে, নিয়মবশতঃ কোন অসত্য হইতে সত্য হয়, এবং কোন অসত্য হইতে অসত্য হয়; যেমন বর্ণ সকলে দীর্ঘত্বাদির আরোপের কোন বিশেষ না থাকিলেও অর্থাৎ তারতম্য না থাকিলেও দীর্ঘ ঈকারযুক্ত অজীন এই শব্দ হইতে জ্যানিবিরহ অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের অভাব এই সত্য অর্থ অবগত হয়; কিন্তু সমারোপিত দীর্ঘভাব অর্থাৎ যাহাতে দীর্ঘত্বের আরোপ করা হইয়াছে, এইরূপ অজিন হইতে অর্থাৎ হ্রস্বইকারযুক্ত এই অজিন শব্দ হইতে 'বার্দ্ধক্যের অভাব' এই অর্থ যাঁহারা অবগত হন, তাঁহারা ভ্রান্ত; (কারণ, অজিনশব্দের অর্থ চর্ম্ম;) আর উভয় পদে দীর্ঘত্বের আরোপেরও কোন বিশেষ নাই। অতএব উপপন্ন হইল যে, অসত্য হইতেও সত্যের উৎপত্তি হয়। **"স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য"** এই গ্রন্থদ্বারা নিদর্শনান্তর অর্থাৎ অন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। যথা সংসারী ব্যক্তি জাগরণকালে সর্প দেখিয়া পলায়ন করে, সেইজন্য দংশনের বেদনা সে পায় না, পিপাসু অর্থাৎ যিনি জলপান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি জল দেখিয়া পান করিতে প্রবৃত্ত হন, তারপর সেই জল পাইয়া "পায়ং পায়ম্" অর্থাৎ পুনঃপুনঃ পান করিয়া আপ্যায়িত হইয়া সুখ অনুভব করেন। এইরূপ স্বপ্নাবস্থায়ও সবই সেইরূপ হয়, এইরূপ মিথ্যা হইতে কার্য্য সিদ্ধি হয়। **"তৎকার্য্যমপি অনৃতমেব"** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার অর্থ—এরূপ হইলেও অসত্য হইতে সত্যের সিদ্ধি অর্থাৎ উৎপত্তি হয় ইহা বলা হইল না। **তত্র ব্রূমঃ** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কার পরিহার করিতেছেন। **যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য**—এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই, যথা—লৌকিক অর্থাৎ সংসারী ব্যক্তি নিদ্রা হইতে উঠিয়া যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছে, তাহা বাধিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহার জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া মনে করে না, সেইজন্য যদিও পরীক্ষকগণ অর্থাৎ যাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন, তাঁহারা অনির্ব্বাচ্যরূষিত অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য-বিষয়ক অবগতিকে অর্থাৎ জ্ঞানকে অনির্ব্বাচ্য বলিয়া নিশ্চয় করেন, তাহা হইলেও লৌকিক অভিপ্রায়ে অর্থাৎ সংসারীব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার এই কথা বলিয়াছেন। এই অবসরে **"এতেন স্বপ্নদৃশোঽবগত্যবাধনেন"** এই গ্রন্থদ্বারা লোকায়তিকগণের অর্থাৎ চার্ব্বাকদিগের মত অপাকরণ অর্থাৎ নিরাস করিতেছেন। যখন এই চৈত্র স্বপ্নকালে তারক্ষবী অর্থাৎ ব্যাঘ্রময়ী ব্যাত্তবিকটদংষ্ট্রাকরালবদনা অর্থাৎ যাহার

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ।

মুখগহ্বর খুব বড় এবং ভীষণ বাঁকা দুইটি দাঁত থাকাতে অতিশয় ভয়ানক হইয়াছে, উত্তব্ধবভ্রমন্মস্তকাবচুম্বিলাঙ্গুলা অর্থাৎ সে লাঙ্গুলটি এত উচ্চ করিয়াছে যে, অতিশয় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মাথার উপর আসিয়া ঠেকিয়াছে, এবং অতিরোষারুণবস্তুবিশালবৃত্তলোচনা অর্থাৎ যাহার বড় বড় গোল গোল চক্ষু দুইটি অতিশয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে, এবং রোমাঞ্চসঙ্কুয়োৎফুল্লভীষণা অর্থাৎ রোমগুলি খাড়া হইয়া উঠায় তাহার দেহ অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছে এবং স্ফটিকাচলভিত্তিপ্রতিবিম্বিতা অর্থাৎ স্ফটিক পাথরের পাহাড়ের গাত্রে নিজের ছবি দেখিয়া অভ্যামিত্রীণা অর্থাৎ শত্রু আসিতেছে মনে করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে। এইরূপ তনু অর্থাৎ শরীর ধারণ করিয়া প্রতিবুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ জাগরিত হইয়া নিজের মানুষদেহ দেখেন, তখন উভয় দেহে অনুগত আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে প্রতিসন্ধান করিয়া অর্থাৎ জানিয়া দেহাতিরিক্ত আত্মাকে অর্থাৎ আত্মা যে দেহাতিরিক্ত পদার্থ, তাহা নিশ্চয় করে, কেবল দেহই আত্মা—এরূপ নিশ্চয় করে না। কেবল দেহই যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে দেহের মত প্রতিসন্ধানাভাবের প্রসঙ্গ হইত, অর্থাৎ উভয় দেহ যেমন এক বলিয়া মনে হয় না, তেমনই উভয় দেহে অবস্থিত আত্মাকে এক বলিয়া মনে হইত না। আচ্ছা, কি করিয়া ইহা সঙ্গত হয়? যদি স্বপ্নদর্শীর জ্ঞান অবাধিত হয়, তাহা হইলে ইহা সঙ্গত হয়; কিন্তু সেই জ্ঞানের বাধা ঘটিলে প্রতিসন্ধান হইত না। আর অসত্য হইতে যে সত্যপ্রতীতি হয়, ইহা শ্রুতিসম্মত, এবং অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধও বটে, ইহাই "তথাচ শ্রুতি"—এই গ্রন্থে বলিতেছেন। "তথা অকারাদি" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও রেখার স্বরূপ অর্থাৎ রেখার আকার সত্য, তথাপি তাহা যথাসঙ্কেত অসত্য অর্থাৎ তাহাতে যেরূপ সঙ্কেত করা হয়, তদনুসারে তাহা অসত্য; কারণ, যাঁহার সঙ্কেত করেন, তাঁহারা এইরূপ সঙ্কেত করেন না যে, এইরূপ রেখাভেদদ্বারা অর্থাৎ রেখাবিশেষের দ্বারা এই বর্ণ বুঝিবে, কিন্তু এইরূপ রেখাবিশেষকে অকার বলে এবং এইরূপ রেখাবিশেষকে অকার বলে এইরূপ সঙ্কেত করেন। তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হইল যে, অসমীচীন অর্থাৎ মিথ্যা সঙ্কেত হইতে সমীচীন অর্থাৎ সত্য বর্ণের অবগতি হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অপি চ অন্ত্যম্ ইদং প্রমাণম্ আত্মৈকত্বস্য প্রতিপাদকং ন অতঃ পরং কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষ্যম্ অস্তি। যথা হি লোকে "যজেত" ইত্যুক্তে কিং কেন কথম্ ইতি আকাঙ্ক্ষ্যতে, নৈবং—

"তত্ত্বমসি" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭) "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ উঃ ১।৪।১০)

ইত্যুক্তে কিঞ্চিৎ অন্যৎ আকাঙ্ক্ষ্যম্ অস্তি, সর্ব্বাত্মৈকত্ববিষয়ত্বাবগতেঃ। সতি হি অন্যস্মিন্ অবশিষ্যমাণে অর্থে আকাঙ্ক্ষা স্যাৎ, ন তু আত্মৈকত্বব্যতিরেকেণ অবশিষ্যমাণঃ অন্যঃ অর্থঃ অস্তি, য আকাঙ্ক্ষ্যেত। ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ ন উৎপদ্যতে ইতি শক্যং বক্তুম্,

"তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" (ছাঃ ৬।১৬।৩)

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, অবগতিসাধনানাং চ শ্রবণাদীনাং বেদানুবচনাদীনাং চ বিধানাৎ। ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ অনর্থিকা ভ্রান্তি র্বা ইতি শক্যং বক্তুম্, অবিদ্যানিবৃত্তিফলদর্শনাৎ বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ। প্রাক্ চ আত্মৈকত্বাবগতেঃ অব্যাহতঃ সর্বঃ সত্যানৃতব্যবহারঃ লৌকিকঃ বৈদিকশ্চ ইতি অবোচাম। তস্মাৎ অন্ত্যেন প্রমাণেন প্রতিপাদিতে আত্মৈকত্বে সমস্তস্য প্রাচীনস্য ভেদব্যবহারস্য বাধিতত্বাৎ ন অনেকাত্মকব্রহ্মকল্পনাবকাশঃ অস্তি।

ননু মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবদ্‌ব্রহ্ম শাস্ত্রস্য অভিমতম্ ইতি গম্যতে। পরিণামিনো হি মৃদাদয়ঃ অর্থা লোকে সমধিগতা ইতি। ন, ইতি উচ্যতে,—

"স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম" (বৃঃ উঃ ৪।৪।২৫)

"স এষ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬) "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮)

ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্রুতিভ্যঃ ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। ন হি একস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বং চ শক্যং প্রতিপত্তুম্।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্থিতিগতিবৎ স্যাৎ ইতি চেৎ? ন, কূটস্থস্য ইতি বিশেষণাৎ। ন হি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কূটস্থং চ নিত্যং ব্রহ্ম সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ ইতি অবোচাম।

ন চ যথা ব্রহ্মণ আত্মৈকত্বদর্শনং মোক্ষসাধনম্ এবং জগদাকারপরিণামিত্বদর্শনম্ অপি স্বতন্ত্রমেব কস্মৈচিৎ ফলায় অভিপ্রেয়তে প্রমাণাভাবাৎ। কূটস্থব্রহ্মাত্মত্ববিজ্ঞানাৎ এব হি ফলং দর্শয়তি শাস্ত্রম্—

"স এষ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬)

ইতি উপক্রম্য—

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃঃ ৪।২৪)

ইতি এবং জাতীয়কম্।

ভাষ্যানুবাদ। আগমপ্রমাণের প্রাধান্য।

আরও আত্মৈকত্বপ্রতিপাদক অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববোধক এই প্রমাণকে অন্ত্য প্রমাণ বলা হয় অর্থাৎ নিরপেক্ষ এবং উত্তরভাবী প্রমাণ বলিয়া আগমপ্রমাণকে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবাধক বলা হয়। ইহার পর আর আকাঙ্ক্ষা করিবার কিছু থাকে না। যেমন লোকে "যাগ করিবে" অর্থাৎ যাগদ্বারা ইষ্ট সাধন করিবে—এই কথা বলিলে "কিং কেন কথং" অর্থাৎ সেই ইষ্ট বস্তু কি, কাহার দ্বারা তাহা হয় এবং কি প্রকারে তাহা হয়—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হয়, সেইরূপ—

"তত্ত্বমসি" (ছাঃ উঃ) "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ উঃ)

অর্থাৎ "সেই ব্রহ্মই তুমি, "এবং" আমি ব্রহ্ম", ইহা বলিলে অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করিবার থাকে না। কারণ, সর্ব্বাত্মৈকত্ববিষয়ত্বের অবগতি হয়, অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম এবং আত্মার যে একত্ববিষয়ক জ্ঞান, তাহা হইয়া গিয়াছে। যেহেতু অন্য অবশিষ্যমাণ অর্থ থাকিলে অর্থাৎ অন্য কোন বিষয় জানিবার অবশিষ্ট থাকিলে, তাহার আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু আত্মৈকত্ব ব্যতিরেকে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব ব্যতীত অবশিষ্ট অন্য কোন বিষয় নাই, যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে। আর এই অবগতি উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ এই জ্ঞান জন্মে না—ইহা বলিতে পার না। কারণ—

"তৎ হ অস্য বিজজ্ঞৌ" (ছাঃ উঃ ৬।১৬।৩)

অর্থাৎ পিতার বাক্য অনুসারে শ্বেতকেতু ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন শ্রবণমননপ্রভৃতি এবং বহিরঙ্গ সাধন যজ্ঞাদির প্রতিপাদক বেদানুবচনাদির অর্থাৎ অন্যান্য বেদবাক্যেরও বিধান আছে। আর এই অবগতি নিরর্থক বা ভ্রম—ইহা বলিতে পার না; কারণ, অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহার বাধক অন্য কোন জ্ঞানও নাই। আর আত্মৈকত্বাবগতির পূর্ব্বে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক সত্য ও মিথ্যাব্যবহার সকল অব্যাহত থাকে, অর্থাৎ নষ্ট হয় না—ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; সেই হেতু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অন্ত্য অর্থাৎ চরম প্রমাণদ্বারা আত্মৈকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইলে পূর্ব্বতন সমস্ত ভেদব্যবহারের বাধ হওয়ায় অনেকাত্মক ব্রহ্মকল্পনার অবকাশ থাকে না।

যদি বল,—মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত প্রণয়ন করায় পরিণামবিশিষ্ট ব্রহ্ম শাস্ত্রের অভিপ্রেত—ইহা বুঝা যায়; কারণ, মৃত্তিকাদিপদার্থ সকল পরিণামশীল বলিয়া লোকে জানা যায়। এতদুত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে, কারণ—

"স বৈ এষ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম" (বৃঃ উঃ ৪।৪।২৫)

স এষ নেতি নেতি আত্মা (বৃঃ উঃ ৩।৯।১৬) অস্থূলম্ অনণু (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮)

অর্থাৎ সেই এই মহান্ আত্মা অজ অজর অমর অমৃত অভয় ও ব্রহ্ম, সেই এই আত্মা এই পদবাচ্য দেহাদি দৃশ্যবস্তু নহে, সেই ব্রহ্ম অস্থূল এবং অনণু।

ইত্যাদি সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধক শ্রুতি সকল হইতে ব্রহ্মের কূটস্থত্ব অর্থাৎ নির্ব্বিকারত্ব জানা যায়। কারণ, এক ব্রহ্মের পরিণামধর্ম্মতা এবং তদ্রহিতভাব অর্থাৎ এক ব্রহ্মই পরিণামী ও অপরিণামী ইহা বুঝিতে পারা যায় না।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভাষ্যানুবাদ। ব্রহ্মে স্থিতিগতিবৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নাই।

যদি বল, ইহা স্থিতিগতিবৎ হইবে, অর্থাৎ এক বস্তুতে যেমন স্থিতি ও গতি উভয়ই সম্ভব হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও পরিণাম ও অপরিণাম উভয়ই হইবে, ইত্যাদি? ইহা কিন্তু বলিতে পার না; কারণ কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার এই পদটী ব্রহ্মের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার ব্রহ্মের স্থিতি ও গতির মত অনেক ধর্ম্মের আশ্রয় হওয়া সম্ভব নহে। আর সর্ব্ববিধ বিকারের প্রতিষেধ থাকায় ব্রহ্ম কূটস্থ ও নিত্য—ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ব্রহ্মপরিণামে জগৎ—এই জ্ঞান নিষ্ফল।

আর যেমন ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বদর্শন মোক্ষসাধন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণামদর্শন হইতেও স্বতন্ত্রভাবেই কোনও ফল হয়—ইহা মনে করা যায় না; কারণ, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যেহেতু কূটস্থ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববিজ্ঞান হইতেই ফল হয়, ইহা শাস্ত্র দেখাইতেছেন, যথা—

"স এষ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬)

অর্থাৎ সেই আত্মা এই দেহাদি নহে, ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া—

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি (বৃঃ ৪।২।৪)

হে জনক! তুমি অভয়স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছ, ইত্যাদি।

ভামতী।

যৎ চ উক্তম্ একত্বাংশেন জ্ঞানমোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ঃ লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সেৎস্যতি, ইতি তত্রাহ—"অপি চ অন্ত্যমিদং প্রমাণম্" ইতি। যদি খলু একত্বানেকত্বনিবন্ধনৌ ব্যবহারৌ একস্য পুংসঃ অপর্য্যায়েণ সম্ভবতঃ, ততঃ তদর্থম্ উভয়সদ্ভাবঃ কল্প্যেত, ন তু এতৎ অস্তি। ন হি একত্বাবগতিনিবন্ধনঃ কশ্চিৎ অস্তি ব্যবহারঃ, তদবগতেঃ সর্বোত্তরত্বাৎ। তথাহি—"তত্ত্বমসি" ইতি ঐকাত্ম্যাবগতিঃ সমস্তপ্রমাণতৎফলতদ্‌ব্যবহারান্ অপবাধমানা এব উদীয়তে, ন এতস্যাঃ পরস্তাৎ কিঞ্চিৎ অনুকূলং প্রতিকূলং চ অস্তি, যৎ অপেক্ষেত, যেন চ ইয়ং প্রতিক্ষিপ্যেত। তত্র অনুকূলপ্রতিকূলনিবারণাৎ ন অতঃপরং কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষ্যম্ ইতি। ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ ভুলিক্ষীরপ্রায়া ইত্যাহ—"ন চ ইয়ম্" ইতি।

স্যাদেতৎ, অন্ত্যা চেৎ ইয়ম্ অবগতিঃ, নিষ্প্রয়োজনা তর্হি। তথাচ ন প্রেক্ষাবদ্ভিঃ উপাদীয়েত, প্রয়োজনবত্ত্বে বা ন অন্ত্যা স্যাৎ, ইত্যত আহ—"ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ অনর্থিকা"। কুতঃ? "অবিদ্যানিবৃত্তিফলদর্শনাৎ"। ন হি ইয়ম্ উৎপন্না সতী পশ্চাৎ অবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তি, যেন ন অন্ত্যা স্যাৎ, কিন্তু অবিদ্যাবিরোধিস্বভাবতয়া তন্নিবৃত্ত্যাত্মা এব উদয়তে। অবিদ্যানিবৃত্তিশ্চ ন তৎ-কার্য্যতয়া ফলম্, অপি তু ইষ্টতয়া, ইষ্টলক্ষণত্বাৎ ফলস্য ইতি। প্রতিকূলং পরাচীনং নিরাকর্ত্তুম্ আহ—"ভ্রান্তির্বা" ইতি। কুতঃ?—"বাধকে"তি।

স্যাদেতৎ, মাভূৎ একত্বনিবন্ধনঃ ব্যবহারঃ অনেকত্বনিবন্ধনস্তু অস্তি, তদেব হি সকলাম্ উদ্‌বহতি লোকযাত্রাম্, অতঃ তৎসিদ্ধ্যর্থম্ অনেকত্বস্য কল্পনীয়ং তাত্ত্বিকত্বম্, ইত্যত আহ—"প্রাক্ চ" ইতি। ব্যবহারো হি বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণাং বুদ্ধ্যা উপপদ্যতে, ন তু অস্যাঃ তাত্ত্বিকত্বেন, ভ্রান্ত্যা অপি তদুপপত্তেঃ, ইতি আবেদিতম্। সত্যং চ তৎ, অবিসম্বাদাৎ অনৃতং চ, বিচারাসহতয়া অনির্বাচ্যত্বাৎ। অন্ত্যস্য ঐকাত্ম্যজ্ঞানস্য অনপেক্ষতয়া বাধকত্বম্, অনেকত্বজ্ঞানস্য চ প্রতিযোগি-গ্রহাপেক্ষয়া দুর্ব্বলত্বেন বাধ্যত্বং বদন্ প্রকৃতম্ উপসংহরতি—"তস্মাৎ অন্ত্যেন প্রমাণেন" ইতি।

স্যাদেতৎ—ন বয়ম্ অনেকত্বব্যবহারসিদ্ধ্যর্থম্ অনেকত্বস্য তাত্ত্বিকত্বং কল্পয়ামঃ, কিন্তু শ্রৌতমেব অস্য তাত্ত্বিকত্বম্, ইতি চোদয়তি—"ননু মৃদাদি" ইতি। পরিহরতি—"ন ইতি উচ্যতে" ইতি। মৃদাদিদৃষ্টান্তেন হি কথঞ্চিৎ পরিণামঃ উন্নেয়ঃ। ন চ শক্য উন্নেতুম্, "মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" ইতি কারণমাত্রসত্যত্বাবধারণেন কার্য্যস্য অনৃতত্বপ্রতিপাদানাৎ। সাক্ষাৎকূটস্থ-নিত্যত্বপ্রতিপাদকাস্তু সন্তি সহস্রশঃ শ্রুতয়ঃ ইতি ন পরিণামধর্ম্মতা ব্রহ্মণঃ। অথ কূটস্থস্যাপি

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভামতী।

পরিণামঃ কস্মাৎ ন ভবতি, ইত্যত আহ—“ন হি একস্য” ইতি। শঙ্কতে—“স্থিতিগতিবৎ” ইতি। যথা একবাণাশ্রয়ে গতিনিবৃত্তী, এবম্ একস্মিন্ ব্রহ্মণি পরিণামশ্চ তদভাবশ্চ কৌটস্থ্যং ভবিষ্যতঃ ইতি। নিরাকরোতি—“ন”। “কূটস্থস্য ইতি বিশেষণাৎ ইতি”। কূটস্থনিত্যতা হি সদাতনী স্বভাবাৎ অপ্রচ্যুতিঃ। সা কথং প্রচ্যুত্যা ন বিরুধ্যতে। ন চ ধর্ম্মিণঃ ব্যতিরিচ্যতে ধর্ম্মঃ, যেন তদুপজনাপায়েঽপি ধর্ম্মী কূটস্থঃ স্যাৎ। ভেদে ঐকান্তিকে গবাশ্ববৎ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাভাবাৎ। বাণাদয়স্তু পরিণামিনঃ স্থিত্যা গত্যা চ পমিণমন্তে ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

দ্বিতীয়ম্ ইদানীং শঙ্কতে—“যচ্চোক্তম্” ইতি। একত্বজ্ঞানোত্তরকালম্ একত্বব্যবহারোঽপি নাস্তি, নতরাম্ অনেকত্বব্যবহারঃ ইতি পরিহরতি—“যদি খলু” ইতি। “ডুলিঃ” কচ্ছপী। ন তস্যাঃ ক্ষীরম্ অস্তি, স্মৃত্যা হি সা অপত্যানি পোষয়তি। “অবগতিঃ” বৃত্তিব্যক্তং স্বরূপম্। যথা খলু ঘটধ্বংসঃ ঘটবিরোধিকার্য্যোদয়ঃ এব ন অভাবঃ, তস্য তুচ্ছত্বেন কার্য্যত্বাযোগাৎ, এবম্ অবিদ্যানিবৃত্তিঃ অপি বিরোধিবিদ্যাভিব্যক্তিঃ ইত্যাহ—“অবিদ্যাবিরোধিস্বভাবতয়া” ইতি। অবিদ্যানিবৃত্তিঃ যদি বিদ্যায়াঃ স্বরূপম্, কথং তর্হি বিদ্যাফলম্? অত আহ—“অবিদ্যা-নিবৃত্তিশ্চ” ইতি। ন বয়ং জ্ঞানাৎ পরাচীনব্যবহারায় দ্বৈতসত্যত্বং কল্পয়ামঃ, কিন্তু প্রাচীনসিদ্ধ্যর্থমেব ইতি শঙ্কতে—“স্যাদেতৎ” ইতি। “একত্বনিবন্ধনো ব্যবহারঃ মাভূৎ”। দ্বৈতসত্যত্বাক্ষেপক ইতি শেষঃ। পূর্ব্বং নানাত্বাংশেন কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয় ইতি গ্রন্থে প্রমাণসিদ্ধাৎ ভেদ-ব্যবহারাৎ ভেদসত্যত্বম্ আশঙ্ক্য পরিহৃতম্, ইদানীং সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধেঃ ভেদসত্যত্বম্ আশঙ্ক্য দেহাত্মভাববৎ মিথ্যাত্বে অপি তদুপপত্তিম্ আহ ইতি ভেদঃ ॥১৪

ভামতীর অনুবাদ। ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব জ্ঞানের ফলাফল।

আর যে বলিয়াছিলে, একত্বাংশ জ্ঞান হইতে মোক্ষব্যবহার সিদ্ধ হইবে এবং নানাত্বাংশদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয় অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড যাহার আশ্রয় হইয়াছে তাদৃশ লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে **“অপিচ অন্ত্যমিদং প্রমাণম্”** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। যদি একত্ব এবং অনেকত্বনিবন্ধন ব্যবহারদ্বয় এক ব্যক্তির অপর্য্যায়ে অর্থাৎ একসঙ্গে সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেই দুই রকম ব্যবহারের জন্য উভয়ের অর্থাৎ একত্ব ও অনেকত্বের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইত; কিন্তু ইহা ত হয় না। কারণ, একত্বাবগতিনিবন্ধন অর্থাৎ একত্বজ্ঞানবশতঃ কোনও ব্যবহার হয় না, যেহেতু একত্বজ্ঞান সকল ব্যবহারের পরে হইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইতেছে—**“তত্ত্বমসি”** অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম তুমি—এই ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান, প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণ, তাহার ফল, তাহার ব্যবহার ইত্যাদি সকলকে বাধ করিয়াই উদয় হয়। এই অবগতির পর অনুকূল বা প্রতিকূল কিছুই থাকে না, যাহাকে অপেক্ষা করিবে এবং যাহা কর্ত্তৃক এই জ্ঞান বাধিত হইবে। সে সময়ে অনুকূল ও প্রতিকূল বারণ হইয়া যায় বলিয়া তাহার পর আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিবার থাকে না। আর এই অবগতি ডুলিক্ষীরপ্রায় অর্থাৎ কচ্ছপীর দুগ্ধের মত অলীক নহে—এই কথা **নচেয়ং** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।

অবগতি সর্ব্বশেষে হয় বলিয়া নিষ্প্রয়োজন হয় না।

আচ্ছা, এই অবগতি যদি সর্ব্বশেষে হয়, তাহা হইলে ত ইহা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে প্রেক্ষাবৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ যাঁহারা বিশেষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তৎকর্ত্তৃক ইহা উপাদেয় অর্থাৎ গৃহীত হইতে পারে না। আর যদি প্রয়োজনবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে সর্ব্বশেষে হইত না, এইজন্য **ন চ ইয়ং অবগতিঃ অনর্থিকা** অর্থাৎ এই অবগতি অনর্থক নহে, এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যদি বল—কেন নয়? তজ্জন্য বলিতেছেন—**“অবিদ্যানিবৃত্তিফলদর্শনাৎ”** ইত্যাদি। অর্থাৎ যেহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই অবগতি উৎপন্ন হইয়া তাহার পর অবিদ্যাকে নিবৃত্তি করে না, যে জন্য ইহা অন্ত্যা অর্থাৎ সর্ব্বশেষ-বর্ত্তিনী হইবে না, কিন্তু অবিদ্যাবিরোধিস্বভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ অবিদ্যাকে নাশ করা ইহার স্বভাব বলিয়া তন্নিবৃত্ত্যাত্মাই অর্থাৎ তাহার নিবৃত্তিস্বরূপ হইয়াই উদিত হয়। আর অবিদ্যানিবৃত্তি অবগতির কার্য্য বলিয়া ফল নহে, কিন্তু ইষ্ট অর্থাৎ অভিলষিত বলিয়া ফল বলা হয়। কারণ, ইষ্টলক্ষণই ফল হইয়া থাকে, অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুকেই ফল বলে। সেই অবগতির পরাচীন অর্থাৎ পরবর্ত্তী প্রতিকূল কিছু হয় বলিলে **“ভ্রান্তি র্বা”** এই গ্রন্থদ্বারা তাহা নিরাস করিতেছেন। যদি বল, কেন প্রতিকূল কিছু হয় না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে **“বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ”** অর্থাৎ বাধক অন্য জ্ঞান হয় না বলিয়া, এই গ্রন্থ বলিতেছেন।

ব্রহ্মে অনেকত্বের তাত্ত্বিকত্ব অনুপপন্ন।

আচ্ছা, একত্বনিবন্ধন ব্যবহার না হউক, কিন্তু অনেকত্বনিবন্ধন ব্যবহার হয় এবং তাহাই সমস্ত লোক-

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ।

যাত্রা অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করে। অতএব তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য অনেকত্বের তাত্ত্বিকত্ব কল্পনীয়। এতদুত্তরে **"প্রাক্ চ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। কারণ, ব্যবহার বুদ্ধিপূর্ব্বকারীর বুদ্ধিদ্বারা উপপন্ন হয়, অর্থাৎ যাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য করেন, তাঁহাদের ব্যবহার বুদ্ধিদ্বারা হইয়া থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধির তাত্ত্বিকত্বপ্রযুক্ত হয় না, অর্থাৎ এই বুদ্ধি যথার্থ বলিয়া নহে, যেহেতু ভ্রান্তিবশতঃও সেই ব্যবহার হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর তাহা অবিসংবাদ অর্থাৎ সকলপ্রবৃত্তিজনকতাবশতঃ সত্যও বটে; অর্থাৎ ব্যবহারকালে কোন প্রমাণের সহিত বিসম্বাদ হয় না বলিয়া সত্য। আর তাহা মিথ্যাও বটে; কারণ, তাহা বিচারসহ নহে বলিয়া অনির্ব্বচনীয়। অন্ত্য অর্থাৎ সর্ব্বশেষে হয় যে একাত্মতা জ্ঞান, তাহা কাহারও অপেক্ষা করে না বলিয়া তাহা বাধক হয়। আর অনেকত্বজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানকে অপেক্ষা করে বলিয়া দুর্ব্বল হয়, সেইজন্য তাহা বাধিত হয়, ইহা বলিয়া **"তস্মাৎ অন্ত্যেন প্রমাণেন"** অর্থাৎ অন্তিম প্রমাণদ্বারা আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইলে; এই গ্রন্থদ্বারা উপসংহার করিতেছেন।

অনেকত্বের তাত্ত্বিকত্ব শ্রৌতও বলা যায় না।

আচ্ছা, তাহাই হউক, আমরা অনেকত্বব্যবহার সিদ্ধ করিবার জন্য অনেকত্বকে তাত্ত্বিক বলিয়া কল্পনা করিতেছি না, কিন্তু ইহার তাত্ত্বিকত্ব শ্রৌতই, অর্থাৎ ইহা যে তাত্ত্বিক, তাহা শ্রুতি হইতেই পাওয়া যায়, **"ননু মৃদাদি"** ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা আশঙ্কা করিতেছেন। **ন ইতি উচ্যতে** এই গ্রন্থদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন। কারণ, মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তদ্বারা কোন রকমে জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু এ কল্পনা করিতে পারা যায় না। কারণ, **"মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"** অর্থাৎ "মৃত্তিকাই সত্য" এই শ্রুতি কারণমাত্রের সত্যতাকে অবধারণ করে বলিয়া অর্থাৎ কেবল কারণকে সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া কার্য্যের অনৃতত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, অর্থাৎ কার্য্যকে মিথ্যা বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর ব্রহ্মের সাক্ষাৎ কূটস্থনিত্যত্ব-প্রতিপাদিকা সহস্র সহস্র শ্রুতি আছে, এইজন্য ব্রহ্মের পরিণামধর্ম্মতা নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম পরিণামশীল নহেন।

কূটস্থের পরিণাম হয় না।

আর যদি বল, কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকারেরও পরিণাম হয় না কেন? এইজন্য **"ন হি একস্য"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। এ কথায় **"স্থিতিগতিবৎ"** এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন, অর্থাৎ যেমন এক বাণকে আশ্রয় করিয়া গতি এবং তাহার নিবৃত্তিরূপ স্থিতি উভয়ই থাকে, তেমনই এক ব্রহ্মে পরিণাম এবং তাহার অভাব যে কৌটস্থ্য অর্থাৎ বিকারাভাব এই উভয়ই থাকিবে। **"ন, কূটস্থস্য ইতি বিশেষণাৎ"** এই বলিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন। কূটস্থনিত্যতা শব্দে স্বভাব হইতে সদাতনী অপ্রচ্যুতি বুঝায়, অর্থাৎ সর্ব্বদা স্বভাব হইতে চ্যুত না হওয়াকেই কূটস্থনিত্যতা বলে। সেই কূটস্থনিত্যতা চ্যুতিভাবের সহিত অর্থাৎ পরিণামের সহিত বিরুদ্ধ হয় না কেন?

ধর্ম্মধর্ম্মী পৃথক নহে।

আর ধর্ম্ম কখন ধর্ম্মী হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথক্ নহে, যাহার জন্য অর্থাৎ যাহার ফলে, ধর্ম্মের উপজন অর্থাৎ উৎপত্তি ও অপায় অর্থাৎ বিনাশ হইলেও ধর্ম্মী কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার থাকিবে? ভেদ ঐকান্তিক হইলে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অত্যন্ত ভেদ থাকিলে গো এবং অশ্বের ন্যায় ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হইত না। কিন্তু বাণপ্রভৃতি বস্তুসকল পরিণামশীল, তাহারা স্থিতি ও গতির দ্বারা পরিণত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র এতৎ সিদ্ধং ভবতি—ব্রহ্মপ্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মবিশেষরহিতব্রহ্মদর্শনাদেব ফলসিদ্ধৌ সত্যাং যৎ তত্র অফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণঃ জগদাকারপরিণামিত্বাদি তৎ ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে, "ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" ইতিবৎ, ন তু স্বতন্ত্রং ফলায় কল্প্যতে ইতি। ন হি পরিণামবত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পরিণামবত্ত্বম্ আত্মনঃ ফলং স্যাৎ ইতি বক্তুং যুক্তং, কূটস্থ-নিত্যত্বাৎ মোক্ষস্য। *

[ননু] কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদিন একত্বৈকান্ত্যাৎ ঈশিত্রীশিতব্যাভাবে ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞা বিরোধঃ ইতি চেৎ? ন, অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য।

* এই পর্য্যন্ত ভাষ্যের ভামতী পূর্ব্বে গিয়াছে, দ্রষ্টব্য।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"তস্মাৎ বা এতস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১)

ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ ঈশ্বরাৎ জগজ্জনিস্থিতি-প্রলয়াঃ ন অচেতনাৎ প্রধানাৎ অন্যস্মাৎ বা ইতি এবঃ অর্থঃ প্রতিজ্ঞাতঃ, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি (ব্রঃ সূঃ ১।১।২)। সা প্রতিজ্ঞা তদবস্থা এব, ন তদ্বিরুদ্ধঃ অর্থঃ পুনঃ ইহ উচ্যতে। কথং ন উচ্যতে অত্যন্তম্ আত্মনঃ একত্বম্ অদ্বিতীয়ত্বং চ ব্রুবতা? শৃণু যথা ন উচ্যতে। সর্ব্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য আত্মভূতে ইব অবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ে সংসার-প্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিঃ ইতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ অভিলপ্যেতে। তাভ্যাম্ অন্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ,

"আকাশো বৈ নামরূপয়োঃ নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৮।১৪।১)

ইতি শ্রুতেঃ।

"নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২)

"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাঽভিবদন্ যদাস্তে" (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭)

"একং বীজং বহুধা যঃ করোতি" (শ্বেঃ ৬।১২)

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। এবম্ অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধী ঈশ্বরো ভবতি। ব্যোম ইব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্মভূতান্ এব ঘটাকাশস্থানীয়ান্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপকৃতকার্য্যকরণসংঘাতানুরোধিনঃ জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতি ঈষ্টে ব্যবহার-বিষয়ে। তদেবম্ অবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ব-শক্তিত্বং চ, ন পরমার্থতঃ বিদ্যয়া অপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনি ঈশিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদি-ব্যবহার উপপদ্যতে। তথা চ উক্তং—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইতি।

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" (বৃঃ ৪।৫।২৫)

ইত্যাদিনা চ। এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ সর্ব্বে। তথা ঈশ্বরগীতাসু অপি—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥" (গীতা ৫।১৪-১৫)

ইতি পরমার্থাবস্থায়াম্ ঈশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়াং তু উক্তঃ শ্রুতৌ অপি ঈশ্বরাদিব্যবহারঃ,

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল
এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি।

তথা চ ঈশ্বরগীতাসু অপি—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীতাঃ ১৮।৬১) ইতি।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ "তদনন্যত্বম্" ইতি আহ। ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু "স্যাল্লোকবৎ" ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি। অপ্রত্যাখ্যায় এব কার্য্যপ্রপঞ্চং পরিণামক্রিয়াং চ আশ্রয়তি সগুণেষু উপাসনেষু উপযোক্ষ্যতে ইতি ।১৪

ভাষ্যানুবাদ। সৃষ্টিশ্রুতির তাৎপর্য্য অপরিণামি ব্রহ্মজ্ঞান।

তাহা হইলে অর্থাৎ যে সকল শ্রুতি জগৎসৃষ্টির কথা বলিতেছেন, তাহাদের স্বার্থে কোন তাৎপর্য্য না থাকিলে ইহা সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্মপ্রকরণে অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে সেখানে, সর্ব্বধর্ম্মবিশেষরহিত ব্রহ্মদর্শন হইতেই অর্থাৎ সকল ধর্ম্মরহিত ও বিশেষরহিত অর্থাৎ রূপগুণক্রিয়াপ্রভৃতি যাহার দ্বারা কোন বস্তুকে মূলতঃ অন্যবস্তু হইতে পৃথক্ করা যায়, তাদৃশ বিশেষরহিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতেই, ফলসিদ্ধি হইলে যাহা সেখানে ব্রহ্মের জগদাকারপরিণামিত্বাদি অফলবাক্য শুনা যায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন ইত্যাদি যে নিষ্ফল বাক্য শুনা যায়, তাহা ব্রহ্মদর্শনের উপায়রূপেই বিনিযুক্ত হয়, অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায়রূপেই গৃহীত হয়, যেমন "ফলবৎসন্নিধিতে (উল্লিখিত) অফল (কর্ম্ম) তাহার অঙ্গ হয়", অর্থাৎ যেমন কর্ম্মমীমাংসায় ফলবিশিষ্ট দর্শপৌর্ণমাসযাগপ্রকরণে স্বতন্ত্রভাবে নিষ্ফল যে প্রযাজাদি যাগ আছে, সেগুলি যেমন দর্শপৌর্ণমাসের অঙ্গ অর্থাৎ উপায়রূপে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কোন ফলের নিমিত্ত বলিয়া কল্পিত হয় না, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে সৃষ্টিবাক্যগুলিকে ফলজনক বলিয়া কল্পনা করা হয় না। আর পরিণামবত্ত্বের বিজ্ঞান হইতে আত্মার পরিণামবত্ত্বই ফল হইবে, এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" অর্থাৎ 'তাহাকে যে ভাবে উপাসনা করা যায়, তাহাই হয়', এই শ্রুতি অনুসারে পরিণামি ব্রহ্ম এই জ্ঞান হইতে পরিণামি ব্রহ্মের প্রাপ্তিই ফল হইবে, ইহা বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষপদার্থ কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও নিত্য।

প্রতিজ্ঞাবিরোধ দোষও হয় না।

যদি বল, কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদীর মতে অর্থাৎ নির্ব্বিকার ব্রহ্মই আত্মা একথা যিনি বলেন তাঁহার মতে, একত্বের ঐকান্ত্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মের একত্বই ঐকান্তিক অর্থাৎ অব্যভিচরিত বলিয়া ঈশিতৃ ও ঈশিতব্যের অভাবে ঈশ্বরকারণরূপ প্রতিজ্ঞার বিরোধ হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা আর ঈশিতব্য অর্থাৎ যাহাদিগকে তিনি শাসন করিবেন, সেই শাসনাধীন জীব না থাকিলে ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া "যন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হইল ইত্যাদি, তাহা হইলে বলিব না,—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, সর্ব্বজ্ঞত্বের অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্ব আছে, অর্থাৎ অবিদ্যাস্বরূপ নাম ও রূপই জগতের বীজ, তাহার যে ব্যাকরণ অর্থাৎ স্থূলপ্রপঞ্চরূপ কার্য্যের আকারে পরিণাম, তাহাকে অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি হইয়া থাকে।

"তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১)

অর্থাৎ সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া নিত্য, অবিদ্যাদি দোষশূন্য বলিয়া শুদ্ধ এবং জড়তা নাই বলিয়া বুদ্ধ এবং সংসারকালেও তাঁহার বন্ধন হয় না বলিয়া তিনি মুক্ত এবং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর হইতে জগজ্জনিস্থিতিপ্রলয় অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয় ; কিন্তু অচেতন প্রকৃতি বা অন্য কোন বস্তু হইতে হয় না। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে সূত্রকারও ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সেই প্রতিজ্ঞা তদবস্থই আছে, অর্থাৎ সেই রূপই আছে, এখানে আর তাহার বিরুদ্ধ কিছুই বলা হইতেছে না।

অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্বের উপপত্তি।

যদি বল, কেন বিরুদ্ধ বলা হইতেছে না ; কারণ, তুমি যে, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব বলিতেছ, অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই বলিতেছ ? তাহা হইলে বলিব—যেরূপে বিরুদ্ধ বলা না হয়, তাহা শুন। অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন আত্মভূত অর্থাৎ নিজস্বরূপ না হইলেও তাঁহার মত, এবং তত্ত্ব ও অন্যত্বদ্বারা অনির্ব্বচনীয় সংসারপ্রপঞ্চের বীজভূত। এই নাম ও রূপই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি এবং প্রকৃতি বলিয়া শ্রুতি এবং স্মৃতিতে অভিলপিত অর্থাৎ কথিত হইয়াছে। ঈশ্বর সেই দুইটি হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্ন। অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ নিজের মত,

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভাষ্যানুবাদ।

তাহাদিগকে ঈশ্বরও বলা যায় না, ঈশ্বর ভিন্নও বলা যায় না, অথচ তাহারাই সংসারপ্রপঞ্চ অর্থাৎ কার্য্যসমূহের বীজস্বরূপ এবং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি ও প্রকৃতি বলিয়া শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বলা হয়; সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নাম ও রূপ হইতে ভিন্নবস্তু। ইহার কারণ,—

"আকাশো বৈ নামরূপয়ো র্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৮।১৪।১)

অর্থাৎ "আকাশ নাম ও রূপের প্রকাশক এই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে, অথবা যিনি তাহাদের অভ্যন্তরে তাহাই ব্রহ্ম" এইরূপ শ্রুতি আছে। আরও—

"নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২)

"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাঽভিবদন্ যদাস্তে (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭)

"একং বীজং বহুধা যঃ করোতি (শ্বেতাঃ ৬।১২)

অর্থাৎ সেই এই দেবতা সংকল্প করিলেন—আমি এই তেজ, জল ও অন্ন নামক তিন দেবতাতে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব (ছাঃ ৬।৩।২)। সেই ধীর ব্রহ্ম সমুদায় রূপের কল্পনা করিয়া ও সকলের নাম প্রদান করিয়া সে সকলের নাম ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছেন (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭)। যিনি একমাত্র বীজকে বহুপ্রকার করিয়াছেন, (শ্বেঃ ৬।১২) ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ হইতেও ইহাই জানা যায়।

ঈশ্বরের স্বরূপের পরিচয়।

এইরূপে অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপাত্মক উপাধিযুক্ত হইয়া ঈশ্বর হন। আকাশ যেমন ঘটকরকাদি উপাধিযুক্ত হয় তদ্রূপ। আর সেই ঈশ্বর নিজস্বরূপ ঘটাকাশের স্থানীয় অর্থাৎ ঘটের মধ্যে যে আকাশ থাকে তাহা যেমন মহাকাশ হইতে বাস্তবিক ভিন্ন নহে কিন্তু ঘটরূপ উপাধি অনুসারে তাহাকে মহাকাশ হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয় মাত্র, ঈশ্বর এবং জীবও সেইরূপ বাস্তবিক ভিন্ন না হইলেও অবিদ্যাকল্পিত নাম রূপাত্মক উপাধি অনুসারে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার হয়, তদ্রূপ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপ হইতে উৎপন্ন কার্য্যকরণসংঘাতানুরোধী অর্থাৎ দেহাদি কার্য্য ও ইন্দ্রিয়াদিকরণ সমষ্টিযুক্ত বিজ্ঞানাত্মক জীবগণকে ব্যবহারবিষয়ে অর্থাৎ ব্যবহারকার্য্যে শাসন করিতেছেন অর্থাৎ নিয়মিতভাবে পরিচালিত করিতেছেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবিদ্যাত্মক উপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ অর্থাৎ উপাধিকল্পিত জীব ও জগৎ নামক যে পরিচ্ছেদ অর্থাৎ কাল্পনিক ভেদ তদনুসারে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব, কিন্তু পরমার্থতঃ বিদ্যাদ্বারা যাহা হইতে অবিদ্যারূপ সমস্ত উপাধি দূর হইয়া গিয়াছে, সেই আত্মাতে বাস্তবিক ঈশিতৃত্ব ঈশিতব্যত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব জীবত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপন্ন হয় না। আর এই বিষয়ে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা" (ছাঃ ৭।২৪।১)

অর্থাৎ যেকালে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম।

"যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মৈব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।২৫)

অর্থাৎ যে সময়ে এই সাধকের পক্ষে সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়াছে, তখন কাহার দ্বারা কি দেখিবে ?।

পরমার্থাবস্থায় সমুদায়ব্যবহারবিলোপ।

এইরূপে সমুদায় বেদান্ত শাস্ত্র বলিতেছেন যে, পরমার্থ অবস্থাতে অর্থাৎ যে সময়ে আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি হয়, সেই সময় সমস্ত ব্যবহারই নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ ভগবদ্গীতাতেও আছে—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ (৫।১৪)

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"॥ (৫।১৫)

অর্থাৎ ঈশ্বর লোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মসকল সৃষ্টি করেন নাই এবং কর্ম্মফল অর্থাৎ সুখদুঃখের সহিত সংযোগ অর্থাৎ সুখদুঃখভোগও সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু স্বভাব অর্থাৎ অবিদ্যা কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হয়। বিভু অর্থাৎ ঈশ্বর কাহারও পাপগ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না, অবিদ্যাদ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে, সেই হেতু অবিবেকী জীবগণ মুগ্ধ হয়, অর্থাৎ আমি করিতেছি বা করাইতেছি ইত্যাদি মনে করে, ইহা কিন্তু মোহ ব্যতীত কিছুই নহে।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ব্যবহারকালে ঈশ্বরাদিব্যবহার।

এইরূপে পরমার্থদশাতে ঈশ্বর ও তদধীন জীব প্রভৃতি ব্যবহার থাকে না দেখাইতেছেন। কিন্তু ব্যবহারকালে শ্রুতিতেও ঈশ্বরাদিব্যবহার বলা হইয়াছে—

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিঃ এষ ভূতপালঃ এষ সেতুঃ বিধরণ এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" (বৃঃ ৪।৪।২২) **ইতি**

অর্থাৎ সেই এই মহান্ অজ আত্মা, সকলের ঈশ্বর ভূতসমূহের অধিপতি, ই নই ভূতগণের পালক, এই লোকসমূহ যাহাতে মিশ্রিত না হইয়া যায়, এজন্য ইনি সেতু এবং বিধরণ।

ভগবদ্গীতাতেও আছে—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া" ॥ (১৮।৬১)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! ভগবান্ কর্ম্মরূপ যন্ত্রে আহোরণকারী জীবগণকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। অর্থাৎ যেমন কোন লোক কাঠের পুতুলকে যন্ত্রে আরোহণ করাইয়া ঘোরাইয়া থাকে সেইরূপ। ভগবান্ সূত্রকারও পরমার্থদশা অভিপ্রায়ে **"তদনন্যত্ব"** অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতের ভেদ নাই বলিতেছেন। কিন্তু ব্যবহারদশাভিপ্রায়ে **স্যাল্লোকবৎ** এই (১৩ শ) সূত্রে ব্রহ্মকে মহাসমুদ্রতুল্য বলিতেছেন। কার্য্যপ্রপঞ্চকে অপ্রত্যাখ্যান অর্থাৎ অগ্রাহ্য না করিয়াই পরিণাম প্রক্রিয়ার আশ্রয় করিতেছেন, তাহার কারণ, সগুণ অর্থাৎ সাকার উপাসনায় তাহা উপযোগী হইবে।১৪

ভামতী।

অপি চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধ্যাপাদিতার্থবত্বস্য বেদরাশেঃ একেনাপি বর্ণেন অনর্থকেন ন ভবিতব্যম্, কিং পুনঃ ইয়তা জগতঃ ব্রহ্মযোনিত্বপ্রতিপাদকেন বাক্যসন্দর্ভেণ? তত্র ফলবদ্‌ব্রহ্ম-দর্শনসমাম্নানসন্নিধৌ অফলং জগদ্‌যোনিত্বং সমাম্নায়মানং তদর্থং সৎ তদুপায়তয়া অবতিষ্ঠতে ন অর্থান্তরার্থম্ ইত্যাহ—"ন চ যথা ব্রহ্মণ" ইতি। অতো ন পরিণামপরত্বম্ অস্য ইত্যর্থঃ।

তদনন্যত্বম্ ইত্যস্য সূত্রস্য প্রতিজ্ঞাবিরোধং শ্রুতিবিরোধং চ চোদয়তি—"কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদিনঃ" ইতি। পরিহরতি—"ন"। "অবিদ্যাত্মক" ইতি। নাম চ রূপং চ তে এব বীজং, তস্য ব্যাকরণং কার্য্যপ্রপঞ্চঃ তদপেক্ষত্বাৎ ঐশ্বর্য্যস্য। এতদুক্তং ভবতি, ন তাত্ত্বিকম্ ঐশ্বর্য্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং চ ব্রহ্মণঃ, কিন্তু অবিদ্যোপাধিকম্ ইতি তদাশ্রয়ং প্রতিজ্ঞাসূত্রং, তত্ত্বাশ্রয়ং তু তদনন্যত্বসূত্রং, তেন অবিরোধঃ। সুগমম্ অন্যৎ।১৪

ভামতীর অনুবাদ। জগৎ ব্রহ্মপরিণাম নহে।

আরও **"স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ"** এইরূপে বেদের অধ্যয়ন বিধিদ্বারা যাহার অর্থবত্ব অর্থাৎ প্রয়োজনবত্ব আপাদিত অর্থাৎ বোধিত হইয়াছে, সেই বেদরাশির একটী বর্ণও অনর্থক হইতে পারে না, জগতের ব্রহ্মযোনিত্ব-প্রতিপাদক এই বাক্যসন্দর্ভের কথা আর কি? অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের কারণ, ইহার প্রতিপাদক এতখানি গ্রন্থের কথা আর কি বলিব? সেই বেদে ফলবদ্‌ব্রহ্মদর্শনসমাম্নানসন্নিধিতে অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ-ফলবিশিষ্ট, এইরূপ কথনের নিকটে সমাম্নাত অর্থাৎ কথিত অফলজগদ্‌যোনিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের কারণ, এইরূপ যে নিষ্ফলবাক্য কথিত হইয়াছে, তাহা তদর্থ হইয়া, অর্থাৎ মোক্ষলাভই ইহার প্রয়োজন, এইরূপে সার্থক হইয়া মোক্ষলাভের উপায়রূপে ইহা বর্ত্তমান আছে, অন্য কোন প্রয়োজনের জন্য নহে, ইহাই—**"ন চ যথা ব্রহ্মণঃ"** এই গ্রন্থে বলিতেছেন। অতএব ব্রহ্মপরিণাম জগৎ—ইহা এ গ্রন্থের তাৎপর্য্য নহে।

সৃষ্টিশ্রুতির সহিত বিরোধপরিহার।

"তদনন্যত্বম্" এই সূত্রের প্রতিজ্ঞাসূত্রের সহিত এবং শ্রুতির সহিতও বিরোধ হয়, অর্থাৎ যদি ব্রহ্মভিন্ন আর কোন বস্তু বাস্তবিক না থাকে, তাহা হইলে **"জন্মাদ্যস্য যতঃ"** এই প্রতিজ্ঞাসূত্রের ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয় এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইয়া যায়; কারণ, জগৎ না থাকিলে ভগবান্ তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন কি করিয়া? **"এবং যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"** ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয় বলা হইয়াছে, তাহার সহিতও বিরোধ হয়, ইহাই **"কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদিনঃ"** এই গ্রন্থে

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

ভাবে চোপলব্ধেঃ ।১৫

ভামতীর অনুবাদ।

আশঙ্কা করিতেছেন। "ন" বলিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। অবিদ্যাত্মক ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ এই—যেহেতু ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, নাম এবং রূপ দুইটাই বীজ এবং তাহার ব্যাকরণ অর্থাৎ কার্য্যপ্রপঞ্চ, তাহাকে অপেক্ষা করে। ইহাতে বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব তাত্ত্বিক অর্থাৎ বাস্তবিক নহে, কিন্তু অবিদ্যারূপ উপাধিকল্পিত; অবিদ্যাকল্পিত ঐশ্বর্য্যকে অবলম্বন করিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই প্রতিজ্ঞাসূত্র হইয়াছে এবং প্রকৃততত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া "তদনন্যত্ব" সূত্রটি হইয়াছে, অতএব আর বিরোধ হইল না। এতদ্ভিন্ন ভাষ্য অনায়াসে বুঝা যাইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভাবে চোপলব্ধেঃ। *

ইতশ্চ কারণাৎ অনন্যত্বং কার্য্যস্য, যৎকারণং ভাবে এব কারণস্য কার্য্যম্ উপলভ্যতে ন অভাবে। তদ্ যথা সত্যাং মৃদি ঘটঃ উপলভ্যতে, সৎসু চ তন্তুষু পটঃ। ন চ নিয়মেন অন্যভাবে অন্যস্য উপলব্ধিঃ দৃষ্টা। ন হি অশ্বো গোঃ অন্যঃ সন্ গোর্ভাবে এব উপলভ্যতে। ন চ কুলালভাবে এব ঘটঃ উপলভ্যতে। সত্যপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে অন্যত্বাৎ।

ননু অন্যস্য ভাবেঽপি অন্যস্য উপলব্ধিঃ নিয়তা দৃশ্যতে, যথা অগ্নিভাবে ধূমস্য ইতি। ন ইত্যুচ্যতে, উদ্‌বাপিতেঽপি অগ্নৌ গোপালঘুটিকাদিধারিতস্য ধূমস্য দৃশ্যমানত্বাৎ। অথ ধূমং কয়াচিৎ অবস্থয়া বিশিংষ্যাৎ ঈদৃশো ধূমো ন অসতি অগ্নৌ ভবতি ইতি। ন এবমপি কশ্চিৎ দোষঃ। তদ্‌ভাবানুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বে হেতুং বয়ং বদামঃ। ন চ অসৌ অগ্নিধূময়োঃ বিদ্যতে।

"ভাবাচ্চোপলব্ধেঃ"

ইতি বা সূত্রম্। ন কেবলং শব্দাদেব কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বং; প্রত্যক্ষোপলব্ধিভাবাচ্চ তয়োঃ অনন্যত্বম্ ইত্যর্থঃ। ভবতি হি প্রত্যক্ষোপলব্ধিঃ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বে। তদ্ যথা তন্তুসংস্থানে পটে তন্তুব্যতিরেকেণ পটো নাম কার্য্যং নৈব উপলভ্যতে, কেবলাস্তু তন্তবঃ আতানবিতানবন্তঃ প্রত্যক্ষম্ উপলভ্যন্তে, তথা তন্তুষু অংশবঃ অংশুষু তদবয়বাঃ। অনয়া প্রত্যক্ষোপলব্ধ্যা লোহিতশুক্লকৃষ্ণানি, ত্রীণি রূপাণি, ততো বায়ুমাত্রম্ আকাশমাত্রং চ ইতি অনুমেয়ম্। (ছাঃ ৬।৪) ততঃ পরং ব্রহ্ম একমেব অদ্বিতীয়ং, তত্র সর্ব্বপ্রমাণানাং নিষ্ঠাম্ অবোচাম ।১৫

ভাষ্যানুবাদ। কার্য্যকারণের অনন্যত্বে অনুমান।

সূত্রার্থ—[কারণের সহিত কার্য্যের অনন্যত্ববিষয়ে শ্রুত্যাদিবিরোধ সমাধান করা হইল, এক্ষণে সেই অনন্যত্ববিষয়ে অনুমানপ্রমাণ দেখাইতেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যের অভাবে অনুমান বলিতেছেন।] যেহেতু কারণের "ভাবে" অর্থাৎ সত্ত্বে এবং উপলব্ধিতে কার্য্যের সত্ত্বা এবং উপলব্ধি হয়। [এই কারণেও ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যের অভাব অনুমিত হয়]

আর এই যুক্তিবশতঃ কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব অর্থাৎ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের অভাব সিদ্ধ হয়; 'যৎ কারণে' অর্থাৎ যেহেতু কারণের ভাবেই অর্থাৎ সত্তাতেই কার্য্য উপলব্ধ হয়, অভাবে হয় না, অর্থাৎ কারণ না থাকিলে কার্য্য উপলব্ধ হয় না। যেমন মৃত্তিকা থাকিলে ঘট উপলব্ধ হয় এবং তন্তু থাকিলে পট উপলব্ধ হয়। আর নিয়মিতভাবে, অন্যভাবে অর্থাৎ অন্য বস্তু থাকিলে অন্য বস্তুর উপলব্ধি হয়—ইহা দেখা যায় নাই। কারণ,

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহা অধিকরণের আরম্ভক সূত্র নহে। ইহার পূর্ব্বসূত্রে অধিকরণ আরম্ভ হওয়ায় এবং সেই সূত্রটী "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" হওয়ায় "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" পদটী যেমন হেতুবোধক হইয়াছে এই সূত্রে "চ" পদটী থাকায় ইহাও তদ্রূপ হেতুবোধক হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বসূত্রটী যেমন সিদ্ধান্তজ্ঞাপক সূত্র, ইহাও তদ্রূপ সিদ্ধান্তজ্ঞাপক সূত্র। পাঠান্তরে এই সূত্রটী "ভাবাচ্চোপলব্ধেঃ" হইয়া থাকে।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[ভাবে চোপলব্ধেঃ।১৫]

ভাষ্যানুবাদ।

অশ্ব গো হইতে ভিন্ন বলিয়া, গোর ভাবে অর্থাৎ গো থাকিলেও উপলব্ধ হয় না। আর কুলালের ভাবে অর্থাৎ কুম্ভকার থাকিলেই ঘট উপলব্ধ হয় না। তাহার কারণ, কুম্ভকার ও ঘটের নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব অর্থাৎ কারণকার্য্যভাব থাকিলেও উভয়ের অন্যত্ব আছে, অর্থাৎ উভয়ে ভিন্ন বস্তু।

ব্যভিচারশঙ্কা ও তন্নিরাস।

যদি বল, অন্যের ভাবেও অর্থাৎ অন্য বস্তু থাকিলেও অন্যবস্তুর নিয়মিতভাবে উপলব্ধি হয়—দেখা যায়, যেমন অগ্নি থাকিলে ধূমের জ্ঞান হয়। তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও গোপালঘুটিকাদিধারিত ধূমের দর্শন হয়, অর্থাৎ গোশালার ঘুটেতে ধূম থাকে, দেখা যায়।

আর যদি ধূমকে কোন অবস্থার দ্বারা বিশেষিত কর, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নমূল ধূম, অগ্নি না থাকিলে থাকে না—ইত্যাদি বল, তাহা হইলে বলিব—এরূপ বলিলেও কোন দোষ হয় না। কারণ, আমরা তদ্ভাবানুরক্তা অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের সত্তাবিশিষ্ট কার্য্য ও কারণবিষয়ক বুদ্ধিকে কার্য্য ও কারণের অনন্যত্বের প্রতি হেতু বলি। কিন্তু অগ্নি ও ধূমের তাহা নাই। অথবা এই সূত্রটি পাঠান্তরে—

সূত্রের পাঠান্তরদ্বারা ব্যাখ্যা।

"ভাবাচ্চ উপলব্ধেঃ"

এইরূপ হইবে। ইহার অর্থ—কেবল শব্দবশতঃই যে কার্য্য ও কারণের অভেদ তাহা নহে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াও কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বুঝা যায়। কারণ, কার্য্য ও কারণ যে অভিন্ন, তাহার প্রত্যক্ষোপলব্ধি হয়, অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহা যেমন—তন্তুসংস্থান অর্থাৎ সূত্ররূপ অবয়ববিশিষ্ট কাপড়ে তন্তুব্যতীত কাপড় বলিয়া কোন কার্য্য দেখা যায় না, কিন্তু কেবল তন্তুসকলই আতান বিতান অর্থাৎ দীর্ঘপ্রস্থভাবে রহিয়াছে, ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ তন্তুসকলে অংশু অর্থাৎ আঁশসকল এবং অংশুতে তাহার অবয়ব সকলই ওতপ্রোতভাবে থাকে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিদ্বারা অনুমান করিতে হইবে যে, লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তেজ জল ও পৃথিবী এই তিনটী রূপমাত্র। তাহার পর সেই রূপগুলিও কেবল বায়ু এবং বায়ুও কেবল আকাশ। (ছাঃ উঃ ৬।৪) তাহার পর এক মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, তাহাতে সকল প্রমাণের পরিসমাপ্তি হয়—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।১৫

ভামতী।

"কারণস্য" ভাবঃ সত্তা চ উপলম্ভশ্চ তস্মিন্, কার্য্যস্য উপলব্ধেঃ ভাবাচ্চ। এতদুক্তং ভবতি—বিষয়পদং বিষয়বিষয়িপরং, বিষয়িপদমপি বিষয়িবিষয়পরং, তেন কারণোপলম্ভভাবয়োঃ উপাদেয়োপলম্ভভাবাৎ ইতি সূত্রার্থঃ সম্পদ্যতে। তথাচ প্রভারূপানুবিদ্ধবুদ্ধিবোধ্যেন চাক্ষুষেণ ন ব্যভিচারঃ, নাপি বহ্নিভাবাভাবানুবিধায়িভাবাভাবেন ধূমভেদেন ইতি সিদ্ধং ভবতি। তত্র যথোক্তহেতোঃ একদেশাভিধানেন উপক্রমতে ভাষ্যকারঃ—"ইতশ্চ কারণাৎ" অনন্যত্বং ভেদাভাবঃ "কার্য্যস্য," "যৎ কারণং" যস্মাৎ কারণাৎ, "ভাবে এব কারণস্য" ইতি। অস্য ব্যতিরেকমুখেন গমকত্বম্ আহ—"ন চ নিয়মেন" ইতি। কাকতালীয়ন্যায়েন অন্যভাবে অন্যৎ উপলভ্যতে, ন তু নিয়মেন ইত্যর্থঃ। হেতুবিশেষণায় ব্যভিচারং চোদয়তি,—"নন্বন্যস্য ভাবেঽপি" ইতি। একদেশিমতেন পরিহরতি—"ন ইত্যুচ্যতে" ইতি। শঙ্কয়া একদেশিপরিহারং দূষয়িত্বা পরমার্থপরিহারম্ আহ—"অথ" ইতি। তদনেন হেতুবিশেষণম্ উক্তম্।

পাঠান্তরেণ ইদমেব সূত্রং ব্যাচষ্টে—"ন কেবলং শব্দাদেব" ইতি। পট ইতি হি প্রত্যক্ষবুদ্ধ্যা তন্তব এব আতানবিতনাবস্থা আলম্ব্যন্তে, ন তু তদতিরিক্তঃ পটঃ প্রত্যক্ষম্ উপলভ্যতে। একত্বং তু তন্তূনাম্ একপ্রাবরণলক্ষণার্থক্রিয়াবচ্ছেদাৎ বহূনামপি। যথা একদেশকালাবচ্ছিন্না ধবখদির-পলাশাদয়ো বহবোঽপি বনমিতি। অর্থক্রিয়ায়াং চ প্রত্যেকম্ অসমর্থা অপি অনারভ্যৈব অর্থান্তরং কিঞ্চিৎ মিলিতাঃ কুর্বন্তো দৃশ্যন্তে। যথা গ্রাবাণ উখাধারণম্ একম্। এবম্ অনারভ্য এব অর্থান্তরং তন্তবো মিলিতাঃ প্রাবরণম্ একং করিষ্যন্তি। ন চ সমবায়াৎ ভিন্নয়োরপি

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[ভাবে চোপলব্ধেঃ ।১৫]

ভামতী।

ভেদানবসায়ঃ ইতি—সাম্প্রতম্। অন্যোন্যাশ্রয়ত্বাৎ। ভেদে হি সিদ্ধে সমবায়ঃ সমবায়াচ্চ ভেদঃ। ন চ ভেদে সাধনান্তরম্ অস্তি, অর্থক্রিয়াব্যপদেশভেদয়োঃ অভেদেঽপি উপপত্তেঃ ইতি উপপাদিতম্। তস্মাৎ যৎকিঞ্চিদেতৎ। অনয়া চ দিশা মূলকারণং ব্রহ্মৈব পরমার্থ-সৎ, অবান্তরকারণানি চ তন্ত্বাদয়ঃ সর্বে অনির্বাচ্যা এব ইত্যাহ—"তথা চ তন্তুষু" ইতি ॥১৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

কার্য্যং কারণাৎ অভিন্নং তদ্‌ভাবে উপলব্ধেঃ ইতি আপাতসিদ্ধে সূত্রার্থে দোষং দৃষ্ট্বা ব্যাখ্যাতি—"কারণস্য ভাবে" ইতি। ভাবঃ ইত্যস্য ব্যাখ্যানং—"সত্তা চ" ইতি। ননু কারণস্য ভাবঃ এব সূত্রে প্রতীয়তে কার্য্যস্য উপলব্ধিরেব, তৎ কথম্ উভয়ত্র ইতরেতরবিশিষ্টয়োঃ হেতুত্বম্ অতঃ আহ—"এতৎ" ইতি। বিষয়পদং ভাবপরম্, ভাবো হি উপলব্ধিবিষয়ঃ ইতি তদ্দণ্ডিন্যায়েন বিষয়বিষয়িপরম্। এবং বিষয়িপদম্ উপলব্ধিপদমপি উভয়পরম্ ইত্যর্থঃ। "উপাদেয়ম্" কার্য্যম্। সবিশেষণহেতৌ ফলম্ আহ "তথা চ" ইতি। উপলব্ধৌ উপলব্ধেঃ ইতি হেতূকারে প্রভাসাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকৃতেন চাক্ষুষেণ ব্যভিচারঃ স্যাৎ। ন হি ঘটাদেঃ প্রভায়াশ্চ অভেদঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থং ভাবে ভাবাৎ ইতি বিশেষণম্। ন হি প্রভায়াঃ ভাবে এব ঘটঃ ভবতি ইত্যর্থঃ। যদা তদ্‌ভাবানুরক্তধীবোধ্যত্বং হেত্বর্থঃ তদাপি ভাতি ঘটঃ ইতি প্রভানুরক্তধীগম্যে অনৈকান্তঃ তদিদম্ উক্তম্—"প্রভারূপানুবিদ্ধে"তি। যদি ভাবে ভাবাৎ ইতি হেতুঃ তর্হি বহ্নিভাবে ভবতি বিশিষ্ট ধূমে অনৈকান্তঃ স্যাৎ। উপলব্ধৌ উপলব্ধেরিতি বিশেষণে তু ন ভবেৎ, ধূমস্য বহ্ন্যুপলব্ধাবেব উপলব্ধিরিতি নিয়মাভাবাৎ ইত্যাহ—"নাপি" ইতি। তদ্‌ভাবানুরক্তাং হি বুদ্ধিঃ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বে হেতুং বয়ং বদামঃ ইতি ভাষ্যম্। অত্র কারণ ভাবানুবিদ্ধা কার্য্যবুদ্ধিঃ হেতুত্বেন উক্তা ইতি ন ভ্রমিতব্যম্, তত্রাপি ব্যভিচারস্য উক্তত্বাৎ, কিন্তু সূত্রগতোপলব্ধিঃ বুদ্ধিঃ কার্য্যকারণয়োভয়বিষয়াং তয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ ভাবেন সত্ত্বয়া উপরক্তাং বিশেষিতাং হেতুং বয়ং বদামঃ ইতি ভাষ্যার্থঃ, ইত্যাহ—"তদনেন" ইতি। হেতুবিশেষণম্ উক্তং, ন হেত্বন্তরপরত্বেন ব্যাখ্যানম্ ইত্যর্থঃ। পটস্য তন্তুব্যতিরেকেণ অনুপলম্ভঃ সমবায়স্য ভেদপ্রতি-রোধায়কত্বাৎ অন্যথাসিদ্ধঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"ন চ" ইতি। সম্বন্ধস্য ভিন্নাশ্রিতত্বাৎ ভেদসিদ্ধৌ সমবায়ঃ, সমবায়াচ্চ ব্যতিরেকানুপলব্ধৌ সমাহিতায়াং ভেদসিদ্ধিঃ ইতি অন্যোন্যাশ্রয়ঃ ইত্যর্থঃ। পটঃ তন্তুভ্যো ভিদ্যতে তদুপলম্ভেঽপি কুবিন্দব্যাপারাৎ প্রাক্ অনুপলব্ধত্বাৎ কুম্ভবৎ' ইতি অনুমানাৎ ভেদসিদ্ধেঃ ন ইতরেতরাশ্রয়ম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"ন চ ভেদে" ইতি। অভেদবাদিনঃ তন্তূপলম্ভে তদভিন্ন-পটোপলম্ভাৎ হেত্বসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। কারণসত্ত্বে তন্ত্বাদি সত্যং স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"অনয়া" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ। সূত্রমধ্যে নিবেশের প্রয়োজনীয়তা।

[কারণের 'ভাবেই' কার্য্য উপলব্ধ হয়, অভাবে হয় না—ভাষ্যে এইরূপ বলিবার কারণ এই যে,] যেহেতু কারণের যে ভাব অর্থাৎ সত্তা এবং যে উপলম্ভ অর্থাৎ জ্ঞান তাহা হইলে, অর্থাৎ কারণের সত্তা ও জ্ঞান হইলে কার্য্যের উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞান এবং ভাব অর্থাৎ সত্তা হয়। অর্থাৎ কারণের সত্তা থাকিলে কার্য্যের সত্তা এবং কারণের জ্ঞান হইলে কার্য্যের জ্ঞান হয় বলিয়া কার্য্য ও কারণের ভেদ নাই। ইহাতে বলা হইল যে, বিষয়পদ অর্থাৎ সূত্রস্থিত ভাব পদটি বিষয়বিষয়িপর, অর্থাৎ বিষয় অর্থ মৃত্তিকাদি বস্তু এবং বিষয়ী অর্থ তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে বুঝাইতেছে এবং বিষয়ী পদটিও অর্থাৎ সূত্রস্থিত উপলব্ধি পদটিও বিষয়িবিষয়পর; অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়কে বুঝাইতেছে। অতএব এইরূপ সূত্রার্থ দাঁড়াইল যে, কারণের উপলম্ভ ও ভাব হইতে উপাদেয়ের অর্থাৎ কার্য্যের উপলম্ভ এবং ভাব হয় বলিয়া কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ কারণের জ্ঞান এবং অস্তিত্ব থাকিলে কার্য্যের জ্ঞান ও অস্তিত্ব থাকে বলিয়া কার্য্য কারণভিন্ন নহে। আর তাহা হইলে অর্থাৎ এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে প্রভারূপানুবিদ্ধবুদ্ধিবোধ্য চাক্ষুষ-ঘটাদিদ্বারা ব্যভিচার হইবে না, অথবা বহ্নিভাবাভাবানুবিধায়ী ভাবাভাব অর্থাৎ বহ্নির সত্তা ও অসত্তানুসারে যাহার সত্তা ও অসত্তা হয়, এইরূপ ধূমভেদ অর্থাৎ ধূমবিশেষ অন্তর্ভাবে ব্যভিচার হইল না। অর্থাৎ প্রভা এবং রূপবিষয়ক যে চাক্ষুষ জ্ঞান সেই জ্ঞানজন্য জ্ঞানের বিষয় যে ঘট তদন্তর্ভাবে ব্যভিচার হইল না, অর্থাৎ প্রভা ও রূপবিষয়ক চাক্ষুষবুদ্ধিবোধ্যত্বরূপ হেতু ঘটে আছে; কিন্তু প্রভা ও রূপের সহিত ঘটের তাদাত্ম্যরূপ সাধ্য ঘটে না থাকায় সম্ভাবিত ব্যভিচার হইল না, অর্থাৎ উপলব্ধৌ উপলব্ধেঃ এইটি মাত্র তাদাত্ম্যের হেতু হইলে প্রভা ও রূপের সহিত ঘটের তাদাত্ম্য না থাকায় চাক্ষুষ ঘটে হেতুর ব্যভিচার হইত। আর তাদাত্ম্যের হেতু যদি "ভাবে ভাবাৎ" এইরূপ হইত, তাহা হইলে বহ্নির সত্তাতে ধূমসত্তা এবং বহ্নির অসত্তাতে ধূমের অসত্তা হয় বলিয়া "ভাবে ভাবাৎ" হেতু ধূমে আছে, কিন্তু ধূমে বহ্নির তাদাত্ম্য নাই; সুতরাং উক্ত হেতুর বিশেষধূমান্তর্ভাবে ব্যভিচার হইত। এক্ষণে "ভাবে উপলব্ধৌ চ ভাবাৎ উপলব্ধেঃ" বলায় আর কোনরূপ ব্যভিচার হইল না। তন্মধ্যে যথোক্ত হেতুর অর্থাৎ পূর্ব্বে যে প্রকার হেতু বলা হইল, তাহার একদেশ অভিধানের দ্বারা অর্থাৎ এক অংশ কথনদ্বারা ভাষ্যকার **"ইতশ্চ কারণাৎ অনন্যত্বং"** বাক্যদ্বারা অর্থাৎ এজন্যও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব অর্থাৎ ভেদ নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। **"যৎ কারণং"** অর্থ—যেহেতু। সুতরাং "অর্থ" হইল যেহেতু

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

. সত্ত্বাচ্চাবরস্য ।১৬

ভামতীর অনুবাদ।

কারণের ভাবেই অর্থাৎ সত্তাতে ইত্যাদি। **"ন চ নিয়মেন"** ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ 'না থাকিলে থাকে না' এই যুক্তির দ্বারা গমকত্ব অর্থাৎ বোধকত্ব দেখাইতেছেন। অর্থাৎ অন্যভাবেঅর্থাৎ অন্য বস্তু থাকিলে অন্যোপলব্ধি অর্থাৎ নিয়মিতভাবে অন্য বস্তুর জ্ঞান হয় না, এইরূপ অভাবঘটিত নিয়মদ্বারা এই নিয়মের গমকত্ব, অর্থাৎ যাহার দ্বারা বোঝা যায়, তাহাই বলিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, কাকতালীয়ন্যায়ে অর্থাৎ কাক উড়িয়া গেল অমনই তাল পড়িল—এই ভাবে কখনও অন্য বস্তু থাকিলে অন্য বস্তু থাকে দেখা যায় বটে, কিন্তু নিয়মিতভাবে দেখা যায় না। **"ননু অন্যস্য ভাবেঽপি"** এই গ্রন্থদ্বারা হেতুতে বিশেষণ দিবার জন্য অর্থাৎ ভাবের বিশেষণ উপলব্ধি এবং উপলব্ধির বিশেষণ ভাব দিবার জন্য ব্যভিচারশঙ্কা করিতেছেন। **"ন ইত্যুচ্যতে"** এই গ্রন্থদ্বারা একদেশী অর্থাৎ সম্প্রদায়বিশেষের মতানুসারে উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন। **"অথ"** ইত্যাদি গ্রন্থে শঙ্কার দ্বারা একদেশীর পরিহারে দোষ দিয়া পরমার্থপরিহার অর্থাৎ প্রকৃত পরিহার বলিতেছেন। এইরূপে এতদ্দ্বারা হেতুর বিশেষণ উক্ত হইল।

সূত্রের পাঠান্তর ব্যাখ্যা।

"ন কেবলং শব্দাদেব" এই গ্রন্থদ্বারা এই সূত্রকেই পাঠান্তরদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন। কারণ, পট অর্থাৎ বস্ত্র এই প্রত্যক্ষবুদ্ধিদ্বারা তন্তুসকলই আতানবিতানাবস্থাপন্ন অর্থাৎ দীর্ঘপ্রস্থ অবস্থাবিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু তদতিরিক্ত অর্থাৎ সূত্রভিন্ন বস্ত্র প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু সূত্রসকল বহু হইলেও তাহাদিগকে যে এক বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা প্রাবরণলক্ষণ অর্থক্রিয়াবচ্ছেদপ্রযুক্ত অর্থাৎ আবরণরূপ একটি অর্থক্রিয়া অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কার্য্যকে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ বস্ত্রগত সূত্র বহু হইলেও সেই বস্ত্রদ্বারা শরীর আবরণরূপ একটি মাত্র কার্য্য নিষ্পন্ন হয় বলিয়া একখানি কাপড় বলিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন একদেশ ও এককালদ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ এক সময়ে এবং একস্থানে অবস্থিত ধব খদির ও পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষসকল বহু হইলেও "বন" এই একত্ব সংখ্যার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। আর অর্থক্রিয়াতে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কার্য্য উৎপাদন করিতে ধবখদিরাদি প্রত্যেকে অসমর্থ হইলেও কিঞ্চিৎ অর্থান্তরকে আরম্ভ না করিয়া অর্থাৎ অন্য কোন বস্তুকে উৎপন্ন না করিয়াই পরস্পর মিলিত হইয়া কোন কার্য্য করিয়া থাকে, দেখা যায়। যেমন গ্রাবা অর্থাৎ প্রস্তর সকল উখাধার অর্থাৎ স্থালীধারণরূপ একটি কার্য্য করে দেখা যায়। এইরূপ অর্থান্তর আরম্ভ না করিয়া অর্থাৎ বস্ত্বন্তর উৎপন্ন না করিয়াই তন্তুসকল পরস্পর মিলিত হইয়া প্রাবরণরূপ একটি আবরণকার্য্য করিবে। আর তন্তু ও পটের সমবায় সম্বন্ধ থাকায় সেই তন্তু ও পট পরস্পর ভিন্ন হইলেও তাহার ভেদের অনবসায় হয়, অর্থাৎ তাহার ভেদগৃহীত হয় না, ইহাও ঠিক্ নহে। কারণ, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। যেহেতু, তন্তু ও বস্ত্রের ভেদ সিদ্ধ হইলে সমবায় সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবে, এবং সমবায় সিদ্ধ হইলে ভেদ সিদ্ধ হইবে, অতএব অন্যোন্যাশ্রয়ই হয়। আর ভেদের পক্ষে সাধনান্তর নাই, অর্থাৎ ভেদসাধক অন্য কোন সামগ্রী নাই ; কারণ, কার্য্যকারণের অভেদ হইলেও অর্থক্রিয়া ও ব্যপদেশভেদের অর্থাৎ তন্তু ও বস্ত্রপ্রভৃতি নামভেদের উপপত্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে উপপাদিত হইয়াছে, অতএব ইহা অর্থাৎ এই ভেদাভেদবাদ যৎকিঞ্চিৎ, অর্থাৎ তুচ্ছ। **অনয়া দিশা** অর্থাৎ এই প্রকারে জগতের মূলকারণ ব্রহ্মই পরমার্থসৎ বস্তু, আর তন্তু প্রভৃতি অবান্তর কারণ সকল অনির্ব্বচনীয়ই, ইহাই **"তথা তন্তুষু"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।১৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ।১৬ *

ইতশ্চ কারণাৎ কার্য্যস্য অনন্যত্বং ; যৎকারণং, প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনৈব কারণে সত্ত্বম্ অবরকালীনস্য কার্য্যস্য শ্রূয়তে।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১)

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ (ঐঃ আঃ ২।৪।১।১)

* এ সূত্রটীতে ও প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র নহে। প্রত্যুত পঞ্চম্যন্ত পদ থাকায় ইহা ১৪শ সূত্রের হেতুজ্ঞাপক সূত্র।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[সত্ত্বাচ্চাবরস্য ।১৬]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইত্যাদৌ ইদংশব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ। যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে, ন তৎ ততঃ উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যঃ তৈলম্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ অনন্যত্বাৎ উৎপন্নমপি অনন্যদেব কারণাৎ কার্য্যম্ ইতি অবগম্যতে। যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি এবং কার্য্যম্ অপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একং চ পুনঃ সত্ত্বম্, অতোঽপি অনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য ।১৬

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতি ও যুক্তিপ্রমাণদ্বারা কার্য্যের অনন্যত্ব।

[আর অবরের অর্থাৎ পরবর্ত্তী কার্য্যের কারণে সত্ত্বপ্রযুক্ত কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব হয়—ইহাই সূত্রার্থ]। আর এই জন্যও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব আছে, অর্থাৎ ভেদ নাই; যেহেতু, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অবরকালীন কার্য্যের অর্থাৎ পরে উৎপন্ন কার্য্যরূপ জগতের, উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণস্বরূপেই কারণে সত্ত্ব ছিল। কারণ—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১)

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল।

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" (ঐঃ আঃ ২।৪।১।১)

অর্থাৎ অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল।

ইত্যাদি শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদম্ শব্দদ্বারা গৃহীত কার্য্যের সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ উভয়েই সমানবিভক্তিক পদদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে বস্তু যৎস্বরূপে যেখানে থাকে না, সে বস্তু তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না। যেমন সিকতা অর্থাৎ বালি হইতে তৈল হয় না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে ভেদ না থাকায় উৎপন্ন কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন নহে, ইহা বুঝাইতেছে। আর যেমন কারণ ব্রহ্ম তিন কালে (অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে) সত্তাকে ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ সত্তাশূন্য হয় না, এইরূপ কার্য্য জগৎও অর্থাৎ উৎপন্ন জগৎও তিন কালে সত্তাকে ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ সত্তা ত্যাগ করে না। আরও কথা এই যে সত্তা একই, এইজন্যও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব হয়, অর্থাৎ ভেদ নাই। (অর্থাৎ শুদ্ধ সত্তা একই হয়, ঘটসত্তা পটসত্তার ন্যায় বিশিষ্টসত্তাই পৃথক্ হয়। তন্মধ্যে কার্য্যকারণের সত্তা বিশিষ্টসত্তার ন্যায় পৃথক্ও হয় না। উহা একই হয়। যেহেতু কার্য্য কারণ হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না।)

ভামতী।

বিভজতে "ইতশ্চ" ইতি। ন কেবলং শ্রুতিঃ, উপপত্তিশ্চ অত্র ভবতি "যচ্চ যদাত্মনা" ইতি। ন হি তৈলং সিকতাত্মনা সিকতায়াম্ অস্তি, যথা ঘটোঽস্তি মৃদি মৃদাত্মনা। প্রত্যুৎপন্নো হি ঘটো মৃদাত্মনা উপলভ্যতে। নৈবং প্রত্যুৎপন্নং তৈলং সিকতাত্মনা, তেন যথা সিকতায়াঃ তৈলং ন জায়তে, এবম্ আত্মনোঽপি জগৎ ন জায়েত, জায়তে চ, তস্মাদ্ আত্মাত্মনা আসীৎ ইতি গম্যতে। উপপত্ত্যন্তরম্ আহ—"যথা চ কারণং ব্রহ্ম" ইতি। যথা হি ঘটঃ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঘট এব, ন জাতু অসৌ ক্বচিৎ পটো ভবতি এবং সদপি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সদেব, ন তু ক্বচিৎ কদাচিৎ অসদ্ ভবিতুম্ অর্হতি, ইতি উপপাদিতম্ অধস্তাৎ। তস্মাৎ কার্য্যং ত্রিষু অপি কালেষু সদেব, সত্ত্বং চেৎ কিম্ অতো যদ্যেবম্ ইত্যত আহ---"একং চ পুনঃ" ইতি। সত্ত্বং চ একং কার্য্যকারণয়োঃ, নহি প্রতিব্যক্তি সত্ত্বং ভিদ্যতে। ততশ্চ অভিন্নসত্তানন্যত্বাৎ এতেঽপি মিথো ন ভিদ্যেতে ইতি। ন চ তাভ্যাম্ অনন্যত্বাৎ সত্ত্বস্যৈব ভেদ ইতি যুক্তম্, তথা সতি হি সত্ত্বস্য সমারোপিতত্বপ্রসঙ্গঃ। তত্র ভেদাভেদয়োঃ অন্যতরসমারোপকল্পনায়াং কিং তাত্ত্বিকাভেদোপাদানা ভেদকল্পনা অস্তু, আহো তাত্ত্বিকভেদোপাদানা অভেদকল্পনা ইতি। বয়ং তু পশ্যামো ভেদগ্রহস্য প্রাতযোগি-গ্রহাপেক্ষত্বাৎ ভেদগ্রহম্ অন্তরেণ চ প্রতিযোগিগ্রহাসম্ভবাৎ অন্যোন্যসংশ্রয়াপত্তেঃ, অভেদ-গ্রহস্য চ নিরপেক্ষতয়া তদনুপপত্তেঃ একৈকাশ্রয়ত্বাচ্চ ভেদস্য একাভাবে তদনুপপত্তেঃ অভেদ-গ্রহোপাদানা এব ভেদকল্পনা ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্ ॥১৬

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[সত্ত্বাচ্চাবরস্য ।১৬]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"উপপত্তিশ্চাত্র ভবতি" ইতি। "আহ" ইতি শেষঃ। উপপত্তিমেব দর্শয়তি "নহি" ইতি। যথা মৃদি ঘটো মৃদাত্মনা অস্তি তথা সিকতায়াং তদাত্মনা ন তৈলম্ অস্তি; "তৎ" উপাদানোপাদেয়স্বাভাবকৃতম্ ইত্যর্থঃ। ননু মৃদেব ঘটোৎপত্তেঃ প্রাক্ অস্তি, কথং তদাত্মনা ঘটস্য সত্ত্বা? অত আহ—"প্রত্যুৎপন্নো হি" ইতি। উৎপন্নস্য ঘটস্য মৃদাত্মত্বদর্শনাৎ মৃদি সত্যাং ঘটসত্ত্বং যুক্তম্ ইত্যর্থঃ। ইথং তর্কিতে কার্য্যকারণাভেদে প্রযুজ্যতে—ঘটত্বং মৃন্নিষ্ঠঃ ঘটনিষ্ঠত্বাৎ সত্ত্ববৎ ইতি। এবং জগদ্ব্রহ্মণোঃ অভেদেঽপি শব্দো ব্রহ্মবৃত্তিঃ আকাশবৃত্তিত্বাৎ সত্ত্ববৎ ইতি। কার্য্যস্য কালত্রয়ে সত্যাত্বং ভাষ্যোক্তম্ অযুক্তং, তথা সতি কার্য্যত্বব্যাঘাতাৎ ইত্যাশঙ্ক্য অনির্ব্বাচ্যরূপস্য কাদাচিৎকত্বেঽপি কার্য্যস্য তত্ত্বম্ অধিষ্ঠানং, তচ্চ নিত্যম্ ইতি যুক্তিতঃ প্রতিপাদয়তি—"যথা হি ঘট" ইতি। কার্য্যস্য সত্ত্বং স্বরূপং ধর্ম্মো বা আদ্যে তস্য কদাচিৎ অসত্ত্বং ন স্যাৎ। ধর্ম্মত্বে চ সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ কার্য্যস্য ধর্ম্মিণঃ অন্বয়াৎ কাদাচিৎকত্বব্যাহতিঃ ইত্যাদি উপপাদিতম্। "অধস্তাৎ" দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদিতি ভাষ্যব্যাখ্যানাবসরে ইত্যর্থঃ। কার্য্যস্য ত্রিষু কালেষু সত্ত্বে কারণস্যাপি তথাত্বাৎ দ্বে সত্ত্বে স্যাতাং, তথাচ অভেদাসিদ্ধিঃ ইতি উক্তাভিপ্রায়ানভিজ্ঞঃ শঙ্কতে "সত্ত্বং চেৎ" ইতি। ত্রিষু অপি কালেষু কার্য্যস্য সত্ত্বং চেৎ ইত্যর্থঃ। কার্য্যকারণয়োঃ স্বরূপসত্ত্বং চ একম্ ইত্যর্থঃ। যদি কার্য্যকারণয়োঃ একসত্ত্বাৎ অভেদাৎ অভিন্নত্বং, তর্হি তস্যাপি দ্বাভ্যাম্ অভেদাৎ ভেদাপত্তিঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"ন চ তাভ্যাম্" ইতি। ন হি বয়ং সত্ত্বেন কার্য্যকারণয়োঃ সাক্ষাৎ অভেদং ব্রূমঃ, কিন্তু তত্র তয়োঃ আরোপিতত্বেন তদ্ব্যতিরেকেণ অভাবম্। যদি মন্যেত সত্ত্বমেব কার্য্যকারণয়োঃ আরোপিতম্ অস্তু ইতি, তত্রাহ "তথা সতি হি" ইতি। স্বকৃতস্যৈব প্রসঞ্জনম্ অযুক্তং দর্শয়িতুং তমেব পক্ষবিভাগপূর্ব্বকম্ আহ—"তত্র" ইতি। "ভেদঃ" কার্য্যকারণলক্ষণঃ। "সত্ত্বম্" অভেদঃ। "অস্মাৎ অয়ং ভিন্নঃ" ইত্যত্র পঞ্চম্যুল্লিখিতাবধেঃ গ্রহো ধর্ম্মিণঃ সকাশাৎ অগৃহীতভেদস্য ন সম্ভবতি। ভেদগ্রহশ্চ ন অগৃহীতে প্রতিযোগিত্বে উপপদ্যতে। ধর্ম্মিণোঽপি স্বাপেক্ষয়া তৎপ্রসঙ্গাৎ ততশ্চ অন্যোন্যাশ্রয়গ্রস্তভেদ এব আরোপিতঃ ন অভেদঃ, ইত্যাহ—"বয়ং তু" ইতি। যস্তু—যস্ অন্যোন্যাশ্রয়স্য কেনচিৎ উদ্ধারঃ কৃতঃ, প্রতিযোগিত্বেন প্রতীতৌ অধিকরণত্বপ্রতীতিঃ অধিকরণত্বেন প্রতীতৌ প্রতিযোগিত্ব-প্রতীতিশ্চ ভেদগ্রহণকারণং ন ভেদেন গৃহীতত্বম্। একং হি অন্যোন্যাভাবাখ্যভেদং প্রতি স্তম্ভকুম্ভয়োঃ অধিকরণত্বং প্রতিযোগিত্বং চ অস্তি। অতঃ স্বস্মাদপি স্বস্য ভেদগ্রহবারণায় প্রতিযোগিত্বেন ইত্যাদি বিশেষণম্। 'স্তম্ভাৎ ভিন্নঃ কুম্ভঃ' ইত্যত্র হি স্তম্ভঃ প্রতিযোগিত্বেনৈব প্রতীয়তে ন অধিকরণত্বেন। কুম্ভশ্চ অধিকরণত্বেন ন প্রতিযোগিতয়া কুম্ভাদ্ভিন্নঃ স্তম্ভঃ ইতি প্রতীত্যন্তরে তু তমেব ভেদং প্রতি কুম্ভঃ প্রতিযোগিতয়া প্রতিভাতি, স্তম্ভশ্চ ধর্ম্মিতয়া ততশ্চ উক্তবিধবস্তুপ্রতীতিঃ ভেদগ্রহে হেতুরিতি ক্ব ইতরেতরাশ্রয়ম্ ইতি সোঽসাধুঃ। ভেদাধিকরণত্বেন ভেদপ্রতিযোগিত্বেন চ প্রতীতেঃ অপেক্ষায়াম্ অন্যোন্যাশ্রয়াৎ অনিস্তারাৎ, যস্য কস্যচিৎ অধিকরণত্বেন প্রতিযোগিত্বেন চ প্রতীত্যপেক্ষায়াং সত্ত্বাধিকরণত্বেন পুরোদেশাৎ অন্যদেশগতসংসর্গাভাবং প্রতি প্রতিযোগিত্বেন চ স্ফুরন্তঃ শুক্তীদমংশস্য রজতাৎ ভেদগ্রহ-প্রসঙ্গেন ভ্রমানুদয়প্রসঙ্গাৎ বস্তুবৃত্তেন ভেদাধিকরণস্য তৎপ্রতিযোগিনশ্চ স্বরূপেণ প্রতীত্যপেক্ষাঽপি অতএব অপাস্তা, স্বরূপেণ গৃহীতয়োঃ শুক্তীদমংশরজতয়োঃ বস্তুবৃত্তেন তথাভূতয়োঃ ভেদগ্রহপ্রসঙ্গাৎ। 'এবং স্বরূপং ভেদ' ইতি চ অতএব অপাস্তম্। 'অসাধারণং স্বরূপং ভেদঃ, ইত্যপি ন; অসাধারণত্বস্য ভেদগ্রহাধীনগ্রহত্বেন ভেদান্তরাপেক্ষায়াং স্বরূপভেদাভ্যুপগমভঙ্গাৎ ইতি দিক্। ভেদেন উপজীব্যত্বাচ্চ অভেদো ন অধ্যস্তঃ, ইত্যাহ—"একৈকে"তি। বীপ্সয়া ভ্রান্তভেদানুবাদঃ। অত একাভাব ইত্যুক্তম্। ১৬

ভামতীর অনুবাদ। শ্রুতি ও যুক্তিপ্রমাণদ্বারা কার্য্যের অনন্যত্ব।

"ইতশ্চ" এই গ্রন্থে ভাষ্যকার বিভাগ করিতেছেন, অর্থাৎ সূত্রস্থপদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এ বিষয়ে অর্থাৎ কার্য্যকারণের অনন্যত্ববিষয়ে যে কেবল শ্রুতি প্রমাণই আছে, তাহা নহে, এ বিষয়ে উপপত্তিও আছে। **"যচ্চ যদাত্মনা"** ইত্যাদি বাক্যে সেই যুক্তি দেখাইতেছেন। কারণ, ঘট যেমন মৃত্তিকারূপে মৃত্তিকাতে থাকে, সেরূপ তৈল, সিকতা অর্থাৎ বালিরূপে সিকতাতে থাকে না। যেহেতু প্রত্যেক ঘটই উৎপন্ন হইয়া মৃত্তিকারূপে জ্ঞাত হয়, কিন্তু উৎপন্ন তৈল সিকতারূপে জ্ঞাত হয় না। অতএব যেমন সিকতা হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না, তেমনই আত্মা হইতেও জগৎ উৎপন্ন না হউক, অথচ উৎপন্ন ত হয়। অতএব আত্মস্বরূপে জগৎ ছিল—ইহাই বুঝাইতেছে। **"যথা চ কারণং ব্রহ্ম"** এই গ্রন্থদ্বারা অন্যযুক্তি বলিতেছেন। ঘট যেমন সকল সময়ে সকল স্থলে ঘটই থাকে, তাহা যেমন কখনও কোথাও পট হয় না, এইরূপ সৎও সকল স্থলে সকল সময়ে সৎই থাকে, কোথাও কখনও অসৎ হইতে পারে না—ইহা পূর্ব্বে **"দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ"** এই ভাষ্য ব্যাখ্যাস্থলে উপপাদিত হইয়াছে। অতএব কার্য্যবস্তু তিন কালেই সৎ। কার্য্য যদি তিন কালেই সৎ হয়, তাহা হইলে কি হইল? এই জন্য **"একং চ পুনঃ"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। কার্য্য ও কারণের সত্ত্ব একই; কারণ, ব্যক্তিভেদে সত্ত্ব ভিন্ন হয় না। আর সেইজন্য অভিন্ন সত্তার সহিত অনন্য অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া ইহারাও অর্থাৎ কার্য্য এবং কারণও মিথঃ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন হয় না। আর কার্য্য ও কারণের সহিত অনন্য অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া সত্তারই ভেদ আছে, ইহা বলা ঠিক্ নহে; কারণ, তাহা হইলে সত্তার সমারোপিতত্ব প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ সত্তা আরোপিত হইয়া পড়ে। সেস্থলে ভেদ ও অভেদের মধ্যে অন্যতরের সমারোপকল্পনায় অর্থাৎ একটিকে ভ্রম বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে, কি তাত্ত্বিকাভেদোপাদানা অর্থাৎ বাস্তবিক অভেদ যাহার কারণ হইয়াছে, তাদৃশ ভেদকল্পনা হইবে? কিংবা তাত্ত্বিকভেদোপাদান অর্থাৎ বাস্তবিক ভেদ যাহার কারণ হইয়াছে, তাদৃশ অভেদকল্পনা হইবে? অর্থাৎ তাত্ত্বিক অভেদবশতঃ ভেদের কল্পনা করিবে? না তাত্ত্বিকভেদবশতঃ অভেদের

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ।১৭

ভামতীর অনুবাদ।

কল্পনা করিবে ? আমরা কিন্তু দেখিতে পাই ভেদগ্রহ অর্থাৎ ভেদজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানকে অপেক্ষা করে বলিয়া এবং ভেদজ্ঞান ব্যতীত প্রতিযোগিজ্ঞান হওয়া অসম্ভব বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় হইয়া পড়ে, আর অভেদগ্রহ অর্থাৎ অভেদজ্ঞান নিরপেক্ষ বলিয়া অর্থাৎ কাহাকেও অপেক্ষা করে না বলিয়া তাহার অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ অন্যোন্যাশ্রয় হইতে পারে না। আর ভেদ এক একটিকে আশ্রয় করে বলিয়া এক না থাকিলে ভেদ হইতে পারে না, অতএব অভেদগ্রহোপাদানাই ভেদকল্পনা হয় অর্থাৎ অভেদজ্ঞানবশতঃই ভেদ কল্পনা হয় বলিতে হইবে। এই প্রকারে সকলই অবদাত হইল অর্থাৎ সকলই নির্দ্দোষ হইয়া গেল ।১৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ।১৭ *

ননু ক্বচিৎ অসত্ত্বমপি প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ—

"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইতি

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ (তৈঃ ২।৭।১) ইতি চ।

তস্মাদ্ অসদ্ব্যপদেশাৎ ন প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বম্ ইতি চেৎ ? ন, ইতি ব্রূমঃ, ন হি অয়ম্ অত্যন্তাসত্ত্বাভিপ্রায়েণ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য অসদ্ব্যপদেশঃ, কিং তর্হি, ব্যাকৃত নামরূপত্বাৎ ধর্ম্মাৎ অব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্ম্মান্তরং তেন ধর্ম্মান্তরেণ অয়ম্ অসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সত এব কার্য্যস্য কারণরূপেণ অনন্যস্য। কথম্ এতদ্ অবগম্যতে ? বাক্যশেষাৎ। যদুপক্রমে সন্দিগ্ধার্থং বাক্যং তচ্ছেষাৎ নিশ্চীয়তে। ইহ চ তাবৎ—

"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১)

ইতি অসচ্ছব্দেন উপক্রমে নির্দ্দিষ্টং যৎ, তদেব পুনঃ তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য সদিতি বিশিনষ্টি "তৎ সদ্ আসীৎ" ইতি ; অসতশ্চ পূর্ব্বাপরকালাসম্বন্ধাৎ আসীৎ—শব্দানুপপত্তেশ্চ।

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈঃ ২।৭।১)

ইত্যত্রাপি—

"তদ্ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত"

ইতিবাক্যশেষে বিশেষণাৎ ন অত্যন্তাসত্ত্বম্। তস্মাৎ ধর্ম্মান্তরেণৈব অয়ম্ অসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য। নামরূপব্যাকৃতং হি বস্তু সচ্ছব্দার্হং লোকে প্রসিদ্ধম্। অতঃ প্রাক্ নামরূপব্যাকরণাৎ অসদিব আসীৎ ইতি উপচর্য্যতে ।১৭

ভাষ্যানুবাদ।

[সূত্রার্থ—অসতের ব্যপদেশবশতঃ উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না যদি বল, তাহা হইলে বলিব—না তাহা নহে, অর্থাৎ কার্য্য অত্যন্ত অসৎ নহে, যেহেতু ধর্ম্মান্তরের দ্বারা ব্যপদেশ হইয়াছে। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে কার্য্যথাকিলেও অন্য ধর্ম্ম অনুসারে অসৎ বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে, পরবর্ত্তী বাক্য হইতে ইহা জানা যায়।]

শ্রুত্যর্থে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন।

যদি বল উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্ত্বও শ্রুতি কোনস্থলে বলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। যথা—অসদেবেদমগ্র আসীৎ (ছাঃ ৩।১৯।১) অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ (তৈঃ ২।৭।১) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎই ছিল, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ ছিল।

অতএব 'অসদ্ব্যপদেশবশতঃ অর্থাৎ 'অসৎ ছিল' এই কথা বলায় উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে না ইত্যাদি, তাহা হইলে আমরা বলি, না, ইহা বলিতে পার না। কারণ, এই যে অসদ্ব্যপদেশ অর্থাৎ অসতের

* এ সূত্রেও প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহাও অধিকরণারম্ভক সূত্র হইল না। ইহার মধ্যে "অসদ্ ব্যপদেশাৎ ইতি চেৎ" এই অংশটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র এবং "ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ" এই অংশটী সিদ্ধান্তপক্ষ। অতএব ইহাতে কার্য্যকারণের অভেদবিষয়ক একটী সন্দেহ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করা হইল বুঝিতে হইবে।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥১৮

ভাষ্যানুবাদ।

উল্লেখ, ইহা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অত্যন্তাসত্ত্ব অভিপ্রায়ে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে অসত্ত্বের অভিপ্রায়ে নহে, অর্থাৎ কার্য্য একেবারেই ছিল না—একথা বলিবার জন্য নহে। তবে কি? ব্যাকৃতনামরূপত্ব অর্থাৎ যাহার নাম ও রূপ ব্যাকৃত অর্থাৎ স্পষ্ট, তাহার ধর্ম্ম হইতে অব্যাকৃতনামরূপত্ব অর্থাৎ যাহার নাম ও রূপ ব্যাকৃত হয় নাই, তাহার ধর্ম্মটী অন্যধর্ম্ম। সেই অন্যধর্ম্মের দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণস্বরূপে কারণের সহিত অভিন্ন সংস্বরূপ কার্য্যেরই এই অসদ্ব্যপদেশ অর্থাৎ অসৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি বল কি করিয়া ইহা বুঝিলে? তাহা হইলে বলিব—বাক্যশেষ হইতে ইহা বুঝা গিয়াছে। যথা—উপক্রমে যে সন্দিগ্ধার্থবাক্য থাকে অর্থাৎ যাহার অর্থে সন্দেহ হয়, তাহা শেষের বাক্য হইতে নিশ্চয় হয়। এখানেও—

"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১)

অর্থাৎ "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎই ছিল" এই অসৎ শব্দের দ্বারা যাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকেই আবার তৎশব্দের দ্বারা পরামর্শ করিয়া "সৎ" এই বলিয়া বিশেষ করিতেছেন, যথা—তৎসদাসীৎ অর্থাৎ জগৎ সৎস্বরূপ ছিল এবং অসতের পূর্ব্বাপর কালসম্বন্ধ অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় "আসীৎ" অর্থাৎ ছিল এই শব্দের অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ আসীৎ এই শব্দটীও সঙ্গত হয় না।

"অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈঃ ২।৭।১)

অর্থাৎ "অগ্রে ইহা অসৎ ছিল" এখানেও

"তৎ আত্মানম্ স্বয়ম্ অকুরুত" (তৈঃ ২।৭।১)

অর্থাৎ "সেই ব্রহ্ম স্বয়ং নিজেকে (জগৎরূপে) করিয়াছিলেন" বাক্যশেষে এই বিশেষণ থাকায় কার্য্যের সম্পূর্ণভাবে অসত্ত্ব ছিল না। অতএব অন্য ধর্ম্মরূপেই উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের এই অসদ্ব্যপদেশ অর্থাৎ অসৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, নাম ও রূপদ্বারা ব্যাকৃত অর্থাৎ স্পষ্টীকৃত বস্তু "সৎ" শব্দের যোগ্য বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব নামরূপের ব্যাকরণের পূর্ব্বে জগৎ যেন ছিল না, এই বলিয়া উপচার করা হইয়াছে।১৭

ভামতী।

ব্যাকৃতত্বাব্যাকৃতত্বে চ ধর্ম্মৌ অনির্ব্বচনীয়ৌ। সূত্রম্ এতৎ নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্ ॥১৭

বেদান্তকল্পতরু।

ব্যাকৃতনামরূপত্বাদিতি ভাষ্যে ব্যক্তাব্যক্তস্বীকৃতেঃ সাংখ্যবাদাপাতঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"ব্যাকৃতত্বে"তি ॥১৭

ভামতীর অনুবাদ।

ব্যাকৃতত্ব ও অব্যাকৃতত্ব এই ধর্ম্ম দুইটি অনির্ব্বচনীয়। এই সূত্রটি স্পষ্ট করিয়া ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।১৭

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥১৮ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

যুক্তেশ্চ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বম্ অনন্যত্বং চ কারণাদ্ অবগম্যতে, শব্দান্তরাচ্চ। যুক্তিস্তাবৎ বর্ণ্যতে দধিঘটরুচকাদ্যর্থিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমৃত্তিকাসুবর্ণাদীনি উপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্যন্তে। ন হি দধ্যর্থিভিঃ মৃত্তিকা উপাদীয়তে, ন ঘটার্থিভিঃ ক্ষীরং, তৎ অসৎকার্য্যবাদে ন উপপদ্যেত। অবিশিষ্টে হি প্রাগুৎপত্তেঃ সর্ব্বস্য সর্ব্বত্র অসত্ত্বে কস্মাৎ ক্ষীরাদেব দধি উৎপদ্যতে, ন মৃত্তিকায়াঃ? মৃত্তিকায়া এব চ ঘট উৎপদ্যতে, ন ক্ষীরাৎ। অথ অবিশিষ্টেঽপি প্রাক্ অসত্ত্বে ক্ষীরে এব দধ্নঃ কশ্চিৎ অতিশয়ঃ ন মৃত্তিকায়াং, মৃত্তিকায়ামেব চ ঘটস্য কশ্চিৎ অতিশয়ঃ, ন ক্ষীরে ইত্যুচ্যেত, তর্হি অতিশয়বত্ত্বাৎ প্রাগবস্থায়াঃ অসৎকার্য্যবাদহানিঃ সৎকার্য্যবাদসিদ্ধিশ্চ। শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্য-

* এ সূত্রটীতেও প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র নহে। কেবল পঞ্চম্যন্ত পদ থাকায় ইহা কার্য্য ও কারণের অনন্যত্বের প্রতি হেতুর বোধক মাত্র।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিয়মার্থা কল্প্যমানা ন অন্যা অসতী বা কার্য্যং নিষচ্ছেৎ, অসত্ত্বাবিশেষাৎ অন্যত্বা-বিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চ আত্মভূতং কার্য্যম্। অপি চ কার্য্য-কারণয়োঃ দ্রব্যগুণাদীনাং চ অশ্বমহিষবৎ ভেদবুদ্ধ্যভাবাৎ তাদাত্ম্যম্ অভ্যুপগন্তব্যম্। সমবায়কল্পনায়ামপি সমবায়স্য সমবায়িভিঃ সম্বন্ধে অভ্যুপগম্যমানে তস্য তস্য অন্যোন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্যঃ, ইতি অনবস্থাপ্রসঙ্গঃ। অনভ্যুপগম্যমানে চ বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অথ সমবায়ঃ স্বয়ংসম্বন্ধরূপত্বাৎ অনপেক্ষ্য এব অপরং সম্বন্ধং সম্বধ্যতে, সংযোগোঽপি তর্হি স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাৎ অনপেক্ষ্য এব সমবায়ং সম্বধ্যেত। তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ দ্রব্যগুণাদীনাং সমবায়কল্পনানর্থক্যম্। কথং চ কার্য্যম্ অবয়বিদ্রব্যং কারণেষু অবয়বদ্রব্যেষু বর্ত্তমানং বর্ত্তেত? কিং সমস্তেষু অবয়বেষু বর্ত্তেত উত প্রত্যবয়বম্। যদি তাবৎ সমস্তেষু বর্ত্তেত, তত অবয়ব্যনুপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত, সমস্তাবয়বসন্নিকর্ষস্য অশক্যত্বাৎ। ন হি বহুত্বং সমস্তেষু আশ্রয়েষু বর্ত্তমানং ব্যস্তাশ্রয়গ্রহণেন গৃহ্যতে। অথ অবয়বশঃ সমস্তেষু বর্ত্তেত তদাপি আরম্ভকাবয়বব্যতিরেকেণ অবয়বিনঃ অবয়বাঃ কল্প্যেরন্ যৈঃ আরম্ভকেষু অবয়বেষু অবয়বশঃ অবয়বী বর্ত্তেত, কোশাবয়বব্যতিরিক্তৈর্হি অবয়বৈঃ অসিঃ কোশং ব্যাপ্নোতি। অনবস্থা চ এবং প্রসজ্যেত। তেষু তেষু অবয়বেষু বর্ত্তয়িতুম্ অন্যেষাম্ অন্যেষাম্ অবয়বানাং কল্পনীয়ত্বাৎ। অথ প্রত্যবয়বং বর্ত্তেত, তদা একত্র ব্যাপারে অন্যত্র অব্যাপারঃ স্যাৎ। ন হি দেবদত্তঃ স্রুঘ্নে সন্নিধীয়মানঃ তদহরেব পাটলিপুত্রেঽপি সন্নিধীয়তে। যুগপৎ অনেকত্র বৃত্তৌ অনেকত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরিব স্রুঘ্নপাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ। গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তেঃ ন দোষ ইতি চেৎ? ন, তথা প্রতীত্যভাবাৎ। যদি গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তঃ অবয়বী স্যাৎ, যথা গোত্বং প্রতিব্যক্তি প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে, এবম্ অবয়বী অপি প্রত্যবয়বং প্রত্যক্ষং গৃহ্যেত, ন চ এবং নিয়তং গৃহ্যতে। প্রত্যেকপরি-সমাপ্তৌ চ অবয়বিনঃ কার্য্যেণ অধিকারাৎ তস্য চ একত্বাৎ শৃঙ্গেণাপি স্তনকার্য্যং কুর্য্যাৎ, উরসা চ পৃষ্ঠকার্য্যম্, ন চ এবং দৃশ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ। যুক্তি ও অন্য শ্রুতিবাক্যদ্বারা প্রতিপাদন।

আর যুক্তি ও শব্দান্তর হইতে অর্থাৎ অন্যশ্রুতিবাক্যবশতঃও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্ত্ব অর্থাৎ অস্তিত্ব এবং কারণ হইতে অনন্যত্ব অর্থাৎ কার্য্যের অভেদ বুঝা যাইতেছে। যুক্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা দধি-ঘটরুচকাদ্যর্থিগণকর্ত্তৃক অর্থাৎ যাঁহারা দধি ঘট রুচক (কণ্ঠভূষণ) প্রভৃতির প্রয়োজন মনে করেন, সেই সকল ব্যক্তিকর্ত্তৃক দুগ্ধ মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতি প্রতিনিয়ত কারণ সকল উপাদীয়মান হয়, অর্থাৎ এক একটী কার্য্যের জন্য এক একটী কারণ গ্রহণ করা হইয়া থাকে ইহা লোকে দেখা যায়। কারণ, দধিপ্রার্থীকর্ত্তৃক মৃত্তিকা গৃহীত হয় না এবং ঘটার্থিগণকর্ত্তৃক ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধ গৃহীত হয় না, তাহা অর্থাৎ কার্য্যার্থীর প্রতিনিয়ত কারণের উপাদান, অসৎকার্য্যবাদে অর্থাৎ যাঁহারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ বলেন, অর্থাৎ থাকে না বলেন, তাঁহাদের মতে উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, অবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ কোন বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সকলের সর্ব্বত্র অসত্ত্বে, অর্থাৎ সকল বস্তু যদি সব জায়গায় অর্থাৎ কোথাও না থাকে, তাহা হইলে ক্ষীর হইতে কেন দধি উৎপন্ন হয়? মৃত্তিকা হইতে কেন হয় না? এবং মৃত্তিকা হইতেই ঘট উৎপন্ন হয়, দুগ্ধ হইতে কেন হয় না?। আর পূর্ব্বে অসত্ত্বের অবিশিষ্ট হইলেও অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে বস্তুর অসত্ত্বে অর্থাৎ অস্তিত্বাভাবে কোন বিশেষ না থাকিলেও দুগ্ধেতেই দধির কোন অতিশয় অর্থাৎ ধর্ম্মবিশেষ থাকে মৃত্তিকাতে থাকে না, এবং মৃত্তিকাতেই ঘটের কোন অতিশয় থাকে দুগ্ধে থাকে না—এইরূপ যদি বল, তাহা হইলে প্রাগবস্থার অতিশয়বত্ত্ব-

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

ভাষ্যানুবাদ।

প্রযুক্ত অর্থাৎ অতিশয়কে যদি কার্য্যধর্ম্ম বল, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থারূপ দধিপ্রভৃতি কার্য্য, অতিশয় রূপধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় (কারণ, ধর্ম্মী না থাকিলে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না) অসৎকার্য্যবাদ ভঙ্গ হইল, এবং সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইল। আর কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা অর্থাৎ কার্য্যের নিয়মের জন্য যদি কারণের শক্তি কল্পনা কর, অর্থাৎ অতিশয়কে যদি কারণের ধর্ম্ম বল, তাহা হইলে তাহা কার্য্য ও কারণ অপেক্ষা অন্যা হইলে, অর্থাৎ ভিন্ন হইলে, অথবা অসতী হইলে অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপে বিদ্যমান না থাকিলে কার্য্যকে নিয়মিত করিত না, অর্থাৎ এই কারণ হইতে এই কার্য্য হয়, এইরূপ নিয়মিত ব্যবস্থা হইত না। কারণ, অসত্ত্বের অর্থাৎ অভাবের কোন বিশেষ নাই এবং অন্যত্ব অর্থাৎ ভেদেরও কোন বিশেষ নাই; অর্থাৎ শক্তি যদি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন, অথবা কার্য্যস্বরূপে কারণে অবিদ্যমান কোন বস্তু হইত, তাহা হইলে সেইরূপ যে কোন বস্তুই কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারিত। অতএব **কারণের আত্মভূত অর্থাৎ স্বরূপই শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত অর্থাৎ স্বরূপই কার্য্য—ইহাই স্বীকার্য্য।**

আরও কার্য্য ও কারণের এবং দ্রব্য ও গুণাদির অশ্বমহিষাদির মত ভেদবুদ্ধির অভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভেদজ্ঞান না থাকায় উভয়ের তাদাত্ম্য স্বীকার করা উচিত। **সমবায়সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও** সমবায়ের সমবায়ীর সহিত অর্থাৎ যাহাতে সমবায় সম্বন্ধ থাকে, তাহার সহিত, সম্বন্ধ অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকার করিলে তাহার অন্য সমবায় সম্বন্ধ, তাহার আবার অন্য সমবায়সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে; এইরূপে **অনবস্থা দোষ** হইয়া পড়ে। আর সমবায়ীর সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ অনভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ স্বীকার না করিলে কার্য্যকারণ ও দ্রব্যগুণের বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে।

আর যদি বল, সমবায় স্বয়ং সম্বন্ধস্বরূপ বলিয়া অপর সম্বন্ধকে অপেক্ষা না করিয়াই সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ হয় অর্থাৎ মিলিত হয়, তাহা হইলে সংযোগরূপ গুণটীও স্বয়ং সম্বন্ধস্বরূপ বলিয়া সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা না করিয়াই সম্বন্ধীর সহিত সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু গুণ গুণীতে সমবায় সম্বন্ধেই থাকে বলা হয়। আর **তাদাত্ম্য** অর্থাৎ তৎস্বরূপ অর্থাৎ অভেদপ্রতীতি হয় বলিয়া দ্রব্যের সহিত গুণাদির সমবায়সম্বন্ধ কল্পনাকরা বৃথা। আর কার্য্যরূপ অবয়বিদ্রব্য, কারণস্বরূপ অবয়বদ্রব্যে কি প্রকারে বর্ত্তমান থাকে? তাহা কি সমস্ত অবয়বে স্বরূপতঃ বর্ত্তমান থাকে? অথবা প্রত্যেক অবয়বে বর্ত্তমান থাকে?

যদি বল অবয়বী সমস্ত অবয়বে স্বরূপতঃ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে অবয়বীর অনুপলব্ধি হইয়া পড়ে; কারণ, সমস্ত অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়সম্পর্ক করিতে পারা যায় না। কারণ, সমস্ত আশ্রয়ে বর্ত্তমান বহুত্বকে ব্যস্তাশ্রয়গ্রহণদ্বারা অর্থাৎ এক-একটি আশ্রয়ের জ্ঞানদ্বারা জানা যায় না। সেইরূপ সমস্ত অবয়বে বর্ত্তমান অবয়বীও ব্যস্তাশ্রয়গ্রহণদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, সমস্ত অবয়বের জ্ঞান অসম্ভব, অতএব অবয়বীর জ্ঞানও কখনই হইবে না।

আর যদি বল, সমস্ত অবয়বে এক-একটি অবয়বদ্বারা অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও আরম্ভক অবয়ব ব্যতিরিক্ত অবয়বীর অবয়বসমূহ কল্পনা করিতে হইবে, যে অতিরিক্ত অবয়বসমূহদ্বারা আরম্ভক অবয়ব-সমূহে অবয়বশঃ অবয়বী বর্ত্তমান থাকিবে। (কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়) কোশাবয়ব ভিন্ন অবয়বদ্বারা অসি কোশে ব্যাপ্ত থাকে অর্থাৎ বর্ত্তমান থাকে।

আর এরূপ হইলে অর্থাৎ আরম্ভক-অবয়বভিন্ন-অবয়বদ্বারা অবয়বী-আরম্ভক অবয়বে থাকে, ইহা বলিলে, অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ কল্পিত অনন্ত অবয়বদ্বারা ব্যবধান হয় বলিয়া প্রকৃত অবয়বী বহুদূরে যাইয়া পড়ে, অতএব তোমরা যে বল "কাপড় তন্তুতে থাকে" ইহা আর হইতে পারিল না)।

আর যদি বল প্রতি অবয়বে অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে এক অবয়বে কোন ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া হইলে অন্য অবয়বে ক্রিয়া হইবে না। কারণ, দেবদত্ত স্রুঘ্নে অর্থাৎ মথুরা সন্নিকট নগরে থাকিয়া সেই দিনই পাটলীপুত্রে অর্থাৎ পাটনাতে থাকিতে পারে না।

আর যদি বল, যুগপৎ অর্থাৎ এককালেই বহুস্থলে থাকে, তাহা হইলে অবয়বী বহু হইয়া পড়ে। যেমন স্রুঘ্ন এবং পাটলিপুত্র নিবাসী দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত দুইজনই, একজন নহে।

যদি বল গোত্বজাতি যেমন প্রত্যেকে পরিসমাপ্ত অর্থাৎ এক হইয়াও প্রতিগোব্যক্তিতে থাকে, সেইরূপ অবয়বী এক হইয়াও প্রত্যেক অবয়বে থাকে, অতএব দোষ হইল না। তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, সেরূপ প্রতীতি হয় না। যদি গোত্বাদির মত অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে পরিসমাপ্ত হইত, অর্থাৎ

১৩

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

ভাষানুবাদ।

থাকিত—যেমন গোত্ব প্রতিব্যক্তিতে প্রত্যক্ষরূপে গৃহীত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক গোব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ অবয়বীও প্রতি অবয়বে প্রত্যক্ষ দেখা যাইত, কিন্তু এইরূপ ত নিয়মিতভাবে দেখা যায় না। অর্থাৎ সমস্তবস্ত্রখানি এক-একটী সূত্রে থাকে—এরূপ প্রতীতি হয় না। অবয়বীর প্রত্যেক পরিসমাপ্তি হইলে অর্থাৎ অবয়বী যদি প্রত্যেক অবয়বে থাকিত, তাহা হইলে কার্য্যের সহিত অবয়বীর অধিকারবশতঃ অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকায় এবং সেই অবয়বী এক হওয়ায় শৃঙ্গের দ্বারা স্তনকার্য্য করিত এবং বক্ষঃদ্বারা পৃষ্ঠকার্য্য করিত। অর্থাৎ প্রত্যেক অবয়বে যদি এক অবয়বী থাকে, তাহা হইলে গোব্যক্তিরূপ এক অবয়বী শৃঙ্গেও আছে এবং স্তনেও আছে, অতএব শৃঙ্গদ্বারা স্তনের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। অথচ এরূপ ত দেখা যায় না।

ভামতী।

"অতিশয়বত্ত্বাৎ প্রাগবস্থায়া" ইতি। অতিশয়ো হি ধর্ম্মো, ন অসতি অতিশয়বতি কার্য্যে ভবিতুম্ অর্হতি ইতি। নন্বু ন কার্য্যস্য অতিশয়ো নিয়মহেতুঃ, অপি তু কারণস্য শক্তিভেদঃ, স চ অসতি অপি কার্য্যে কারণস্য সত্ত্বাৎ সন্ এব, ইত্যত আহ—"শক্তিশ্চ" ইতি। ন অন্যা কার্য্যকারণাভ্যাম্, নাপি অসতী কার্য্যাত্মনা ইতি যোজনা। "অপি চ কার্য্যকারণয়োঃ" ইতি। যদ্যপি "ভাবাচ্চ উপলব্ধেঃ" ইত্যত্র অয়ম্ অর্থ উক্তঃ, তথাপি সমবায়দূষণায় পুনঃ অবতারিতঃ। "অনভ্যুপগম্যমানে চ" সমবায়স্য সমবায়িভ্যাং সম্বন্ধে বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, অবয়বাবয়বিদ্রব্যগুণাদীনাং মিথঃ। ন হি অসম্বদ্ধঃ সমবায়িভ্যাং সমবায়ঃ সমবায়িনৌ সম্বন্ধয়েৎ ইতি। শঙ্কতে—'অথ সমবায়ঃ স্বয়ম্' ইতি। যথা হি সত্ত্বযোগাৎ দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি সন্তি, সত্ত্বং তু স্বভাবতঃ এব সৎ, ইতি ন সত্ত্বান্তরযোগম্ অপেক্ষতে, তথা সমবায়ঃ সমবায়িভ্যাং সম্বন্ধঃ ন সম্বন্ধান্তরযোগম্ অপেক্ষতে, স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাৎ ইতি। তদেতৎ সিদ্ধান্তান্তরবিরোধাপাদনেন নিরাকরোতি "সংযোগোঽপি তর্হি" ইতি। ন চ সংযোগস্য কার্য্যত্বাৎ কার্য্যস্য চ সমবায়িকারণাধীনজন্মত্বাৎ অসমবায়ে চ তদনুপপত্তেঃ সমবায়কল্পনা সংযোগে ইতি বাচ্যম্, অজসংযোগে তদভাবপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ সম্বন্ধ্যধীননিরূপণঃ সমবায়ঃ যথা সম্বন্ধিদ্বয়ভেদে ন ভিদ্যতে, তন্নাশে চ ন নশ্যতি, অপি তু নিত্যঃ একঃ এব, এবং সংযোগোঽপি ভবেৎ, ততঃ কো দোষঃ ?। অথ এতৎ প্রসঙ্গভিয়া সংযোগবৎ সমবায়োঽপি প্রতিসম্বন্ধিমিথুনং ভিদ্যতে চ অনিত্যশ্চ ইতি অভ্যুপেয়তে, তথা সতি যথা একস্মাৎ নিমিত্তকারণাদেব জায়তে, এবং সংযোগোঽপি নিমিত্তকারণদেব জনিষ্যতে ইতি সমানম্। "তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ" ইতি। সম্বন্ধাবগমো হি সম্বন্ধকল্পনাবীজং, ন তাদাত্ম্যাবগমঃ। তস্য নানাত্বৈকাশ্রয়সম্বন্ধবিরোধাৎ ইতি। বৃত্তিবিকল্পেন অবয়বাতিরিক্তম্ অবয়বিনং দূষয়তি "কথং চ কার্য্যম্" ইতি। "সমস্ত" ইতি। মধ্যপরভাগয়োঃ অর্বাগ্‌ভাবব্যবহিতত্বাৎ। অথ সমস্তাবয়বব্যাসঙ্গী অপি কতিপয়াবয়বস্থানো গ্রহীষ্যতে ইত্যত আহ—"ন হি বহুত্বম্" ইতি। "অথ অবয়বশঃ" ইতি। বহুত্বসংখ্যা হি স্বরূপেণৈব ব্যাসজ্য সংখ্যেয়েষু বর্ত্ততে ইতি একতমসংখ্যেয়াগ্রহণেঽপি ন গৃহ্যতে, সমস্তব্যাসঙ্গিত্বাৎ তদ্রূপস্য। অবয়বী তু ন স্বরূপেণ অবয়বান্ ব্যাপ্নোতি, অপি তু অবয়শঃ। তেন যথা সূত্রম্ অবয়বৈঃ কুসুমানি ব্যাপ্নুবৎ ন সমস্তকুসুমগ্রহণম্ অপেক্ষতে, কতিপয়কুসুমস্থানস্যাপি তস্য উপলব্ধেঃ, এবম্ অবয়বী অপি ইতি ভাবঃ। নিরাকরোতি—"তদাপি" ইতি। শঙ্কতে—"গোত্বাদিবৎ" ইতি। নিরাকরোতি "ন" ইতি। যদ্যপি গোত্বস্য সামান্যস্য বিশেষা অনির্ব্বাচ্যা ন পরমার্থসন্তঃ তথা চ ক্ব অস্য প্রত্যেকপরিসমাপ্তিরিতি, তথাপি অভ্যুপেত্য ইদম্ উদিতম্ ইতি মন্তব্যম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

'ন অন্যা অসতী' ইতি ভাষ্যে অসতি ইতি ছেদঃ। কার্য্যরূপেণ চ সত্ত্বং শক্তেঃ আপাদ্যতে তথা সতি হি কার্য্যস্য অসত্ত্বপ্রতিক্ষেপঃ সিধ্যতি ইতি মন্বানঃ আহ—নাপি অসতীতি। ভাবাচ্চ ইতি দ্বিতীয়পাঠব্যাখ্যায়াং কারণাতিরেকেণ কার্য্যানুপলম্ভস্য উক্তত্বাৎ পুনরুক্তিম্ আশঙ্ক্য আহ—যদ্যপি ইতি। স্বপরনির্ব্বাহকত্বাৎ সমবায়ঃ সম্বন্ধান্তরানপেক্ষশ্চেৎ সংযোগোঽপি নাপেক্ষেত ইতি প্রতিবন্দী,

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।১৮]

বেদান্তকল্পতরু।

সা সংযোগস্য কার্য্যত্বরূপবিশেষাৎ সযুক্তা ইতি আশঙ্ক্য নিত্যে আত্মাকাশসংযোগে তস্য অসিদ্ধিঃ আহ—অজেতি। অজসংযোগঃ অনিচ্ছন্তঃ প্রতি সর্ব্বত্র অসিদ্ধিম্ আহ—অপিচেতি। অস্তু সংযোগনিত্যত্বাভাবায় সমবায়োঽপি অনিত্যঃ, তথাপি ন অনবস্থা, সমবায়স্য সমবায়িকারণানভ্যুপগমেন নিমিত্তকারণমাত্রাৎ তদুৎপত্তেঃ সমবায়ান্তরাপ্রসঙ্গাদিতি আশঙ্ক্য আহ—তথা সতি ইতি। ততঃ সংযোগস্য সমবায়িকারণমিচ্ছতা সমবায়স্যাপি তৎ এষ্টব্যম্ ইতি অনবস্থা তদবস্থৈব ইত্যর্থঃ। নানাত্বেন সহ এক আশ্রয়ো যস্য স সম্বন্ধঃ তথোক্তঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

"অতিশয়বত্ত্বাৎ প্রাগবস্থায়াঃ" এই ভাষ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—যেহেতু অতিশয় শব্দের অর্থ ধর্ম্ম, তাহা অতিশয়বিশিষ্ট কার্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মী না থাকিলে থাকিতে পারে না। যদি বল, অতিশয়, কার্য্যের নিয়মের কারণ নহে, কিন্তু কারণের শক্তিবিশেষ এবং তাহা কার্য্য না থাকিলেও কারণ থাকায় সৎই অর্থাৎ আছেই। এই জন্য **"শক্তিশ্চ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। **"নান্যা"** ইহার অর্থ—কার্য্য ও কারণ হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ নহে এবং **"অসতী"** ইহার অর্থ—কার্য্যাত্মনা অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপে অবিদ্যমানও নহে। এইরূপেই ভাষ্য-যোজনা করিতে হইবে। অপিচ **"কার্য্যকারণয়োঃ"** এই ভাষ্যগ্রন্থস্থলে বক্তব্য এই যে, যদিও **ভাবাচ্চ উপলব্ধেঃ** এই সূত্রব্যাখ্যাস্থলে এই অর্থই বলা হইয়াছে, তথাপি সমবায় নিরাসের জন্য পুনর্ব্বার অবতারণা করিয়াছেন। আর সমবায়িদ্বয়ের সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে অবয়ব-অবয়বী দ্রব্যগুণপ্রভৃতির পরস্পর বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে। কারণ, সমবায় সমবায়িদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধবিহীন হইয়া সমবায়িদ্বয়কে মিলিত করিতে পারে না। **অথ সমবায়ঃ স্বয়ং** এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। যেমন সত্ত্বের সহিত যোগ থাকায় দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম সৎ হইয়াছে, কিন্তু সত্ত্ব স্বাভাবিকই সৎ বলিয়া অন্যসত্ত্বের সহিত যোগকে অপেক্ষা করে না, সেইরূপ সমবায় সমবায়িদ্বয়ের মিলিত হইবার জন্য অন্যসম্বন্ধের যোগকে অপেক্ষা করে না; কারণ, সে নিজেই সম্বন্ধস্বরূপ। অন্য সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে—এইরূপ আপাদনের দ্বারা **সংযোগোঽপি তর্হি** এই গ্রন্থে এই যুক্তির নিরাস করিতেছেন। আর ইহাও বলিতে পারেন না যে, সংযোগপদার্থ কার্য্য বলিয়া এবং কার্য্যপদার্থ সমবায়িকারণবশতঃ জন্মে বলিয়া আর সমবায় ব্যতীত তাহার জন্ম হইতে পারে না বলিয়া সংযোগে সমবায় কল্পনা করিতে হয়। কারণ, অজসংযোগে অর্থাৎ যে সংযোগ জন্মে না, অর্থাৎ যাহা নিত্য-সংযোগ যেমন আত্মা আকাশ প্রভৃতি বিভু অর্থাৎ অতিবৃহৎবস্তুদ্বয়ের সংযোগে, তাহার অর্থাৎ সমবায়ের অভাব হইয়া পড়ে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা আকাশ প্রভৃতি বিভুদ্বয়ের সংযোগকে অজসংযোগ বা নিত্যসংযোগ বলে, বিভুদ্বয়ের ক্রিয়া নাই বলিয়া অজসংযোগ জন্মে না, সুতরাং তাহার জন্য সমবায় স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? আরও সম্বন্ধাধীন নিরূপণ অর্থাৎ সম্বন্ধিবশতঃ যাহার নিরূপণ হয়, সেই সমবায় যেমন সম্বন্ধিদ্বয়ের ভেদ হইলেও ভিন্ন হয় না, এবং তাহার অর্থাৎ সম্বন্ধিদ্বয়ের নাশ হইলেও নষ্ট হয় না, কিন্তু নিত্য এবং একই থাকে, সংযোগও এইরূপ হইবে—তাহাতে দোষ কি? আর এই আপত্তির ভয়ে যদি স্বীকার করেন যে, সংযোগের মত সমবায়ও প্রত্যেক সম্বন্ধিদ্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন এবং অনিত্য, তাহা হইলে (সমবায়) যেমন এক নিমিত্তকারণ হইতেই জন্মে, এইরূপ সংযোগও নিমিত্তকারণ হইতেই জন্মিবে; ইহা উভয়েরই সমান। **"তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ"**; এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানই সম্বন্ধকল্পনার কারণ হয়, তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদজ্ঞান কারণ নহে; যেহেতু তাহা নানাত্বৈকাশ্রয়সম্বন্ধের বিরুদ্ধ, অর্থাৎ অনেকত্বের আশ্রয়েই সম্বন্ধ থাকে, যেমন ঘট পট উভয়ে এক পদার্থ নহে, সুতরাং অনেক, অতএব তাহাতে অনেকত্ব আছে এবং সংযোগসম্বন্ধও আছে, কিন্তু যেখানে অনেকত্ব নাই কেবল একত্ব আছে, সেখানে সংযোগসম্বন্ধ নাই। অভেদপ্রতীতিস্থলে অনেকত্ব না থাকায় সম্বন্ধও থাকিবে না, অতএব তাদাত্ম্য বস্তু সম্বন্ধ পদার্থের বিরুদ্ধ। বৃত্তিবিকল্পদ্বারা অর্থাৎ অবয়বদ্রব্যে অবয়বিদ্রব্যের বর্ত্তমানতার বিবিধকল্পনা অর্থাৎ অবয়ব কোন্ কোন্ স্থলে থাকে? এই বিষয়ে বিবিধকোটি করিয়া তাহার দ্বারা যাঁহারা অবয়বাতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করেন, **কথং চ কার্য্যম্** এই গ্রন্থদ্বারা তাঁহাদের মতে দোষ দিতেছেন। **সমস্তাবয়ব** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু দ্রব্যের মধ্যভাগ ও পরভাগ নিম্নভাগের দ্বারা ব্যবহিত হয়।

আর যদি বল, অবয়বী সমস্ত অবয়বে ব্যাসঙ্গী অর্থাৎ ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া থাকিলেও কতিপয় অবয়বে থাকে বলিয়া গৃহীত, অর্থাৎ জ্ঞাত হইবে, এইজন্য **ন হি বহুত্বং** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। (যে বস্তু কেবল একটি পদার্থে থাকে না, কিন্তু অনেক পদার্থে থাকে, যেমন দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা, তাহাকে ব্যাসজ্যবৃত্তি পদার্থ বলে।) **অথ অবয়বশঃ** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, বহুত্ব সংখ্যা স্বরূপতঃই ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া সংখ্যেয়

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

ভামতীর অনুবাদ।

অর্থাৎ যাহাতে সংখ্যা থাকে তাহাতে থাকে, অতএব সকল সংখ্যেয় পদার্থের মধ্যে একটীর জ্ঞান না হইলেও জানা যায় না; কারণ, বহুত্বসংখ্যা সমস্ত সংখ্যেয়ে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অবয়বী স্বরূপতঃ অবয়ব সকলে ব্যাপ্ত হয় না, কিন্তু এক একটি অবয়বদ্বারা ব্যাপ্ত হয়। অতএব যেমন সূত্র অবয়ব সকল দ্বারা কুসুম সকলে ব্যাপ্ত হয়, অথচ সমস্ত কুসুম জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। কারণ, সেই সূত্রটি কতিপয় কুসুমে থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয়, এইরূপ অবয়বীও। তদাপি এই গ্রন্থদ্বারা নিরাস করিতেছেন। গোত্বাদিবৎ এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ন এই গ্রন্থদ্বারা নিরাস করিতেছেন। যদিও গোত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মের বিশেষ অর্থাৎ গোব্যক্তি সকল অনির্ব্বচনীয়, বাস্তবিক সত্য নহে, তাহা হইলে আর ইহার অর্থাৎ গোত্বের প্রত্যেকে পরিসমাপ্তি হইল কোথায়? তথাপি গোব্যক্তির বাস্তবিক সত্যতা স্বীকার করিয়াই ইহা বলিয়াছেন—জানিবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রাগুৎপত্তেশ্চ কার্য্যস্য অসত্ত্বে উৎপত্তিঃ অকর্তৃকা নিরাত্মিকা চ স্যাৎ। উৎপত্তিশ্চ নাম ক্রিয়া, সা সকর্তৃকা এব ভবিতুম্ অর্হতি, গত্যাদিবৎ। ক্রিয়া চ নাম স্যাৎ অকর্তৃকা চ ইতি বিপ্রতিষিধ্যেত। ঘটস্য চ উৎপত্তিঃ উচ্যমানা ন ঘটকর্তৃকা, কিং তর্হি? অন্যকর্তৃকা ইতি কল্প্যা স্যাৎ। তথা কপালাদীনাম্ অপি উৎপত্তিঃ উচ্যমানা অন্যকর্তৃকা এব কল্প্যেত। তথাচ সতি ঘট উৎপদ্যতে ইতি উক্তে কুলালাদীনি কারণাণি উৎপদ্যন্তে ইত্যুক্তং স্যাৎ। ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিঃ ইত্যুক্তে কুলালাদীনাম্ অপি উৎপদ্যমানতা প্রতীয়তে। উৎপন্নতা প্রতীতেশ্চ। অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধঃ এব উৎপত্তিঃ আত্মলাভশ্চ কার্য্যস্য ইতি চেৎ? কথম্ অলব্ধাত্মকং সম্বধ্যেত ইতি বক্তব্যম্। সতোর্হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, ন সদসতোঃ অসতো র্বা। অভাবস্য চ নিরুপাখ্যত্বাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ ইতি মর্য্যাদাকরণম্ অনুপপন্নম্; সতাং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মর্য্যাদা দৃষ্টা ন অভাবস্য। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভুব প্রাক্ পূর্ণবর্ম্মণঃ অভিষেকাৎ ইত্যেবংজাতীয়কেন মর্য্যাদাকরণেন নিরুপাখ্যো বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভুব ভবতি, ভবিষ্যতি, ইতি বা বিশিষ্যতে। যদি চ বন্ধ্যাপুত্রোঽপি কারকব্যাপারাৎ ঊর্দ্ধম্ অভবিষ্যৎ তত ইদমপি উপাপৎস্যত, কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাৎ ঊর্দ্ধং ভবিষ্যতীতি। বয়ং তু পশ্যামো, বন্ধ্যাপুত্রস্য কার্য্যাভাবস্য চ অভাবত্বাবিশেষাৎ যথা বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাৎ ঊর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি এবং কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাৎ ঊর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।

আর উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য না থাকিলে উৎপত্তি কর্তৃবিহীন হয়, অতএব স্বরূপবিহীন হইয়া পড়ে, এবং উৎপত্তি শব্দের অর্থ ক্রিয়া, সেই ক্রিয়া কর্তৃযুক্তই হওয়া উচিত, যেমন গমনাদি ক্রিয়া; ক্রিয়াও হইবে অথচ তাহার কর্ত্তা থাকিবে না—ইহা বিপ্রতিষিদ্ধ, অর্থাৎ এরূপ বাক্য বিরুদ্ধ। আর ঘটের উৎপত্তি হইতেছে বলিতেছ, অথচ ঘট তাহার কর্ত্তা নহে বলিতেছ, তবে কি—অন্য ব্যক্তি তাহার কর্ত্তা—ইহা কল্পিত হইবে। সেইরূপ কপালাদিরও উৎপত্তি বলিলে তাহা অন্যকর্তৃক বলিয়াই কল্পনা করিতে হইবে। তাহা হইলে ঘট উৎপন্ন হইতেছে—ইহা বলিলে কুলাল (কুম্ভকার) প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে বলিতে হয়; এবং লোকে 'ঘটের উৎপত্তি' একথা বলিলে কুলালাদিও উৎপন্ন হইতেছে, ইহা প্রতীতি হয় না; কিন্তু ঘট হইবার পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে।

আর যদি বল, স্বকারণসমবায় অর্থাৎ নিজের কারণে কার্য্যের যে সমবায় তাহা, অথবা স্বসত্তাসমবায় অর্থাৎ অবিদ্যমান কার্য্যে সত্তার যে সমবায় সম্বন্ধ, তাহাই কার্য্যের উৎপত্তি এবং আত্মলাভ অর্থাৎ স্বরূপপ্রাপ্তি। তাহা হইলে যাহা অলব্ধাত্মক, অর্থাৎ যাহা নিজের স্বরূপকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহা কি করিয়া সম্বন্ধযুক্ত হইবে—ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। কারণ বর্ত্তমানবস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ সম্ভব হয়, কিন্তু যেমন দুইটি অসৎ

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

ভাষ্যানুবাদ।

বস্তুর সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ একটি সৎ অর্থাৎ বর্ত্তমান আর একটি অসৎ অর্থাৎ অবর্ত্তমান এরূপ বস্তুদ্বয়ের, সম্বন্ধ সম্ভব নহে। আর অভাব পদার্থ নিরুপাখ্য অর্থাৎ তুচ্ছ বলিয়া, 'উৎপত্তির পূর্ব্বে' এইরূপ মর্য্যাদা অর্থাৎ সীমা করা উচিত হয় না। কারণ, লোকে গৃহক্ষেত্রপ্রভৃতি সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুরই মর্য্যাদা দেখিতে পাওয়া যায়। অভাবের নহে। কারণ, পূর্ণবর্ম্মার অভিষেকের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা ছিল, এইরূপ সীমাকরণের দ্বারা তুচ্ছ বন্ধ্যাপুত্র রাজা ছিল—হইতেছে বা হইবে, এইরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হয় না। আর যদি বন্ধ্যাপুত্রও কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ইহাও উপপন্ন হইত যে, কার্য্যাভাবও কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বন্ধ্যাপুত্র এবং কার্য্যাভাব উভয়ই অভাব বলিয়া কোন বিশেষ না থাকায় বন্ধ্যাপুত্র যেমন কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইবে না, এইরূপ কার্য্যাভাবও কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইবে না।

ভামতী।

অকর্ত্তৃকা যতঃ অতঃ নিরাত্মিকা স্যাৎ, কারণাভাবে হি কার্য্যম্ অনুৎপন্নং কিং নাম ভবেৎ? অতো নিরাত্মকত্বম্ ইত্যর্থঃ। যদি উচ্যেত, ঘট শব্দঃ তদবয়বেষু ব্যাপারাবিষ্টতয়া পূর্ব্বাপরীভাবম্ আপন্নেষু ঘটোপজনাভিমুখেষু তাদর্থ্যনিমিত্তাৎ উপচারাৎ প্রযুজ্যতে, তেষাং চ সিদ্ধত্বেন কর্ত্তৃত্বম্ অস্তি, ইতি উপপদ্যতে ঘটো ভবতি ইতি প্রয়োগ, ইত্যত আহ—"ঘটস্য চ উৎপত্তিঃ উচ্যমানেতি"। উৎপাদনা হি সিদ্ধানাং কপালকুলালাদীনাং ব্যাপারঃ, ন উৎপত্তিঃ। ন চ উৎপাদনৈব উৎপত্তিঃ, প্রাযোজ্যপ্রযোজকব্যাপারয়োঃ ভেদাৎ, অভেদে বা ঘটম্ উৎপাদয়তি ইতিবৎ ঘটম্ উৎপদ্যতে ইত্যপি প্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ করোতিকারয়ত্যোরিব ঘটগোচরয়োঃ ভৃত্যস্বামিসমবেতয়োঃ উৎপত্ত্যুৎপাদনয়োঃ অধিষ্ঠানভেদঃ অভ্যুপেতব্যঃ। তত্র কপালকুলালাদীনাং সিদ্ধানাম্ উৎপাদনাধিষ্ঠানানাম্ ন উৎপত্ত্যধিষ্ঠানত্বম্ অস্তি ইতি পারিশেষ্যাৎ ঘট এব সাধ্য উৎপত্তেঃ অধিষ্ঠানম্ এষিতব্যঃ। ন চ অসৌ অসন্ অধিষ্ঠানং ভবিতুম্ অর্হতি ইতি সত্ত্বম্ অস্য অভ্যুপেয়ম্। এবঞ্চ ঘটো ভবতি ইতি ঘটব্যাপারস্য ধাতূপাত্তত্বাৎ তত্র অস্য কর্ত্তৃত্বম্ উপপদ্যতে, তণ্ডুলানাম্ ইব সতাং বিক্লিত্তৌ বিক্লিদ্যন্তি তণ্ডুলা ইতি। শঙ্কতে "অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ এব উৎপত্তিরিতি।

এতদুক্তং ভবতি—ন উৎপত্তির্নাম কশ্চিৎ ব্যাপারঃ, যেন অসিদ্ধস্য কথমত্র কর্ত্তৃত্বম্ ইতি অনুযুজ্যেত, কিন্তু স্বকারণসমবায়ঃ স্বসত্তাসমবায়ো বা। স চ অসতোঽপি অবিরুদ্ধ ইতি। সোঽপি অসতঃ অনুপপন্ন ইত্যাহ—"কথং অলব্ধাত্মকম্ ইতি" অপি চ প্রাগুৎপত্তেঃ অসত্ত্বং কার্য্যস্য ইতি কার্য্যাভাবস্য ভাবেন মর্য্যাদাকরণম্ অনুপপন্নম্ ইত্যাহ—"অভাবস্য চ" ইতি। স্যাদেতৎ, অত্যন্তাভাবস্য বন্ধ্যাসুতস্য মা ভূৎ মর্য্যাদা, অনুপাখ্যো হি সঃ, ঘটপ্রাগভাবস্য তু ভবিষ্যতা ঘটেন উপাখ্যেয়স্য অস্তি মর্য্যাদা ইত্যত আহ—"যদি বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদিতি"। উক্তম্ এতৎ অধস্তাৎ যথা ন জাতু ঘটঃ পটো ভবতি এবং অসদপি সৎ ন ভবতি ইতি। তস্মাৎ মৃৎপিণ্ডে ঘটস্য অসত্ত্বে অত্যন্তাসত্ত্বমেব ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

উৎপত্তিকর্ত্তুঃ কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তের্ন অসত্ত্বম্ ইতি উক্তে তত্র উৎপত্তেঃ ন কার্য্যং কর্ত্তৃ, কিন্তু কারণম্ ইতি শঙ্কতে যদি—উচ্যতে ইতি। যদ্যপি উৎপদ্যতে ঘট ইতি কার্য্যস্য কর্ত্তৃত্বং ভাতি তথাপি গৌণ্যা বৃত্ত্যা কারণস্য। তত্র চ সিদ্ধেষু কপালেষু জায়তে ইতি পূর্ব্বাপরকালব্যাসক্তপ্রয়োগানুপপত্তিঃ কার্য্যোৎপাদনায়া ব্যাসক্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। কপালকর্ত্তৃকা ঘটবিষয়োৎপাদনা ন উৎপত্তিঃ, সা তু ঘটকর্ত্তৃকা ইতি পরিহরতি—উৎপাদনা হি ইত্যাদিনা। যদি উৎপত্তিঃ উৎপাদনৈব তর্হি উৎপাদনায়ামিব উৎপত্তাবপি সকর্ম্মকত্বাৎ ঘটস্য কর্ম্মত্বং ব্যপদিশ্যেত ন চ এবং অস্তি ইত্যর্থঃ। ভৃত্যো হি ঘটং করোতি স্বামী কারয়তি তত্র যথা করোতিকারয়ত্যোঃ আশ্রয়ভেদঃ, এবম্ অত্রাপি ইত্যর্থঃ। ধাতুপাত্তব্যাপারঃ কর্ত্তা ইতি কর্ত্তৃলক্ষণযোগাচ্চ ঘট এব উৎপত্তিকর্ত্তা ইত্যাহ এবঞ্চেতি। স্বকারণে কার্য্যস্য সমবায়ঃ জন্ম স্বস্মিন্ অসতি কার্য্যে সত্তা সমবায়ো বা ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

অকর্ত্তৃকা এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু উৎপত্তি অকর্ত্তৃকা অর্থাৎ উৎপত্তির কর্ত্তা নাই, অতএব তাহা নিরাত্মিকা অর্থাৎ স্বরূপবিহীন হইয়া পড়িবে। কারণ, কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন না হইয়া কিরূপ হইবে? অতএব তাহা স্বরূপহীন। যদি বল, ঘটের যে সকল অবয়ব ব্যাপারাবিষ্ট অর্থাৎ কুম্ভকারের চেষ্টাযুক্ত

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

ভামতীর অনুবাদ।

হইয়া পূর্ব্বাপরীভাব অর্থাৎ কতিপয় অবয়ব উর্দ্ধে, আর কতিপয় অবয়ব নিম্নে, এইরূপে পূর্ব্বাপরীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঘট উৎপত্তির অভিমুখ অর্থাৎ অতিনিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সেই সকল অবয়বে **তাদর্থ্যনিমিত্তাৎ** অর্থাৎ ঘটরূপ বস্তুর কারণ বলিয়া 'ঘট' এই শব্দটি উপচার অর্থাৎ আরোপবশতঃ প্রয়োগ হয়; অর্থাৎ ঘটশব্দটি উপচারবশতঃ তাহার কারণ কপালে প্রযুক্ত হয়। তাহারা অর্থাৎ অবয়বসকল প্রসিদ্ধ বস্তু বলিয়া তাহাদের কর্তৃত্ব আছে, অতএব 'ঘট হইতেছে' এইরূপ প্রয়োগ উপপন্ন হয়, এইজন্য **ঘটস্য চ উৎপত্তিঃ উচ্যমানা** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। প্রসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান কপাল ও কুলাল প্রভৃতির ব্যাপারের নাম উৎপাদনা, উৎপত্তি—উৎপাদনা নহে। আর উৎপাদনাই উৎপত্তি নহে; কারণ, প্রযোজ্য (ঘটের) ব্যাপার এবং প্রযোজক (কুলালের) ব্যাপার বিভিন্ন। কারণ, যদি অভিন্ন হইত, তাহা হইলে ঘটকে উৎপাদন করিতেছে, এই প্রযোগের মত ঘটকে উৎপন্ন হইতেছে—এইরূপ প্রয়োগও হইত। অতএব যেমন ঘট প্রস্তুতকরণ-রূপ বিষয়টি ভৃত্যে থাকে এবং প্রস্তুত-করাণ-রূপ বিষয়টি তাহার প্রভুতে থাকে, সেইরূপ উৎপত্তি ও উৎপাদনার অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তন্মধ্যে সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান এবং উৎপাদনার আশ্রয় কপাল ও কুলাল প্রভৃতি উৎপত্তির আশ্রয় নহে অর্থাৎ তাহাতে উৎপত্তি থাকে না। অবশিষ্ট থাকিল ঘট, সেইজন্য সাধ্য অর্থাৎ উৎপাদ্য ঘটই উৎপত্তির অধিষ্ঠান-স্বীকার করিতে হইবে। আর সেই ঘট অসন্ অর্থাৎ অবিদ্যমান হইয়া অধিষ্ঠান হইতে পারে না, এইজন্য ঘটের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপ হইলে ঘট উৎপন্ন হইতেছে—এই ঘটের ব্যাপারটি ধাতুপাত্ত অর্থাৎ ধাতুদ্বারা বুঝাইল বলিয়া সেই ঘটে উৎপত্তির কর্তৃত্ব থাকা সঙ্গত হইল, যেমন বিদ্যমান তণ্ডুল সকলের বিক্লিত্তি অর্থাৎ পাক হইতে থাকিলে তণ্ডুলসকল পাক হইতেছে—এইরূপ প্রয়োগ হয়। **অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ এব উৎপত্তিঃ** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, কোন ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়াকে উৎপত্তি বলে না, যাহাতে অসিদ্ধ বস্তুর কি করিয়া কর্তৃত্ব হয়, এই আপত্তি করিবে? কিন্তু স্বকারণসমবায় অর্থাৎ নিজের কারণে কার্য্যের সমবায় অথবা স্বসত্তাসমবায় নিজে অর্থাৎ অবিদ্যমানকার্য্যে সত্তার সমবায়ই উৎপত্তি, আর তাহা কার্য্য বিদ্যমান না থাকিলেও বিরুদ্ধ হয় না।

কথম্ অলব্ধাত্মকম্ এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন যে, অবিদ্যমান বস্তুর তাহাও সঙ্গত হয় না। আরও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না, এইরূপ ভাবপদার্থদ্বারা কার্য্যাভাবের সীমা করা উচিত নহে, **অভাবস্য চ** এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। যদি বল অত্যন্তাভাবস্বরূপ বন্ধ্যাপুত্রের মর্য্যাদা অর্থাৎ সীমা না থাক, কারণ, সে অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্র তুচ্ছ, কিন্তু ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে উৎপন্ন হইবে যে ঘট, তাহার দ্বারা উপাখ্যেয় অর্থাৎ "ইহা এইরূপ" এইরূপ নিরূপণযোগ্য প্রাগভাবের মর্য্যাদা আছে, এইজন্য যদি **বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাৎ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যেমন ঘট কখনও পট হয় না, সেইরূপ অসৎও কখন সৎ হয় না। অতএব মৃৎপিণ্ডে যদি ঘট না থাকে, তাহা হইলে তাহা কোন কালেই হইবে না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

নন্বু এবং সতি কারকব্যাপারঃ অনর্থকঃ প্রসজ্যেত, যথৈব হি প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ কারণস্বরূপ-সিদ্ধয়ে ন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে এবং প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ কার্য্যস্য স্বরূপসিদ্ধয়েঽপি ন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়েত, ব্যাপ্রিয়তে চ। অতঃ কারকব্যাপারার্থবত্ত্বায় মন্যামহে প্রাগুৎ-পত্তেঃ অভাবঃ কার্য্যস্য ইতি? নৈষ দোষঃ। যতঃ কার্য্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপয়তঃ কারকব্যাপারস্য অর্থবত্ত্বম্ উপপদ্যতে। কার্য্যাকারোঽপি কারণস্য আত্মভূত এব অনাত্ম-ভূতস্য অনারভ্যত্বাৎ ইতি অভাণি। ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি, ন হি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এব ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তথা প্রতিদিনম্ অনেকসংস্থানানাম্ অপি পিত্রাদীনাং ন বস্ত্বন্যত্বং ভবতি মম পিতা মম ভ্রাতা মম পুত্র ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। জন্মোচ্ছেদানন্তরিতত্বাৎ তত্র যুক্তং নান্যত্র ইতি চেৎ? ন, ক্ষীরাদীনামপি দধ্যাদ্যাকারসংস্থানস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ। অদৃশ্যমানা-নামপি বটধানাদীনাং সমানজাতীয়াবয়বান্তরোপচিতানাম্ আকারাদিভাবেন দর্শন-

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

গোচরতাপত্তৌ জন্মসংজ্ঞা। তেষামেব অবয়বানাম্ অপচয়বশাৎ অদর্শনাপত্তৌ উচ্ছেদ-সংজ্ঞা। তত্র ঈদৃগ্‌জন্মোচ্ছেদান্তরিতত্বাৎ চেৎ অসতঃ সত্ত্বাপত্তিঃ সতশ্চ অসত্ত্বাপত্তিঃ, তথা সতি গর্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্গঃ। তথা চ বাল্যযৌবনস্থাবিরেষু অপি ভেদ-প্রসঙ্গঃ, পিত্রাদিব্যবহারলোপপ্রসঙ্গশ্চ। এতেন ক্ষণভঙ্গবাদঃ প্রতিবদিতব্যঃ। যস্য পুনঃ প্রাক্ উৎপত্তেঃ অসৎ কার্য্যং তস্য নির্বিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাৎ। অভাবস্য বিষয়ত্বানু-পপত্তেঃ আকাশহননপ্রযোজনখড়্গাদ্যনেকায়ুধপ্রযুক্তিবৎ। সমবায়িকারণবিষয়ঃ কারক-ব্যাপারঃ স্যাদিতি চেৎ? ন, অন্যবিষয়েণ কারকব্যাপারেণ অন্যনিষ্পত্তেঃ অতিপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়িকারণস্যৈব আত্মাতিশয়ঃ কার্য্যম্ ইতি চেৎ? ন, সৎকার্য্যতাপত্তেঃ, তস্মাৎ ক্ষীরাদীনি এব দ্রব্যাণি দধ্যাদিভাবেন অবতিষ্ঠমানানি কার্য্যাখ্যাং লভন্তে ইতি ন কারণাৎ অন্যৎ কার্য্যং বর্ষশতেনাপি শক্যং নিশ্চেতুম্। তথা মূলকারণমেব অন্ত্যাৎ কার্য্যাৎ তেন তেন কার্য্যাকারেণ নটবৎ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে। এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য প্রাগুৎ-পত্তেঃ সত্ত্বম্ অনন্যত্বং চ কারণাৎ অবগম্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল, এরূপ হইলে কারকব্যাপার অর্থাৎ কর্ত্তা প্রভৃতির চেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। কারণ, যেমন পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে বলিয়া কারণস্বরূপের উৎপত্তির জন্য কেহ চেষ্টা করে না, এইরূপ পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ বলিয়া এবং কারণ হইতে অভিন্ন বলিয়া কার্য্যের স্বরূপের উৎপত্তির জন্যও কেহ চেষ্টা করিবে না। কিন্তু চেষ্টাও করে। অতএব কারকব্যাপার অর্থাৎ কর্ত্তাকরণপ্রভৃতির চেষ্টার সার্থকতার জন্য আমরা মনে করি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না। তাহা হইলে বলিব—না, ইহা দোষ নহে। যেহেতু কারকব্যাপার কারণকে কার্য্যাকারে অবস্থান্তরিত করে বলিয়া তাহার সার্থকতা যুক্তিসঙ্গত। কার্য্যাকারও কারণের স্বরূপই, যেহেতু যাহা কারণস্বরূপ নহে, তাহা কার্য্য হইবার যোগ্য নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর কেবল বিশেষদর্শনবশতঃ অর্থাৎ কারণ অপেক্ষা কার্য্যের আকার অন্যরূপ দেখা যায় বলিয়া কারণ অপেক্ষা কার্য্য বাস্তবিক ভিন্ন হয় না। কারণ, দেবদত্ত সঙ্কোচিতহস্তপাদ অর্থাৎ যিনি হাত পা সঙ্কোচ করিয়াছেন এবং প্রসারিতহস্তপাদ অর্থাৎ যিনি হাত পা ছড়াইয়াছেন এইরূপ বিশেষভাবে দেখা যাইলেও বাস্তবিক ভিন্ন হয় না। কারণ, 'সেই ব্যক্তিই ইনি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। আর পিত্রাদির সংস্থান অর্থাৎ আকার প্রতিদিন একরকম না থাকিলেও তাঁহারা বাস্তবিক ভিন্ন ব্যক্তি হন না। কারণ, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। যদি বল, জন্ম ও মৃত্যুদ্বারা ব্যবধান অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া সেইস্থানে অর্থাৎ পিত্রাদিশরীরে প্রত্যভিজ্ঞা হওয়া যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু অন্যত্র নহে। না, ইহা বলিতে পার না, কারণ দুগ্ধাদিরও দধ্যাদি আকার অবয়ব দেখা যায়। বট বীজ প্রভৃতি সূক্ষ্মবস্তু দৃষ্টির অগোচর হইলেও তুল্যরূপ অন্যান্য অবয়বের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অঙ্কুরাদিরূপে দৃষ্টিগোচর হইলে বটবীজের জন্ম হইয়াছে বলা হয়। আর সেই সকল অবয়বই হ্রাসবশতঃ দৃষ্টির অগোচর হইলে তাহাদের উচ্ছেদ অর্থাৎ বিনাশ হইয়াছে বলা হয়। অর্থাৎ অদৃশ্য বস্তুর দৃষ্টিগোচর হওয়াকে জন্ম বলে এবং দৃশ্যবস্তুর হ্রাস হইয়া অদৃশ্য হওয়াকে বিনাশ বলে। এইরূপ জন্মবিনাশদ্বারা ব্যবধান হয় বলিয়া যদি অসতের অর্থাৎ যাহা ছিল না তাহার জন্ম হয়, এবং সৎ অর্থাৎ যাহা ছিল তাহার বিনাশ হয়, তাহা হইলে গর্ভস্থ বালকও প্রসবের পর উত্তানশায়ী অর্থাৎ যখন চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে, তখন উভয়ের পার্থক্য হইয়া পড়ে। (কারণ জন্মদ্বারা ব্যবধান হইয়াছে)। আর এইরূপ বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যদশাতেও ব্যক্তির পার্থক্য হইয়া পড়ে, আর পিতা মাতা ইত্যাদি প্রকার ব্যবহারও লোপ পাইয়া যায়। এই যুক্তিদ্বারা ক্ষণভঙ্গবাদও (অর্থাৎ যাহারা সমস্ত বস্তুকে ক্ষণিক বলে, সেই ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধমত) নিরাকৃত হইল বুঝিবে। আর যাহার মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ অর্থাৎ থাকে না, তাহার পক্ষে কারকব্যাপার বিষয়শূন্য হইয়া পড়ে। কারণ, অভাব কখনও কাহারও বিষয় হইতে পারে না। যেমন আকাশহত্যার জন্য খড়্গাদিবিবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ নির্বিষয়। যদি বল কারকপ্রচেষ্টা সমবায়িকারণকে বিষয় করিবে? না, তাহা বলিতে পার না, কারণ যে কারকব্যাপার অপরকে বিষয় করে, তাহার

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।১৮]

ভাষ্যানুবাদ।

দ্বারা অন্য বস্তুর উৎপত্তি হইলে তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ হয়। যদি বল সমবায়িকারণেরই আত্মাতিশয় অর্থাৎ স্বরূপবিশেষকে কার্য্য বলে ? না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে সৎকার্য্যবাদ স্বীকার করা হইয়া পড়ে। অতএব দুগ্ধাদিদ্রব্যসকল দধ্যাদিরূপে পরিণত হইয়া 'কার্য্য' এই নাম লাভ করে। এইজন্য কারণ অপেক্ষা কার্য্য ভিন্ন—ইহা শতবৎসরেও নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে ইহা স্থির হইলে জগতের মূলকারণ ব্রহ্মই চরমকার্য্য পর্য্যন্ত তত্তৎকার্য্যরূপে নটের মত অর্থাৎ নট যেমন নানাবেশভূষা পরিধান করিয়া নানারূপ হয়, সেইরূপ সর্ব্ববিধ ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকেন। এইরূপ যুক্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে এবং তাহা কারণ হইতে অভিন্ন।

ভামতী।

অত্র অসৎকার্য্যবাদী চোদয়তি "নম্বেবং সতি" ইতি। প্রাক্ প্রসিদ্ধমপি কার্য্যং কদাচিৎ কারণেন যোজয়িতুম্ ব্যাপারঃ অর্থবান্ ভবেৎ ইত্যত আহ—"তদনন্যত্বাচ্চ" ইতি। পরিহরতি "নৈষ দোষঃ" ইতি। উক্তমেতৎ যথা ভুজঙ্গতত্ত্বং ন রজ্জোঃ ভিদ্যতে, রজ্জুরেব হি তৎ, কাল্পনিকস্তু ভেদঃ, এবং কার্য্যতত্ত্বং ন কারণাৎ ভিদ্যতে, কারণস্বরূপমেব হি তৎ, অনির্বাচ্যং তু কার্য্যরূপং ভিন্নমিব অভিন্নমিব চ অবভাসতে ইতি। তদিদম্ উক্তং—"বস্তুন্যত্বম্" ইতি। বস্তুতঃ পরমার্থতঃ অন্যত্বং ন বিশেষদর্শনমাত্রাৎ ভবতি। সাংব্যাবহারিকে তু কথঞ্চিৎ তত্ত্বান্যত্বে ভবত এব ইত্যর্থঃ। অনয়ৈব দিশা এষ সন্দর্ভো যোজ্যঃ। অসৎকার্য্যবাদিনং প্রতি দূষণান্তরমাহ—"যস্য পুনঃ" ইতি। কার্য্যস্য কারণাদভেদে সবিষয়ত্বং কারকব্যাপারস্য স্যাৎ, ন অন্যথা ইত্যর্থঃ। মূলকারণং ব্রহ্ম। শব্দান্তরাচ্চেতি সূত্রাবয়বং অবতার্য্য ব্যাচষ্টে—"এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য" ইতি। অতিরোহিতার্থম্।১৮

বেদান্তকল্পতরু।

ভিন্নমিবেতি। সামানাধিকরণ্যেন হি ভিন্নমিব অভিন্নমিব চকাস্তি ইতি। অনয়ৈবেতি ইতরথা হি সাংখ্যবাদঃ স্যাৎ ইতি। ভাষ্যগতমূলকারণশব্দেন ব্রহ্মণোঽন্যঃ কশ্চিৎ মায়াপ্রতিবিম্বিতো ন অভিধীয়তে। তথা সতি তস্য পরিচ্ছিন্নত্বাৎ অধিকরণোপক্রমোক্তস্য কারণবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানস্য অসম্ভবপ্রসঙ্গাৎ, কিন্তু সর্ব্বাধিষ্ঠানম্ ইত্যাহ মূলকারণমিতি।১৮

ভামতীর অনুবাদ।

এখানে **নম্বেবং সতি** এই গ্রন্থের দ্বারা অসৎকার্য্যবাদী বৈশিষিক শঙ্কা করিতেছেন। কার্য্য পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ থাকিলেও কোন সময়ে তাহাকে কারণের সহিত যোগ করিবার জন্য পুরুষের প্রচেষ্টা সার্থক হইবে, এইজন্য **তদনন্যত্বাচ্চ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। **নৈষ দোষঃ** এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যেমন সর্পস্বরূপ রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে, কারণ, তাহা রজ্জুই ; কিন্তু সেখানে যে ভেদপ্রতীতি হয়, তাহা কাল্পনিক। এইরূপ কার্য্যস্বরূপটি কারণ হইতে ভিন্ন হয় না, যেহেতু তাহা কারণস্বরূপই। কিন্তু অনির্ব্বাচ্য কার্য্যবস্তুটি কারণ হইতে ভিন্নের মত এবং অভিন্নের মতও বোধ হয়। সেইজন্য **"বস্তুন্যত্বং"** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের অর্থ এই যে, কেবল বিশেষদর্শনবশতঃ কারণ হইতে কার্য্যের বাস্তবিক ভেদ হয় না। ব্যবহারক্ষেত্রে কোন প্রকারে ভেদাভেদ হইয়া থাকেই। এই প্রকারেই এই ভাষ্যগ্রন্থ লাগাইতে হইবে, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। (অন্যথা সৎকার্য্যবাদ হইয়া পড়ে)। **যস্য পুনঃ** এই গ্রন্থদ্বারা সৎকার্য্যবাদীর প্রতি অন্য একটি দোষ বলিতেছেন। ইহার অর্থ—কার্য্য যদি কারণ হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কারকব্যাপার সবিষয় হয়, অন্যথা নহে। মূলকারণ অর্থাৎ ব্রহ্ম। **এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য** এই গ্রন্থদ্বারা **শব্দান্তরাচ্চ** এই সূত্রাংশ অবতরণা করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, ভাষ্যের অর্থ তিরোহিত নহে। অর্থাৎ বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

শব্দান্তরাচ্চ এতদবগম্যতে। পূর্ব্বসূত্রে অসদ্ব্যপদেশিনঃ শব্দস্য উদাহৃতত্বাৎ ততোঽন্যঃ সদ্ব্যপদেশী শব্দঃ শব্দান্তরং—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি।

"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইতি চ অসৎপক্ষম্ উপক্ষিপ্য কথম্ অসতঃ সজ্জায়েত ইতি আক্ষিপ্য "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি অবধারয়তি।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব ।)

পটবচ্চ ।১৯

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

তত্র ইদংশব্দবাচ্যস্য কার্য্যস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ সচ্ছব্দবাচ্যেন কারণেন সামানাধিকরণ্যস্য শ্রূয়মাণত্বাৎ সত্ত্বানন্যত্বে প্রসিধ্যতঃ। যদি তু প্রাক্ উৎপত্তেঃ অসৎ কার্য্যং স্যাৎ পশ্চাচ্চ উৎপদ্যমানং কারণে সমবেয়াৎ তদা অন্যৎ কারণাৎ স্যাৎ, তত্র—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (ছাঃ ৬।১।৩)

ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা পীড্যেত। সত্ত্বানন্যত্বাবগতেস্তু ইয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে॥১৮

ভাষ্যানুবাদ ।

অন্যশব্দ হইতেও ইহা অর্থাৎ কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বুঝা যাইতেছে। কারণ, পূর্ব্বসূত্রে অসংবাচক শব্দ বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন সংবাচক শব্দ এখানে শব্দান্তর, যথা—

"সদেব সৌম্যেদমগ্রে আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্"

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতো! অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎই ছিল, তাহা কেবল এক এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদরহিত ছিল। ইত্যাদি—

"তৎ হ একে আহুঃ অসদেব ইদমগ্রে আসীৎ"

অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই ছিল—

এইরূপে অসৎপক্ষ অবতারণা করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়া, কি করিয়া অসৎ হইতে সৎ জন্মিবে—এইরূপে আক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিবাদ করিয়া—

"সদেব সৌম্যেদমগ্রে আসীৎ"

অর্থাৎ "হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল"—

ইহা স্থির করিতেছেন। সেস্থলে উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎশব্দবাচ্য কারণের সহিত ইদংশব্দবাচ্য কার্য্যের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ শোনা যাইতেছে, অতএব সত্ত্ব এবং অনন্যত্ব অর্থাৎ কার্য্য সৎ এবং কারণ হইতে অভিন্ন—ইহা সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ হইত এবং পরে উৎপন্ন হইয়া কারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকিত, তাহা হইলে কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন হইত। তাহাতে—

"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি"

অর্থাৎ "যাহার দ্বারা অশ্রুত অর্থাৎ যাহা শোনা যায় নাই তাহাও শ্রুত হয়"—

এই প্রতিজ্ঞা পীড়িত অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সত্ত্বানন্যত্বাবগতিপ্রযুক্ত অর্থাৎ কার্য্য সৎ এবং কারণ হইতে অভিন্ন এইরূপ জ্ঞান হয় বলিয়া এই প্রতিজ্ঞা সমর্থিত অর্থাৎ রক্ষিত হয়।১৮

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

পটবচ্চ ।১৯ *

যথা চ সংবেষ্টিতঃ পটো ন ব্যক্তং গৃহ্যতে কিং অয়ং পটঃ, কিংবা অন্যৎ দ্রব্যম্ ইতি। স এব প্রসারিতঃ 'যৎ সংবেষ্টিতং দ্রব্যং তৎ পট এব' ইতি প্রসারণেন অভিব্যক্তো গৃহ্যতে। যথা চ সংবেষ্টনসময়ে পট ইতি গৃহ্যমাণোঽপি ন বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে, স এব প্রসারণ-সময়ে বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে, ন সংবেষ্টিতরূপাৎ অন্যোঽয়ং ভিন্নঃ পট ইতি। এবং তন্ত্বাদিকারণাবস্থং পটাদি কার্য্যম্ অস্পষ্টং সৎ তুরীবেমকুবিন্দাদিকারক-ব্যাপারাদিভিঃ ব্যক্তং স্পষ্টং গৃহ্যতে। অতঃ সংবেষ্টিতপ্রসারিতপটন্যায়েনৈব অনন্যৎ কারণাৎ কার্য্যম্ ইত্যর্থঃ।১৯

---

* "পটবৎ চ" এ সূত্রে পটবৎ এই প্রথমান্তপদ থাকিলেও "চ"কারদ্বারা ইহা আরব্ধ অধিকরণেরই অঙ্গ হইল, অধিকরণ-আরম্ভক সূত্র হইল না। আর সিদ্ধান্তপক্ষের কথায় "চ"কার সন্নিবিষ্ট থাকায় ইহা সিদ্ধান্ত সূত্রও হইল।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

যথা চ প্রাণাদি ।২০

ভাষ্যানুবাদ।

আর যেমন কাপড় উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া অর্থাৎ গুটাইয়া রাখিলে 'ইহা কাপড় কি অন্য কোন বস্তু' বলিয়া স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না, কিন্তু তাহাই প্রসারিত অর্থাৎ ছড়াইলে, যে বস্তুটি বেষ্টিত ছিল, তাহা কাপড়ই, ইহা ;— প্রসারণের দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায়। আর যেমন বেষ্টনের সময়ে ইহা কাপড় বলিয়া জানা গেলেও বিশিষ্টায়ামবিস্তার অর্থাৎ ইহার দীর্ঘ প্রস্থ কতদূর তাহা জানা যায় না, কিন্তু সেই কাপড়ই প্রসারণের সময় বিশিষ্টায়ামবিস্তার অর্থাৎ তাহার দীর্ঘ প্রস্থ কতদূর তাহা জানা যায়। অতএব সঙ্কুচিত কাপড় অপেক্ষা ছড়ান কাপড় ভিন্ন নহে। এইরূপ কাপড় প্রভৃতি কার্য্য, তন্তু প্রভৃতি কারণ অবস্থাতে অস্পষ্টরূপে থাকিয়া তাহাই তুরী বেমা কুবিন্দ অর্থাৎ মাকু, তাঁত ও তন্তুবায় প্রভৃতি কারকের প্রচেষ্টাদিদ্বারা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইলে স্পষ্ট জানা যায়। অতএব সংবেষ্টিত প্রসারিত পটন্যায়ে, কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই সূত্রের অর্থ ।১৯

শাঙ্করভাষ্যম্।

যথা চ প্রাণাদি ।২০

যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কারণমাত্রেণ রূপেণ বর্ত্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং নির্বর্ত্ত্যতে, ন আকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্য্যান্তরম্। তেষু এব প্রাণভেদেষু পুনঃপ্রবৃত্তেষু জীবনাৎ অধিকম্ আকুঞ্চনপ্রসারণাদিকম্ অপি কার্য্যান্তরং নির্বর্ত্ত্যতে। ন চ প্রাণভেদানাং প্রভেদবতঃ প্রাণাৎ অন্যত্বম্, সমীরণস্বভাবা-বিশেষাৎ। এবং কার্য্যস্য কারণাৎ অনন্যত্বম্। অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতঃ ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ সিদ্ধা এষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" (ছাঃ ৬।১।১) ইতি।

[ইতি ষষ্ঠম্ আরম্ভণাধিকরণম্] ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আর যেমন লোকে প্রাণ অপান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণ সকল প্রাণায়ামদ্বারা রুদ্ধ হইলে যখন কেবল কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে, তখন তাহার দ্বারা কেবল জীবনরূপ কার্য্য—অর্থাৎ জীবিত থাকাই নির্ব্বাহ হয়, আকুঞ্চন প্রসারণাদি অন্য কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না ; আর সেই সকল প্রাণই পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে জীবিত থাকা অপেক্ষা আকুঞ্চনপ্রসারণাদি অধিক কার্য্যও নির্ব্বাহ হয় ; অথচ প্রাণাপানাদিভেদে বিভিন্ন প্রাণ হইতে প্রাণাপানাদি বিশেষ প্রাণ সকলের ভেদ নাই ; কারণ প্রত্যেকেই যে বায়ুস্বভাব—তাহার কোন বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই। এইরূপে কারণ হইতে কার্য্যের ভেদ নাই (ইহা সিদ্ধ হইল)। এইজন্য সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া এবং তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইল, যথা—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্"

অর্থাৎ যাহার শ্রবণে অশ্রুত অর্থাৎ যাহা শোনা যায় নাই, তাহা শোনা যায়, যাহা মনে করা যায় নাই, তাহা মনে করা যায়, যাহা জানা যায় নাই, তাহা জানা যায়, ইত্যাদি ।২০

ভামতী।

"পটবচ্চ" "যথা চ প্রাণাদি" ইতি চ সূত্রে নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতে ॥১৯।২০

[ইতি ষষ্ঠম্ আরম্ভণাধিকরণম্।]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

স্বশক্ত্যা নটবৎ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করোঽব্রবীৎ। জীবভ্রান্তিনিমিত্তং তৎ বভাষে ভামতীপতিঃ ॥

অজ্ঞাতং নটবৎ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করোঽব্রবীৎ। জীবাজ্ঞাতং জগদ্বীজং জগৌ বাচস্পতিস্তথা ॥১৯

কার্য্যম্ উপাদানাৎ ভিন্নম্, তদুপলব্ধাবপি অনুপলব্ধত্বাৎ, ততোঽধিকপরিমাণত্বাচ্চ সম্মতবৎ ইতি অনুমানয়োঃ ব্যভিচারার্থং "পটবচ্চ" ইতি সূত্রম্। তস্যামেব প্রতিজ্ঞায়াং ভিন্নকার্য্যকরত্বস্য ব্যভিচারার্থং – "যথা চ প্রাণাদি" ইতি ।২০ ইতি ষষ্ঠম্ আরম্ভণাধিকরণম্ ।৬

---

* এ সূত্রটীতেও "প্রাণাদি" এই প্রথমান্তপদ থাকিলেও অধিকরণ আরম্ভক হইল না ; কারণ, চ কারদ্বারা পূর্ব্বোক্ত যুক্তির পুষ্টি করা হইতেছে। আর সিদ্ধান্তপক্ষের কথায় এই "চ"কার থাকায় ইহাও সিদ্ধান্ত সূত্র হইল।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যথা চ প্রাণাদি ।২০]

ভামতীর অনুবাদ।

পটবচ্চ, যথা চ প্রাণাদি, এই সূত্র দুইটি ভাষ্যকারকর্তৃক নিগদব্যাখ্যাতভাষ্যদ্বারা অর্থাৎ অতি সরলভাষায় লিখিত ভাষ্যদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আরম্ভণাধিকরণ নামক এই ষষ্ঠ অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

তদনন্যত্বাধিকরণনামক ষষ্ঠ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণটী এই পাদের ষষ্ঠ অধিকরণ। ১৪শ হইতে ২০শ সূত্রে ইহা রচিত হইয়াছে। এজন্য ইহাতে ৭টী সূত্র আছে। সবসূত্রগুলিই সিদ্ধান্তসূত্র। "ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" এই সূত্রে যে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, এই নয়টী সূত্রে তাহার সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে। চতুর্থ সূত্রটী বাদে অবান্তর পূর্ব্বপক্ষগুলি অন্তর্নিহিতভাবে উহ্য আছে। সেই সূত্রগুলি এই—

১। তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪
২। ভাবে চ উপলব্ধেঃ ।১৫
৩। সত্বাৎ চ অবরস্য ।১৬
৪। অসদ্ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ ? ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ।১৭
৫। যুক্তেঃ শব্দান্তরাৎ চ ।১৮
৬। পটবৎ চ ।১৯
৭। যথা চ প্রাণাদি ।২০

ইহাদের মধ্যে—

প্রথম সূত্রে বলা হইল—তৎ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে জগৎ রূপ কার্য্যের **অনন্যত্ব** অর্থাৎ পৃথক্ সত্তারাহিত্য সিদ্ধ হয়; ইহা **আরম্ভণশব্দাদি** হইতে অর্থাৎ **"বাচারম্ভণম্"** ইত্যাদি (ছাঃ ৬।১।৪) শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, "আদি" পদে **"ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্"** (মুঃ ২।২।১১) শ্রুতিটীও গ্রাহ্য।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—ব্রহ্ম ব্যতীত যে কার্য্য নাই এ বিষয়ে অনুমান আছে। এজন্য বলা হইল—কারণরূপ ব্রহ্মের **ভাবে** অর্থাৎ সত্তায় **উপলব্ধেঃ** অর্থাৎ কার্য্যের উপলব্ধি হয় বলিয়া, সেই অনুমানটী এই—

বিকারঃ কারণাৎ অনন্যঃ ... ... (প্রতিজ্ঞা)
কারণসত্ত্বোপলম্ভানুবিধায়িসত্ত্বোপলম্ভকত্বাৎ ... ... (হেতু)
যো যস্মাৎ ভিন্নঃ ন স তৎসত্ত্বোপলম্ভানুবিধায়িসত্ত্বোপলম্ভবান্, যথা ঘটাৎ পটঃ ... (উদাহরণ)

তৃতীয় সূত্রে বলা হইল—কারণব্যতিরেকে কার্য্যের অভাবে শ্রুতার্থাপত্তিরূপ প্রমাণান্তর আছে। এজন্য বলা হইল—**অবরস্য** অর্থাৎ কার্য্যের **সত্ত্বাৎ** অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কারণস্বরূপেই শ্রুত হয় বলিয়া অর্থাৎ **ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ** ইত্যাদি (ছাঃ ৩।১৯।১) শ্রুতিতে সত্ত্বের বিষয় শ্রুত হয় বলিয়া উৎপত্তির পরেও অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়।

চতুর্থ সূত্রে বলা হইল—উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে কার্য্যের সত্ত্ব কি করিয়া থাকে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বে **অসদ্ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ** অসতের ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ থাকায়, কার্য্যের কারণরূপে সত্ত্ব থাকে না—ইহা যদি বল, তাহা হইলে বলিব—ন অর্থাৎ না, তাহা অসঙ্গত, যেহেতু ইহা অসত্ত্ব অভিপ্রায়ে বলা হয় নাই, কিন্তু ব্যাকৃতত্বরূপ ধর্ম্ম অপেক্ষা অব্যাকৃতত্বরূপ **ধর্ম্মান্তরেণ** অর্থাৎ ধর্ম্মান্তর দ্বারা অসত্ত্বের উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে। সুতরাং এই অসৎ অর্থ ব্যাকৃত নহে—এইমাত্র। যদি বল কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—**বাক্যশেষাৎ** অর্থাৎ "তৎ সৎ আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১) এই বাক্যশেষদ্বারা ইহা জানা যায়।

পঞ্চম সূত্রে বলিতেছেন—আরও এ বিষয়ে যুক্তি এবং শ্রুতিপ্রমাণও আছে, এজন্য বলিতেছেন—**যুক্তেঃ** অর্থাৎ মৃত্তিকারূপে পূর্ব্বে ঘট না থাকিলে ঘটার্থী মৃত্তিকাই গ্রহণ করিত না, ইত্যাদি যুক্তিপ্রযুক্ত এবং **শব্দান্তরাৎ** অর্থাৎ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতি (ছাঃ ৬।২।১) বাক্যে সৎ শব্দ থাকায় উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব এবং সত্ত্ব সিদ্ধ হয়।

ষষ্ঠ সূত্রে বলিতেছেন—যদি কেহ উক্ত যুক্তিতে ব্যভিচার আশঙ্কা করিয়া বলে যে, মৃত্তিকা ও ঘট ভিন্ন, যেহেতু তাহাতে বিলক্ষণপ্রতীতির বিষয়ত্ব আছে, যেমন ঘট ও পট ; এজন্য বলিতেছেন—**পটবৎ চ** অর্থাৎ

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যথা চ প্রাণাদি ।২০]

তদনন্যত্বাধিকরণনামক ষষ্ঠ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

বস্ত্র যেমন সংবেষ্টিত এবং প্রসারিত হইলেও অভিন্ন, মৃত্তিকা এবং ঘটও তদ্রূপ অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম এবং জগৎও তদ্রূপ অভিন্ন।

সপ্তম সূত্রে বলিতেছেন—যদি তথাপি কেহ ব্যভিচার শঙ্কা করিয়া বলে—

কার্য্য উপাদান হইতে ভিন্ন, ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু ভিন্নকার্য্যকর, ... (হেতু)
যেমন সম্মত বিষয় স্থলে স্বীকার্য্য, ... (উদাহরণ)

তজ্জন্য বলিতেছেন—**যথা চ প্রাণাদি** অর্থাৎ যেমন প্রাণ ও অপানাদি বায়ু প্রাণায়ামাদিদ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া জীবনমাত্র কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং নিরুদ্ধ না হইলে আকুঞ্চন প্রসারণাদি কার্য্য করে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ ভিন্ন হয় না, এস্থলেও তদ্রূপ। অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের অনন্যত্বপ্রযুক্ত অদ্বৈতব্রহ্মসমন্বয়ে কোনও বিরোধ নাই।

এইরূপে সাতটী সূত্রে যাহা বলা হইল, তাহাই বিষয়সন্দেহাদি অধিকরণের অবয়বে সজ্জিত করিলে যেরূপ হয়, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে। কিন্তু ইহা বলিবার পূর্ব্বে ইহার সঙ্গতিগুলি বলা আবশ্যক, অতএব তাহাই অগ্রে বলা যাইতেছে, যথা—

(ক) **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
(খ) শাস্ত্রসঙ্গতি— „
(গ) অধ্যায়সঙ্গতি— „
(ঘ) পাদসঙ্গতি— „
(ঙ) অধিকরণসঙ্গতি—ইহা একফলত্বসঙ্গতি "তর্কাপ্রতিষ্ঠান" সূত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, কিন্তু জগদ্‌ভেদে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহার দ্বারা অদ্বয়-ব্রহ্মকারণবাদী বেদান্তসমন্বয় বিরুদ্ধ হয়, পূর্ব্বসূত্রে পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া তাহার আপাততঃ সমাধান করা হইয়াছে—এক্ষণে এই অধিকরণে বিবর্ত্তবাদের আশ্রয় করিয়া প্রকৃত সমাধান করিতেছেন।

(১) **বিষয়**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে—এই মতবাদী বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।
(২) **সংশয়**—উক্ত সমন্বয় ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহা সংশয়।
(৩) **পূর্ব্বপক্ষ**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইলে ভোগ্য শব্দাদিবিষয় ও ভোক্তা জীব, এই সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া ভোগ্য শব্দাদি ভোক্তার স্বরূপ হইয়া পড়ে এবং ভোক্তা ভোগ্যস্বরূপ হইয়া পড়ে। অতএব প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরস্পর ভেদ অসিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা অদ্বয়ব্রহ্মবাদী বেদান্তসমন্বয় বিরুদ্ধ হয়। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।
(৪) **সিদ্ধান্ত**—জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে কার্য্যজগতের পৃথক্ সত্তা নাই। কারণ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যাদি শ্রুতি তাহার প্রতি প্রমাণ।
(৫) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষের ফল—সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তের ফল—সমন্বয় সিদ্ধ।

এই অধিকরণের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—

ভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া কার্য্যরূপে ভেদ এবং কারণরূপে অভেদ-ব্যবস্থার দ্বারা বেদান্ত সকলের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের যে প্রামাণ্য স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত সাধারণ ব্যবস্থা; অতএব বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা সেই প্রামাণ্যের ব্যাবহারিক বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইতেছে। আর প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ তত্ত্বপ্রতিপাদক হইলে তাহা হইতে প্রপঞ্চের যে জ্ঞান হয়, সেই প্রপঞ্চ সত্য বলিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতের বিরোধ হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে ব্যাবহারিক বলিলে তাহা হয় না। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের প্রামাণ্য আছে, বেদান্তবাক্যেরও প্রামাণ্য আছে, অতএব প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ তত্ত্বপ্রতিপাদক কি না? এইরূপ সংশয় হইলে পূর্ব্বাধিকরণে ভেদাভেদকে আশ্রয় করিয়া বেদান্ত-একদেশী যে বিরোধ সমাধান করিয়াছেন, তাহাকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া এখানে তাহার নিরাস করা হইতেছে। তথাহি—

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যথা চ প্রাণাদি।২০]

তদনন্যত্বাধিকরণনামক ষষ্ঠ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

"বেদান্তৈর্ম্মানতায়াং সমতুলিততয়া কর্ম্মকাণ্ডাক্ষজাদেঃ,
সত্যাৎ শ্রুত্যাদ্যুপায়াদবিতথপরমব্রহ্মধীসম্ভবাচ্চ।
সত্যত্বাদীশতায়াঃ শ্রুতিষু পরিণতোদাহৃতের্ব্বেদগীতে-
রদ্বৈতস্যাপ্যভিন্নং ভবতি চ পরমং ব্রহ্ম ভিন্নং প্রমাণাৎ॥

প্রামাণ্যবিষয়ে কর্ম্মকাণ্ডাত্মকবেদ ও ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান বেদান্তজন্য জ্ঞানের সহিত সমতুলিত হয় বলিয়া অর্থাৎ উভয়ের প্রামাণ্য সমান বলিয়া এবং শ্রুতিপ্রভৃতি সত্য উপায় হইতে নিঃসন্দেহরূপে পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সত্য বলিয়া, শ্রুতিতে পরিণামের উদাহরণ দেওয়ায় এবং অদ্বয়ব্রহ্মবাদও বেদে বলা হইয়াছে বলিয়া, কারণস্বরূপ পরমব্রহ্ম জগতের সহিত অভিন্ন এবং প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণবশতঃ জাগতিকপদার্থসকল পরস্পর ভিন্ন।

যদি একটিমাত্র বস্তু থাকিত, তাহা হইলে বহু বস্তু না থাকায় বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের কতকগুলি বিধির বিষয় আর কতকগুলি নিষেধের বিষয়—ইত্যাদি যে পরস্পর ভেদ আছে, তাহা বাধিত হইত। আর প্রত্যক্ষাদিদ্বারা যে লৌকিক ভেদ পাওয়া যাইতেছে, তাহারও উচ্ছেদ হইয়া যাইত। তাহা কিন্তু উচিত নহে। কারণ, অবাধিত অনধিগত অসন্দিগ্ধ জ্ঞানের সাধনকে প্রমাণ বলে, প্রমাণের এই যে সাধারণ লক্ষণ, তাহার, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ বেদান্তরূপ প্রমাণের সহিত কোন প্রভেদ নাই অর্থাৎ এই তিনটিই উক্ত প্রমাণলক্ষণাক্রান্ত হয়—ইত্যাদি যুক্তিবশতঃ ভেদজ্ঞান সত্য। আর "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অদ্বৈতও জানা যাইতেছে, অতএব ভিন্ন ও অভিন্ন ব্রহ্ম প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইল। অতএব বিরোধ নাই—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পাওয়া যাইলে ইহার উত্তর বলা হইতেছে—

তত্ত্বে শ্রুত্যুপপত্তিভির্ব্যপগতে দ্বৈতস্য তদ্‌গ্রাহিণঃ
প্রামাণ্যং ব্যবহারকারিবিষয়ং মিথ্যাপি সদ্‌বোধকম্।
মায়াযন্তুরপীশ্বরস্য মুখতঃ কূটস্থতাম্নানতো
দৃষ্টান্তৈঃ পরিণামধীর্ভ্রম ইতি ব্রহ্মৈকমেবাস্ততঃ॥

অর্থাৎ শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা ভেদগ্রাহক দ্বৈতের তত্ত্ব নিরস্ত হইলে দ্বৈতবোধক প্রমাণের ব্যাবহারিকবস্তু-বিষয়ক প্রামাণ্য মিথ্যা হইলেও তাহা সদ্‌বস্তুকে বোধ করাইয়া দেয়। মায়ার নিয়ামক ঈশ্বরেরও মুখ হইতে ব্রহ্ম কূটস্থ, অর্থাৎ নির্ব্বিকার, ইহা আম্নাত অর্থাৎ কথিত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্টান্তবাক্যসমূহদ্বারা যে পরিণামবুদ্ধি হয়, তাহা ভ্রমই হয়, অতএব ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—ইহা স্থির হইল।

"যাহার দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রবণ করা যায়" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা এক বস্তুর দ্বারা সকল বস্তুর জ্ঞান হয়—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার প্রতিপাদনের জন্য শ্রুতি দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"হে সৌম্য! যেমন একটি মৃৎপিণ্ডদ্বারা যাবতীয় মৃন্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়, কারণ বিকার অর্থাৎ কার্য্য বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, কেবল বাক্যদ্বারা ব্যবহার করা হয়, যেহেতু তাহা নামমাত্র, যেমন রাহুর মস্তক"। "মৃত্তিকাই সত্য" শ্রুতি এই বাক্যদ্বারা বুঝাইতেছেন যে, কারণই মিথ্যাভূতকার্য্যের তত্ত্ব, অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ; কার্য্য বলিয়া যাহা জ্ঞান হইতেছে, তাহা ভ্রমমাত্র। বস্তুর তত্ত্বজ্ঞানই সত্যজ্ঞান, তদ্ভিন্ন জ্ঞান মিথ্যা, অতএব কারণজ্ঞান হইতে কার্য্যের তত্ত্বজ্ঞান হয়—ইহা সিদ্ধ হইল। কারণের পরিণাম কার্য্যপদার্থ—ইহা যদি শ্রুতির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে কার্য্যপদার্থও সত্য বলিয়া "মৃত্তিকাই সত্য" এই বলিয়া কারণপদার্থ সত্য—ইহা নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত হইত না। অতএব শ্রুতিতে পরিণামদৃষ্টান্ত দেখিয়া অর্থাপত্তিদ্বারা পরিণামবাদ কল্পনা করাও উচিত নহে; কারণ, "মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" এই এবকার শ্রুতির দ্বারা কারণেরই সত্যত্ব বোধ হইতেছে, শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থাপত্তির উদয়ই হইতে পারে না। প্রতিজ্ঞাবাক্যই প্রধান, অতএব তাহার অনুরোধে অপ্রধান দৃষ্টান্তবাক্যকে বিবর্ত্তবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" এই শ্রুতিতে পরিণামবাদ স্পষ্ট করিয়া নিষেধ করা হইতেছে বলিয়া উক্ত অর্থাপত্তি হইতেই পারে না। কারণস্বরূপ ব্রহ্মে প্রাপ্ত কার্য্যকে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতি নিষেধ করায় শুক্তিতে রজতের ন্যায় জগতের মিথ্যাত্ব বুঝা যাইতেছে। এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে, কার্য্যপদার্থ সত্য নহে, তথাপি যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে বিভিন্ন কার্য্যের

ইতরব্যপদেশাধিকরণং নাম

সপ্তমম্ অধিকরণম্।

(ব্রহ্মে জীবত্বধর্ম্মের শঙ্কানিরসন।)

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।২১ [পূঃ সূঃ]

তদনন্যত্বাধিকরণনামক ষষ্ঠ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

জ্ঞান হইতেছে, প্রয়োজনীয় বস্তু তাহার বিষয় হইলে কোন বাধা না থাকায়, তাদৃশ বস্তুবিষয়েই তাহার প্রামাণ্য জানিতে হইবে। কারণ, কলসাদি যে জল আনয়নের কারণ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব তাহাকে বাধা দেওয়া যায় না। এইরূপ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রামাণ্য জানিবেন। কারণ, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই স্বর্গাদিফল হইয়া থাকে।

এই বিষয়টী ভারতীতীর্থের অধিকরণমালায় দুইটী শ্লোকে যে ভাবে বলা হইয়াছে, তাহা এই—

ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌ স্তো যদি বা ব্যাবহারিকৌ
সমুদ্রাদাবিব তয়োর্বাধাভাবেন তাত্ত্বিকৌ ॥১
বাধিতৌ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং তাবেতৌ ব্যাবহারিকৌ,
কার্য্যস্য কারণাভেদাদদ্বৈতং ব্রহ্মতাত্ত্বিকম্ ॥২

অন্বয়—ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌ, যদি বা ব্যাবহারিকৌ স্তঃ, সমুদ্রাদৌ ইব তয়োঃ বাধাভাবেন তাত্ত্বিকৌ।১ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং বাধিতৌ তৌ এতৌ ব্যাবহারিকৌ। কার্য্যস্য কারণাভেদাৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম তাত্ত্বিকম্ ।২

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।২১*

অন্যথা পুনঃ চেতনকারণবাদ আক্ষিপ্যতে, চেতনাৎ হি জগৎপ্রক্রিয়ায়াম্ আশ্রীয়মাণায়াং হিতাকরণাদয়ঃ দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। কুতঃ? ইতরব্যপদেশাৎ। ইতরস্য শারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বং ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ—

স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো (ছাঃ ৬৷৮৷৩)

ইতি প্রতিবোধনাৎ। যদ্বা ইতরস্য চ ব্রহ্মণঃ শারীরাত্মত্বং ব্যপদিশতি—

তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ (তৈ ২৷৬)

ইতি স্রষ্টুরেব অবিকৃতস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেন শারীরাত্মত্বপ্রদর্শনাৎ—

অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি (ছাং ৬৷৩৷২)

ইতি চ পরা দেবতা জীবম্ আত্মশব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো ভিন্নঃ শারীর ইতি দর্শয়তি। তস্মাৎ যৎ ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বং তৎ শারীরস্যৈব ইতি। অতঃ স স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা সন্ হিতমেব আত্মনঃ সৌমনস্যকরং কুর্য্যাৎ, ন অহিতং জন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থজালম্। ন হি কশ্চিৎ অপরতন্ত্রো বন্ধনাগারম্ আত্মনঃ কৃত্বা অনুপ্রবিশতি। ন চ স্বয়ম্ অত্যন্তনির্ম্মলঃ সন্ অত্যন্তমলিনং দেহম্ আত্মত্বেন উপেয়াৎ। কৃতমপি কথঞ্চিৎ যৎ দুঃখকরং তৎ ইচ্ছয়া জহ্যাৎ। সুখকরং চ উপাদদীত। স্মরেচ্চ ময়া ইদং জগদ্‌বিম্বং বিচিত্রং বিরচিতমিতি। সর্ব্বো হি লোকঃ স্পষ্টং কার্য্যং কৃত্বা স্মরতি—ময়েদং কৃতম্ ইতি। যথা চ মায়াবী স্বয়ং প্রসারিতাং মায়াম্ ইচ্ছয়া অনায়াসেনৈব উপসংহরতি, এবং শারীরোঽপি ইমাং সৃষ্টিম্ উপসংহরেৎ। স্বমপি তাবৎ শরীরং শারীরো ন শক্নোতি অনায়াসেন উপসংহর্ত্তুম্। এবং হিতক্রিয়াদ্যদর্শনাৎ অন্যায্যা চেতনাৎ জগৎপ্রক্রিয়া ইতি গম্যতে ।২১

* এস্থলে "হিতকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ" এই প্রথমান্ত পদটী থাকায়, এটী অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইয়াছে। "প্রসক্তিঃ" এই পদটী সূত্রে থাকায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্রও হইয়াছে। প্রসক্তি অর্থই আপত্তি অর্থাৎ অনিষ্টশঙ্কা।

(ব্রহ্মে জীবত্বধর্ম্মের শঙ্কানিরসন।)

[ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।২১]

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম নিজেই নিজের অনর্থকর জরামরণাদি কার্য্য করিলেন—এইরূপ দোষের আপত্তি হয়। অতএব অভ্রান্ত ব্রহ্মের পক্ষে নিজের অনর্থকর জগৎসৃষ্টি করা সম্ভব নহে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয়, ইতর অর্থাৎ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যপদেশ করায়, অথবা ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জীব বলিয়া ব্যপদেশ করায়, ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা হইলে জীবই সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন, ইহা সূত্রার্থ। অন্য প্রকারে আবার চেতনকারণবাদ অর্থাৎ চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ—এই মতের উপর আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি করিতেছেন। চেতন ব্রহ্ম হইতে জগৎপ্রক্রিয়া অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—এই মত স্বীকার করিলে হিতাকরণাদি অর্থাৎ নিজেই নিজের অনিষ্ট করা প্রভৃতি দোষ হইয়া পড়ে। কারণ, ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন জীবকে ব্যপদেশ অর্থাৎ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রুতি ব্রহ্মভিন্ন জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, যেহেতু

"স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"　(ছাঃ ৬।৮।৩)

অর্থাৎ "তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই ব্রহ্ম" এইরূপ বুঝাইয়াছেন। অথবা ইতর অর্থাৎ জীবভিন্ন ব্রহ্ম জীবস্বরূপ হইয়াছেন, ইহা নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা—

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ　(তৈঃ ২।৬)

অর্থাৎ তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই প্রবেশ করিলেন। যেহেতু এই শ্রুতিতে দেখাইতেছেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মই বিকৃত না হইয়া কার্য্য অর্থাৎ শরীরে অনুপ্রবেশদ্বারা জীবস্বরূপ হইয়াছেন—

অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি　(ছাঃ ৬।৩।২)

অর্থাৎ এই জীবস্বরূপ হইয়া অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিব, এই শ্রুতিও দেখাইতেছেন যে, পরা দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বর, জীবকে আত্মশব্দদ্বারা উল্লেখ করিতেছেন, অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অতএব ব্রহ্মের যে সৃষ্টিকারিত্ব তাহা জীবেরই। সুতরাং সেই ঈশ্বর স্বাধীন সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া নিজের সৌমনস্য অর্থাৎ মনঃপ্রীতিকর হিত কার্য্যই করিবেন। কিন্তু অহিতকর অর্থাৎ জন্মমরণজরারোগাদি অনেক অনর্থসমূহ সৃষ্টি করিবেন না। কারণ, অপরতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন কোন ব্যক্তি নিজের বন্ধনাগার অর্থাৎ অবরোধ-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে না। আর তিনি নিজে অতিশয় বিশুদ্ধ হইয়া অতিশয় অপবিত্র দেহকে আমি বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যদিও কোন রকমে করেন, তাহা হইলেও যাহা অনিষ্টকর, তাহা ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতেন এবং যাহা সুখকর, তাহা গ্রহণ করিতেন। আর স্মরণ করিতেন যে, আমাকর্ত্তৃক এই বিচিত্র জগৎ রচিত হইয়াছে। কারণ, সকল লোকে স্পষ্ট কার্য্য করিয়া মনে করে যে, আমি ইহা করিয়াছি। আর মায়াবী যেমন নিজকর্ত্তৃক রচিত মায়াকে ইচ্ছানুসারে অনায়াসে উপসংহার করে, এইরূপ জীবও এই জগৎকে উপসংহার করিতেন। (অথচ) জীব নিজের দেহকেও অনায়াসে উপসংহার করিতে পারে না। এইরূপ হিতকর কার্য্যাদি দেখা যাইতেছে না বলিয়া চেতন ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই মত অন্যায় বলিয়া বোধ হইতেছে।

ভামতী।

যদ্যপি শারীরাৎ পরমাত্মনো ভেদম্ আহুঃ শ্রুতয়ঃ, তথাপি অভেদম্ অপি দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ বহ্ব্যঃ। ন চ ভেদাভেদৌ একত্র সমবেতৌ, বিরোধাৎ। ন চ ভেদঃ তাত্ত্বিক ইতি উক্তম্। তস্মাৎ পরমাত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ ন শারীরঃ তত্ত্বতো ভিদ্যতে। স এব তু অবিদ্যোপধানভেদাৎ ঘটকরকাদ্যা-কাশবৎ ভেদেন প্রথতে। উপহিতং চ অস্য রূপং শারীরঃ, তেন মা নাম জীবাঃ পরমাত্মতাম্ আত্মনঃ অনুভুবন্, পরমাত্মা তু তান্ আত্মনো অভিন্নান্ অনুভবতি। অননুভবে সার্ব্বজ্ঞ্যব্যাঘাতঃ। তথা চ অয়ং জীবান্ বধ্নন্ আত্মানমেব বধ্নীয়াৎ। তত্র ইদম্ উক্তং "ন হি কশ্চিৎ অপরতন্ত্রঃ বন্ধনাগারম্ আত্মনঃ কৃত্বা অনুপ্রবিশতি" ইত্যাদি, তস্মাৎ ন চেতনকারণং জগদিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।২১.

বেদান্তকল্পতরুঃ।

জীবাঽভিন্নঃ ব্রহ্ম জগদুপাদানং বদন্ সমন্বয়ঃ যদি তাদৃক্ ব্রহ্ম জগৎ জনয়েৎ, তর্হি স্বানিষ্টং ন সৃজেৎ ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সন্দেহে পূর্ব্বত্র কার্য্যকারণানন্যত্ববৎ ঘটাকাশকল্পজীবানাম্ অপি মহাকাশোপমব্রহ্মাত্মৈকাম্ উক্তং, তস্য হিতাকারণাদ্যনুপপত্তিভিঃ আক্ষেপাৎ সঙ্গতিঃ। নমু "সোঽন্বেষ্টব্যঃ" ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশাৎ কথং পূর্ব্বপক্ষঃ "তত্রাহ—যদ্যপি" ইতি। যদি ভেদাভেদৌ "একত্র" বিরুদ্ধৌ, তর্হি অভেদ এব ভেদেন বাধ্যতাম্ অত আহ—"ন চ ভেদ ইতি। ইত্যুক্তম্"। অনন্তরাধিকরণে ইত্যর্থঃ। নমু স্বাভাবিকং ব্রহ্মৈকত্বং জীবা অবিদ্যোপহিতাঃ স্বেষাং ন জানন্তি ইতি হিতেঽপি অহিতভ্রমাৎ অকরণম্ উপপন্নম্ অত আহ—"তেন" ইতি।২১

(ব্রহ্মে জীবত্বধর্ম্মের শঙ্কানিরসন।)

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ।২২

ভামতীর অনুবাদ।

যদিও শ্রুতিগণ জীব হইতে পরামাত্মার ভেদ বলিতেছেন, তথাপি বহু শ্রুতি অভেদও দেখাইতেছেন। আর ভেদ ও অভেদ এক স্থলে মিলিত হয় না; কারণ, উভয়ে বিরুদ্ধ বস্তু। আর ভেদ তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা হইতে জীব বাস্তবিক ভিন্ন নহে, কিন্তু জীবই অবিদ্যারূপ উপাধির ভেদবশতঃ ঘট এবং করকাদি উপাধিভেদে ভিন্ন আকাশের মত ভিন্ন হইয়া প্রকাশ হয়। আর পরমাত্মার উপাধিযুক্ত রূপ জীব। সেইজন্য জীবসকল নিজে যে পরামাত্মা, তাহা অনুভব করে না, কিন্তু পরমাত্মা তাহাদিগকে নিজে হইতে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করেন। অনুভব না করিলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার ব্যাঘাত ঘটে। তাহা হইলে এই পরমাত্মা জীবগণকে বন্ধন করিয়া নিজেকেই বন্ধন করিবেন। সে বিষয়ে এই কথা বলিয়াছেন, "যেহেতু কোন স্বাধীন লোক নিজের বন্ধনের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে না" ইত্যাদি; অতএব চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ নহে—ইহা পূর্ব্বপক্ষ ।২১

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ।২২ *

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাৎ অধিকম্ অন্যৎ, তদ্ বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ। ন তস্মিন্ হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। ন হি তস্য হিতং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যম্ অস্তি, অহিতং বা পরিহর্ত্তব্যম্, নিত্যমুক্ত-স্বভাবত্বাৎ। ন চ তস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো বা ক্বচিদপি অস্তি। সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাচ্চ। শারীরস্তু অনেবংবিধঃ। তস্মিন্ প্রসজ্যন্তে হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ। ন তু তং বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ব্রূমঃ। কুত এতৎ? ভেদনির্দ্দেশাৎ—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ (বৃঃ ২।৪।৫)
"সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১)
"সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১)
"শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ" (বৃঃ ৪।৩।৩৫)

ইতি এবংজাতীয়কঃ কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদনির্দ্দেশঃ জীবাৎ অধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি। ননু অভেদ-নির্দ্দেশোঽপি দর্শিতঃ "তত্ত্বমসি" ইতি এবংজাতীয়কঃ। কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেয়াতাম্? নৈষ দোষঃ। আকাশঘটাকাশন্যায়েন উভয়সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠা-পিতত্বাৎ। অপি চ যদা তত্ত্বমসি-ইত্যেবংজাতীয়কেন অভেদনির্দ্দেশেন অভেদঃ প্রতি-বোধিতো ভবতি, অপগতং ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃত্বং, সমস্তস্য মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতস্য ভেদব্যবহারস্য সম্যগ্‌জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ। তত্র কুত এব সৃষ্টিঃ? কুতো বা হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ? অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপকৃত-কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতোপাধ্যবিবেককৃতা হি ভ্রান্তিঃ হিতাকরণাদিলক্ষণঃ সংসারঃ, ন তু পরমার্থতঃ অস্তি ইতি অসকৃৎ অবোচাম। জন্মমরণচ্ছেদনভেদনাদ্যভিমানবৎ। অবাধিতে তু ভেদব্যবহারে "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি এবংজাতীয়কেন ভেদনির্দ্দেশেন অবগম্যমানং ব্রহ্মণঃ অধিকত্বং হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিং নিরুণদ্ধি ।২২

* "তু" শব্দ থাকায় ইহা পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনসূচক সিদ্ধান্ত সূত্র। অবশ্য "অধিকম্" এই প্রথমান্তপদ থাকায় ইহাকে অধিকরণ আরম্ভক বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না, যেহেতু তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রমাত্রদ্বারাই অধিকরণ সমাপ্তি স্বীকার করিতে হইত। এ গ্রন্থে কেবল পূর্ব্বপক্ষ সূত্রদ্বারা একটী পূর্ণ অধিকরণ রচনার পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই। অধিকরণগুলি বিচার্য্য বলিয়া আর তাহা পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিলিত হইয়া হয় বলিয়া কেবল পূর্ব্বপক্ষদ্বারা অধিকরণ পূর্ণ হওয়া উচিতও নহে।

(ব্রহ্মে জীবত্বধর্ম্মের শঙ্কানিরসন।)

[অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ।২২]

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—তু শব্দদ্বারা পূর্ব্বপক্ষের নিবারণ করিতেছেন, যেহেতু আমরা বলি যে সৃষ্টিকর্ত্তৃ ব্রহ্ম, জীব অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ ভিন্ন, অতএব ব্রহ্মের অহিতকরণাদি দোষ হইতে পারে না। কেননা, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে কল্পিত ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

সূত্রস্থিত "তু" শব্দটি পূর্ব্বপক্ষ নিবারণ করিতেছেন, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব এবং শারীর অর্থাৎ জীব অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ ভিন্ন, যে ব্রহ্ম তাঁহাকে আমরা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃ বলি। তাহাতে হিতাকরণাদি দোষ অর্থাৎ মঙ্গল না করা দোষ হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার করিবার উপযুক্ত হিত কিছুই নাই, আর পরিত্যাগ করিবার যোগ্য অহিতও কিছুই নাই, যেহেতু তিনি নিত্যই মুক্তস্বভাব। আর তাঁহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা বা শক্তির প্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা কোথাও নাই, কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্। কিন্তু শারীর অর্থাৎ জীব অনেবংবিধ অর্থাৎ এ প্রকার নহে, অতএব তাহাতে হিতের অকরণাদি দোষসকল হইতে পারে। আমরা কিন্তু তাহাকে অর্থাৎ জীবকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলি না। যদি বল—ইহা বল কেন? তাহা হইলে বলিব—যেহেতু ভেদ নির্দ্দেশ আছে—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"

অর্থাৎ ওরে আত্মাকে দেখা উচিত, শোনা উচিত, মনন করা উচিত, নিদিধ্যাসন করা উচিত

"সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"

অর্থাৎ সেই আত্মাকে অন্বেষণ করা উচিত, সেই আত্মাকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত

"সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি"

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতু! সুষুপ্তিসময়ে (জীব) ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়

"শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ"

অর্থাৎ শারীর জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ত্তৃক অন্বারূঢ় অর্থাৎ অধিষ্ঠিত।

এইরূপ কর্ত্তা ও কর্ম্ম প্রভৃতির ভেদনির্দ্দেশ জীব অপেক্ষা ব্রহ্ম যে অধিক ইহা দেখাইয়া দিতেছে। যদি বল "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম এই জাতীয় অভেদনির্দ্দেশও দেখাইয়াছে। পরস্পরবিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদ কি করিয়া সম্ভব হয়? তাহা হইলে বলিব—ইহা দোষ নহে; কারণ, আকাশ ও ঘটাকাশন্যায় অনুসারে উভয়ই যে সম্ভব, তাহা তত্তৎস্থানে প্রতিপন্ন করিয়াছি। আরও "তত্ত্বমসি" এই জাতীয় অভেদনির্দ্দেশদ্বারা যখন জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিবোধিত হয় অর্থাৎ জানাইয়া দেওয়া হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব এবং ব্রহ্মেরও সৃষ্টিকারিত্ব অপগত হয়; কারণ, সম্যক্‌জ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত সমস্ত ভেদব্যবহার বাধিত হয়। সেখানে কোথায়ই বা সৃষ্টি? আর কোথায়ই বা হিতাকরণাদি দোষ? কারণ, অবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত অর্থাৎ কল্পিত যে নাম ও রূপ, আর তৎকৃত যে কার্য্যকরণসংঘাতরূপ অর্থাৎ কার্য্য ও করণসমষ্টিরূপ যে উপাধি, সেই উপাধির অবিবেকজনিত যে ভ্রম, তাহাই হিতাকারণাদিরূপ সংসার, তাহা কিন্তু পরমার্থতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক নাই—ইহা অনেকবার বলিয়াছি। জন্ম মরণ ছেদন ভেদন প্রভৃতির অভিমান যেমন, পরমার্থতঃ নাই—ইহাও সেইরূপ। কিন্তু ভেদব্যবহার বাধিত না হইলে "তাঁহাকে অন্বেষণ করা উচিত, তাঁহাকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত", এই জাতীয় ভেদনির্দ্দেশদ্বারা অবগম্যমান জীব অপেক্ষা ব্রহ্মের অধিকত্ব অর্থাৎ পার্থক্য, তাহাই হিতাকরণাদি দোষের সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়া দেয় ।২২

ভামতী।

সত্যম্ অয়ং পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ যথা জীবান্ বস্তুত আত্মনঃ অভিন্নান্ পশ্যতি, পশ্যত্যেবং ন ভাবত এষাং সুখদুঃখাদিবেদনাসঙ্গঃ অস্তি, অবিদ্যাবশাৎ তু এষাং তদ্বদভিমান ইতি। তথা চ তেষাং সুখদুঃখাদিবেদনায়াম্ অপি অহম্ উদাসীন ইতি ন তেষাং বন্ধনাগারনিবেশেঽপি অস্তি ক্ষতিঃ কাচিৎ মম ইতি ন হিতাকরণাদিদোষাপত্তিরিতি রাদ্ধান্তঃ। তদিদম্ উক্তম্ "অপি চ যদা তত্ত্বমসি" ইতি। অপি চ ইতি চঃ পূর্ব্বোপপত্তিসাহিত্যং দ্যোতয়তি ন উপপত্ত্যন্তরতাম্ ।২২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"তদ্বদভিমান" ইতি। পশ্যতি ইত্যন্বয়ঃ। যদ্যপি পরমাত্মনঃ দর্শনক্রিয়াশ্রয়ত্বম্ অনুপপন্নম্, তথাপি পুরুষঃ স্বপ্রকাশ এব তত্তদ্বিশেষেণ উপরক্তঃ তং তং যথাবস্থিতং ভাসয়তি ইতি অতঃ পশ্যতি ইতি নির্দ্দিশ্যতে ।২২

(ব্রহ্মে জীবত্বধর্ম্মের শঙ্কানিরসন।)

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ।২৩

ভামতীর অনুবাদ।

ইহা সত্য যে, এই পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া যেমন জীবগণকে বাস্তবিক নিজ হইতে অভিন্ন দেখেন, এইরূপ ইহাও দেখেন যে, জীবগণের ভাবতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক সুখদুঃখপ্রভৃতি বেদনাসঙ্গ নাই, অর্থাৎ সুখদুঃখাদি জ্ঞানের সহিত জীবগণের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ জীবগণের তদ্‌বদভিমান হয়, অর্থাৎ আমি সুখী দুঃখী এইরূপ জ্ঞান হয়। আর তাহা হইলে জীবগণের সুখদুঃখাদির বেদনা অর্থাৎ জ্ঞান হইলেও আমি (ব্রহ্ম) উদাসীন অর্থাৎ নির্লিপ্ত, অতএব তাহাদের বন্ধনাগারে প্রবেশ হইলেও আমার কোন ক্ষতি নাই, অতএব হিতাকরণাদি দোষের আপত্তি হয় না—ইহাই সিদ্ধান্ত। সেই জন্য "অপি চ যদা তত্ত্বমসি" ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। অপি চ এই চ শব্দটি পূর্ব্বযুক্তির সাহিত্য স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, অর্থাৎ আরম্ভণ সূত্রশেষে যে যুক্তি দিয়াছেন, ইহার সহিত সেই যুক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, ইহা অন্য যুক্তি নহে ।২২

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ। ২৩ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

যথা চ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যান্বিতানাম্ অপি অশ্মনাং কেচিৎ মহার্হা মণয়ঃ বজ্রবৈদূর্য্যাদয়ঃ, অন্যে মধ্যমবীর্য্যাঃ সূর্য্যকান্তাদয়ঃ, অন্যে প্রহীণাঃ শ্ব-বায়স-প্রক্ষেপণার্হাঃ পাষাণাঃ ইতি অনেকবিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে, যথা চ একপৃথিবীব্যপাশ্রয়াণাম্ অপি বীজানাং বহুবিধং পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যং চন্দনকিংপাকাদিষু উপলক্ষ্যতে, যথা চ একস্যাপি অন্নরসস্য লোহিতাদীনি কেশলোমাদীনি চ বিচিত্রাণি কার্য্যাণি ভবন্তি, এবম্ একস্যাপি ব্রহ্মণঃ জীবপ্রাজ্ঞপৃথক্ত্বং কার্য্যবৈচিত্র্যং চ উপপদ্যতে; ইত্যতঃ তদনুপপত্তিঃ, পরপরিকল্পিতদোষানুপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ। শ্রুতেশ্চ প্রামাণ্যাৎ বিকারস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ স্বপ্নদৃশ্যভাববৈচিত্র্যবচ্চ ইতি অভ্যুচ্চয়ঃ ।২৩ ইতি সপ্তমম্ ইতরব্যপদেশাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—এক মাত্র পৃথিবী হইতে উৎপন্ন অশ্মাদি অর্থাৎ প্রস্তর সকলের মধ্যে যেমন হীরকাদি ভেদে বৈচিত্র্য আছে, সেইরূপ ব্রহ্মকার্য্যেরও বৈচিত্র্য হইতে পারে, অতএব তদনুপপত্তি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষ হইল না।

আর লোকমধ্যে যেমন পৃথিবীত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মান্বিত অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর সকলের মধ্যে কতকগুলি মহার্হ অর্থাৎ মহামূল্য বজ্র অর্থাৎ হীরক ও বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি, অন্য কতকগুলি মধ্যমবীর্য্য অর্থাৎ মধ্যমমূল্যবিশিষ্ট সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মণি এবং অন্য কতকগুলি শ্ব-বায়সক্ষেপণার্হ অর্থাৎ কুক্কুর কাক প্রভৃতি তাড়াইবার জন্য ছুড়িবার যোগ্য প্রহীণ পাষাণ অর্থাৎ তুচ্ছ প্রস্তর, এইরূপ অনেক প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়; আর যেমন এক পৃথিবীব্যপাশ্রয় অর্থাৎ এক পৃথিবীতে থাকে যে বীজসকল, তাহাদের নানা প্রকার পত্র পুষ্প ফল রস গন্ধ প্রভৃতি বৈচিত্র্য, চন্দন কিংপাক অর্থাৎ মহাতালাদিতে দেখা যায়; আর যেমন এক অন্নের রসেই রক্তমাংস অস্থি প্রভৃতি ধাতু সকল এবং কেশ লোম নখ প্রভৃতি বিচিত্র কার্য্য হয়; এইরূপ এক ব্রহ্মেরই জীব ও ঈশ্বররূপ পার্থক্য, এবং পৃথিব্যাদি বিচিত্র কার্য্যও উপপন্ন হয়; এইজন্য তদনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ পরপরিকল্পিত দোষ সকলের অনুপপত্তি হয়। আর শ্রুতির প্রামাণ্য থাকায় এবং পৃথিব্যাদি বিকার বাচারম্ভণমাত্র বলিয়া অর্থাৎ বাক্যের কল্পনা মাত্র বলিয়া এবং স্বপ্নে দেখা যায় যে সকলবস্তু তাহাদের বৈচিত্র্যের মত ব্রহ্মের বিচিত্রজগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, ইহা জীব অপেক্ষা ব্রহ্মের আধিক্য ।২৩ ইতি ইতরব্যপদেশনামক সপ্তম অধিকরণ।

ভামতী।

স্যাদেতৎ, যদি ব্রহ্মবিবর্ত্তঃ জগৎ, হন্ত সর্ব্বস্যৈব জীববৎ চৈতন্যপ্রসঙ্গঃ, ইত্যত আহ—

* এখানেও "অশ্মাদিবৎ" এবং "তদনুপপত্তিঃ" এইরূপ প্রথমান্ত পদ থাকিলেও ইহা অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইল না। কারণ "চ" শব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত যুক্তির পুষ্টিসাধন করা হইতেছে, এবং "অশ্মাদিবৎ" শব্দে দৃষ্টান্তবোধকতা থাকায় ইহা অধিকরণের অঙ্গীভূত সূত্রই হইবে। অন্যথা হইতে পারে না।

(ব্রহ্মে জীবত্বধর্ম্মের শঙ্কানিরসন।)

[অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ।২৩]

ভামতী।

"অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ"। অতিরোহিতার্থেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্।২৩ ইতি সপ্তমম্ ইতরব্যপদেশাধিকরণম্।

[এই ভামতীর "বেদান্তকল্পতরু" নাই।]

ভামতীর অনুবাদ।

আচ্ছা, জগৎ যদি ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে সমুদায় বস্তুরই জীবের ন্যায় চৈতন্যপ্রসঙ্গ হয়, এইজন্য (সূত্রকার) বলিতেছেন—"অশ্মাদিবৎ চ তদনুপপত্তিঃ"। ইহা অতিরোহিতার্থ অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষ্যদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাই সপ্তম অধিকরণ।

সপ্তম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

ইতরব্যপদেশ অধিকরণ নামক এই সপ্তম অধিকরণে তিনটী সূত্র আছে। ইহার মধ্যে প্রথম সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ এবং অবশিষ্ট সূত্রদ্বয় সিদ্ধান্তপক্ষ, যথা—

পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্তপক্ষ
১। ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।২১	
	২। অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।২২
	৩। অশ্মাদিবৎ চ তদনুপপত্তিঃ।২৩

ইহাদের অর্থ এইরূপ—

প্রথম সূত্রে আপত্তি করা হইতেছে—ইতর অর্থাৎ জীবের ব্যপদেশপ্রযুক্ত অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মত্ব কথনপ্রযুক্ত হিতাকরণাদি অর্থাৎ জরামরণাদি অহিতকরণাদি দোষের সম্ভাবনা ব্রহ্মে হয় বলিতে হইবে ?

দ্বিতীয় সূত্রে ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে যে, "তু" অর্থাৎ না, তাহা নহে, যেহেতু জীব হইতে অধিক সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং সৃষ্টিকর্ত্তা, এজন্য অহিতকরণাদি দোষের প্রসক্তি নাই। তাহার কারণ, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই শ্রুতিতে কল্পিতভেদের নির্দ্দেশ আছে।

তৃতীয় সূত্রে বলা হইতেছে যে, একই ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলে কার্য্যের বৈচিত্র্য কি করিয়া হয়; তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যেমন পৃথিবীরই বিকার নানারূপ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেরই এই নানারূপ ভাব হইয়াছে। অতএব উক্ত শঙ্কা নাই।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
  শাস্ত্রসঙ্গতি— „
  অধ্যায়সঙ্গতি— „
  পাদসঙ্গতি— „
  অধিকরণসঙ্গতি—আক্ষেপসঙ্গতি; যেহেতু ব্রহ্ম যদি জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃ হন, তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্ম নিজেই নিজের জরামরণাদি অনর্থকর হইলেন, ইহা ত দেখা যায় না, অতএব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃ নহেন। এই আপত্তি নিরারণের জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

২। **বিষয়**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে—এই মতবাদী বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—ব্রহ্ম যদি জগৎসৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে নিজের অনিষ্টকর বস্তু সৃষ্টি করিতেন না, এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কার্য্য ও কারণের অভেদের মত ঘটাকাশতুল্য জীবসকল মহাকাশতুল্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, তাহাতে হিতাকরণাদি অসঙ্গতিদ্বারা আপত্তি করা হইতেছে—যথা—

"সর্ব্বজ্ঞব্রহ্মণো জীবৈরভেদং স্বস্য পশ্যতঃ।
জীবাহিতক্রিয়া স্বার্থা স্যাদেষা হি ন যুজ্যতে"॥

উপসংহারদর্শনাধিকরণং নাম

অষ্টমম্ অধিকরণম্।

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা।)

উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।২৪

সপ্তম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

অর্থাৎ যে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জীবগণের সহিত নিজের অভেদ দেখিতেছেন, তিনি যে জীবগণের জরামরণাদি অনিষ্টকর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা ফলতঃ নিজের জন্যই হইয়া পড়ে, ইহাও সঙ্গত নহে।

যদিও জীবগণ অবিদ্যাযুক্ত বলিয়া স্বয়ং যে পরমাত্মস্বরূপ তাহা অনুভব করিতে পারে না, এবং ভ্রমবশতঃ নিজের অনিষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও পরমাত্মা তাহাদিগকে নিজের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুভব করেন, তাহা না হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের ব্যাঘাত ঘটে। তাহা হইলে ভগবান্ জীবগণকে বন্ধন করিয়া নিজেকেই বাঁধিয়া ফেলিবেন। অতএব নানাবিধ দুঃখপূর্ণ এই জগৎ চেতন ব্রহ্মসৃষ্ট নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

৫। **সিদ্ধান্ত**—

"অবস্তু জীবসংসারস্তেন নাস্তি মম ক্ষতিঃ।
ইতি পশ্যত ঈশস্য ন হিতাহিতভাগিতা"॥

অর্থাৎ জীবের যে সংসার, তাহা অবস্তু অর্থাৎ কিছুই নহে, অতএব তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই; ঈশ্বর এইরূপ দেখিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহার হিত বা অহিত কিছুই হয় না। যদিও পরমেশ্বরের কোন দর্শনক্রিয়া নাই, তাহা হইলেও স্বরূপের প্রকাশই বিবিধ বিষয়ের সহিত যুক্ত হইয়া যথাস্থানে সেই সেই বিষয়কে প্রকাশ করে, এইজন্য ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন, এইরূপ বলা হইয়াছে।৭

এই অধিকরণটী ভারতীতীর্থস্বামী এইরূপে দুইটি শ্লোকদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন, যথা—

হিতাক্রিয়াদি স্যান্নো বা জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ।
জীবাহিতক্রিয়া স্বার্থা স্যাদেষা ন হি যুজ্যতে॥
অবস্তু জীবসংসারস্তেন নাস্তি মম ক্ষতিঃ।
ইতি পশ্যত ঈশস্য ন হিতাহিতভাগিতা॥

অন্বয়ঃ—জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ হিতাক্রিয়াদি স্যাৎ নো বা? জীবাহিতাক্রিয়া স্বার্থা স্যাৎ এষা ন হি যুজ্যতে। জীবসংসারঃ অবস্তু তেন মম ক্ষতিঃ নাস্তি, ইতি পশ্যতঃ ঈশস্য হিতাহিতভাগিতা ন।

উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।২৪ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

চেতনং ব্রহ্ম একম্ অদ্বিতীয়ং জগতঃ কারণম্ ইতি যদুক্তং, তৎ ন উপপদ্যতে। কস্মাৎ? উপসংহারদর্শনাৎ। ইহ হি লোকে কুলালাদয়ো ঘটপটাদীনাং কর্ত্তারঃ মৃদ্দণ্ড-চক্রসূত্রাদ্যনেককারকসাধনোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তঃ তত্তৎকার্য্যং কুর্ব্বাণা দৃশ্যন্তে। ব্রহ্ম চ অসহায়ং তব অভিপ্রেতং তস্য সাধনান্তরানুপসংগ্রহে সতি কথং স্রষ্টৃত্বম্ উপপদ্যেত? তস্মাৎ ন ব্রহ্ম জগৎকারণম্ ইতি চেৎ? নৈষ দোষঃ। যতঃ ক্ষীরবদ্দ্রব্য-স্বভাববিশেষাৎ উপপদ্যতে। যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতে অনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথা ইহাপি ভবিষ্যতি। নন্বু ক্ষীরাদি অপি দধ্যাদি-

---

* এই সূত্রে "ক্ষীরবৎ" এই প্রথমান্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণ-আরম্ভক সূত্র হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন পৃথক্ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া সিদ্ধান্ত করায় পূর্ব্বাধিকরণের কোনরূপ অঙ্গ হইবার সম্ভাবনাও থাকিল না। যদি বলা যায় "বিকারশব্দাৎ ন ইতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যাৎ" এই সূত্রের ন্যায় বর্ত্তমান সূত্রটী হওয়ায় ইহা পূর্ব্বাধিকরণের অন্তর্গত সূত্র হইল না কেন? তাহার উত্তর এই যে "ক্ষীরবৎ" এই প্রথমান্তপদ শেষে রহিয়াছে। তথায় "প্রাচুর্য্যাৎ" এই পঞ্চম্যন্ত পদ শেষে রহিয়াছে। এস্থলে "হি"শব্দ হেত্বর্থ হইলেও পৃথক্ রহিয়াছে এবং "ক্ষীরবৎ"পদের পূর্ব্বে থাকিয়া অন্বিত হইবে। অতএব ইহা "বিকারশব্দাৎ" ইত্যাদি সূত্রের মত নহে। রামানুজ মতেও ইহা এইরূপ। নাম্বমতে ইহা "যথা প্রাণাদিঃ" এই অধিকরণের ছয়টী সূত্রের মধ্যে ৫ম সূত্র। অধিকরণারম্ভক সূত্র নহে। মাধ্ব চকার পাঠ করেন নাই, এজন্য তাঁহার মতে অধিকরণ আরম্ভ সঙ্গত হইলেও এস্থলে পূর্ব্বাধিকরণের অন্তর্গত না হইয়া পৃথক্ অধিকরণ হওয়াই উচিত ছিল।

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।২৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভাবেন পরিণমমানম্ অপেক্ষত এব বাহ্যং সাধনম্ ঔষ্ণ্যাদিকং কথম্ উচ্যতে ক্ষীরবৎ হি ইতি? নৈষ দোষঃ। স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাং চ যাবতীং চ পরিণামমাত্রাম্ অনুভবতি তাবত্যেব ত্বার্য্যতে তু ঔষ্ণ্যাদিনা দধিভাবায়। যদি চ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যাৎ নৈব ঔষ্ণ্যাদিনাপি বলাৎ দধিভাবম্ আপদ্যেত। ন হি বায়ুঃ আকাশো বা ঔষ্ণ্যাদিনা বলাৎ দধিভাবম্ আপদ্যতে। সাধনসামগ্র্যা চ তস্য পূর্ণতা সম্পাদ্যতে। পরিপূর্ণশক্তিকং তু ব্রহ্ম। ন তস্য অন্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ ভবতি—

"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" (শ্বেঃ উঃ ৬।৮) ইতি

তস্মাৎ একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবৎ বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে।২৪

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যদি বল অসহায় ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না, কারণ আমরা দেখিতে পাই—কুম্ভকার ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দণ্ডচক্রাদির সাহায্যে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা বলিতে পার না কারণ, দুগ্ধাদি পদার্থ অপরের সাহায্য না লইয়া দধিপ্রভৃতি কার্য্যরূপে পরিণত হয়—দেখা যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ।

একমাত্র অদ্বিতীয় অর্থাৎ সহায়শূন্য চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না, কেন না, উপসংহার অর্থাৎ কারণসমূহের মিলনে কার্য্য হয়—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, এই জগতে ঘটপটাদির প্রস্তুতকর্ত্তা কুলাল অর্থাৎ কুম্ভকার ও তন্তুবায় প্রভৃতি, মৃত্তিকা দণ্ড চক্র সূত্র প্রভৃতি অনেক কারকের উপসংহার দ্বারা অর্থাৎ মিলনদ্বারা সংগৃহীতসাধন হইয়া অর্থাৎ কারকসমূহের সংগ্রহ করিয়া সেই সেই কার্য্য করিয়া থাকে—দেখা যায়। কিন্তু তোমার অভিপ্রেত ব্রহ্ম সহায়শূন্য, 'সাধনান্তরের অনুপসংগ্রহ' হইলে অর্থাৎ অন্য সাধনের সংগ্রহ না হইলে তিনি কি করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন, অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন, ইহা যদি বল—

তাহা হইলে বলিব—ইহা দোষ নহে; যেহেতু ক্ষীরবৎ অর্থাৎ দুগ্ধের মত দ্রব্যের বিশেষ স্বভাববশতঃ জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন জগতে দুগ্ধ বা জল বাহ্যিক অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই দধি বা হিমভাবে পরিণত হয়, এখানেও সেইরূপ হইবে।

যদি বল—দুগ্ধাদিবস্তু যে দধি ইত্যাদি হইয়া পরিণত হয়, তাহাও উষ্ণত্ব বা অম্লরস প্রভৃতি বাহ্যিক সাধনকে নিশ্চয় অপেক্ষা করে; তবে কি করিয়া বলিলে যে, দুগ্ধের মত ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হয়? তাহা হইলে বলিব—ইহা দোষ নহে। যেহেতু দুগ্ধ নিজেও যে এবং যতটুকু পরিণামমাত্রাকে অনুভব করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পরিণাম হইবার উপযোগী যতটুকু এবং যে অংশকে ধারণ করে, সেই টুকুকেই, উষ্ণতা বা অম্লরস প্রভৃতি, দধি হইবার জন্য শীঘ্রতা সম্পাদন করিয়া দেয়, অর্থাৎ শীঘ্র দধিরূপে পরিণত করিয়া দেয়।

আর যদি দুগ্ধের নিজের দধিভাবশীলতা অর্থাৎ দধি হওয়ার স্বভাব না থাকিত, তাহা হইলে উষ্ণতাদির দ্বারাও বলপূর্ব্বক অর্থাৎ প্রবল চেষ্টাতেও দধিরূপে পরিণত হইতই না। কারণ, প্রবল চেষ্টাতেও বায়ু বা আকাশ উষ্ণতাদিদ্বারা দধিরূপে পরিণত হয় না। আর সাধনসামগ্রীদ্বারা তাহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ উত্তমরূপ দধি হয়। কিন্তু ব্রহ্ম পরিপূর্ণ শক্তি অর্থাৎ তাঁহাতে সকল শক্তিই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে, অন্য কোন বস্তুর দ্বারা তাঁহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইবে না। শ্রুতিও আছে, যথা—

"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভিবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"॥

অর্থাৎ ব্রহ্মের কার্য্য নাই, করণ অর্থাৎ সাধনও নাই, আর তাঁহার সমান বা অধিক কাহাকেও দেখা যায় না, শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার বিবিধ পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শক্তি আছে—আর তাঁহার জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার বিচিত্রশক্তি থাকায় দুগ্ধাদির মত বিচিত্র পরিণাম হওয়া সম্ভব হয়।২৪

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ।২৪]

ভামতী।

ব্রহ্ম খলু একম্ অদ্বিতীয়তয়া পরানপেক্ষং ক্রমেণ উৎপদ্যমানস্য জগতঃ বিবিধবিচিত্ররূপস্য উপাদানম্ উপেয়তে, তৎ অনুপপন্নম্। ন হি একরূপাৎ কার্য্যভেদো ভবিতুম্ অর্হতি, তস্য আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। কারণভেদো হি কার্য্যভেদহেতুঃ। ক্ষীরবীজাদিভেদাৎ দধ্যঙ্কুরাদি-কার্য্যভেদদর্শনাৎ। ন চ অক্রমাৎ কারণাৎ কার্য্যক্রমো যুজ্যতে। সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ। অদ্বিতীয়তয়া চ ক্রমবৎতৎসহকারিসমবধানানুপপত্তেঃ। তদিদম্ উক্তম্ "ইহ হি লোকে" ইতি। একৈকং মৃদাদি কারকং, তেষাং তু সামগ্র্যং সাধনং, ততো হি কার্য্যং সাধয়ত্যেব, তস্মাৎ ন অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম জগদুপাদানম্ ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"ক্ষীরবৎ হি"।

ইদং তাবৎ ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং—কিং তাত্ত্বিকম্ অস্য রূপম্ অপেক্ষ্য ইদম্ উচ্যতে, উত অনাদিনামরূপবীজসহিতং কাল্পনিকং সার্ব্বজ্ঞ্যং সর্ব্বশক্তিত্বম্। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে কিং নাম ততঃ অদ্বিতীয়াৎ অসহায়াৎ উপজায়তে। ন হি তস্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য বস্তুসৎ কার্য্যম্ অস্তি। তথাচ শ্রুতিঃ—

"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে" ইতি।

উত্তরস্মিন্ তু কল্পে যদি কুলালাদিবৎ অত্যন্তব্যতিরিক্তসহকারিকারণাভাবাৎ অনুপাদানত্বং সাধ্যতে, ততঃ ক্ষীরাদিভিঃ ব্যভিচারঃ। তেঽপি হি বাহ্যচেতনাদিকারণানপেক্ষা এব কাল-পরিবাসবশেন স্বত এব পরিণামান্তরম্ আসাদয়ন্তি। অত্র আন্তরকারণানপেক্ষত্বং হেতুঃ ক্রিয়তে, তৎ অসিদ্ধম্, অনির্ব্বাচ্যনামরূপবীজসহায়ত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ইতি।

কার্য্যক্রমেণ তৎপরিপাকোঽপি ক্রমবান্ উন্নেয়ঃ। একস্মাৎ অপি চ বিচিত্রশক্তেঃ কারণাৎ অনেককার্য্যোৎপাদো দৃশ্যতে, যথা—একস্মাৎ বহ্নেঃ দাহপাকৌ, একস্মাৎ বা কর্ম্মণঃ সংযোগ-বিভাগসংস্কারাঃ ॥২৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ব্রহ্ম ন উপাদানম্ অসহায়ত্বাৎ সম্মতবৎ ইতি ন্যায়েন সমন্বয়স্য বিরোধসন্দেহে পূর্ব্বত্র ঔপাধিকজীবব্রহ্মভেদাৎ হিতাকরণাদিদোষঃ পরিহৃতঃ, ইহ তু উপাধিতোঽপি বিভক্তম্ অধিষ্ঠাত্রাদি নাস্তি ইতি পূর্ব্বপক্ষমাহ—"ব্রহ্ম খলু" ইত্যাদিনা। একম্ ইতি উপাদানভেদবারণম্। "অদ্বিতীয়তয়া" ইতি সহকারিনিষেধঃ। একত্বপ্রযুক্তং দূষণমাহ—"ন হি একরূপাৎ" ইতি। কারণবৈজাত্যে হি কার্য্যবৈজাত্যম্ ইত্যর্থঃ। ন কেবলং কার্য্যবৈজাত্যাযোগঃ একজাতীয়কার্য্যাণামপি ক্রমাযোগ ইত্যাহ—"ন চ অক্রমাৎ" ইতি। সমর্থমপি সহকার্য্যপেক্ষং সৎ ক্রমেণ কুর্য্যাৎ ইত্যাশঙ্কাম্ অপনয়ন্ অদ্বিতীয়ত্বপ্রযুক্তাম্ অনুপপত্তিম্ আহ—"অদ্বিতীয়তয়া চ" ইতি। ভাষ্যস্থকারকসাধনপদয়োঃ অপৌনরুক্ত্যমাহ—"একৈকম্" ইতি। সমগ্রাণাং ভাবঃ সামগ্র্যম্। কথং তস্য সাধনশব্দাভিধেয়ত্বম্ অত আহ—"ততো হি" ইতি। "সাধয়ত্যেব" ইতি। সাধনম্ ইত্যর্থঃ। শ্রুতৌ করণং নিষ্পাদনম্। অত্যন্তব্যতিরিক্তত্বং স্বধর্ম্মত্বেন অনন্তর্ভূতত্বম্। একস্মিন্ কালে উষিত্বা তং পরিত্যজ্য কালান্তরেঽপি বাসঃ পরিবাসঃ পর্য্যুষিতম্ ইতি দর্শনাৎ। আন্তরত্বং নাম স্বধর্ম্মত্বম্। মায়িনং মায়াবিষয়ম্। অজ্ঞাতত্বস্য বস্তুধর্ম্মত্বাৎ তদ্দ্বারেণ মায়াখ্যম্ অজ্ঞানমপি ধর্ম্ম ইতি আন্তরত্বম্। ননু মায়ায়া অপি অক্রমত্বাৎ কথম্ অক্রমাৎ কারণাৎ কার্য্যক্রমঃ তত্রাহ—"কার্য্যক্রমেণ" ইতি। তস্যা মায়ায়াঃ পরিপাকঃ তৎতৎকার্য্যসংসর্গং প্রতি পৌষ্কল্যম্। তস্য ক্রমোঽপি কার্য্যক্রমান্যথানুপপত্ত্যা কল্প্য ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বম্ অবিদ্যাসাচিব্যাৎ অসহায়ত্বম্ অসিদ্ধম্ ইত্যুক্তম্ ইদানীম্, অঙ্গীকৃত্যাপি তদনৈকান্তিকত্বম্ আহ—"একস্মাদপি" ইতি। শরে উৎপন্নং হি কর্ম্ম পূর্ব্বাকাশপ্রদেশ-বিভাগম্ উত্তরপ্রদেশসংযোগং শরে চ বেগাখ্যসংস্কারং জনয়তি ইতি অনৈকান্তিকম্। অসহায়ত্বং নানাকার্য্যানুৎপাদম্ ইত্যর্থঃ ।২৪

ভামতীর অনুবাদ।

যিনি এক, এবং অদ্বিতীয় বলিয়া পরানপেক্ষ অর্থাৎ পরকে অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তিকে অপেক্ষা করেন না, সেই ব্রহ্মকে ক্রমশঃ উৎপদ্যমান বিবিধ বিচিত্ররূপ জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে—তাহা অনুপপন্ন, অর্থাৎ ঠিক্ নহে; কারণ, একটিমাত্র বস্তু হইতে কার্য্যভেদ অর্থাৎ নানাবিধ কার্য্য হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে কার্য্যের আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ কার্য্য হঠাৎ উৎপন্ন বস্তু হইয়া পড়ে, যেহেতু কারণভেদই কার্য্যভেদের হেতু, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ কারণই পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের হেতু হয়। কারণ, দুগ্ধ এবং বীজাদিভেদে দধি এবং অঙ্কুরাদি কার্য্যভেদ দর্শন হয়। আর ক্রমরহিত কারণ হইতে কার্য্যক্রম

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

দেবাদিবদপি লোকে ।২৫

ভামতীর অনুবাদ।

যুক্তিযুক্ত হয় না, অর্থাৎ একটীমাত্র বস্তু, সকলের কারণ হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ কার্য্য হওয়া উচিত নহে। কারণ, সমর্থের অর্থাৎ যিনি সমর্থ তাঁহার কালবিলম্ব হওয়া সম্ভব নহে এবং ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বলিয়া ক্রমবিশিষ্ট তাঁহার সহকারিসমবধান অর্থাৎ সহকারিকারণের সহিত মিলন হওয়া সম্ভব হয় না। এই জন্য "**ইহ হি লোকে**" এই ভাষ্যগ্রন্থ বলা হইয়াছে। এখানে কারকশব্দের অর্থ মৃত্তিকাদি এক-একটী কারণ, তাহাদের যে সামগ্র্য অর্থাৎ সেই সকল কারণের যে মিলন, তাহাই সাধনশব্দের অর্থ, যেহেতু নিশ্চয়ই তাহার দ্বারা কুম্ভকার কার্য্যসাধন করে। অতএব অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন—এই পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে "**ক্ষীরবদ্ধি**" এই গ্রন্থদ্বারা ভগবান্ সূত্রকার ইহার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন।

আপানাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন্ ত, ব্রহ্মের তাত্ত্বিক অর্থাৎ বাস্তবিক স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া কি ইহা অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদুপাদান নহে—বলিতেছেন ? কি, অনাদি নামরূপ ও বীজসহিত কাল্পনিক অর্থাৎ মিথ্যা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিত্বকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ? তন্মধ্যে প্রথমপক্ষ স্বীকার করিলে, বলুন দেখি, অদ্বিতীয় ও অসহায় অর্থাৎ সহকারিকারণশূন্য ব্রহ্ম হইতে কি জন্মে ? অর্থাৎ কিছুই জন্মে না ; কারণ, সেই শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ ব্রহ্মের বস্তুসৎকার্য্য নাই, অর্থাৎ বাস্তবিক কোন কার্য্য নাই। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে"

অর্থাৎ ব্রহ্মের কার্য্য ও করণ নাই। আর দ্বিতীয়পক্ষে কুলালাদির মত অর্থাৎ কুলালাদিকে দৃষ্টান্ত করিয়া অত্যন্তব্যতিরিক্ত সহকারিকারণাভাবকে অর্থাৎ অত্যন্তভিন্নসহকারিকারণ না থাকাকে হেতু করিয়া ব্রহ্মের উপাদানত্বাভাবকে যদি সাধন কর, অর্থাৎ সাধ্য করিয়া অনুমান কর, তাহা হইলে দুগ্ধাদি দ্রব্যের দ্বারা উক্ত হেতুর ব্যভিচার হয়, অর্থাৎ দুগ্ধে হেতু আছে অথচ সাধ্য নাই, অর্থাৎ অন্বয়ব্যভিচার হইল। কারণ, দুগ্ধাদি পদার্থ সকলও চেতনাদি বাহ্যিক কারণের অপেক্ষা না করিয়াই কালপরিবাসবশে অর্থাৎ কালবিলম্ববশতঃ স্বয়ংই পরিণামান্তর অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। এখানে আন্তরকারণানপেক্ষত্বকে অর্থাৎ অন্তরঙ্গধর্ম্মরূপকারণের অপেক্ষা না করাকে যদি হেতু কর, তাহা হইলে সেই হেতু অসিদ্ধ, কারণ, অনির্ব্বচনীয় নামরূপাত্মক বীজ ব্রহ্মের সহকারি কারণ হয়। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্"

অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিবে, আর পরমেশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়াবিষয় বলিয়া জানিবে। কার্য্য-ক্রমবশতঃ মায়ার পরিপাকও অর্থাৎ কার্য্যসৃষ্টির প্রতি সামর্থ্যও ক্রমবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিবে। আর বহুবিধশক্তিযুক্ত এককারণ হইতেও অনেক কার্য্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, যেমন এক বহ্নি হইতে দাহ ও পাক হয়, অথবা এক কর্ম্ম হইতে সংযোগ, বিভাগ ও সংস্কার হয় দেখা যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

দেবাদিবদপি লোকে ।২৫*

স্যাৎ এতৎ, উপপদ্যতে ক্ষীরাদীনাম্ অচেতনানাম্ অনপেক্ষ্যাপি বাহ্যং সাধনং দধ্যাদি-ভাবঃ, দৃষ্টত্বাৎ। চেতনাঃ পুনঃ কুলালাদয়ঃ সাধনসামগ্রীম্ অপেক্ষ্যৈব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রবর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে। কথং ব্রহ্ম চেতনং সৎ অসহায়ং প্রবর্ত্তেত ইতি? দেবাদিবৎ ইতি ব্রূমঃ। যথা লোকে দেবাঃ পিতরঃ ঋষয় ইত্যেবমাদয়ঃ মহাপ্রভাবাঃ চেতনা অপি সন্তঃ অনপেক্ষ্য এব কিঞ্চিৎ বাহ্যং সাধনম্ ঐশ্বর্য্যবিশেষযোগাৎ অভিধ্যানমাত্রেণ স্বতএব বহূনি নানাসংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাদাদীনি চ রথাদীনি চ নির্ম্মিমাণা উপলভ্যন্তে, মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যাৎ, তন্তুনাভশ্চ স্বতএব তন্তূন্ সৃজতি, বলাকা চ অন্তরেণৈব

* এই সূত্রে "দেবাদিবৎ" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইতে পারিত। কিন্তু "অপি" পদ থাকায় পূর্ব্বাধিকরণের অঙ্গ হইয়া গেল। তজ্জন্য ইহা পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভক হইল না।

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[দেবাদিবদপি লোকে ।২৫]

শাঙ্করভাষ্যম্।

শুক্রং গর্ভং ধত্তে, পদ্মিনী চ অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রস্থানসাধনং সরোঽন্তরাৎ সরোঽন্তরং প্রতিষ্ঠতে, এবং চেতনমপি ব্রহ্ম অনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং স্বতএব জগৎ স্রক্ষ্যতি।

স যদি ব্রূয়াৎ য এতে দেবাদয়ো ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তা উপাত্তাঃ, তে দার্ষ্টান্তিকেন ব্রহ্মণা ন সমানা ভবন্তি, শরীরমেব হি অচেতনং দেবাদীনাং শরীরান্তরাদি-বিভূত্যুৎপাদনে উপাদানং, ন তু চেতন আত্মা, তন্তুনাভস্য চ ক্ষুদ্রতরজন্তুভক্ষণাৎ লালা কঠিনতাম্ আপদ্যমানা তন্তুর্ভবতি, বলাকা চ স্তনয়িত্নুরবশ্রবণাৎ গর্ভং ধত্তে, পদ্মিনী চ চেতনপ্রযুক্তা সতী অচেতনেনৈব শরীরেণ সরোঽন্তরাৎ সরোঽন্তরম্ উপসর্পতি, বল্লীব বৃক্ষং, ন তু স্বয়মেব অচেতনা সরোঽন্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে।তস্মাৎ ন এতে ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তা ইতি? তং প্রতি ব্রূয়াৎ, নায়ং দোষঃ, কুলালাদি-দৃষ্টান্তবৈলক্ষণ্যমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ইতি। যথা হি কুলালাদীনাং দেবাদীনাং চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্যং সাধনম্ অপেক্ষন্তে ন দেবাদয়ঃ, তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনম্ অপেক্ষিষ্যতে, ইতি এতাবৎ বয়ং দেবাদ্যুদাহরণেন বিবক্ষ্যামঃ। তস্মাৎ যথা একস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং তথা সর্ব্বেষামপি ভবিতুম্ অর্হতি, ইতি নাস্তি একান্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥২৫

ইতি অষ্টমম্ উপসংহারদর্শনাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—জগতে যেমন অতি প্রভাবশালী দেবতা ও ঋষিগণ বাহ্যিক কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই নানাবিধ কার্য্য করেন দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মও অপরের অপেক্ষা না করিয়াই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ হন।

আচ্ছা, দুগ্ধাদি অচেতন পদার্থের বাহ্যিক সাধনের অপেক্ষা না করিয়াও দধ্যাদিভাব হয়, অর্থাৎ দধ্যাদিরূপে পরিণত হওয়া উপপন্ন হয়; কারণ, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চেতন কুম্ভকারাদি, সাধনসামগ্রীর অপেক্ষা করিয়াই সেই সেই কার্য্যের জন্য প্রবৃত্ত হয়—দেখা যায়। তাহা হইলে ব্রহ্ম চেতন হইয়া কি করিয়া অসহায় অর্থাৎ সহকারিকারণশূন্য হইয়া প্রবৃত্ত হইবেন? তাহা হইলে আমরা বলিব, দেবাদিবৎ অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতির মত হইবেন। যেমন লোকমধ্যে দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ ইত্যাদি অতিপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণ চেতন হইয়াও বাহ্যিক কোনও সাধনকে অপেক্ষা না করিয়াই ঐশ্বর্য্যবিশেষের যোগবশতঃ অর্থাৎ বিশেষ ঐশ্বর্য্য থাকায় অভিধ্যানমাত্রেই অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই স্বয়ংই নানা অবয়বযুক্ত বহু শরীর অট্টালিকাদি এবং রথাদি নির্ম্মাণ করেন, ইহা বেদের মন্ত্র অর্থবাদ এবং মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাস ও পুরাণ হইতে জানা যায়, এবং তন্তুনাভ (মাকড়সা) নিজেই তন্তুসকল উৎপন্ন করে, আর বকসকল শুক্র ব্যতীতই গর্ভধারণ করে, এবং পদ্মিনী স্থানান্তরে যাইবার কোন উপায়ের অপেক্ষা না করিয়া এক জলাশয় হইতে অপর জলাশয়ে গমন করে; এইরূপ চেতন ব্রহ্মও বাহ্যিক উপায়ের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই জগৎসৃষ্টি করিবেন।

তিনি যদি বলেন যে, ব্রহ্মের জন্য এই যে দেবাদি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহারা দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ যাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, সেই ব্রহ্মের সমান নহে। কারণ, দেবাদির অচেতন শরীরই শরীরান্তরাদিরূপ বিভূতি অর্থাৎ মহিমা উৎপাদনে উপাদানকারণ হয়, কিন্তু চেতন আত্মা হয় না। আর অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী ভক্ষণ করায় তন্তুনাভের লালা কঠিন হইয়া গিয়া তন্তু আকারে পরিণত হয়, এবং বক মেঘগর্জ্জনশ্রবণবশতঃ গর্ভধারণ করে, এবং পদ্মিনী কোন চেতনকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া অচেতন শরীরদ্বারাই এক জলাশয় হইতে অন্য জলাশয়ে গমন করে, লতা যেমন এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে গমন করে; কিন্তু অচেতন পদ্মিনী নিজেই শরীরদ্বারা অন্য জলাশয়ে গমনের চেষ্টা করে না। অতএব ইহারা ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত নহে। তাহা হইলে তাঁহাকে উত্তর দিতে হইবে যে, ইহা দোষ নহে; কারণ, কেবল কুলালাদি দৃষ্টান্তের বৈলক্ষণ্যই বলিবার উদ্দেশ্য। যেমন কুলালাদি ও দেবাদির চেতনত্ব সমান হইলেও কুলালাদি কার্য্য উৎপন্ন করিতে বাহ্যিক উপায় অপেক্ষা করে, দেবাদি তাহা করে না, তেমনই ব্রহ্ম চেতন হইলেও বাহ্যিক উপায় অপেক্ষা করিবেন না, দেবাদির উদাহরণ দ্বারা আমরা

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[দেবাদিবদপি লোকে ।২৫]

ভাষ্যানুবাদ।

এই পর্য্যন্ত বলিতে ইচ্ছা করি। অতএব একের যেমন ক্ষমতা দেখা গিয়াছে, তেমনই সকলেরই হওয়া উচিত, এরূপ কোন একান্ত অর্থাৎ নিয়ম নাই, ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায়।২৫ ইতি অষ্টম উপসংহারদর্শনাধিকরণ। (৮)

ভামতী।

যদি তু চেতনত্বে সতি ইতি বিশেষণাৎ ন ক্ষীরাদিভিঃ ব্যভিচারঃ, দৃষ্টা হি কুলালাদয়ো বাহ্যমৃদাদ্যপেক্ষাঃ, চেতনং চ ব্রহ্ম ইতি, তত্র ইদম্ উপতিষ্ঠতে—"দেবাদিবদপি লোকে"। লোক্যতে অনেন ইতি লোকঃ শব্দ এব তস্মিন্। ইতি অষ্টমম্ উপসংহারাধিকরণম্।২৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অসহায়স্য উপাদানত্বং ক্ষীরবৎ উপপাদ্য অসহায়স্য অধিষ্ঠাতৃত্বসমর্থকং সূত্রম্ অবতারয়তি "যদি তু" ইতি।২৫

ভামতীর অনুবাদ।

কিন্তু যদি কারণে চেতন পদটি বিশেষণ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুগ্ধাদির দ্বারা ব্যভিচার হয় না। কারণ, দেখা গিয়াছে—কুলালাদি বাহ্যিক মৃত্তিকাদিকে অপেক্ষা করে। ব্রহ্মও চেতন। এ বিষয়ে দেবাদিবদপি লোকে এই সূত্র উপস্থিত হইতেছে। যাহার দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম লোক। অর্থাৎ শব্দই, তাহাতে অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে।২৫ ইতি অষ্টম উপসংহারদর্শনাধিকরণ।২৫

অষ্টম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

উপসংহারদর্শনাধিকরণ নামক এই অষ্টম অধিকরণে ২টি সূত্র আছে, এই সেই দুইটাই সিদ্ধান্ত সূত্র। ইহাতে বলা হইল—ব্রহ্ম কোন সহায় গ্রহণ না করিয়াই এই সৃষ্টির কারণ হইয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত—দুগ্ধ ও দেবতাগণ। দুগ্ধ যেমন কোন সহায় নিরপেক্ষ হইয়াই দধিরূপে পরিণত হয় এবং দেবগণ যেমন অন্য কোন সহায় গ্রহণ না করিয়াই ইচ্ছামাত্রই যথা ইচ্ছা কার্য্য করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ব্রহ্মও কোন সহায়ের অপেক্ষা না করিয়াই সৃষ্টি করেন। সেই সূত্র দুটী, যথা—

১। উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ ? ন ক্ষীরবৎ হি।২৪

২। দেবাদিবৎ অপি লোকে।২৫

ইহাদের মধ্যে প্রথম সূত্রটীর অর্থ—যদি বল অসহায় ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃ হইতে পারেন না, কারণ আমরা দেখিতে পাই—কুম্ভকার প্রভৃতি মৃত্তিকা ও দণ্ডচক্রাদির সাহায্যে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা বলিতে পার না, কারণ, দুগ্ধাদি পদার্থ অপরের সাহায্য না লইয়া দধি প্রভৃতি কার্য্যরূপে পরিণত হয় দেখা যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ জানিবেন।

আর দ্বিতীয় সূত্রটীর অর্থ—জগতে যেমন অতি প্রভাবশালী দেবতা ও ঋষিগণ বাহ্যিক কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই ইচ্ছামাত্রে নানাবিধ কার্য্য করেন, ইহা শাস্ত্র হইতে জানা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মও অপরের অপেক্ষা না করিয়াই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ হন।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি— ,,

অধ্যায়সঙ্গতি— ,,

পাদসঙ্গতি— ,,

অধিকরণসঙ্গতি—ঔপাধিক জীবের ভেদবশতঃ ব্রহ্মের হিতাকরণাদি দোষ নাই, ইহা বলা হইয়াছে—সম্প্রতি উপাধিবশতঃও ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন সহকারিকারণ নাই, যেহেতু ঈশ্বর বহু নহেন, এই প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতিবশতঃ "উপসংহারদর্শনাৎ" এই অংশদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন।

২। **বিষয়**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, এই মতবাদী বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ বা নিমিত্তকারণ নহেন ; কারণ, তাঁহার সহকারিকারণ নাই,

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[দেবাদিবদপি লোকে ।২৫]

অষ্টম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

যেমন উভয়বাদিসম্মতবিষয়স্থলে দেখা যায়। এই যুক্তি অনুসারে ব্রহ্মের তাদৃশ কারণতা বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—পূর্ব্ব অধিকরণে জীবব্রহ্মের ঔপাধিক ভেদবশতঃ অহিতকরণাদি দোষ পরিহার করা হইয়াছে, কিন্তু এই অধিকরণে উপাধিবশতঃও বিভিন্ন অধিষ্ঠাতা প্রভৃতি নাই; কারণ, ঈশ্বর বহু নাই, অতএব নানাবিধ কার্য্যের উপপত্তি হয় না। যথা—

"নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাৎ জন্ম ন সম্ভবি।
একস্মাৎ অদ্বিতীয়াচ্চ ব্রহ্মণঃ তব সম্মতাৎ"॥

অর্থাৎ তোমার অভিপ্রেত একমাত্র ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ক্রমশঃ নানাবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু, কারণভেদই কার্য্যভেদের হেতু; কারণ, দুগ্ধ ও বীজাদি কারণভেদবশতঃ দধি ও অঙ্কুরাদি কার্য্যভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তোমার অভিপ্রেত এক ব্রহ্ম হইতে এক রকমের সকল কার্য্যই এক সময়েই উৎপন্ন হইবে, ক্রমশূন্য কারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্য উৎপন্ন হইবে না। কারণ, যাহার ক্ষমতা আছে, তাহার বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। আর ক্রমশঃ সহকারিকারণের সম্বন্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ কার্য্য হইবে, ইহা বলিতে পার না; কারণ, অদ্বিতীয় বলিয়া সহকারিকারণের সম্পর্ক হওয়া সম্ভব নাই। অতএব একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ নহে; কারণ, ব্যাঘাত দোষ হয়। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

"অদ্বৈতং তত্ত্বতো ব্রহ্ম তৎ স্বাবিদ্যাসহায়বৎ।
নানাকার্য্যকরং কার্য্যক্রমোঽবিদ্যাস্থশক্তিভিঃ"॥

৫। **সিদ্ধান্ত**—অর্থাৎ ব্রহ্ম বাস্তবিক অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনি নিজের অবিদ্যারূপ সহায়যুক্ত হইয়া নানাবিধ কার্য্য করেন এবং অবিদ্যার বিবিধশক্তিদ্বারা ক্রমশঃ কার্য্য হইয়া থাকে। ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক উপাদান-কারণ নহেন, ইহাই কি তোমার আপত্তির বিষয়? অথবা অতত্ত্বতঃ অর্থাৎ তাঁহাকে যে কাল্পনিক উপাদানকারণ বলা হয়, তাহার অভাব? প্রথম আপত্তি আমরা স্বীকারই করি, আর দ্বিতীয় আপত্তিতে কুম্ভকারের মত স্বধর্ম্মভাবে অন্তর্ভূত নহে, এইরূপ অতিশয় পৃথক্ সহকারিকারণ না থাকায় যদি ব্রহ্ম উপাদানকারণ না হন, তাহা হইলে দুগ্ধাদিদ্বারা এ নিয়মের ব্যভিচার হয়; কারণ, তাহারাও বাহ্যিক আতঞ্চন অর্থাৎ অম্লরস প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়াই কেবল কালবিলম্ববশতঃ দধি আকারে পরিণত হয়। যদি বল—অন্তরঙ্গধর্ম্মরূপ কোন সহকারিকারণ না থাকাই হেতু হইবে, তাহা হইলে সেই হেতু অসিদ্ধ অর্থাৎ সেরূপ হেতু প্রসিদ্ধ নাই। কারণ, অবিদ্যা যাহাকে বিষয় করিয়াছে, এরূপ ধর্ম্মের সম্ভাবনা আছে; আর তাহার সাহায্যে স্বপ্নের মত ব্রহ্ম নানাবিধ কার্য্য উৎপন্ন করিবেন এবং অবিদ্যার বিচিত্র শক্তিবশতঃ ক্রমশঃ কার্য্য হওয়া সম্ভব হইবে। একমাত্র অগ্নি হইতে দাহ ও প্রকাশ হয়, একমাত্র কর্ম্ম হইতে সংযোগ, বিভাগ ও সংস্কারের উৎপত্তি হয়। অতএব কার্য্যের অভেদের প্রতি যে কারণের একত্বকে হেতু করিয়াছিলে, তাহা ব্যভিচারী হইল।

৬। **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধপ্রযুক্ত সমন্বয় অসিদ্ধ হয়, আর সিদ্ধান্তপক্ষে স্মৃতিবিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয় সিদ্ধ হয়।

এই অষ্টম অধিকরণের বিষয়টী ভারতীতীর্থ মুনি যেরূপ সংক্ষেপে বলিয়াছেন তাহা এই—

ন সম্ভবেৎ সম্ভবেদ্ বা সৃষ্টিরেকাদ্বিতীয়তঃ।
নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাজ্জন্ম ন সম্ভবি॥
অদ্বৈতং তত্ত্বতো ব্রহ্ম তচ্চাবিদ্যাসহায়বৎ।
নানাকার্য্যকরং কার্য্য-ক্রমোঽবিদ্যাস্থশক্তিভিঃ॥

অন্বয়—একাদ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিঃ ন সম্ভবেৎ, সম্ভবেৎ বা? নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাৎ জন্ম ন সম্ভবি। ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অদ্বৈতং, তৎ চ অবিদ্যাসহায়বৎ। অবিদ্যাস্থশক্তিভিঃ নানাকার্য্যকরং কার্য্যক্রমঃ।

—————

কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণং নাম

নবমম্ অধিকরণম্।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ।২৬ [পূঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ।২৬ *

চেতনম্ একম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ক্ষীরাদিবৎ দেবাদিবচ্চ অনপেক্ষ্য বাহ্যসাধনং স্বয়ং পরিণমমানং জগতঃ কারণম্ ইতি স্থিতম্। শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধয়ে তু পুনঃ আক্ষিপতি। "কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ" কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি, নিরবয়বত্বাৎ। যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বম্ অভবিষ্যৎ, ততঃ অস্য একদেশঃ পর্য্যণংস্যৎ, একদেশশ্চ অবাস্থাস্যত। নিরবয়বং তু ব্রহ্ম শ্রুতিভ্যঃ অবগম্যতে।

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বেঃ উঃ ৬।১৯)।

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" (মুঃ উঃ ২।১।২)।

"ইদং মহদ্‌ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব" (বৃঃ উঃ ২।৪।১২)।

স এষ নেতি নেতি আত্মা (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬)। অস্থূলমনণু (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮)।

ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধিনীভ্যঃ।। ততশ্চ একদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কৃৎস্নপরিণামপ্রসক্তৌ সত্যাং মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত। দ্রষ্টব্যতোপদেশানর্থক্যং চ আপন্নম্। অযত্নদৃষ্টত্বাৎ কার্য্যস্য, তদ্ব্যতিরিক্তস্য চ ব্রহ্মণঃ অসম্ভবাৎ। অজত্বাদিশব্দকোপশ্চ।

অথ এতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া সাবয়বমেব ব্রহ্ম অভ্যুপগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়বত্বস্য প্রতিপাদকাঃ শব্দা উদাহৃতাঃ তে প্রকুপ্যেয়ুঃ। সাবয়বত্বে চ অনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ ইতি। সর্ব্বথা অয়ং পক্ষঃ ন ঘটয়িতুং শক্যতে—ইতি আক্ষিপতি ।২৬

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যে ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন, তিনি নিরবয়ব না সাবয়ব ? যদি তিনি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে সমস্ত ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হইয়া যান, তদ্ভিন্ন ব্রহ্ম আর থাকেন না। আর যদি তিনি সাবয়ব হন, তাহা হইলে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়।

ভাষ্যার্থ—একমাত্র অদ্বিতীয় চেতন ব্রহ্ম দুগ্ধাদির মত এবং দেবাদির মত বাহ্যিক কোন উপায়ের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং জগদাকারে পরিণত হইয়া জগতের কারণ হন—ইহা স্থির হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধির জন্য পুনর্ব্বার আপত্তি করিতেছেন। কৃৎস্নপ্রসক্তি অর্থ—কৃৎস্ন অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মের কার্য্যরূপে পরিণামপ্রাপ্তি হয় ; কারণ, ব্রহ্ম নিরবয়ব। যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদির মত সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের এক অংশ পরিণত হইত, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকিত। কিন্তু শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব ; যথা—

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্

অর্থাৎ ব্রহ্ম নিষ্কল অর্থাৎ অংশশূন্য, অতএব নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্য, অতএব শান্ত অর্থাৎ অপরিণামি, নিরবদ্য অর্থাৎ রাগাদি দোষশূন্য, নিরঞ্জন অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য।

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ

অর্থাৎ সেই পুরুষ দিব্য অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতিঃ, অমূর্ত্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিশূন্য, তিনি বাহিরেও আছেন এবং ভিতরেও আছেন, এবং তিনি অজ অর্থাৎ তাঁহার জন্ম নাই।

---

* এটী অধিকরণারম্ভক সূত্র। কারণ, "কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ" এবং "নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ" এই দুইটী প্রথমান্ত পদ রহিয়াছে। "প্রসক্তি" শব্দ থাকায় ইহা পূর্ব্বপক্ষসূত্র হইয়াছে। "বা" শব্দদ্বারা "শব্দকোপ" শব্দটীতেও প্রসক্তিপদের অন্বয় হইয়াছে ; এজন্য সমগ্র সূত্রটীই পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা।২৬]

ভাষ্যানুবাদ।

ইদং মহদ্‌ভূতম্ অনন্তম্ অপারং বিজ্ঞান ঘন এব

অর্থাৎ এই মহাভূত অর্থাৎ ব্রহ্ম অনন্ত অপার এবং বিজ্ঞানঘনই।

"স এষ নেতি নেতি আত্মা"

অর্থাৎ সেই এই আত্মা ইহা নয়, ইহা নয় (এইরূপে বক্তব্য)।

"অস্থূলম্ অনণু"

অর্থাৎ এই আত্মা স্থূল নয়, অণু নয়, ইত্যাদি।

এই সকল বিশেষনিষেধকারী শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম নিরবয়ব। অতএব একাংশের পরিণাম সম্ভব হয় না বলিয়া সমস্তের পরিণামের আপত্তি হইলে মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে; আর আত্মাকে দর্শন করিবে বলিয়া যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও অনর্থক হইয়া পড়ে; কারণ, বিনা যত্নেই কার্য্যব্রহ্ম দর্শন করা যায়। আর তদ্ভিন্ন ব্রহ্মের সম্ভাবনা নাই। আরও অজ অর্থাৎ 'ব্রহ্ম উৎপত্তিরহিত' ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়।

আর এই দোষ পরিহারের ইচ্ছায় যদি সাবয়ব ব্রহ্মই স্বীকার কর, তাহা হইলেও ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতির পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমস্ত শ্রুতি বিরুদ্ধ হইবে। আর ব্রহ্ম সাবয়ব হইলে অনিত্য হইয়া পড়েন। এজন্য কোন প্রকারেই এই মত সমর্থন করিতে পার না,—এই বলিয়া এস্থলে আপত্তি করিতেছেন।২৬ (ইহা পূর্ব্বপক্ষসূত্র)

ভামতী।

নন্বু ন ব্রহ্মণঃ তত্ত্বতঃ পরিণামঃ যেন কার্ৎস্ন্যভাগবিকল্পেন আক্ষিপ্যেত। অবিদ্যা-কল্পিতেন তু নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মনা তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়েন পরিণামাদিব্যবহারাস্পদত্বং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যতে। ন চ কল্পিতং রূপং বস্তু স্পৃশতি। ন হি চন্দ্রমসি তৈমিরিকস্য দ্বিত্বকল্পনা চন্দ্রমসঃ দ্বিত্বম্ আবহতি, তদনুপপত্ত্যা বা চন্দ্রমসঃ অনুপপত্তিঃ। তস্মাৎ অবাস্তবী পরিণামকল্পনা, অনুপপদ্যমানাপি, ন পরমার্থসতঃ ব্রহ্মণঃ অনুপপত্তিম্ আবহতি। তস্মাৎ পূর্ব্বপক্ষাভাবাৎ অনারভ্যম্ ইদম্ অধিকরণম্ ইতি, অত আহ—"চেতনম্ একম্" ইতি। যদ্যপি শ্রুতিশতাৎ ঐকান্তিকাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরাৎ পরিণামঃ বস্তুতঃ নিষিদ্ধঃ তথাপি ক্ষীরাদি-দেবতাদৃষ্টান্তেন পুনঃ তদ্বাস্তবত্বপ্রসঙ্গং পূর্ব্বপক্ষে আপাদ্য "সর্ব্বথাঽয়ং পক্ষঃ ন ঘটয়িতুং শক্যতে" ইতি অপবাধ্য "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ", "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" ইতি সূত্রাভ্যাং বিবর্ত্ত-দৃঢ়ীকরণেন ঐকান্তিকাদ্বয়লক্ষণঃ শ্রুত্যর্থঃ পরিশোধ্যতে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ অস্তি অবিকৃতং ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ। নন্বু শব্দেনাপি ইতি চোদ্যম্, অবিদ্যাকল্পিতত্বোদ্‌ঘাটনায়। ন হি নিরবয়বত্বসাবয়ব-ত্বাভ্যাং বিধান্তরম্ অস্তি, একনিষেধস্য ইতরবিধাননান্তরীয়কত্বাৎ। তেন প্রকারান্তরাভাবাৎ নিরবয়বত্বসাবয়বত্বয়োশ্চ প্রকারয়োঃ অনুপপত্তেঃ গ্রাবপ্লবনাদ্যর্থবাদবৎ অপ্রমাণং শব্দঃ স্যাৎ ইতি চোদ্যার্থঃ। পরিহারঃ সুগমঃ।২৬।২৭

বেদান্তকল্পতরুঃ।

সাবয়বস্যৈব নানাকার্য্যোপাদানতা ইতি ন্যায়েন সমন্বয়স্য বিরোধসন্দেহে পূর্ব্বাধিকরণোক্তক্ষীরদৃষ্টান্তাৎ পরিণামিত্বভ্রমে তন্নিরাসাৎ সঙ্গতিম্ আহ—"ক্ষীরেতি"। "তস্মাৎ অবিকৃতং ব্রহ্ম" ইতি ভাষ্যং "তদস্তি ইতি তত্ত্বত ইতি চ" পদাধ্যাহারেণ ব্যাচষ্টে "তস্মাদিতি"। ইতরথা মায়াময়বিকারনিষেধে জগৎসর্গো ন স্যাৎ, অস্তি ইতি অনুক্তৌ চ সাকাঙ্ক্ষং স্যাৎ ইতি। নিরবয়বেঽপি ব্রহ্মণি বিচিত্রশক্তিবশেন অকুৎস্নপ্রসক্তেঃ উক্তত্বাৎ চোদ্যানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য শক্তীনাম্ অবাস্তবত্বকথনার্থত্বেন পরিহরতি—"অবিদ্যেতি"।২৬।২৭।২৮

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল—বাস্তবিক ব্রহ্মের পরিণাম হয় না, যাহার জন্য সর্ব্বাংশের পরিণাম কল্পনা করিয়া তাহার দ্বারা আপত্তি করিবে, কিন্তু অবিদ্যাকল্পিত ব্যাকৃত ও অব্যাকৃতরূপে অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে তত্ত্ব ও অন্যত্বদ্বারা অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যাদ্বারা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ যাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, এইরূপ নাম ও রূপাত্মক রূপভেদের দ্বারাই ব্রহ্ম পরিণামাদিব্যবহারের বিষয় হন। আর কল্পিত রূপ বস্তুকে স্পর্শ করে না। কারণ, তৈমিরিক অর্থাৎ তিমির নামক এক প্রকার চক্ষুরোগ আছে, যাহার দ্বারা একটি বস্তুকে দুইটি বলিয়া মনে হয়,

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।২৭ [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

সেই রোগযুক্ত ব্যক্তির চন্দ্রে যে দ্বিত্বকল্পনা, অর্থাৎ এক চন্দ্রকে দুইটি বলিয়া মনে করা, তাহা চন্দ্রের দ্বিত্ব সম্পাদন করে না, অথবা দ্বিত্ব অসঙ্গত বলিয়া চন্দ্র অসঙ্গত হন না। অতএব অসত্য পরিণামকল্পনা অসঙ্গত হইয়াও বাস্তবিক সত্য ব্রহ্মের অসঙ্গতি সম্পাদন করে না। অতএব পূর্ব্বপক্ষ না থাকায় এই অধিকরণ আরম্ভ করা উচিত নহে, এইজন্য "চেতনমেকম্" ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার অর্থ—যদিও কেবল অদ্বয়-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শত শত শ্রুতি হইতে পরিণাম বাস্তবিক নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি দুগ্ধ ও দেবতাদির দৃষ্টান্তদ্বারা পুনর্ব্বার পরিণামবাদের সত্যতা সম্ভাবনাকে পূর্ব্বপক্ষে আপাদন করিয়া সর্ব্বথা অয়ং পক্ষঃ ন ঘটয়িতুং শক্যতে এই গ্রন্থদ্বারা তাহার নিরাস করিয়া "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" এই দুইটি সূত্রদ্বারা বিবর্ত্তবাদকে দৃঢ় করিয়া কেবল অদ্বয়ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ রীতিমতভাবে শোধিত করা হইতেছে। অতএব বাস্তবিক অবিকৃত অর্থাৎ পরিণামশূন্য ব্রহ্ম আছেন। জগৎ যে অবিদ্যাকল্পিত, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য নমু শব্দেনাপি এই আশঙ্কা করিয়াছেন। কারণ, নিরবয়বত্ব ও সাবয়বত্ব ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অর্থাৎ রূপান্তর নাই; কারণ, একের নিষেধ অপরের বিধানের নান্তরীয়ক হইয়া থাকে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কিছুই থাকে না। সেইজন্য অন্য কোন প্রকার না থাকায় এবং নিরবয়ব ও সাবয়ব এই দুই প্রকার হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া পর্ব্বতলঙ্ঘনাদি অর্থবাদের মত শ্রুতি অপ্রমাণ হইয়া যায়, ইহা আশঙ্কার অর্থ। ইহার যাহা পরিহার করিয়াছেন, তাহা অতি সরল।২৬।২৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।২৭ *

তু-শব্দেন আক্ষেপং পরিহরতি। ন খলু অস্মৎপক্ষে কশ্চিদপি দোষঃ অস্তি। ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ অস্তি, কুতঃ, শ্রুতেঃ। যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণঃ অবস্থানং শ্রূয়তে, প্রকৃতিবিকারয়োঃ ভেদেন ব্যপদেশাৎ।

"সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা
অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি" (ছাঃ উঃ ৬।৩।২)
"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভুতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ উঃ ৩।১২।৬)

ইতি চ এবংজাতীয়কাৎ, তথা হৃদয়ায়তনত্ববচনাৎ, সৎসম্পত্তিবচনাচ্চ। যদি চ কৃৎস্নং ব্রহ্ম কার্য্যভাবেন উপযুক্তং স্যাৎ,

"সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" (ছাঃ উঃ ৬।৮।১) ইতি

সুষুপ্তিগতং বিশেষণম্ অনুপপন্নং স্যাৎ, বিকৃতেন ব্রহ্মণা নিত্যসম্পন্নত্বাৎ অবিকৃতস্য চ ব্রহ্মণঃ অভাবাৎ, তথা ইন্দ্রিয়গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ, ব্রহ্মণো বিকারস্য চ ইন্দ্রিয়গোচরত্বোপপত্তেঃ। তস্মাৎ অস্তি অবিকৃতং ব্রহ্ম।

ন চ নিরবয়বত্বশব্দকোপোঽস্তি শ্রূয়মাণত্বাদেব নিরবয়বত্বস্যাপি অভ্যুপগম্যমানত্বাৎ। শব্দমূলং চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং, ন ইন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং, তৎ যথাশব্দম্ অভ্যুপগন্তব্যম্। শব্দশ্চ উভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি অকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বতাং চ। লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে, তা অপি তাবৎ ন উপদেশম্ অন্তরেণ কেবলেন তর্কেণ

* এ সূত্রে প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহা অধিকরণারম্ভক সূত্র নহে। "তু" শব্দ থাকায় ইহা সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বিশেষ। অতএব ইহা সিদ্ধান্তসূত্র।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ।২৭]

শাঙ্করভাষ্য।

অবগন্তুং শক্যন্তে, অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয়ঃ ইতি, কিমু উত অচিন্ত্যস্বভাবস্য ব্রহ্মণো রূপং বিনা শব্দেন ন নিরূপ্যেত। তথাচাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্" ইতি।

তস্মাৎ শব্দমূল এব অতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ।

ননু শব্দেনাপি ন শক্যতে বিরুদ্ধোঽর্থঃ প্রত্যায়য়িতুং, নিরবয়বং চ ব্রহ্ম পরিণমতে, ন চ কৃৎস্নমিতি। যদি নিরবয়বং ব্রহ্ম স্যাৎ, নৈব পরিণমেত, কৃৎস্নমেব বা পরিণমেত। অথ কেনচিৎ রূপেণ পরিণমেত, কেনচিৎ চ অবতিষ্ঠেত ইতি, রূপভেদকল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যেত। ক্রিয়াবিষয়ে হি—

"অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি" "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি" ইতি এবংজাতীয়কায়াং বিরোধপ্রতীতৌ অপি বিকল্পাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকারণং ভবতি, পুরুষতন্ত্রত্বাৎ চ অনুষ্ঠানস্য। ইহ তু বিকল্পাশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহারঃ সম্ভবতি অপুরুষতন্ত্রত্বাৎ বস্তুনঃ। তস্মাৎ দুর্ঘটম্ এতৎ ইতি—

নৈষ দোষঃ, অবিদ্যাকল্পিতরূপভেদাভ্যুপগমাৎ। ন হি অবিদ্যাকল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পদ্যতে। ন হি তিমিরোপহতনয়নেন অনেক ইব চন্দ্রমা দৃশ্যমানঃ অনেক এব ভবতি। অবিদ্যাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মকেন তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদি সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে। পারমার্থিকেন চ রূপেণ সর্ব্বব্যবহারাতীতম্ অপরিণতম্ অবতিষ্ঠতে। বাচারম্ভণমাত্রত্বাচ্চ অবিদ্যাকল্পিতস্য নামরূপভেদস্য ইতি ন নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি। ন চ ইয়ং পরিণাম-শ্রুতিঃ পরিণামপ্রতিপাদনার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ, সর্ব্বব্যবহারহীনব্রহ্মাত্ম-ভাবপ্রতিপাদনার্থা তু এষা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলাবগমাৎ।

"স এষ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬)

ইতি উপক্রম্য আহ—

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃঃ ৪।২।৪) ইতি

তস্মাৎ অস্মৎপক্ষে ন কশ্চিৎ দোষপ্রসঙ্গোঽস্তি ।২৭

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—তু শব্দদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিতেছেন। সমস্ত ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণামের আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম যে জগতের উপাদানকারণ, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়। "তাবান্ অস্য মহিমা" ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায় যে, জগৎ ব্যতীতও ব্রহ্মের সত্তা আছে। যদি বল—নিরবয়ব ব্রহ্ম যদি জগৎকারণ হইতেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইতেন, অতএব কার্য্যব্যতীত যে ব্রহ্ম আছেন, ইহা শ্রুতিই বা কি করিয়া বলিলেন? এইজন্য বলিতেছেন—শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যই এ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অতএব শাস্ত্রবাক্য অনুসারে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মই একমাত্র জগতের উপাদান কারণ এবং জগৎ ব্যতীত ইহার সত্তাও আছে।

ভাষ্যার্থ—তু শব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন। আমাদের মতে কোন দোষ নাই। কৃৎস্নপ্রসক্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা হয় না। কেন

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।২৭]

ভাষ্যানুবাদ।

তাহা হয় না, যেহেতু এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে; কারণ, যেমন ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে—ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়, তেমনই পরিণাম ব্যতীত ব্রহ্মের অবস্থিতিও শ্রুতি হইতে জানা যায়; কারণ, শ্রুতিতে প্রকৃতি ও বিকৃতির অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—

"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন
জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি

অর্থাৎ সেই এই দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মা আলোচনা করিলেন—"আচ্ছা আমি এই জীবাত্মরূপে পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই তিনটি দেবতাতে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব; এবং

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ,
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি

অর্থাৎ ইহাই ইহার মহিমা, পুরুষ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভূত ইঁহার একপাদ এবং ইহার তিনপাদ স্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি। এই জাতীয় শ্রুতি হইতে, এবং হৃদয়ায়তনত্ব বচন হইতে অর্থাৎ "স বা এষ আত্মা হৃদি" অর্থাৎ "এই আত্মা হৃদয়ে আছেন" এইরূপ শ্রুতি হইতে এবং সৎসম্পত্তি বচন হইতে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে জীব সৎস্বরূপ ব্রহ্মে সম্পন্ন হন অর্থাৎ মিলিত হন। এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বিকার ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন। আর যদি সমস্ত ব্রহ্ম কার্য্যভাবে উপযুক্ত হইতেন অর্থাৎ কার্য্যরূপে পরিণত হইতেন, তাহা হইলে—

"সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি,"

অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে জীব সৎস্বরূপ ব্রহ্মে সম্পন্ন হন অর্থাৎ মিলিত হন এই শ্রুতিতে সুষুপ্তিকালরূপ বিশেষণ অসঙ্গত হইয়া যায়। কেন না, জীব বিকৃত ব্রহ্মের সহিত নিত্যসম্পন্ন অর্থাৎ সর্ব্বদা মিলিত হইয়া রহিয়াছেন, আর অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই। আরও শ্রুতিতে ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়গোচরত্ব নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং ব্রহ্মের বিকার—পৃথিব্যাদি ইন্দ্রিয়গোচর হয় বলিয়া অবিকৃত ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। অতএব অবিকৃত ব্রহ্ম আছেন।

আর ব্রহ্ম নিরবয়ব এই শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ নাই, কারণ, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায় বলিয়া ব্রহ্ম নিরবয়ব ইহাও স্বীকার করা হয়। ব্রহ্ম শব্দমূল, অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার প্রমাণ নহে, অতএব যথা শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি যাহা বলিতেছেন, ঠিক্ সেইরূপই স্বীকার করিতে হইবে। আর শ্রুতি ব্রহ্মের অকৃৎস্নপ্রসক্তি এবং নিরবয়বত্ব এই দুইটিই প্রতিপাদন করেন। দেখা যায় লোকসিদ্ধ মণি, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতিরও শক্তি সকল দেশ, কাল ও নিমিত্তের বৈচিত্র্যবশতঃ বিরুদ্ধ নানাবিধ কার্য্য উৎপাদন করে। সেই শক্তি সকলও উপদেশব্যতীত কেবল তর্কদ্বারা জানিতে পারা যায় না যে, এই বস্তুর এতগুলি শক্তি আছে, তাহাদের সহায় এতগুলি, তাহাদের বিষয় এতগুলি এবং প্রয়োজন এতগুলি ইত্যাদি। অচিন্ত্যস্বভাব ব্রহ্মের স্বরূপ যে শব্দব্যতীত নিরূপণ করা যাইবে না, ইহাতে আর বক্তব্য কি? পৌরাণিক পণ্ডিতগণ তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্"॥

অর্থাৎ যে সকল বস্তু চিন্তার অতীত, তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোগ করিও না। যে বস্তু, প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে পর অর্থাৎ বিলক্ষণ, তাহাই অচিন্ত্য বস্তুর স্বরূপ। অতএব অতীন্দ্রিয় অর্থের যে যাথাত্ম্য তাহার অধিগম শব্দমূল অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রই অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপ বুঝিবার উপায়।

যদি বল—নিরবয়ব ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন, অথচ সমগ্র ব্রহ্ম পরিণত হন না, এইরূপ বিরুদ্ধ বিষয় শাস্ত্রও প্রতিপাদন করিতে পারেন না। ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরিণামি হইবেন না, অথবা সমুদায় ব্রহ্মই পরিণামি হইবেন। আর যদি বল—ব্রহ্ম কোনও রূপে পরিণামি হন এবং কোনও রূপে

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।২৮ [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

অবস্থান করেন, তাহা হইলে রূপভেদ কল্পনা করায় ব্রহ্ম সাবয়বই হইয়া পড়েন; বস্তুতঃ ক্রিয়ার বিষয় অর্থাৎ কার্য্যপদার্থেই অর্থাৎ—

"অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি" "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি"

অর্থাৎ অতিরাত্রনামক যাগে ষোড়শী অর্থাৎ সোমরস রাখিবার পাত্রবিশেষ গ্রহণ করিবে এবং অতি রাত্রযাগে ষোড়শী গ্রহণ করিবে না—এই জাতীয় বিরোধ প্রতীতি হইলেই বিরোধপরিহারের জন্য বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়; কারণ, অনুষ্ঠান অর্থাৎ ক্রিয়া পদার্থ, পুরুষের ইচ্ছাধীন। কিন্তু এখানে বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও বিরোধপরিহার করা সম্ভব নহে; কারণ, সিদ্ধ বস্তু পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে। অতএব ইহা অর্থাৎ ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণত হওয়া দুর্ঘট?

ইহা দোষ নহে। কারণ, আমরা অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদ স্বীকার করি। অবিদ্যাকল্পিত বিভিন্ন রূপের দ্বারা কোন বস্তু সাবয়ব হয় না। কারণ, তিমিরোপহত নয়নকর্তৃক অর্থাৎ তিমির নামক রোগদ্বারা যাহার চক্ষুঃ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি চন্দ্রকে অনেক বলিয়া দেখিলেও নিশ্চয় চন্দ্র অনেক হন না। অবিদ্যাকল্পিত ব্যাকৃত ও অব্যাকৃতরূপ তত্ত্ব ও অন্যত্বদ্বারা অনির্ব্বচনীয় নাম ও রূপাত্মক রূপভেদের দ্বারা ব্রহ্ম পরিণামপ্রভৃতি সকল ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকেন। আর পারমার্থিকরূপে অর্থাৎ যথার্থস্বরূপে ব্রহ্ম সকল ব্যবহারের অতীত ও অপরিণত থাকেন। আর অবিদ্যাকল্পিত বিভিন্ন নাম ও রূপ "বাচারম্ভণ"মাত্র অর্থাৎ কেবল নামমাত্র, বাস্তবিক কোন বস্তুই নাই বলিয়া ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব কুপিত হয় না অর্থাৎ বিরুদ্ধ হয় না। আর এই পরিণাম-শ্রুতি ব্রহ্মের পরিণামপ্রতিপাদনের জন্য নহে, কারণ, তৎপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ পরিণামের জ্ঞান হইলে কোন ফল হয়—ইহা জানা যায় না, কিন্তু এই শ্রুতি সর্ব্বব্যবহারহীনব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনার্থা, অর্থাৎ সর্ব্ববিধব্যবহারের অতীত ব্রহ্মই আত্মা—ইহা বুঝাইবার জন্য; কারণ, তাহার প্রতিপত্তিতে অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা এই জ্ঞান হইলে (মোক্ষরূপ) ফল হয়—ইহা জানা যায়। কারণ,

"স এষ নেতি নেতি আত্মা"

অর্থাৎ "সেই এই আত্মা ইহা নহে ইহা নহে" এইরূপে আরম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি"

অর্থাৎ হে জনক! তুমি অভয়প্রাপ্ত হইতেছ।

এই অভয়প্রাপ্তিই এস্থলে ফল। অতএব আমাদের মতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।২৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।২৮ *

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং, কথম্ একস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেন এব অনেকাকারা সৃষ্টিঃ স্যাৎ ইতি? যতঃ আত্মনি অপি একস্মিন্ স্বপ্নদৃশি স্বরূপানুপমর্দ্দেন এব অনেকাকারা-সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—

"ন তত্র রথা রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি
অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" (বৃঃ উঃ ৪।৩।১০)

ইত্যাদিনা। লোকেঽপি দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু চ স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যশ্বাদি-সৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে, তথা একস্মিন্নপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব অনেকাকারা সৃষ্টিঃ ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যেহেতু স্বপ্নদর্শী একমাত্র নিরবয়ব জীবে বিচিত্র সৃষ্টি হয়, ইহা "ন তত্র রথা রথযোগা ন পন্থানঃ, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়। অথবা লোকে যেমন কোন

* ইহাতে "বিচিত্রাঃ" এই প্রথমান্ত পদ থাকিলেও "চ"কার থাকায় ইহা পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা সূচিত বিচারের পোষক সূত্র হইল। এজন্য অধিকরণ আরম্ভ হইল না।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

স্বপক্ষদোষাচ্চ ।২৯ [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

মায়াবীতে নিজের শরীরের কোন ব্যাঘাত না হইয়াই হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বস্তুর সৃষ্টি হয় দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মেও বিবিধ সৃষ্টি হয়।

ভাষ্যার্থ—আরও এ বিষয়ে এরূপ বিবাদ করা উচিত নহে যে, কি করিয়া এক ব্রহ্মে স্বরূপের ব্যাঘাত না করিয়াই অনেক প্রকার সৃষ্টি হইবে? যেহেতু স্বপ্নদ্রষ্টা এক জীবাত্মাতেও স্বরূপের উপমর্দ্দ অর্থাৎ ব্যাঘাত না করিয়াই অনেক প্রকার সৃষ্টি হয়—শ্রুতি ইহা বলিতেছেন। যথা—

"ন তত্র রথা রথযোগা ন পন্থানঃ ভবন্তি
অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে"।

অর্থাৎ সেখানে রথ নাই, রথে সংলগ্ন অশ্ব নাই, পথ নাই, অথচ স্বপ্নদর্শী জীব রথ, রথসংযুক্ত অশ্ব ও পথকে সৃষ্টি করে।

লোকেও দেবতাপ্রভৃতিতে এবং মায়াবী প্রভৃতিতে দেখা যায়, স্বরূপের কোন উপমর্দন অর্থাৎ ব্যাঘাত না করিয়া বিচিত্র হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি সৃষ্টি হয়। সেইরূপ একই ব্রহ্মে অর্থাৎ ব্রহ্ম এক অর্থাৎ অসহায় হইলেও তাহাতে স্বরূপের ব্যাঘাত না করিয়াই অনেক প্রকার সৃষ্টি হইবে।২৮

ভামতী।

অনেন স্ফুটিতো মায়াবাদঃ। স্বপ্নদৃক্ আত্মা হি মনসৈব স্বরূপানুপমর্দ্দেন রথাদীন্ সৃজতি।২৮

ভামতীর অনুবাদ।

এই সূত্রদ্বারা ভাষ্যকার মায়াবাদ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন।† যেহেতু স্বপ্নদর্শী আত্মা স্বরূপের ব্যাঘাত না করিয়া মনে মনেই রথাদি সৃষ্টি করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বপক্ষদোষাৎ চ।২৯ *

পরেষামপি এবঃ সমানঃ স্বপক্ষে দোষঃ। প্রধানবাদিনোঽপি হি নিরবয়বম্ অপরিচ্ছিন্নং শব্দাদিহীনং প্রধানং সাবয়বস্য পরিচ্ছিন্নস্য শব্দাদিমতঃ কার্য্যস্য কারণম্ ইতি স্বপক্ষঃ। তত্রাপি কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বাৎ প্রধানস্য প্রাপ্নোতি, নিরবয়বত্বাভ্যুপগম-কোপো বা।

নন্বু নৈব তৈঃ নিরবয়বং প্রধানম্ অভ্যুপগম্যতে, সত্ত্বরজস্তমাংসি ত্রয়ো গুণাঃ নিত্যাঃ, তেষাং সাম্যাবস্থা প্রধানং, তৈরেব অবয়বৈঃ তৎ সাবয়বম্ ইতি। ন এবংজাতীয়কেন সাবয়বত্বেন প্রকৃতঃ দোষঃ পরিহর্ত্তুং পার্য্যতে। যতঃ সত্ত্বরজস্তমসামপি একৈকস্য সমানং নিরবয়বত্বম্। একৈকমেব চ ইতরদ্বয়ানুগৃহীতং সজাতীয়স্য প্রপঞ্চস্য উপাদানম্ ইতি সমানত্বাৎ স্বপক্ষদোষপ্রসঙ্গস্য।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ সাবয়বত্বমিতি চেৎ? এবমপি অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ।

অথ শক্তয় এব কার্য্যবৈচিত্র্যসূচিতা অবয়বাঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ, তাস্ত ব্রহ্মবাদিনঃ অপি অবিশিষ্টাঃ, তথা অণুবাদিনোঽপি অণুঃ অণ্বন্তরেণ সংযুজ্যমানঃ নিরবয়বত্বাৎ যদি কার্ৎস্ন্যেন সংযুজ্যেত, ততঃ প্রথিমানুপপত্তেঃ অণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ।

---

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ না থাকায় ও "চ"কার থাকায় ইহা প্রারব্ধ অধিকরণেরই অঙ্গীভূত সূত্র হইল। অতএব ইহাও সিদ্ধান্তসূত্র।

† এস্থলে যে মায়াবাদ বলা হইল তদ্দ্বারা মায়ার বিকার জগৎ বলা হইল। আর সেই মায়া মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের বিবর্ত্ত জগৎ বলা হইল। অতএব মিথ্যা মায়ার পরিণাম বলিয়া অদ্বৈতবাদকে মায়াবাদ এবং সত্য ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ব্রহ্মবাদ বলা হয়। জগৎ জগদ্রূপে নাই কিন্তু ব্রহ্মরূপে আছে। বৌদ্ধগণকে যে মায়াবাদী বলা হয়, তাহারা জগতের মূলে ব্রহ্মের ন্যায় সদ্বস্তু স্বীকার না করিয়া শূন্যই স্বীকার করিয়া থাকে বৌদ্ধের মায়াবাদ ও অদ্বৈতীর মায়াবাদ এক বস্তু নহে।২।২।৯ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য স্বমতকে ব্রহ্মবাদ বলিয়াছেন।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[স্বপক্ষদোষাচ্চ ।২৯] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্য।

অথ একদেশেন সংযুজ্যেত, তথাপি নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপঃ ইতি স্বপক্ষেঽপি সমান এষ দোষঃ। সমানত্বাচ্চ ন অন্যতরস্মিন্ এব পক্ষে উপক্ষেপ্তব্যঃ ভবতি। পরিহৃতস্তু ব্রহ্মবাদিনা স্বপক্ষে দোষঃ ॥২৯ ইতি নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—সাংখ্যাচার্য্য প্রভৃতিও নিরবয়ব প্রধানকে জগৎকারণ বলেন, তাঁহাদের মতেও "কৃৎস্ন-প্রসক্তি" ইত্যাদি দোষ হয়। বৈশেষিকগণ বলেন—নিরবয়ব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হইলে তাহা হইতে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। সেই নিরবয়ব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ ব্যাপ্যবৃত্তি না অব্যাপ্যবৃত্তি ? যদি ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, তাহা হইলে দৃষ্টবিরোধ হয়। অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ কখনও দেখা যায় না। আর যদি অব্যাপ্যবৃত্তি হয়, তাহা হইলে সাবয়ব ব্যতীত অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগ হয় না। তাহা হইলে তুমি যে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়াছ, তাহা বিরুদ্ধ হইল, ইত্যাদি দোষ তোমাদের মতে হইয়া পড়ে। বেদান্তমতে সে দোষ নাই।

ভাষ্যার্থ—অপরের অর্থাৎ সাংখ্যমতাবলম্বিগণেরও নিজের মতে এই দোষ সমান। যেহেতু প্রধান-বাদীরও নিরবয়ব অপরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিরহিত প্রধানই সাবয়ব পরিচ্ছিন্ন এবং শব্দাদিযুক্ত কার্য্যের কারণ হয়—ইহাই স্বপক্ষ। তাহাতেও অর্থাৎ সেই পক্ষেও প্রধান নিরবয়ব বলিয়া কৃৎস্নপ্রসক্তি অর্থাৎ সমগ্র প্রধানের কার্য্যরূপে পরিণামের আপত্তি হয়, অথবা নিরবয়বত্বের অভ্যুপগমকোপ হয় অর্থাৎ প্রধানকে যে নিরবয়ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হয়।

যদি বল—তাঁহারা নিরবয়ব প্রধান স্বীকার করেন না, কেন না, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ নিত্য, তাহাদের সাম্যাবস্থাই প্রধান সেই সকল অবয়বদ্বারাই প্রধান সাবয়ব হয়। এই প্রকার সাবয়বত্বদ্বারা প্রকৃত দোষ পরিহার করিতে পারা যায় না। যেহেতু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণেরও এক একটির নিরবয়বত্ব সমান এবং এক একটি অপর দুইটির সহিত মিলিত হইয়া সজাতীয় অর্থাৎ নিজের মত প্রপঞ্চের উপাদান কারণ হয়, অতএব তাঁহার নিজের মতে দোষের আপত্তি সমান।

যদি বল—প্রধান যে নিরবয়ব ইহা তর্কদ্বারা স্থির করা হইতেছে, কিন্তু তর্কের প্রতিষ্ঠা না থাকায় প্রধান সাবয়বই। এরূপ হইলেও অর্থাৎ প্রধানকে যদি সাবয়ব স্বীকার কর (বাস্তবিক কিন্তু তোমার মত তাহা নহে) তাহা হইলে অনিত্যত্বাদি দোষ হইয়া পড়ে।

আর যদি বল, কার্য্যের বৈচিত্র্যবশতঃ সূচিত যে শক্তি সকল, তাহারাই অবয়ব, ইহাই তোমার অভিপ্রায়, তাহা হইলে কিন্তু সেই সকল শক্তি ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ বৈদান্তিকেরও অবিশিষ্ট, অর্থাৎ বৈদান্তিকও তাহাই স্বীকার করেন। এইরূপ পরমাণুবাদী বৈশেষিকের মতেও এক পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া অবয়ব না থাকায় যদি সর্ব্বাংশে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রথিমা অর্থাৎ স্থূলতা হইতে না পারায়, কেবল অণুপরিমাণই থাকিয়া যায়।

আর যদি বল, একাংশের সহিত সংযুক্ত হইবে, তাহা হইলেও নিরবয়বত্বের অভ্যুপগমকোপ হয় অর্থাৎ পরমাণুকে যে নিরবয়ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হয়। অতএব পরমাণুবাদীর নিজের মতেও (সাংখ্যের ন্যায়) এ দোষ সমান, আর সমান বলিয়া কোন মতেই দোষ দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু ব্রহ্মবাদী নিজের মতে দোষ পরিহার করিয়াছেন।

ভামতী

চোদয়তি—"ননু নৈব" ইতি। পরিহরতি "ন এবংজাতীয়কেন" ইতি। যদ্যপি সমুদায়ঃ সাবয়বঃ, তথাপি প্রত্যেকং সত্ত্বাদয়ো নিরবয়বাঃ। ন হি অস্তি সম্ভবঃ সত্ত্বমাত্রং পরিণমতে, ন রজস্তমসী ইতি। সর্ব্বেষাং সম্ভূয়পরিণামাভ্যুপগমাৎ।

প্রত্যেকং চ অনবয়বানাং কৃৎস্নপরিণামে মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। একদেশপরিণামে বা সাবয়বত্বম্ অনিষ্টং প্রসজ্যেত। "তথা অণুবাদিনোঽপি" ইতি। বৈশেষিকাণাং হি অণুভ্যাং সংযুজ্য দ্ব্যণুকম্ একম্ আরভ্যতে, তৈঃ ত্রিভিঃ দ্ব্যণুকৈঃ ত্র্যণুকম্ একম্ আরভ্যতে ইতি প্রক্রিয়া। তত্র দ্বয়োঃ অণ্বোঃ অনবয়বয়োঃ সংযোগঃ তৌ অণূ ব্যাপ্নুয়াৎ। অব্যাপ্নুবন্ বা তত্র ন বর্ত্তেত।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[স্বপক্ষদোষাচ্চ ।২৯] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

ন হি অস্তি সম্ভবঃ স এব তদানীং তত্র বর্ত্ততে ন বর্ত্ততে চ ইতি। তথা চ উপর্য্যধঃ পার্শ্বস্থাঃ ষড়পি পরমাণবঃ সমানদেশাঃ ইতি প্রথিমানুপপত্তেঃ অণুমাত্রঃ পিণ্ডঃ প্রসজ্যেত। অব্যাপনে বা ষড়বয়বঃ পরমাণুঃ স্যাৎ, ইতি অনবয়বত্বব্যাকোপঃ।

অশক্যং চ সাবয়বত্বম্ উপেতুম্, তথা সতি অনন্তাবয়বত্বেন সুমেরুরাজসর্ষপয়োঃ সমান-পরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ, তস্মাৎ সমানঃ দোষঃ। আপাতমাত্রেণ সাম্যম্ উক্তম্; পরমার্থতস্তু ভাবিকং পরিণামং বা কার্য্যকারণভাবং বা ইচ্ছতাম্ এষ দুর্ব্বারো দোষঃ, ন পুনঃ অস্মাকং মায়াবাদিনাম্ ইতি আহ—"পরিহৃতস্তু" ইতি।২৯ ইতি নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অবস্তুত্বাৎ সমুদায়ঃ ন পরিণমতে, সমুদায়িষু অপি যদি সত্ত্বমাত্রং পরিণমতে ন রজস্তমসী, ততো মূলোচ্ছেদো ন স্যাৎ, ন চ এতৎ অস্তি, ইতি আহ—"যদ্যপি সমুদায়" ইতি। দ্ব্যণুকম্ আরব্ধুম্ অণুনা সংযুজ্যমানঃ অণুঃ উপর্য্যধঃ পার্শ্বতঃ চতসৃষু অপি দিক্ষু কদাচিৎ কশ্চিৎ সংযুজ্যতে, তে চ সর্ব্বে তেন সমানদেশাঃ ইতি প্রথিমানুপপত্তেঃ দ্ব্যণুকপিণ্ডঃ পরমাণুমাত্রঃ প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ। অব্যাপ্যবৃত্তৌ সংযোগস্তু তাবৎ ন একত্র ভাবাভাবৌ ইত্যুক্তম্। অথ প্রদেশভেদেন ভাবাভাবৌ তত্রাহ—"অব্যাপনে চ" ইতি। "কার্য্যকারণভাবঃ" আরম্ভঃ। ইতি নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।

ভামতীর অনুবাদ।

"ননু নৈব" এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **"ন এবংজাতীয়কেন"** এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। যদিও সমুদায় সাবয়ব, তাহা হইলেও সত্ত্বাদি প্রত্যেকটি গুণ নিরবয়ব; কারণ, ইহা সম্ভব নহে যে, কেবল সত্ত্বগুণই পরিণত হয়, আর রজঃ ও তমঃ গুণ পরিণত হয় না। কেননা সম্ভূয়পরিণাম অভ্যুপগম করা হয় অর্থাৎ সকলেই মিলিত হইয়া পরিণত হয়—ইহা তোমরা স্বীকার কর।

নিরবয়ব গুণগুলির প্রত্যেকের কৃৎস্নপরিণামে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পরিণাম স্বীকার করিলে মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে। আর একাংশের পরিণাম স্বীকার করিলে তাহাদের সাবয়বত্ব হইয়া পড়ে, ইহা তোমার অভিপ্রেত নহে। **"তথা অণুবাদিনোঽপি"** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—দুইটি অণু সংযুক্ত হইয়া একটি দ্ব্যণুক আরম্ভ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন করে এবং সেই তিনটি দ্ব্যণুক সংযুক্ত হইয়া একটি ত্র্যণুক আরম্ভ করে। ইহাই বৈশেষিকগণের প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়াতে অনবয়ব অর্থাৎ নিরবয়ব দুই অণুর সংযোগ, সেই অণুদ্বয়কে ব্যাপ্ত করিবে; আর যদি ব্যাপ্ত না করে, তাহা হইলে তাহাতে থাকিবে না। কারণ, ইহা সম্ভব হয় না যে, সেই বস্তুই সেই সময়ে সেই স্থানে থাকে এবং থাকে না। তাহা হইলে উপরে, নিম্নে ও চারি পার্শ্বস্থিত ছয়টি পরমাণুই সমানদেশ অর্থাৎ এক স্থানেই থাকে, অতএব প্রথিমা অর্থাৎ স্থূলতা হইতে না পারায় পিণ্ডটি কেবল পরমাণু আকারই হইয়া পড়ে। আর যদি ব্যাপ্ত না করে, তাহা হইলে পরমাণু, ছয়টি অবয়বযুক্ত হইবে, অতএব অনবয়বত্বব্যাকোপ হয়, অর্থাৎ তুমি যে বলিয়াছ, পরমাণু নিরবয়ব—ইহা বিরুদ্ধ হইল।

আর পরমাণু সাবয়ব—ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না; কেননা, তাহা হইলে অনন্ত অবয়ব বলিয়া সুমেরুপর্ব্বত ও রাজসর্ষপ তুল্যপরিমাণ হইয়া পড়ে; এইজন্য দোষ সমান। ইহা কেবল আপাততঃ দোষের সাম্য বলা হইল। বাস্তবিক কিন্তু যাঁহারা ভাবিকপরিণাম অর্থাৎ যথার্থ পরিণামবাদ অথবা কার্য্যকারণভাব অর্থাৎ আরম্ভবাদ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মতে এই দোষ নিবারণ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। আমরা মায়াবাদী, আমাদের মতে কিন্তু এই দোষ হয় না—এই কথা **"পরিহৃতস্তু"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। ইহাই কৃৎস্ন-প্রসক্ত্যধিকরণ নামক নবম অধিকরণ।২৯

নবম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণে চারিটী সূত্র আছে। ইহাতে বলা হইল—ব্রহ্মই অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয়, সুতরাং মিথ্যা মায়াশক্তিদ্বারা জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং তাদৃশ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের পরিণামই জগৎ। এই মায়া মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের এই পরিণামটী ভ্রম বলা হয়। আর তজ্জন্য জগৎকে মায়ার পরিণাম ও ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলাও হয়। সাংখ্যের যে প্রধান সেই প্রধানের পরিণাম এই জগৎ নহে। কারণ, সাংখ্যের প্রধান সদ্বস্তু-বিশেষ, তাহা জ্ঞাননাশ্য নহে, কিন্তু স্বমতে মায়া, জ্ঞাননাশ্যা এবং সদসদ্ভিন্না। যাহা হউক এই অধিকরণের মধ্যে প্রথম সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষসূত্র এবং শেষ তিনটী সূত্র সিদ্ধান্তসূত্র। যথা—

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[স্বপক্ষদোষাচ্চ ।২৯] [সিঃ সূঃ]

নবম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বপক্ষ

১। কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ।২৬

সিদ্ধান্তপক্ষ

২। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ।২৭
৩। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ।২৮
৪। স্বপক্ষদোষাচ্চ ।২৯

এই সূত্রগুলির অর্থ এইরূপ, যথা—

প্রথম সূত্রে বলা হইল যে,—ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলে কৃৎস্ন অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, এইরূপ প্রসক্তি অর্থাৎ সম্ভাবনা হয়, সুতরাং ব্রহ্মই আর থাকেন না—ইহাই অনুমান করিতে হয়। আর যদি বল ব্রহ্ম একাংশদ্বারা জগদাকার হইয়াছেন, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে নিষ্কলত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের যে নিরবয়বত্ব বোধকশব্দ আছে, তাহার কোপ অর্থাৎ ব্যাঘাত হয়, সুতরাং শ্রুতিবিরোধ হয়। অতএব যুক্তি ও শ্রুতি উভয়ের বিরোধপ্রযুক্ত ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হন নাই, প্রধানই জগদ্রূপ হইয়াছেন,—ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—"**তু**" অর্থাৎ না, অর্থাৎ কৃৎস্নপ্রসক্তি হয় না, যেহেতু **শ্রুতেঃ** অর্থাৎ "তাবান্ অস্য মহিমা" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের জগদুপাদনত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতি প্রবল। আর "নিষ্কলম্" ইত্যাদি ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব, শ্রুতির বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম **শব্দমূল** অর্থাৎ বেদমাত্রগম্য। অতএব শ্রুতিবিরোধ হয় না।

তৃতীয় সূত্রে বলা হইল—আর যেহেতু আত্মাতে এরূপ বিচিত্র সৃষ্টি হয়—ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, সেই হেতু ব্রহ্ম-বিবর্ত্তই জগৎ। এতদ্দ্বারা যুক্তিবিরোধ ও শ্রুতিবিরোধ উভয়ের খণ্ডন করা হইল।

চতুর্থ সূত্রে বলা হইল—জগৎকারণ প্রধান, এই মতবাদিগণের মতেও উক্ত দোষ সমানই হয়। অতএব প্রধানাদি জগৎকারণ নহে, কিন্তু ব্রহ্মই জগৎকারণ।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— "
অধ্যায়সঙ্গতি— "
পাদসঙ্গতি— "
অধিকরণসঙ্গতি—আক্ষেপ অথবা কার্য্যকারণভাব। পূর্ব্ব অধিকরণে দুগ্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়ায় ব্রহ্ম পরিণামি হন, এইরূপ ভ্রম জন্মে, তাহাকে নিরাস করিবার জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। অতএব এখানে কার্য্যকারণরূপ সঙ্গতি আছে। পূর্ব্ব অধিকরণটি ভ্রম উৎপন্ন করিয়াছে বলিয়া কারণ এবং এই অধিকরণটি তাহার কার্য্য জানিতে হইবে।

২। **বিষয়**—নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, এই বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—সাবয়ব বস্তুই নানাবিধ কার্য্যের উপাদান হয়, এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—সিদ্ধান্তীর মতে নিরবয়ব ব্রহ্ম উপাদান কারণ, না সাবয়ব ব্রহ্ম? যদি বল—নিরবয়ব ব্রহ্ম, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মেরই কার্য্যরূপে পরিণাম হইয়া পড়ে, অর্থাৎ কার্য্য—জগৎ ভিন্ন আর অতিরিক্ত ব্রহ্ম থাকেন না। আর যদি বল—ব্রহ্ম সাবয়ব, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম হয় না বটে, কারণ এক অংশ পরিণত হইলে অপর অংশ অপরিণত থাকে। কিন্তু "**নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং**" ইত্যাদি যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিয়াছেন, এই সকল শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়, এবং উভয় পক্ষেই ব্রহ্মের অনিত্যত্ব দোষ হইয়া পড়ে, অতএব উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হইল, যথা—

**"কার্ৎস্নেন কার্য্যভাবোক্তৌ ব্রহ্মানিত্যং প্রসজ্যতে।
একদেশেন তৎপ্রাপ্তৌ ব্রহ্ম সাবয়বং ভবেৎ"॥**

অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্পূর্ণভাবে কার্য্য—জগৎ আকারে পরিণত হন বলিলে অনিত্য হইয়া পড়েন। আর যদি একাংশদ্বারা ব্রহ্ম কার্য্য আকারে পরিণত হন বলেন, তাহা হইলে তিনি সাবয়ব হইয়া পড়িবেন।

সর্ব্বোপেতাধিকরণং নাম

দশমম্ অধিকরণম্

(ঈশ্বর অশরীরী হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও মায়াবী)

সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ।৩০ [সিঃ সূঃ]

নবম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

৫। **সিদ্ধান্ত**—

"মায়াভির্বহুরূপত্বং ন কার্ৎস্ন্যাৎ নাপি ভাগতঃ।
ইতি নির্ভাগতা কার্য্য-ভাবাপ্ত্যোরবিরুদ্ধতা" ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম বিবিধ শক্তিযুক্ত মায়াদ্বারা বহুরূপ হইয়াছেন, অতএব সম্পূর্ণভাবে বা এক অংশদ্বারাও তিনি বহুরূপ হন নাই, অতএব উক্ত দুই প্রকারে কার্য্যাকারে পরিণাম হইলেও ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব অবিরুদ্ধ রহিল। অর্থাৎ এ মতে ব্রহ্মপরিণাম জগৎ—ইহা স্বীকার করা হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম শক্তিদ্বারা নানাবিধ জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্ম মায়াকল্পিত জগতের অধিষ্ঠান মাত্র, অতএব ব্রহ্ম যেমন বিশুদ্ধ আছেন তেমনই থাকিলেন।

৬। **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধপ্রযুক্ত সমন্বয় অসিদ্ধ হয়, আর সিদ্ধান্তে স্মৃতিবিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয়সিদ্ধ।

এই নবম অধিকরণটী ভারতীতীর্থ মুনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই—

ন যুক্তো যুজ্যতে বাঽস্য পরিণামো ন যুজ্যতে।
কাৎস্ন্যাদ্ ব্রহ্মানিত্যতাপ্তেরংশাৎ সাবয়বং ভবেৎ ॥
মায়াভির্বহুরূপত্বং ন কাৎস্ন্যান্নাপি ভাগতঃ।
যুক্তোঽনবয়বস্যাপি পরিণামোঽত্র মায়িকঃ ॥

অন্বয়—অস্য পরিণামঃ ন যুক্তঃ যুজ্যতে বা ? ন যুজ্যতে, কাৎস্ন্যাৎ ব্রহ্মানিত্যতাপ্তেঃ। অংশাৎ সাবয়বং ভবেৎ। মায়াভিঃ বহুরূপত্বং ন কাৎস্ন্যাৎ, নাপি ভাগতঃ অনবয়বস্যাপি মায়িকঃ পরিণামঃ অত্র যুক্তঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ।৩০ *

একস্যাপি ব্রহ্মণঃ বিচিত্রশক্তিযোগাৎ উপপদ্যতে বিচিত্রো বিকারপ্রপঞ্চঃ ইতি উক্তম্। তৎ পুনঃ কথম্ অবগম্যতে বিচিত্রশক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্ম ইতি ? তৎ উচ্যতে— "সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। সর্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতা ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্। কুতঃ, তদ্দর্শাৎ। তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্বশক্তিযোগং পরস্যা দেবতায়াঃ—

"সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদম্ অভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" (ছাঃ উঃ ৩।১৪।৪)

"সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ উঃ ৮।৭।২) "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" (মুণ্ডঃ উঃ ১।১।৯)

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।" (বৃঃ উঃ ৩।৮।৯)

ইত্যেবংজাতীয়কাঃ ।৩০

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যদি বল, নানাবিধ শক্তি থাকায় ব্রহ্ম বিচিত্র সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের যে বিবিধ

---

* এস্থলে "সর্ব্বোপেতা" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহা অধিকরণারম্ভক সূত্র হইয়াছে। রামানুজমতে এটী পূর্ব্বাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত সূত্র। শাঙ্করমতে ইহাকে পৃথক্ অধিকরণ করিবার পক্ষে হেতু এই যে, পূর্ব্বে "স্বপক্ষদোষাচ্চ" সূত্রে অন্তিম চকারের পর ইহার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার ব্যতিক্রম অপশূদ্রপ্রকরণে দেখা যায়। কারণ তথায়—"সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাৎ চ" সূত্রের পর "তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ" সূত্রটী পৃথক্ অধিকরণারম্ভক হয় নাই। ইহার উত্তর শাঙ্করমতে এই যে, এই সূত্রটী "তৎ" শব্দদ্বারা আরম্ভ করায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সর্ব্বোপেতা শব্দে সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার পর ইহা পূর্ব্বের "কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণের" অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার কারণ, কৃৎস্নপ্রসক্তি অধিকরণ পূর্ব্বপক্ষ সূত্রদ্বারা অবতারিত, আর তাহাতে জগৎ-স্রষ্টৃত্ব সমর্থিত এবং ইহাতে সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব সমর্থিত। এই দুইটি অত্যন্ত পৃথক্ বিচার।

(ঈশ্বর অশরীরী হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, শর্ব্বশক্তিমান্ ও মায়াবী)

বিকরণান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ ।৩১ [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

শক্তি আছে, তাহার প্রমাণ কি? সেই জন্য বলিতেছেন—ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমৎ; কারণ **"সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ"** ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহা দেখা যায়।

ভাষ্যার্থ—ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার বিচিত্র শক্তিযোগবশতঃ অর্থাৎ নানাবিধ শক্তি থাকায় নানাবিধ সৃষ্টিসমূহ হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি বল, পরব্রহ্ম যে বিচিত্রশক্তিযুক্ত ইহা কি করিয়া জানা যায়? সেইজন্য **"সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ"** এই সূত্র বলিতেছেন। পরাদেবতা সর্ব্বশক্তিযুক্তা অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কেন? যেহেতু শ্রুতিতে তাহা দেখা যায়। পরাদেবতার সর্ব্বশক্তিযোগ অর্থাৎ পরমেশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্, শ্রুতি তাহা দেখাইতেছেন। যথা—

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদম্ অভ্যাত্তো অবাকী অনাদরঃ"

তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস এবং এই জগতের সকল দিকে অভ্যাত্তঃ অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, এবং অবাকী অর্থাৎ বাক্যশূন্য, এবং অনাদর অর্থাৎ নিষ্কাম।

"সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ"

অর্থাৎ তিনি সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প;

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সামান্যভাবে সব জানেন, এবং সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ বিশেষভাবে সব জানেন।

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"

অর্থাৎ হে গার্গি! এই অক্ষর অর্থাৎ পরমেশ্বরের শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছেন অর্থাৎ আকাশে বর্ত্তমান রহিয়াছেন—ইত্যাদি।

ভামতী।

বিচিত্রশক্তিমত্ত্বম্ উক্তং ব্রহ্মণঃ, তত্র শ্রুত্যুপন্যাসপরং সূত্রম্—সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ।৩০

বেদান্তকল্পতরুঃ।

মায়াশক্তিমদ্ব্রহ্মণঃ জগৎ সর্গং বদতঃ সমন্বয়স্য অশরীরস্য ন মায়া ইতি ন্যায়েন বিরোধসন্দেহে সঙ্গতিম্ আহ—"বিচিত্রে"তি। অন্তর্যাম্যধিকরণে তু (ব্রঃ সূঃ ১।২।১৮) অবিদ্যোপার্জ্জিতত্বসম্বন্ধে জগদ্ব্রহ্মণোঃ সিদ্ধে শরীররহিতস্যাপি নিয়ন্তৃত্বসম্ভব উক্তঃ, ইহ তু অশরীরস্য অবিদ্যা এব আক্ষিপ্যতে ইতি ভেদঃ ।৩০

ভামতীর অনুবাদ।

ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তিমত্তা আছে অর্থাৎ নানাবিধ শক্তি আছে—ইহা বলা হইয়াছে, এ বিষয়ে শ্রুতির উপন্যাসপর সূত্র, অর্থাৎ শ্রুতি উল্লেখ করিবার জন্য সূত্র—**"সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ"** ।৩০

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিকরণান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ ।৩১ *

স্যাদেতৎ বিকরণাং পরাং দেবতাং শাস্তি শাস্ত্রং—

"অচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনঃ" (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮) ইত্যেবংজাতীয়কম্।

কথং সা সর্ব্বশক্তিযুক্তাপি সতী কার্য্যায় প্রভবেৎ? দেবাদয়ো হি চেতনাঃ সর্ব্বশক্তিযুক্তা অপি সন্তঃ আধ্যাত্মিককার্য্যকরণসম্পন্না এব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রভবন্তঃ বিজ্ঞায়ন্তে।

কথং চ "নেতি নেতি" ইতি প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষায়াঃ দেবতায়াঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবেৎ ইতি চেৎ? যৎ অত্র বক্তব্যং তৎ পুরস্তাৎ এব উক্তম্। শ্রুত্যবগাহ্যমেব ইদম্ অতিগম্ভীরং ব্রহ্ম ন তর্কাবগাহ্যম্। ন চ যথা একস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং, তথা অন্যস্যাপি সামর্থ্যেন

* এ সূত্রটীতে "তদুক্তম্" এই প্রথমান্ত পদ থাকিলেও ইহা অধিকরণারম্ভক সূত্র নহে। কারণ, "তদুক্তম্" পদদ্বারা পূর্ব্বোক্তের স্মরণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তস্মরণে ইহার প্রাধান্য থাকিল না, এজন্য ইহা প্রারব্ধ অধিকরণের অঙ্গীভূত সূত্রই হইতেছে। অধ্যায় বা পাদারম্ভ না হইলে "ইতি চেৎ"-ঘটিত সূত্র অধিকরণারম্ভক হয় না। যেহেতু ইহা প্রারব্ধ অধিকরণেরই উপর সংশয়পূর্ব্বক সিদ্ধান্তের বোধক।

(ঈশ্বর অশরীরী হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও মায়াবী)

[বিকরণাৎন্নেতি চেৎ তদুক্তম্ ।৩১] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভবিতব্যম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি ইতি। প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতি ইতি। এতদপি অবিদ্যাকল্পিতরূপভেদোপন্যাসেন উক্তমেব। তথা চ শাস্ত্রং—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯)

ইতি অকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বসামর্থ্যযোগং দর্শয়তি।৩১। ইতি দশমং সর্ব্বোপেতাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যদি বল, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও বিকরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শূন্য বলিয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না; তাহা হইলে ইহার উত্তর "দেবাদিবদপি" এই সূত্রে বলা হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা যদি বল, শাস্ত্র পরমেশ্বরকে বিকরণ অর্থাৎ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই—ইহা বলিতেছেন, যথা—

অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮)

অর্থাৎ ব্রহ্মের চক্ষুঃ নাই, কর্ণ নাই, মনঃ নাই, ইত্যাদি।

আচ্ছা, সেই দেবতা অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও কি করিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন? কেন না, দেবতা প্রভৃতি চেতন ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আন্তরিক-কার্য্য-করণযুক্ত হইয়াই সেই সেই কার্য্য করিতে সমর্থ হন, ইহা জানা যায়। অর্থাৎ মনঃকল্পিত ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ তাঁহারা ইচ্ছামাত্র ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন ইহা জানা যায়।

যদি বল—"নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে—ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষ-দেবতার অর্থাৎ যে দেবতার সকল প্রকার বিশেষ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্বশক্তি-যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিযুক্ত হওয়া কি করিয়া সম্ভব হয়? তাহা হইলে বলিব—এখানে যাহা উত্তরে বক্তব্য তাহা পূর্ব্বেই "দেবাদিবদপি লোকে" এই সূত্রে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অতিগম্ভীর অর্থাৎ অতিদুর্ব্বোধ ব্রহ্মবস্তু শ্রুতির অবগাহ্য হয়, অর্থাৎ একমাত্র শ্রুতিদ্বারাই বোধগম্য হয়, তর্কাবগাহ্য হয় না, অর্থাৎ তর্কদ্বারা বোধগম্য হয় না। আর একজনের যেরূপ সামর্থ্য দেখা গিয়াছে, সেইরূপ অন্যেরও সামর্থ্য হইবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই। প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষ ব্রহ্মের অর্থাৎ যে ব্রহ্মের সমস্ত বিশেষ অর্থাৎ দেহাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারও সর্ব্বশক্তিযুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। ইহাও অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদ উপন্যাসদ্বারা অর্থাৎ রূপবিশেষ উল্লেখ দ্বারা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শাস্ত্রেও আছে—

অপাণিপাদঃ জবনঃ গ্রহীতা পশ্যতি অচক্ষুঃ স শৃণোতি অকর্ণঃ

অর্থাৎ পরমেশ্বরের হাত নাই, পা নাই অথচ তিনি গমন করেন, গ্রহণ করেন, তাঁহার চক্ষুঃ নাই অথচ দর্শন করেন, তাঁহার কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন।

এই প্রকারে অকরণ ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদিবিহীন হইলেও তাঁহার সর্ব্বসামর্থ্যযোগ অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সামর্থ্য আছে—ইহা দেখাইতেছেন। ইহাই সর্ব্বোপেতাধিকরণ নামক দশম অধিকরণ।৩১

ভামতী।

এতৎ আপেক্ষসমাধানপরং সূত্রম্। কুলালাদিভ্যঃ তাবৎ বাহ্যকরণাপেক্ষেভ্যঃ দেবাদীনাং বাহ্যানপেক্ষাণাম্ আন্তরকরণাপেক্ষসৃষ্টীনাং প্রমাণেন দৃষ্টঃ যথা বিশেষঃ ন অপহ্নোতুং শক্যঃ, যথা তু জাগ্রৎসৃষ্টেঃ বাহ্যকরণাপেক্ষায়াঃ তদনপেক্ষান্তরকরণমাত্রসাধ্যা দৃষ্টা স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিঃ অশক্যা অপহ্নোতুম্, এবং সর্ব্বশক্তেঃ পরস্যাঃ দেবতায়াঃ আন্তরকরণানপেক্ষায়াঃ জগৎসর্জনং শ্রূয়মাণং ন সামান্যতঃ দৃষ্টমাত্রেণ অপহ্নবম্ অর্হতি ইতি।৩১ ইতি দশমং সর্ব্বোপেতাধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

তদুক্তম্ ইতি এতৎ "দেবাদিবদপি" ইতি (ব্রঃ অঃ ২।১।২৪) সূত্রোক্তিপরত্বেন ব্যাচষ্টে "কুলালাদিভ্যঃ" ইতি। "আত্মনি চৈবম্" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৮) ইতি সূত্রোক্তিপরত্বেনাপি ব্যাচষ্টে—"যথা তু" ইতি। শক্তিমন্তঃ দেবাদয়ঃ যদ্যপি শরীরিণঃ, তথাপি বাহ্যসাধনা-নপেক্ষাঃ। যদি তু তত্র দৃষ্টং শরীরিত্বং শক্তিমত্ত্বেন ব্রহ্মণি আপাদ্যেত, তর্হি কর্তৃত্বেন কুলালাদিষু দৃষ্টং বাহ্যসাধনাপেক্ষত্বং দেবাদিষু অপি আপাদ্যেত ইতি প্রতিবন্দ্যা প্রমেয়সম্ভাবনা উক্তা। "শ্রূয়মাণম্ ইতি" প্রমাণম্ উক্তম্।৩১ ইতি দশমং সর্ব্বোপেতাধিকরণম্।

(ঈশ্বর অশরীরী হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও মায়াবী)

[বিকরণান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ ।৩১] [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

এই সূত্রটি আক্ষেপসমাধানপর অর্থাৎ আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি ও তাহার সমাধান করিবার জন্য। কুম্ভকার প্রভৃতি যাঁহারা বাহ্যিক করণ অর্থাৎ হস্তপদাদি বহিরিন্দ্রিয়কে অপেক্ষা করে, তাহাদের অপেক্ষা যাঁহারা বহিরিন্দ্রিয়কে অপেক্ষা না করিয়া কেবল অন্তঃকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করেন, সেই দেবতাপ্রভৃতির যে বিশেষ অর্থাৎ তারতম্য আছে, তাহা শাস্ত্রাদিপ্রমাণদ্বারা দেখা গিয়াছে, অতএব তাহা যেমন অস্বীকার করা যায় না; এবং বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে জাগরিত অবস্থায় যে ঘটাদির সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে অন্যপ্রকার—বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া কেবল অন্তঃকরণদ্বারা স্বপ্নকালে রথাদিসৃষ্টি দেখা যায়, তাহা যেমন অস্বীকার করা যায় না, এইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরও অন্তঃকরণের অপেক্ষা না করিয়া জগৎসৃষ্টি করেন, ইহা শ্রুতিতে দেখা যায়। কেবল সাধারণ দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা অস্বীকার করা উচিত নহে।৩১ ইহাই সর্ব্বাপেতাধিকরণ নামক দশম অধিকরণ।

দশম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

ঈশ্বর অশরীরী হইলেও তিনি মায়াবী বলিয়া তাঁহাতে সবই সম্ভবপর হয়। ইহাই এই অধিকরণের তাৎপর্য্য। ইহাতে দুইটী সূত্র আছে এবং দুইটাই সিদ্ধান্ত সূত্র। যথা—

১। সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।৩০

২। বিকরণত্বাৎ ন ইতি চেৎ তদুক্তম্।৩১

প্রথম সূত্রে বলা হইল—সেই পরদেবতা ব্রহ্ম সর্ব্বোপেতা সর্ব্বশক্তিযুক্তা, যেহেতু "তাহার দর্শন" করা হয়, অর্থাৎ শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—যদি কেহ বলে, তাঁহার করণ নাই বলিয়া কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই, তাহা হইলে বলিব—করণ না থাকিলেও তাহা সম্ভব। যেহেতু সেইরূপই শ্রুতিমধ্যে দৃষ্ট হয়।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— "
অধ্যায়সঙ্গতি— "
পাদসঙ্গতি— "
অধিকরণ সঙ্গতি—আক্ষেপ। পূর্ব্ব অধিকরণে নিরবয়ব ব্রহ্ম মায়াদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা বলা হইয়াছে; কিন্তু যাহার শরীর আছে তাহারই মায়া হয়, যাহার শরীর নাই, তাহার মায়া হয় না, অতএব অশরীরি ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না, এই আক্ষেপ-সঙ্গতি-বশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

২। **বিষয়**—মায়াশক্তিযুক্ত নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, এই বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—যাহার শরীর নাই তাঁহার মায়া থাকে না, এই ন্যায় দ্বারা উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহাই সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—

"যে হি মায়াবিনো লোকে তে সর্ব্বেঽপি শরীরিণঃ।
অশরীরস্য মায়িত্বং ন ব্যাপকনিবৃত্তিতঃ"॥

অর্থাৎ জগতে যাহাদিগকে মায়াবী বলিয়া দেখা যায়, তাহারা সকলেই শরীরযুক্ত হয়, যাহার শরীর নাই, সে ব্যক্তি মায়াবী হইতে পারে না; কারণ, ব্যাপক-শরীর না থাকায় ব্যাপ্য-মায়া থাকিতে পারে না। অতএব নিরয়ব ব্রহ্মে মায়া থাকা সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম মায়াদ্বারা জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃ হইতে পারেন না। অতএব উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হইল—ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

৫। **সিদ্ধান্ত**—

"বাহ্যহেতুমৃতে যদ্বৎ মায়য়া কার্য্যকারিতা।
ঋতেঽপি দেহং মায়ৈবং ব্রহ্মণ্যস্তু প্রমাণতঃ"॥

ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণং নাম

একাদশম্ অধিকরণম্।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ।৩২ [পূঃ সূঃ]

একাদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

অর্থাৎ বাহ্যিক কোন হেতু না থাকিলেও যেমন মায়াবী কেবল মায়াদ্বারা কার্য্য করিয়া থাকে, এইরূপ দেহ না থাকিলেও ব্রহ্মে মায়া থাকিবে। কারণ, **ইন্দ্রো মায়াভিঃ** ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার প্রমাণ আছে। মায়াবিগণ যদিও শরীরযুক্ত হয়, তথাপি তাহারা বাহ্যিক কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়া কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু কুম্ভকার প্রভৃতি তাহা পারে না। কুম্ভকার ও মায়াবীর যেমন এই পার্থক্য আছে, এইরূপ শরীর ব্যতীতও ব্রহ্মে মায়া থাকিবে। আর যদি মায়াবী মাত্রকেই শরীরযুক্ত দেখা যায় বলিয়া, এবং ব্রহ্ম মায়াবী বলিয়া তাঁহারও শরীর আছে বলিয়া অনুমান কর, তাহা হইলে কুম্ভকার প্রভৃতিকে বাহ্যিক সাধনের অপেক্ষা করিতে দেখিয়া মায়াবীতেও বাহ্যিকসাধনাপেক্ষিত্বের আপত্তি হইতে পারে। আর যদি বল—মায়াবীতে বাহ্যিক কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল মায়াদ্বারা কার্য্য করিতে দেখিতে পাই বলিয়া মায়াবীতে ঐরূপ অনুমান করা উচিত নহে। তাহা হইলে শরীর না থাকিলেও ব্রহ্মে মায়াশক্তি আছে, ইহা শ্রুতি-প্রমাণবশতঃ সিদ্ধ হইয়াছে, যথা—"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে", "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি। অতএব ইহা উভয়েরই সমান।

৬। ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে ন্যায়বিরোধে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে ন্যায়ের সহিত অবিরোধে তাহা সিদ্ধ।

এই দশম অধিকরণটী ভারতীতীর্থ মুনি যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা এই—

নাশরীরস্য মায়াস্তি যদি বাস্তি ন বিদ্যতে।
যে হি মায়াবিনো লোকে তে সর্ব্বেঽপি শরীরিণঃ॥
বাহ্যহেতুমৃতে যদ্বন্মায়য়া কার্য্যকারিতা।
ঋতেঽপি দেহং মায়ৈবং ব্রহ্মণ্যস্তু প্রমাণতঃ॥

অন্বয়—অশরীরস্য মায়া ন অস্তি, যদি বা অস্তি? ন বিদ্যতে। লোকে যে হি মায়াবিনঃ তে সর্ব্বেঽপি শরীরিণঃ। বাহ্যহেতুম্ ঋতে যদ্বৎ মায়য়া কার্য্যকারিতা, এবং দেহম্ ঋতে অপি প্রমাণতঃ ব্রহ্মণি মায়া অস্তু।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ।৩২ *

অন্যথা পুনঃ চেতনকর্ত্তৃত্বং জগত আক্ষিপতি। ন খলু চেতনঃ পরমাত্মা ইদং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতুম্ অর্হতি; কুতঃ? প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রবৃত্তীনাম্। চেতনো হি লোকে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী পুরুষঃ প্রবর্ত্তমানঃ, ন মন্দোপক্রমাম্ অপি তাবৎ প্রবৃত্তিম্ আত্মপ্রয়োজনানুপযোগিনীম্ আরভমাণঃ দৃষ্টঃ। কিমুত গুরুতরসংরম্ভাম্। ভবতি চ লোকপ্রসিদ্ধ্যনুবাদিনী শ্রুতিঃ—

"ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি,
আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি"। (বৃঃ উঃ ২।৪।৫) ইতি

গুরুতরসংরম্ভা চ ইয়ং প্রবৃত্তিঃ যৎ উচ্চাবচপ্রপঞ্চং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতব্যম্। যদি ইয়ম্ অপি প্রবৃত্তিঃ চেতনস্য পরমাত্মনঃ আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যেত, পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোঽপি স্যাৎ।

অথ চেতনোঽপি সন্ উন্মত্তঃ বুদ্ধ্যপরাধাৎ অন্তরেণৈব আত্মপ্রয়োজনং প্রবর্ত্তমানঃ

---

* "ন" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহা অধিকরণারম্ভক সূত্র হইয়াছে। পূর্ব্বসূত্রে "তদুক্তম্" পদদ্বারা তৎপূর্ব্বযুক্তিস্মরণদ্বারা অধিকরণ শেষের সূচনা করা হইয়াছে। এজন্য এস্থলে "ন"পদদ্বারা পৃথক্ অধিকরণারম্ভ হইল বলা হইল। যদি বলা হয় "নেতরঃ অনুপপত্তেঃ" এস্থলে "ন" থাকায় অধিকরণ আরম্ভক হয় নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে, এস্থলে "তদুক্তম্" পদদ্বারা পূর্ব্বাধিকরণ সমাপ্ত হইয়াছে।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ।৩২] পূঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

দৃষ্টঃ, তথা পরমাত্মাঽপি প্রবর্ত্তিষ্যতে ইতি উচ্যেত। তথা সতি সর্ব্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। তস্মাৎ অশ্লিষ্টা চেতনাৎ সৃষ্টিঃ ইতি।৩২

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃ, বেদান্তের এই মত ঠিক নহে; কারণ, যাঁহার প্রয়োজন থাকে, তিনিই কোন কার্য্য করেন, কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত বলিয়া তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তৃ নহেন। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

ভাষ্যার্থ—অন্য প্রকারে পুনর্ব্বার জগতের কর্ত্তৃত্ব আক্ষেপ করিতেছেন, অর্থাৎ চেতন পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা—এই মতের উপর আপত্তি করিতেছেন। নিশ্চয়ই চেতন পরমাত্মা এই জগদ্বিম্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডকে অর্থাৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান এই মিথ্যা জগৎকে, রচনা করিতে পারেন না; কেননা, প্রবৃত্তিসমূহের প্রয়োজনবত্ত্ব থাকে, অর্থাৎ প্রবৃত্তিমাত্রই সপ্রয়োজন—প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, লোক মধ্যে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী প্রবর্ত্তমান কোন চেতন পুরুষ, আত্মপ্রয়োজনের অনুপযোগী মন্দোপক্রমবিশিষ্ট প্রবৃত্তিও আরম্ভ করে—এরূপ দেখা যায় না, অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য করেন, এমন কোন চেতন পুরুষ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, মন্দোপক্রম অর্থাৎ অতি অল্পায়াসসাধ্য চেষ্টাও যদি নিজের প্রয়োজনের উপযোগী না হয়, তাহা হইলে, তাহা আরম্ভ করেন—এরূপ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। গুরুতরসংরম্ভা অর্থাৎ বহু আয়াসসাধ্য প্রবৃত্তির অর্থাৎ চেষ্টার কথা আর কি বলিব? এ বিষয়ে লৌকিক ব্যবহারের মত শ্রুতিও আছে, যথা—

ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

ইহার অর্থ—অরে মৈত্রেয়ি! সকলের কামের জন্য অর্থাৎ প্রয়োজনের জন্য সকলে প্রিয় হয় না, কিন্তু নিজের কামের জন্য অর্থাৎ প্রয়োজনের জন্য সকলে প্রিয় হয়।

আর এই প্রবৃত্তি গুরুতরসংরম্ভা অর্থাৎ অতিশয় প্রযত্নসাধ্য, যাহার দ্বারা উচ্চাবচ প্রপঞ্চ অর্থাৎ ছোট বড় নানাপ্রকারের সমষ্টিরূপ জগদ্বিম্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করা যাইবে। আর যদি এই প্রবৃত্তিও চেতন পরমাত্মার নিজের প্রয়োজনের উপযোগী বলিয়া কল্পনা কর, তাহা হইলে শ্রূয়মাণ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে "পরমাত্মার পরিতৃপ্তভাব" অর্থাৎ "তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই" এই যে ভাব, ইহা বাধিত হয়। আর যদি প্রয়োজনের অভাব হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তিরও অভাব হইবে।

আর যদি বল—চেতন হইয়াও উন্মত্ত ব্যক্তি, বুদ্ধির অপরাধবশতঃ অর্থাৎ বিবেচনা না থাকায় আত্মপ্রয়োজন ব্যতীতও প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ পরমাত্মাও প্রবৃত্ত হইবেন? তাহা হইলে পরমাত্মার শ্রূয়মাণ সর্ব্বজ্ঞত্ব অর্থাৎ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি, তাহা বাধিত হইবে। অতএব চেতন হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা অশ্লিষ্ট অর্থাৎ অসঙ্গত।৩২

ভামতী।

ন তাবৎ উন্মত্তবৎ অস্য মতিবিভ্রমাৎ জগৎপ্রক্রিয়া, ভ্রান্তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বানুপপত্তেঃ, তস্মাৎ প্রেক্ষাবতা অনেন জগৎ কর্ত্তব্যম্। প্রেক্ষাবতশ্চ প্রবৃত্তিঃ স্বপরহিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহার-প্রয়োজনা সতী ন অপ্রয়োজনা অল্পায়াসাপি সম্ভবতি, কিং পুনঃ অপরিমেয়ানেকবিধোচ্চাবচ-প্রপঞ্চজগদ্বিভ্রমবিরচনা মহাপ্রয়াসা; অতএব লীলাপি পরাস্তা। অল্পায়াসসাধ্যা হি সা। ন চ ইয়ম্ অপি অপ্রয়োজনা, তস্যা অপি সুখপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ। তাদর্থ্যেন বা প্রবৃত্তৌ তদভাবে কৃতার্থত্বানুপপত্তেঃ, পরেষাং চ উপকার্য্যাণাম্ অভাবেন তদুপকারায় অপি প্রবৃত্তেঃ অযোগাৎ। তস্মাৎ প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা, তদভাবে অনুপপন্না ব্রহ্মোপাদানতাং জগতঃ প্রতিক্ষিপতি, ইতি প্রাপ্তম্।৩২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পরিতৃপ্তাং ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গবাদিসমন্বয়স্য ব্রহ্ম ন বিনা প্রয়োজনেন সৃজতি অভ্রান্তচেতনত্বাৎ সম্মতবৎ ইতি ন্যায়েন বাধসন্দেহে পূর্ব্বত্র সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম ইতি উক্তম্, তর্হি শক্তস্যাপি প্রয়োজনাভিসন্ধ্যভাবাৎ অকর্ত্তৃত্বম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষম্ আহ—"ন তাবৎ" ইত্যাদিনা।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ।৩৩ [সিঃ সূঃ]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"তাদর্থ্যেন" সুখার্থত্বেন, প্রবৃত্তৌ প্রবৃত্তেঃ প্রাক্ সুখাভাবে সতি কৃতার্থত্বানুপপত্তেঃ ইত্যর্থঃ। অবিদ্যোপহিতজীবান্ করেণ অপিধায় অনুগ্রাহ্যাভাব উক্তঃ। ৩২

ভামতীর অনুবাদ।

উন্মত্তের ন্যায় ইহার, অর্থাৎ পরমাত্মার মতিভ্রমবশতঃ জগৎপ্রক্রিয়া হয় নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম পাগলের মত বুদ্ধিবিভ্রমবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করেন নাই ; কারণ, ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্ব্বজ্ঞত্ব অনুপপন্ন হয়, অর্থাৎ ভ্রান্তব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। অতএব প্রেক্ষাবান্ ব্রহ্মকর্ত্তৃক অর্থাৎ বিশেষবিবেচনাসম্পন্ন ভগবৎকর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্টি করা উচিত। আর প্রেক্ষাবান্ অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির যে প্রবৃত্তি, তাহা নিজের এবং পরের হিতপ্রাপ্তি এবং অহিতপরিহাররূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়ায় তাহা যে অপ্রয়োজন এবং আল্লায়াসসাধ্য হইবে, ইহা যখন সম্ভব নহে, তখন অপরিমেয় অনেকবিধ উচ্চাবচপ্রপঞ্চস্বরূপ এই জগদ্বিভ্রম অর্থাৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের সমষ্টিস্বরূপ এই ভ্রমরূপ জগদ্ রচনা করিবার জন্য যে প্রবৃত্তি, তাহা যে মহাপ্রয়াসদ্বারা সম্পন্ন হইবে, তাহা আর কি বলিব ? এই কারণে, লীলাও পরাস্ত হইল, অর্থাৎ এই জগদ্রচনার প্রবৃত্তি যে পরমাত্মার লীলাবিশেষ, তাহাও নিবারণ করা হইল ; কারণ, লীলা অল্লায়াসসাধ্য অর্থাৎ অল্প পরিশ্রমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর এই লীলাও যে অপ্রযোজনা, তাহা নহে ; কারণ, তাহারও সুখপ্রয়োজনবত্ত্ব আছে, অর্থাৎ তাহারও সুখরূপ প্রয়োজন থাকে। আর তদর্থই প্রবৃত্তি হইলে, অর্থাৎ সুখের জন্য প্রবৃত্তি হইলে সুখের অভাবে অর্থাৎ সুখ না পাওয়া যাইলে কৃতার্থত্বের অনুপপত্তি হয়, এবং উপকার্য্য অপরের অভাবে অর্থাৎ যাহাদের উপকার করা হইবে, এরূপ অন্য কেহ না থাকায়, তদুপকারাপ্রবৃত্তিরও অযোগ হয়, অর্থাৎ যাহার দ্বারা পরোপকার করা হইবে, এরূপ প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিমানের প্রবৃত্তি, প্রয়োজনবত্তার দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ সপ্রয়োজনই হইয়া থাকে, প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ, ব্যাপকাভাববশতঃ ব্যাপ্যাভাব সিদ্ধ হয়। উক্ত প্রয়োজনবত্ত্বব্যাপ্ত প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি জগতের ব্রহ্মোপাদানতাকে, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ এই মতকে, প্রতিক্ষেপ অর্থাৎ নিবারণ করিতেছে—এই পূর্ব্বপক্ষ পাওয়া গেল।৩২

শাঙ্করভাষ্যম্।

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ।৩৩ *

তু শব্দেন আক্ষেপং পরিহরতি। যথা লোকে কস্যচিৎ আপ্তৈষণস্য রাজ্ঞঃ রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎপ্রয়োজনম্ অনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি, যথা চ উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়ঃ অনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং স্বভাবাদেব সম্ভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরস্যাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎপ্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তিঃ ভবিষ্যতি। ন হি ঈশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং ন্যায়তঃ শ্রুতিতঃ বা সম্ভবতি। ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে।

যদ্যপি অস্মাকম্ ইয়ং জগদ্বিম্ববিরচনা গুরুতরসংরম্ভা ইব আভাতি, তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলা এব কেবলা ইয়ম্, অপরিমিতশক্তিত্বাৎ।

যদি নাম লোকে লীলাস্থ অপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মং প্রয়োজনম্ উৎপ্রেক্ষ্যেত, তথাপি নৈব অত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ উৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আপ্তকামশ্রুতেঃ। নাপি অপ্রবৃত্তিঃ উন্মত্তপ্রবৃত্তিঃ বা, সৃষ্টিশ্রুতেঃ সর্ব্বজ্ঞশ্রুতেশ্চ।

ন চ ইয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যাকল্পিতনামরূপব্যবহারগোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্চ, ইতি এতৎ অপি নৈব বিস্মর্ত্তব্যম্।৩৩ ইতি একাদশং ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্।

---

* এস্থলে "লীলাকৈবল্যম্" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহা অধিকরণারম্ভক সূত্র হওয়া উচিত, কিন্তু "তু"শব্দদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিষেধ করায় এবং পূর্ব্বে যে পূর্ব্বপক্ষসূত্রটী গিয়াছে, তাহাতেই অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ইহা পৃথক্ অধিকরণারম্ভক হইল না।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ।৩৩] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ

সূত্রার্থ—পূর্ব্বপক্ষনিরাসের জন্য **তু** শব্দ দিয়াছেন, লোকে যেমন রাজা প্রভৃতি বিনা প্রয়োজনে কেবল লীলা অর্থাৎ বিলাসরূপ কার্য্য করেন, দেখা যায়, অথবা শ্বাস প্রশ্বাস যেমন স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মেরও বিচিত্র কার্য্যরচনা কেবল লীলামাত্র, কোন ফলের জন্য নহে। রাজাদির কিছু ফল থাকিলেও নিত্যতৃপ্ত ব্রহ্মের তাহা হয় না, অতএব লীলামাত্র। ইহা সিদ্ধান্তসূত্র।

ভাষ্যার্থ—**তু** শব্দের দ্বারা আক্ষেপপরিহার করিতেছেন, অর্থাৎ সূত্রকার পূর্ব্বসূত্রোক্ত আপত্তির নিরাস করিতেছেন। যেমন লোকমধ্যে কোন আপ্তৈষণ রাজা অর্থাৎ যাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ কোন রাজা বা রাজামাত্যের লীলা ব্যতিরিক্ত কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া ক্রীড়াবিহারাদিতে অর্থাৎ ক্রীড়ার্থ বিহারক্ষেত্রসমূহে কেবল লীলারূপ প্রবৃত্তিসকল হইয়া থাকে, আর যেমন উচ্ছ্বাস অর্থাৎ নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসাদি বাহ্য কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া কেবল স্বভাববশতঃই হইয়া থাকে, এইরূপ ঈশ্বরেরও অন্য কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাববশতঃই কেবল লীলারূপ প্রবৃত্তি হইবে। ঈশ্বরের অন্য কোন প্রয়োজন নিরূপণ করা হইলে যুক্তি ও শ্রুতিবশতঃ তাহা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ যুক্তি ও শ্রুতি তাহার বিরুদ্ধ হয়; আর স্বভাবকে পর্য্যনুযোগ করিতে অর্থাৎ কোন দোষ দিতে পারা যায় না।

যদিও আমাদের পক্ষে এই জগদ্বিম্বরচনা করা গুরুতরসংরম্ভের ন্যায় আভাত হয়, অর্থাৎ গুরুতর প্রয়াসসাধ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলেও ঈশ্বরের পক্ষে তাহা কেবল লীলামাত্র; কারণ, তাঁহার শক্তি অপরিমিত।

যদি লোকে লীলাতেও কিছু সূক্ষ্ম প্রয়োজন উৎপ্রেক্ষা করা হয়, অর্থাৎ আছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলেও এখানে কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে—ইহা উৎপ্রেক্ষা করিতে পারা যায় না; কারণ, আপ্তকাম শ্রুতি আছে, অর্থাৎ তিনি আপ্তকাম, অর্থাৎ তাঁহার কামনার বস্তু সর্ব্বদাই প্রাপ্ত আছে, ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। আর ঈশ্বরের প্রবৃত্তি নাই, অথবা পাগলের মত তাঁহার প্রবৃত্তি—ইহাও মনে করা যায় না; কারণ, সৃষ্টিশ্রুতি ও সর্ব্বজ্ঞশ্রুতি রহিয়াছে, অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন—ঈশ্বরই সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি। আর সৃষ্টিবিষয়ে যে শ্রুতি আছে—তাহা, পরমার্থবিষয়া নহে; অর্থাৎ যথার্থ সৃষ্টিবিষয়ক নহে। কারণ, এই সৃষ্টিশ্রুতি অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপের ব্যবহারবিষয়ক এবং ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপর অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা ইহা প্রতিপাদনের জন্য—ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।৩৩ ইতি "ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণনামক" একাদশ অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ভামতী

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। ভবেৎ এতৎ এবং যদি প্রেক্ষাবৎ-প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা ভবেৎ। ততঃ তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্তেত, শিংশপাত্বমিব বৃক্ষতানিবৃত্তৌ, ন তু এতৎ অস্তি, প্রেক্ষাবতাম্ অননুসংহিতপ্রয়োজনানাম্ অপি যাদৃচ্ছিকীষু ক্রিয়াসু প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ। অন্যথা "ন কুর্বীত বৃথা চেষ্টাম্" ইতি ধর্ম্মসূত্রকৃতাং প্রতিষেধঃ নির্বিষয়ঃ প্রসজ্যেত।

ন চ উন্মত্তান্ প্রতি এতৎ সূত্রম্ অর্থবৎ; তেষাং তদর্থবোধতদনুষ্ঠানানুপপত্তেঃ। অপি চ অদৃষ্টহেতুকা ঔৎপত্তিকী শ্বাসপ্রশ্বাসলক্ষণা প্রেক্ষাবতাং ক্রিয়া প্রয়োজনানুসন্ধানম্ অন্তরেণ দৃষ্টা।

নচ অস্যাং চেতনস্যাপি চৈতন্যম্ অনুপযোগি, সম্প্রসাদেঽপি ভাবাদিতি যুক্তম্, প্রাজ্ঞস্যাপি চৈতন্যাপ্রচ্যুতেঃ, অন্যথা মৃতশরীরেঽপি শ্বাসপ্রশ্বাসপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। যথাচ স্বার্থ-পরার্থসম্পদাসাদিতসমস্তকামানাং কৃতকৃত্যতয়া অনাকুলমনসাম্ অকামানাম্ এব লীলামাত্রাৎ সত্যপি অনুনিষ্পাদিনি প্রয়োজনে নৈব তদুদ্দেশেন প্রবৃত্তিঃ, এবং ব্রহ্মণোঽপি জগৎসর্জনে প্রবৃত্তিঃ ন অনুপপন্না। দৃষ্টং চ যৎ অল্পবলবীর্য্যবুদ্ধীনাম্ অশক্যম্ অতিদুষ্করং বা তৎ অন্যেষাম্ অনল্পবলবীর্য্যবুদ্ধীনাং সুশকম্ ঈষৎকরং বা। ন হি বানরৈঃ মারুতিপ্রভৃতিভিঃ নগৈঃ ন বদ্ধঃ নীরনিধিঃ অগাধঃ মহাসত্ত্বানাম্। ন চৈব পার্থেন শিলীমুখৈঃ ন বদ্ধঃ। ন চ অয়ং ন পীতঃ সংক্ষিপ্য চুলুকেন হেলয়া ইব কলশযোনিনা মহামুনিনা। ন চ অদ্যাপি ন দৃশ্যন্তে লীলামাত্র-বিনির্মিতানি মহাপ্রাসাদপ্রমদবনানি শ্রীমন্নৃগনরেন্দ্রাণাম্ অন্যেষাং মনসাপি দুষ্করাণি

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ।৩৩]　　[সিঃ সূঃ]

ভামতী।

নরেশ্বরাণাম্। তস্মাৎ উপপন্নং যদৃচ্ছয়া বা স্বভাবাৎ বা লীলয়া বা জগৎসর্জনং ভগবতঃ মহেশ্বরস্য ইতি।

অপিচ ন ইয়ং পারমার্থিকী সৃষ্টিঃ, যেন অনুযুজ্যেত প্রয়োজনম্, অপি তু অনাদ্যবিদ্যা-নিবন্ধনা। অবিদ্যা চ স্বভাবতঃ এব কার্য্যোন্মুখী, ন প্রয়োজনম্ অপেক্ষতে। ন হি দ্বিচন্দ্রালাত-চক্রগন্ধর্ব্বনগরাদিবিভ্রমাঃ সমুদ্দিষ্টপ্রয়োজনাঃ ভবন্তি। ন চ তৎকার্য্যাঃ বিস্ময়ভয়কম্পাদয়ঃ স্বোৎপত্তৌ প্রয়োজনম্ অপেক্ষন্তে। সা চ চৈতন্যচ্ছুরিতা জগদুৎপাদহেতুঃ ইতি চেতনঃ জগদ্-যোনিঃ আখ্যায়তে ইত্যাহ—"ন চ ইয়ং পরমার্থবিষয়া" ইতি। অপিচ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি তত্ত্বয়া * বিবক্ষন্তি আগমাঃ, অপি তু জগতি ব্রহ্মাত্মভাবম্। তথাচ সৃষ্টেঃ অবিবক্ষায়াং তদাশ্রয়ঃ দোষঃ নির্বিষয়ঃ এব ইত্যাশয়েন আহ—"ব্রহ্মাত্মভাবে"তি।৩৩ ইতি একাদশং ন প্রয়োজন-বত্ত্বাধিকরণম্।১১

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ন দৃষ্টঃ প্রয়োজনোদ্দেশলক্ষণঃ হেতুঃ অস্যাঃ ইতি অদৃষ্টহেতুকা। "ঔৎপত্তিকী" পুরুষস্য উৎপত্তিম্ আরভ্য প্রবৃত্তা। অদৃষ্টহেতুকত্বস্য বিবরণং "প্রয়োজনানুসন্ধানম্ অন্তরেণ" ইতি এতৎ। স্বাপাদৌ প্রয়োজনানভিসন্ধিরূপে শ্বাসে সাধ্যাভাববদ্ধেতোঃ অপি চেতনকর্তৃত্বস্য অভাবাৎ ন ব্যভিচারঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"ন চ অস্যাম্" ইতি। জাগ্রদাদৌ চেতনস্য জানতোঽপি চৈতন্যম্ অস্যাঃ শ্বাসাদিপ্রবৃত্তৌ অনুপযোগি, সুষুপ্তেঽপি তস্যাঃ ভাবাৎ ইতি চ ন যুক্তম্, কুতঃ? প্রাজ্ঞস্য সুষুপ্তস্য অপি স্বরূপচৈতন্যাপ্রচ্যুতেঃ ইত্যর্থঃ।

যদুক্তং লীলায়া অপি সুখপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ ইতি, তত্রাহ—"সত্যপি" ইতি। অনুদ্দিশ্য প্রয়োজনং ন করোতি ইতি সাধ্যে তু অভ্রান্ত-চেতনত্বং লীলাকর্ত্তরি সব্যভিচারম্ ইত্যর্থঃ। ননু যৎ বহ্বায়াসসাধ্যং তৎপ্রয়োজনাভিসন্ধিপূর্ব্বকম্ ইতি ব্যাপ্তিঃ অভিমতা, তথাচ ন লীলাদৌ ব্যভিচারঃ, তত্রাহ—"দৃষ্টঃ চ" ইতি। তদপি অস্মদাদ্যপেক্ষয়া জগৎ বহ্বায়াসসাধ্যং ভাতি, তথাপি ন ব্রহ্মাপেক্ষয়া ইতি ন প্রয়োজনাভিসন্ধ্যাপাতঃ ইত্যর্থঃ। "নগৈঃ" পর্ব্বতৈঃ হনুমৎপ্রভৃতিভিঃ কর্তৃভিঃ ন বদ্ধঃ ইত্যর্থঃ। তৎ তর্হি ইতি অন্বয়ঃ। এতৎশক্যত্বে নিদর্শনম্। এষঃ নীরনিধিঃ সমুদ্রঃ। শিলীমুখৈঃ শরৈঃ ন বদ্ধঃ। ন চ নীরনিধিঃ—ন পীতঃ, ইতি ঈষৎকরত্বে নিদর্শনম্। আচার্য্যাং যো মহীপতিঃ মহয়াঞ্চকার তস্য নাম—"নৃগ" ইতি। নিয়তনিমিত্তম্ অনপেক্ষ্য যদা কদাচিৎ প্রবৃত্ত্যাদয়ঃ যদৃচ্ছা, স্বভাবস্তু স এব যাবদ্বস্তুভাবী যথা শ্বাসাদৌ। যদুক্তং ন তাবৎ উন্মত্তস্য ইব মতিবিভ্রমাৎ জগৎপ্রক্রিয়া ইতি, তত্র মাভূৎ উন্মত্তং ব্রহ্ম, ভবতি তু জীবাবিদ্যাবিষয়ীকৃতং জগদ্বিবর্ত্তাধিষ্ঠানং, তথাচ ন প্রয়োজনপর্য্যনুযোগঃ সৃষ্টৌ ইতি আহ—"অপিচ নেয়ম্" ইতি।

জীবভ্রান্ত্যা পরং ব্রহ্ম জগদ্বীজমজূঘুষৎ। বাচস্পতিঃ পরেশস্য লীলাসূত্রমলূলুপৎ ॥
প্রতিবিম্বগতাঃ পশ্যন্ ঋজুবক্রাদিবিক্রিয়াঃ। পুমান্ ক্রীড়েৎ যথা ব্রহ্ম তথা জীবস্থবিক্রিয়াঃ ॥
এবং বাচস্পতের্লীলা লীলাসূত্রীয়সঙ্গতিঃ। অস্বতন্ত্রত্বতঃ ক্লিষ্টা প্রতিবিম্বেশবাদিনাম্ ॥

বিভ্রমাণাং প্রয়োজনানপেক্ষায়াম্ অপি তৎকার্য্যস্য তদপেক্ষা স্যাৎ ইতি আকাশাদেঃ ভ্রমকার্য্যস্য তদপেক্ষাম্ আশঙ্ক্য আহ—"ন চ" ইতি। ননু অবিদ্যায়া হেতুত্বে কথং ব্রহ্ম কারণম্ অত আহ—"সা চ" ইতি। "ছুরিতা" মিশ্রিতা, "নির্ব্বিষয়" ইতি। বেদান্তপ্রতিপাদ্যঃ বিষয়ঃ অস্য দুষ্টত্বেন ন বর্ত্ততে ইতি তথা উক্তঃ।৩৩ ইতি একাদশং ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্।১১

ভামতীর অনুবাদ।

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ প্রযোজনবত্ত্বব্যাপ্ত প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি জগতের ব্রহ্মোপাদানতাকে নিবারণ করে বলিয়া লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ এই সিদ্ধান্ত সূত্র বলিতেছেন। ইহা এইরূপ হইত, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন—ইহা হইত, যদি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিমানের প্রবৃত্তি প্রয়োজনবত্ত্বদ্বারা ব্যাপ্ত হইত, অর্থাৎ প্রয়োজন থাকিলে তবে প্রবৃত্তি হয়, প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না—এইরূপ যদি ব্যাপ্তি হইত, তাহা হইলে তাহার নিবৃত্তিতে অর্থাৎ প্রয়োজনের অভাব হইলে প্রবৃত্তিরও অভাব হইত, যেমন বৃক্ষত্ব না থাকিলে শিংশপাত্ব থাকে না। কিন্তু ইহা নাই, অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি থাকে না—এইরূপ নিয়ম নাই। কেননা, অননুসংহিতপ্রয়োজন-প্রেক্ষাবানেরও অর্থাৎ যাঁহাদের কোন প্রয়োজনের অনুসন্ধান অর্থাৎ জ্ঞান নাই, এইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগেরও যাদৃচ্ছিক কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায়। (নিয়মিত কোন কারণ না থাকিলেও হঠাৎ যে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে যাদৃচ্ছিক কার্য্য বলে)। তাহা না হইলে "বৃথা চেষ্টা করিও না"—ধর্ম্মসূত্রকার ঋষিগণের এই নিষেধ নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে।

আর উন্মত্তগণের পক্ষে এই সূত্র সার্থক হইবে না; কারণ, তাহাদের তদর্থবোধ ও তাহার অনুষ্ঠান অর্থাৎ ধর্ম্মসূত্রার্থবোধ ও সূত্রার্থের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে। আরও অদৃষ্টহেতুক ঔৎপত্তিকী অর্থাৎ অদৃষ্টহেতুক

* তৎ তথা পাঠান্তর।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ।৩৩] [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

অর্থাৎ অদৃষ্টবশতঃ ঔৎপত্তিকী অর্থাৎ জন্মাবধি আরম্ভ হইয়াছে যে, প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ ক্রিয়া, তাহা প্রয়োজনানুসন্ধান ব্যতীত হইয়া থাকে দেখা যায়, (শ্বাসপ্রশ্বাস জীবনযোনি যত্ন হইতে উৎপন্ন হয়)।

আর ইহাতে, অর্থাৎ এই শ্বাসপ্রশ্বাসলক্ষণ ক্রিয়াতে চেতন জীবেরও চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান উপযোগী নহে—কারণ, সম্প্রসাদেও অর্থাৎ সুষুপ্তিকালেও ইহা থাকে—ইহা বলা ঠিক্ নহে, যেহেতু প্রাজ্ঞেরও অর্থাৎ কারণশরীরী সুপ্ত জীবেরও চৈতন্যের অপ্রচ্যুতি থাকে, অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয় না। তাহা না হইলে মৃত শরীরেও শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রাপ্তি হইয়া পড়ে। আরও যেমন স্বার্থ এবং পরার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনীয় এবং অপরের প্রয়োজনীয় সম্পৎদ্বারা যাঁহাদের সমস্ত কাম অর্থাৎ কাম্যবস্তু আসাদিত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব কৃতকৃত্যতাবশতঃ অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় যাহাদের মনের ব্যাকুলতা নষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহাদের আর কোন কামনা নাই, তাঁহাদেরই কেবল লীলাবশতঃ অর্থাৎ বিলাসবশতঃ প্রয়োজন অনুনিষ্পাদি হইলেও, অর্থাৎ তাহা হইতে পরে যদি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলেও, সেই প্রয়োজনের উদ্দেশ্যেই সেই প্রবৃত্তি হয় নাই। এইরূপ জগৎসৃষ্টিতে ব্রহ্মেরও প্রবৃত্তি হওয়া অসঙ্গত নহে। দেখাও গিয়াছে, যাহাদের বল বীর্য্য ও বুদ্ধি অল্প, তাহাদের পক্ষে যে কার্য্য অশক্য, অর্থাৎ অসাধ্য অথবা অতিশয় দুষ্কর অর্থাৎ কষ্টসাধ্য, তাহা অনল্পবলবীর্য্যবুদ্ধি ব্যক্তিগণের অর্থাৎ যাহাদের বল বীর্য্য ও বুদ্ধি খুব অধিক, তাহাদের পক্ষে সুকর বা ঈষৎকর, অর্থাৎ সুসাধ্য অথবা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। কারণ, মহাসত্ত্ব অর্থাৎ মহাবলবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষেও অগাধ অর্থাৎ অনতিক্রমণীয় নীরনিধি অর্থাৎ সমুদ্রকে মারুতি অর্থাৎ হনুমান প্রভৃতি বানরগণ, নগ অর্থাৎ পর্ব্বত দ্বারা বন্ধন করে নাই যে, তাহা নহে। আর এই সমুদ্রকে অর্জ্জুন শিলিমুখ অর্থাৎ বাণের দ্বারা বন্ধন করেন নাই যে, তাহা নহে, এবং মহামুনি কলশযোনি অগস্ত্য এই সমুদ্রকে সংক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র করিয়া হেলায় অর্থাৎ অনায়াসেই চুলুকদ্বারা অর্থাৎ গণ্ডূষ করিয়া পান করেন নাই যে, তাহা নহে। আর আজও শ্রীমান্ নৃগপ্রভৃতি মহারাজগণের মহাপ্রাসাদ অর্থাৎ বিরাট অট্টালিকা ও প্রমদবনসমূহ অর্থাৎ বাগানবাড়ী সকল, যাহা অন্য নরেশ্বরগণের মনে মনে কল্পনা করাও দুষ্কর, তাহা লীলামাত্রই নির্ম্মিত হয়, ইহা দেখা যায় না যে, তাহা নহে। অতএব ইহা উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত যে, যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ নিয়মিত কারণব্যতীত অথবা স্বভাববশতঃ, অথবা লীলাবশতঃ ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন।

আরও এই সৃষ্টি পারমার্থিক অর্থাৎ যথার্থ নহে, যে জন্য প্রয়োজনের অনুযোগ করিবে, অর্থাৎ প্রয়োজন নাই বলিয়া সৃষ্টি হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করিবে, কিন্তু এই সৃষ্টি অনাদি অবিদ্যাবশতঃই হয়। আর অবিদ্যা স্বভাবতঃই সৃষ্টি করিবার জন্য উন্মুখী হইয়া আছে, কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা করে না। কারণ, দুইটি চন্দ্র, অলাতচক্র অর্থাৎ চক্রাকার দীপজ্বালা, গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি বিভ্রম সকল সমুদ্দিষ্টপ্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ কোন প্রয়োজনের উদ্দেশে হয় না। আর তাহাদের কার্য্য—বিস্ময়, ভয় ও কম্পাদি নিজের উৎপত্তিবিষয়ে কোন প্রয়োজনকে অপেক্ষা করে না। আর অবিদ্যা চৈতন্যচ্ছুরিত অর্থাৎ চৈতন্যমিশ্রিত হইয়া জগৎ উৎপাদনের হেতু হয়, এইজন্য চেতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হয়, ইহাই—**"ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। আরও ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলেও শাস্ত্রসকল তাঁহাকে জগতের কারণরূপে বিবক্ষা অর্থাৎ বলিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু জগতে ব্রহ্মাত্মভাবই বলিতে ইচ্ছা করেন। আর তাহা হইলে সৃষ্টিবিষয়ে শাস্ত্রের অবিবক্ষা থাকায় সেই সৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া যে দোষ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নির্ব্বিষয় হইল (অর্থাৎ সৃষ্টিই যখন যথার্থ হয় নাই, তখন তাহাকে লইয়া দোষের সম্ভাবনা কি করিয়া হইতে পারে ?) এই অভিপ্রায়ে **"ব্রহ্মাত্মভাব"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন।৩৩ ইহাই হইল "ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণ" নামক একাদশ অধিকরণ।

একাদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণে বলা হইতেছে, ভগবান্ প্রয়োজন ব্যতীতও সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন লোকমধ্যে লীলার জন্যই লোকে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা দুইটী সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই সূত্র দুইটীর মধ্যে একটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র অপরটী সিদ্ধান্তসূত্র। সূত্র দুইটী এই—

পূর্ব্বপক্ষসূত্র
১। ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ।৩২

সিদ্ধান্তসূত্র
২। লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্ ।৩৩

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।৩৩] [সিঃ সূঃ]

একাদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

প্রথম সূত্রটীর অর্থ—প্রয়োজন না থাকিলে লোকে কিছুই করে না, ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টিতে প্রয়োজন নাই, এজন্য তিনি সৃষ্টিকর্ত্তৃ বা জগদাকারে পরিণত হন নাই।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—না, তাহা হইতে পারে। যেমন লোকে লীলাবশতঃ কার্য্য করিয়া থাকে, এস্থলেও ব্রহ্ম বিনা প্রয়োজনে জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— „
অধ্যায়সঙ্গতি— „
পাদসঙ্গতি— „
অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে; কারণ, আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন না থাকায় কি জন্য তিনি জগৎসৃষ্টি করিবেন? কেন না, প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কখনও কোন কার্য্য করে না, এই আক্ষেপবশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, অতএব এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি স্থির হইল।

২। **বিষয়**—আপ্তকাম ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, এই বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন না থাকায়, যাহার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি কোন কার্য্য করেন না, এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সমন্বয়টি বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন না থাকায় তৎকর্ত্তৃক মায়াদ্বারা জগৎসৃষ্টি হওয়া সম্ভব নহে, দেখা যায়—মায়াবীও লোককে কৌতুক দেখাইয়া পুরস্কারাদি লাভ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার প্রয়োজন। অতএব উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হইল। আরও—

"ফলোদ্দেশেন কর্ত্তৃত্বে ব্রহ্মণোঽকৃতকৃত্যতা।
অনুদ্দিশ্য জগৎসর্গে উন্মত্তনরতুল্যতা"॥

যদি কোন ফলের জন্য কর্ত্তৃত্ব হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিফল হইয়াছেন; কারণ, আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন ফল হয় না। আর যদি বিনা উদ্দেশ্যে জগৎসৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম পাগলের মত হইলেন; কারণ, পাগল ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্জে করে না।

৫। **সিদ্ধান্ত**—

লীলাশ্বাসবৃথাচেষ্টা অনুদ্দিশ্য ফলং যতঃ।
অনুন্মত্তৈর্বিরচ্যন্তে তস্মাৎ সব্যভিচারিতা॥

অর্থাৎ যেহেতু যাঁহারা পাগল নহেন, এমন লোকও বিনা প্রয়োজনে লীলা অর্থাৎ বিলাসভবন ইত্যাদি এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও বৃথা চেষ্টা প্রভৃতি করিয়া থাকে—দেখা যায়। অতএব বিনা প্রয়োজনে কেহ কার্য্য করে না, এই নিয়মে ব্যভিচার হইল। যদিও লীলাতে পরে যে সুখ হয়, তাহাই ফল হয়, তথাপি তাহা উদ্দেশ্য নহে; কারণ, আপ্তকাম রাজাদির সুখের আধিক্যবশতঃই ক্রীড়াতে প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রয়োজনের কোন জ্ঞান থাকে না।

৬। **ফলভেদ**—পূর্ব্ববৎ।

এই একাদশ অধিকরণের বিষয়টী ভারতীতীর্থ মুনি অতিসংক্ষেপে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা এই—

তৃপ্তোঽস্রষ্টাঽথবা স্রষ্টা, ন স্রষ্টা, ফলবাঞ্ছনে।
অতৃপ্তঃ স্যাদবাঞ্ছায়ামুন্মত্তনরতুল্যতা॥
লীলাশ্বাসবৃথাচেষ্টা অনুদ্দিশ্য ফলং যতঃ।
অনুন্মত্তৈর্বিরচ্যন্তে তস্মাৎ তৃপ্তস্তথা সৃজেৎ॥

অন্বয়—তৃপ্তঃ অস্রষ্টা অথবা স্রষ্টা, ন স্রষ্টা, ফলবাঞ্ছনে অতৃপ্তঃ স্যাৎ, অবাঞ্ছায়াম্ উন্মত্তনরতুল্যতা। যতঃ ফলম্ অনুদ্দিশ্য অনুন্মত্তৈঃ লীলাশ্বাসবৃথাচেষ্টাঃ বিরচ্যন্তে, তস্মাৎ তৃপ্তঃ তথা সৃজেৎ।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্ নাম

দ্বাদশম্ অধিকরণম্।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।৩৪ [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।৩৪ *

পুনশ্চ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বম্ ঈশ্বরস্য আক্ষিপ্যতে, স্থূণানিখনন্যায়েন প্রতিজ্ঞাতস্য অর্থস্য দৃঢ়ীকরণায়। ন ঈশ্বরঃ জগতঃ কারণম্ উপপদ্যতে। কুতঃ, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ"। কাংশ্চিৎ অত্যন্তসুখভাজঃ করোতি দেবাদীন্, কাংশ্চিৎ অত্যন্তদুঃখভাজঃ পশ্বাদীন্, কাংশ্চিৎ মধ্যমভোগভাজঃ মনুষ্যাদীন্, ইত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমাণস্য ঈশ্বরস্য পৃথগ্জনস্য ইব রাগদ্বেষোপপত্তেঃ। শ্রুতিস্মৃত্যবধারিতস্বচ্ছত্বাৎ ঈশ্বরস্বভাব-বিলোপঃ প্রসজ্যেত। তথা খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নির্ঘৃণত্বম্ অতিক্রূরত্বং দুঃখযোগ-বিধানাৎ সর্ব্বপ্রজোপসংহারাচ্চ প্রসজ্যেত। তস্মাৎ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ ন ঈশ্বরঃ কারণম্, ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন ঈশ্বরস্য প্রসজ্যেতে। কস্মাৎ? সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবলঃ ঈশ্বরঃ বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে, স্যাতাম্ এতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যং চ। ন তু নিরপেক্ষস্য নির্ম্মাতৃত্বম্ অস্তি। সাপেক্ষঃ হি ঈশ্বরঃ বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। কিম্ অপেক্ষতে ইতি চেৎ? ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষতে ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিঃ ইতি নায়ম্ ঈশ্বরস্য অপরাধঃ। ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ। যথা হি পর্জন্যঃ ব্রীহিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ব্রীহিযবাদিবৈষম্যে তু তত্তদ্বীজগতানি এব অসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরঃ দেবমনুষ্যাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি। দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতানি এব অসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরঃ সাপেক্ষত্বাৎ ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি।

কথং পুনঃ অবগম্যতে—সাপেক্ষঃ ঈশ্বরঃ নীচমধ্যমোত্তমং সংসারং নির্ম্মিমীতে ইতি? তথাহি দর্শয়তি শ্রুতিঃ—

"এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে,
এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে"। (কৌঃ ব্রাঃ ৩।৮) ইতি।
"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" (বৃঃ ৩।২।১৩) ইতি চ।

স্মৃতিরপি প্রাণিকর্ম্মবিশেষাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্য অনুগ্রহীতৃত্বং নিগ্রহীতৃত্বং চ দর্শয়তি—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (ভঃ গীঃ ৪।১১) ইতি এবংজাতীয়কা।৩৪

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম, দেবতা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীকে অতিশয় সুখী করিয়া সৃষ্টি করেন, আর মানুষ প্রভৃতি কতিপয় প্রাণীকে সুখী ও দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন, এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি কতিপয় প্রাণীকে অতিশয় দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন। অতএব ব্রহ্মের বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাত দোষ হয়, এবং তিনি সমস্ত জগৎ বিনাশ করেন অতএব তাঁহার নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা দোষ হয়। অতএব নির্দ্দোষ ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃ হইতে পারেন

* এ সূত্রটিতে "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে" এই প্রথমান্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণের আরম্ভক সূত্র হইয়াছে। রামানুজপ্রভৃতিমতে ইহা পূর্ব্বের "ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণে"র অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজন ব্যতীত সৃষ্টি ও বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য নাই, ইহারা পৃথক্ বিচার, এজন্য পৃথক্ অধিকরণ হওয়াই উচিত।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ।৩৪] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

না—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যদোষ নাই; কারণ, তিনি জীবগণের পুণ্য পাপ অনুসারে সুখ দুঃখ দিয়া থাকেন। "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই দেখাইতেছেন—ইহা সূত্রার্থ।

ভাষ্যার্থ—স্থূণানিখনন্যায়ে (খুঁটা পোতার মত করিয়া) প্রতিজ্ঞাত বিষয়কে দৃঢ় করিবার জন্য ঈশ্বরের জগজ্জন্মাদিহেতুতাবিষয়ে পুনরায় আক্ষেপ করা হইতেছে, অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু—এই মতের উপর পুনর্ব্বার আপত্তি করা হইতেছে। ঈশ্বর জগতের কারণ—ইহা উপপন্ন হয় না; কেন না, বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যের প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে ঈশ্বরের বৈষম্য অর্থাৎ বিষমভাব অর্থাৎ পক্ষপাতিতা, আর নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়ে। (ঘৃণা অর্থ দয়া) কারণ, দেবতাপ্রভৃতি কতিপয় জীবকে তিনি অতিশয় সুখভোগী করেন, পশুপ্রভৃতি কতিপয় জীবকে অতিশয় দুঃখভোগী করেন এবং মনুষ্যাদি কতিপয় জীবকে মধ্যমভোগী করেন, এইরূপে পৃথগ্জন অর্থাৎ পামর লোকের মত বিষমসৃষ্টিনির্ম্মাণকারী ঈশ্বরের রাগদ্বেষের উপপত্তি হয়, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ এবং কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষের আপত্তি হয়। আর শ্রুতি ও স্মৃতিতে অবধারিত ঈশ্বরের স্বচ্ছত্ব অর্থাৎ নির্ম্মলত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্বাদিস্বভাবের বিলোপ হইয়া যায়। তদ্রূপ জীবগণের প্রতি দুঃখযোগের বিধান করায় এবং সকল প্রাণীকে সংহার করায় খল ব্যক্তিরও জুগুপ্সিত অর্থাৎ ঘৃণিত নির্ঘৃণত্ব অর্থাৎ অতিশয় ক্রূরতা হইয়া পড়ে। অতএব বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যের প্রসঙ্গবশতঃ ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন,—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে আমরা ইহার সিদ্ধান্ত বলি—

ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, তিনি সাপেক্ষ, অর্থাৎ জীবের পুণ্য ও পাপকে অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদি নিরপেক্ষ অর্থাৎ জীবের পুণ্য ও পাপের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ঈশ্বর বিষম সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য এই দোষ দুইটি হইতে পারিত। কিন্তু নিরপেক্ষ ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব নাই। যেহেতু সাপেক্ষ ঈশ্বর বিষমসৃষ্টি নির্ম্মাণ করেন।

যদি বল, তিনি কি অপেক্ষা করেন? তাহা হইলে আমরা বলি যে, তিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অপেক্ষা করেন। যেহেতু সৃজ্যমান অর্থাৎ যে প্রাণীকে সৃষ্টি করেন, তাহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ তদনুসারে বিষমসৃষ্টি হয়, অতএব ইহা ঈশ্বরের অপরাধ নহে। কিন্তু ঈশ্বরকে মেঘের মত দেখিতে হইবে। মেঘ যেমন ব্রীহি অর্থাৎ ধান্য বা যবাদির সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ হয়, কিন্তু ব্রীহি যবাদির বৈষম্যে অর্থাৎ ধান হইতে ধানের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, কিন্তু যবের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না—এইরূপ বৈষম্যে সেই সেই বীজের অসাধারণ সামর্থ্যই কারণ হয়; এইরূপ ঈশ্বর, দেবতা ও মনুষ্যাদির সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ হন। আর দেবতা ও মনুষ্যাদির বৈষম্যে অর্থাৎ তারতম্যে সেই সেই জীবগত অসাধারণ কর্ম্মই কারণ, অর্থাৎ জীবের পাপ পুণ্য-কর্ম্ম সকলই অসাধারণ কারণ হয়। এইরূপে ঈশ্বর, সাপেক্ষ বলিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের পাপপুণ্যরূপ অপর নিমিত্তকে অপেক্ষা করেন বলিয়া, বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যদ্বারা দূষিত হন না।

যদি বল, কি করিয়া বুঝিব যে, ঈশ্বর সাপেক্ষ, অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের পাপপুণ্যরূপ অন্য নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া নীচ, মধ্যম ও উত্তম সংসার নির্ম্মাণ করেন? তাহা হইলে বলিব শ্রুতিই তাহা দেখাইতেছেন—

এষ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে,

এষ উ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধঃ নিনীষতে (কৌঃ ব্রাঃ ৩৮) ইতি।

অর্থাৎ এই ঈশ্বরই (জীবকর্ম্মানুসারে) তাহাকে ভাল কর্ম্ম করান, যাহাকে ঊর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, এবং এই ঈশ্বরই তাহাকে মন্দ কর্ম্ম করান, যাহাকে নিম্নে অর্থাৎ পশ্বাদি নীচযোনিতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন।

পুণ্যঃ বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন (বৃঃ উঃ ৩।২।১৩)

অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মদ্বারা দেবাদি পুণ্যশরীর প্রাপ্ত হয় এবং পাপকর্ম্মদ্বারা পশ্বাদি পাপশরীর প্রাপ্ত হয়।

স্মৃতি অর্থাৎ ভগবদ্গীতাও তাহাই দেখাইতেছেন অর্থাৎ প্রাণিগণের কর্ম্মবিশেষ অনুসারে ঈশ্বর অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ (গীতা ৪।১১)

অর্থাৎ যাহারা আমাকে যে প্রকারে আশ্রয় করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই ভজনা করি, ইত্যাদি ।৩৪

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি। ৩৪] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

অতিরোহিতঃ অত্র পূর্ব্বপক্ষঃ। উত্তরস্তু উচ্যতে—উচ্চাবচমধ্যমসুখদুঃখভেদবৎপ্রাণভৃৎ-প্রপঞ্চং চ সুখদুঃখকারণং সুধাবিষাদি চ অনেকবিধং বিরচয়তঃ প্রাণভৃৎভেদোপাত্তপাপপুণ্য-কর্ম্মাশয়সহায়স্য অত্রভবতঃ পরমেশ্বরস্য ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে প্রসজ্যেতে। ন হি সভ্যঃ সভায়াং নিযুক্তঃ যুক্তবাদিনং যুক্তবাদী অসি ইতি চ অযুক্তবাদিনম্ অযুক্তবাদী অসি ইতি ব্রুবাণঃ, সভাপতির্বা যুক্তবাদিনম্ অনুগৃহ্নন্ অযুক্তবাদিনং চ নিগৃহ্নন্ অনুরক্তঃ দ্বিষ্টঃ বা ভবতি, অপি তু মধ্যস্থ ইতি বীতরাগদ্বেষ ইতি চ আখ্যায়তে, তদ্বৎ ঈশ্বরঃ পুণ্যকর্ম্মাণম্ অনুগৃহ্নন্ অপুণ্যকর্ম্মাণং চ নিগৃহ্নন্ মধ্যস্থ এব ন অমধ্যস্থঃ। এবং হি অসৌ অমধ্যস্থঃ স্যাৎ, যদি অকল্যাণকারিণম্ অনুগৃহ্নীয়াৎ কল্যাণকারিণং চ নিগৃহ্নীয়াৎ। ন তু এতৎ অস্তি, তস্মাৎ ন বৈষম্যদোষঃ। অতএব ন নৈর্ঘৃণ্যম্ অপি সংহরতঃ সমস্তান্ প্রাণভৃতঃ। স হি প্রাণভৃৎকর্ম্মাশয়ানাং বৃত্তিনিরোধসময়ঃ, তম্ অতিলঙ্ঘয়ন্ অয়ম্ অযুক্তকারী স্যাৎ। ন চ কর্ম্মাপেক্ষায়াম্ ঈশ্বরস্য ঐশ্বর্য্যব্যাঘাতঃ। ন হি সেবাদিকর্ম্মভেদাপেক্ষঃ ফলভেদপ্রদঃ প্রভুঃ অপ্রভুঃ ভবতি। ন চ—

"এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে,
এষ উ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধো নিনীষতে।" (কৌঃ ব্রাঃ ৩।৮)

ইতি শ্রুতেঃ ঈশ্বরঃ এব * দ্বেষপক্ষপাতাভ্যাং সাধ্বসাধুনী কর্ম্মণী কারয়িত্বা স্বর্গং নরকং বা লোকং নয়তি, তস্মাৎ বৈষম্যদোষপ্রসঙ্গাৎ ন ঈশ্বরঃ কারণম্—ইতি বাচ্যং, বিরোধাৎ। যস্মাৎ কর্ম্ম কারয়িত্বা ঈশ্বরঃ প্রাণিনঃ সুখদুঃখিনঃ সৃজতি ইতি শ্রুতেঃ অবগম্যতে, তস্মাৎ ন সৃজতি ইতি বিরুদ্ধম্ অভিধীয়তে।

ন চ বৈষম্যমাত্রম্ অত্র ভ্রমঃ, ন তু ঈশ্বরকারণত্বং ব্যাসেধাম ইতি বক্তব্যম্, কিমতঃ যদি এবম্। তস্মাৎ ঈশ্বরস্য সবাসনক্লেশাপরামর্শম্ অভিবদন্তীনাং ভূয়সীনাং শ্রুতীনাম্ অনুগ্রহায় "উন্নিনীষতে অধো নিনীষতে" ইতি এতদপি তজ্জাতীয়পূর্বকর্ম্মাভ্যাসবশাৎ প্রাণিন ইত্যেবং নেয়ম্। যথাহুঃ—

জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ॥ ইতি।

অভ্যুপেত্য চ সৃষ্টেঃ তাত্ত্বিকত্বম্ ইদম্ উক্তম্। অনির্ব্বাচ্যা তু সৃষ্টিঃ ইতি ন প্রস্মর্ত্তব্যম্ অত্রাপি। তথাচ মায়াকারস্য ইব অঙ্গসাকল্যবৈকল্যভেদেন বিচিত্রান্ প্রাণিনঃ দর্শয়তঃ ন বৈষম্যদোষঃ, সহসা সংহরতো বা ন নৈর্ঘৃণ্যম্, এবম্ অস্যাপি ভগবতঃ বিবিধবিচিত্রপ্রপঞ্চম্ অনির্ব্বাচ্যং বিশ্বং দর্শয়তঃ সংহরতশ্চ স্বভাবাৎ বা লীলয়া বা ন কশ্চিৎ দোষঃ।৩৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যো বিষমসৃষ্টিকারী স সাবদ্যঃ ব্রহ্ম চ বিষমং সৃজতি ইতি ন্যায়েন সমন্বয়স্য বিরোধসন্দেহে পূর্ব্বত্র লীলয়া স্রষ্টৃত্বম্ উক্তম্, ইদানীং সৈব ন সাপেক্ষস্য সম্ভবতি, অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ নিরপেক্ষত্বে চ রাগাদিমত্ত্বম্ ইতি আক্ষিপ্যতে। অনুমানস্য ব্যভিচারম্ আহ—"ন হি সভ্যঃ" ইতি। সাপেক্ষত্বে অনীশ্বরত্বম্ আশঙ্ক্য ব্যভিচারম্ আহ—"ন হি সেবা" ইতি। কর্ম্মাপেক্ষত্বেন বৈষম্যং পরিহৃতং, তর্হি বিষমকর্ম্মণি প্রেরকত্বেন বৈষম্যতাদবস্থ্যম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"ন চৈষ" ইতি। বৈষম্যাদিপ্রসঙ্গাৎ ন ঈশ্বরঃ কারণম্ ইতি ন চ বাচ্যম্ ইতি অন্বয়ঃ। যদি ঈশ্বরোঽপি বিষমং সৃজেৎ তর্হি রাগাদিমত্তয়া অনীশ্বরঃ স্যাৎ, ঈশ্বরশ্চ অয়ং, তস্মাৎ ন বিষমং সৃজতি ইতি কিম্ অনুমীয়তে উত ঈশ্বরঃ রাগাদিমান্ বিষম-স্রষ্টৃত্বাৎ ইতি বৈষম্যম্। নাদ্যঃ, বিরোধাৎ ইতি উক্তম্। তমেব আগমবিরোধং দর্শয়তি—"যস্মাৎ" ইতি। দ্বিতীয়ং নিষেধতি—"ন চ" ইতি। যদি এবং বৈষম্যম্ অনুমিতং কিম্ অতঃ, নিরবদ্যত্বস্যাপি শ্রুতিসিদ্ধত্বেন অতীতকালতাতাদবস্থ্যাৎ ইত্যর্থঃ। তদেব দর্শয়তি—"তস্মাৎ" ইতি। শ্রুতীনাং গ্রাবপ্লবনাদিশ্রুতিভ্যঃ বৈষম্যার্থম্ অর্থসম্ভাবনাং দর্শয়তি—"তজ্জাতীয়ে"তি। "উন্নিনীষতে"— ঊর্দ্ধং নেতুম্ ইচ্ছতি। ঈশ্বরঃ পর্জন্যবৎ সৃষ্টিমাত্রে কারণং, বৈষম্যে তু বীজবৎ তত্তৎপ্রাণিকর্ম্মবাসনে ইতি ন ঈশ্বরস্য সাবদ্যতা ইত্যর্থঃ। অপি চ মায়াময়ী সৃষ্টিঃ অস্মাকম্। যদি চ তথাবিধসৃষ্টিকর্তৃত্বেন রাগাদিমত্ত্বম্ অনুমীয়তে, তর্হি অনৈকান্তিকত্বম্ ইতি আহ—"অভ্যুপেত্য চ" ইতি।৩৪-৩৫

ভামতীর অনুবাদ।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ অতিরোহিতার্থ অর্থাৎ তিরোহিত অর্থযুক্ত নহে, অর্থাৎ দুর্ব্বোধ নহে। কিন্তু যাহা

* এবঃ পাঠান্তর।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।৩৪] [সিঃ সূঃ]

ভাবতীর অনুবাদ।

উত্তর তাহা বলিতেছি—উচ্চাবচমধ্যমসুখদুঃখভেদবৎ অর্থাৎ উচ্চ (উত্তম) অবচ (নীচ) ও মধ্যম সুখদুঃখের ভেদবিশিষ্ট প্রাণভৃৎপ্রপঞ্চের অর্থাৎ প্রাণিসমূহের এবং সুখদুঃখের কারণ অনেকবিধ সুধাও বিষাদির রচনাকারী, প্রাণভৃৎভেদোপাত্ত অর্থাৎ বিবিধ প্রাণিগণকর্তৃক অর্জ্জিত পাপপুণ্য কর্ম্মাশয়-সহায় অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যরূপ কর্ম্মের আশয়রূপ সহায়যুক্ত পরম পূজনীয় পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য প্রসক্ত হয় না। অর্থাৎ যিনি বিভিন্ন প্রাণীর অর্জ্জিত পাপপুণ্যকর্ম্মবাসনার সাহায্যে উত্তম, অধম ও মধ্যম এইরূপে নানাবিধ সুখদুঃখযুক্ত প্রাণিসমূহ, এবং সুখদুঃখাদির কারণ অমৃত ও গরল প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু সকল সৃষ্টি করেন, পরমপূজনীয় সেই পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ বিষমভাব অর্থাৎ পক্ষপাত ও নিষ্ঠুরতা হইতে পারে না। কারণ, বিচারসভায় নিযুক্ত কোন সভ্য, যুক্তবাদীকে অর্থাৎ যিনি সঙ্গত কথা বলেন তাঁহাকে, যুক্তবাদী অর্থাৎ ঠিক্ কথা বলিতেছ বলিলে, এবং অযুক্তবাদীকে অর্থাৎ যিনি অসঙ্গত কথা বলেন তাঁহাকে, অযুক্তবাদী অর্থাৎ অসঙ্গত কথা বলিতেছ বলিলে, অথবা সভাপতি যুক্তবাদীকে অনুগ্রহ করিলে অনুরক্ত অর্থাৎ পক্ষপাতী হন না এবং অযুক্তবাদীকে নিগ্রহ করিলে বিদ্বেষী হন না, পরন্তু তিনি মধ্যস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাত ও বিদ্বেষশূন্য বলিয়াই আখ্যাত অর্থাৎ কথিত হন, সেইরূপ ভগবান্ পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করিয়া ও পাপীকে নিগ্রহ করিয়া মধ্যস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষই হন, অমধ্যস্থ অর্থাৎ পক্ষপাতী বা বিদ্বেষী হন না। কারণ, তিনি যদি অকল্যাণকারীকে অর্থাৎ পাপীকে অনুগ্রহ করিতেন এবং কল্যাণকারীকে অর্থাৎ পুণ্যবান্কে নিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে তিনি মধ্যস্থ হইতেন না। কিন্তু ইহা ত নহে, অতএব তাঁহার বৈষম্যদোষ নাই। এই জন্যই সমস্ত প্রাণীকে সংহার করিলেও তাঁহার নিষ্ঠুরতা হয় না। যেহেতু সংহারকাল প্রাণিগণের কর্ম্মসংস্কারসমূহের বৃত্তিনিরোধের সময়, অর্থাৎ সংস্কারসমূহের ফলপ্রদান অবস্থার নাশের সময়, তাঁহাকে অতিলঙ্ঘন করিলে অর্থাৎ অতিক্রম করিলে তিনি অযুক্তকারী হইতেন অর্থাৎ অন্যায় করিতেন।

আর জীবের পাপপুণ্যকর্ম্মের অপেক্ষা করিলে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অর্থাৎ স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, যে প্রভু ভৃত্যের সেবাদিকর্ম্মবিশেষের অপেক্ষা করিয়া ফলবিশেষ প্রদান করেন, তিনি অপ্রভু হন না। অর্থাৎ যে প্রভু ভৃত্যের পরিচর্য্যাপ্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মানুসারে ভৃত্যগণকে অল্পাধিক বেতনাদি প্রদান করেন, তাঁহার স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত হয় না। আর—

"এবঃ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে,
এষ উ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধঃ নিনীষতে" (কৌঃ ব্রাঃ ৩।৮)

অর্থাৎ এই ঈশ্বরই তাহাকে ভাল কর্ম্ম করান, যাহাকে উর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন এবং এই ঈশ্বরই তাহাকে মন্দ কর্ম্ম করান, যাহাকে নিম্নে অর্থাৎ পশ্বাদি যোনিতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন—এই শ্রুতি হইতে জানা যায়—ঈশ্বরই বিদ্বেষ ও পক্ষপাতবশতঃ সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া লোককে স্বর্গে বা নরকে লইয়া যান, অতএব বৈষম্যদোষের আপত্তি হয় বলিয়া ঈশ্বর জগৎকারণ নহেন অর্থাৎ স্রষ্টা নহেন—ইহা বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে বিরোধ (শ্রুতিবিরোধ) হয়। যেহেতু ঈশ্বর কর্ম্ম করাইয়া প্রাণিগণকে সুখী দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন, ইহা শ্রুতি হইতে বুঝা যায়, সেই হেতু 'তিনি সৃষ্টি করেন না'—ইহা বিরুদ্ধ বলা হইতেছে।

আর ঈশ্বরের বৈষম্যমাত্রই এখানে বলিতেছি—কিন্তু ঈশ্বর যে জগৎকারণ, তাহা নিষেধ করিতেছি না,—ইহা বলিতে পার না। কারণ, যদি এইরূপই হয়—ইহাতেই বা কি ফল হইবে? সেইজন্য যে সকল শ্রুতি বলিতেছেন যে, ঈশ্বরে সবাসনক্লেশের অর্থাৎ বাসনার সহিত ক্লেশের কোন পরামর্শ অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই, সেই সকল বহু শ্রুতির অনুগ্রহের জন্য অর্থাৎ গৌরবরক্ষার জন্য "উন্নিনীষতে অধো নিনীষতে" এই শ্রুতিবাক্যও "প্রাণিগণের পূর্ব্বজীবনের শুভাশুভ কর্ম্মের অভ্যাসবশতঃ" প্রাণিগণের উন্নতি ও অধোগতি করিতে ইচ্ছা করেন—এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যথা আচার্য্যগণ বলেন—

জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ॥

অর্থাৎ দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম মানুষ প্রতি জন্মে অভ্যাস করে, সেই অভ্যাসবশতঃই সেই কর্ম্মই পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে।

সৃষ্টির তাত্ত্বিকত্ব আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইয়া এই কথা বলা হইল। কিন্তু সৃষ্টি অনির্ব্বচনীয়—ইহা

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।৩৫ [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

এখানেও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। আর তাহা হইলে মায়াকার অর্থাৎ মায়াবী যে অঙ্গসাকল্যবৈকল্যভেদে অর্থাৎ অঙ্গের পূর্ণতা ও অপূর্ণতাভেদে অর্থাৎ ছিন্নমুণ্ড ছিন্নহস্ত ইত্যাদিরূপে বিচিত্র প্রাণিগণকে দেখায়, তাহার যেমন তাহাতে কোন বৈষম্যদোষ হয় না, অথবা হঠাৎ সংহার করিলে নিষ্ঠুরতা হয় না, এইরূপ ভগবান্ স্বভাববশতঃ অথবা লীলাবশতঃ নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ অনির্ব্বচনীয় জগৎ সকল দেখাইতেছেন এবং সংহার করিতেছেন, তাঁহারও কোন দোষ হয় না।৩৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন কর্ম্ম অবিভাগাদিতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ।৩৫ *

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)

ইতি প্রাক্ সৃষ্টেঃ অবিভাগাবধারণাৎ নাস্তি কর্ম্ম যৎ অপেক্ষ্য বিষমা সৃষ্টিঃ স্যাৎ। সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম, কর্ম্মাপেক্ষশ্চ শরীরাদিবিভাগ ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত। অতঃ বিভাগাৎ উর্দ্ধং কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং নাম। প্রাক্ বিভাগাৎ বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্ম্মণঃ অভাবাৎ তুল্যা এব আদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতি ইতি চেৎ?

ন এষ দোষঃ। অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেৎ এষ দোষঃ, যদি আদিমান্ সংসারঃ স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ হেতুহেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তিঃ ন বিরুধ্যতে।৩৫

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—"সদেব সৌম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে যদি বল—সৃষ্টির পূর্ব্বে দেহ ইন্দ্রিয়াদি কোন বিভাগ না থাকায় তখন পুণ্যাপাপজনক কোন কর্ম্ম ছিল না, অতএব কর্ম্ম অনুসারে বিষম সৃষ্টি হয়—ইহা ঠিক্ নহে; ইহা বলিতে পার না, কারণ সংসার অনাদি বলিয়া বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি কার্য্যকারণভাব হইতে পারে।

ভাষ্যার্থ—যদি বল—

"সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্"

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতু! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল, এই শ্রুতি সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিভাগ অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন কিছুই ছিল না—ইহা অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া প্রতিপাদন করায় তখন জীবের কোন কর্ম্ম থাকে না, যে কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া বিষম সৃষ্টি হইবে? আর সৃষ্টির উত্তরকালে শরীরাদিবিভাগকে অপেক্ষা করিয়া কর্ম্ম হয়, আর শরীরাদিবিভাগ কর্ম্মকে অপেক্ষা করে, এইরূপে শরীরাদি বিভাগ ও কর্ম্মের কার্য্যকারণভাব অন্যোন্যাশ্রয়দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। অতএব শরীরাদিবিভাগের পর অর্থাৎ সৃষ্টির পর কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বর প্রবৃত্ত হউন, অর্থাৎ কর্ম্মানুযায়ী ফল দেন, দিন, কিন্তু বিভাগের পূর্ব্বে উত্তম মধ্যম অধম এইরূপ বৈচিত্র্যের নিমিত্তরূপ কর্ম্ম না থাকায়, প্রথম সৃষ্টি তুল্য অর্থাৎ সমান হওয়া উচিত, সুতরাং ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষই ঘটিয়া থাকে, ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—না, ইহা দোষ নহে, কারণ, সংসার অনাদি। এ দোষ হইতে পারিত, যদি সংসারের আদি থাকিত। কিন্তু অনাদি সংসারে বীজাঙ্কুরের মত হেতুহেতুমদ্ভাব অর্থাৎ পরস্পর কার্য্যকারণভাব থাকায় কর্ম্ম ও সৃষ্টিবৈষম্যের প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ হয় না।৩৫

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহা প্রারব্ধাধিকরণের অঙ্গীভূত হইল। "ন" এই প্রথমান্তপদ থাকিলেও ইহা অধিকরণ আরম্ভক নহে; কারণ অধ্যায় বা পাদারম্ভ ভিন্নস্থলে "ইতি চেৎ" ঘটিত পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত মিশ্রিত সূত্র অধিকরণের আরম্ভক হয় না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভাস্করভাষ্যে "অকস্মাৎ বিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ" এইরূপ পাঠ আছে। অন্য কোন ভাষ্যে এ পাঠ দেখা যায় না। রামানুজভাষ্যে ইহা "ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণে"র ৩য় সূত্র।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ।৩৬ [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

ইতি স্থিতে শঙ্কাপরিহারপরং সূত্রং—"ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ"। শঙ্কোত্তরে অতিরোহিতার্থেন ভাষ্যগ্রন্থেন ব্যাখ্যাতে।৩৫

ভামতীর অনুবাদ।

কর্ম্মনিমিত্ত বিষমসৃষ্টি, এইরূপ স্থির হইলে তাহাতে শঙ্কা ও তাহার পরিহারার্থ সূত্র—"ন কর্ম্ম অবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ"। শঙ্কা ও উত্তর অতিরোহিতার্থ ভাষ্যগ্রন্থদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।৩৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

উপপদ্যতে চাপি উপলভ্যতে চ।৩৬ *

কথং পুনঃ অবগম্যতে অনাদিঃ এষঃ সংসারঃ ইতি, অতঃ উত্তরং পঠতি—উপপদ্যতে চাপি উপলভ্যতে চ"। উপপদ্যতে চ সংসারস্য অনাদিত্বম্। আদিমত্ত্বে হি সংসারস্য অকস্মাৎ উদ্ভূতেঃ, মুক্তানাম্ অপি সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গঃ, অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। সুখদুঃখাদি-বৈষম্যস্য নির্নিমিত্তত্বাৎ। ন চ ঈশ্বরঃ বৈষম্যহেতুঃ ইত্যুক্তম্। ন চ অবিদ্যা কেবলা বৈষম্যস্য কারণম্, একরূপত্বাৎ। রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা তু অবিদ্যা বৈষম্য-করী স্যাৎ। ন চ কর্ম্ম অন্তরেণ শরীরং সম্ভবতি। ন চ শরীরম্ অন্তরেণ কর্ম্ম সম্ভবতি, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গঃ। অনাদিত্বে তু বীজাঙ্কুরন্যায়েন উপপত্তেঃ ন কশ্চিৎ দোষঃ ভবতি। উপলভ্যতে চ সংসারস্য অনাদিত্বং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ। শ্রুতৌ তাবৎ—

"অনেন জীবেনাত্মনা" (ছাঃ উঃ ৬৩২)

ইতি সর্গপ্রমুখে শারীরম্ আত্মানং জীবশব্দেন প্রাণধারণনিমিত্তেন অভিলপন্ অনাদিঃ সংসার ইতি দর্শয়তি। আদিমত্ত্বে তু [ততঃ] প্রাক্ অনবধারিতপ্রাণঃ সন্ কথং প্রাণধারণ-নিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গপ্রমুখে অভিলপ্যেত। ন চ ধারয়িষ্যতি ইত্যতঃ অভিলপ্যেত। অনাগতাৎ হি সম্বন্ধাৎ অতীতঃ সম্বন্ধঃ বলবান্ ভবতি, অভিনিষ্পন্নত্বাৎ।

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ" (ঋক্ সং ১০।১৯০।৩)

ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ পূর্ব্বকল্পসদ্ভাবং দর্শয়তি। স্মৃতৌ অপি অনাদিত্বং সংসারস্য উপলভ্যতে—

"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদি র্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা" (গীতা ১৫।৩)

পুরাণে চ অতীতানাগতানাং চ কল্পানাং ন পরিমাণম্ অস্তি ইতি স্থাপিতম্।৩৬ ইতি দ্বাদশং বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্।১২

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—সংসার অনাদি, ইহা যুক্তিসঙ্গত এবং শাস্ত্রেও উপলব্ধ হয়; কারণ, তাহা না হইলে অর্থাৎ সংসার অকস্মাৎ সৃষ্ট হইলে মুক্তপুরুষেরও পুনর্জ্জন্ম হইয়া পড়ে। আর "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" "ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে" "নান্তো ন চাদি র্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিতেও দেখা যায় যে সংসার অনাদি।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা, কি করিয়া জানা যায় যে, এই সংসার অনাদি, এজন্য উত্তর বলিতেছেন—"উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ"। ইহার অর্থ—সংসার যে অনাদি, ইহা উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গতও বটে। যেহেতু সংসার আদিমান্ হইলে তাহার অকস্মাৎ উদ্ভূতি অর্থাৎ উৎপত্তি হইত বলিয়া মুক্তপুরুষ-গণেরও সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গ হইত এবং অকৃতাভ্যাগমও হইত, অর্থাৎ পাপপুণ্য না করিলেও তাহার ফলের

* এই সূত্রে প্রথমান্তপদ না থাকায় ও "চ"কার থাকায় ইহা প্রারব্ধাধিকরণের অন্তর্গত সূত্র। নিম্বার্ক ও রামানুজ ভাষ্যে ইহা পূর্ব্বসূত্রের সহিত পঠিত। বল্লভ ও ভাস্কর ভাষ্যে পৃথক্ সূত্ররূপে পঠিত। বস্তুতঃ ইহা পৃথক্ সূত্র হওয়াই উচিত; কারণ, পূর্ব্বসূত্রোক্ত অনাদিত্বের প্রতি যুক্তি ও শ্রুতিরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। হেতুর হেতু যেখানে প্রদর্শিত হয়, সেখানে পৃথক্ বিচারই হয়, সুতরাং পৃথক্ সূত্রও যে হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? মাধ্বও ইহাকে পৃথক্ সূত্র করিয়াছেন।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।৩৬] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

আগম হইত। কারণ, সুখদুঃখাদিবৈষম্য নির্নিমিত্ত; অর্থাৎ সুখদুঃখের কোন হেতু নাই। আর ঈশ্বর বৈষম্যের হেতু নহেন, ইহা বলাই হইয়াছে। আর কেবল অবিদ্যাও বৈষম্যের হেতু নহে; কারণ, তাহা একরূপ অর্থাৎ একমাত্র। কিন্তু রাগাদি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনটি ক্লেশের যে বাসনা অর্থাৎ সংস্কার, তাহার দ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আরব্ধ হয় যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মকে অপেক্ষা করে যে অবিদ্যা, তাহাই বৈষম্যকরী হয়, অর্থাৎ উক্ত ক্লেশের বাসনাদ্বারা পাপপুণ্যজনক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এবং তদনুসারে অবিদ্যা সুখদুঃখাদি বৈষম্যের হেতু হয়। আর কর্ম্ম ব্যতীত শরীর জন্মে না, আর শরীর ব্যতীত কর্ম্ম হয় না—এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গও হয়। কিন্তু সংসার অনাদি হইলে বীজাঙ্কুর ন্যায়ে **উপপত্তি** হয় বলিয়া, কোন দোষ হয় না। আর সংসার যে অনাদি তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে উপলব্ধও হয়। শ্রুতিতে আছে—

"অনেন জীবেন আত্মনা" (ছাঃ উঃ ৬।৩।২)

অর্থাৎ এই জীবাত্মারূপে ইত্যাদি—অর্থাৎ এই শ্রুতিতে সর্গমুখে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে শারীর অর্থাৎ শরীরযুক্ত আত্মাকে প্রাণধারণের নিমিত্ত জীবশব্দদ্বারা অভিলাপ অর্থাৎ উল্লেখ করিয়া সংসার যে অনাদি ইহা দেখাইতেছেন। কিন্তু যদি সংসার আদিমান্ হইত, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে অনবধারিতপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণধারণ না করিয়া প্রাণধারণের হেতু জীব এই শব্দদ্বারা সর্গপ্রমুখে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে কি করিয়া সে অভিলপিত অর্থাৎ উল্লিখিত হইত? আর পরে প্রাণধারণ করিবে, এইজন্য জীবনামে উল্লেখ করা হইতে পারে না; কারণ, অনাগত সম্বন্ধ অপেক্ষা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ অপেক্ষা, অতীত সম্বন্ধ বলবান্ হয়; যেহেতু তাহা অভিনিষ্পন্ন অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ অছে। আর—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ"। (ঋক্ সং ১০।১৯০।৩)

অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্বকল্প অনুসারে সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন—এই মন্ত্রবর্ণ অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রাক্ষর, পূর্ব্বকল্পের সদ্ভাব দেখাইতেছে, অর্থাৎ এই সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্য সৃষ্টি ছিল, ইহা বলিয়া দিতেছে। আর স্মৃতিতেও সংসারের অনাদিত্ব উপলব্ধ হয়, যথা—

"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে, নান্তো ন চাদি র্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা"। (গীতা ১৫।৩)

অর্থাৎ এই সংসারের স্বরূপ অর্থাৎ ইহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বুঝা যায় না, ইহার শেষ নাই, আদিও নাই, আর সম্প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মধ্যাবস্থাও ইহার নাই, অর্থাৎ অস্তিত্বও নাই। (কারণ, ইহা মরীচিকার ন্যায় দৃষ্টনষ্টস্বরূপ।) আর পুরাণেও ব্যবস্থাপিত করা হইয়াছে যে, অতীত ও অনাগত কল্পের পরিমাণ নাই, অর্থাৎ সৃষ্টির সংখ্যা নাই, ইত্যাদি।৩৬

ভামতী।

অনাদিত্বাদিতি সিদ্ধবৎ উক্তং, তৎসাধনার্থং সূত্রম্—"উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ"। অকৃতে কর্ম্মণি পুণ্যে পাপে বা তৎফলং ভোক্তারম্ অধ্যাগচ্ছেৎ, তথা চ বিধিনিষেধশাস্ত্রম্ অনর্থকং ভবেৎ, প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যভাবাৎ ইতি। মোক্ষশাস্ত্রস্য চ উক্তম্ আনর্থক্যম্। "ন চ অবিদ্যা কেবলা" ইতি লয়াভিপ্রায়ম্। বিক্ষেপলক্ষণাঽবিদ্যাসংস্কারস্তু কার্য্যত্বাৎ স্বোৎপত্তৌ পূর্ব্বং বিক্ষেপম্ অপেক্ষতে, বিক্ষেপশ্চ মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ মোহাপরনামা পুণ্যাপুণ্যপ্রবৃত্তিহেতুভূতরাগদ্বেষনিদানং, স চ রাগাদিভিঃ সহিতঃ স্বকার্য্যৈঃ ন শরীরং সুখদুঃখভোগায়তনম্ অন্তরেণ সম্ভবতি। ন চ রাগদ্বেষৌ অন্তরেণ কর্ম্ম। ন চ ভোগসহিতং মোহম্ অন্তরেণ রাগদ্বেষৌ, ন চ পূর্ব্বশরীরম্ অন্তরেণ মোহাদিঃ ইতি পূর্ব্বপূর্ব্বশরীরাপেক্ষঃ মোহাদিঃ এবং পূর্ব্বপূর্ব্বমোহাদ্যপেক্ষং পূর্ব্ব-পূর্ব্বশরীরম্ ইতি অনাদিতা এব অত্র ভগবতী চিত্তম্ অনাকুলয়তি। তদেতৎ আহ—"রাগাদি-ক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা তু অবিদ্যা বৈষম্যকরী স্যাৎ" ইতি। রাগদ্বেষমোহা রাগাদয়ঃ, তে এব হি পুরুষং সংসারদুঃখম্ অনুভাব্য ক্লেশয়ন্তি ইতি ক্লেশাঃ, তেষাং বাসনাঃ কর্ম্মপ্রবৃত্ত্যনু-গুণাঃ তাভিঃ আক্ষিপ্তানি প্রবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি তদপেক্ষা লয়লক্ষণা অবিদ্যা।

স্যাদেতৎ—ভবিষ্যতাপি ব্যপদেশঃ দৃষ্টঃ যথা—

(ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।৩৬]　　[সিঃ সূঃ]

ভামতী।

"পুরোডাশকপালেন তুষান্ উপবপতি" ইতি।

অত আহ—"ন চ ধারয়িষ্যতি ইত্যতঃ" ইতি। তদেবম্ অনাদিত্বে সিদ্ধে

"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১) ইতি

প্রাক্ সৃষ্টেঃ অবিভাগাবধারণং সমুদাচরদ্রূপরাগাদিনিষেধপরং, ন পুনঃ এতান্ প্রসুপ্তান্ অপি অপাকরোতি ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্।৩৬ ইতি দ্বাদশং বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্।১২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গং ব্যাকরোতি—"অকৃতে" ইতি। তদঙ্গীকারে আগতৌ দোষৌ আহ— "তথা চ" ইতি। বেদান্তানর্থক্যং মুক্তানাম্ অপি ইতি ভাষ্যোক্তম্ ইত্যাহ—"মোক্ষশাস্ত্রস্ত" ইতি। ভাষ্যে কেবলায়া অবিদ্যায়া বৈষম্যকরত্বনিষেধঃ অনুপপন্নঃ, ভ্রান্তেঃ বিচিত্রত্বেন বৈষম্যহেতুত্বোপপত্তেঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ— "লয়ে"তি। নমু মাভূৎ লয়লক্ষণা অবিদ্যা বৈষম্যকরী, ভ্রমসংস্কারস্ত কিং ন স্যাৎ ইতি চেৎ? অস্তু, ন তু সংসারানাদিতাম্ অন্তরেণ স্যাৎ, তথা চ সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্ ইত্যাহ—"বিক্ষেপে"তি। বিভ্রমসংস্কারস্ত ভ্রমসাপেক্ষত্বাৎ ন স্বত এব বৈষম্যহেতুত্বং বিভ্রমশ্চ ন কেবলঃ বৈষম্যহেতুঃ অপিতু রাগাদীন্ জনয়িত্বা তৎসহিতঃ। তথা চ বিভ্রমঃ রাগাদিসহিতঃ শরীরাৎ শরীরং কর্ম্মণঃ কর্ম্ম রাগদ্বেষাভ্যাং তৌ চ মোহসংজ্ঞাৎ বিভ্রমাৎ স চ শরীরাৎ উদেতি ইতি চক্রকভ্রমণম্ অনাদিতা এব সমাদধাতি ইত্যর্থঃ। অবঘাতনিষ্পন্নান্ তুষান্ পুরোডাশকপালেন উপবপতি বিগময়তি ইত্যত্র অবঘাতসময়ে কপালেষু পুরোডাশশ্রপণাভাবাৎ ভবিষ্যচ্ছ্রপণম্ অপেক্ষ্য কপালানাং পুরোডাশসম্বন্ধকীর্ত্তনম্।৩৬ ইতি দ্বাদশং বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্।১২

ভামতীর অনুবাদ।

অনাদিত্বাৎ এই হেতুটি সিদ্ধবস্তুর মত বলা হইয়াছে, তাহাকে সাধন করিবার জন্য "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" এই সূত্রটি। পুণ্যকর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম না করিলেও যদি তাহার ফল সুখ ও দুঃখ, তাহার ভোগকর্ত্তা জীবে আসিয়া পড়ে; তাহা হইলে বিধিশাস্ত্র ও নিষেধশাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়িবে; কারণ, বিহিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না এবং নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্তিও হইবে না, অর্থাৎ বিহিত কার্য্য না করিয়াও সুখ হইলে যজ্ঞাদি কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইবে না, আর নিষিদ্ধ কার্য্য না করিয়াও দুঃখ হইলে নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার প্রয়োজন হইবে না। আর মোক্ষশাস্ত্র অনর্থক হইয়া যায়, ইহা ভাষ্যকারই বলিয়াছেন। আর লয়রূপ অবিদ্যাকে অভিপ্রায় করিয়া অর্থাৎ লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার "ন চ অবিদ্যা কেবলা" এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। কিন্তু বিক্ষেপরূপ অবিদ্যাসংস্কার কার্য্যপদার্থ বলিয়া স্বোৎপত্তিতে অর্থাৎ নিজের উৎপত্তি-বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তিবিক্ষেপের অপেক্ষা করে আর বিক্ষেপপদার্থটি মিথ্যাপ্রত্যয়বিশেষ, তাহার অপর নাম মোহ; তাহা পুণ্যপাপ প্রবৃত্তির হেতুভূত রাগ ও দ্বেষের নিদান অর্থাৎ কারণ। আর নিজ কার্য্য রাগদ্বেষের সহিত মোহ সুখদুঃখভোগের আয়তন অর্থাৎ অবলম্বন শরীর ব্যতীত সম্ভব হয় না। আর রাগদ্বেষ ব্যতীত কর্ম্ম হয় না। আর ভোগের সহিত মোহ ব্যতীত রাগদ্বেষ হয় না। আর পূর্ব্ব শরীর ব্যতীত মোহাদি হয় না। এইরূপে মোহাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরকে অপেক্ষা করে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোহাদিকে অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীর হয়; অতএব এ বিষয়ে ভগবতী অনাদিতাই আমাদের চিত্তকে অনাকুলিত করে; অর্থাৎ সৃষ্টিবৈষম্য-বিষয়ক অন্যোন্যাশ্রয়রূপ তর্কদোষ হইতে উদ্ধার করে। সেইজন্য ভাষ্যকার "রাগাদিক্লেশবাসনা-ক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা তু অবিদ্যা বৈষম্যকরী স্যাৎ" এই গ্রন্থ বলিতেছেন। রাগাদি শব্দের অর্থ—রাগ দ্বেষ ও মোহ; কারণ, তাহারাই পুরুষকে সংসারদুঃখ অনুভব করাইয়া ক্লেশ দেয়, এইজন্য তাহারা ক্লেশপদবাচ্য হয়। তাহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুকূল যে বাসনা, সেই বাসনাসমূহদ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ আরব্ধ যে কর্ম্মসমূহ, তাহাদিগকেই লয়রূপা অবিদ্যা অপেক্ষা করে।

আচ্ছা, ভবিষ্যৎ বস্তুদ্বারাও ত ব্যপদেশ দেখা যায়, অর্থাৎ ব্যবহার হইতে দেখা যায়, যেমন—

"পুরোডাশকপালেন তুষান্ উপবপতি"

অর্থাৎ পুরোডাশকপালদ্বারা তুষ অপনোদন করিবে। এখানে, পরে করা হইবে যে কপালে পুরোডাশ-শ্রপণ, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এইজন্য "ন চ ধারয়িষ্যতি ইত্যতঃ" ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। অতএব এইরূপে সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইলে,

"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতু! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল—এই শ্রুতি সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অবিভাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা সমুদাচরদ্রূপরাগাদিনিষেধপর, অর্থাৎ স্পষ্টরূপরাগাদি ছিল না

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।৩৬] [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

এই অভিপ্রায়ে কথিত। কিন্তু ইহা প্রসুপ্ত অর্থাৎ অতিসূক্ষ্মভাবে অবস্থিত রাগাদিকে নিষেধ করিবার অভিপ্রায়ে নহে। এইরূপে সমস্তই অবদাত অর্থাৎ পরিষ্কার করা হইল।৩৬। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যনামক দ্বাদশ অধিকরণ সমাপ্ত হইল।১২

দ্বাদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মকে জগৎ কারণ বলিলে বিচিত্র জীবসৃষ্টিনিবন্ধন তাঁহাতে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষ উপস্থিত হয়। এই অধিকরণে তাহাই নিরাকৃত হইয়াছে। ইহাতে তিনটী সূত্র আছে। এবং সে তিনটাই সিদ্ধান্ত সূত্র; যথা—

১। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।৩৪
২। ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ।৩৫
৩। উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ।৩৬

প্রথম সূত্রে বলা হইল—ব্রহ্ম যদি মনুষ্যাদি প্রাণী ও জগৎ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তৃ হন, তাহা হইলে তাহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হয়, এজন্য বলা হইল—না, তাহা হয় না, কারণ ঈশ্বর জীবের কর্ম্ম অপেক্ষা করেন।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—যদি বল তাহা হইতে পারে না, কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের বিভাগ থাকে না, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, কর্ম্ম ও সৃষ্টি উভয়ই অনাদি।

তৃতীয় সূত্রে বলা হইল—কর্ম্ম যে অনাদি, তাহার যুক্তি এবং শ্রুতি উভয় প্রমাণই আছে। অতএব জগৎকারণ ব্রহ্মে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— „
অধ্যায়সঙ্গতি— „
পাদসঙ্গতি— „
অধিকরণ সঙ্গতি—আক্ষেপ অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্বতন্ত্র ঈশ্বর লীলাবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহাতে বলিতেছেন যে লীলাই হইতে পারে না, কেননা যিনি জীবের পুণ্যপাপের অপেক্ষা করিয়া তদনুসারে উত্তম অধম প্রাণী সৃষ্টি করেন, তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না; কারণ, তাঁহাকে পুণ্য ও পাপের অপেক্ষা করিতে হইল। আর যদি তিনি পুণ্য পাপের অপেক্ষা না করেন, তাহা হইলে পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। এই আক্ষেপ বশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করা হইতেছে বলিয়া ইহাতে আক্ষেপ সঙ্গতি থাকিল।

২। **বিষয়**—ব্রহ্ম লীলাবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করেন এই বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়—

৩। **সংশয়**—যিনি উচ্চনীচরূপ বিষম সৃষ্টি করেন, তিনি নিন্দনীয়, এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—অনিন্দনীয় ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন; কারণ, তিনি জীবগণের কর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া তদনুসারে উত্তম অধম প্রাণী সৃষ্টি করেন; যিনি ঈশ্বর হন, তিনি অপরের অপেক্ষা করেন না, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না, আর যদি তিনি কর্ম্মের অপেক্ষা না করেন, তাহা হইলে তিনি বিনা কারণে উত্তম প্রাণী সৃষ্টি করিয়া পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন, ইহা ত অনিন্দনীয় ঈশ্বরের পক্ষে উচিত নহে। আরও—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ জনৈরীশঃ কারয়িত্বা তয়োঃ ফলে।
সুখদুঃখে সৃজন্ রাগদ্বেষী সংহারতোঽঘৃণঃ"॥

অর্থাৎ যদি বল ঈশ্বর জীবগণকে পুণ্য ও পাপ করাইয়া, সেই পুণ্যপাপ অনুসারে উত্তম ও অধম প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে সুখী ও দুঃখী করিতেছেন। তাহা হইলে জীবের পুণ্যপাপও ঈশ্বরাধীন বলিয়া কোন ব্যক্তিকে পুণ্য করাইয়া সুখী করেন, আর কোন ব্যক্তিকে পাপ করাইয়া দুঃখী করেন, ইহাতেও ত তিনি পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। আর

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণং নাম

ত্রয়োদশম্ অধিকরণম্।

(ব্রহ্মে সকল কারণধর্ম্মের উপপত্তি)

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ।৩৭ [সিঃ সূঃ]

দ্বাদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

প্রলয়কালে নিজেরই সৃষ্ট প্রাণিগণকে সংহার করেন, অতএব তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর হইয়া পড়িলেন। অতএব ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ইহা অসঙ্গত হইল।

৫। **সিদ্ধান্ত—**

বিষমং সৃজতীশ্বরো জগৎ ন চ রাগাদ্যভিভূত ইত্যপি।
শ্রবণাৎ অধুনা ক্রিয়া নরৈঃ স হি পূর্ব্বক্রিয়য়ৈব কারয়েৎ॥

অর্থাৎ "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, ঈশ্বর উচ্চনীচরূপ বিষম জগৎ সৃষ্টি করেন, অথচ তিনি রাগদ্বেষের অধীন নহেন; কারণ, তিনি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারেই জীবগণকে বর্ত্তমান জীবনে কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্ম পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবগণকে শুভাশুভ কর্ম্ম করাইয়া সুখী ও দুঃখী করেন বলিয়া তিনি পক্ষপাতী বা নিন্দনীয় হন না। আর যদি তিনি বিষম সৃষ্টি করেন বলিয়া পক্ষপাতী এইরূপ অনুমান করেন, তাহা হইলে তাহা "নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বাধিত হইবে। আর যদি তিনি নিরবদ্য অর্থাৎ নির্দ্দোষ বলিয়া বিষম সৃষ্টি করেন না, এইরূপ অনুমান করা হয়, তাহাও "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি সৃষ্টি শ্রুতিদ্বারা বাধিত হয়। আর প্রলয়কালে সকলের সংহার করেন বলিয়া তিনি নিষ্ঠুর হন, ইহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রলয়কাল সকল কর্ম্মেরই বৃত্তিনাশ হইবার সময়। আর জীবগণের কর্ম্ম অনুসারে সৃষ্টি ও প্রলয় করেন বলিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত হয় না। কারণ, ভৃত্যের কর্ম্ম অনুসারে উত্তম অধম বেতন দিলে তাহাতে প্রভুর স্বাধীনতা ভঙ্গ হয় না। অতএব সমস্ত বিশদ হইল, অর্থাৎ স্বাধীন ঈশ্বর জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম অনুসারে জগৎ সৃষ্টি করেন—ইহা স্থির হইল।

৬। **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তপক্ষে স্মৃতির অবিরোধে সমন্বয় সিদ্ধ।

এই দ্বাদশ অধিকরণের বিষয়টী ভারতীতীর্থ মুনি অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, যথা—

বৈষম্যাদ্যাপতেৎ নো বা সুখদুঃখে নৃভেদতঃ।
সৃজন্ বিষম ঈশঃ স্যান্নির্ঘৃণশ্চোপসংহরন্॥
প্রাণ্যনুষ্ঠিতধর্ম্মাদিমপেক্ষ্যেশঃ প্রবর্ত্ততে।
নাতো বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে সংসারস্তু ন চাদিমান্॥

অন্বয়—বৈষম্যাদি আপতেৎ নো বা, ঈশঃ নৃভেদতঃ, সুখদুঃখে সৃজন্ বিষমঃ, চ উপসংহরন্ নির্ঘৃণঃ স্যাৎ। প্রাণ্যনুষ্ঠিতধর্ম্মাদিম্ অপেক্ষ্য ঈশঃ প্রবর্ত্ততে, অতঃ ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে, সংসারঃ তু আদিমান্ ন চ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ।৩৭ *

চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি অস্মিন্ অবধারিতে বেদার্থে পরৈঃ উপক্ষিপ্তান্ বিলক্ষণত্বাদীন্ দোষান্ পর্য্যহার্ষীৎ আচার্য্যঃ। ইদানীং পরপক্ষপ্রতিষেধ-প্রধানং প্রকরণং প্রারিপ্সমানঃ স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধানং প্রকরণম্ উপসংহরতি। যস্মাৎ অস্মিন্ ব্রহ্মণি কারণে পরিগৃহ্যমাণে প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্ব্বে কারণধর্ম্মা উপপদ্যন্তে—"সর্ব্বজ্ঞং

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ নাই, অথচ পৃথক্ অধিকরণ করা হইয়াছে। নিম্বার্ক রামানুজ ইহাকে পূর্ব্বাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু মাধ্ব, বল্লভ ও ভাস্কর ভাষ্যে ইহাকে পৃথক্ অধিকরণ করিয়াছেন। শাঙ্করমতে স্বপক্ষ সমর্থনে ইহার যুক্তি এই যে, ইহার পূর্ব্ব সূত্রে অপি ও দুইটী "চ"কার দিয়া সূত্রটী সমাপ্ত হইয়াছে। দুইটী একার্থক শব্দ সমাপ্তিসূচক। অতএব এই সূত্রে প্রথমান্ত পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ইহা এই পাদের শেষ সূত্র। এই পাদটী স্বপক্ষস্থাপন পাদ। এজন্য ইহার উপসংহার আবশ্যক, আর তজ্জন্য "ব্রহ্ম জগৎকারণং" এইরূপ প্রথমান্তপদ অধ্যাহার হইবে। আর এই পাদের সমুদায় অধিকরণ ফলভেদে একই প্রকার বলিয়া ইহার উপসংহারও প্রয়োজন। বস্তুতঃ তদনুরোধেই ইহা পৃথক্ অধিকরণ হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদ পরপক্ষখণ্ডন পাদ বলিয়া তথায় উপসংহার নিষ্প্রয়োজন এবং তাহা নাইও।

(ব্রহ্মে সকল ধর্ম্মের উপপত্তি)

[সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ।৩৭] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বশক্তি মহামায়ং চ ব্রহ্ম" ইতি। তস্মাৎ অনতিশঙ্কনীয়ম্ ইদম্ ঔপনিষদং দর্শনম্ ।৩৭

ইতি ত্রয়োদশং সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্ ।১৩

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া তিনি জগৎকারণ হইতে পারেন না, এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে; কারণ, জগৎকারণত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি গুণসকল একমাত্র ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়। অতএব ব্রহ্মই জগৎকারণ।

ভাষ্যার্থ—চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ অর্থাৎ নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ—এই প্রথমাধ্যায়ে অবধারিত বেদার্থে পরকর্ত্তৃক অর্থাৎ সাংখ্যাচার্য্যপ্রভৃতি অপর আচার্য্যগণকর্ত্তৃক উপক্ষিপ্ত যে বিলক্ষণত্বাদি দোষসমূহ, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎ অপেক্ষা বিলক্ষণ বলিয়া যে সকল দোষের আরোপ করিয়াছিলেন, আমাদের আচার্য্য ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহাদের সে সকল দোষ পরিহার করিলেন। এক্ষণে পরপক্ষ প্রতিষেধপ্রধান প্রকরণ, অর্থাৎ প্রধানভাবে পরমত খণ্ডন করা হইবে যে প্রকরণে সেই প্রকরণ, অর্থাৎ দ্বিতীয়পাদ প্রারিপ্সমান হইয়া অর্থাৎ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধান প্রকরণ, অর্থাৎ যে প্রকরণে প্রধানভাবে নিজমত স্থাপন করিয়াছেন, সেই প্রকরণরূপ এই প্রথমপাদ উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্ত করিতেছেন। যেহেতু ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া পরিগ্রহ করিলে অর্থাৎ স্বীকার করিলে তাঁহাতে প্রদর্শিতপ্রকারে অর্থাৎ আমরা যে সকল প্রকার দেখাইয়াছি, তাহার দ্বারা **"সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং মহামায়াবী ব্রহ্ম"**, ইত্যাদি কারণধর্ম্ম সকল উপপন্ন হয়, অর্থাৎ সঙ্গত হয়। অতএব এই ঔপনিষদদর্শন অনতিশঙ্কনীয়, অর্থাৎ এই বেদানুসারী দর্শনের উপর অতিশয় আশঙ্কা করা উচিত নহে ।৩৭ ইহাই হইল সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তিনামক ত্রয়োদশ অধিকরণ।

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ স্মৃতিতর্কবেদান্ততীর্থকৃত শ্রীমচ্ছারীরকভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের ভাষাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইল।

ভামতী।

অত্র "সর্ব্বজ্ঞম্" ইতি দৃশ্যতে সর্ব্বস্য চেতনাধিষ্ঠিতস্য এব লোকে প্রবৃত্তিঃ ইতি লোকানুসারঃ দর্শিতঃ। "সর্ব্বশক্তি" ইতি সর্ব্বস্য জগত উপাদানকারণং নিমিত্তকারণং চ ইতি উপপাদিতম্। "মহামায়ম্" ইতি সর্ব্বানুপপত্তিশঙ্কা পরাস্তা। তস্মাৎ জগৎকারণং ব্রহ্ম ইতি সিদ্ধম্ ।৩৭

ইতি ত্রয়োদশং সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্ ।১৩

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভগবৎপাদশারীরকভাষ্যবিভাগে
ভামত্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নির্গুণব্রহ্মণো জগদুপাদানত্ববাদিসমন্বয়স্য যৎ নির্গুণং ন তৎ উপাদানং গন্ধ ইব ইতি ন্যায়বিরোধসন্দেহে ভবতু বিবর্ত্তং পক্ষপাতেন অব্যাপ্তম্ অনৈকান্তম্। সাধ্যেন তু সগুণত্বে উপাদানত্বম্ ইতি প্রাপ্তে বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বম্ ইহ উপাদানত্বম্। তচ্চ নির্গুণেঽপি অবিরুদ্ধম্, জ্ঞাতাদৌ অনিত্যত্বাদ্যারোপোপলব্ধেঃ ইতি সিদ্ধান্তঃ। ভাষ্যকারেণ সৌত্রীং সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তিং ব্যাকুর্ব্বতা সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ঃ কারণধর্ম্মা ব্রহ্মণি অপি উপপদ্যন্তে ইত্যুক্তম্, তদযুক্তমিব, ন হি এতে লোকে কস্যচিৎ কারণস্য ধর্ম্মা দৃশ্যন্তে, অত আহ—"অত্রে"তি। জড়প্রেরকত্বং কুলালাদৌ দৃষ্টং, ব্রহ্মণি অপি নিয়ন্তরি তেন ভাব্যম্। তস্য সর্ব্বপ্রেরকত্বস্য শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধিঃ। এবং সর্ব্বশক্তিত্বাদৌ যোজ্যম্। সর্ব্বশক্তিত্বেন উপাদানকারণত্বম্ উপপাদিতম্। সর্ব্বজ্ঞত্বেন নিমিত্তকারণং চ ইতি উপপাদিতম্ ইত্যর্থঃ। মহামায়াবিষয়ীকৃতত্বেন নির্গুণত্বাদিপ্রযুক্তসর্ব্বানুপপত্তিশঙ্কা অপাস্তা ইত্যর্থঃ ।৩৭ ইতি ত্রয়োদশং সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্ ।১৩

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদনুভবানন্দপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীমদ্ব্যাসাশ্রমাপরনাম
ভগবদমলানন্দবিরচিতে বেদান্তকল্পতরৌ
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

এই ভাষ্যে "চেতন পুরুষকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ অবলম্বিত অচেতন সকলের প্রবৃত্তি হইতে লোকে দেখা যায়—এই" লৌকিকব্যবহার "সর্ব্বজ্ঞ" পদের দ্বারা দেখান হইয়াছে। "সর্ব্বশক্তি" এই পদের দ্বারা ব্রহ্ম সর্ব্ব জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ—ইহা দেখান হইয়াছে। "মহামায়ম্" এই শব্দদ্বারা

(ব্রহ্মে সকল ধর্ম্মের উপপত্তি)

[সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ।৩৭] [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

সর্ব্বপ্রকার অনুপপত্তিশঙ্কা পরাস্ত করা হইয়াছে, অর্থাৎ অসঙ্গত বলিয়া যত আশঙ্কা হইতে পারে, সেই সকলই নিরাস করা হইয়াছে।৩৭। ইহাই হইল সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণ নামক ত্রয়োদশ অধিকরণ।

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ স্মৃতিতর্কবেদান্ততীর্থকৃত শ্রীমচ্ছারীরকভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদ ভামতীর ভাবাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইল।

ত্রয়োদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণ নামক এই ত্রয়োদশ অধিকরণে একটীমাত্র সূত্র আছে। ইহার অর্থ—জগৎকারণ ব্রহ্মে সর্ব্বধর্ম্মের উপপত্তি হয়। ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— „
অধ্যায়সঙ্গতি— „
পাদসঙ্গতি— „
অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীবগণের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর বিষম জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু ব্রহ্মের কোন গুণ না থাকায় তিনি জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না। এই আক্ষেপসঙ্গতিবশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। অতএব এখানে আক্ষেপসঙ্গতি জানিতে হইবে।

২। **বিষয়**—ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন—এই বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—যিনি নির্গুণ তিনি উপাদানকারণ হন না। যথা—গন্ধ—এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কিনা? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—উক্ত যুক্তি অনুসারে নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

৫। **সিদ্ধান্ত**—

ভ্রমাধিষ্ঠানতোঽস্মাভিঃ প্রকৃতিত্বম্ উপেয়তে।
নির্গুণেঽপ্যস্তি জাত্যাদৌ সেতি সব্যভিচারিতা॥

অর্থাৎ যাহা নির্গুণ তাহা উপাদানকারণ নহে—এই ব্যাপ্তিতে পরিণামের উপাদানত্বাভাব সাধ্য হইবে? না বিবর্ত্তের উপাদানত্বাভাব সাধ্য হইবে? যদি বল—পরিণামের উপাদানত্বাভাবই সাধ্য, তাহা হইলে ইহাতে আমার আপত্তি নাই। আর যদি বল—বিবর্ত্তোপাদানত্বাভাবই সাধ্য, তাহা হইলে জাতি প্রভৃতি নির্গুণ বস্তুতে অনিত্যত্বের আরোপ হইতে দেখা যায় বলিয়া ঐ নিয়মে ব্যভিচার হইল। অতএব ব্রহ্ম ভ্রমের অধিষ্ঠান বলিয়া আমরা তাঁহাকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করি। কারণ, মৃত্তিকাদিরও বাস্তবিক পরিণাম হয় না, মৃত্তিকাপরিণাম ঘটাদির সত্ত্ব ও অসত্ত্বের স্বরূপ ও ধর্ম্মত্বের বিকল্পদ্বারা তাহা যে অনির্ব্বচনীয়—এ কথা আমরা আরম্ভণাধিকরণে বলিয়াছি, অতএব মৃত্তিকাদিও ঘটাদির বিবর্ত্তের উপাদান। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মও জগতের বিবর্ত্তোপাদান—ইহা বিরুদ্ধ নহে। অতএব স্থির হইল যে, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তোপাদানকারণ—এই বেদান্তসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। ইতি

৬। **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে স্মৃতির অবিরোধে সমন্বয় সিদ্ধ।

এই ত্রয়োদশ অধিকরণের বিষয়টী ভারতীতীর্থ মুনি অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহা এই—

নাস্তি প্রকৃতিতা যদ্ বা নির্গুণস্যাস্তি নাস্তি সা,
মৃদাদেঃ সগুণস্যৈব প্রকৃতিত্বোপলম্ভনাৎ॥
ভ্রমাধিষ্ঠানতোঽস্মাভিঃ প্রকৃতিত্বমুপেয়তে।
নির্গুণেঽপ্যস্তি জাত্যাদৌ সা ব্রহ্ম প্রকৃতিস্ততঃ॥

অন্বয়—নির্গুণস্য প্রকৃতিতা ন অস্তি, যদ্ বা অস্তি, সা ন অস্তি, সগুণস্য এব মৃদাদেঃ প্রকৃতিত্বোপলম্ভনাৎ। অস্মাভিঃ ভ্রমাধিষ্ঠানতঃ প্রকৃতিত্বম্ উপেয়তে। নির্গুণে জাত্যাদৌ অপি সা অস্তি। ততঃ ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ।

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ স্মৃতিতর্কবেদান্ততীর্থকৃত শ্রীমচ্ছারীরকভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের অধিকরণতাৎপর্য্যনির্ণয় সম্পূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের অধিকরণ, পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্তপক্ষ।

অধিকরণ	পূর্ব্বপক্ষসূত্র	সিদ্ধান্তসূত্র
১। স্মৃত্যধিকরণ—	স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ	ন অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১
		ইতরেষাং চ অনুপলব্ধেঃ।২
২। যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণ—		এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩
৩। ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ—	ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ।৪	
	অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্।৫	
		দৃশ্যতে তু।৬
	অসৎ ইতি চেৎ	ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।৭
	অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্।৮	
		ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ।৯
		স্বপক্ষদোষাৎ চ।১০
	তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অন্যথানুমেয়মিতি চেৎ	এবমপি অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১
৪। শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ—		এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতা।১২
৫। ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ—	ভোক্ত্রাপত্তেঃ অবিভাগঃ চেৎ	স্যাৎ লোকবৎ।১৩
৬। আরম্ভণাধিকরণ—		তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪
		ভাবে চ পলব্ধেঃ।১৫
		সত্ত্বাৎ চ অবরস্য।১৬
	অসদ্ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ	ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ। ১৭
		যুক্তেঃ শব্দান্তরাৎ চ।১৮
		পটবৎ চ।১৯
		যথা চ প্রাণাদি।২০
৭। ইতরব্যপদেশাধিকরণ—	ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।২১	
		অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।২২
		অশ্মাদিবৎ চ তদনুপপত্তিঃ।২৩
৮। উপসংহারদর্শনাধিকরণ—	উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ	ন ক্ষীরবৎ হি।২৪
		দেবাদিবদপি লোকে।২৫
৯। কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণ—	কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা।২৬	
		শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।২৭
		আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। ২৮
		স্বপক্ষদোষাৎ চ।২৯
		সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।৩০
১০। সর্ব্বোপেতাধিকরণ—	বিকরণত্বাৎ ন ইতি চেৎ	তৎ উক্তম্।৩১
১১। ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণ—	ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ।৩২	
		লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্।৩৩
		বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।৩৪
১২। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণ—	ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেৎ	ন অনাদিত্বাৎ।৩৫
		উপপদ্যতে চাপি উপলভ্যতে চ।৩৬
১৩। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণ—		সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।৩৭

ভামতীটীকা

ভামতীপ্রভা।

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

অমন্দানন্দসন্দোহনিষ্যন্দিপদপঙ্কজম্।
বন্দে বৃন্দাবনানন্দনিদানং নন্দনন্দনম্॥
কালিন্দীপুলিনে মিলৎপরিজনে বৃন্দাবনে পাবনে,
খেলদ্‌গোকুলসঙ্কুলে ব্রজকুলে ফুল্লৎতমালাকুলে।
ক্রীড়দ্ধীরসমীরনীরমধুরে লীলাধুরীণো হরিঃ,
পায়াৎ তান্ শরণাগতান্ স্থনিয়তান্ রাখালরাজোঽনিশম্॥

রমানাথায় গুরবে সদ্বিপ্রকুলকেতবে। সেতবে শাস্ত্রসিন্ধূনাং শ্রেয়সাং হেতবে নমঃ॥
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় নমো জ্ঞানাকরায় চ। কৃপয়া জ্ঞানদীপোঽয়ং দীপিতো যেন চাঞ্জসা॥
শঙ্করায় নমস্তস্মৈ বেদান্তে নিষ্ঠিতায় চ। ভামতীপতয়ে বাচস্পতয়েঽমৃতসেবিনে॥
মাতঃ প্রবোধজননীশ্রুতিবাণি তর্কা মীমাংসিকে কপিলযোগকণাদবাণি।
শাব্দস্মৃতে ভবত যূয়মিতঃ সহায়া বাচস্পতের্ব্বচসি যৎ কৃতসাহসোঽহম্॥
তর্কালীঢ়দৃঢ়প্রগাঢ়ধিষণাবিদ্রাবিতাম্নায়বিদ্—গোষ্ঠীদুর্গমদুর্গবিক্রমঘটাপঞ্চাস্যবাচস্পতেঃ॥
সেয়ং শাঙ্করভাষ্যরত্নকলনানিলুণ্ঠনাস্ফালনা জীয়াৎ বাক্ মিতয়া তয়াঽপ্যমৃতয়া বক্তুং প্রয়াসো মম॥
মিশ্রামিশ্রিতভাষ্যার্থঃ সূত্রার্থোঽপি চ বক্ষ্যতে। যথামতি মতিপ্রীত্যৈ ব্রহ্মামৃতপিপাসুনা॥
শ্রীমতা চারুকৃষ্ণেন কৃষ্ণনিষ্ঠেন ধীমতা। বিপ্রেণ প্রিয়তর্কেণ ক্রিয়তে ভামতীপ্রভা॥
নিত্যানন্দসমুদ্‌ভাসি সীতারামানুকম্পিতা। তনুতামিয়মানন্দং বাসন্তীব প্রভা সতাম্॥

"জন্মাদ্যস্য যত" (১।১।১) ইতি উপক্রম্য "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (১।৪।২৩) ইত্যুপসংহারেণ শুদ্ধে চেতনে ব্রহ্মণি জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানে সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং সমন্বয়ঃ ব্যবস্থাপিতঃ।

যদি জগতোঽভিন্ননিমিত্তোপাদানং চেতনং ব্রহ্ম, তর্হি স্মৃতিবিরোধঃ, ন্যায়বিরোধঃ, বেদান্তানাং পরস্পরং বিগানং চ। স্মৃতিষু হি কপিলাদিপ্রবর্ত্তিতাসু প্রধানমেব অচেতনম্ উপাদানকারণং স্মর্য্যতে, যুক্তিসিদ্ধশ্চায়মেব বাদঃ, যতঃ প্রপঞ্চবিলক্ষণং ব্রহ্ম ন প্রপঞ্চোপাদানতাম্ অর্হতি, কিন্তু তৎসলক্ষণং প্রধানমেব। তদুক্তম্

"বিশুদ্ধং চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিভাক্। তেন প্রধানসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব বিক্রিয়া"॥ ইতি।

"কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্" ইতি চ। সতি চৈবং "প্রকৃতিশ্চ" ইতি সূত্রসিদ্ধে অভিন্ননিমিত্তোপাদান এব যদি উপনিষদাং তাৎপর্য্যং, তর্হি প্রধানবাদ এব তৎপর্য্যবসানম্। তদপি হি সত্ত্বগুণাশ্রয়ত্বেন জ্ঞানশক্তিমত্ত্বাৎ নিমিত্তং, প্রপঞ্চাকারেণ পরিণমমানত্বাৎ উপাদানং চ ভবতি, ততশ্চ ন অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা ব্রহ্মণি সম্ভবতি—ইতি ব্যবস্থাপিতস্য ব্রহ্মণি সমন্বয়স্য আক্ষেপসমাধানাভ্যাং স্থূণানিখনন-ন্যায়েন দৃঢ়ীকরণার্থং দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ প্রবৃত্তঃ। তস্য ইদম্ আদিমং সূত্রম্—

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।২।১।১

তত্র প্রথমাধ্যায়নিরূপণানন্তরং দ্বিতীয়াধ্যায়নিরূপণে "শাস্ত্রে নাসঙ্গতং ব্রূয়াৎ" ইতি নিয়মাৎ কাচিৎ সঙ্গতিঃ অবশ্যম্ অত্র প্রদর্শনীয়া, ইতি তদর্থং সুখাববোধার্থং চ **"প্রথমেঽধ্যায়ে"** ইত্যাদিনা সংক্ষেপেণ বৃত্তবর্ণনং ভাষ্যে, ইত্যাহটীকায়াং **বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণয়োঃ** ইতি। 'বৃত্তঃ' ব্যাখ্যাতঃ, সমন্বয়াধ্যায় ইতি যাবৎ। 'বর্ত্তিষ্যমাণঃ' ব্যাখ্যাস্যমানঃ, অবিরোধাধ্যায় ইতি যাবৎ। অবিজ্ঞাতবিষয়স্য বিচারাসম্ভবাৎ বিষয়সিদ্ধ্যনন্তরং বিষয়িণোঽস্য আরম্ভঃ ইতি সিদ্ধম্ অনয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যম্। 'বিষয়ঃ' সমন্বয়ঃ। 'বিষয়ী' অবিরোধঃ। **সমন্বয়বিরোধপরিহার-লক্ষণয়োঃ** ইতি। 'সমন্বয়ঃ' সম্যক্‌সম্বন্ধঃ, সাক্ষাৎপরম্পরয়া বা ব্রহ্মণি এব বেদান্তানাম্ তাৎপর্য্যবত্ত্বাৎ তত্রৈব তেষাং সমন্বয়ঃ। 'বিরোধঃ' নাম উক্তবৈপরীত্যসাধকহেতূপন্যাসেন উক্তাক্ষেপঃ, 'পরিহার'শ্চ তন্নিরাসঃ। প্রকৃতে চ সমন্বয়াধ্যায়ম্ আশ্রিত্যৈব বিরোধাৎ স এব বিষয়ঃ, দ্বিতীয়াধ্যায়শ্চ তৎপরিহাররূপত্বাৎ বিষয়ী, ইতি অনয়োঃ বিষয়বিষয়িভাবঃ সঙ্গতিরিতি সূচিতম্।

নন্‌ 'বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণ'পদং ব্যর্থং, বৃত্তস্য জ্ঞাতত্বাৎ বর্ত্তিষ্যমাণস্য চ স্বয়ং জ্ঞাস্যমানত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য আহ—

সঙ্গতিপ্রদর্শনায় ইতি। সঙ্গতিস্তাবৎ 'অনন্তরাভিধানপ্রযোজকজিজ্ঞাসাজনকজ্ঞানবিষয়োঽর্থঃ'। ইতি অনুমিতিদীধিতৌ গৌড়দেশমণিঃ শিরোমণিঃ। "যন্নিরূপণাব্যবহিতোত্তরনিরূপণপ্রযোজিকা যা জিজ্ঞাসা তজ্জনকজ্ঞানবিষয়ীভূতো যো ধর্ম্মঃ স তন্নিরূপিতসঙ্গতিঃ ইত্যর্থঃ" ইতি তট্টীকাকৃতঃ। সা চ ন্যায়মতে ষড়্বিধা। তদুক্তম্—

"সপ্রসঙ্গ উপোদ্‌ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা। নির্ব্বাহকৈক্যকার্য্যৈকো ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে" ॥ ইতি।

ব্রহ্মসূত্রে তু উক্তবিধসঙ্গত্যপেক্ষিতানন্তর্য্যার্থং ষড়র্থা উপাদীয়ন্তে, শ্রুতিশাস্ত্রাধ্যায়পাদাধিকরণসূত্রভেদাৎ। অধ্যায়াদীনাম্ অবান্তরসঙ্গতিশ্চ আক্ষেপাদিভেদেন বহুধা উচ্যমানাঽপি যথাযথম্ উক্তপ্রকারেষু এব অন্তর্ভবতি। সা চ ব্যাসাধিকরণমালায়াং দ্রষ্টব্যা। সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা শ্রুতিব্যাখ্যানরূপত্বাৎ, সর্ব্বশ্রুতীনাম্ ব্রহ্মণি এব পরমতাৎপর্য্যবত্ত্বেন ব্রহ্মবিচারাত্মকত্বাচ্চ, শাস্ত্রেঽস্মিন্ সর্ব্বেষু সূত্রেষু বর্ত্তেতে শ্রুতিশাস্ত্রয়োঃ সঙ্গতী। অধ্যায়পাদাধিকরণসূত্রসঙ্গতয়শ্চ ক্রমেণ পূর্ব্বপূর্ব্বব্যাপ্যভূতাঃ। অধ্যায়চতুষ্টয়াত্মকেঽস্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমস্তাবৎ সমন্বয়ঃ, দ্বিতীয়োঽবিরোধঃ, তৃতীয়ঃ সাধনম্, চতুর্থঃ ফলম্। প্রকৃতপাদশ্চ স্বমতব্যবস্থাপনাত্মকঃ, অত্র অধিকরণানি সন্তি ত্রয়োদশ, সূত্রাণি চ সপ্তত্রিংশৎ, ইতি সংক্ষেপঃ। অধ্যায়াশ্চ প্রত্যেকং চতুষ্পাদাত্মকাঃ, পাদাশ্চ প্রত্যেকং অধিকরণাখ্যন্যায়সম্বরূপাঃ, একেন তদধিকেন বা সূত্রেণ রচিতানি চ অধিকরণানি, অধ্যায়েন অধ্যায়স্য, পাদেন পাদস্য, অধিকরণেন চ অধিকরণস্য, অস্তি অবান্তরসঙ্গতিঃ। শ্রৌতসমন্বয়স্য বিরোধপরিহারার্থত্বাৎ অস্তি অত্র পাদে শ্রুতিসঙ্গতিঃ, ব্রহ্মবিচারাত্মকত্বাৎ শাস্ত্রসঙ্গতিঃ, সাংখ্যাদিপ্রত্যুপস্থাপিতবিরোধপরিহারার্থত্বাচ্চ অধ্যায়সঙ্গতিঃ। বিরোধনিরসনেন স্বমতব্যবস্থাপনাত্মকত্বাৎ অস্তি পাদসঙ্গতিঃ সর্ব্বেষু অধিকরণেষু। তথা এতদধিকরণান্তর্গতসূত্রদ্বয়েঽপি অধিকরণসঙ্গতিরিতি বোদ্ধব্যম্, ইতি।

পূর্ব্বাধ্যায়েন সহ এতদধ্যায়স্য বিষয়বিষয়িভাবসঙ্গতিঃ প্রাগুক্তা, সা চ আক্ষেপরূপা। বিষয়বিষয়িভাবঃ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবঃ। পূর্ব্বস্মিন্ পাদে সাংখ্যীয়প্রধানবিষয়ত্বেন সন্দিহ্যমানাব্যক্তাজাদিশ্রুতিপদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ো দর্শিতঃ, স চ শিষ্টপরিগৃহীততর্কাবলীঢ়সাংখ্যাদিস্মৃতিভির্বিরোধাৎ অসঙ্গতঃ—ইতি ভবতি স্বাভাবিকী শঙ্কা, তৎপরিহারেণ স্বমতব্যবস্থাপনার্থত্বাৎ এতস্য পাদস্য আক্ষেপসঙ্গতিঃ অতীতেন পাদেন মন্তব্যা। পূর্ব্বাধিকরণে তাবৎ প্রধানবৎ পরমণ্বাদিবাদাঃ অবৈদিকত্বাৎ বেদবিরোধাচ্চ প্রতিষিদ্ধাঃ, স তু ন যুক্তঃ, শিষ্টপরিগৃহীতনিরবকাশসাংখ্যস্মৃতেঃ অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ,—ইত্যাক্ষেপে তৎপরিহারার্থত্বাৎ এতেন অধিকরণেন সহ পূর্ব্বাধিকরণস্য সঙ্গতিঃ আক্ষেপরূপা বিজ্ঞেয়া ইতি সংক্ষেপঃ। অধিকরণং চ বিষয়াদিপঞ্চকসমুদায়ঃ। যথাহুঃ পূর্ব্বমীমাংসাবিদঃ—

"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্। নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং মতম্"॥ ইতি।

তত্র বিষয়ো নাম বিচারার্হবাক্যম্। বিশয়ঃ—অস্য অয়মর্থো ন বা ইতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বপক্ষঃ—প্রকৃতার্থবিরোধিতর্কোপন্যাসঃ। উত্তরং—সিদ্ধান্তানুকূলতর্কোপন্যাসঃ। নির্ণয়ঃ—মহাবাক্যার্থতাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ। এবংক্রমেণ বিবেচনম্ অত্র অধিক্রিয়তে ইত্যধিকরণম্। উত্তরমীমাংসারীত্যা তু অধিকরণাঙ্গানি—বিষয়ঃ সন্দেহঃ পূর্ব্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তপক্ষঃ সঙ্গতিঃ ফলভেদশ্চ ইতি ষট্।

অত্র জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানে চেতনে ব্রহ্মণি বেদান্তানাং সমন্বয়ো **বিষয়ঃ**, তস্য চ নিরবকাশসাংখ্যস্মৃত্যা বিরোধাৎ সঙ্কোচো ভবতি ন বা ইতি **সংশয়ঃ**, শিষ্টপরিগৃহীতসাংখ্যস্মৃতেঃ অনবকাশানৌচিত্যাৎ ভবতি সঙ্কোচঃ ইতি **পূর্ব্বপক্ষঃ**, সাংখ্যস্মৃত্যাদরে প্রত্যক্ষশ্রুতিমূল মন্বাদিস্মৃতীনাম্ অনবকাশপ্রসঙ্গাৎ তাভিঃ কল্প্যশ্রুতিমূলসাংখ্যস্মৃতেঃ বাধাৎ সমন্বয়স্য ন সঙ্কোচঃ ইতি **সিদ্ধান্তঃ**। পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়াসিদ্ধিঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিঃ ইতি **ফলভেদঃ** ইত্যধিকরণনির্ণয়ঃ।

ননু এবমপি সংগ্রহেণ বর্ত্তিষ্যমাণপ্রদর্শনং ব্যর্থং, বিনাপি বর্ত্তিষ্যমাণসংগ্রহণং বৃত্তম্ অসঙ্গতম্ ইতি আক্ষেপপ্রদর্শনমাত্রেণ সঙ্গতিপ্রদর্শনসম্ভবাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**সুখগ্রহণায় চ** ইতি। **সংক্ষেপতো** হি বর্ত্তিষ্যমাণার্থকথনেন প্রেক্ষাবতাম্ অধ্যয়নে স্বরসপ্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি ইতি বর্ত্তিষ্যমাণার্থসংগ্রহণম্ ইতি ভাবঃ। **'অনপেক্ষং'** প্রমাণান্তরানপেক্ষম্, ইতরানপেক্ষপ্রামাণ্যকম্ ইত্যর্থঃ। অনেন চ অনুমানাদিপ্রমাণান্তরাপেক্ষসাংখ্যাদিস্মৃত্যপেক্ষয়া বেদান্তবাক্যপ্রাবল্যং সূচ্যতে। **স্বরসসিদ্ধসমন্বয়লক্ষণস্য** ইতি। স্বং বেদান্তবাক্যং, তস্য রসঃ ইচ্ছা—বাক্যস্য চ তদসম্ভবাৎ তাৎপর্য্যনির্ণায়কষড়্‌বিধলিঙ্গোপেতত্বম্ অর্থঃ। তথাচ অনপেক্ষং যৎ বেদান্তবাক্যং তস্য স্বরসেন সিদ্ধং যৎ সমন্বয়লক্ষণং তস্য ইত্যর্থঃ। **আক্ষেপসমাধানকরণাদিতি**। 'আক্ষেপঃ' আপত্তিঃ, 'সমাধানং' তৎপরিহারঃ, তৎকরণাদিত্যর্থঃ। 'লক্ষণেন' অধ্যায়েন, 'সম্বন্ধঃ' সঙ্গতিঃ, সমন্বয়লক্ষণস্য ইত্যন্বয়ঃ।

পাদার্থান্ সংক্ষেপেণ আহ—ভাষ্যকারঃ **ইদানীমিতি**। তত্র প্রথমে পাদে তাবৎ কপিলাদিস্মৃতিপ্রাপ্তস্য সমন্বয়লক্ষণবিরোধস্য পরিহারঃ, দ্বিতীয়পাদে কপিলকণাদাদিপ্রতিপাদিতপ্রধানপরমাণ্বাদিবাদানাম

আগমাদিবিরুদ্ধযুক্তিপূর্ণত্বং প্রদর্শ্য বিরোধপরিহারঃ। তৃতীয়পাদে আকাশাদিসৃষ্টিবাক্যানাং তদ্ভোক্তৃজীবাত্মশ্রুতীনাং চ সর্গপ্রলয়ক্রমাদিকথনেন অবিরোধঃ, চতুর্থে চ পাদে প্রাণাদিলিঙ্গশরীরসৃষ্টিবাক্যানাম্ অবিরোধঃ প্রতিপাদ্যতে। তদুক্তং—

দ্বিতীয়ে স্মৃতিতর্কাভ্যামবিরোধোঽন্যদুষ্টতা। ভূতভোক্তৃশ্রুতেলিঙ্গশ্রুতেরপ্যবিরুদ্ধতা॥ ইতি।

নম্ন সাংখ্যাদীনামপি স্মৃত্যাদ্যবলম্বনেন তত্ত্বনির্ণয়ে কথং বেদান্তসিদ্ধ এব সমন্বয়ঃ সমাদরণীয়ঃ, ন সাংখ্যাদিসিদ্ধসমন্বয়ঃ, ইত্যাশঙ্ক্য সাংখ্যাদিস্মৃতীনাং প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধেন স্মৃত্যাভাসত্বং, বেদান্তবাক্যানাং তদনুসারিস্মৃতীনাং চ ন তাদৃক্ত্বম্ ইতি ন দোষলেশোঽপি ইত্যভিপ্রায়েণাহ ভাষ্যে স্বপক্ষে **স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদানাং চ ন্যায়াভাসোপবৃংহিতত্বম্** ইতি। **স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহার** ইতি। বিরোধস্য পরিহারঃ বিরোধপরিহারঃ, স্মৃতিন্যায়াভ্যাং বিরোধপরিহারঃ স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহারঃ ইতি। স্মৃত্যবলম্বেন ন্যায়াবলম্বেন চ বিরোধঃ স্মৃত্যবলম্বেন ন্যায়াবলম্বেন চ পরিহ্রিয়তে ইতি ভাবঃ।

নম্ন উভয়োরপি স্মৃতিত্বাবিশেষে ন্যায়ত্বাবিশেষে চ বিনিগমনাবিরহঃ ইতি শঙ্কায়াম্ আহ—**ন্যায়াভাস** ইতি। "ন্যায়ো নাম প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণম্, প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতম্ অনুমানং, সা অন্বীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমাভ্যাম্ ঈক্ষিতস্য অন্বীক্ষণম্ অন্বীক্ষা, তয়া প্রবর্ত্ততে ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্। যৎ পুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং, ন্যায়াভাসঃ স" ইতি ন্যায়ভাষ্যকৃতঃ। 'প্রমাণৈঃ' সর্ব্বপ্রমাণমূলকৈঃ প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চাবয়বৈঃ, অর্থস্য সাধ্যসাধনস্য হেতোঃ পরীক্ষণং ন্যায়ঃ, তদ্বৎ আভাসন্তে যে তে ন্যায়াভাসাঃ, ন তু বস্তুতো ন্যায়া ইত্যর্থঃ। অথবা নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিঃ অনেনেতি ন্যায়ঃ, সমস্তরূপোপপন্নলিঙ্গবোধকবাক্যজাতম্ ইত্যর্থঃ। ন্যায়াভাসেতি স্মৃত্যাভাসস্য উপলক্ষণং, প্রধানবাদাদীনাং ন্যায়াঃ স্মৃতয়শ্চ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতত্বাৎ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিনা চ স্বয়ম্ আভাসরূপা, ইতি ন তত্ত্বনির্ণয়ে পর্য্যাপ্তং প্রমাণম্। অনেন চ পূর্ব্বপক্ষযুক্তয়োঽপি সূচ্যন্তে। ব্রহ্মকারণতাপরবেদান্তবাক্যবিরোধাৎ প্রধানপরমাণ্বাদিপ্রতিপাদনপরা ন্যায়া ন্যায়াভাসা ইত্যর্থঃ।

অয়ং ভাবঃ—শ্রুতিতাৎপর্য্যনির্ণয়ার্থং খলু প্রবৃত্তমিদং ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রং তস্য তাৎপর্য্যং সাংখ্যাদিস্মৃত্যবিরোধেন প্রধানে এব অবধার্য্যতে, ন ব্রহ্মণি, শ্রুতিব্যাখ্যানরূপত্বাৎ স্মৃতীনাম্। "ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্" ইতি ন্যায়েন সন্দিগ্ধে শ্রুত্যর্থে স্মৃত্যনুসারিব্যাখ্যানস্যৈব যুক্তত্বাৎ, শ্রুতিপ্রতিপাদিতে কপিলাদিমহর্ষিপ্রবর্ত্তিতসাংখ্যস্মৃতিসিদ্ধে এবার্থে বেদান্তানাং পর্য্যবসানং, যদি তু মন্বাদিস্মৃতীনাম্ অপি শ্রুতিব্যাখ্যানরূপত্বাৎ তদনুসারিণি অর্থে ব্রহ্মণি অপি তাৎপর্য্যং ন বিরুদ্ধম্ ইতি মন্যতে, এবমপি স্মৃতিদ্বয়বিরোধে প্রাবল্যদৌর্ব্বল্যানির্ণয়াৎ সংশয়ঃ পরং ভবত্যেব, ইতি স্মৃত্যনবকাশাধিকরণং সাবকাশম্ ইতি হৃদয়ম্।

নম্ন শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে স্মৃতেঃ দুর্ব্বলত্বাৎ কথং স্মৃতিবিরোধেন শ্রুতেঃ অন্যথানয়নম্? ইত্যাশঙ্ক্য মন্বাদিস্মৃতীনাং পরোক্ষধর্ম্মবোধনার্থং প্রবৃত্তানাং শ্রুত্যপেক্ষয়া দুর্ব্বলত্বেঽপি, মোক্ষসাধনম্ উপদেষ্টুং প্রবৃত্তানাং সাংখ্যাদিস্মৃতীনাং ন তথা দৌর্ব্বল্যং স্বীকর্ত্তুং শক্যতে। মোক্ষসাধনং হি সাক্ষাৎকারঃ, যুক্তীনাং মননপদবাচ্যানাং তদুপযোগিত্বাৎ সন্নিকর্ষঃ, ইতি স্বয়ং মননেন সাক্ষাৎকৃত্য কপিলাদিভিঃ প্রবর্ত্তিতানাং স্মৃতীনাং শ্রুতিসমানযোগক্ষেমং প্রামাণ্যং স্বীকর্ত্তব্যমিতি স্মৃত্যপেক্ষয়া শ্রুতিপ্রাবল্যব্যবস্থায়াঃ ন সিদ্ধকারণপরস্মৃতিবিষয়ত্বম্, ইতি নিরূপণার্থং ভাষ্যে **স্মৃতিশ্চ তন্ত্রাখ্যা** ইত্যুক্তম্। অপিচ অনন্যপরতর্কানুরোধেন শ্রৌতব্রহ্মাদিপদানাং বৃহত্ত্বগুণসাম্যাৎ প্রধানপরতয়ৈব ব্যাখ্যানং যুক্তম্। অত্র তন্ত্রপদেন শ্রুত্যমূলেষু আগমেষু বৌদ্ধাদিপ্রবর্ত্তিতেষু সাংখ্যস্মৃতেরপি প্রবেশঃ ভাষ্যকারবিবক্ষিতঃ, ইতি শঙ্কানিরাকরণার্থং ব্যাচষ্টে—**তন্ত্র্যতে ব্যুৎপাদ্যতে** ইতি। তথাচ তন্ত্রাখ্যাপদেন "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ" (পূঃ মীঃ) ইতি পূর্ব্বতন্ত্রন্যায়েন প্রকৃতাধিকরণস্য গতার্থত্বনিরাসঃ সূচ্যতে। স্পষ্টীকরিষ্যতে চেদম্ অনুপদমেব স্বয়ং ভাষ্যকৃতা। **আদিবিদুষা ইতি**। অনেন কপিলস্য কারণস্বরূপাবধারণং স্ববুদ্ধিমাত্রাপেক্ষং, ন তু পরোপদেশনিবন্ধনম্ ইতি সূচনেন ভগবৎপ্রবর্ত্তিতং বেদবাক্যমিব কপিলপ্রবর্ত্তিতসাংখ্যস্মৃতিরপি স্বতঃপ্রমাণম্ ইতি শ্রুতিসমানযোগক্ষেমং সাংখ্যস্মৃতিপ্রামাণ্যম্ ইতি জ্ঞাপ্যতে।

নম্ন প্রধানাদিপ্রতিপাদনপরা আসুরিপঞ্চশিখাদিপ্রবর্ত্তিতা অন্যা অপি স্মৃতয়ো বর্ত্তন্তে, তাসাং চ সর্ব্বাসাং স্বতন্ত্রতত্ত্বমহর্ষিপ্রণীতত্বে আদিবিদ্বত্বং কথং কপিলস্যৈব ইতি নির্দ্ধারয়িতুং শক্যতে, ইত্যাশঙ্ক্যাহ **অন্যাশ্চেতি তদনুসারিণ্যঃ** কপিলপ্রণীতস্মৃতিমূলা ইত্যর্থঃ। তথাচ পঞ্চশিখাদিস্মৃতীনাং কপিলস্মৃতিসাপেক্ষং প্রামাণ্যং, কপিলস্মৃতেস্তু স্বতঃপ্রামাণ্যম্ ইতি ন বিরোধ ইতি ভাবঃ।

অত্রায়ং সূত্রার্থঃ—অতীতাধ্যায়োক্তঃ ব্রহ্মকারণপরঃ সমন্বয়ঃ প্রধানকারণপরসাংখ্যস্মৃত্যা বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, ব্রহ্মণো জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বে প্রধানকারণবাদিনী যা পরমর্ষিকপিলপ্রোক্তা সাংখ্যস্মৃতিঃ

তস্যাঃ অনবকাশো বৈয়র্থ্যাৎ, স এব দোষঃ, তৎপ্রসঙ্গঃ, অতঃ উক্তসমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে ইতি তদনুসারেণৈব বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যাঃ ইতি চেৎ, ইতি পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তমাহ—ন ইতি। উক্তসমন্বয়ঃ ন বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ **অন্যস্মৃত্যেতি**—

"অতশ্চ সংক্ষেপমিদং শৃণুধ্বং, নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণং।
স সর্গকালে চ করোতি সর্ব্বং, সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ॥
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা"। ইত্যাদি

ব্রহ্মকারণবাদিস্মৃতীনাম্ অনবকাশদোষঃ প্রসজ্যেত। তস্মাৎ স্মৃতীনাং পরস্পরবিরোধে বেদানুসারিণী এব স্মৃতিঃ আদরণীয়া, তদ্বিরুদ্ধা তু অপ্রমাণম্ উপজীব্যবিরোধাৎ। অতো বেদবিরুদ্ধসাংখ্যস্মৃত্যা সমন্বয়ো ন বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ। অত্র সূত্রীয়প্রথমান্তপদেন অধিকরণারম্ভঃ সূচ্যতে, প্রথমান্তপদস্য বিধায়কত্বাৎ।

সাংখ্যস্মৃতিস্তাবৎ পরমর্ষিণা আদিবিদুষা সর্ব্বজ্ঞকপিলেন প্রণীতা, কেবলমোক্ষোপায়প্রতিপাদনেন বিষয়ান্তরাভাবাৎ নিরবকাশা, মহর্ষিভিঃ পঞ্চশিখাদিভিঃ সমাদৃতা চেতি সর্ব্বোৎকর্ষপরিবৃংহিতসাংখ্যস্মৃত্যা ব্রহ্মকারণবাদস্য সঙ্কোচোঽস্তু ন বা ইতি সন্দেহে "যত্তুক্তং" ইত্যাদি "বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যা" ইত্যন্তভাষ্যস্য আশয়ং বর্ণয়ন্ পূর্ব্বপক্ষম্ আরচয়তি—ন **খলু অমুষামিতি**। তথাহি—

"সঙ্কোচোঽনবকাশেন সাংখ্যেন চ সমন্বয়ে। কার্য্যো ন বেতি সন্দেহে সঙ্কোচঃ কার্য্য এব চ॥
সর্ব্ববিৎকপিলেশৌ হি সাংখ্যবেদপ্রবর্ত্তকৌ। সাংখ্যস্যানবকাশত্বাৎ প্রাবল্যং সাবকাশতঃ"॥ ইতি।

অয়ং ভাবঃ—স্মৃতীনাং হি পরমর্ষিপ্রণীতানাং সর্ব্বাসাং কুত্রচন সার্থক্যম্ অবশ্যং বর্ণনীয়ম্। ন চ যুক্তং সর্ব্বাত্মনা অপ্রামাণ্যং কস্যা অপি স্মৃতের্ব্বক্তুম্। সাংখ্যস্মৃতির্হি প্রকৃতিপুরুষবিবেকং মোক্ষসাধনম্ উপদেষ্টুং প্রবৃত্তা, প্রকৃতিপুরুষবিবেকশ্চ প্রকৃতেরেব কারণত্বং পুরুষস্য তু অসঙ্গত্বম্, ইতি বিবেচনেন ভবতি নান্যথা। সতি চৈবং চৈতন্যস্য অকারণত্বং প্রকৃতেরেব কারণত্বম্, ইতি সাংখ্যসিদ্ধান্ত এব কিম্ উপনিষদাং তাৎপর্য্যং, উত চৈতন্যস্য তত্ত্বে, ইতি বীক্ষায়াং প্রকৃতিকারণত্বপরত্বেঽপি উপনিষদাং সমন্বয়সম্ভবাৎ সাংখ্যবেদান্তোভয়-প্রামাণ্যবাদঃ প্রধানকারণবাদে সম্ভবতি, চৈতন্যকারণবাদে তু বেদান্তমাত্রপ্রামাণ্যবাদঃ, তথাচ সতি শ্রুতিস্মৃত্যুভয়প্রামাণ্যনির্ব্বাহেণ অবাধেন উপপত্তৌ, একতরপ্রামাণ্যবাধকল্পনায়া অন্যায্যত্বাৎ, স্মৃত্যনুসারেণ বেদান্তব্যাখ্যানমেব যুক্তম্ ইতি। অয়মেব হি ন্যায়ঃ মন্বাদীনাং প্রামাণ্যব্যবস্থাপনায়ামপি স্বীক্রিয়তে, অন্যথা মন্বাদিস্মৃতীনাং স্পষ্টং শ্রুতিষু অনুপলভ্যমানপ্রপাতটাকাদিনিরূপণপরাণাম্ প্রামাণ্যম্ অপি ন সিধ্যেৎ, তথাচ যথা মন্বাদিস্মৃতিপ্রামাণ্যনির্ব্বাহার্থং তদবিরোধেন প্রপাদিকর্ত্তব্যতাপরতয়া "যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রাণাং মন্বাদিস্মৃতিবৈয়র্থ্যপরিহারার্থং বিবরণং সাধু মন্যতে, এবং সাংখ্যস্মৃত্যবিরোধেন, বেদান্তানাং বিবরণমেব যোগ্যম্ ইতি তু নিষ্কর্ষঃ। অপি চ মন্বাদিস্মৃতয়ো যথা বর্ণাশ্রমাচারাদিপ্রতিপাদনেন সাবকাশাঃ নৈবং সাংখ্যস্মৃতিঃ, তস্যা অপবর্গোপায়প্রতিপাদনমন্তরেণ বস্ত্বন্তরাপ্রতিপাদনাৎ, তস্যাপি অপ্রতিপাদনে সর্ব্বথা আনর্থক্যং প্রসজ্যেত, নচৈতৎ যুক্তং আপ্তবাক্যানাং, "অতঃ সাবকাশনিরবকাশয়োঃ নিরবকাশং বলীয়ঃ" ইতি ন্যায়াৎ বেদান্তবাক্যানামেব কথঞ্চিৎ সঙ্কোচঃ কার্য্য ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। প্রমাণান্তরনিরপেক্ষশ্রুতিবলেন অবধারিতং যৎ ব্রহ্মণো জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বং, তৎ শ্রুতিমুখাবলোকিস্মৃতিবলেন কথং পুনরাক্ষিপ্যতে শ্রুতিস্মৃত্যো-র্বিরোধে প্রবলতরশ্রুত্যা দুর্বলস্মৃতিবাধস্যৈব যুক্তত্বাদিতি শঙ্কতে ভাষ্যে **কথং পুনঃ**. ইতি। টীকায়াং **প্রসাধিতম্** ইতি। **অনপেক্ষণীয়ত্বম্** ইত্যনেন অন্বয়ঃ। **বিরোধে তু** ইতি। প্রত্যক্ষানুমিতশ্রুত্যো র্মিথো বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বে অনুমিতশ্রুতিপ্রামাণ্যম্ অনপেক্ষং হেয়ম্, অসতি তু বিরোধে শ্রুত্যনুমানদ্বারা স্মৃতিঃ প্রমাণং ভবত্যেব ইতি সূত্রার্থঃ। সামান্যতঃ প্রাপ্তং স্মৃতিপ্রামাণ্যম্ অনেন অপোদ্যতে ইত্যর্থঃ।

তথাহি—"ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বা উদ্গায়েৎ"দিতি প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধা "সর্ব্বামাবেষ্টেত" ইতি স্মৃতিঃ প্রমাণং ন বা ইতি সন্দেহে, বৈদিকৈঃ মন্বাদিভিঃ অভিহিতত্বাৎ তদর্থানুষ্ঠানাচ্চ বেদবিরুদ্ধাপি স্মৃতিঃ শ্রুতিকল্পনয়া "ব্রীহিভি-র্যজেত যবৈর্যজেত" ইত্যুভয়শ্রুতিবৎ প্রমাণং ভবেৎ। বহ্নিপ্রত্যক্ষং যথা বহ্নৌ শৈত্যাভাবং বিষয়ীকরোতি ন তথা প্রত্যক্ষশ্রুতিঃ বিষয়ীকরোতি অনুমেয়শ্রুত্যভাবম্ ইতি বহ্নিপক্ষকশৈত্যানুমানবৎ প্রত্যক্ষশ্রুত্যা অনুমেয়শ্রুতেঃ ন বাধঃ। যৌগপদ্যেন উভয়ানুষ্ঠানম্ অসম্ভবদপি ব্রীহিযবশ্রুতিবৎ প্রত্যক্ষেণাপি স্পর্শবিধিনা সর্ব্ববেষ্টনানুমানং ন বাধ্যতে। অতঃ অনুমানস্য প্রত্যক্ষেণ অবিরোধাৎ বিরুদ্ধানামপি প্রামাণ্যম্ ইতি প্রাপ্তে আহ—

"অপ্রামাণ্যং বিরুদ্ধানামশক্যার্থবিধানতঃ। ঔদুম্বরীং ন শক্নোতি সর্ব্বাং বেষ্টয়িতুং স্পৃশন্॥
বেষ্টিতাং বাঽপি সংস্প্রষ্টুমতোঽন্যোন্যবিরোধতঃ। প্রমেয়াপহ্নুতেরেব বাধঃ স্যাৎ বহ্নিশৈত্যবৎ"॥

অশক্যার্থবিধানত ইতি। সংস্পৃশতা বেষ্টয়িতুম্ অশক্যং, বেষ্টয়তা বা স্প্রষ্টুম্ অশক্যম্, ইতি অশক্যার্থয়োর্বিধানাং বিরুদ্ধানাং শ্রুতীনাং ন প্রামাণ্যং, তদেব দর্শয়তি ঔদুম্বরীমিতি, ঔদুম্বরীং স্পৃশন্ সর্ব্বাম্ ঔদুম্বরীং বেষ্টয়িতুং ন শক্নোতি, সর্ব্ববেষ্টিতাম্ ঔদুম্বরীং বা স্প্রষ্টুং ন শক্নোতি ইতি পরস্পরবিরোধেন প্রমেয়াপহারাৎ প্রত্যক্ষশ্রুত্যা অনুমানস্য বাধঃ স্যাদেব, প্রত্যক্ষবহ্ন্যৌষ্ণ্যেন শৈত্যানুমানবাধবৎ ইত্যর্থঃ। স্মৃতিরপি—

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা" ॥ ইতি।

উপবর্ণনং ব্যাখ্যানম্। **পূর্ব্বপক্ষী** অধিকরণারম্ভবাদী, পূর্ব্বপক্ষিপক্ষস্থিতঃ সূত্রকারঃ ইতি যাবৎ। **শ্রদ্ধাজড়ান্** ইতি শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ "প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেঃ, যে খলু স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞাঃ তে স্বয়মেব শ্রুত্যর্থাবধারণেন শ্রুতিষু শ্রদ্ধাবন্তঃ ইতি ন তেষাম্ অয়ম্ আক্ষেপঃ। মন্দমতীনাং তু স্মৃত্যবষ্টম্ভেন শ্রৌতার্থাবধারণাৎ সাংখ্যাদিস্মৃতিষু চ শ্রদ্ধাতিরেকাৎ তদ্বলেনৈব তে শ্রৌতার্থমবধারয়েয়ুঃ, ন শ্রদ্দধ্যুশ্চ অস্মৎকৃতব্যাখ্যানম্, ইতি তেষাং ভবত্যেব অয়মাক্ষেপঃ, অতঃ তন্নিরাসেন অস্মৎকৃতব্যাখ্যাসু শ্রদ্ধাসম্পাদনার্থং পুনঃ প্রসাধনম্ ইত্যর্থঃ। **আপাতত** ইতি। যথাকথঞ্চিৎ ইত্যর্থঃ। অন্যথা কপিলস্মৃত্যপেক্ষয়া শ্রুত্যর্থাবধারণে "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ" ইতি ন্যায়ো বিরুধ্যেত ইতি ভাবঃ। পরমসাধনং তু বেদো যথা স্বাভাবিকভ্রমান্যযাবৎসিদ্ধবস্তুগোচরেশ্বরবুদ্ধিপ্রভবত্বেন প্রমাণং, তথা সাংখ্যস্মৃতিরপি তাদৃশকপিলবুদ্ধিপ্রভবত্বেন তথৈব প্রমাণম্ ইতি তুল্যমনয়োঃ প্রামাণ্যং, পরং স্ফুটতরং প্রধানাদিপ্রতিপাদনপরতয়া অন্যথয়িতুম্ অশক্যত্বেন নিরবকাশত্বং স্মৃতেঃ প্রাবল্যহেতুঃ, অতঃ তদবিরোধেন শ্রুত্যর্থসঙ্কোচ এব ন্যায্য ইতি তদর্থময়মাক্ষেপঃ ইতি আহ—**অয়মস্যাভিসন্ধিঃ** ইতি। হিরবধারণে। তেন ইতি হেতৌ তৃতীয়া, যস্মাৎ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি সূত্রে ব্রহ্মৈব শাস্ত্রকারণম্ উক্তং, তস্মাৎ ইত্যর্থঃ। "**ব্রহ্মপ্রভবঃ**" ইতি বহুব্রীহিঃ, "সন্" ইতি হরিং স্মরন্ মুচ্যতে ইতিবৎ হেতৌ শতুঃ প্রয়োগঃ, তথাচ ভগবান্ পাণিনিঃ "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" ইতি। তথাচ যতো ব্রহ্মপ্রভবঃ অতঃ ইত্যর্থঃ। **আজানসিদ্ধা অনাবরণভূতার্থমাত্রগোচরা চ** ইতি বুদ্ধিবিশেষণম্, **আজানসিদ্ধা** স্বাভাবিকী ন তু লৌকিকবুদ্ধিবৎ প্রযত্নসাধ্যা, **অনাবরণেতি** আবরণং অবিদ্যা তদ্রহিতং যৎ ভূতার্থমাত্রং পৃথিব্যাদিযাবৎসিদ্ধবস্তু তদ্গোচরা ইত্যর্থঃ। তথাচ মেদিনী—

"ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ জন্তৌ ক্লীবং ত্রিষূচিতে। প্রাপ্তে বৃত্তে সমে সত্যে দেবযোন্যন্তরে তু না" ॥ ইতি।

তথা—অর্থোঽভিধেয়রৈবস্তুপ্রয়োজননিবৃত্তিষু, ইত্যমরঃ।

গোচরো বিষয়ঃ। **মাত্রপদম্** অত্র সাকল্যপরং, তথাচ অমরঃ, 'মাত্রং কার্ৎস্ন্যেঽবধারণে' ইতি। তস্য ব্রহ্মণো বুদ্ধিঃ তদ্বুদ্ধিঃ, সা পূর্ব্বং যস্য স তথা ইত্যর্থঃ। অত্র অনাবরণপদং ভ্রমবারণার্থম্, তথাচ স্বাভাবিকভ্রমান্যসর্ব্ববিষয়কব্রহ্মীয়বুদ্ধিত্বপর্য্যাপ্তাবচ্ছেদকতাককারণতানিরূপিতকার্য্যতাকো বেদ ইতি ফলিতার্থঃ। এতদেব স্ফুটীকরিষ্যতি অনুপদমেব সাংখ্যস্য বেদসাম্যপ্রতিপাদকা"নাবরণসর্ব্ববিষয়তদ্বুদ্ধিপ্রভবা" ইতি গ্রন্থেন। অতোঽত্র ভ্রমবৎ সত্যানৃতগোচরত্বং বারয়তি মাত্রেতি ইতি কল্পতরুব্যাখ্যানং চিন্ত্যম্। সত্যানৃতবিষয়ত্বস্য অনাবরণপদেনৈব বারণাৎ। মাত্রপদস্য সাকল্যার্থত্বং চ "সর্ব্ববিষয়তদ্বুদ্ধিপ্রভবা" ইতি পরগ্রন্থেন স্পষ্টীকৃতম্। এতেন এতাদৃশব্রহ্মবুদ্ধিপ্রভবত্বাৎ বেদস্য পৌরুষেয়ত্বং সাধিতম্। যদ্যপি "শাস্ত্রযোনিত্বা"দিতিসূত্রে পূর্ব্বপূর্ব্বসর্গানুসারেণ উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসবৎ অযত্নতঃ তাদৃশতাদৃশানুপূর্ব্বীমদ্বেদবিরচনাৎ বেদপ্রণয়নে ভগবতঃ স্বাতন্ত্র্যাভাবেন অপৌরুষেয়ত্বমেব বেদস্য সিদ্ধান্তিতং, তথাপি পূর্ব্বপক্ষিমতানুসারেণ কথঞ্চিৎ পৌরুষেয়ত্বমভিহিতমিতি ধ্যেয়ম্। **আজানসিদ্ধভাবানাম্** ইতি। জন্মনঃ প্রভৃতি সিদ্ধাঃ প্রাপ্তাঃ ভাবাঃ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণি যেষাং তেষাম্ ইত্যর্থঃ। স্পষ্টতয়া প্রধানাদিপ্রতিপাদনাৎ ন শক্যতে অন্যপরত্বমপি তাসাং ব্যাখ্যাতুম্ ইত্যাহ **ন চৈতা** ইতি। **স্ফুটতরম্** ইতি। স্ফুটতরত্বং চ প্রবলতরতর্কাশ্রয়েণ হি তে প্রধানাদি প্রতিপাদয়ন্তি, তর্কস্য চ শব্দবৎ লক্ষণাদিবৃত্ত্যা অন্যথয়িতুম্ অশক্যত্বেন অন্যপরতয়া ব্যাখ্যাতুম্ অশক্যত্বম্ ইত্যর্থঃ। **তর্কোঽপি** ইতি। তর্কোঽত্র অনুমানং, ন তু উহঃ, স্মর্য্যতে হি অনুমানস্য শাস্ত্রার্থাবধারকত্বং মনুনা যথা—

"প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশশ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ॥ ইতি।

তথাহি—জগদিদম্ অচেতনং সুখদুঃখমোহময়ং চ, প্রধানমপি তথা, ইতি সারূপ্যাৎ প্রধানকার্য্যমেব জগৎ ভবিতুম্ অর্হতি। ব্রহ্ম তু বিশুদ্ধং চেতনং চ, ইতি ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যাৎ ন ব্রহ্মকার্য্যং তৎ ইতি। বক্ষ্যতি চ গ্রন্থকারঃ—

"বিশুদ্ধং চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিভাক্। তেন প্রাধানসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব বিক্রিয়া" ॥ ইতি।

প্রতিপাদয়িষ্যতে চেদম্ উপরিষ্টাৎ। অতঃ তর্কাবলীঢ়ত্বাচ্চ কপিলস্মৃতেঃ প্রাধান্যং লক্ষ্যতে, অতঃ তদনুরোধে-

নৈব যথাকথঞ্চিৎ শ্রুতয়ো ব্যাখ্যাতব্যা ইতি ভাবঃ। ভাষ্যে **"ঋষিং প্রসূতং কপিলম্"** ইতি। অগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ জায়মানং পশ্চাচ্চ প্রসূতং কপিলনামানং ঋষিং যঃ পরমেশ্বরঃ জ্ঞানৈঃ বিভর্ত্তি পালয়তি তং পরমেশ্বরং পশ্যেদিত্যর্থঃ। **তস্য সমাধিঃ** ইতি। তথাহি—

"প্রত্যক্ষশ্রুতিসম্বাদিমন্বাদিস্মৃতিবাধতঃ। কল্পাস্মৃতিনিদানা চ বাধ্যতে কাপিলস্মৃতিঃ"॥ ইতি।

টীকায়াং **যথাহি শ্রুতীনাম্ অবিগানম্** ইতি। "এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে"। "আত্মন এবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদিবেদান্তবাক্যজন্যাবগতীনাং চেতনব্রহ্মকারণবিষয়কত্বেন সামান্যাৎ তুল্যত্বাৎ শ্রুতীনাং ব্রহ্মণি অবিগানম্, অবিরোধ ইত্যর্থঃ।

ঈশ্বরকারণবাদিনীঃ শ্রুতীঃ উদাহরতি ভাষ্যকারো **যত্তৎ** ইতি। সূক্ষ্মং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াগোচরম্ অতএব অবিজ্ঞেয়ং সর্ব্বপ্রমাণাগোচরম্। স পরমাত্মা ভূতানাম্ প্রাণিনাম্ অন্তরাত্মা অন্তর্য্যামী, "যোঽন্তস্তিষ্ঠন্ অন্তরো যময়তি" ইতি শ্রুতেঃ, ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি ক্ষেত্রবৎ ক্ষেত্রম্ সর্ব্বকর্ম্মপ্ররোহভূমিত্বাৎ তৎ জানাতি যঃ স ক্ষেত্রজ্ঞঃ জীব ইত্যর্থঃ। যথাহ ভগবান্—

"ইদম্ শরীরম্ কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ"॥ ইতি।

তস্মাৎ ইতি। তস্মাৎ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ অব্যক্তম্ ভূতসূক্ষ্মম্ উৎপন্নম্, নতু প্রধানম্, তস্যা অনাদিত্বেন উৎপত্ত্যভাবাৎ। **অব্যক্তম্ পুরুষে** ইতি। নির্গুণে গুণাতীতে পুরুষে পুর্যু দেহেষু শেতে অন্তর্য্যামিত্বেন বসতি ইতি পুরুষঃ তস্মিন্ ব্রহ্মণি দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্নে চিদাত্মনি অব্যক্তম্ ভূতসূক্ষ্মম্ সম্প্রলীয়তে, প্রলয়ে ভূতসূক্ষ্মাণামপি লীয়মানত্বাৎ "সর্ব্ব একীভবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। ইতিহাসপ্রমাণমভিধায় পুরাণপ্রমাণমাহ **অতশ্চ** ইতি। **সংক্ষেপম্** ইতি। অগণিতপ্রপঞ্চজাতস্য প্রত্যেকশো ভগবৎসৃষ্টত্বস্য অশক্যবচত্বাদিত্যর্থঃ। **পুরাণঃ** পুরাঽপি নব এব। **নারায়ণ** ইতি। নরাৎ নরাখ্যপ্রজাপতেরুৎপন্না যে অর্থাঃ তথা নরাজ্জাতম্ সৎ জলম্ তদয়নাৎ তদাশ্রয়াৎ নারায়ণঃ। তথাচ স্মৃতিঃ—

"নরাৎ জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নম্ পূর্ব্বম্ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ"॥

মনুরপি—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ"॥ ইতি॥

আপোঽস্য পরমাত্মনো ব্রহ্মরূপেণাবস্থিতস্য পূর্ব্বম্ অয়নম্ আশ্রয় ইত্যাগমেষু আম্নাতঃ ইতি কুল্লুকভট্টঃ। **অহং সর্ব্বস্য** ইতি, প্রভবতি অস্মাদিতি **প্রভব** উৎপত্তিহেতুঃ, প্রলীয়তেঽস্মিন্ ইতি **প্রলয়ঃ** লয়কারণমিত্যর্থঃ। **তস্মাৎ** ইতি। তস্মাৎ প্রকৃতাৎ পরমাত্মনঃ সর্ব্বে **কায়াঃ** ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তাঃ, কং জলং অয়ঃ অশ্রয়ো যেষাং তে কায়াঃ, ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। **প্রভবন্তি** উৎপদ্যন্তে ইতি পরমাত্মনো নিমিত্তকারণত্বং দর্শিতং। তথাচ মনুঃ—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবৎ হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥
তস্মিন্নণ্ডে স ভগবান্ উষিত্বা পরিবৎসরম্। স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোৎ দ্বিধা॥
তাভ্যাং স শকলাভ্যাং চ দিবং ভূমিং চ নির্ম্মমে। মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানং চ শাশ্বতম্"॥ ইতি।

মূলম্ উপাদানকারণং যতঃ **শাশ্বতিকঃ** শশ্বৎভবঃ, সদাতন ইত্যর্থঃ। স চ কুতঃ যতো **নিত্যঃ,** ধ্বংসপ্রাগভাবাপ্রতিযোগী, ইত্যর্থঃ। শ্রুতিবিরোধমনুক্ত্বা স্মৃতিবিরোধোপন্যাসবীজমাহ **স্মৃতিবলেন** ইতি। টীকায়াং **পরস্পরবিগানাৎ** পরস্পরবিরোধাৎ। **অবহেয়া ইতি।** যথা বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বতঃ বহ্ন্যভাবব্যাপ্যজলবান্ পর্ব্বত ইতিসৎপ্রতিপক্ষস্থলে দ্বয়োরেব তুল্যবলত্বাৎ ন কস্যাপি অনুমিতিঃ, এবং স্মৃতীনাম্ অন্যোন্যবিপ্রতিপন্নানাং পুরুষার্থাপ্রতিপাদকত্বাৎ সুন্দোপসুন্দন্যায়েন অবহেয়ত্বম্ ইত্যর্থঃ। **অর্ব্বাগ্** ইতি, যোগিনাং তু শ্রুতিমন্তরেণাপি যোগজজ্ঞানেন অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শনসম্ভবাৎ **"ন চ অতীন্দ্রিয়ার্থান্"** ইতি ভাষ্যম্ অর্বাগ্দৃগভিপ্রায়ম্ ইত্যর্থঃ। অর্বাঞ্চঃ অবিবেকিনঃ মূঢ়া ইতি যাবৎ, তদ্বৎ বহিষ্ঠান্ এব ঘটপটাদিপদার্থান্ দ্রষ্টুং শীলা ইতি অর্বাগ্দৃশঃ তদভিপ্রায়মিদং ভাষ্যমিত্যর্থঃ। যোগিনস্তু অতিসূক্ষ্মানপি পদার্থান্ করামলকবৎ যথাকামং পশ্যন্তি। তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াং চ তদপাশ্রয়াম্"॥ ইতি।

যোগিপ্রত্যক্ষং চ সমর্থিতং দেবতাধিকরণে। **নিরাকরোতি** ইতি। পূর্ব্বপক্ষং নিরস্যতি **"ন"** ইত্যাদিনা ইত্যর্থঃ। **ঈশ্বরবৎ** ইতি। ঈশ্বরস্য হি স্বতঃসিদ্ধসর্ব্বজ্ঞত্বাদিপরমকল্যাণগুণসাগরতয়া ন শ্রুত্যপেক্ষা তথাচ বিষ্ণুপুরাণং—

"গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ, অশেষকল্যাণগুণাত্মকো হি" ইতি।
"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অকুণ্ঠশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য চ"॥ ইতি।

কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে বর্দ্ধমানোপাধ্যায়াঃ। কপিলাদয়স্তু প্রাগ্ভবীয়বেদার্থানুষ্ঠানোপচিতপুণ্যপুঞ্জপ্রভাবাৎ সহজাতসিদ্ধয়ঃ ইতি **আজানসিদ্ধা** ইত্যুচ্যন্তে। অতঃ সাধারণপুরুষবিলক্ষণা ইতি ভাবঃ। **তদনুষ্ঠানবতাং** বেদার্থানুষ্ঠানবতাং **প্রাচি ভবে** ইত্যনেন অন্বয়ঃ। **প্রাগ্ভবীয়** ইতি। প্রাগ্ভবীয়ং যৎ বেদার্থানুষ্ঠানং শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাদি, তেন লব্ধং জন্ম যাসাং তাস্তথা তদ্ভাবাৎ ইত্যর্থঃ।

অবধৃত ইতি। অবধৃতং বিশেষেণ নিশ্চিতং বেদানাম্ প্রামাণ্যম্ যৈঃ তেষাম্ ইত্যর্থঃ। **তদপবাধিতম্** বেদবাধিতম্। **অপ্রমাণমেব** ইতি। উপজীব্যবিরোধাদিতি শেষঃ। তথাহি বেদপ্রামাণ্যনিশ্চয়েন তদর্থানুষ্ঠানলব্ধসিদ্ধেঃ পুনস্তদ্বিরুদ্ধার্থকথনং মূলত এব কুঠার ইতি ভাবঃ। **তদ্বচনাৎ** সিদ্ধবচনাৎ, **অনাশ্বাসঃ** ন নিষ্কম্পপ্রবৃত্তিঃ অপ্রবৃত্তির্বা ইত্যর্থঃ। ভাষ্যে **বিপ্রতিপত্তৌ** ইতি। পরস্পরবিরোধে ইত্যর্থঃ। **প্রমাণম্** ইতি। কল্পাশ্রুত্যপেক্ষয়া প্রত্যক্ষশ্রুতের্বলবত্ত্বাদিতি শেষঃ। **ইতরাঃ** কল্প্যশ্রুতিমূলাস্তু স্মৃতয়ঃ **অনপেক্ষ্যাঃ** ন অপেক্ষ্যন্তে ইতি অনপেক্ষ্যা হেয়া ইতি যাবৎ। তথাচ মনুঃ—

"যে বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। তাঃ সর্ব্বা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ"॥ ইতি।

অত্রৈব জৈমিনিসূত্রম্ উদাহরতি **বিরোধে তু** ইতি। ব্যাখ্যাতমেতৎ অধস্তাৎ। **সচ** ইতি "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্ম" ইতি পূর্ব্বমীমাংসাসূত্রং, চোদনা বিধিঃ স এব লক্ষণং প্রমাণং যস্য এবম্ভূতো যোঽর্থঃ অগ্নিহোত্রাদিঃ সঃ ধর্ম্মঃ ন তু চৈত্যবন্দনাদিরিত্যর্থঃ। **অতিশঙ্কিতুং** মুখ্যবৃত্তিপরিত্যাগেন গৌণবৃত্ত্যা ব্যাখ্যাতুম্ ইত্যর্থঃ। **সিদ্ধব্যপাশ্রয়** ইতি। সিদ্ধিশ্চ যোগজপ্রভাববিশেষঃ, সিদ্ধা যে কপিলাদয়ঃ তদ্বাক্যাশ্রয়েণ শ্রুত্যর্থকল্পনায়াং ইত্যর্থঃ। সিদ্ধপ্রণীতস্মৃতীনাং পরস্পরবিরোধে শ্রুত্যাশ্রয়মন্তরেণ বেদার্থাবধারণাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। **বৈশ্বরূপ্যম্** বৈবিধ্যম্। **তত্ত্বাব্যবস্থানম্** তত্ত্বানিশ্চয়ঃ। **তস্যাপি** ইতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী। পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি ইত্যর্থঃ। **শ্রুত্যনুসার** ইতি কা চ স্মৃতিঃ শ্রুতিম্ অনুসরতি, কা চ তাম্ অবহায় স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবর্ত্ততে ইতি বিষয়বিচারেণ ইত্যর্থঃ। **প্রজ্ঞাসংগ্রহঃ** বুদ্ধিস্থৈর্য্যম্। টীকায়াং **ন চ বিকল্প** ইতি। ক্রিয়া হি ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণবৎ বিকল্প্যতে ন সিদ্ধং বস্তু, পরিনিষ্ঠিতত্বাৎ তস্য ইত্যর্থঃ। **অনুষ্ঠানম্** ইতি। অনাগতং ভব্যম্ অথচ উৎপাদ্যং জননার্হম্ এবম্ভূতম্ অনুষ্ঠানং ক্রিয়া ইত্যর্থঃ। অনাগতং চ তৎ উৎপাদ্যং চেতি অনুষ্ঠানবিশেষণম্। **শ্রুতি সামান্যমাত্রেণ** ইতি। সগরপুত্রদাহকস্য সাংখ্যকারস্য চ কপিল ইতি বর্ণসাম্যমাত্রেণ ইত্যর্থঃ। শ্রৌতশ্চ কপিলো হিরণ্যগর্ভঃ কনককপিলবর্ণত্বাৎ,—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ"। "হিরণ্যগর্ভং পশ্যতি জায়মানম্"॥

ইত্যেকবাক্যত্বাৎ। বেদবিরুদ্ধসাংখ্যতন্ত্রপ্রবর্ত্তকশ্চাপরঃ কশ্চিৎ কপিলঃ অগ্নিবংশসম্ভূতঃ, তথাচ বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়বাক্যম্—

"কপিলং পরমর্ষিং চ যমাহুর্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ"॥ ইতি।

পদ্মপুরাণং চ—

"কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈবচ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতম্। সর্ব্ববেদবিরুদ্ধং চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ॥
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্"॥ ইতি।

ততশ্চ সিদ্ধং কপিলানাং দ্বিত্বং, নিরীশ্বরসাংখ্যপ্রবর্ত্তক একোঽগ্নিবংশসম্ভূতঃ, অপরো দেবহূতিতনয়ঃ বাসুদেব নামা সেশ্বরসাংখ্যপ্রবর্ত্তকঃ। তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে—

"নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ। আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে"॥

ইতি কপিলোক্তিঃ, অপরশ্চ শ্রৌতো হিরণ্যগর্ভঃ, স চ ন সাংখ্যকর্ত্তা ইতি। **অন্যার্থদর্শনস্য চ** ইতি। শ্রুতিরিয়ং তাবৎ "পরমাত্মানং পশ্যেৎ" ইতি কপিলসর্ব্বজ্ঞত্বম্ অনূদ্য পরমাত্মদর্শনং বিদধাতি, ন পুনঃ কপিলসর্ব্বজ্ঞতাম্, প্রমাণান্তরেণ কপিলসর্ব্বজ্ঞত্বস্যাপ্রাপ্তেঃ ন অনুবাদমাত্রস্য স্বার্থবোধকত্বম্ ইতি ভাবঃ। অথবা পশ্যেদিতি বিধিনা দর্শনমেব বিধীয়তে, ন পুনঃ কপিলসর্ব্বজ্ঞত্বং, তথাত্বে বাক্যার্থবিধানং স্যাৎ, তচ্চ একপদরূপশ্রুত্যর্থবিধানসম্ভবে অন্যায্যম্, তদুক্তং—

"বাক্যার্থবিধিরন্যায্যঃ শ্রুত্যর্থবিধিসম্ভবে" ইতি।

তথাচ অত্র ঈশ্বরদর্শনম্ এব স্বার্থঃ বিধেয় ইতি যাবৎ। কপিলসর্ব্বজ্ঞত্বং চ বাক্যার্থত্বাৎ অন্যার্থঃ, তস্য দর্শনং বোধঃ, তস্য প্রমাণান্তরেণ অপ্রাপ্তত্বেন, অসাধকত্বাৎ তৎপ্রতিপাদকত্বাভাবাৎ উক্তশ্রুতেরিতি শেষঃ। **সর্ব্বভূতেষু** ইতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু সর্ব্বভূতেষু স্থিতম্ আত্মানং স্বস্বরূপং, সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি স্থিতানি ইতি ওতপ্রোতভাবেন স্থিতম্ আত্মানং সংপশ্যন্ সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্, আত্মযাজী ব্রহ্মবিষয়কযাগকর্ত্তা। তদুক্তং ভগবতা—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা"॥ ইতি।

স্বারাজ্যং স্বপ্রকাশব্রহ্মভাবম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যর্থঃ। তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ইতি।

স্মৃতিবিরোধং প্রদর্শ্য সূত্রকারস্যৈব গ্রন্থান্তরবিরোধম্ আহ **মহাভারতেঽপি** ইতি। **পুরুষাঃ** দেহাভিমানিনো জীবাঃ কিং বহবঃ? পরমার্থতো বিভিন্নাঃ? **উত সর্ব্ববস্তুযাথাত্মরূপঃ এক এব**? ইতি জিজ্ঞাসায়াং সিদ্ধান্তমাহ—**বহূনাং পুরুষাণাম্** উপাধিভূতানাং দেহানাং **যথা** ক্ষিতিরেব **একা যোনিঃ** উপাদানং **তথা তং পুরুষং** ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যুক্তেঃ সর্ব্বদেহাধিষ্ঠাতারং, "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্" ইতি ভাগবতোক্তেশ্চ সকলাত্মনামাত্মানং, বিশ্বম্ অখিলজগদভিন্ননিমিত্তোপাদানতয়া বিশ্বস্বরূপং, গুণৈঃ দাক্ষিণ্যৌদার্য্যসর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদিভিঃ অধিকং পরিপূর্ণং কথয়িষ্যামি। সর্ব্বেষাং তত্তদ্দেহাবচ্ছেদভেদেন ভিন্নানাম্ আত্মনাং সাক্ষিভূতঃ সর্ব্বাত্মাঽপি ন তত্তাদাত্ম্যাভিমানবান্। কেনচিদপি ইন্দ্রিয়েন চক্ষুরাদিনা ন প্রকাশ্যঃ "নৈবাঽসৌ চক্ষুষাঃ গ্রাহ্যঃ" ইত্যাদ্যুক্তেঃ, যথা বহ্নিজাতাঃ স্ফুলিঙ্গাদয়ো বহ্নিং ন প্রকাশয়ন্তি, তথা তৎপ্রকাশলব্ধপ্রকাশাশ্চক্ষুরাদয়োঽপি ন তং প্রকাশয়ন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি বিশ্বেষাং জীবানাং মূর্দ্ধানঃ এব মূর্দ্ধা যস্য স্বাভিন্নত্বাৎ তেষাম্। এবং সর্ব্বেষাং হস্তপাদাদয়ো অস্যৈব ইতি। এক এব পরমাত্মা লিঙ্গশরীরোপাধিনা জীবরূপেণ দেহাৎ দেহান্তরং গচ্ছতি, তথাপি ন জীববৎ কর্ম্মপরতন্ত্রঃ, কিন্তু স্বাধীনীকৃতমায়ত্বাৎ স্বচ্ছন্দবিহারী, "স সম্রাড়িতি হোবাচ" ইতি শ্রুতেঃ। অতএব **যথা সুখম্** ইতি নিজানন্দপূর্ণ ইতি। সাংখ্যতন্ত্রস্য স্মৃতিবিরোধং প্রদর্শ্য উপজীব্যবিরোধং দর্শয়তি **শ্রুতিশ্চেতি**। **যস্মিন্** ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞানকালে **বিজানতঃ** ব্রহ্মত্বেন আত্মানম্ সাক্ষাৎকুর্ব্বতঃ অস্য যোগিনঃ আকাশাদীনি ভূতানি আত্মৈব অভূৎ, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং সমূলবাধাৎ, **তত্র** তস্মিন্‌কালে **কঃ শোকঃ** দুঃখং, **কঃ মোহঃ** দেহাত্মবুদ্ধিঃ, সবাসনকর্ম্মণাম্ বিনাশাৎ। অত্র হেতুমাহ—**একত্বমিতি**। বেদস্মৃত্যোর্বিরোধে কিমিতি বেদেনৈব স্মৃতির্বাধ্যতে ন স্মৃত্যা বেদস্য ইত্যত আহ—**বেদস্যেতি**। এতচ্চ টীকাব্যাখ্যায়াম্ নিপুণম্ প্রতিপাদয়িষ্যতে।

কপিলতন্ত্রাপেক্ষয়া বেদস্য বৈলক্ষণ্যম্ প্রতিপাদয়তি টীকায়াম্ **অয়মভিসন্ধিরিতি**। সংস্কারারূঢ়পূর্ব্বপূর্ব্বসর্গানুস্যূতানুপূর্ব্বীমদ্বেদং স্মারং স্মারং সমুল্লিখন্ ভগবান্ ন বেদপ্রণয়নে স্বতন্ত্রঃ কপিলাদিবৎ, কিন্তু গুরূল্লেখক্রমানুসারিশিষ্যানুকারবৎ পূর্ব্বপূর্ব্ববেদানুসারিপদবাক্যান্যনুকরোতি কেবলম্ ইতি কর্ত্তৃত্বং অস্বাতন্ত্র্যং চ সিদ্ধং ঈশ্বরস্য, অতএব চ অপৌরুষেয়ত্বং বেদস্য।

ননু যথা কপিলাদয়ঃ প্রাক্ অর্থমবধায় প্রণয়ন্তি শাস্ত্রং, তথা ঈশ্বরোঽপি প্রাক্ অর্থমবধায় পশ্চাৎ প্রণিনায় বেদং ইতি ন কপিলাদিতো বৈলক্ষণ্যং তস্য ইত্যত আহ **শাস্ত্রার্থজ্ঞানং চেতি**। তথাচ শাস্ত্রতদর্থজ্ঞানয়োর্যুগপদাবির্ভাবেন পৌর্বাপর্য্যাভাবাৎ ন কার্য্যকারণভাবঃ, কার্য্যাব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিত্বস্যৈব কারণত্বনিয়মাৎ ইতি ভাবঃ। অতো ন কপিলাদিসাম্যং বেদপ্রণেতুঃ। অর্থবোধপূর্ব্বকং কপিলাদীনাং শাস্ত্রপ্রণয়াৎ, ঈশ্বরস্য চ তথাত্বাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। **শাস্ত্রং চেতি**। তথাচ ঈশ্বরীয়জ্ঞানপূর্ব্বকরচনাভাবেঽপি প্রামাণ্যং দর্শিতং বেদস্য, তথাহি পুরুষোচ্চরিতে ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবাখ্যপৌরুষদোষচতুষ্টয়বশাৎ ভবেৎ অপ্রামাণ্যশঙ্কা, তন্নিরাসায় অপেক্ষণীয়ং নির্দোষবাক্যং, অপৌরুষেয়বেদবাক্যানাং তু তাদৃশশঙ্কৈব নোদেতি ইতি নিরপেক্ষমেব প্রামাণ্যং তস্য, অতঃ সিদ্ধং বেদস্য স্বতঃপ্রামাণ্যম্। **কপিলাদিবচাংসি তু ইতি**। "তু" ইতি বেদসাম্যং বারয়তি। **স্বতন্ত্রকপিলাদিপ্রণেতৃকাণি** ইতি। তথাচ বেদপ্রণয়নে ঈশ্বরস্যৈব ন অস্বাতন্ত্র্যং কপিলাদেরিতি কর্ত্তৃতো বিশেষঃ। ক্রিয়াতো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি **তদর্থস্মৃতিপূর্ব্বকাণি** ইতি। তেষাং কপিলাদিবচসাং অর্থা এব অর্থা যাসাং তাদৃশস্মৃতয়ঃ পূর্ব্বং যেষাং বচসাং তানি ইতি বহুব্রীহিগর্ভোবহুব্রীহিঃ, এবং তদর্থানুভবপূর্ব্বা ইত্যত্রাপি, তথাহি তেষাং কপিলবচসাং অর্থা এব অর্থা যাসাং স্মৃতীনাং তাঃ তদর্থাঃ, তাসাং অর্থা এব অর্থাঃ যেষাং অনুভবাদীনাং তে তদর্থানুভবাঃ তে পূর্ব্বং যাসাং তাঃ তথোক্তাঃ স্মৃতয়ঃ ইত্যর্থঃ। তথাচ বেদতদর্থজ্ঞানয়োঃ অক্রমেণ আবির্ভাবাৎ ন পৌর্ব্বাপর্য্যং, কপিলবচসাং তু অর্থস্মৃতিপূর্ব্বকবিরচনাৎ স্ফুটতরং তয়োঃ পারম্পর্য্যং ইতি ক্রিয়াতো বিশেষঃ।

তস্মাৎ ইতি। কপিলাদিবচসাং তদর্থস্মরণপূর্ব্বকং স্বাতন্ত্র্যেণ কপিলাদিভিঃ প্রণয়নাৎ ইত্যর্থঃ। **অর্থপ্রত্যয়েতি।** অর্থপ্রত্যয়স্য অবং হেতু র্যঃ প্রমাণনিশ্চয়ঃ যোগ্যতানিশ্চয়দ্বারা ইতি শেষঃ, তস্মৈ ইত্যর্থঃ। যাবৎ যাবতা কালেন ইত্যর্থঃ। **স্মৃত্যনুভবাবিতি।** প্রমাণ্যনিশ্চয়ায় স্মৃতিঃ কল্পনীয়া, স্মৃতিশ্চ অনুভবমন্তরেণ ন সম্ভবতি সংস্কারদ্বারকানুভবজন্যত্বাৎ স্মৃতেঃ, ইতি স্মৃতিঃ অনুভবশ্চ কল্পনীয়ৌ। **তাবৎ** ততঃ প্রাগেব। **শীঘ্রতরেতি।** যাবৎ স্মৃতীনামর্থপ্রত্যয়হেতুপ্রামাণ্যনিশ্চয়ায় স্মৃত্যনুভবার্থং ক্ষণদ্বয়মপেক্ষ্যতে তাবৎ একেনৈব ক্ষণেন শ্রুত্যা স্বার্থঃ প্রত্যায্যতে ইতি শীঘ্রতরপ্রবৃত্তশ্রুত্যা বিলম্বপ্রবৃত্তস্মৃত্যর্থাপহারাৎ স্মৃতেঃ প্রামাণ্যং বাধ্যতে ইতি সংক্ষেপঃ। নন্বস্তু বিলম্বেন স্বার্থপ্রত্যায়কত্বং স্মৃতেঃ তথাপি কথং শ্রুত্যা তদর্থাপহারঃ, ইতি চেৎ, ভবেদেবং যদি উভয়োর্ব্যবস্থিতার্থপ্রতিপাদকত্বং ভবেৎ। প্রকৃতে তু শ্রুতেঃ চেতনপ্রকৃতিত্বং স্মৃতেশ্চ প্রধানপ্রকৃতিত্বং বদন্ত্যা বিরোধাৎ বলীয়সা শ্রুত্যর্থেন স্মৃত্যর্থোঽপহ্রিয়তে ইতি ধ্যেয়ম্।১

ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ।২

ইতরেষাং প্রকৃতিভিন্নানাং মহদহঙ্কারতন্মাত্রাণাং লোকবেদয়োঃ **অনুপলব্ধেশ্চ** সাংখ্যস্মৃত্যনবকাশো ন দোষঃ, ইতি সূত্রার্থঃ। ননু **"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ"** ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণসত্ত্বে কথং অনুপলব্ধিরিত্যত আহ ভাষ্যে **যদপীতি।** **কার্য্যস্মৃতেরিতি।** লোকবেদয়োঃ অনুভবাভাবেন মহদাদিকার্য্যস্মৃতেঃ অপ্রামাণ্যাৎ তল্লিঙ্গকতৎকারণপ্রধানানুমানমপি অপ্রমাণং, কাঞ্চনময়ধূমবৎ হেতোঃ অসিদ্ধেঃ ইতি ভাবঃ। টীকায়াং **তস্মাদিতি।** মহদাদীনাং লোকবেদয়োঃ অসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **দৌহিত্র্যস্মৃতেরিতি।** দৌহিত্রস্য কর্ম্ম দৌহিত্র্যং তস্য স্মৃতেঃ ইত্যর্থঃ। স্মৃতেঃ অনুভবজন্যত্বেন মহদাদীনাং লোকবেদয়োঃ অনুভবাভাবাৎ তৎস্মৃতেঃ অভাবঃ, দুহিত্রভাবে বন্ধ্যায়াঃ দৌহিত্রকৃতকর্ম্মস্মরণমিব। তথাহি বন্ধ্যাস্থানীয়োঽত্র কপিলঃ, প্রমাণাভাবাৎ তস্য দুহিতৃতুল্যায়াঃ প্রমিতেঃ অভাবঃ, তদভাবাৎ দৌহিত্রতুল্যসংস্কারাভাবঃ, তদভাবাচ্চ দৌহিত্র্যতুল্যায়াঃ সংস্কারজন্যস্মৃতেঃ অভাবঃ ইত্যর্থঃ।

নন্ কপিলজ্ঞানমেবাত্র শ্রুতিবৎ মূলমস্তু অত আহ—**ন চার্ষমিতি।** তথাচ **"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"** ইত্যাদি প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধাৎ কপিলস্যানুভবোঽপি ন প্রমাণতাম্ আবহতি। অত্র সূত্রে বিধায়কপ্রথমান্তপদাভাবাৎ ন অধিকরণারম্ভঃ। ইতি স্মৃত্যধিকরণং নাম প্রথমাধিকরণম্।১

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩

স্বতন্ত্রং প্রধানং জগদুপাদানম্ ইতি বদন্ত্যা মন্বাদ্যননুমোদিতযোগস্মৃত্যা ব্রহ্মোপাদানবাদিসমন্বয়ো বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে শ্রৌতযোগাদিপ্রতিপাদনপরতয়া তস্যাঃ প্রামাণ্যাৎ জগদুপাদানত্বেন প্রধানস্যাপি তত্রাভিধানাৎ তয়া সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইতি প্রাপ্তে পূর্ব্বোক্তন্যায়ম্ অতিদিশতি আচার্য্যঃ—**এতেনেতি।** **এতেন** সাংখ্যস্মৃতিনিরাকরণেন, **যোগঃ** যোগস্মৃতিরপি নিরাকৃতা বেদিতব্যা ইতি সূত্রার্থঃ।

যোগ ইতি প্রথমান্তপদেন অধিকরণারম্ভঃ পূর্ব্ববৎ বেদিতব্যঃ। ফলমপি তথা। যোগস্মৃতেঃ সাকল্যেন অপ্রামাণ্যে তৎপ্রতিপাদিতমোক্ষসাধনানাং যমনিয়মাদীনামপি অপ্রামাণ্যাৎ তত্ত্বদর্শনমপি অসম্ভবি ইত্যুপায়াভাবাৎ মোক্ষোঽপি অসিদ্ধঃ, ইতি ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রমিদং নিষ্ফলম্—ইত্যাদি হৃদিকৃত্য আহ টীকায়াং—**নানেনেতি।** হিরণ্যগর্ভপ্রণীতং হৈরণ্যগর্ভম্। পতঞ্জলিনা অনুশিষ্টং পাতঞ্জলম্, **"অথ যোগানুশাসন**মিত্যাদি,—**পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তে-"**রিত্যন্তশাস্ত্রম্। **কিন্তু** জগদুপাদানং যৎ স্বতন্ত্রম্ ঈশ্বরনিরপেক্ষং প্রধানাদি, তদ্বিষয়কং প্রামাণ্যং নিরাক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। প্রধানাদীনাম্ অপ্রামাণ্যে **"প্রসরং ন লভন্তে হি যাবৎ ক্বচন মর্কটাঃ"** ইতি ন্যায়েন সাকল্যেন যোগশাস্ত্রাণাম্ অপ্রামাণ্যাপত্তিরিত্যত আহ—**নচৈতাবতা** ইতি। **এষাং** পাতঞ্জলাদীনাম্। অপ্রামাণ্যাভাবে হেতুমাহ—**যৎপরাণীতি।** যৎ যোগস্বরূপাদি পরং প্রতিপাদ্যং তাৎপর্য্যবিষয়ো যেষাং তানি ইত্যর্থঃ। **হিরৈতৌ।** **তানি** শাস্ত্রাণি। তত্র যোগস্বরূপাদৌ। **অশ্নুবীরন্** ব্যাপ্নুয়ুঃ প্রাপ্নুয়ুরিতি যাবৎ। যোগস্বরূপং চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। **"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"** ইতি তদুক্তেঃ। **তৎসাধনানি** চ তত্রৈব উক্তানি যথা—**"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টৌ অঙ্গানি"** ইতি। বিভূতিঃ **"ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ"** ইত্যুক্তঃ অণিমাদিঃ। **কৈবল্যং** প্রাগভিহিতম্। তচ্চ যোগস্বরূপং চ। অবলম্বনবিশেষাবেশমন্তরেণ অসম্ভবঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, অতীন্দ্রিয়শ্চ পুরুষো ন আলম্বনার্হ ইতি চিত্তালম্বনত্বেন প্রধানাদিঃ ব্যুৎপাদিত ইত্যাহ **কিঞ্চিন্নিমিত্তীকৃত্যেতি।** **সর্গপ্রতিসর্গৌ** সৃষ্টিপ্রলয়ৌ। **মন্বন্তরম্** একৈকমনুশাসনকালঃ। **বংশচরিতং** তৎকর্ম্ম। **তৎপ্রতিপাদনপরেষু** ইতি পুরাণেষু ইত্যনেন

অন্বয়ঃ। তৎ কৈবল্যম্। ন তু তদ্বিবক্ষিতম্ ইতি। তৎ সবিকারং প্রধানং ন বিবক্ষিতং তাৎপর্য্যবিষয়ঃ ইত্যর্থঃ। অন্যপরাদিতি অন্যং যোগস্বরূপাদি পরং প্রতিপাদ্যং তাৎপর্য্যবিষয়ঃ যস্য তস্মাৎ পাতঞ্জলাদেঃ অন্যনিমিত্তং অন্যপ্রযোজনকং তৎ প্রধানাদি অভ্যুপেয়েত প্রধানাদীনাং প্রামাণ্যং স্বীক্রিয়েত, দেবতাধিকরণন্যায়েন ইতি শেষঃ। মানান্তরেণ ইতি। মানান্তরং চ অত্র বেদান্তশ্রুতিঃ, সা চ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিরূপা। তস্মাৎ শ্রুতিবিরোধাৎ ন প্রধানাদি-সিদ্ধিরিতি। বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ" ইতি ন্যায়েন শ্রুতিবিরোধে স্মৃতের্হেয়ত্বস্য প্রাগভিহিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ। অতএব প্রধানাদেঃ শাস্ত্রাসিদ্ধত্বাদেব। ভগবান্—"উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তিবিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি" ॥ ইত্যুক্তষড়্বিধগুণবান্। গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং পরমং রূপম্ অধিষ্ঠানভূতং ব্রহ্ম, দৃষ্টিবিষয়ং ন ভবতি, গুণানাং শুক্তিরজতবৎ ব্রহ্মাধিষ্ঠিতত্বেন অনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ ব্রহ্মৈব তেষাং পরমং রূপম্ ইতি ভাবঃ। কিন্তু দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং যৎ প্রধানাদি তৎ অতিতুচ্ছং মায়া এব ইন্দ্রজাল-বৎ অলীকমেব তস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবাধ্যমানত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ব্যুৎপিপাদয়িষতা প্রতিপাদয়িতুম্ ইচ্ছতা। নিমিত্তমাত্রেণ উপলক্ষ্যমাত্রেণ। ইহ যোগশাস্ত্রে। মাত্রপদব্যাবর্ত্ত্যমাহ—ন তু ভাবত ইতি। ভাবতঃ তত্ত্বতঃ। তেষাং গুণানাম্ অতাত্ত্বিকত্বাৎ অবাস্তবিকত্বাৎ। প্রধানাদৌ যোগশাস্ত্রস্য অনুবাদকত্বে হেতু-মাহ—অলোকেত্যাদি। অনাদিপূর্ব্বপক্ষেতি। অনাদিকালাৎ প্রবৃত্তো যঃ পূর্ব্বপক্ষঃ তস্য যে ন্যায়াভাসাঃ দুষ্টা যুক্তয়ঃ তৈঃ উৎপ্রেক্ষিতানাং কল্পিতানাম্ ইত্যর্থঃ। অনুবাদ্যত্বম্ পুনঃ প্রতিপাদন-বিষয়ত্বমিত্যর্থঃ। উপপন্নঃ যুক্তম্। যোগস্মৃতেঃ প্রত্যুক্তত্বে হেত্বাকাঙ্ক্ষায়াং তং সমর্পয়তি—প্রধানাদি-বিষয়ত্বয়েতি। তথাচ প্রধানাদিমত্ত্বমেব তস্যাঃ প্রত্যাখ্যেয়ত্বে হেতুরিতি ভাবঃ।

ভাষ্যে ত্রিরুন্নতমিতি। ত্রীণি উরোগ্রীবাশিরাংসি দেহগ্রীবাশিরাংসি বা উন্নতানি যস্মিন্ শরীরে তৎ শরীরং সমং যথা স্যাৎ তথা সংস্থাপ্য ইত্যর্থঃ। উক্তং চ ভগবতা—

"সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং মনঃ। সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥" ইতি

বৈদিকানি লিঙ্গানি অর্থবাদবাক্যানি। তাং যোগমিতি। তাং পূর্ব্বোক্তাম্ স্থিরাং নিশ্চলাং ইন্দ্রিয়াণাম্ অন্তর্বহিঃস্থিতানাং ধারণাং একাগ্রতারূপাং যোগিনঃ যোগং পরমং তপঃ ইতি মন্যন্তে। বিদ্যামেতামিতি। এতাং পূর্ব্বোক্তাং বিদ্যাম্ ব্রহ্মবিদ্যাং, কৃৎস্নং সকলং, যোগবিধিং ধ্যানপ্রকারং চ মৃত্যোঃ অনুগ্রহাৎ লব্ধ্বা নচিকেতা ব্রহ্ম প্রাপ। অত্র যোগশাস্ত্রস্যাপি সম্মতিম্ আহ— যোগশাস্ত্রেঽপি ইতি। অথেতি। এতচ্চ যোগশাস্ত্রস্য আদিমং সূত্রং—ইতি অনুমীয়তে। ইদানীম্ এতচ্ছাস্ত্রং নোপলভ্যতেঽস্মাভিঃ। পাতঞ্জলযোগদর্শনাৎ পূর্ব্বং "মাহেশ্বরযোগসূত্রম্" আসীৎ ব্যবহারাস্পদং ইতি মন্যতে বহুভিঃ। তস্যৈব ইদং সূত্রম্ ইতি সম্ভাবয়ামো বয়মপি। সম্প্রতিপন্নেতি। সম্প্রতিপন্নঃ শ্রুত্যা সংবাদিতঃ অর্থানাম্ একদেশো যোগতৎসাধনবিভূতিকৈবল্যরূপো যস্যাঃ তদ্ভাবাদিত্যর্থঃ। অষ্টকাদীতি। তথাচ গোভিলঃ—

"অষ্টকায়োর্দ্ধমাগ্রহায়ণ্যাস্তমিস্রাষ্টমী। পিত্র্যদানায় মূলে স্যারষ্টকাস্তিস্র এব চ ॥ ইতি

শাতাতপঃ—পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ। তস্মাৎ দদ্যাৎ সদা যুক্তো বিদ্বৎসু ব্রাহ্মণেষু চ ॥"

ইত্যাদি স্মৃতিঃ প্রমাণং ন বা ইতি সন্দেহে ধর্ম্মস্য বেদৈকমূলত্বাৎ বেদেষু চ অষ্টকাদেঃ অদৃষ্টত্বাৎ পূর্ব্বোক্তগোভিলাদিস্মৃতিঃ সর্ব্বা ঔদুম্বরী বেষ্টয়িতব্যা ইতিবৎ ভ্রান্তিমূলা ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে বেদস্য ধর্ম্ম-মূলত্বম্ আতিষ্ঠমানৈঃ মন্বাদিভিঃ অষ্টকাদিষু ধর্ম্মত্বস্মরণাৎ, অসতি চ বেদমূলত্বে শিষ্টানাম্ এতেষু বৈদিকত্বস্মরণম্ অবিগীতপরম্পরয়া পরিগ্রহশ্চ নোপপদ্যেতে, ইতি অসতি প্রত্যক্ষবেদবিরোধে যুক্তম্ অষ্টকাদেঃ প্রামাণ্যং। তদুক্তম্—

"বৈদিকৈঃ স্মর্য্যমাণত্বাৎ তৎপরিগ্রহদার্ঢ্যতঃ। সম্ভাব্যবেদমূলত্বাৎ স্মৃতীনাং বেদমূলতা ॥" ইতি

অপিচ—অষ্টকাদিস্মৃতে ধর্ম্মে ন মানং মানতাঽথবা। নির্মূলত্বাৎ ন মানং সা বেদার্থোক্তৌ নিরর্থতা ॥

বৈদিকৈঃ স্মর্য্যমাণত্বাৎ সম্ভাব্যা বেদমূলতা। বিপ্রকীর্ণার্থসংক্ষেপাৎ স্বার্থত্বাদস্তিমানতা ॥ ইতি চ।

বিমতা স্মৃতিঃ বেদমূলা বৈদিকমন্বাদিপ্রণীতস্মৃতিত্বাৎ উপনয়নাধ্যয়নাদিস্মৃতিবৎ। ন চ বৈয়র্থ্যং শঙ্কনীয়ম্, অস্মদাদীনাং প্রত্যক্ষেষু পরোক্ষেষু নানাবেদেষু বিপ্রকীর্ণস্য অনুষ্ঠেয়ার্থস্য একত্র সংক্ষিপ্যমাণত্বাৎ, তস্মাদিয়ং স্মৃতিঃ ধর্ম্মে প্রমাণমিতি। যোগস্মৃতিরপি অনপবদনীয়া ন অপ্রমাণম্ ইত্যর্থঃ।

টীকায়াং শঙ্কাবীজমুদ্ঘাটয়তি মা নামেতি। তথাচ শ্রুতিসংবাদিতত্ত্বজ্ঞানোপায়প্রমাণভূতযোগশাস্ত্র-প্রতিপাদিতং প্রধানং প্রামাণিকম্ ইতি। তথাহি—

"জ্ঞানোপায়তয়া শ্রুত্যাপ্যৈকমত্যাচ্চ মানতা। যোগে যোগস্মৃতেশ্চেৎ ন প্রধানে মানতা কুতঃ ॥"

সংবাদবাহুল্যাদিতি। সংবাদঃ ঐকমত্যম্ এককলতা ইতি যাবৎ, বেদেন সহ আধিক্যেন ঐকমত্যাৎ ইত্যর্থঃ। যদি উচ্যতে শ্রুতিসংবাদাৎ তত্ত্বজ্ঞানোপায়ত্বাচ্চ যমাদাবেব তৎপ্রমাণং, ন পুনঃ তৎশাস্ত্রাভিহিতেঽপি প্রধানাদৌ ইত্যত আহ—**ন চেতি।** তত্র কারণমাহ **তত্রেতি।** **তত্র** প্রধানাদৌ, **অন্যত্র** যমাদৌ, **অনাশ্বাসোঽপ্রামাণ্যম্।** অত্রৈব তন্ত্রবার্ত্তিকং দৃষ্টান্তয়তি—**যথাহুরিতি।** **ক্বচন** কুত্রচিৎপ্রদেশে কলবৎ-ক্ষেত্রাদৌ **মর্কটাঃ পিশাচা** বা ইতি উপঘাতকমাত্রোপলক্ষণং **যাবৎ প্রসরং** অবকাশং ন **লভন্তে তাবৎ স্বগোচরে** স্ববিষয়ে **নাভিদ্রবন্তি** ন প্রবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যে **অর্থৈকদেশে** যোগাদিরূপে **সম্প্রতিপত্তাবপি** সংবাদেঽপি **অর্থৈকদেশে** প্রধানাদিরূপে **বিপ্রতিপত্তে** বিসংবাদস্য **দর্শনাৎ** ইত্যর্থঃ। **তৎকারণমিতি।** তেষাং কামানাং কারণং **সাংখ্যৈঃ** জ্ঞানিভিঃ **যোগৈঃ** ধ্যায়িভিশ্চ **অভিপন্নঃ** সাক্ষাৎ প্রাপ্তুং **দেবং** পরমাত্মানং **জ্ঞাত্বা** অপরোক্ষীকৃত্য **সর্ব্বপাশৈঃ** অবিদ্যাদিক্লেশৈঃ **মুচ্যতে** ইত্যর্থঃ। অবিদ্যাদয়শ্চ পঞ্চক্লেশাঃ, তান্ আহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ **"অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ"** ইতি। **তমেবেতি।** তং পরমাত্মানং **বিদিত্বা** সাক্ষাৎকৃত্য **মৃত্যুম্ অতি** অতিক্রম্য **এতি** মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অয়নায় মোক্ষায় **অন্যঃ পন্থাঃ** উপায়ান্তরং **ন বিদ্যতে** ইত্যর্থঃ। **দ্বৈতিনো হি** ইতি। দ্বৈতিত্বাদেব তেষাং অবৈদিকত্বম্ ইতি অবৈদিকেন সাংখ্যেন যোগেন বা ন মোক্ষাধিগমঃ, ইত্যাচার্য্যেণ তৌ নিরাকৃতৌ ইতি। **প্রত্যাসত্তিঃ** সান্নিধ্যং, তথাচ শ্রুত্যুক্ত-সাংখ্যযোগশব্দয়োঃ সবিধবর্ত্তিশ্রৌতার্থ এব আদরণীয়ঃ, ন পুনর্দূরবর্ত্তী স্মার্ত্তোঽর্থঃ ইত্যর্থঃ। শিষ্টপরিগৃহীত-সাংখ্যযোগস্মৃত্যোঃ সর্ব্বথা অপ্রামাণ্যম্ আশঙ্ক্য আহ—**যেন তু অংশেন** ইতি। তথাচ শ্রুতিবিরোধাভাব এব প্রামাণ্যপ্রযোজক ইতি ভাবঃ। **সাবকাশত্বম্** অনপোদিতপ্রামাণ্যম্।

নন্ বথা দেববিগ্রহাদীনাম্ অনুমিতশ্রুত্যা প্রামাণ্যং প্রধানস্যাপি তথাস্তু ইতি চেৎ? ন, ব্রহ্মোপাদানত্ব-প্রতিপাদকপ্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধাৎ; দেববিগ্রহাদৌ চ তাদৃশশ্রুত্যাদিবিরোধাভাবাদিতি।

টীকায়াং **যদি প্রধানাদীতি।** অয়ং ভাবঃ—তাৎপর্য্যজ্ঞানং হি শাব্দবোধহেতুঃ, শ্রুতিবিরোধেন চ প্রধানাদৌ তাৎপর্য্যাভাবাৎ ন শাব্দবোধবিষয়তা, কিন্তু চিত্তালম্বনার্থং নিমিত্তমাত্রং তৎ, ইতি প্রধানাদিরবিষয় এব, অতস্তত্র অপ্রামাণ্যেঽপি ন তেন যোগাদিব্যুৎপাদানপরস্য তচ্ছাস্ত্রস্য অপ্রামাণ্যম্ আপততি ইতি। যথা **"প্রজাপতির্বপামুদখিদৎ"** ইত্যাদ্যর্থবাদানাং স্বার্থে তাৎপর্য্যাভাবাৎ অপ্রামাণ্যেঽপি তূবরপশ্বাদিপ্রাশস্ত্যে তাৎপর্য্যবত্ত্বাৎ প্রামাণ্যং, তদ্বৎ অত্রাপীতি বোধ্যম্। তথাহি—

"তাৎপর্য্যবিরহাৎ নৈব প্রধানাদৌ প্রমাণতা। যোগস্মৃতেস্তু তাৎপর্য্যাৎ যোগে স্যাদেব মানতা"॥ ইতি।

টীকায়াং **প্রধানাদিবিষয়েণ** ইতি। তথা চ আসনপ্রাণায়ামধারণাধ্যানাদীনাং বৈদিকত্বাৎ নিঃশ্রেয়স-সাধনত্বম্, প্রধানাদীনাং তু অবৈদিকত্বাৎ ন তথা ইতি তদংশস্যৈব নিরাকরণম্ ইতি ভাবঃ। সাংখ্যযোগশব্দৌ জ্ঞানধ্যানপরৌ ইত্যুক্তং ভাষ্যে, তৎ সঙ্গময়তি—**সংখ্যেতি।**

নন্ চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপযোগস্য কথং তদুপায়ধ্যানপরতা? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**উপায়োপেয়য়োরিতি।** তথাচ ঔপচারিকোঽয়ং প্রয়োগঃ ইতি ভাবঃ। তয়োঃ উপায়োপেয়ত্বং দর্শয়তি—**চিত্তবৃত্তিনিরোধো হীতি।** **প্রত্যয়ৈকতানতা** নিদিধ্যাসনম্। বৈদিকযোগশব্দস্য ধ্যানমাত্রপরত্বে যমাদীনাং ধারণাদীনাং চ যোগাঙ্গানাং অবৈদিকত্বেন অপ্রামাণ্যম্ আশঙ্ক্যাহ—**এতচ্চোপলক্ষণমিতি।** **এতেনেতি।** এতেন সাংখ্যযোগস্মৃতি-প্রত্যাখ্যানেন। **অভ্যুপগতং** স্বীকৃতং বেদানাং প্রামাণ্যং যৈঃ তেষাম্ ইত্যর্থঃ। **কণভক্ষাক্ষচরণৌ** কণাদগৌতমৌ। **তর্কস্মরণানি** প্রত্যাখ্যেয়ানি বেদবিরুদ্ধাংশে ইতি শেষঃ।৩

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ।৪

এবং তাবৎ বেদবিরুদ্ধকাপিলহৈরণ্যগর্ভাদিস্মৃতীনাম্ অপ্রামাণ্যাৎ ন তৈ র্বিরোধঃ সমন্বয়স্য ইত্যুক্তং গতেন গ্রন্থকদম্বেন, ইদানীং তদ্বিরোধিনঃ তৎপ্রদর্শিতন্যায়স্য দুষ্টতাপ্রদর্শনায় পূর্ব্বপক্ষয়তি আচার্য্যঃ—**ন বিলক্ষণত্বাদিতি।** **অয়মর্থঃ**—জগদিদং ন চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ অস্য জগতো ব্রহ্মবিলক্ষণজড়ত্বাৎ ঘটবৎ ইতি স্মৃতিপ্রদর্শিতন্যায়েন প্রোক্তসমন্বয়ো বিরুধ্যতে ন বা ইতি **সন্দেহে** অয়ং **পূর্ব্বপক্ষঃ**—জগৎ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকং বিলক্ষণত্বাৎ, যৎ যদ্বিলক্ষণং তৎ ন তৎপ্রকৃতিকং যথা মৃদ্বিলক্ষণাঃ পটাদয়ো ন মৃৎপ্রকৃতিকাঃ। ব্রহ্মজগতোঃ বৈলক্ষণ্যে হেতুম্ আহ—**তথাত্বং চেতি।** তয়ো বৈলক্ষণ্যং চ **"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ"** ইতি শ্রুতি-বাক্যাৎ অবগম্যতে ইতি। পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়াসিদ্ধিঃ ফলং সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিঃ। অত্র **"ন"** ইতি প্রথমান্তপদেন অধিকরণারম্ভো বেদিতব্যঃ।

তথাহি—বিলক্ষণত্বতর্কেণ বৈদিকোঽসৌ সমন্বয়ঃ। ন বাধ্যতে বাধ্যতে বা সংশয়ে বাধ্যতে ধ্রবম্॥
কার্য্যকারণসাদৃশ্যং দৃশ্যতে মৃদ্ঘটাদিষু। ব্রহ্মণশ্চেতনাৎ বিশ্বমচেতনমসম্ভবি॥ ইতি।

পূর্ব্বাধিকরণেন অস্য সঙ্গতিং দর্শয়তি ভাষ্যে—**ব্রহ্মাস্যেতি**। সা চ সঙ্গতিরবান্তররূপা ইত্যাহ টীকায়াম্ **অবান্তরসঙ্গতিমিতি**। সা চ অভিহিতা **"তথাবান্তরসঙ্গতীঃ। উদ্দেশাক্ষেপদৃষ্টান্ত প্রত্যুদাহরণাদিকা।"** ইতি। তথাহি স্মৃতেঃ মূলশ্রুত্যভাবাৎ অপ্রামাণ্যেঽপি লৌকিকব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতামূলকত্বাৎ প্রবলানুমানেন সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ। অবকাশাভাবে হেতুম্ আহ ভাষ্যে—**নন্বিতি**। **ননু** ইতি অবধারণে, তথাচ অমরঃ **"প্রশ্নাবধারণানুজ্ঞানুনয়ামন্ত্রণে ননু"** ইতি। তস্য চ আগম ইত্যনেন অন্বয়ঃ। তথাচ যতো ধর্ম্ম ইব ব্রহ্মণি অপি প্রমাণান্তরানপেক্ষঃ আগমঃ এব প্রমাণং ভবিতু মর্হতি অতঃ ইত্যর্থঃ। অযোগব্যবচ্ছেদ-কৈবকারেণ ব্রহ্মণি তর্কস্য অবকাশাভাবঃ স্ফুটীকৃতঃ। অথবা **নন্বিতি** হেতৌ; অব্যয়ানাম্ অনেকার্থত্বাৎ, যত ইত্যর্থঃ, তথাচ যতো ধর্ম্ম ইব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। **অবষ্টম্ভো** দৃষ্টান্তঃ।

টীকায়াং—**সমানবিষয়ত্বে হি ইতি**। **অয়মাশয়ঃ**—ভবতি হি সমানাধিকরণয়োর্ভাবাভাবয়ো বিরোধঃ, মাহভূৎ পর্ব্বতো বহ্নিমান্ হ্রদোবহ্ন্যভাববান্ ইত্যেতয়ো বিরোধঃ, ভিন্নাধিকরণত্বাৎ, এবং প্রকৃতেঽপি সমন্বয়াভিহিতে জগৎকারণে ব্রহ্মণি তর্কেণ কারণত্বাভাবে ব্যবস্থাপিতে সম্ভাব্যতে বিরোধঃ, ন চ পার্য্যতে তর্কাগোচরে ব্রহ্মণি কারণত্বাভাবঃ অনুমাতুম্। অতঃ শ্রুতিতর্কয়োঃ অসমানবিষয়ত্বাৎ কথং বিরোধঃ ইতি। ব্রহ্মণঃ তর্কাবিষয়ত্বং প্রতিপাদয়তি—**ধর্ম্মবদিতি**। ধর্ম্মস্য অনুষ্ঠেয়ত্বেন সিদ্ধবস্তুত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরা-বিষয়ত্বম্। তথাহি প্রসিদ্ধস্য ঘটাদেঃ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাৎ যথা প্রত্যক্ষং, বহ্ন্যাদেবা তথাভূতস্য ধূমাদিলিঙ্গপরামর্শাৎ যথানুমিতিঃ, নৈবং সম্ভবতঃ অপ্রসিদ্ধস্য ধর্ম্মস্য প্রত্যক্ষানুমিতী ইত্যর্থঃ। **ব্রহ্মণোঽপি** ইতি। ন হি ব্রহ্ম কেনচিৎ চক্ষুষা দ্রষ্টুং শক্যতে, রূপাভাবাৎ, **"নৈবাসৌ চক্ষুষা গ্রাহ্যঃ"** ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। নাপি বা অনুমাতুং, সামানাধিকরণ্যাগ্রহাৎ, **"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"** ইতি শ্রুতেশ্চ। **অতর্ক্যত্বেন** অনুমানাযোগ্যত্বেন। অতো মানান্তরাবিষয়তয়া আম্নায়ৈকগম্যং তৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ আম্নায়ৈকগোচরব্রহ্মণঃ তর্কাবিষয়ত্বেন আক্ষেপানবকাশঃ ইতি ফলিতার্থঃ।

টীকায়াং—**মানান্তরস্যেতি**। অনুষ্ঠেয়রূপত্বাৎ ধর্ম্মঃ সিদ্ধপদার্থং বিষয়ীকুর্ব্বতঃ চক্ষুরাদেঃ প্রমাণান্তরস্য অবিষয়ঃ অস্তু। কিন্তু ব্রহ্ম মানান্তরস্য বিষয়ঃ ভবিতুম্ অর্হতি, যতঃ তৎ প্রসিদ্ধং বস্তু, ন তু ধর্ম্মবৎ কার্য্যরূপম্ ইত্যর্থঃ। **অনবকাশেতি**। **"সাবকাশনিরবকাশয়ো নিরবকাশং বলীয়ঃ"** ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ। **তদনুগুণতয়া** তদনুসারেণ। গুণকল্পনাদিভিঃ ইতি। গৌণ্যা লক্ষণয়া বা ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যে—**দৃষ্টসাম্যেন** ইতি। **দৃষ্টঃ** প্রত্যক্ষবিষয়ীভূতো দৃষ্টান্তঃ, তস্য **সাম্যং** সাধর্ম্ম্যং সাদৃশ্যম্ ইতি যাবৎ তেন ইত্যর্থঃ। তথাহি মোক্ষস্য মুখ্যং সাধনং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ অপরোক্ষরূপঃ, অপরোক্ষদৃষ্টান্তগোচরত্বেন চ অনুমানস্য তৎসাম্যং তেন, **অদৃষ্টম্ অর্থং সমর্থয়ন্তী** উপপাদয়ন্তী ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মত্বাদিবলেন অনুমাপয়ন্তী ইতি যাবৎ, **যুক্তিঃ** অনুমানম্ **অনুভবস্য** প্রত্যক্ষস্য **সন্নিকৃষ্যতে** সন্নিহিতা ভবতি, প্রত্যক্ষগোচর-দৃষ্টান্তাপেক্ষিতয়া সম্বন্ধিনী ভবতি ইত্যর্থঃ। তথাচ সাক্ষাৎকারস্য মোক্ষসাধনত্বেন প্রাধান্যাৎ তর্কস্য চ দৃষ্টানুসারেণ অর্থসমর্পকত্বেন অপরোক্ষার্থবিষয়কত্বাৎ প্রধানসাক্ষাৎকারস্য বিষয়তঃ অন্তরঙ্গঃ তর্ক ইতি ভাবঃ। ইতি রত্নপ্রভানুযায়িব্যাখ্যা। ঐতিহ্যমাত্রেণ পরোক্ষতয়া, বিপ্রকৃষ্যতে বহিরঙ্গা ভবতি। তথাচ বহিরঙ্গাপেক্ষয়া অন্তরঙ্গস্য বলীয়স্ত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ।

টীকায়াম্ **অপি চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ইতি**। গান্ধর্ব্বশাস্ত্রাভ্যাসাহিতসংস্কারসচিবশ্রোত্রেন্দ্রিয়েণ ষড়্জাদিসাক্ষাৎকারস্যেব বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারসচিবেন অন্তঃকরণেন জীবঃ স্বব্রহ্মভাবং সাক্ষাৎ-করোতি, তত্র স্বপরোপাধিবিরোধিনী ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ অবিদ্যাং বাধমানা সাক্ষাৎকাররূপা অপরোক্ষ-রূপেণ মোক্ষস্য প্রধানং সাধনং ভবতি ইত্যর্থঃ। **দৃষ্টসাম্যেন** ইতি ভাষ্যপাঠো মিশ্রমতে দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ ইত্যেবংরূপঃ। দৃষ্টং দর্শনং সাক্ষাৎকারঃ ইতি যাবৎ, তস্য সমানঃ ধর্ম্মঃ যস্য তৎ দৃষ্টসধর্ম্ম, তস্য ভাবঃ দৃষ্টসাধর্ম্ম্যং তেন ইত্যর্থঃ। তথাত্বং চ অনুমানস্য ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মত্বাদিবলেন প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয়দার্ঢ্যাৎ। মোক্ষসাধনতয়া প্রধানস্য সাক্ষাৎকারস্য অনুমানম্ অন্তরঙ্গম্ ইত্যন্বয়ঃ। **বিষয়তঃ** ইতি। সাক্ষাৎকারবিষয়বহ্ন্যাদিবৎ অপরোক্ষ-দৃষ্টান্তগোচরত্বেন অনুমানস্যাপি তদ্বিষয়বিষয়কত্বাৎ বিষয়ৈক্যেন অনুমানং প্রত্যক্ষস্য অন্তরঙ্গং, ন তু কারণতাঽস্যৈক্যেন ইতি ভাবঃ। **অদৃষ্টবিষয়মিতি**। **অদৃষ্টঃ** অনুমানদশায়াং দর্শনাবিষয়ীভূতঃ বহ্ন্যাদিঃ বিষয়ো যস্য তৎ ইত্যর্থঃ। **বহিরঙ্গং তু** ইতি। সাধর্ম্ম্যবিরহাদিতি শেষঃ। এতদেব স্ফুটয়তি **অত্যন্তেতি**। প্রধান-

প্রত্যাসত্ত্যা ইতি। মোক্ষসাধনেষু প্রধানেন সাক্ষাৎকারেণ সহ প্রত্যাসত্তিঃ সাধর্ম্ম্যরূপসম্বন্ধঃ তয়া ইত্যর্থঃ। **শ্রুতিরপীতি**। তথাচ **নৈষা তর্কেণেতি** অর্থবাদশ্রুত্যপেক্ষয়া **শ্রোতব্যো মন্তব্য** ইতি বিধিশ্রুতঃ বলীয়স্ত্বাৎ ব্রহ্মণি আদরণীয়ঃ তর্ক ইতি ভাবঃ।

তর্কমাহ টীকায়াং—**প্রকৃত্যা সহেতি**। জগতঃ ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বনিরাসেন প্রধানপ্রকৃতিকত্বং ব্যবস্থাপয়িতুং প্রথমং তাবৎ সারূপ্যাৎ প্রকৃতিবিকৃতিভাবং দর্শয়তি সাংখ্যঃ **প্রকৃত্যা সহেতি**। **প্রকৃত্যা** উপাদানেন সহ বিকারাণাম্ উপাদেয়ানাং সারূপ্যম্ অবস্থিতং সিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। এতেন ব্যাপ্তি র্দর্শিতা— তথাহি কার্য্যবিশেষং প্রতি উভয়োঃ কারণত্বশঙ্কায়াম্ অন্যতরস্য তদবধারণে ইয়ং তাবৎ ব্যাপ্তিঃ—যৎ যৎসরূপং তৎ তৎপ্রকৃতিকং যথা সুবর্ণসরূপাঃ কুণ্ডলাদয়ঃ সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ, ইতি বৈলক্ষণ্যে চ প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবঃ "ন বিলক্ষণত্বাদিতি" সূত্রে ভাষ্যে চ নিরূপিত ইতি কারিকায়াং নোক্তঃ তথাচ যদ্ যদ্বিলক্ষণং তৎ ন তৎপ্রকৃতিকং যথা সুবর্ণবিলক্ষণা ঘটাদয়ো ন সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ ইতি। এতেন সারূপ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ, বৈরূপ্যে চ তদভাবঃ ইতি স্থিতম্। এবং ব্যাপ্তিং ব্যবস্থাপ্য জগতঃ ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাবং প্রধানপ্রকৃতিকত্বং চ ক্রমেণ ব্যবস্থাপয়তি—**জগৎ ব্রহ্মসরূপং চেতি**। জগৎ ব্রহ্মসরূপং ন, তদ্বিলক্ষণম্ ইত্যর্থঃ, ইতি হেতোঃ তস্য ব্রহ্মণঃ বিক্রিয়া বিকারঃ ন। তথাহি জগৎ ন ব্রহ্ম বিকারঃ, ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যাৎ, সুবর্ণবিলক্ষণঘটস্য সুবর্ণবিকারত্বাভাববৎ ইত্যর্থঃ। জগতো ব্রহ্মসারূপ্যাভাবং দর্শয়তি—**বিশুদ্ধমিতি**। **বিশুদ্ধং** সুখদুঃখাদিশূন্যং নির্গুণত্বাৎ। **জড়ম্** অচেতনং স্বর্গনরকাদিময়ত্বাৎ, **অশুদ্ধিভাক্** সুখদুঃখাদিময়ত্বাৎ। **তেন** জগতো ব্রহ্মবিলক্ষণ্যাৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাবেন। **প্রধানসারূপ্যাদিতি**। প্রধানং খলু সুখদুঃখমোহময়ত্বাৎ, স্বর্গনরকাদিময়ত্বাচ্চ অশুদ্ধং জড়ং চ ইতি তৎসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব **বিক্রিয়া** উপাদেয়ং জগৎ, ন তু ব্রহ্মণঃ, ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। অথবা তৎসারূপ্যাৎ যথা তৎপ্রকৃতিকত্বং, তথা সারূপ্যাভাবাৎ তৎপ্রকৃতিকত্বাভাবোঽপি, অত আহ **জগৎ ব্রহ্মসরূপং চেতি**। তৎ সারূপ্য-তৎপ্রকৃতিকত্বয়োঃ সমনৈয়ত্যেন তৎসারূপ্যাভাবে তৎপ্রকৃতিকত্বাভাবঃ, অন্যথা ব্যাপ্যাভাবসত্ত্বে ব্যাপকাভাবসত্ত্বনিয়মাভাবাৎ জগৎ ব্রহ্মসরূপং চেত্যান্তভিধানাসঙ্গতেঃ। সমনৈয়ত্যং চ পরস্পরব্যাপ্যব্যাপকভাবঃ।

প্রধানসারূপ্যং প্রতিপাদয়তি—**এক এব স্ত্রীকায় ইতি**। **সুখদুঃখমোহাত্মতয়া** সত্ত্বরজস্তমোময়তয়া। **প্রিয়া চেতি**। স্ত্রীরূপোদাহরণেন সর্ব্বে ভাবা সুখদুঃখমোহাত্মতয়া ব্যাখ্যাতাঃ নিরূপিতা ইত্যর্থঃ। **নিরতিশয়ত্বাৎ** উৎপত্তিবিনাশবদ্ধর্ম্মহীনত্বাৎ নির্ব্বিকারত্বাদিতি যাবৎ। নিগময়তি—**তস্মাদিতি**। **অত এবেতি**। যত এব নিরতিশয়ত্বং অতএব অকর্তৃত্বং ব্যাপারমন্তরেণ কর্তৃত্বাসিদ্ধেঃ। দৃশ্যতে হি দণ্ডচক্রাদীনি ব্যাপারয়ন্ কুলালঃ ঘটকর্ত্তা ভবতি, নিরতিশয়স্য চ ব্যাপারাসম্ভবাৎ কর্তৃত্বাভাবঃ ইত্যর্থঃ। তথা চ জগদিদম্ অচেতনং কার্য্যকারণাত্মনা চেতনোপকারকত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যনুমানং নিরাকুলম্ ইতি।

চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বশ্রুতেঃ শ্রুতার্থাপত্ত্যা জগদপি চেতনম্ ইতি বেদান্তৈকদেশিমতম্ উল্লিখ্য * পরিহরতি সাংখ্যঃ—**যোঽপীতি**। জগতঃ চেতনত্বে ন কথং ঘটাদিষু তদুপলব্ধিঃ অত আহ ভাষ্যে—**অবিভাবনং তু ইতি**। অবিভাবনং স্ফুরণাভাবঃ। তথাহি—চেতনকার্য্যত্বেন জগতঃ চেতনত্বেঽপি, চৈতন্যানভিব্যক্তিঃ পরিণামবিশেষস্বভাবাৎ। পরিণামবিশেষে তু তৎ অভিব্যজ্যতে এব যথা অন্তঃকরণে, তত্র তু অন্তঃকরণ এব চৈতন্যমভিব্যজ্যতে, ন তু প্রতিবিম্বনাদিনা ইতি ভাবঃ। অথবা ঘটাদিজড়ানাং অন্তঃকরণভিন্নপরিণামত্বাৎ চেতনত্বেঽপি ন চৈতন্যপ্রতীতিরিতি। সম্প্রতিপন্নচৈতন্যস্যাপি অবস্থাবিশেষে চৈতন্যাবিভাবনং দৃষ্টমিত্যাহ—**যথা** ইতি। সর্ব্বেষামেব চেতনত্বে তুল্যে উপকার্য্যোপকারকত্বানুপপত্তিঃ অত আহ ভাষ্যে—**এতস্মাদিতি**। বিভাবিতাবিভাবিতত্বম্ অভিব্যক্তানভিব্যক্তত্বম্। **গুণপ্রধানভাবঃ** উপকার্য্যোপকারকভাবঃ। জীবজগতোঃ চেতনত্বেন অবিশেষেঽপি উপকার্য্যোপকারকভাবে দৃষ্টান্তমাহ—**যথা চেতি**। **প্রত্যাত্মবর্ত্তিনো বিশেষাদিতি** প্রাতিস্বিকাসাধারণধর্ম্মবশাৎ ইত্যর্থঃ। নন্বেবং সর্ব্বস্যৈব জগতঃ চেতনত্বে চেতনাচেতনবিভাগঃ কথম্ অত আহ ভাষ্যে—**প্রবিভাগেতি**। **অতএব** চৈতন্যাভিব্যক্ত্যনভিব্যক্তিবশাদেব। ননু জগতোঽচেতনত্বপ্রতিপাদিকা যা "অবিজ্ঞানং চে"তি শ্রুতিঃ সা ন সর্ব্বথা চৈতন্যরাহিত্যং বোধয়তি, কিন্তু সতোঽপি চৈতন্যস্য অনভিব্যক্তিমেব ইতি চেৎ? অতঃ আহ ভাষ্যে—**অনবগম্যমানমিতি**।

অয়মাশয়ঃ—ন খলু অবগম্যতে জগতঃ চেতনত্বং প্রত্যক্ষতঃ, কিন্তু চেতনপ্রকৃতিকত্বশ্রবণাৎ **শব্দশরণতয়া**

* ইদং চ মতং উপবর্ষাচার্য্যস্য ইত্যনুমীয়তে, অতঃ তদনুসারিণা ভাস্করাচার্য্যেণ চেতনকার্য্যত্বাৎ জগতশ্চেতনত্বং অনুমতং যথা—"ব্রহ্মকার্য্যত্বাদেব তদ্ধর্ম্মানুবৃত্তিঃ পাষাণাদিষু অনুমিমীমহে"। ইতি ২।১।৪। সিদ্ধান্তে তু ব্রহ্মকার্য্যমপি জগৎ চিদ্বিবর্ত্তঃ, পরিণামশ্চ মায়ায়াঃ অতঃ সাংখ্যস্য এতন্নিরাকরণং ন প্রত্যুক্তবান্ আচার্য্যঃ।

শ্রুতিরূপোপজীব্যত্বেন **উৎপ্রেক্ষেত** শ্রুতার্থাপত্ত্যা কল্পয়েৎ, **কেবলয়া** ইতি নাত্র প্রত্যক্ষং শ্রুতির্বা অস্তি প্রমাণম্ ইত্যর্থঃ। **তচ্চ** চেতনত্বং চ, **শব্দেনৈব "অবিজ্ঞানং চ"** ইতি শ্রুত্যা এব বিরুধ্যতে, তথাচ শ্রুতিবিরোধাৎ অর্থাপত্তেঃ প্রামাণ্যাপহারাৎ প্রমেয়স্যাপি জগচ্চেতনত্বস্য অপহার ইতি।

উক্তভাষ্যস্য তাৎপর্য্যমাহ টীকায়াং—**শব্দার্থাদিতি**। **"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "তৎ আত্মানং স্বয়মকুরুত"** ইত্যাদি **শ্রুত্যর্থাৎ** চেতনস্য ব্রহ্মণঃ **প্রকৃতিত্বাৎ** উপাদানত্বাৎ তৎকার্য্যাণাং পৃথিব্যাদীনাম্ অপি চেতনত্বং **অবগম্যমানং** শ্রুতার্থাপত্ত্যা কল্প্যমানং **মানান্তরণ** লৌকিকপ্রত্যক্ষাদি-প্রমাণেন **উপোদ্বলিতং** প্রাপ্তসামর্থ্যং সৎ **"অবিজ্ঞানং চ"** ইতি শ্রুত্যা **সাক্ষাৎ শ্রূয়মাণম্** অপি অচেতনত্বং **অন্যথয়েৎ** অনভিব্যক্তচেতনত্বপরতয়া প্রতিপাদয়েৎ, দুর্ব্বলয়াঽপি অর্থাপত্ত্যা বলবত্তরপ্রত্যক্ষানুগৃহীতয়া বলবতোঽপি শাব্দপ্রামাণ্যস্য বাধঃ। তদুক্তং—

"অত্যন্তবলবন্তোঽপি পৌরজানপদা জনাঃ। দুর্ব্বলৈরপি বাধ্যন্তে পুরুষৈঃ পার্থিবাশ্রিতৈঃ" ইতি॥

প্রত্যক্ষাদিবলবৎপ্রমাণসাচিব্যাভাবে তু অর্থাপত্তিলব্ধোঽর্থঃ বলবতা শ্রৌতার্থেন বাধ্যতে এব, ন পুনঃ অর্থাপত্তিলব্ধার্থবলেন বলবতঃ শ্রৌতার্থস্য লক্ষণয়া অনভিব্যক্তত্বপরতয়া ব্যাখ্যানং ন্যায্যম্ অতএবোক্তং— **"ন মুখ্যে সম্ভবত্যর্থে জঘন্যা বৃত্তিরিষ্যতে"** ইতি, অলং প্রপঞ্চেন। প্রকৃতে চ সহায়কপ্রত্যক্ষপ্রমাণাভাবঃ অনবগম্যমানপদেন ভাষ্যে দর্শিতঃ, **অনবগম্যমানম্** অনসুভূয়মানম্।৪

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্।৫

নমু পৃথিব্যাদীনাং চেতনত্বং ন কেবলম্ অর্থাপত্তিলব্ধং, কিন্তু **"মৃদব্রবীৎ"** ইত্যাদি শ্রুতৌ মৃদাদীনাং বক্তৃত্বাদিশ্রুতেঃ শ্রৌতমপি তৎ, তথাচ কেবলশ্রুত্যপেক্ষয়া প্রত্যক্ষশ্রুতিসহকৃতায়া অর্থাপত্তেঃ বলীয়স্ত্বাৎ **"অবিজ্ঞানং চ"** ইতি শ্রুতিঃ অনভিব্যক্তিপরতয়া নেয়া, এবঞ্চ সৌত্রো বিলক্ষণত্বহেতুঃ স্বরূপাসিদ্ধ ইতি শঙ্কতে ভাষ্যে—**নন্বিতি**। অত্র উত্তরমাহ সাংখ্যঃ—**"অভিমানিব্যপদেশস্তু"** ইতি। অয়মর্থঃ—**তু** শব্দঃ শঙ্কাবারকঃ, **"মৃদব্রবীৎ" "তে হেমে প্রাণাঃ"** ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ মৃদাদীনাং চেতনত্বং ন আশঙ্কিতব্যম্, যতো মৃদাদ্যভিমানিনীনাং দেবতানাম্ অয়ং ব্যপদেশঃ ন তু মৃদাদীনাম্! অত্র হেতু মাহ—**বিশেষানুগতিভ্যাম্** ইতি। তথাহি **"এতা হবৈ দেবতা অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ"** ইত্যাদিশ্রুতৌ চেতনবাদিনা দেবতাপদেন প্রাণাদীনাং বিশেষিতত্বাৎ। **"অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ"**। ইত্যাদ্যর্থবাদাদিষু সর্ব্বত্র অভিমানিদেবতানাম্ অনুগতিশ্রবণাচ্চ ন চেতনং জগদিতি। **সংবদনং** বিবাদঃ। **অহংশ্রেয়সে** প্রাতিস্বিকশ্রেষ্ঠত্বায়। প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা শ্রেষ্ঠত্বম্ অবধার্য্য তদধীনা বভূবুঃ। **তস্মৈ** প্রাণায়, **বলিহরণং** প্রাতিস্বিকবসিষ্ঠত্বাদিগুণপ্রদানম্।

টীকায়াং **রূপতঃ** স্বরূপেণ। প্রথমেঽধ্যায়ে ঈক্ষত্যধিকরণে, **"গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাদি"**তি সূত্রে "অপ্তেজসোঃ চেতনবদুপচারদর্শনাৎ" ইতি গ্রন্থেন, ইত্যর্থঃ। **কথঞ্চিদিতি**। তথাচ তেজঃপদস্য তদভিমানি-দেবতায়াং লাক্ষণিকত্বে ঈক্ষণং মুখ্যতয়া সম্পাদনীয়ম্ ইতি ভাবঃ। পূর্ব্বসূত্রাক্ষেপনিবারকত্বাৎ প্রথমাস্তত্বেঽপি নাস্যাধিকরণারম্ভকত্বম্ ইতি বোধ্যম্।৫

দৃশ্যতে তু।৬

অস্যার্থঃ—**তু** শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। যদুক্তং চেতনব্রহ্মবিলক্ষণত্বাৎ অচেতনং জগৎ ন তদুপাদানকম্ ইতি, তদসঙ্গতম্, যতঃ চেতনাৎ পুরুষাৎ তদ্বিলক্ষণানাং কেশনখাদীনাং অচেতনানাম্, অচেতনাচ্চ গোময়াদেঃ চেতনানাং বৃশ্চিকাদীনাম্ উৎপত্তি দৃশ্যতে ইতি।

ভাষ্যে **নায়মেকান্ত** ইতি। অয়ং হেতুঃ—ব্রহ্মজগতোঃ প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবসাধকত্বেন ভবদুপন্যস্তো বৈলক্ষণ্যরূপঃ, একান্তঃ অব্যভিচরিতঃ, ন ইত্যর্থঃ। কিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্যস্য হেতুত্বে ব্যভিচারং দর্শয়তি **"দৃশ্যতে"** ইতি। তথাচ চেতনেভ্যঃ অচেতনানাম্ অচেতনেভ্যশ্চ চেতনানাম্ উৎপত্তিদর্শনাৎ উক্তো হেতুঃ অনৈকান্তঃ, সাধারণ ইতি যাবৎ। বৈলক্ষণ্যহেতোঃ সাধারণভাবং বারয়িতুং শঙ্কতে—**নন্বিতি**। তথাচ অচেতনেভ্য এব পুরুষাদিশরীরেভ্যঃ অচেতনানাং কেশনখাদীনাম্ উৎপত্তেঃ তত্র বৈলক্ষণ্যহেতোঃ অভাবাৎ ন ব্যভিচারঃ ইতি ভাবঃ। তত্রাপি বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—**উচ্যতে** ইতি। **আয়তনং** ভোগাধারঃ। বাহুল্যেন বৈলক্ষণ্যস্য হেতুত্বে ব্যভিচারং দর্শয়তি—**মহাংশ্চেতি**। **পারিণামিকঃ** কেশাদিগতপরিণামরূপঃ।

টীকায়াং **সারূপ্যং বিকল্প্য দূষয়তি** ইতি। বিকল্পশ্চ বৈরূপ্যস্য প্রকৃতিবিকৃতিভাববিরোধিত্বং বদতঃ সারূপ্যং প্রকৃতিবিকৃতিভাবে হেতুরিতি গম্যতে, তত্র কীদৃশং সারূপ্যম্ অভিপ্রেতং সকলকারণস্বভাবানাম্ অনুবৃত্তিঃ, যস্য কস্যচিৎ কারণস্বভাবস্য বা ইত্যেবংরূপঃ। তত্র আদ্যে দূষণমাহ—**অত্যন্তসারূপ্যে চেতি**।

দৃশ্যতে হি যত্র প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ তত্র ন অত্যন্তসারূপ্যং, যথা মৃদ্‌ঘটয়োঃ, তত্র পৃথুবুধ্নোদরত্বাদীনাং বৈলক্ষণ্যাৎ, দ্বিতীয়ে চ জগতি সত্তালক্ষণব্রহ্মস্বভাবানুবৃত্তেঃ ন প্রকৃতিবিকৃতিভাববাধাতঃ ইত্যর্থঃ। **সর্ব্বস্বভাবাননুবর্ত্তনমিতি**। তথাচ কতিপয়স্বভাবানুবৃত্তাবপি ভবতি বৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ। সর্ব্বস্বভাবাননুবর্ত্তনস্য বৈলক্ষণ্যত্বে তস্য বিকারমাত্রেষু সত্ত্বাৎ প্রকৃতিবিকারমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, ইত্যতঃ তৎ প্রকৃতিবিকারভাবাবিরোধীতি ভাবঃ। সর্ব্বস্বভাবানুবৃত্তিশ্চ স্বরূপ এব ভবতি ন বিকারে অতশ্চ ন তয়া প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ। **মধ্যমস্তু** ইতি। যস্য কস্যচিৎ একস্যাপি প্রকৃতিস্বভাবস্য বিকারে অননুবৃত্তিশ্চেৎ বৈলক্ষণ্যং, তথাচ একস্যাপ্যনুবৃত্তৌ ন বৈলক্ষণ্যম্ ইত্যর্থঃ। তদা প্রকৃতে সত্তালক্ষণব্রহ্মস্বভাবস্য আকাশাদৌ অনুবৃত্তেঃ উক্তবৈলক্ষণ্যস্য অসিদ্ধেঃ হেতুঃ অসিদ্ধঃ, যথা পর্ব্বতো বহ্নিমান্ কাঞ্চনময়ধূমাৎ ইত্যত্র কাঞ্চনময়ধূমঃ অসিদ্ধঃ, কুত্রাপি তস্য অসত্ত্বাৎ তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। **তৃতীয়স্তু** ইতি। চৈতন্যানুবৃত্তিশ্চেৎ প্রকৃতে বৈলক্ষণ্যং, তদা সিদ্ধান্তে সর্ব্বস্যৈব বস্তুনঃ ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ অব্রহ্মপ্রকৃতিকস্য কস্যচিদপি অভাবাৎ দৃষ্টান্তাভাবঃ। **নিদর্শনং** দৃষ্টান্তঃ। তথাচ হেতুরয়ং অসাধারণঃ, তথাহি জগৎ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকং ব্রহ্মস্বভাবস্য চৈতন্যস্য অননুবৃত্তেঃ, যৎ চৈতন্যেন অননুবৃত্তং তৎ অব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ **যথা** ইত্যাদি দৃষ্টান্তঃ অবশ্যম্ অপেক্ষণীয়ঃ, তত্র ব্রহ্মবাদিমতে সর্ব্বস্যৈব বস্তুনঃ ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমেন দৃষ্টান্তাভাবাৎ অসাধারণঃ। তথাহি—

> সারূপ্যাৎ সর্ব্বথা নৈব প্রকৃতিত্ববিকারতে। কিঞ্চিৎসরূপতায়াং চ ব্রহ্মসত্তাত্র বিদ্যতে॥
> চৈতন্যাভাবতো ব্রহ্মোপাদানং জগতো ন চেৎ। দৃষ্টান্তবিরহাৎ হেতুঃ স্যাদসাধারণো ধ্রুবম্॥ ইতি

অসাধারণলক্ষণং চ **"সর্ব্বসপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্তো হেতুঃ অসাধারণঃ"** ইতি চিন্তামণিঃ যথা শব্দোঽনিত্যঃ শব্দত্বাৎ। অত্র শব্দত্বহেতোঃ পক্ষমাত্রবৃত্তিত্বাৎ অসাধারণম্ এতচ্চ প্রাচীননৈয়ায়িকরীত্যা অভিহিতম্। নবীনাস্তু **"সাধ্যব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগী হেতুঃ অসাধারণ"** ইতি তল্লক্ষণং মন্যমানাঃ বিরুদ্ধস্যাপি অসাধারণ্যং বদন্তি। **"অতএব বিরোধোঽপি ফলতঃ প্রতিরোধ এব, তদন্যত্বেন বা বিরোধি বিশেষণীয়ম্** ইতি সব্যভিচারগ্রন্থে দীধিতিকৃতঃ ইতি। **পক্ষশ্চ** যত্র পর্ব্বতাদৌ সাধ্যং বহ্ন্যাদি সন্দিহ্যতে স পক্ষঃ, তথাচ **মহামতি মণিকারঃ, "সন্দিগ্ধসাধ্যধর্ম্মত্বং পক্ষত্বম্"** ইতি। সন্দিগ্ধং সাধ্যং যেন রূপেণ তৎ সন্দিগ্ধসাধ্যং সন্দেহবিশেষ্যতাবচ্ছেদকমিতি যাবৎ, তাদৃশ ধর্ম্মবত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। অথবা সন্দিগ্ধঃ সাধ্যরূপো ধর্ম্মো যত্র স সন্দিগ্ধসাধ্যধর্ম্মা, তস্য ভাবঃ তত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যত্র পর্ব্বতে বহ্নিসন্দেহাৎ পর্ব্বতস্য পক্ষত্বং। অথবা অনুমিৎসাভাববিশিষ্টসাধ্যনিশ্চয়াভাববান্ পক্ষঃ যথাহ স এব, **সিষাধয়িষাবিরহসহকৃতসাধকপ্রমাণাভাবো যত্রাস্তি স পক্ষ** ইতি। পক্ষে সাধ্যনিশ্চয়সত্ত্বে নানুমিতিঃ, সিদ্ধসাধনাৎ, যদি চ তত্রাপি অনুমিতি র্জায়তামিতি ইচ্ছা স্যাৎ, তদা ভবত্যেবানুমিতিঃ। অতএব **"প্রত্যক্ষপরিকলিতমপি অর্থম্ অনুমানেন বুভুৎসন্তে তর্করসিকাঃ, ন হি করিণি দৃষ্টে চীৎকারেণ তম্ অনুমিমতে অনুমাতারঃ"** ইতি ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায়াং গ্রন্থকারঃ। তথাচ যত্র ন সাধ্যনিশ্চয়ঃ, তৎ সত্ত্বে বা অনুমিৎসা, তত্রাপি অনুমিতেঃ ন অনুপপত্তিরিতি দ্বয়োঃ সংগ্রহার্থং বিশিষ্টাক্তম্। **সপক্ষশ্চ** নিশ্চিতসাধ্যবান্ ধর্ম্মী, যথা মহানসাদিঃ ; **বিপক্ষশ্চ** সাধ্যাভাববান্ ধর্ম্মী, যথা জলহ্রদাদিঃ। ইতি প্রসঙ্গাদুক্তম্। প্রকৃতে চ তার্তীয়হেতোঃ পক্ষমাত্রবৃত্তিত্বাৎ অসাধারণম্। **অথেতি**।

> "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
> তদ্‌ব্রহ্ম"। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"। "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং"॥

ইত্যাদ্যাগমপ্রমাণৈঃ ব্রহ্মণো জগন্নিমিত্তোপাদানত্বং সাধিতং, দৃষ্টং চ আগমবাধিতত্বম্ অনুমানস্য যথা—নরশিরঃকপালং শুচি, প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ" ইত্যনুমানসিদ্ধমপি নরশিরঃশৌচং **"মাংসমূত্রপুরীষাদি নির্গতং হ্যশুচি স্থিতম্"** ইতি শাস্ত্রাৎ বাধিতম্। অয়ং ভাবঃ,—জগৎ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকং বৈলক্ষণ্যাৎ—ইত্যনুমানস্য শ্রুতিঃ তাবৎ উপজীব্যং তদ্‌ঘটকব্রহ্মণঃ শ্রুত্যেকবেদ্যত্বাৎ, শ্রুতয়শ্চ ব্রহ্মণ এব জগৎকারণত্বম্ আমনন্তি। উক্তানুমানেন চ তন্নিরাসে উপজীব্যবিরোধঃ ইতি। **যথাহি** ইতি। আরোগ্যস্বর্গাদীনাং কৃতিসাধ্যত্বসাম্যেঽপি পথ্যাশিন আরোগ্যং, শর্করাভোজিনশ্চ রক্তকণ্ঠত্বং, সাক্ষাৎকুর্ব্বতা এবম্ উচ্যতে **"আরোগ্যকামঃ পথ্যমশ্নীয়াৎ" "স্বরকামঃ সিকতাং ভক্ষয়েৎ"** ইতি, অত এতেষাং প্রত্যক্ষপ্রমাণাপেক্ষত্বাৎ প্রাপ্তপ্রাপকত্বেন অপ্রাপ্তপ্রাপকত্বরূপবিধিত্বং নাস্তি, কিন্তু অনুবাদকতামাত্রম্। সিকতা শর্করা। **"দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত"** ইত্যাদৌ তু দর্শপৌর্ণমাসাদীনাং স্বর্গাদিসাধনত্বস্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈঃ অত্যন্তাপ্রাপ্তত্বেন বিধিত্বম্ ইতি ন মানান্তরাপেক্ষত্বম্ ইত্যর্থঃ। এবং দৃষ্টান্তং প্রদর্শ্য দার্ষ্টান্তিকেঽপি মানান্তরগোচরত্বাগোচরত্বে

দর্শয়তি—এবং ভূতত্বাবিশেষেঽপীতি। ভূতত্বং সিদ্ধত্বং প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বম্ ইতি যাবৎ। "অতিপতিতে"তি। অতিপ্রতিতাঃ অতিক্রান্তাঃ সমস্তানাং বেদাতিরিক্তপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানাং সীমানঃ সামর্থ্যানি যেন তস্য ভাবঃ তত্তা তয়া ইত্যর্থঃ। হেতৌ তৃতীয়া। অতএব বেদৈকপ্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণঃ শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বম্। এতেন কার্য্যত্বাবিশেষেঽপি ন সর্ব্বঃ স্বর্গস্যেব শ্রুত্যেকগম্যতা, স্বর্গকামিনঃ সিকতাভক্ষণস্য প্রত্যক্ষগম্যত্বাৎ, এবং ভূতত্বাবিশেষেঽপি ন সর্ব্বেষামেব মানান্তরযোগ্যত্বং, ব্রহ্মণঃ তথাভূতস্যাপি তদযোগ্যত্বাৎ, ইতি সিদ্ধম্। ইদম্ আপাততঃ, পরমার্থতস্তু ব্রহ্মণো ন ভূতত্বং; তথাত্বে পৃথিব্যাদিবৎ প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বাপত্তেঃ, "অন্যত্র ভূতাৎ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধাচ্চ ইতি ধ্যেয়ম্।

ভাষ্যে লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চেতি। অয়ং ভাবঃ—ভবতি হি গৃহীতব্যাপ্তিকহেতোঃ পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানাৎ অনুমিতিঃ, যথা মহানসাদৌ ধূমে গৃহীতব্যাপ্তিকস্য পর্ব্বতাদৌ তাদৃশধূমদর্শনেন ব্যাপ্তিস্মরণাৎ জায়তে বহ্ন্যনুমিতিরিতি তার্কিকাঃ। ব্রহ্মণশ্চ ইন্দ্রিয়াতীততয়া ব্যাপ্তিগ্রহাভাবাৎ, অসঙ্গত্বেন চ পক্ষধর্ম্মত্বাভাবাৎ, নির্ধর্ম্মত্বেন বিধেয়ত্বাভাবাচ্চ ন অনুমেয়ত্বম্, যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নব্যাপকত্বং পরামর্শে ভাসতে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্যৈব অনুমিতিবিধেয়ত্বাৎ ইতি। আগমমাত্রেতি বিবৃতং টীকায়াম্। ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগম্যত্বে শ্রুতিপ্রমাণমাহ—নৈষা তর্কেণেতি। এষা ব্রহ্মবিষয়িণী শুভা মতিঃ প্রতিভাকল্পিতেন তর্কেণ ন আপনেয়া ন প্রাপণীয়া, অথবা কুতর্কেণ নাপনেয়া ন নিরসনীয়া, কিন্তু অন্যেনৈব বেদতত্ত্বজ্ঞেন আচার্য্যেণ প্রোক্তা কৃপয়া উপদিষ্টা সতী সুজ্ঞানায় সাক্ষাৎকারাবসায়িকলায় ভবতি। হে প্রেষ্ঠ পরমপ্রিয়েতি মৃত্যোর্নচিকেতঃসম্বোধনম্। যতঃ পরমাত্মনঃ সকাশাৎ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ বিবিধা সৃষ্টিঃ আ সমন্তাৎ বভূব তং পরমাত্মানম্ ইহ জগতি অদ্ধা সাক্ষাৎ কো বেদ, আস্তাং তাবৎ জ্ঞানং, কো বা প্রবোচৎ ন কোঽপি বক্তুং শক্নুয়াৎ ইত্যর্থঃ। দীর্ঘাভাবঃ ছান্দসঃ। যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ প্রাকৃতবুদ্ধেঃ অতীতাঃ তান্ তর্কেণ প্রতিভোৎপ্রেক্ষিতেন ন যোজয়েৎ। অত্র ভগবদ্বাক্যং প্রমাণয়তি নমে ইতি। দেবা ব্রহ্মাদয় মহর্ষয়ঃ ব্যাসাদয়োঽপি মে মম প্রভবং প্রভুশক্তিং উৎপত্তিং বা ন বিদুঃ ন জানন্তি, হি যতঃ দেবানাং মহর্ষীণাং চ অহং আদিঃ মূলকারণং ইত্যর্থঃ।

টীকায়াং প্রমাণবিষয়েতি। শ্রুত্যা বস্তুতত্ত্বে অবধারিতে পশ্চাৎ অসম্ভবনাবিপরীতভাবনাদেঃ পুরুষদোষস্য নিরাসেন তত্ত্ববিবেচকতয়া তর্কঃ অনুমানং প্রমাণেতিকর্ত্তব্যতাভূতঃ, ইত্যর্থঃ। তদাশ্রয় ইতি। তৎ প্রমাণং আশ্রয়ো যস্য স তথা ইত্যর্থঃ। অতএবোক্তং ন্যায়ভাষ্যে—"প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতম্ অনুমানং সা অন্বীক্ষা প্রত্যক্ষাগমাভ্যাম্ ঈক্ষিতস্য পুনরন্বীক্ষণম্ অন্বীক্ষা" ইতি প্রমাণৈঃ অর্থমবগত্য বিশেষজ্ঞানার্থং দৃঢ়তরজ্ঞানার্থং মধ্যস্থসংশয়নিরাসার্থং বা অনুমানম্ আশ্রীয়তে ইত্যর্থঃ। প্রকৃতে চ শ্রুতিপ্রতিপাদিতে তত্ত্বে অসম্ভাবনাদিনিরাসেন শ্রৌতার্থদার্ঢ্যায়ৈব আদ্রিয়তে তর্কঃ, অসতি চ প্রমাণে উপকার্য্যস্য অভাবাৎ নিরাশ্রয়তয়া বিফলস্তর্ক ইত্যাহ অসতি চ প্রমাণে ইতি। ঈদৃশমেব তর্কং মন্তব্য ইতি মননবিধিঃ ব্যাপ্নোতি ইত্যাহ—যস্মিতি। মননবিধিশ্চ "বিষ্ণুরুপাংশুর্যষ্টব্য" ইতিবৎ বিধিসরূপো ন তু বিধিঃ ইতি স্মরণীয়ং প্রাগভিহিতম্। মননস্য সাক্ষাৎকারাঙ্গত্বং নিদিধ্যাসনদ্বারা ইত্যাহ—মতোহীতি। মতঃ শ্রবণানন্তরং মননবিষয়ীকৃতঃ, তেন চ নিঃসন্দিগ্ধঃ অর্থঃ ভাব্যমানঃ নিদিধ্যাস্যমানঃ ভাবনায়াঃ সমানাকারপ্রত্যয়প্রবাহস্য বিষয়তয়া সাক্ষাৎকৃতো ভবতি ইত্যর্থঃ। অনুভবাঙ্গমিতি, নিদিধ্যাসনদ্বারা ইতি শেষঃ। তদুক্তং বিদ্যারণ্যেন

"তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ। একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে" ॥ ইতি বিচিকিৎসা সংশয়ঃ। ভাষ্যে—নানেনেতি। মন্তব্য ইতি ইতি মননবিধিনা ইত্যর্থঃ। শুষ্কত্বং বেদনিরপেক্ষত্বং ইতি যাবৎ। আত্মলাভঃ স্বাধিকারঃ। স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তয়োঃ স্বপ্নজাগরণয়োঃ, ইতরেতরব্যভিচারাৎ স্বাভাববৎকালবৃত্তিত্বাৎ এককালবৃত্তিত্বাভাবাদিতি যাবৎ। আত্মনস্তু তাদৃশাবস্থাদ্বয়াভাবাৎ স্বভাবত এব অনন্বাগতত্বম্ উক্তাবস্থাভ্যাম্ অসম্পৃক্তত্বম্। সম্প্রসাদঃ সুষুপ্তিঃ। তদানীং প্রপঞ্চভ্রমাভাবেন সদাত্মনাবস্থানাৎ নির্ব্বিশেষব্রহ্মৈকত্বং। "কার্য্যং কারণাৎ ন ভিন্নং" ইতি ন্যায়েন প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ ব্রহ্মাভেদ ইতি ঈদৃশস্তর্ক এব আশ্রয়ণীয়ঃ ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—তত্ত্বমসীতি মহাবাক্যেন হি অবগম্যতে জীবব্রহ্মণোঃ অভেদঃ, ন চায়ং সম্ভবতি, তথাহি জাগ্রদাদ্যবস্থাবতো দেহাদিপ্রপঞ্চবতশ্চ জীবস্য ন খলু নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মৈক্যসম্ভবঃ, বিরোধাৎ; জীবঃ সুখদুঃখাদিভোক্তা, ব্রহ্ম তু তদসংস্পর্শি, প্রত্যক্ষাদিভিশ্চ প্রমাণৈঃ ভেদস্যৈব অবগম্যমানত্বাৎ কথং বা ব্রহ্মণঃ অদ্বিতীয়ত্বং সম্ভবেৎ। অতঃ শ্রুতোঽপি অর্থঃ অসম্ভাবনাদিভিঃ বিহন্যতে ইতি তদ্বারণায় জাগ্রদাদ্যবস্থানাং পরস্পরং ব্যভিচারাৎ, আত্মনঃ তাভিঃ অসংস্পৃষ্টত্বং,

স্বাভাবিকত্বে চ তাসাং করকাশৈত্যবৎ সদাতনত্বপ্রসঙ্গাৎ। সুষুপ্তিকালে চ **"সতা সৌম্য তদা বা সম্পন্নো ভবতি"** ইতি শ্রুত্যবগতসদ্রূপতাসম্পত্তেঃ ব্রহ্মাত্মৈকত্বসম্ভবঃ, কুণ্ডলাদীনাং সুবর্ণানন্যত্ববৎ প্রপঞ্চস্যাপি **"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি"** ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ ব্রহ্মানন্যত্বম্ ইত্যাদিশ্রুতিমূলকতর্কঃ অবশ্যম্ আশ্রয়ণীয়ঃ। সাংখ্যাদিকল্পিতো নির্মূলঃ তর্কস্তু সর্ব্বথাহবহেয়ঃ। তত্রভবতাম্ আচার্য্যানামপি অয়মেবাশয় ইতি দর্শয়তি—**তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি**। বিপ্রলম্ভকত্বং পৌরুষ-প্রতিভোৎপ্রেক্ষিতত্বেন বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বম্। যথাহুর্ভট্টাঃ—

"যত্নেনাহনুমিতোহপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে" ॥ ইতি

টীকায়াং **সালক্ষণ্যং** সারূপ্যম্। **অনাবির্ভাবতয়া** ইতি। স্বভাবাদেব অনভিব্যক্ততয়া ইতি প্রাগেব উক্তম্। **"অবিজ্ঞানং চ"** ইতি শ্রুতেঃ অনাবির্ভূতচৈতন্যপরত্বে মুখ্যার্থহানম্ অস্বরসঃ **কথঞ্চিদি-ত্যনেন** সূচিতঃ। **ন যুজ্যতে** ইতি। অচেতনাৎ প্রধানাৎ চৈতন্যোৎপত্তেঃ অসম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ।

নন্বু সাংখ্যসম্মতাচেতনপ্রধানস্য চেতনজগৎকারণত্বানুপপত্তিবৎ তবাপি ব্রহ্মবাদিনঃ চেতনব্রহ্মণঃ অচেতন-জগৎকারণত্বানুপপত্তিঃ; ইত্যত আহ ভাষ্যে—**প্রত্যুক্তত্বাদিতি**। সত্যপি বৈলক্ষণ্যে গোময়বৃশ্চিকাদেঃ কার্য্যকারণভাবদর্শনেন ব্যভিচারাৎ উক্ত নিয়মস্য নিরাকৃতত্বাদিত্যর্থঃ।

মিশ্রাস্তু প্রত্যুক্তত্বাদিতি ভাষ্যস্য জগতি সত্তালক্ষণব্রহ্মস্বভাবস্য অনুবৃত্ত্যা বৈলক্ষণ্যস্য নিরাকৃতত্বাদিত্যর্থ-পরতাম্ আশরতে, এবঞ্চ "বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবো নাস্তীত্যভ্যুপেত্য ইদমুক্তম্" ইতি তদ্গ্রন্থঃ সঙ্গচ্ছতে, তথাহি গোময়বৃশ্চিকাদীনাং কার্য্যকারণভাবদর্শনেন বৈলক্ষণ্যেহপি কার্য্যকারণভাবস্য ব্যবস্থাপিতত্বাৎ ব্যর্থং প্রত্যুক্তত্বাত্তু ইতি ভাষ্যম্ অত আহ—**বৈলক্ষণ্যে** ইত্যাদি। **"ইদং"** প্রত্যুক্তত্বাত্তু ইতি ভাষ্যম্; **পরমার্থতঃ** বস্তুতঃ, **এতদিতি** বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবো নাস্তীতি মতমিত্যর্থঃ।৬

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।৭

শুদ্ধস্য চেতনস্য ব্রহ্মণঃ তদ্বিলক্ষণজগদুপাদানত্বে প্রাগুৎপত্তের্জগৎ অসৎ স্যাৎ, তথাচ সৎকার্য্যবাদভঙ্গ-প্রসঙ্গঃ ইতি চেন্ন, **প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ** অসৎ স্যাদিতি প্রতিষেধস্য প্রতিষেধ্যাভাবাৎ প্রতিষেধমাত্রং তৎ ইত্যর্থঃ। আরব্ধাধিকরণাবান্তরশঙ্কাবারকত্বাং নাস্যাধিকরণান্তরারম্ভকত্বং। কার্য্যকারণয়োঃ অভেদাৎ প্রাগুৎ-পত্তেঃ কারণসত্ত্বে কার্য্যমপি সদেব ইতি কথং সৎকার্য্যবাদব্যাঘাতঃ, অত আহ টীকায়াং **ন কারণাদিতি**। **স্বাত্মনি** স্বস্বরূপে কার্য্যে, **বৃত্তিবিরোধাদিতি**। বৃত্তিঃ ক্রিয়া, যথা কারণে ন কাচিৎ বৃত্তিঃ, তথা কারণাভিন্ন-কার্য্যস্যাপি তদভাবেন কার্য্যত্বানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। **শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যাদীতি**। কারণং শুদ্ধং সুখদুঃখমোহাদ্যভাবাৎ, কার্য্যং চ জগৎ অশুদ্ধং সুখদুঃখমোহাদিময়ত্বাৎ ইতি বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাৎ ন কার্য্যকারণয়োঃ অভেদ ইত্যর্থঃ। ভেদে তু উৎপত্তেঃ প্রাক্ কারণস্য সত্ত্বাৎ কার্য্যস্য চ অসত্ত্বাৎ অসৎ কার্য্যম্ উৎপদ্যতে ইতি সৎকার্য্যবাদভঙ্গঃ ইত্যাহ—**অথেতি**।

কার্য্যকারণয়োঃ বিরুদ্ধধর্ম্মত্বং দর্শয়তি ভাষ্যে **যদীতি**। তথাচ এতাদৃশবিলক্ষণধর্ম্মণঃ কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাসম্ভবাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যম্ অসদিতি গম্যতে। **কারণাত্মানম্ অন্তরেণেতি**। কারণসত্তাম্ আদায়ৈব অস্মাকং সৎকার্য্যত্বব্যবহারঃ ন বস্তুতয়া কার্য্যং নাম কিঞ্চিদস্তি, ন হি শুক্তিযাথাত্ম্যজ্ঞানানন্তরং রজতং কদাচিদপি কশ্চিৎ সত্যতয়া প্রত্যেতি, তথা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারানন্তরং প্রপঞ্চং ন কদাচিদপি সত্যতয়া কশ্চিৎ মন্যতে তত্ত্বদর্শী। তত্ত্বজ্ঞানেন আবিদ্যকপ্রপঞ্চস্য সমূলঘাতং নিহতত্বাৎ। যথাহুর্বেদান্তবিদঃ—

"তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থসম্যগ্‌ধীজন্মমাত্রতঃ। অবিদ্যা সহ কার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি ॥" ইতি

তথাচ উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কারণস্য সত্ত্বাৎ কার্য্যমপি সদেব কথম্ অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতি-প্রমাণমাহ—**সর্ব্বমিতি**। যঃ পুমান্ বস্তুজাতং আত্মব্যতিরেকেণ জানাতি, তং পুরুষং **সর্ব্বং** বস্তুজাতং **পরাদাৎ** বঞ্চয়েৎ ইত্যর্থঃ। শব্দাদিহীনাং ব্রহ্মণঃ শব্দাদিমজ্জগদুৎপত্তৌ অসৎ উৎপদ্যতে ইতি শঙ্কাম্ অনুবদতি—**নন্বিতি**। অভ্যুপেত্য পরিহরতি—**বাঢ়মিতি**। কারণসত্তাতিরিক্তকার্য্যসত্ত্বানভ্যুপগমাদিত্যাহ—**নন্বিতি**।

টীকায়াং **তদুৎপত্তেরিতি**। **কারণে** ব্রহ্মণি **সতি** বিদ্যমানে উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং **তৎ** কার্য্যং কথম্ **অসৎ** অবিদ্যমানং ভবতি ন কথমপি ইত্যর্থঃ। **স্বরূপেণ তু** ইতি। ন উৎপত্তিরিত্যন্বয়ঃ, **সদসত্ত্বাভ্যামিতি**। জগৎ ন সৎ নাপি অসৎ, সৎস্বরূপত্বে সদৈব স্যাৎ চিদাত্মবৎ; অসৎস্বরূপত্বে কথং সত্ত্বেন প্রতীতিরিতি সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ম্ ইত্যর্থঃ। **সতোহসতো বা** ইতি। সত ইতি পরিণামবাদাভিপ্রায়েণ, অসতঃ

ইতি সৌগতাভিপ্রায়েণ। **নির্বিষয় ইতি।** স্বরূপতঃ কার্য্যস্যৈব অভাবেন সৎকার্য্যবাদস্যাপি অভাবাৎ তৎ-প্রতিষেধো নির্বিষয়ঃ, প্রতিযোগ্যপ্রসিদ্ধেঃ অভাবোঽয়ম্ অলীকপ্রতিযোগিক ইতি ভাবঃ।৭

অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্।৮

বিশুদ্ধং ব্রহ্ম জগৎকারণম্ ইতি অসমঞ্জসম্ অসঙ্গতং কথং? **অপীতৌ** প্রলয়ে **তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ** প্রলয়ে ব্রহ্মণি জগল্লীয়মানং স্বস্য জাড্যসাবয়বত্বাদিধর্ম্মৈঃ ব্রহ্ম মিশ্রয়েৎ, তোয়মিশ্রিতলবণং যথা স্বধর্ম্মৈঃ তোয়ং মিশ্রয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। আরদ্ধাধিকরণাবান্তরশঙ্কাবারকত্বাৎ নাধিকরণারম্ভকত্বম্ অস্য। ভাষ্যে **প্রতিসংসৃজ্যমানম্** ইত্যস্যার্থঃ—কারণাবিভাগম্ আপদ্যমানম্। ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভাগনিয়মস্য অভাবং দর্শয়তি—**অপি চ সমস্তস্যেতি।** জন্মাদিনিমিত্তানাং কর্ম্মাদীনাং লয়ে পুনরুৎপত্ত্যনুপপত্তিং দর্শয়তি—**অপি চ ভোক্তৃণামিতি।** প্রলয়েঽপি ব্রহ্মণো বিভক্ততয়া অবতিষ্ঠমানং জগদিতি চেৎ, তর্হি প্রলয়স্যৈব অসম্ভব ইত্যাহ—**অথেদমিতি।**

টীকায়াং যূষঃ শাকরসঃ। **ন চান্যথা লয়ো লোকসিদ্ধ ইতি।** নিরন্বয়নাশানভ্যুপগমাৎ প্রকারান্তরেণ লয়ো ন লোকপ্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। **নিরন্বয়ত্বম্** অপরিশিষ্যমাণরূপত্বং, বিনশ্যৎ বস্তু সূক্ষ্মরূপান্তং বিনশ্যতি সূক্ষ্মং চ রূপং কারণেন অন্বিতং ভবতি ইতি সান্বয়নাশ এব সর্ব্বত্র সিদ্ধঃ অভাবান্তবিনাশস্তু ন লোকে ইতি ভাবঃ। পরিণামেন ভোক্তৃভোগ্যনিয়মাভাবং দর্শয়তি—**সমুদ্রস্যেতি।** বিবর্ত্তেন তং দর্শয়তি রজ্জ্বামিতি। এবম্ আকাশাদিক্রমেণ উৎপত্তিনিয়মোঽপি নোপপদ্যতে ন হি সমুদ্রস্য ফেণতরঙ্গাদিনা পরিণামে, রজ্জ্বাং বা সর্পধারাদিবিভ্রমে কশ্চিৎ ক্রমনিয়মোঽস্তি ইত্যাহ—**ন চ ক্রমনিয়ম** ইতি।৮

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ।৯

পূর্ব্বোক্তম্ অসমঞ্জসং ন ভবতি এব, তুকার এবকারার্থঃ। কারণে কার্য্যস্য লয়ে কারণস্য কার্য্যধর্ম্মাস্পর্শে বহুশঃ দৃষ্টান্তসদ্ভাবাৎ। ইতি সূত্রার্থং ব্যাচষ্টে টীকায়াং **"নাবিবভাগমাত্রম্"** ইতি। অধিকরণান্তর্গতা-বান্তরশঙ্কাবারকত্বাৎ নাস্য তদারম্ভকত্বং সত্যপি প্রথমান্তপদে। অবিভাগমাত্রস্য লয়ত্বে হিঙ্গ্বাদিদূষিতশাক-রসাদিবৎ ব্রহ্মণঃ কার্য্যধর্ম্মত্বপ্রসঙ্গো ভবেৎ অতো লয়পদার্থং ব্যাকরোতি—**অপি তু** ইতি। তথাচ কারণে কার্য্যস্য লয়ে কার্য্যধর্ম্মামিশ্রণে বহুশো দৃষ্টান্তসদ্ভাবাৎ ন ভবদুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ।

ভাষ্যে **অপীতিরেবেতি।** কার্য্যধর্ম্মসত্ত্বে তদাশ্রয়তয়া কার্য্যসত্ত্বস্যাপি অবশ্যং বক্তব্যতয়া প্রলয়াসম্ভবঃ ইত্যর্থঃ। তথাচ তদানীং কার্য্যস্য পৃথক্‌রূপেণাসত্ত্বাৎ পৃথক্‌রূপবিশিষ্টধর্ম্মিরূপাশ্রয়াসত্ত্বে আশ্রয়িণাং তদ্ধর্ম্মাণাং স্থৌল্যসাবয়বত্বাদীনাং মাভূৎ সত্ত্বং কথঞ্চিৎ ইতি ভাবঃ।৯

ননু শরাবাদিদৃষ্টান্তেঽপি সৎকার্য্যবাদিনঃ তব কথং কার্য্যধর্ম্মারূষণং, কার্য্যস্য নিরন্বয়নাশানভ্যুপগমাদিতি শঙ্কতে টীকায়াং **স্যাদেতদিতি। এবমিদমপীতি।** যথা শুক্তিরজতস্থলে আরোপিতরজতস্য শুক্তিরেব পারমার্থিকং রূপং, ন তু তত্র রজতত্বেন কিঞ্চিৎ বস্তুসৎ অস্তি। তত্রাধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ কারণসত্তামাত্রোপ-জীবকস্য কার্য্যস্য কারণরূপানুগমেন সান্বয়নাশঃ, ন তু তত্র কার্য্যরূপস্যাপি অনুগমঃ, কারণসত্তায়া এব কার্য্য-সত্তারূপত্বাৎ কার্য্যস্য অনির্ব্বচনীয়তয়া স্বাতন্ত্র্যেণ তৎসত্তায়া অনভ্যুপগমাৎ। প্রকৃতে চ কারণব্রহ্মাতিরিক্ত-কার্য্যপ্রপঞ্চস্যৈব বস্তুতঃ অভাবেন অপীতৌ কারণস্য কার্য্যধর্ম্মদূষণশঙ্কৈব নোদেতি ইতি ভাবঃ। **অপিচেতি।** "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতয়ো হি কার্য্যস্য ত্রৈকালিকনিষেধম্ অভিদধতি, তত্র যদি কার্য্যসত্ত্বং বস্তুতয়া অবগত্য অপীতৌ কারণস্য কার্য্যধর্ম্মমিশ্রণং শঙ্ক্যেত, তদা পূর্ব্বোক্তাঃ স্পষ্টশ্রুতয়ঃ অতিশঙ্কনীয়াঃ স্যুঃ, নৈবং যুক্তং বেদবাদিনাম্ ইত্যর্থঃ। প্রলপন্তু নাম যথাকথঞ্চিৎ প্রতিভৈকজীবিনো বৌদ্ধার্হতাদয়ো বেদবাহ্যাঃ পাষণ্ডাঃ, ন তু সহামহে বয়মেবম্ আম্নায়জীবিনাং কপিলকণাদপ্রভৃতীনাম্ ইতি ভাবঃ। **অপীতিমাত্রমিতি।** তথাচ স্থিত্যুৎপত্ত্যো-রপি উক্তানুযোগস্য তুল্যতয়া অপীতিমাত্রকথনং ন্যূনতরম্ ইতি প্রতিবন্দ্যা সমাহিতং ভাষ্যকৃতা ইত্যর্থঃ। **লৌকিকঃ পুরুষ ইতি।** জীবস্য জাগ্রৎসুষুপ্ত্যোঃ স্বাপ্নপ্রপঞ্চাননুবর্ত্তনস্য প্রত্যক্ষদৃষ্টতয়া তন্নিদর্শনেন সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়সাক্ষিণঃ পরমাত্মনোঽপি প্রপঞ্চাসংস্পর্শঃ। যদ্যপি ব্রহ্মণঃ স্বাপ্নপ্রপঞ্চদোষবত্ত্বমপি প্রসক্তব্যমেব ইত্যুভয়োঃ তুল্যতয়া ন দৃষ্টান্তত্বসম্ভবঃ, তথাপি জীবে স্বাপ্নপ্রপঞ্চাসংসর্গস্য প্রত্যক্ষদৃষ্টতয়া উভয়ো র্ভেদাৎ দৃষ্টান্তত্বম্ ইতি বোধ্যম্।

ভাষ্যে **তত্রোক্তমিতি।** গৌড়পাদাচার্য্যৈরিতি শেষঃ। যদা আচার্য্যোপদেশকালে সুপ্তোত্থিতবৎ স্বস্য মায়াকার্য্যসুখদুঃখাদিসম্বন্ধরাহিত্যম্ অনুভবতি তদা অজম্ উৎপত্তিশূন্যম্ অনিদ্রং লয়শূন্যম্ অদ্বৈতং পরিপূর্ণ-ব্রহ্মস্বরূপমাত্মানং সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ। **মিথ্যাজ্ঞানস্য অনপোদিতত্বাদিতি।** মিথ্যাভূতম্ অজ্ঞানং

মিথ্যাজ্ঞানম্। **অনপোদিতত্বাৎ** অবাধিতত্বাৎ। অত্র শ্রুতিং প্রমাণয়তি—**ইমাঃ সর্ব্বা** ইতি। **সতি** ব্রহ্মণি, **সম্পদ্য** একীভূয়। সুষুপ্তৌ অজ্ঞানসত্ত্বং দর্শয়তি—**ন বিদুরিতি**। উপপত্তিরপি অস্তি "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইতি সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্তাবিদ্যাস্মরণেন তদানীম্ অবিদ্যানুভবঃ অবশ্যম্ অভ্যুপেয়ঃ, অনুভবম্ অন্তরেণ স্মরণানুদয়স্য সর্ব্বসম্মতত্বাদিতি। **তে সুষুপ্তাঃ** জীবা। **ইহ** সুষুপ্তেঃ পূর্ব্বং জাগরণকালে। **যৎ যৎ** প্রাতিস্বিককর্ম্মানুসারিব্যাঘ্রাদিজাতিবিশেষরূপং, **তদা** পূর্ব্বসংস্কারানুসারিপুনঃপ্রবোধকালে, **তথৈবেতি** ব্যাঘ্রসিংহাদিবিভাগঃ দর্শিতঃ। ননু "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইতি প্রবোধকালস্মর্য্যমানাজ্ঞানস্য সুষুপ্তে সত্ত্বাৎ পুনঃ প্রবোধকালে উপপদ্যতে বিভাগব্যবহারঃ, প্রলয়ে তু তাদৃশাজ্ঞানসত্তায়াং মানাভাবাৎ কথম্ উপপদ্যতাম্ উক্তো বিভাগনিয়মঃ ? অত আহ—**যথাহীতি**। যথা সুষুপ্তৌ ব্রহ্মণি সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য লয়েঽপি তৎকালীনাবিদ্যাশক্তিবশাৎ পুনর্জাগরণে বিভাগব্যবহারঃ, এবং প্রলয়েঽপি অবিদ্যাসম্বন্ধাৎ পুনর্বিভাগশক্তিঃ অনুমাস্যতে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারৈকনাশ্যত্বাৎ অজ্ঞানস্য ইত্যর্থঃ। তথাহি প্রলয়ঃ পুনর্বিভাগশক্তিমান্ ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারাজন্যপ্রলয়ত্বাৎ সুষুপ্তিকালীনপ্রলয়বৎ ইত্যনুমানম্। **মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবন্ধো** মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ। অতো মিথ্যাজ্ঞানবতাং প্রলয়েঽপি অবিদ্যাশক্তেঃ অবশ্যম্ভাবাৎ পুনরুৎপত্তিনিয়ম উপপন্নঃ। মুক্তানাং তু বিভাগকারণা-বিদ্যাশক্তেঃ তত্ত্বজ্ঞানেন সমূলঘাতং নিহতত্বাৎ ন পুনর্জন্মপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—**এতেনেতি**।

টীকায়াং **প্রতিনিয়মেনেতি**। প্রতিকূলো নিয়মঃ প্রতিনিয়মঃ বিপরীতনিয়ম ইতি যাবৎ। মিথ্যাজ্ঞানাৎ বিভাগশক্তিরিতি নিয়মঃ, তদভাবাচ্চ তদভাব ইতি প্রতিনিয়মঃ। এতমেব আহ—**কারণাভাবে** ইতি। কথং কারণাভাবঃ ইত্যত আহ—**তত্ত্বজ্ঞানেনেতি**। তথাচ মুক্তানাম্ অবিদ্যাশক্তেঃ অভাবাৎ ন পুনঃ সংসারপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ।১০

স্বপক্ষদোষাচ্চ।১০

ন বিলক্ষণত্বাদিত্যাদিসূত্রোক্তানাং বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবো নাস্তি ইত্যাদীনাং প্রধানকারণবাদ-পক্ষেঽপি দোষত্বাৎ ন তে ব্রহ্মকারণবাদে প্রযোক্তব্যাঃ "যশ্চোভয়োঃ সমোদোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ, নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ তাদৃশর্থবিচারণে" ইতি ন্যায়াৎ ইতি সূত্রার্থং ব্যাচষ্টে—**স্বপক্ষেচেতি**। **অতঃ** শব্দস্যৈব বিবরণং **বিলক্ষণকার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাদিতি**। তথাচ শব্দাদিহীনাৎ প্রধানাৎ শব্দাদিমতঃ কার্য্যস্য উৎপত্তেঃ কার্য্যকারণয়োঃ বৈলক্ষণ্যং, প্রধানবিলক্ষণস্য কার্য্যস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ কারণাত্মনা অবস্থানাসম্ভবাৎ, কার্য্যাত্মনা অবস্থানে চ প্রলয়স্যৈব অসম্ভবাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ অসতঃ কার্য্যস্য সৃষ্টিদশায়াম্ উৎপত্তেঃ অসৎকার্য্যবাদ-প্রসঙ্গো ভবতামপি ইত্যর্থঃ। **তথাপীতাবিতি**। তথাচ প্রধানস্য ঘটাদিবৎ স্থৌল্যাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ ; **অথ কেচিদিতি**। যদি বদ্ধমুক্তব্যবস্থার্থং মুক্তানামেব সুখদুঃখোপাদানক্লেশকর্ম্মাশয়াদীনাং প্রলয়ে অবিভাগঃ ন তু বদ্ধানাম্ ইত্যুচ্যতে তদা বদ্ধকর্ম্মাদীনাং লয়াভাবেন প্রধানকার্য্যত্বানুপপত্তিরিত্যর্থঃ।

টীকায়াং **কার্য্যকারণয়োরিতি** সমানেঽপি বৈলক্ষণ্যে, বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবস্য অস্মদিষ্টত্বাৎ ন দোষঃ ভবতাং তু অনিষ্টত্বাৎ দোষ এব ইতি হৃদয়ম্। **প্রাগুৎপত্তেরিতি**। সম্ভবতঃ খলু কারণসত্তাতিরেকেণ কার্য্যসত্তাভ্যুপগমে অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ, তদ্বৎপ্রসঙ্গশ্চ, ন পুনঃ কার্য্যমিথ্যাত্ববাদিনাম্ অস্মাকম্ ইত্যর্থঃ। **উপরিষ্টাৎ** ইতি শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণে সাংখ্যোক্তসৎকার্য্যবাদস্য নিপুণতরনিরাসেন, আরম্ভণাধিকরণে বিবর্ত্ত-বাদস্য সুদৃঢ়ব্যবস্থাপনেন চ প্রতিপাদনম্ ইত্যর্থঃ। **গুড়জিহ্বিকাচ** প্রথমং জিহ্বায়াং গুড়প্রদানেন বালকস্য রুচিম্ উৎপাদ্য পশ্চাৎ কটুকষায়ৌষধপ্রদানম্।১০

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১

সাংখ্যাদিকল্পিততর্কাণাং শুষ্কত্বেন প্রামাণ্যবিকলতয়া ন তৈঃ বৈদিকঃ ব্রহ্মকারণবাদঃ চোদনীয় ইত্যাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—**তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি**।

অয়মর্থঃ—অবৈদিকতর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানাদপি ন তাদৃশতর্কেণ সমন্বয়বিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ। তর্কস্য অপ্রতি-ষ্ঠানং চ একেন প্রতিষ্ঠিতস্য তর্কস্য তার্কিকান্তরেণ প্রতিভাবিশেষবতা তর্কান্তরেণ "যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ" ইতি ন্যায়েন অন্যথানয়নম্। অথ মন্যসে তর্কসামান্যস্য অপ্রতিষ্ঠায়াং পর্ব্বতাদৌ ধূমাদিদর্শনানন্তরং বহ্ন্যাদ্যা-নয়নপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ, শাস্ত্রার্থসংশয়ে চ তর্কেণ তন্নিশ্চয়োঽপি ন স্যাৎ, অপি চ তর্কাপ্রতিষ্ঠানহেতুনা সমন্বয়-বিরোধশঙ্কাপরিহারানুমানমপি ন স্যাৎ ইতি ন তর্কমাত্রস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্, অতঃ প্রতিষ্ঠিততর্কেণ সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইতি আহ—**অন্যথাঽনুমেয়মিতি চেদিতি**। অন্যথা প্রকারান্তরেণ প্রতিষ্ঠিততর্কেণ সমন্বয়-বিরোধাদিকম্ অনুমেয়ম্ ইত্যর্থঃ। শঙ্কাং পরিহরতি—**এবমপীতি**। কস্যচিৎ তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বেঽপি

লিঙ্গাদিরাহিত্যাৎ ব্রহ্মণঃ অবৈদিকতর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাৎ অনির্ম্মোক্ষঃ উক্তদোষাদনুদ্ধারঃ ইত্যর্থঃ। অথবা কপিলকণাদাদীনাম্ আচার্য্যাণাম্ অন্যোন্যবিরোধাদবৈদিকতর্কৈঃ তত্ত্বাবধারণাসম্ভবাৎ অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ পরমপুরুষার্থহানি রিতি। তস্মাৎ অবৈদিকতর্কস্য অপ্রমাণ্যাৎ ন তেন সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইতি। তর্কাধীনসমন্বয়বিরোধপরিহারার্থত্বাদস্য প্রক্রান্তাধিকরণাঙ্গতরং প্রথমান্তত্বেঽপীতি বোধ্যং।

টীকায়াং **কেবলেতি**। পরমতত্ত্বস্য বেদৈকগম্যত্বং চ রূপলিঙ্গাদিহীনত্বেন প্রত্যক্ষানুমানাদিসীমাতিক্রমণাৎ। **শুষ্কতর্ক** ইতি। বৈলক্ষণ্যতর্কস্য যৎতদ্ঘটিতত্বেন পক্ষসপক্ষসাধারণতয়া অননুগতত্বাৎ ন সাধ্যসাধকত্বম্ ইত্যর্থঃ। **যেন** স্বতন্ত্রতর্কপ্রবর্ত্তনেন, যত্নেন কথঞ্চিৎ ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মত্বসমবহিতহেতুপন্যাসাদিনা, **অভিযুক্ততরৈঃ** তত্ত্বনির্ণয়বিজয়প্রযোজকহেত্বাভাসছলজাতিনিগ্রহস্থানাদিবিবেচননিপুণৈঃ। পরমগম্ভীরোঽপি অর্থঃ প্রথিতমহিম্না কেনচিৎ মহাত্মনা প্রতিষ্ঠিততর্কতরণীশরণেন শক্যতে অধিগন্তুম্ ইতি চেৎ অত আহ—**ন চেতি। মিথো বিপ্রতিপত্তেরিতি।** তথাহি পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতেভ্যঃ পার্থিবাদিপরমাণুভ্যো নিত্যেভ্যঃ জগদুৎপত্তিম্ আহুঃ কণাদানুসারিণঃ। **কাপিলাস্তু** নিরবয়বত্রিগুণপ্রধানাৎ মহদাদিক্রমেণ উৎপদ্যতে বিশ্বমিতি মন্যন্তে, ইতি সর্ব্বজ্ঞানাং মুনীনাম্ এব মিথো বিরোধাৎ ভবতি তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্।

"কপিলো যদি সর্ব্বজ্ঞঃ কণাদো নেতি কা প্রমা" ॥

ইতি ন্যায়াৎ ইতি ভাবঃ। **নানুমানাভাসেতি।** অনুমানাভাসে ব্যভিচারেণ বিষয়ব্যভিচারেণ, অনুমানাভাসেন অনুমিতিজননস্থলে বিষয়াসত্বেন ইত্যর্থঃ। অনুমানব্যভিচারঃ অনুমানত্বাবচ্ছেদেন বিষয়ব্যভিচারঃ ন শঙ্কনীয়ঃ ইত্যর্থঃ। অত্রায়ং ভাবঃ—অনুমানং ভ্রমজনকং, অনুমানত্বাৎ, অনুমানাভাসবৎ ইত্যনুমানেন অনুমানত্বাবচ্ছেদেন ভ্রমজনকত্বং ন শঙ্কনীয়ম্, অনুমানত্বসামানাধিকরণ্যেন চ ব্যভিচার ইষ্ট এব। তথাচ বহ্নিলিঙ্গকধূমানুমানব্যভিচারদৃষ্ট্যা ন ধূমলিঙ্গকবহ্ন্যনুমানেঽপি ব্যভিচারঃ শঙ্কনীয়ঃ। ন হি দূরত্বাদিদোষেণ শুক্তিরজতজ্ঞানে ব্যভিচারদর্শনেন স্ফীতালোকমধ্যবর্ত্তিঘটসাক্ষাৎকারেঽপি ব্যভিচারঃ শক্যতে কেনচিৎ প্রেক্ষাবতা ইতি ভাবঃ। **প্রত্যক্ষাদিষু** ইতি। প্রত্যক্ষং ভ্রমজনকং, প্রত্যক্ষত্বাৎ, প্রত্যক্ষাভাসবৎ ইত্যনুমানেন প্রত্যক্ষত্বাবচ্ছেদেনাপি ভ্রমজনকত্বস্য সাধয়িতুং শক্যত্বাৎ প্রত্যক্ষমাত্রস্যৈব অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। **স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধেতি।** স্বভাবসম্বন্ধঃ ব্যাপ্তিরিতি যাবৎ। তদ্বিশিষ্টহেত্বনুসরণে নিপুণেন হেত্বাভাসাভিজ্ঞেন অনুমানকর্ত্রা ভবিতব্যমিত্যর্থঃ। **ততশ্চ** ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুপ্রয়োগাচ্চ। **অপ্রত্যূহং** নির্ব্বিঘ্নম্। অনুমানত্বাবচ্ছেদেন অপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন কল্পনীয়মিত্যত্র যুক্ত্যন্তর মাহ—**অপি চ যেনেতি।** তথাহি তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠিতঃ, তর্কত্বাৎ, বিলক্ষণত্বাদিতর্কবৎ ইতি তর্কেণ তর্কত্বাবচ্ছিন্নস্যৈব অপ্রতিষ্ঠিতত্বানুমিতৌ এতস্যৈব তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাভ্যুপগমাৎ ব্যভিচার ইতি ভাবঃ। **লোকযাত্রেতি।** বর্ত্তমানভোজনাদীনাম্ ইষ্টসাধনত্বদর্শনেন অনাগতভোজনাদীনাম্ ইষ্টসাধনত্বানুমানাৎ **লোকপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ** সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং লোকব্যবহারোচ্ছেদঃ তথাচ ভোজনম্ ইষ্টসাধনং, ভোজনত্বাৎ, অতীতাদিভোজনবৎ ইতি। তথাচ লৌকিকব্যবহারসিদ্ধ্যর্থমপি তর্কত্বসামানাধিকরণ্যেন প্রতিষ্ঠিতত্বস্য অবশ্যম্ অভ্যুপেয়ত্বাৎ ন তর্কত্বাবচ্ছেদেন অপ্রতিষ্ঠিতত্বমিতি। কস্যচিৎ তর্কস্য চ অপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন দূষণম্ অপি তু ভূষণমিত্যাহ—**অপি চ বিচারেতি।** বিচারো নাম সন্দিগ্ধে বস্তুনি প্রমাণেন তত্ত্বপরীক্ষায়াং তদনুকূলবাক্যকদম্বঃ কথাপরপর্য্যায়ঃ। তথাহি—

বিচারবিষয়ো নানাবক্তৃকো বাক্যবিস্তরঃ। কথা, তস্যাঃ, ষড়ঙ্গানি প্রাহুশ্চত্বারি কেচন ॥ ইতি

বিচার্য্যতে অসৌ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বিচারগোচরার্থবিষয়কঃ নানাবক্তৃকো বাক্যবিস্তরঃ কথা ইত্যর্থঃ। স চ দ্বিবিধঃ কল্পিতবাদিপ্রতিবাদিসাধ্যঃ প্রকৃতবাদিপ্রতিবাদিসাধ্যশ্চ তত্র চ আদ্যো দ্বিবিধঃ— যথা—মধ্যস্থহীনো বাদরূপঃ নৈয়ায়িকসম্মত একঃ, অপরশ্চ অত্রৈব তত্রভবতাম্ আচার্য্যাণাং শিষ্যহিতার্থং প্রণীতা অধিকরণাবলী, অস্য চ সন্তি অঙ্গানি ষট্, বিষয়ঃ সংশয়ঃ সঙ্গতিঃ পূর্ব্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তপক্ষঃ ফলভেদশ্চ ইতি। দ্বিতীয়শ্চ বাদিপ্রতিবাদিনোঃ উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপঃ মধ্যস্থাধীনঃ, অস্যাপি সন্তি অঙ্গানি চত্বারি, বিষয়ঃ সংশয়ঃ পূর্ব্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তপক্ষশ্চেতি এষ চ বিচারঃ ত্রিবিধঃ, বাদজল্পবিতণ্ডাভেদাৎ। তত্র তত্ত্ববুভুৎসুনা সহ বিচারঃ বাদঃ, স চ তত্ত্বনির্ণয়াবসানঃ। বিজিগীষুণা সহ বিচারো জল্পঃ, স চ বিজয়াবসানঃ বাদিনিগ্রহমাত্রপ্রয়োজনঃ। স্বপক্ষস্থাপনাহীনা বিতণ্ডা, পরপক্ষখণ্ডনমাত্রপর্য্যবসানা ইতি। **তর্কিতপূর্ব্বপক্ষঃ** তর্কবিষয়পূর্ব্বপক্ষঃ, তস্য নিরাসেন হেত্বাভাসাদ্যুদ্ভাবনদ্বারা ইতি শেষঃ। **তর্কিতং রাদ্ধান্তম্ অনুজানাতি** হেত্বাভাসাদ্যভাবাৎ অয়মেব পক্ষঃ সিদ্ধান্ত ইতি অনুমোদতে ইত্যর্থঃ। **সতি চৈব** ইতি। প্রতিষ্ঠারহিতে পূর্ব্বপক্ষতর্কে **সতি** বিদ্যমানে **এব** বিচারঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষতর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বে তস্যোভয়সম্মতত্বাৎ ন বিচারপ্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ।

তথাহি বিপ্রতিপত্তিবাক্যং তাবৎ বিচারপ্রযোজকং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকবাক্যদ্বয়ং হি বিপ্রতিপত্তিবাক্যং, বিরুদ্ধাপ্রতিপত্তির্বোধো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা তদর্থলাভাৎ, তস্মাচ্চ অপ্রামাণ্য শঙ্কাকবলিততত্তদ্বাক্যার্থবোধদ্বারা সংশয়ো জায়তে ইত্যেকতরকোটিনিশ্চয়ায় ন্যায়প্রয়োগাদিরূপো বিচারঃ প্রবর্ত্ততে। অসতি পূর্ব্বপক্ষে বিরোধাভাবেন সংশয়ানুদয়াৎ বিচার এব ন প্রবর্ত্ততে তদিদমুক্তং **তদভাবে বিচারাপ্রবৃত্তেরিতি**। তদভাবে পূর্ব্বপক্ষাভাবে ইতি॥ **তদপ্রতিষ্ঠাদোষাৎ ন মুচ্যতে** ইতি। তথাহি যৎ যদ্‌বিলক্ষণং তৎ ন তৎপ্রকৃতিকম্ ইত্যাগ্যনুমানস্য যৎতৎপদঘটিতত্বেন অননুগতত্বাৎ জগতি ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাবসাধকত্বাভাবাৎ। দৃষ্টান্তে তন্তুবিলক্ষণত্বং ঘটাদেঃ তন্তূপাদানকত্বাভাবে প্রযোজকং বক্তব্যং, ন তৎ আকাশাদেঃ ব্রহ্মোপাদানকত্বাভাবে হেতুঃ ভবিতু মর্হতি, কিন্তু ব্রহ্মবিলক্ষণত্বমেব, তথাচ ন দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ হেতুতাবচ্ছেদকৈক্যসম্ভবঃ। সাধ্যতাবচ্ছেদকহেতুতাবচ্ছেদকৈক্যলাভে চ পক্ষবৃত্তিহেতৌ ব্যাপ্তিগ্রহাসম্ভবাৎ নানুমিতিরিতি ভাবঃ।

ভাষ্যে **অতীতবর্ত্তমানাধ্বেতি**। প্রবৃত্তিবিষয়ান্নভোজনাদিঃ নিবৃত্তিবিষয়শ্চ বিষভক্ষণাদিঃ অত্র অধ্বপদার্থঃ, তথাচ অতীতবর্ত্তমানান্নভোজনবিষভোজনয়োঃ ইষ্টানিষ্টসাধনত্বানুভবাৎ তৎসজাতীয়তয়া অনাগতয়োরপি তয়োঃ তথাত্বানুমানাৎ ইষ্টসাধনে অন্নভোজনাদৌ প্রবর্ত্ততে নিবর্ত্ততে চ বিষয়ভোজনাদিত ইতি লোকযাত্রানির্ব্বাহকঃ তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠিত ইতি ন শক্যতে বক্তুম্ ইতি। বেদার্থয়োঃ বিরোধে অর্থাভাসপরিত্যাগেন পরমার্থাবধারণং বাক্যতাৎপর্য্যনির্ণায়কতর্কস্যৈব ফলম্ ইত্যাহ—**শ্রুত্যর্থেতি**। বাক্যস্য বৃত্তিস্তাৎপর্য্যং তন্নিরূপ্যতে নিশ্চীয়তে অনেনেতি করণে অনট্। এতেন দৃষ্টার্থলোকাযাত্রানির্ব্বাহকত্বমেব তর্কস্য ন অলৌকিকবেদার্থনির্ণায়কত্বম্ ইতি নিরস্তম্। অতএব "**অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে**" ইত্যাদি শ্রুতীনাং জীবেশ্বরপ্রতিপাদকত্বসন্দেহে উপক্রমোপসংহারাদিসহায়েন তর্কেণৈব ভবতি বস্তুতত্ত্বারধাবণম্ ইতি সমন্বয়াধ্যায়ে ভগবতা সূত্রকারেণৈব দর্শিতম্ অন্যথা ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রমপীদম্ অনর্থকং স্যাৎ ইতি ন তর্কমাত্রস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্ ইত্যর্থঃ। অত্র মনোরপি সম্মতিমাহ—**মনুরপীতি**। ধর্ম্মশুদ্ধিম্ অধর্ম্মাৎ বিবিচ্য ধর্ম্মতত্ত্বাবধারণম্ ইচ্ছতা পুরুষেণ ধর্ম্মসাধনদ্রব্যদেশকালব্রাহ্মণত্বাদিবিজ্ঞানায় প্রত্যক্ষম্ অনুমানং বিবিধধর্ম্মতত্ত্বাবধারণায় বেদমূলং স্মৃতীতিহাসপুরাণাদিরূপং শাস্ত্রং চ বিশেষেণ জ্ঞাতব্যম্। এতেন ইদমেব প্রমাণত্রয়ং মনুসম্মতমিতি গম্যতে। **আর্ষং** ঋষিদৃষ্টত্বাৎ বেদম্, ধর্ম্মোপদেশম্ ঋষিপ্রণীতবেদমূলকশাস্ত্রং চ অথবা আর্ষম্ ইতি বিশেষণং মন্বাদিঋষিপ্রণীতধর্ম্মশাস্ত্রং, **বেদশাস্ত্রানুকূলতর্কেণ** মীমাংসাদিরূপেণ, এতেন শুষ্কতর্কস্য নাবসরঃ কথঞ্চিদিতি গম্যতে। যঃ অনুসন্ধত্তে বিচারয়তি স যাথার্থ্যেন ধর্ম্মতত্ত্বং জানাতি ন তু ইতরো মীমাংসাজ্ঞনভিজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ। বেদো হি ধর্ম্মসাধনং মীমাংসা চ তদিতিকর্ত্তব্যতারূপা যদাহ বার্ত্তিককারঃ

"**ধর্ম্মে প্রমীয়মাণে তু বেদেন করণাত্মনা।**
ইতিকর্ত্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি॥" ইতি।

অয়মেবেতি। তথাচ কস্যচিৎ তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্ ইষ্টমেব অন্যথা পূর্ব্বপক্ষস্যৈব অনুদয় ইতি ভাবঃ। তর্কত্বরূপসামান্যধর্ম্মেণ পূর্ব্বপক্ষতর্কবৎ উত্তরপক্ষতর্কস্যাপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন মন্তব্যম্ ইত্যাহ—**নহীতি**। **তস্মাৎ** সর্ব্বতর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বাভাবাৎ যৎকিঞ্চিৎতর্কাপ্রতিষ্ঠিতত্বস্য চ ভূষণত্বাৎ। **অতিগম্ভীরং** বেদাতিরিক্তপ্রমাণাগোচরং, **ভাবস্য** জগন্নিমিত্তোপাদানব্রহ্মণঃ **যাথাত্ম্যম্** অদ্বিতীয়ত্বং, **মুক্তিনিবন্ধনং** মুক্ত্যাশ্রয়ম্। ব্রহ্মণোঽতিগম্ভীরত্বং দর্শয়তি—**রূপাদ্যভাবাদিতি**। অবিমোক্ষপদস্য মোক্ষাভাবার্থতামাদায় ব্যাচষ্টে—**অপিচেতি**। **তদ্বিষয়ম্** একরূপবস্তুবিষয়ম্। **এবং সতীতি**। মোক্ষসাধনসম্যগ্‌জ্ঞানস্য একরূপত্বে সতি, তথাচ তর্কজন্যজ্ঞানানাং পরস্পরবিরোধাৎ ন সম্যগ্‌জ্ঞানত্বম্ ইত্যর্থঃ। **ব্যুত্থাপ্যতে** বাধ্যতে। **একরূপানবস্থিতবিষয়মিতি**। একরূপেণানবস্থিতোবিষয়ো যস্য তৎ তথা ইত্যর্থঃ। এতচ্চ হেতুগর্ভবিশেষণং বিষয়ানবস্থানমেব জ্ঞানস্য অসম্যক্ত্বে হেতুঃ বিষয়ভেদেন জ্ঞানভেদধ্রৌব্যাৎ। **ন চ প্রধানবাদীতি**। তথাচ সাংখ্যপ্রণেতুঃ ন সর্ব্বতার্কিকমুখ্যত্বং যেন তদুক্তমেব জ্ঞানং সম্যগ্ জ্ঞানং ভবেদিতি। **ন চ শক্যন্তে ইতি**। তথাচ সর্ব্বতার্কিকৈকমত্যা ব্যবস্থিতাবুদ্ধিঃ সম্যক্‌বুদ্ধিঃ সৈব মোক্ষহেতুরিতি পরাস্তম্। **বেদস্যেতি**। বেদস্য নিত্যত্বসম্যক্‌জ্ঞানকারণত্বস্বীকারে ইত্যর্থঃ। **ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেরিতি**। ব্যবস্থিতঃ একরূপেণাবস্থিতঃ অর্থো বিষয়ো যস্য তস্যভাব তত্ত্বমিত্যর্থঃ। নিগময়তি **অত** ইতি। সূত্রার্থমুপসংহরতি **অতোঽন্যত্রেতি** বেদোক্তজ্ঞানস্যৈব সম্যগ্‌জ্ঞানত্বাৎ তর্কপ্রভবজ্ঞানস্য চ অনেকরূপত্বাৎ ন তেন সংসারবিমোক্ষঃ ইত্যর্থঃ। অবৈদিকতর্কস্য আভাসত্বাৎ ন তেন সমন্বয়বিরোধ ইত্যধিকরণার্থমুপসংহরতি **অত আগম বশেনেতি**।

টীকায়াং **ভূতার্থগোচরস্ত** সত্যবস্তুবিষয়কস্য ব্যবস্থিতবস্তুগোচরতয়া **পরিনিষ্ঠিতবস্তুবিষয়তয়া** একরূপবিষয়তয়া ইতি যাবৎ। **ব্যবস্থানং** বস্তুতন্ত্রতয়া স্থাণুর্বা পুরুষো বা ইতিবৎ অনেকরূপত্বাভাবাদেকরূপত্বম্। **বেদোত্থতর্কেতিকর্ত্তব্যতাকমিতি** বেদানুসারী তর্কো বিচারঃ ইতিকর্ত্তব্যতা অঙ্গং যস্য ইত্যর্থঃ। **ব্যবস্থিতম্** একবস্তুবিষয়কত্বাৎ একরূপম্। শুষ্কতর্কজনিতজ্ঞানস্য অব্যবস্থিতত্বমাহ—**বেদানপেক্ষেণ তু** ইতি। এতাদৃশতর্কস্য শুষ্কত্বং **"দৃশ্যতে তু"** ইতি সূত্রে দর্শিতম্। **জগৎকারণভেদং** প্রধানপরমাণ্বাদি **অবস্থাপয়তাং** নির্দ্ধারয়তাং তার্কিকাণাং কপিলকণাদাদীনাং পরস্পরবিরোধাৎ। **তত্ত্বনির্দ্ধারণেতি**। আচার্য্যাণাং পরস্পরবিরোধে আম্নায় এব ভগবান্ শরণীয়ঃ তদভাবে নান্যৎ তত্ত্বনির্ণয়কারণমস্তি ইতি ভাবঃ। ততঃ বেদনিরপেক্ষতর্কাৎ, **তত্ত্বব্যবস্থা** সর্ব্বসম্মততত্ত্বৈকত্বনিশ্চয়ঃ **ইতীতি** হেতৌ, ততঃ তর্কাৎ, **সম্যক্-জ্ঞানং** মোক্ষসাধক তত্ত্বনিশ্চয়ঃ ইত্যনর্থান্তরম্। **অসম্যগ্জ্ঞানাচ্চেতি**। তত্ত্বজ্ঞানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বাদিতি শেষঃ। তথাচ ভগবান্ অক্ষপাদঃ "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ", ইতি। আত্মাদেঃ খলু প্রমেয়স্য তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ইতি ন্যায়ভাষ্যকৃতঃ।১১

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ॥১২

ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্ববাদিবেদান্তসমন্বয়ঃ তর্ককুশলবৈশেষিকনয়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সন্দেহে সাংখ্যস্মৃতিঃ যথা বেদবিপরীতত্বাৎ ন বেদমূলা, তথা যৎ মহাপরিমাণং তৎ ন দ্রব্যোপাদানং যথাকাশঃ, ইতি ব্যাপ্তেঃ ব্রহ্মাপি ন জগদুপাদানং, তথাত্বে ব্রহ্মণোঽপি জগতো মহত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ, দৃশ্যতে হি অল্পপরিমাণাৎ তন্ত্বাদেঃ মহাপরিমাণস্য বস্ত্রাদেঃ উৎপত্তিঃ ইতি ব্যাপ্ত্যাদিমূলবৈশেষিকতর্কেণ সমন্বয়ো বিরুধ্যতে, তস্মাৎ অণ্বাদয় এব জগদুপাদনম্ ইতি দৃষ্টান্তপ্রত্যুদাহরণাভ্যাং প্রাপ্তে সূত্রমিদং প্রণীয়তে—**এতেনেতি**। অন্যাশ্চ সঙ্গতয়ঃ পূর্ব্ববৎ বেদিতব্যাঃ। পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়াসিদ্ধিঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিঃ, **এতেন** আত্মাসঙ্গত্বস্বপ্রকাশত্বসৎকার্য্যবাদাদ্যংশেন মন্বাদিশিষ্টপরিগৃহীতপ্রধানকারণবাদনিরাকরণপ্রকারেণ, **শিষ্টৈঃ** মনুদেবলাদিভিঃ কেনচিদপি অংশেন অপরিগৃহীতা অণ্বাদিকারণবাদাঃ ব্যাখ্যাতা নিরস্তা জ্ঞেয়াঃ, শ্রুতিবাধিতত্বাৎ তর্কস্য ইত্যর্থঃ। বিধায়কপ্রথমান্তপদাদিদং নবীনমধিকরণমিতি জ্ঞেয়ম্। অধিকরণয়োঃ এতয়োঃ উপদেশাতিদেশভাবে বীজমাহ ভাষ্যে—**বৈদিকস্যেতি**। আত্মাসঙ্গত্বাদ্যংশেন প্রত্যাসন্নং খলু বেদান্তানাং কাপিলতন্ত্রং শিষ্টপরিগৃহীতং চ ইতি ইদম্ উপদেশঃ, অণ্বাদিবাদাশ্চ ন তথা ইতি অতিদেশঃ। **তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ** ইতি। কারণাপেক্ষয়া কার্য্যন্যূনতায়াঃ ঘটকপালাদিষু দৃষ্টত্বাৎ বিভুনো ব্রহ্মণো ন জগদুৎপত্তিঃ,—তথাহি—

উপাদানকপালাদেঃ ঘটাদের্ন্যূনমানতঃ। বিভুনো ব্রহ্মণো বিশ্বং ন্যূন মেতদসম্ভবি॥ ইতি

প্রধানমল্লেতি। যথা প্রধানমল্লপরাজয়েনৈব দুর্ব্বলমল্লা অপি ভবন্তি পরাজিতাঃ তদ্বদিত্যর্থঃ। নিরাকরণকারণস্য সাম্যমাহ—**পরমগম্ভীরস্যেতি**। অপি চ ব্রহ্ম ন জগদুপাদানং বিভুত্বাৎ ইত্যত্র পক্ষসাধিকা শ্রুতিঃ অবশ্যম্ অপেক্ষণীয়া, তয়াচ ইদং বাধ্যতে, শ্রুতিষু হি ব্রহ্মণ এব উপাদানত্বপ্রতিপাদানাৎ যথা—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাদি। স্বরূপাসিদ্ধিশ্চ ভবতি—তথাহি **"অস্থূলমনণু"** **"কেবলো নির্গুণশ্চ"** ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধে নির্গুণে ব্রহ্মণি বিভুত্বাদেঃ অভাবাৎ। বৈশেষিকাস্তু আত্মনো বিভুত্বং মন্যন্তে তথাহি—**"বিভবাম্মহানাকাশস্তথাচাত্মা"** ইতি তৎ সূত্রং, বিভবাৎ সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগাৎ আকাশো মহান্ পরমমহাপরিমাণবান্, এবম্ আত্মাপি পরমমহাপরিমাণবান্ বিভুত্বাৎ। অদৃষ্টবদাত্মসংযোগস্য সর্গাদ্যকালীনপরমাণুকর্ম্মহেতুত্বাৎ আত্মবিভুত্বম্ আবশ্যকম্ ইত্যর্থঃ।

অত্র সাংখ্যবাদখণ্ডনগর্ভাং শঙ্কাম্ অবতারয়তি মিশ্রো—**ন কার্য্যমিতি**। যদ্যপীয়ং শঙ্কা কার্য্যস্য অনির্ব্বচনীয়ত্বব্যবস্থাপনেন উপরিষ্টাৎ নিরাকরিষ্যতে, তথাপি ভেদঘটিতকার্য্যকারণভাবে কারণব্যাপারাৎ পূর্ব্বাপরকালয়োঃ পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাভ্যাং কার্য্যাসত্ত্বসত্ত্বব্যবস্থাপনবিরোধেন তাদৃশশঙ্কানিরসনম্ অত্র অধিকম্ ইতীহ নির্দ্দেশঃ ইতি। সাংখ্যাঃ কিল মন্যন্তে কার্য্যং কারণাদভিন্নম্, তথাহি পটস্তন্তুভ্যো ন ভিদ্যতে তদ্ধর্ম্মত্বাৎ (তদবস্থাবিশেষাত্মকত্বাৎ তৎসম্বন্ধনিয়তসত্তাকত্বাৎ বা) যৎ যস্মাৎ ভিন্নং তৎ ন তস্য ধর্ম্মঃ, যথা ঘটস্য পটঃ, তন্তুপটয়োশ্চ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাৎ ন তয়োঃ ভেদঃ, কারণব্যাপারাদ্ ঊর্দ্ধমিব ততঃ প্রাগপি কার্য্যং সদেব, কারণব্যাপারাচ্চ সতঃ কার্য্যস্য অভিব্যক্তিঃ, যথা তিলেষু সতঃ তৈলস্য অভিব্যক্তিঃ পীড়নেন, গোষু চ দুগ্ধস্য দোহনেন, যত্র যৎ অসৎ কারণশতব্যাপারেণাপি ন ততস্তদুৎপত্তিঃ, যথা বহ্নেঃ জলস্য, অত কার্য্যং কারণে সদেব ইতি। তমিমং সাংখ্যবাদং কণাদবাদেন উচ্ছিনত্তি—**ন কার্য্যমিতি**। **কারণরূপবদিতি**। কারণাৎ অভিন্নং কারণস্বরূপং যথা কারণস্য ন কার্য্যং তথা কার্য্যস্য কারণাদভেদে কার্য্যত্বং ন স্যাদিত্যর্থঃ। করোত্যর্থঃ প্রযত্নোঽপি অনুপপন্নঃ কার্য্যস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ।

এতদেব প্রতিপাদয়তি **অভূতেতি**। হির্হেতৌ। **অভূতস্য** অসিদ্ধস্য। **প্রাদুর্ভাবনং** উৎপাদনং, **তদর্থঃ** করোত্যর্থঃ। **অস্য** কার্য্যস্য। **অভূতমিতি** কারণাত্মনা সিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। নন্থ মাভূৎ কার্য্যার্থং পুরুষস্য প্রযত্নঃ, কিন্তু তদভিব্যক্ত্যর্থমেব ইত্যত আহ—**অভিব্যক্ত্যর্থমিতি**। **তস্যা অপি** অভিব্যক্তেরপি কারণস্বরূপতয়া সত্ত্বাৎ ভবন্মতে ইতি শেষঃ। বাকারঃ পক্ষান্তরে। **তদ্বৎপ্রসঙ্গেনেতি**। অভিব্যক্তেঃ কার্য্যত্বেঽপি যদি কারণাত্মনা সত্ত্বাভাবঃ তদা কার্য্যত্বাবিশেষাৎ অভিব্যঙ্গ্যস্যাপি অভিব্যক্তিবৎ সত্ত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ কারণাত্মত্বব্যাঘাত ইত্যর্থঃ। তথাচ কার্য্যং কারণাত্মনা ন সৎ, কার্য্যত্বাৎ, অভিব্যক্তিবৎ ইতি।

অত্র হেতু মাহ—**নহীতি**। হি র্হেতৌ, একক্ষণাবচ্ছেদেন একপ্রতিযোগিকভাবাভাবয়ো রেকত্রাসিদ্ধেঃ রিতি ভাবঃ। **কিঞ্চেদমিতি**। শিক্ষিতমিত্যনেনান্বয়ঃ। প্রতিবধ্যতে মণিনা বহ্নের্দাহিকাশক্তিঃ, সংস্তভ্যতে চ মন্ত্রৌষধিভ্যাং চভুজ্জগ্ধবীর্য্যং, ইন্দ্রজালেন চ সদপি বস্তু তত্ত্বতো ন প্রতীয়তে, নৈব বা প্রতীয়তে, ইন্দ্রজালং শাম্বরীবিদ্যা কুহকমিতি যাবৎ। **যৎ** যেন ইন্দ্রজালেন, ইদং কার্য্যম্, **অজাতেতি**। **অজাতঃ** অনুৎপন্নঃ **অনিরুদ্ধঃ** অবিনষ্টঃ **অতিশয়ো** ধর্ম্মো যস্য তৎ, তথাচ পাকেন শ্যামিমবিনাশাৎ রক্তিমোৎপাদবৎ কস্যচিৎ ধর্ম্মস্য উৎপাদবিনাশাভাবো দর্শিতঃ। অথবা—জাতঃ অনিরুদ্ধঃ অতিশয়ো যস্য তথাভূতং ন ভবতি ইতি অজাতানিরুদ্ধাতিশয়ং। **অব্যবধানং** বস্বন্তরাবরণশূন্যম্, এতেন যবনিকাব্যবহিতঘটস্য তদপসারণেন প্রত্যক্ষবৎ কার্য্যপ্রত্যক্ষং ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। **অবিদূরস্থানমিতি** ন বিদূরে অতিদূরে স্থানং স্থিতি র্যস্য তৎ নাতিদূরবর্ত্তি, কিন্তু অল্পদূরবর্ত্তি, ইত্যর্থঃ তথাচ অতিদূরত্বম্ অতিসান্নিধ্যং চ প্রত্যক্ষপরিপন্থি তদ্রাহিত্যং দর্শিতম্। চৈত্রদৃষ্টস্যাপি মৈত্রাপরোক্ষত্বসম্ভবাৎ আহ **তস্যৈবেতি**। তথা চাত্র পুরুষভেদোঽপি নাস্তি ইতি সূচিতম্। **তদবস্থেতি**। তদবস্থং প্রত্যক্ষকালীনবৎ অবিকৃতং ইন্দ্রিয়ং যস্য তস্য ইত্যর্থঃ। তথাচ সর্ব্বথা প্রত্যক্ষবিঘটকসামগ্রীরাহিত্যং দর্শিতং। **কদাচিৎ** উৎপত্ত্যনন্তরং প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষবিষয়ঃ, পরোক্ষং পরোক্ষবিষয়শ্চ তৎ পূর্ব্বম্ কার্য্যধ্বংসানন্তরং বা। কার্য্যস্য কাদাচিৎকপ্রত্যক্ষপরোক্ষত্বে উপহস্য পরাভিমতং তৎসাধনমপ্যুপহসতি **যেনেতি**। **যেন** ঘটাদিগতপ্রত্যক্ষাপরোক্ষত্বেন **অস্য** কার্য্যস্য ঘটাদেঃ কদাচিৎ উৎপত্ত্যনন্তরং, **প্রত্যক্ষং** চক্ষুরাদি, **উপলম্ভনং** জ্ঞানসাধনং, **কদাচিৎ** উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং ধ্বংসানন্তরং বা, **অনুমানং** জ্ঞানসাধনং তথাচ ঈশ্বরকৃষ্ণঃ—

"অসদকরণা দুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যম্" ॥ ইতি।

কদাচিৎ সৃষ্টেঃ প্রাক্, জগদস্তিত্ববোধকঃ **"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসী"**দিত্যাগমঃ উপলম্ভনম্ ইতি। অথবা প্রত্যক্ষাদিপদং জ্ঞানপরং এতন্মতে তু আগমপদং শ্রৌতশাব্দবোধে লাক্ষণিকমিতি চিন্ত্যম্। এতেন কারণব্যাপারাৎ পূর্ব্বং মৃদি ঘটরাহিত্যং দর্শিতং সত্ত্বে উপলভোত অতো ন কার্য্যকারণয়োঃ অভেদঃ ইতি। **কার্য্যান্তরব্যবধিরিতি**। কার্য্যান্তরেণ শরাবাদিনা ব্যবধানং ঘটস্য পারোক্ষ্যহেতুরিত্যর্থঃ। **সদাতনত্বাদিতি**। শরাবাদ্যবস্থায়ামপি ঘটস্য বিদ্যমানত্বাৎ কথং তস্য পারোক্ষ্যম্ ইত্যর্থঃ। অথ কারণাত্মনা এব কার্য্যস্য সত্ত্বং ন কার্য্যাত্মনা অত উক্তং "কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্য"মিতি ততশ্চ অন্ত্যাবয়বিশরাবাদিষু ঘটস্য ন প্রত্যক্ষং, কারণানাং চ পিণ্ডাদীনাং তৎপূর্ব্বতনাবস্থাপেক্ষয়া কার্য্যত্বেন তদ্ব্যবধানাৎ ন তেষু সতোঽপি ঘটস্য প্রত্যক্ষম্ ইতি শঙ্ক্যতে **অথাপি স্যাদিতি**। যদ্যপি সাংখ্যনয়ে মৃত্তিকায়া এব কারণত্বং ন তু কপালাদেঃ, তথাপি তেষাং কারণত্বস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধস্য অপলপিতুমশক্যত্বাৎ মৃত্তিকাত্বেনৈব তেষাং কারণত্বং ন তু কপালত্বাদিনা ইত্যাশয়স্তেষামিতি বোধ্যম্। **কারণাত্মন** ইতি। কপালাদেঃ পূর্ব্বপূর্ব্বকার্য্যত্বেঽপি উত্তরোত্তরকারণত্বাৎ কারণাত্মত্বং কার্য্যজাতস্য ইতি। **কাদাচিৎকত্বে বা** ইতি বাকারঃ পক্ষান্তরে, তথাচ পিণ্ডাদেঃ কাদাচিৎকত্বাৎ ঘটসত্তাকালে তেষামভাবাৎ ন ঘটপ্রত্যক্ষানুপপত্তিরিতি ভাবঃ। দূষয়তি **ন কারণাত্মত্বমিতি**। **নিত্যত্বা-নিত্যত্বেতি**। কারণস্য নিত্যত্বং কার্য্যস্য অনিত্যত্বমিতি বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গঃ কার্য্যকারণয়ো র্ভেদসাধকঃ। ভবতি হি বিরুদ্ধয়োর্গোত্বাশ্বত্বয়োঃ সংসর্গ এব গবাশ্বয়ো র্ভেদসাধকঃ। তথাচ যো যদ্ধর্ম্মবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গবান্ স তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদবান্ যথা ঘটত্ববিরুদ্ধপটত্বসমবায়বান্ পটো ঘটভিন্ন ইতি। ভবতু ভিন্নয়োরপি নিত্যানিত্যয়োরভেদঃ অত আহ—**ভেদাভেদয়োশ্চেতি**। **ইত্যুক্তমিতি** সমন্বয়সূত্রব্যাখ্যায়াম্ ইতি শেষঃ। নিগময়তি **তস্মাদিতি**। **একান্তত** ইতি সর্ব্বাত্মনা ন তু ভিন্নাভিন্নমভিন্নম্ ইতি যাবৎ। কার্য্যকারণয়োরাত্যন্তিকভেদে কার্য্যকারণভাবানুপপত্তিমাশঙ্কতে **নচেতি**। তথাহি যৎ যতোভিদ্যতে তৎ ন তৎ কার্য্যং যথা ঘটভিন্নঃ পটো ন ঘটকার্য্যমিতি। সাম্প্রতং যুক্তং, "যুক্তেদ্বে সাম্প্রতং স্থানে" ইত্যমরঃ। প্রতিবন্দ্যা পরিহরতি **অভেদেঽপি** ইতি। তথাহি কার্য্যকারণয়োরভেদে সুবর্ণরূপং যথা ন সুবর্ণকার্য্যং তথা

কুণ্ডলমপি সুবর্ণকার্য্যং ন স্যাদিত্যর্থঃ। আপত্তিসাম্যং প্রদর্শ্য মূলশৈথিল্যমাহ **অত্যন্তভেদে** ইতি। নন্থ কুম্ভকুম্ভকারবৎ বস্তুনোঃ অত্যন্তভেদেঽপি চেৎ কার্য্যকারণভাব স্তদা ন কথম্ উপলখণ্ডেভ্যস্তৈলস্য ভূমের্বা রুচকাদীনামুৎপাদঃ অত আহ—**তস্মাদিতি**। ভেদেঽপি কার্য্যকারণভাবদর্শনাদিত্যর্থঃ। **সমবায়ভেদ এব** অবয়বাবয়বিনোঃ সম্বন্ধবিশেষ এব, ন তু কার্য্যকারণয়োরভেদ ইতি স্বাযোগব্যবচ্ছেদকৈবকারস্যার্থঃ। তথাচ ঘটকপালয়োঃ তন্তুপটয়োশ্চ সমবায় এব তয়োঃ উপাদানোপাদেয়ভাবনিয়ামকঃ উপলখণ্ডাদিষু চ তৈলাদীনাং সমবায়াভাবাৎ নোক্তানুযোগঃ ইতি ভাবঃ। তত্র কিমুপাদানং কিংবা উপাদেয়মিতি পরিচায়য়তি **যস্ত অভূত্বা** ইতি। পূর্ব্বমসতঃ সাম্প্রতমুৎপদ্যমানস্য যস্য ঘটাদেরিত্যর্থঃ। তথাচ সম্বন্ধস্য উভয়নিষ্ঠত্বাৎ তৎপ্রতিযোগী ঘটাদিঃ উপাদেয়পদার্থঃ, অনুযোগিচ কপালাদি উপাদানম্ ইত্যাহ—**যত্রেতি**।

তদেব মুক্তপ্রবন্ধেন উপাদানোপাদেয়ব্যবস্থাং প্রদর্শ্য প্রকৃতং ব্রহ্মণোজগদুপাদনত্বাসম্ভবং প্রতিপাদয়িতুং পাতনিকামারচয়তি **উপাদানত্বং চেতি**। **তস্মাদিতি**। কার্য্যাদল্পপরিমাণস্য জগদুপাদানত্বনিয়মেন পরম-মহতো ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। **মূলকারণমিতি**। তথাচ কাণভুজং সূত্রম্ "**সদকারণ-বন্নিত্য**"মিতি। অয়মর্থঃ সৎ ভাবরূপম্ তথাচ অভাবস্য জগৎকারণত্বং নিরস্তং, অভাবস্য কারণত্বে চূর্ণীকৃতাদপি বীজাদঙ্কুরোৎপাদাপত্তেঃ। **অকারণবৎ** কারণহীনং অজন্যমিতি যাবৎ তথাচ ঘটাদীনাং বারণং, নিত্যং ধ্বংসা-প্রতিযোগি ইতীদৃশং বস্তু অবয়বিনাং স্থূলপৃথিব্যাদীনাং মূলকারণমিতি। তত্র প্রমাণমাহ—"**তস্য কার্য্যং লিঙ্গমিতি**"। তস্য মূলকারণস্য কার্য্যং ত্রসরেণ্বাদি কার্য্যদ্রব্যং লিঙ্গম্ অনুমাপকং, তথাহি অবয়বাবয়বিধারায়া আনন্ত্যে মেরুসর্ষপয়োস্তুল্যপরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ অনন্তাবয়বত্বাৎ তয়োঃ, অতঃ কুত্রচিৎ বিশ্রান্তিরবশ্যং বাচ্যা, ন চ ত্রসরেণৌ বিশ্রামঃ ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবদিত্যনুমানেন তদবয়বদ্ব্যণুকসিদ্ধেঃ, নাপি দ্ব্যণুক এব বিশ্রামঃ, এসরেণ্বয়বাঃ সাবয়বাঃ মহদারম্ভকত্বাৎ কপালবৎ ইত্যনুমানেন দ্ব্যণুকাবয়বত্বেন পরমাণুসিদ্ধিঃ, স এব মূলকারণং তস্যাপি ক্ষুদ্রতরারব্ধত্বে অনবস্থাপাতঃ অনুকূলতর্কাভাবশ্চ ইতি ন তথা কল্পনং যুক্তমিতি সংক্ষেপঃ।

নন্থ পরমাণোর্জগদুপাদানত্বে পরমমহতো ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং শ্রৌতং কথমুপপদ্যতাম্ তত্রাহ তস্মাদিতি। পরমাণোর্জগদুপাদানত্বস্য সদনুমানসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **সহস্রসম্বৎসরেতি** তথাচ শ্রুতিঃ **পঞ্চপঞ্চাশতস্ত্রিবৃতঃ সম্বৎসরাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ পঞ্চদশাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ সপ্তদশাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ একবিংশাঃ বিশ্ব-স্‌জাময়নং সহস্রসম্বৎসরমিমিতি**, কিমস্মিন্ সত্রে সহস্রায়ুষাং গন্ধর্বাদীনামধিকারঃ উত মনুষ্যাণাং যদি মনুষ্যাণাং তদা কিং রসায়নাদিসম্পাদিতসহস্রায়ুষাম্ উত মাসেষু সম্বৎসরত্বমাশ্রিত্য সুখেনৈবায়ং মনুষ্যাণামধি-কারঃ, উত দ্বাদশরাত্রিষু সম্বৎসরশব্দঃ, উত দিবসেষু? ইত্যাদয়ঃ পক্ষাঃ। তত্র গন্ধর্বাদীনাম্ অগ্ন্যুপসংহারা-সামর্থ্যাৎ মনুষ্যাণামেব, মনুষ্যাণাং চ "**শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ**" ইতি শ্রুতেঃ রসায়নস্য এতাবদায়ুঃসম্পাদনা-সামর্থ্যাৎ সংখ্যাশব্দং সম্বৎসরশব্দং বা গৌণমাশ্রিত্য মনুষ্যাধিকারো বাচ্যঃ, তত্র সংখ্যাশব্দস্য মুখ্যত্বেন স্বার্থত্যাগা-সম্ভবাৎ "**যো মাসঃ স সম্বৎসর**" ইতি দর্শনাৎ সম্বৎসরশব্দস্যৈব মাসার্থত্বে অগ্ন্যাধানাদূর্দ্ধং সহস্রমাসজীবনা-সম্ভবাৎ "**সম্বৎসরপ্রতিমা বৈ দ্বাদশরাত্রয়ঃ**" ইতি প্রয়োগাৎ দ্বাদশরাত্রিষু সম্বৎসরশব্দঃ, প্রতিমাবিশেষণম্ অত্র সম্বৎসরশব্দঃ, ন তস্য দ্বাদশরাত্রিষু প্রয়োগঃ, তস্মাৎ ত্রিবৃদাদিশব্দসামঞ্জস্যাৎ দিবসেষু সম্বৎসরশব্দঃ, ত্রিবৃদাদিপদৈঃ স্তোমবিশিষ্টং অহঃ উচ্যতে ন ত্বহঃসমূহঃ, অতোঽহঃসু গৌণী সম্বৎসরাভিধা ইতি সংক্ষেপঃ।

অবিদ্যাসমারোপণেনেতি। তথাচ আরম্ভবাদে উপাদানস্য অল্পত্বনিয়মেঽপি নায়ং নিয়মো বিবর্ত্তে, দূরস্থপ্রাংশুপুরুষেষু বালত্বপ্রতিভাসাৎ। **শুষ্কত্বেন** শ্রুত্যনপেক্ষত্বেন। উপাদানস্য অল্পত্বনিয়মোঽপি প্রচিত-পরিমাণতূলপিণ্ডজন্যপিচুপ্রভৃতিষু ভগ্নঃ, তথা ত্রসরেণুঃ কার্য্যাবয়বাবয়বঃ মহাকার্য্যত্বাৎ পটবৎ, ইত্যনুমানেন পরমাণোরপি ন নিত্যত্বং, কার্য্যম্ অবয়বাবয়বো যস্য ইতি বহুব্রীহিঃ। পরমাণুঃ সাবয়বঃ পৃথিবীত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যনুমানেন চ পরমাণূনাং সাবয়বত্বং দুষ্পরিহরম্। পরমাণুসাধকমনুমানমপি অপ্রয়োজকং তাদৃশরীত্যা অনব-স্থিতাবয়বপরম্পরাসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। ইতি মন্বাদ্যপেক্ষিতমবৈদিকং পরমাণুবাদং কৈমুতিকেন নিরস্যতি **শর-মাণ্বাদিবাদস্যেতি**। তথাহি—

"মন্বাদিশিষ্টসন্বাদিকাপিলং যদ্যপেক্ষিতম্। তদা শিষ্টপরিত্যক্তমবৈদিকমতং কিমু? ॥" ১২

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।১৩

অদ্বয়ব্রহ্মকারণবাদিবেদান্তসমন্বয়ো বিষয়ঃ স তর্কসহিতভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদিনা বিরুধ্যতে ন বা? ইতি সংশয়ে জগৎকারণে তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বেঽপি জগদ্ভেদে স প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি সমন্বয়োবিরুধ্যতে ইতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যা পূর্ব্বপক্ষমাহ **ভোক্ত্রাপত্তেরিতি**। তর্কশ্চ ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চো নাদ্বিতীয়বস্তুভিন্নঃ

পরস্পরং ভিন্নত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ব্রহ্ম ইতি। অদ্বিতীয়ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মানন্যত্বেন ভোগ্যশব্দাদের্ভোক্ত্রাত্মকত্বাপত্তেঃ ভোক্তুর্বা ভোগ্যাত্মকত্বাপত্তেঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ পরস্পরবিভাগো ন স্যাৎ, অতঃ প্রত্যক্ষেণ সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তমাহ—**স্যাল্লোকবদিতি**। একব্রহ্মোপাদানকত্বেঽপি ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চস্য পরস্পরং বিভাগঃ স্যাৎ লোকবৎ। যথা লোকে সমুদ্রাত্মনা অভিন্নানামপি ফেনতরঙ্গাদীনাং পরস্পরং ভেদোঽস্তি তদ্বৎ, অতঃ কল্পিতভেদসত্ত্বাৎ ন প্রত্যক্ষবিরোধ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে অদ্বৈতাসিদ্ধিঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিরিতি। অত্র প্রথমান্তপদাৎ অধিকরণারম্ভঃ।

টীকায়াং **প্রবৃত্তা হি** ইতি। অর্থাবধারণায় কৃতপ্রবৃত্তিঃ শ্রুতিঃ অনপেক্ষত্বেন ন তর্কাদিমানান্তরম্ অপেক্ষতে যদা তু অর্থাবধারণায় শ্রুতিঃ প্রবর্ত্তিতুম্ আরভতে তদা প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধে "আদিত্যো যূপঃ" ইত্যর্থবাদবৎ উপচরিতার্থা ভবতি ইত্যর্থঃ। **স্ফুটতরপ্রতিষ্ঠিতেতি**। স্ফুটতরম্ অথচ প্রতিষ্ঠিতং প্রামাণ্যং প্রমাজনকত্বং যস্য এতাদৃশো যস্তর্কঃ তদ্বিরোধেন ইত্যর্থঃ। ঘটপটাদিবিশেষবিষয়কতয়া স্ফুটতরত্বং, বাধকপ্রমাণরাহিত্যাচ্চপ্রতিষ্ঠিতত্বম্। এতদ্দ্বয়ং শ্রুত্যপেক্ষয়া তর্কস্য প্রাবল্যপ্রযোজকং বোধ্যম্।

ভাষ্যে **তয়োরিতি**। ভোক্তৃভোগ্যয়োরিত্যর্থঃ। **ইতরেতরভাবঃ** পারস্পর্য্যম্ অবিভাগ ইতি যাবৎ। ব্রহ্মাভেদশ্রুতেঃ তয়োরভেদঃ কল্প্যতে ততশ্চ প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধভেদস্য বাধাপত্তিরিত্যর্থঃ। তথাহি—

"ব্রহ্মণো ভোক্তৃভোগ্যাভ্যামভেদে ভিন্নতা ভবেৎ। ভোক্তৃভোগ্যাবিভাগঃ স্যাদভেদে চ তয়োস্ততঃ॥"
ইতি প্রত্যক্ষস্য চ শ্রুত্যা বাধো ন যুক্ত ইত্যাহ—**"ন চাস্যে"তি**। শ্রুতির্হি সত্তাজাত্যৈক্যাৎ উপচারেণাপি কথঞ্চিৎ সাবকাশা, ন সা নিরবকাশং প্রত্যক্ষং বাধিতুমীষ্টে, সাবকাশনিরবকাশয়োঃ নিরবকাশস্য বলবত্ত্বাৎ ইতি ভাবঃ। পূর্ব্বম্ অপ্রতিষ্ঠিততর্কবিরোধে শ্রুতেঃ প্রাবল্যম্ উক্তম্ অত্র তু প্রতিষ্ঠিততর্কবিরোধে সাবকাশা শ্রুতিরেব দুর্ব্বলা ইত্যবিরোধঃ। **অস্যত্বে** বর্ত্তমানদশায়াম্।

টীকায়াং **যদীতি**। তথা চ অতীতানাগতয়োঃ বিভাগাভাবে জাগ্রদ্দর্শনেন স্বাপ্নদর্শনবাধবৎ তস্য বর্ত্তমান-বিভাগবাধকত্বাৎ ন বিরোধঃ স্যাদিতি অবাধিতবর্ত্তমানপ্রত্যক্ষস্য বলবত্ত্বাৎ তন্নিদর্শনেন তয়োরপি তথাত্বং কল্পনীয়মিতি সিদ্ধো বিরোধঃ ইতি ভাবঃ। **তথাত্বানুমানাদিতি**। অতীতানাগতকালৌ ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগাশ্রয়ৌ, কালত্বাৎ, বর্ত্তমানকালবৎ—ইত্যনুমানেন বিভাগস্য সদাতনত্বসিদ্ধিঃ। **"য এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি"** ইত্যাদিশ্রুত্যা স্বল্পভেদস্যাপি বেদান্তিনাম্ অসহনীয়ত্বাৎ সূত্রমিদম্ আপাতার্থপরতয়া ব্যাচষ্টে—**আপাতত** ইতি। বিচারেণ হি কারণাত্মনা ভেদাভাবস্যৈব তাত্ত্বিকত্বাৎ ভেদস্য চ মিথ্যাত্বাৎ ভেদাভেদদৃষ্টান্তো ন বিচারসহ ইত্যাহ—**অবিচারিতেতি**। অবিচারিত এব লোকসিদ্ধঃ অবিচারিতলোকসিদ্ধঃ, অবিচারদশায়ামেব লোকসিদ্ধঃ ন তু বিচারদশায়ামপি—এবম্ভূতো যো দৃষ্টান্তঃ তৎপ্রদর্শন-মাত্রেণ ইত্যর্থঃ।

ননু সমুদ্রাত্মনাঽভেদে কথং ফেনতরঙ্গাদীনাং মিথো ভেদঃ, কথং বা তেষাং মিথো ভেদে সমুদ্রাত্মনাঽভেদঃ অত আহ ভাষ্যে—**ন চেতি**। তথাচ "দৃষ্টে ন হ্যনুপপত্তিরি"তি ন্যায়াৎ সঙ্গচ্ছতে ভিন্নয়োরপি অভেদ ইতি। দৃষ্টান্তং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—**এবমিহাপীতি**। তথাচ পরস্মাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং জগতঃ ভোক্তৃভোগ্যয়োশ্চ মিথো ভেদঃ। ন খল্বস্তি নিয়মঃ "কেনচিৎ ধর্ম্মেণ অভিন্নত্বেঽপি স্বরূপতোঽপি মিথো ভবিতব্যম্" অভেদেন মৃদাত্মনাঽভেদেঽপি ঘটশরাবাদ্যাত্মনা ভেদদর্শনাদিতি। তথাহি—

"মৃদভিন্নঘটাদেশ্চ পরস্পরবিভেদবৎ। ব্রহ্মাত্মনা ত্বভেদেঽপি ভেদঃ স্যাৎ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ॥" ইতি।
এতেন ব্যবহারে ভেদাভেদবাদো দর্শিতঃ, **"ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ"** ইতি সময়াৎ। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ বৈষম্যং শঙ্কতে—**যদ্যপীতি**। পরিহরতি—**তথাপীতি**। তথাচ ঔপাধিকজন্মাপেক্ষয়া তয়োঃ সাম্যং বোধ্যম্। নিগময়তি—**ইত্যত** ইতি। তথাচ কারণাত্মনা অভেদেঽপি যথা কার্য্যাণাং মিথো ভেদঃ, তথা ব্রহ্মাত্মনা অভেদেঽপি ভোক্তৃভোগ্যানাম্ অন্যোন্যং ভেদস্য সিদ্ধত্বাৎ ভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেন অদ্বৈতসমন্বয়ো ন বিরুধ্যতে ইতি।১৩

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪

পরিণামবাদেন পূর্ব্বসমাধানস্য আপাতিকত্বম্ অভিধায় বিবর্ত্তবাদসমাধানস্য পরমত্বং বক্তুং সূত্রং ব্যাখ্যাতুম উপক্রমতে—**অভ্যুপগম্য চেতি**। পূর্ব্বেণ সহ অস্য পৌনরুক্ত্যম্ অপাকর্ত্তুম্ আহ—**ব্যাবহারিকমিতি**। তথাচ ভেদগ্রাহিপ্রমাণস্য প্রামাণ্যাঙ্গীকারেণ ভেদাভেদব্যবস্থয়া সমাধানস্য ব্যাবহারিকত্বং, বিবর্ত্তবাদেন চ কার্য্যাসত্ত্বব্যবস্থয়া সমাধানস্য তাত্ত্বিকত্বম্ ইত্যর্থঃ। অতো মিথ্যাভূতভেদগ্রাহকপ্রমাণৈঃ অদ্বৈতশ্রুতের্ন বাধঃ। সঙ্গতিশ্চ পূর্ব্ববৎ। দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বসাধনায় সূত্রার্থং ব্যাচষ্টে—**যস্মাদিতি**। **অনন্যত্বমিত্যস্য** যথাশ্রুতার্থত্বে কার্য্য-

কারণয়োঃ অভেদবাদাপাতঃ, তত্র চ বৈশেষিকাদ্যুক্তদোষপ্রপাতভিয়া তৎ অন্যথা ব্যাচষ্টে—**ব্যতিরেকেণেতি**। এতৎ ব্যাখ্যাতং টীকায়াং **ন খলু** ইত্যাদিনা, তথাচ কারণাৎ স্বাতন্ত্র্যেণ সত্ত্বাভাবঃ কার্য্যস্য, ন তু তয়োঃ অভেদ ইত্যর্থঃ। সূত্রার্থস্তু ভেদগ্রাহকতর্কসহিতপ্রত্যক্ষাদিনা অদ্বয়ব্রহ্মকারণবাদী বেদান্তসমন্বয়ো বিরুধ্যতে ন বা—ইতি সংশয়ে জগদ্‌ভেদবাদিপ্রতিষ্ঠিততর্কেণ সমন্বয়ো বিরুধ্যতে—ইতি পূর্ব্বপক্ষে পরমসমাধানমাহ—**তদনন্যত্বমিতি**। তৎ তস্মাৎ অভিন্ননিমিত্তোপাদানভূতাৎ ব্রহ্মণঃ জগতঃ কার্য্যস্য **অনন্যত্বং** ভেদাভাবঃ পৃথক্‌সত্তারাহিত্যম্ ইতি যাবৎ। কুতঃ? **আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ**। **"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"**। **"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"** ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ইতি। প্রথমান্তপদাৎ অধিকরণারম্ভো জ্ঞেয়ঃ।

টীকায়াং **পূর্ব্বস্মাৎ অবিরোধাদিতি**। ভেদাভেদরূপাৎ ইত্যর্থঃ। **বিশেষাভিধানেতি**। ভেদাভেদেন সমাধানস্য ব্যাবহারিকত্বং, ভেদাভাবেন সমাধানস্য চ তাত্ত্বিকত্বম্, ইত্যেবং বিশেষাভিধানেন **উপক্রমঃ** আরম্ভো যস্য পরিহারস্য স তথাভূতঃ। সৌত্রেণ অনন্যত্বপদেন ভেদনিষেধপরেণ ব্রহ্মাতিরিক্তবস্তুমাত্রস্য মিথ্যাত্বাভিধানাৎ নাস্য গতার্থতা ইতি ভাবঃ। **এবং হি** ব্রহ্মাতিরিক্তবস্তুনঃ অতাত্ত্বিকত্বে হি, **"তথাহি উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্"** ইতি প্রতিজ্ঞাবাক্যাৎ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি ইতি প্রতীয়তে। এতৎপ্রতিজ্ঞাবাক্যং প্রধানম্, এতৎপ্রতিপাদনায় উক্তং "যথা সৌম্যে"তিদৃষ্টান্তবাক্যম্ অপ্রধানং, তত্র পরিণামিমৃদাদিদৃষ্টান্তেন ভেদাভেদস্বীকারে কার্য্যস্য জগতোঽপি ব্রহ্মবৎ সত্যত্বম্ আপদ্যেত তথাচ প্রতিজ্ঞাহানিঃ। ন হি ঘটে জ্ঞাতে পটোঽপি জ্ঞাতো ভবতি, ন চৈতৎ যুক্তং মুখ্যতয়া সাধনীয়ার্থপরস্য প্রতিজ্ঞাবাক্যস্য প্রধানত্বাৎ প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিপাদনার্থমেব দৃষ্টান্তবাক্যোপন্যাসাৎ। অতো দৃষ্টান্তবাক্যং মিথ্যাপরত্বেন ব্যাখ্যেয়ম্ ইত্যর্থঃ। **তত্ত্বজ্ঞানং চেতি**। তত্ত্বং নাম অবাধিতং, তদ্বিষয়কজ্ঞানং চ তত্ত্বজ্ঞানং, তথাচ পরিণামস্য বাধিতত্বাৎ তদ্বিষয়কজ্ঞানং ন তত্ত্বজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ। **অধস্তাৎ** শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণপূর্ব্বপক্ষে।

ভাষ্যে—**অপাগাদিতি**। তথাচ রূপত্রয়াণাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণানাং তন্মাত্রাণাং কারণত্বেন সত্যত্বম্ অগ্নিত্বস্য চ কার্য্যত্বেন অপগমঃ। তন্মাত্রাণামপি সৎস্বরূপত্বেন সৎ অবশিষ্যতে ইতি ভাবঃ। **ঐতদাত্ম্যমিতি**। এতৎ সৎ আত্মা যস্য সর্ব্বস্য তৎ এতদাত্ম, তস্য ভাবঃ ঐতদাত্ম্যম্, এতেন সদাখ্যেন আত্মনা আত্মবৎ সর্ব্বমিদং জগৎ তৎ সদাখ্যং কারণং সত্যং পরমার্থসৎ, অতঃ স এব আত্মা হে শ্বেতকেতো তৎ সৎ ত্বমসি ইত্যর্থঃ। **যদয়মাত্মেতি**। যৎ যোঽয়মাত্মা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য ইতি প্রকৃতঃ, স আত্মা এব ইদং সর্ব্বং, তদ্ব্যতিরেকেণ অগ্রহণাদিত্যর্থঃ।

টীকায়াং কেবলপদব্যাবর্ত্ত্যমাহ—**ন তু ইতি**। **শব্দজ্ঞানানুপাতীতি**। শব্দজ্ঞানমাত্রাধীনঃ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষো বিকল্পঃ, ন হি তস্য বিষয়ঃ কিঞ্চিৎবস্তু অস্তি, যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপমিতি। পুরুষস্য চৈতন্যাভিন্নত্বেঽপি ভেদব্যপদেশো বিকল্পমাত্রমিতি। **মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যমিতি**। মিথ্যারূপস্য ঘটাদেঃ বিকারস্য উপাদানং মৃত্তিকা এব তত্ত্বং, তত্ত্বজ্ঞানং চ জ্ঞানম্ অতোঽন্যৎ মিথ্যাজ্ঞানম্ ইতি কারণজ্ঞানাদেব কার্য্যজ্ঞানস্য সিদ্ধিঃ, পরিণামস্য শ্রুত্যভিপ্রেতত্বে **"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যমি"**তি কারণমাত্রস্য সত্যত্বাভিধানম্ অসঙ্গতম্, অতঃ পরিণামদৃষ্টান্তেন অর্থাপত্ত্যা পরিণামকল্পনং কল্পনমেব, মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্ ইত্যেবকারশ্রুত্যা অর্থাপত্তের্বাধাৎ। **"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি"** প্রতিজ্ঞা চ প্রধানং তদনুরোধেন গুণভূতো দৃষ্টান্তঃ মিথ্যাপরতয়া ব্যাখ্যেয়ঃ। **"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্"** ইতি শ্রুতৌ পরিণামক্রিয়ায়াঃ সাক্ষাৎ প্রতিষেধাৎ অর্থাপত্তেঃ অনুদয়ঃ, **"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"** ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ব্রহ্মাতিরিক্তবস্তুমাত্রস্য নিষেধাৎ শুক্তিরজতবৎ মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ কার্য্যাণামিতি ভাবঃ। **দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদিতি**। দৃষ্টং প্রতীতিমাত্রশরীরং পুনর্নষ্টং অদৃষ্টং, নশ্ অদর্শনে ইত্যস্য রূপম্। তাদৃশশরীরমপি চক্ষুরগোচরতাম্ আপন্নমিত্যর্থঃ। এতদ্ব্যাচষ্টে টীকায়াং—**যে হীতি**। তথাচ বিকারজাতং **ন** বস্তুসৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ যথা মৃগতৃষ্ণা, সা হি অধিষ্ঠানোষরাদিপ্রত্যক্ষে নশ্যতি, এবং জগদধিষ্ঠানব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জগতো বিনাশাৎ জগন্মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ, তথাচ শ্রুতিঃ—

"যত্র তু অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি। প্রতীতিকালেঽপি নাস্তি তেষাং সত্ত্বং, মাভূৎ রজ্জ্বাং সর্পদর্শনদশায়াং সর্পস্য স্বরূপতঃ সত্ত্বং কদাচিৎ, প্রতীতিমাত্রত্বাৎ তস্য, এবং সংসারদশায়াং সত্যপি জগদ্ভানে ন তৎ বস্তুসৎ অবিদ্যাকল্পিতত্বাৎ। তদুক্তং—

"তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থসম্যগ্‌ধীজন্মমাত্রতঃ। অবিদ্যা সহ কার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি॥" ইতি।

উপনয়ং দর্শয়তি—**তথাচেতি**। তথা দৃষ্টনষ্টস্বরূপং, চকারঃ সমুচ্চয়ে। নিগময়তি—**তস্মাদিতি**। এতস্যৈব হেতোঃ ব্যতিরেকব্যাপ্তিং দর্শয়তি—**তথাহি ইতি**। ব্রহ্ম মিথ্যাত্বাভাববৎ, ত্রিবিধপরিচ্ছেদাভাবাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ঘটঃ। **অস্ত্যেবেতি**। এবকারঃ সর্ব্বথা অস্তিত্বাভাবব্যাবর্ত্তকঃ অতো ন সিদ্ধসাধনম্। এতদেব দর্শয়তি—**ন হ্যসাবিতি**। তথাহি—যৎ বস্তুসৎ ন তৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপং যথা ব্রহ্ম, তচ্চ ন দৃষ্টনষ্টস্বরূপং ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদাভাবাৎ, পরিচ্ছেদত্রৈবিধ্যং চ কালতঃ দেশতঃ স্বরূপতশ্চ অভাবপ্রতিযোগিত্বং, যথাক্রমং ধ্বংসাত্যন্তা-ভাবান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বরাহিত্যমেব ত্রিবিধপরিচ্ছেদাভাবঃ, তথাচ এতাদৃশপরিচ্ছেদাভাবাৎ চিদাত্মা বস্তুসন্ ইতি ভাবঃ। পরিচ্ছেদত্রিতয়স্য প্রত্যেকস্যৈব হেতুতা ন তু মিলিতস্য বৈয়র্থ্যাৎ। অথবা নাশো নাম ধ্বংসঃ স চ জন্যাভাবরূপঃ, প্রকৃতে চ অভাবত্বেন প্রোক্তত্রিবিধাভাবম্ আদায় অভাবপ্রতিযোগিত্বমেব দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বং বাচ্যমিতি। অতএব **কদাচিৎ ক্বচিৎ কথঞ্চিৎ** ইতি ত্রৈবিধ্যমুক্তম্, অন্যথা কদাচিদিতি কালপরিচ্ছেদাভাবমেব অবক্ষ্যৎ। **কদাচিদিতি** ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বরূপকালপরিচ্ছেদঃ, **ক্বচিদিতি** অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপদেশ-পরিচ্ছেদঃ, **কথঞ্চিদিতি** অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপস্বরূপপরিচ্ছেদঃ অভিহিতঃ। স্বান্যূনসত্তাকত্বস্য অভাব-বিশেষণাৎ ন ব্রহ্মণি ব্যভিচার ইতি মন্তব্যম্। বিকারজাতস্য অসত্যত্বং দর্শয়তি—**ন চৈবমিতি**। তথাচ ত্রিবিধপরিচ্ছেদবত্ত্বাৎ ন কার্য্যাণাং সত্যত্বম্ ইত্যর্থঃ। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ বিকারস্বরূপত্বং বিকারধর্ম্মত্বং অর্থান্তরত্বম্ অলীকত্বং বা ইতি বিকল্প্য যথাক্রমং তন্নিরাসমুখেন বিকারস্য অনির্ব্বচনীয়ত্বানুমানপ্রয়োজকম্ অনুকূলতর্কমাহ—**সৎস্বভাবং চেদিতি**। **কদাচিৎ অসদিতি**। সদসতোর্বিরোধাৎ সৎস্বভাবস্য কদাচিদপি অসত্ত্বাসম্ভবাৎ, ন হি সৎস্বরূপং ব্রহ্ম কদাচিদসৎ ভবতি ইতি। **কদাচিৎ সদিতি**। যস্য অসদেব স্বরূপং তৎ কদাচিদপি ন সদ্ ভবতি, ন হি ভবতি খপুষ্পং কদাচিদপি সৎ ইতি। এতেন সত্ত্বাসত্ত্বে বিকারস্য ন স্বরূপমিতি দর্শিতং তয়োঃ বিকারধর্ম্মত্বং বারয়তি—**অথেতি**। তথাচ বিকারজাতং কদাচিৎ সত্ত্বরূপধর্ম্মবৎ, কদাচিচ্চ অসত্ত্বরূপ-ধর্ম্মবৎ, **স্বকারণেতি**। দণ্ডচক্রাদিকারণকলাপাৎ উৎপদ্যতে কদাচিৎ সত্ত্বং, মুদ্গরাদিনিমিত্তবশাচ্চ কদাচিৎ অসত্ত্বমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মিব্যতিরেকেণ ধর্ম্মবৃত্তিত্বাসম্ভবাৎ ধর্ম্ময়োঃ সত্ত্বে ধর্ম্মিণো বিকারস্য তদুভয়কালীনত্বাবশ্যকতয়া সদাতনত্বপ্রসঙ্গঃ, তথাচ ন বিকারত্বং, তস্য জন্যত্বানতিরেকাৎ বিকারত্বস্য, ন চ সদাতনং বস্তু জায়তে ইতি ভাবঃ। **অথাসত্ত্বসময়ে ইতি**। তথাচ অসত্ত্বসময়ে ধর্ম্মী বিকার এব ন বর্ত্ততে ইতি আয়াতং বিকারস্য অসত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। ন হি ধর্ম্মিণো বিকারস্য অবিদ্যমানত্বে তদ্ধর্ম্মস্য অসত্ত্বস্য বৃত্তিত্বং সম্ভবতি ইত্যাহ—**ন হীতি**। ইদানীম্ অসত্ত্বস্য অর্থান্তরত্বং বারয়তি—**অথাস্যেতি**। **অস্য** বিকারস্য। **কিন্তু অর্থান্তরমসত্ত্বম্** ইত্যেতৎ পর্য্যন্তং শঙ্কাগ্রন্থঃ। উত্তরমাহ—**কিমায়াতম্ ইতি**। **ভাবস্য** বিকারস্য। অসত্ত্বস্য অর্থান্তরত্বে তস্য উৎপত্ত্যা অনুৎপত্ত্যা বা বিকারস্য ন কিঞ্চিৎ ফলম্ ইত্যাহ—**ন হি ঘটে জাত ইতি**। অর্থান্তরত্বেঽপি অসত্ত্বস্য বিরোধিত্বং শঙ্কতে—**অসত্ত্বমিতি**। ভাববিরোধিভূতম্ অসত্ত্বম্ অকিঞ্চিৎকরং কিঞ্চিৎকরং বা? আদ্যে দূষণমাহ - **ন ইতি**। বিরোধিত্বং নাম বিরোধকরত্বং, তথাচ যৎ অকিঞ্চিৎকরং কথং তৎ বিরোধকরং ভবেৎ ইত্যাহ—**অকিঞ্চিৎকরস্যেতি**। **তত্ত্বং** বিরোধিত্বম্। দ্বিতীয়ে দূষণমাহ—**কিঞ্চিৎকরত্বে ইতি**। তথাচ বিরোধিভূতস্য অসত্ত্বস্য কিঞ্চিৎকরত্বে অসত্ত্বমেব করোতি ইতি বাচ্যং, তদপি নাম অসত্ত্বং স্বরূপং ধর্ম্মো বা ইতি পূর্ব্বোক্তানুযোগানামেব সম্ভব ইতি। কেচিৎ অসত্ত্বম্ অলীকমিত্যাহুঃ, তন্মতং নিরস্যতি—**অথাসত্ত্বং নামেতি**। **অস্য** ভাবস্য, স এব ভাব এব। **ন তস্যেতি**। **তস্য** ভাবস্য **কিঞ্চিৎ** ধর্ম্মাদি ন জায়তে, কিন্তু ভাব এব ন ভবতি ইত্যর্থঃ। দূষয়তি—**অথৈষ ইতি**। **প্রসজ্যপ্রতিষেধঃ** অভাবঃ, নিরুচ্যতাং নিষ্কৃষ্য কথ্যতাম্। **তৎস্বভাবঃ** প্রসজ্যপ্রতিষেধস্বভাবঃ অভাবস্বভাব ইতি যাবৎ। তত্র কিং ভাব এব অভাবস্বরূপঃ, অথবা অভাব এব ভাবস্বরূপঃ ইতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি—**তত্রেতি**। **ভাবানাং** পৃথিব্যাদীনাং অভাবস্বরূপতয়া জগৎ অভাবস্বরূপং তুচ্ছং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ইষ্টাপত্তৌ অনুভববিরোধমাহ—**তথাচেতি**। দ্বিতীয়ং দূষয়তি **সর্ব্বেতি**। তথাচ ভাবস্য সদাতনত্বেন অভাবব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ। অসত্ত্ববৎ সত্ত্বস্যাপি অর্থান্তরত্বে তেন বিকারস্য ন কিঞ্চিৎ ফলং, সত্ত্বান্তরোৎপাদে চ অনবস্থাপাতঃ। যদি চ উচ্যতে—'বিকারে ন সত্ত্বান্তরং জায়তে, কিন্তু বিকার এব সন্ ভবতি' ইতি, তদা সৎস্বভাবস্য অসত্ত্বাসম্ভবাৎ বিকারস্য সদাতনত্বপ্রসঙ্গঃ। নিগময়তি—**তস্মাদিতি**। বিকারস্য সত্ত্বেন অসত্ত্বেন বা নির্ব্বক্তুম্ অশক্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **কারণস্য ব্রহ্মণঃ, নির্ব্বাচ্যতয়া ইতি**। সত্ত্বেন ইতি শেষঃ। এবম্ অত্র প্রযুজ্যতে—ঘটত্বং কপালনিষ্ঠং, ঘটবৃত্তিত্বাৎ, সত্তাবদিতি। ততশ্চ ঘটস্য কপালব্যতিরেকেণ অভাব ইতি যুক্তিসিদ্ধমেব কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যস্য অভাবম্ অনুবদতি শ্রুতিঃ **"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যমি"তি**। এবং জীবানামপি ব্রহ্মাভেদঃ। তথাহি মহাকাশাৎ ঘটাকাশানাম্ আরোপিত-

ভেদবং জীবব্রহ্মণোরপি ভেদ আরোপিত এব, "**তত্ত্বমসি**" ইত্যাদিশ্রুতেস্তু স্বরূপতস্তেষাং সত্যত্বম্ অবধেয়ম্। জীবত্বং ব্রহ্মনিষ্ঠং, জীবনিষ্ঠত্বাৎ, সত্তাবৎ ইত্যাদ্যনুমানমপি অত্র প্রমাণম্। তদেবং কার্য্যমাত্রস্য মিথ্যাত্বং শ্রুত্যা যুক্ত্যা চ সমর্থিতম্। কার্য্যভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদেঃ পুনরর্থক্রিয়াসাধকবস্তুবিষয়ত্বে বাধাভাবাৎ তাদৃশবস্তু-পরিচ্ছেদকত্বমেব প্রামাণ্যং, ন হি ঘটাদেঃ জলানয়নাদিকারণত্বং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধং বাধ্যতে, এবং শ্রৌত-স্মার্ত্তযাগাদ্যনুষ্ঠিতাং স্বর্গাদিফলস্য তৎসাধকশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধকর্ম্মকাণ্ডস্যাপি তথৈব প্রামাণ্যং জ্ঞেয়ম্ ইতি। নন্বু লোকসিদ্ধস্যৈব দৃষ্টান্তত্বমাহ ন্যায়শাস্ত্রং, তৎ কথমনুমানসিদ্ধয়োঃ কার্য্যমিথ্যাত্বকারণসত্যত্বয়োঃ শ্রুত্যা দৃষ্টান্তী-করণম্ ইত্যত আহ—**যত্রেতি**। অস্যার্থঃ—যে তাবৎ লোকসামান্যং নাতিবর্ত্তন্তে তে হি লৌকিকাঃ, যে পুনঃ তর্কেণ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈশ্চ অর্থপরীক্ষণকুশলাস্তে খলু পরীক্ষকাঃ, উভয়েষাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং—লৌকিকাঃ যম্ অর্থং যথা অবগচ্ছন্তি পরীক্ষকা অপি তমর্থং তথা অবগচ্ছন্তি, সোঽর্থঃ দৃষ্টান্তঃ ইতি। **প্রমাণসিদ্ধঃ** ইতি। প্রত্যক্ষেণ অনুমানেন চ সিদ্ধো যোঽর্থঃ স এব দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ। **অন্যথা** লোকসিদ্ধস্যৈব দৃষ্টান্তত্বে, **নৈসর্গিকেতি**। নৈসর্গিকঃ স্বভাবসিদ্ধঃ, **বৈনয়িকঃ** শাস্ত্রালোচনসঞ্জাতশ্চ যো **বুদ্ধ্যতিশয়ঃ** জ্ঞানপ্রকর্ষঃ তদ্রহিতানাম্ ইত্যর্থঃ।

ভোক্ত্রাপত্তেরিতি সূত্রে সমুদ্রাত্মনা একত্বং তরঙ্গাদ্যাত্মনা চ নানাত্বম্ ইতি ভেদাভেদব্যবস্থয়া ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগব্যবস্থাভিহিতা, ইতি তন্মতনিরাসায় প্রত্যবতিষ্ঠতে ভাষ্যকারো—**নন্বিতি**। **তথাহি** কার্য্যং খলু কারণাত্মনা একং কার্য্যাত্মনা চ ভিন্নং, যথা ঘটাদয়ঃ মৃদাত্মনা অভিন্নাঃ ভিন্নাশ্চ ঘটাদ্যাত্মনা, ভেদাভেদয়ো-র্বিরোধেঽপি প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধত্বাৎ নানুপপত্তিঃ, "ঘটোঽয়ং মৃত্তিকা" ইতি সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়াৎ স্পষ্টৌ এতয়োঃ ভেদাভেদৌ। তথাহি—সর্ব্বাত্মনা অভেদে মৃত্তিকা মৃত্তিকা ঘটো ঘট ইতি একস্যৈব অভ্যাসেন প্রতীতিঃ স্যাৎ, সর্ব্বাত্মনা ভেদে চ শশকুশাদিবৎ ন সামানাধিকরণ্যেন প্রতীতিঃ। নাপি আধারাধেয়ভাবঃ, তথা সতি ঘটবদ্-ভূতলমিতিবৎ সামানাধিকরণ্যেন ন প্রথেত, ন চ একাধিকরণবৃত্তিত্বং তয়োঃ একাশ্রয়াশ্রয়িনোরপি ঘটপটয়ো-রভেদাভাবাৎ, ইতি অসন্দিগ্ধাবাধিতসর্ব্বজনীনপ্রত্যয়াৎ সিদ্ধৌ কার্য্যকারণয়োঃ ভেদাভেদৌ যথাহুঃ প্রাঞ্চঃ—

"কার্য্যাত্মনা চ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা। হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥" ইতি।

তথাচ সদ্রূপেণ জ্ঞানান্মোক্ষঃ, ভিন্নত্বেন চ জ্ঞানাৎ লৌকিকবৈদিককর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ো ব্যবহারঃ ইতি। তথাহি—

কর্ম্মকাণ্ডেন্দ্রিয়াদীনাং সমত্বাৎ বেদভাষিতৈঃ। শ্রবণাদের্বৈদিকাচ্চ সত্যাৎ ব্রহ্মপ্রমাভুবঃ॥
মৃদাদিশ্রৌতদৃষ্টান্তদর্শনাদীশ্বরস্য চ। উপাদানত্বতো ব্রহ্ম ভিন্নাভিন্নমিতিস্থিতম্॥

তম্ ইমম্ অনেকান্তবাদং দূষয়তি ভাষ্যে—**নৈবং স্যাদিতি**।

টীকায়াং **নিয়মশ্চেতি**। কারণাত্মনা একত্বং কার্য্যাত্মনা নানাত্বমিত্যেবংরূপঃ। **ন চ অনেকান্ত-বাদ** ইতি ভেদপক্ষে অনেকান্তবাদোঽপি ন সম্ভবতি, ভেদস্য ঐকান্তিকত্বাদিত্যর্থঃ। **ন সঙ্কীর্য্যেতে** ইতি। ধর্ম্মিসত্ত্বে তৎসমন্বিতধর্ম্মসত্তাবশ্যম্ভাবাৎ। **ভাবিকঃ** তাত্ত্বিকঃ। **স্বাভাবিকত্বেতি**। স্বভাবোঽবিদ্যা তয়া কৃতস্য অবিদ্যায়া অনাদিত্বাৎ তৎকৃতশারীরাত্মত্বস্যাপি অনাদিত্বম্ ইত্যর্থঃ। **এবমিতি**। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থস্য পরি সর্ব্বতোভাবেন ভাবনং চিন্তনং নিদিধ্যাসনমিতি যাবৎ তস্য অভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যং তস্য পরিপাকঃ পরিণতিঃ তস্মাৎ ভূরুৎপত্তির্যস্য তেন ইত্যর্থঃ। **শারীরস্য** শরীরোপাধিকস্য জীবস্য ইতি যাবৎ। **ব্রহ্মাত্মভাবঃ** তস্য সাক্ষাৎকারাত্মকেন বাধকেন সর্ব্বোঽয়ং লৌকিকঃ বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ নিবর্ত্তেতে ইত্যন্বয়ঃ। **কামচার-বাদভক্ষতা** যথেচ্ছকথনং ভক্ষণং চ। **তস্করদৃষ্টান্তেনেতি**। যথা তস্করভ্রান্ত্যা আনীতঃ কশ্চিৎ যদি মিথ্যাভিধায়ী তদা তপ্তপরশুনা দহ্যতে, যদি চ সত্যাভিধায়ী তদা ন দহ্যতে তেন মুচ্যতে, এবং পরমার্থৈকত্বজ্ঞানাৎ মুক্তিঃ, মিথ্যানানাত্বজ্ঞানাচ্চ বন্ধনমিতি ছান্দোগ্যে দর্শিতম্। **অবাধিতেতি**। অবাধিতং বাধাসপ্রাপ্তম্, অনধিগতম্ অজ্ঞাতম্, অসন্দিগ্ধং সন্দেহাবিষয়ঃ এবম্ভূতস্য যৎ বিজ্ঞানং তস্য সাধনম্ ইত্যর্থঃ। ভ্রমসাধনস্য প্রমাণত্ব-বারণায়—**অবাধিতেতি**। স্মৃতিসাধনে অতিব্যাপ্তিবারণায়—**অনধিগতেতি**। সন্দেহকরণে অতিব্যাপ্তিবার-ণায়—**অসন্দিগ্ধেতি**। "অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগতবিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ বোধশ্চ ফলং প্রমা তৎসাধনং প্রমাণমি'তি তত্ত্বকৌমুদী। **ভাবনেতি**। ভাবনা নাম ভবিতুর্ভবনানুকূলভাবকব্যাপারবিশেষঃ, সা চ শাব্দীভাবনা আর্থীভাব-নেতি ভেদাৎ দ্বিবিধা, তত্র পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুকূলভাবকব্যাপারবিশেষঃ শাব্দীভাবনা, সা চ যজেত ইতি লিঙ্প্রত্যয়স্য লিঙ্ত্বাংশবাচ্যা, তাদৃশব্যাপারশ্চ লোকে পুরুষনিষ্ঠঃ অভিপ্রায়বিশেষঃ, বেদে তু পুরুষাভাবাৎ লিঙাদিশব্দনিষ্ঠ এব, ইতি বৈদিকঃ শব্দোঽত্র ভাবকঃ, অতএব শাব্দীভাবনা ইতি ব্যপদেশঃ। ভাবনা চ কিং কেন কথম্ ইত্যংশ-ত্রয়ম্ অপেক্ষতে তস্যাঃ ভাব্যম্ আর্থীভাবনা, লিঙাদিজ্ঞানং করণম্, ইতি কর্ত্তব্যতা চ প্রাশস্ত্যজ্ঞানম্, তদুক্তং—

"লিঙোঽভিধা, সৈব চ শব্দভাবনা, ভাব্যাচ তস্যাঃ পুরুষপ্রবৃত্তিঃ।
সম্বন্ধবোধঃ করণং তদীয়ং, প্ররোচনা চাঙ্গতয়োপযুজ্যতে॥" ইতি।

আর্থীভাবনা চ লিঙ আখ্যাতত্বাংশবাচ্যা পুরুষপ্রবৃত্তিরূপা, তদাহুঃ—

"প্রযত্নব্যতিরিক্তার্থভাবনাতু ন শক্যতে। বক্তুমাখ্যাতবাচ্যোঽহপ্রস্তুতেত্যুপরম্যতে॥" ইতি।

তস্যাশ্চ ভাব্যং স্বর্গাদিঃ, করণং যাগাদিঃ, যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ ইতিবোধঃ, তদুক্তং—

"ভাবনৈব হি ভাব্যেন ফলেনান্বেতুমর্হতি। ধাত্বর্থঃ করণং তস্যাং লাঘবাৎ সন্নিকর্ষতঃ॥"

ইতিকর্ত্তব্যতা চ উপকারকঃ যথা। দর্শপূর্ণমাসে প্রযাজাদিরিতি সংক্ষেপঃ। **একদেশাক্ষেপেণেতি।** "প্রসরং ন লভন্তে হি যাবৎ ক্বচন মর্কটাঃ।" ইতি ন্যায়াৎ ইতিভাবঃ। **পরিচ্ছিদ্যেতি।** সম্যক্তয়া নিশ্চিত্য, **প্রবর্ত্তমানো** গ্রহণাদ্যনুকূলকৃতিমান্, ব্যবহারে রজতাদিপ্রাপ্তৌ বিসংবাদ্যতে বিষয়বিসংবাদেন বঞ্চিতো ভবতি ইত্যর্থঃ,। **গ্রহণকবাক্যমিতি।** যাবদ্ধীতি পরগ্রন্থেন পৌনরুক্ত্যাপত্তিবারণায়াহ—গ্রহণকবাক্যমিতি, সংক্ষেপেণার্থপ্রতিপাদকবাক্যমিত্যর্থঃ। অহং মমাভিমানয়োঃ একত্র ব্যাঘাতাৎ বিভজ্য যোজয়তি—**শরীরাদীন্** ইতি। **কথং তু অসত্যেন** ইতি গ্রন্থেন অসত্যমোক্ষশাস্ত্রেণ সত্যব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিঃ আশঙ্কিতা ভাষ্যে, সা চ নোপপদ্যতে, ব্রহ্মস্বভাবসাক্ষাৎকাররূপসত্যজ্ঞানস্য নিত্যত্বেন অনুৎপাদাৎ বৃত্তিজ্ঞানস্য চ জন্যত্বেঽপি ন তৎ সত্যম্ ইতি তামিমাং শঙ্কাম্ অপনেতুমাহ—**শক্যমত্রেতি।** **নিরোধধর্ম্মা** বিনাশশীলঃ, বিনাশপ্রতিযোগীতি যাবৎ।

নমু বৃত্তিজ্ঞানস্য তাত্ত্বিকত্বাভাবেঽপি সাংব্যবহারিকত্বমেব ক্রমঃ, তথাচ অসত্যাৎ শ্রবণাদেঃ সত্যস্য উৎপত্তিরিতি সুচোদ্যমেব ইতি অত আহ—**সাংব্যবহারিকস্তু** ইতি। তথাচ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদ ইতি সত্যপদস্য ব্যবহারিকত্বে তাদৃশাদেব শ্রবণাদেঃ তাদৃশস্যৈব সত্যস্য উৎপাদাৎ অচোদ্যত্বং সঙ্গতমেব ইতি ভাবঃ। **যদ্যপীতি।** **স্বরূপেণ** জ্ঞানত্বেন। **তৎ** জ্ঞানম্। **অনির্ব্বাচ্যেতি।** সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়াহিবিষয়ত্বেন ইত্যর্থঃ, তথাচ তাদৃশভয়ং প্রতি জ্ঞানত্বেন জ্ঞানস্য ন কারণতা, কিন্তু অনির্ব্বাচ্যাহি-বিশিষ্টজ্ঞানত্বপর্য্যাপ্তাবচ্ছেদকতাকত্বেন, ইতি ন জ্ঞানমাত্রসত্যত্বমাদায় অসত্যাৎ সত্যোৎপাদদৃষ্টান্তব্যাঘাত ইতি। অসত্যাৎ সত্যোৎপাদে ধূমত্বেন বাষ্পজ্ঞানাদপি বহ্নিজ্ঞানং সত্যং স্যাৎ অত আহ—**ন চ ভ্রম ইতি।** **সমারোপিতঃ** কল্পিতঃ **ধূমভাবো** ধূমত্বং যস্যাঃ তস্যা ইত্যর্থঃ। **ধূমমহিষী** ধূমী সা চ বাষ্প ইতি কল্পতরুঃ। তথাচ কুতশ্চিৎ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদেন ন সর্ব্বস্মাৎ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদ ইতি নিয়ম ইত্যর্থঃ। অত্র প্রতিবন্দীমাহ—**ন হীতি।** কুতশ্চিৎ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদদৃষ্ট্যা যদি সর্ব্বস্মাৎ অসত্যাৎ সত্যোৎপত্তিঃ আপাদ্যেত, তদা কস্যচিৎ সত্যস্য জনকং কিঞ্চিৎ সত্যম্ অতঃ তস্মাৎ সর্ব্বং সত্যং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। **যত** ইতি সত্যাৎ কদাচিৎ সত্যস্য কদাচিচ্চ মিথ্যাভূতস্য জননাৎ ইত্যর্থঃ, হিঃ অবধারণে, সত্যানাং স নিয়ম এব তাদৃশঃ **যতো** নিয়মাৎ কুতশ্চিৎ সত্যাৎ **কিঞ্চিৎ** সত্যম্ অসত্যং বা জায়তে ইত্যর্থঃ। তথাচ যথা সত্যাৎ চক্ষুরাদেঃ সত্যম্ অসত্যং বা জায়তে এবং অসত্যাদপি সত্যম্ অসত্যং বা জায়তে, তেন অসত্যাৎ বাষ্পাদেঃ বহ্ন্যাদিজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেঽপি অসত্যাদপি বেদান্তাৎ সত্যং ব্রহ্মজ্ঞানমুদয়তে ইতি। **অজীনমিতি** জ্যা গি জরায়ামিতি নিষ্ঠান্তাৎ জ্যাধাতোঃ জীনমিতি সিদ্ধং, পশ্চাৎ নঞা সমাসে অজীনমিতি। সমারোপিতদীর্ঘত্বাৎ অজীনপদাৎ জরাবিরহং জানন্ ভবতি সত্যজ্ঞঃ। যদি তু চর্ম্মবাচকাৎ সমারোপিতদীর্ঘভাবাৎ অজিনমিতি পদাৎ জরাবিরহম্ অবগচ্ছেৎ, তদা ভবতি ভ্রান্তঃ, ইতি আরোপিতত্বাবিশেষেঽপি যথা কিঞ্চিৎ সত্যস্য বোধকং, কিঞ্চিচ্চ মিথ্যাভূতস্য, তথা অত্রাপি ইতি ভাবঃ।

নমু স্বাপ্নবিষয়স্য বাধে তদবগতেরপি বাধাৎ **"তদবগতিমপি মিথ্যেতি ন মন্যতে"** ইতি ভাষ্যং কথং সঙ্গচ্ছতাম্ অত আহ টীকায়াং—**লৌকিকো হি** ইতি। তথাচ পরীক্ষকাণাং তদ্বাধেঽপি লৌকিকানাম্ অবাধাৎ ভাষ্যং তদভিপ্রায়মিত্যর্থঃ। **যদা খল্বিতি।** **ব্যাত্তং** বিস্ফারিতং, **বিকটাভিঃ** বক্রাভিঃ **দংষ্ট্রাভিঃ করালং** ভীষণং **বদনং** মুখং যস্যাস্তাং, **উত্তব্ধম্** উচ্চীকৃতং **বম্ভ্রমৎ** পুনঃ পুনরতিশয়েন ইতস্ততঃ প্রচলৎ **মস্তকাচুম্বি** শিরস্পর্শি **লাঙ্গুলং** যস্যাঃ তাং, বম্ভ্রমদিতি যঙ্লুকি সিদ্ধম্। **অতিরোষেণ অরুণে** রক্তে **ধ্বস্তে** ইতস্ততস্তির্য্যগূর্দ্ধাধশ্চলিতে **বিশালে বৃত্তে** গোলাকারে **লোচনে** নেত্রে যস্যাঃ তাম্। **ধ্বস্তে** ইতি ধ্বংস গতৌ ইতি গমনার্থাৎ ধ্বংসেঃ নিষ্ঠায়াং সিদ্ধম্। **রোমাঞ্চসঞ্চয়স্য** কণ্টকিত-রোমরাশেঃ **উৎফুল্লেন** বিকাশেন **ভীষণাং ভয়ানকাম্, অভ্যমিত্রীণাম্** অমিত্রং শত্রুম্ অভি লক্ষীকৃত্য গতাম্, স্ফটিকপর্ব্বতভিত্তিষু প্রতিবিম্বিতাং স্বীয়তনুং শত্রুভ্রমাৎ প্রতিযোদ্ধং ধাবন্তীং **তারক্ষবীং**

ব্যাঘ্রসম্বন্ধিনীং **তনুং** শরীরং স্বপ্নে **আস্থায়** আশ্রিত্য। **প্রতিসন্ধধানঃ** য এবাহং স্বপ্নে ব্যাঘ্রদেহ আসং স এবাহম্ ইদানীং মানুষদেহ ইতি প্রত্যভিজ্ঞাং কুর্ব্বন্ ইত্যর্থঃ। **দেহবদিতি**। স্বাপ্নদেহস্য যথা এতদ্দেহত্বেন ন প্রতিসন্ধানং তথা দেহমাত্রস্য আত্মত্বে য এবাহং ব্যাঘ্রদেহ আসং স এবাহম্ ইদানীং মানুষদেহ ইত্যুভয়-দেহানুগতত্বেন আত্মনঃ প্রত্যভিজ্ঞা ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতঃ সিদ্ধা স্বপ্নদৃশঃ অবগতিঃ অবাধিতা ইতি।

ভাষ্যে **যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু** ইতি। **কাম্যেষু** কামার্থেষু **কর্ম্মসু** ক্রিয়মাণেষু সৎসু যদা **স্বপ্নেষু** স্বপ্নকালেষু **স্ত্রিয়ং** **সুন্দরীং** পশ্যতি, তদা তস্মিন্ রমণ্যাদিপ্রশস্তস্বপ্ননিদর্শনে সতি **তত্র** কাম্যকর্ম্মণি **সমৃদ্ধিং জানীয়াৎ** ফলনিষ্পত্তিঃ ভবিষ্যতি ইতি বিদ্যাৎ ইত্যর্থঃ।

টীকায়াং **যথা সঙ্কেতমিতি**। সঙ্কেতয়িতৃণাং সঙ্কেতানুসারেণ রেখাস্বরূপম্ অসত্যমেব ইতি তং সঙ্কেতং দর্শয়তি—**ন হীতি**। তথাচ ককারাদিবর্ণানাং শব্দাত্মকত্বেন ঈদৃশরেখাভেদঃ ককার ইত্যুক্তে রেখাসু বর্ণ-তাদাত্ম্যারোপাৎ রেখাস্বরূপাক্ষরো মিথ্যা ইতি। অতঃ অসত্যাৎ সত্যোৎপত্তিদর্শনাৎ যৎ অর্থক্রিয়াকারি তৎ সত্যমিতি ব্যাপ্তিঃ দুষ্টা, এবং যৎ অনৃতকরণগম্যং তৎ বাধ্যং কূটলিঙ্গানুমিতবহ্নিবৎ ইতি ব্যাপ্তিরপি ভগ্না। তথাচ অনৃতাদপি বেদান্তশাস্ত্রাৎ সত্যব্রহ্মাত্মজ্ঞানম্ উপপন্নম্ ইতি ভাবঃ। **কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয় ইতি**। কর্ম্মকাণ্ডঃ তন্নামা বেদভাগঃ স আশ্রয়ঃ প্রতিপাদকো যস্য স বৈদিকো যাগাদিরিত্যর্থঃ। **লৌকিকশ্চ** অশনপানাদিঃ। তথাচ প্রাগাত্মজ্ঞানাৎ লৌকিকো বৈদিকশ্চ ভেদব্যবহার এব ভবতি, ন তু অভেদব্যবহার ইতি দর্শিতম্। আত্মজ্ঞানাৎ পরং চ ব্যবহারমাত্রস্য প্রবিলয়েন কদাচিদপি কস্যাপি যৌগপদ্যেন একত্বানেকত্বব্যবহারানুদয়াৎ ব্যর্থং ভেদকল্পনমিত্যাহ—**যদি খল্বিতি**। **সমস্তপ্রমাণেতি**। **প্রমাণং** প্রত্যক্ষাদি, **তৎফলং** চ প্রত্যক্ষাদি, তদ্ব্যবহারশ্চ হানোপাদানাদিঃ। উদীয়তে ইতি দৈবাদিকাৎ ঈধাতোঃ সিদ্ধং তথাচ কবিকল্পদ্রুমঃ "ঈঙ্ য গত্যামি"তি। **যৎ** অনুকূলং প্রতিকূলং বা, **যেন** অনুকূলেন প্রতিকূলেন বা, **ইয়ং** ঐকাত্ম্যাবগতিঃ, **প্রতি-ক্ষিপ্যেত** বাধ্যেত। **ডুলিঃ** কচ্ছপমহিষী, তথাচ "বর্ষাভ্বী কমঠী ডুলিরি"ত্যমরঃ। সা হি ক্ষীরাভাবাৎ কেবলং স্মরণেনৈব অপত্যানি পুষ্ণাতি। তথাচ পদ্মপুরাণং—

"দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ!॥"

তথাহং বিষ্ণুরপি ভক্তান্ পুষ্ণামি ইত্যর্থঃ। **অবগতিঃ** বৃত্তৌ অভিব্যক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্। নন্বু অবিদ্যানিবৃত্তিশ্চেৎ বিদ্যায়াঃ ফলং তদা তৎপূর্ব্ববর্ত্তিনী অবগতিঃ কথম্ অন্ত্যা ভবেৎ? মাভূৎ ফলতৎকারণয়োঃ অপর্য্যায়ত্বং কার্য্যাব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিত্বনিয়মাৎ কারণস্য ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**নহীতি**। **অবিদ্যাবিরোধীতি**। তথাচ অবিদ্যাবাধস্বরূপা এব বিদ্যা উদয়তে, যথা ঘটবিরোধিকপালাত্মককার্য্যোৎপত্তিরেব ঘটধ্বংসঃ তদ্বৎ। স চ ন অভাবাত্মকঃ অতিরিক্তাভাবকল্পনে গৌরবাৎ, তথাহি—ধ্বংসো নাভাবঃ, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ, অভাবাশ্চ অত্যন্তাভাবাদয়ো ন কার্য্যাঃ। কথং তর্হি ধ্বংসব্যবহার ইতি চেৎ? কপালাত্মকবিরোধিকার্য্যোৎপাদাদেবেতি ক্রমঃ। তথাচ ধ্বংসব্যবহারশ্চ কপালোৎপাদমেব অবগাহতে ইতি। মুদ্গরপাতানন্তরং ঘটো নাস্তি ইতিব্যবহারবিষয়শ্চ যোঽভাবঃ স ন ধ্বংসরূপঃ, কিন্তু ঘটাপসরণাৎ পরকালীনঘটো নাস্তি ইতিব্যবহার-বিষয়াত্যন্তাভাববৎ অত্যন্তাভাব এব, স চ ন উৎপদ্যতে তুচ্ছত্বাৎ, তুচ্ছত্বং চ অলীকত্বম্। অতএব "**প্রতিযোগিমত ইব ধ্বংসাদিমতোঽপি কালস্য অত্যন্তাভাববত্ত্বেঽবিরোধাদি**"তি দীধিতি-কারাঃ। অবিদ্যানিবৃত্তেঃ বিদ্যাকার্য্যত্বাভাবে কথং তৎফলত্বম্ অত আহ—**অবিদ্যানিবৃত্তিশ্চেতি**। তথাচ ঈপ্সিততমত্বমেব ফলত্বং, ন কার্য্যত্বমিত্যর্থঃ। বিদ্যোদয়ানন্তরং ভেদব্যবহারাভাবে তৎপ্রাকৃতনব্যবহারায় দ্বৈতসত্যত্বম্ অবশ্যং কল্পনীয়ম্ ইতি শঙ্কতে—**স্যাদেতদিতি**। **অবিসংবাদাৎ** সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ, **চোদয়তি** শঙ্কতে। **উন্নেয়ং** কল্পনীয়ম্। **একবাণেতি**। একস্মিন্ বাণরূপে আশ্রয়ে ইত্যর্থঃ। নন্বু ভবতু ধর্ম্মস্য উৎপত্তির্বিনাশো বা, কিমায়াতং তেন ধর্ম্মিণ ইত্যত আহ—**নচেতি**। **তত্র** বেদে, **তদর্থং** ব্রহ্মদর্শনার্থং, **তদুপায়তয়া** ব্রহ্মদর্শনোপায়তয়া।

ভাষ্যে **তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ** ইতি। **অস্য** পিতুঃ আরুণেঃ **তৎ** সদেবাহমস্মীতি আদেশবাক্যং বিজ্ঞাতবান্ ইত্যর্থঃ। **স বা এষ** ইতি। **স বৈ এষ মহান্ অজ আত্মা** অজরঃ ন জীর্য্যতে ন বিপরিণমতে, অতএব অমরঃ ন ম্রিয়তে, অতএব অমৃতঃ, অতএব অভয়ঃ ভয়শূন্যঃ, ব্রহ্ম পরমমহৎ ইত্যর্থঃ। **স এষ নেতি নেতি** ইতি কৃত্বা মধুকাণ্ডে উক্তো যঃ স এব আত্মা ইত্যর্থঃ। **কূটস্থত্বেতি**। কূটস্থত্বং নাম নির্বিকারত্বং **তস্য** বস্তুতত্ত্বান্যথা-ভাবরূপপরিণামাসম্ভবাৎ রজ্জুসর্পবৎ বিবর্ত্ত এব জগৎ ইতি ভাবঃ। তদাহুঃ—

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥" ইতি।

ন চ যথা ইতি। যথা বিশুদ্ধব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য ফলম্ অপবর্গঃ, ন তথা পরিণামজ্ঞানস্য কিঞ্চিৎফলমস্তি ইতি ন তত্র তাৎপর্য্যং শ্রুতেরিতি ভাবঃ।

তত্রেতি। পরিণামশ্রুতীনাং স্বার্থে ফলাভাবে সতি ইত্যর্থঃ। **ফলবদিতি**। যথা স্বর্গাদিফলবদ্দর্শ-পূর্ণমাসাদিসন্নিধৌ শ্রুতং নিষ্ফলং প্রযাজাদি তদঙ্গত্বেন মন্যতে, তথা মোক্ষফলকব্রহ্মদর্শনসন্নিধৌ শ্রুতং নিষ্ফলং পরিণামিত্বমপি তদঙ্গতয়া কল্প্যতে ইতি তৎফলেনৈব ফলবদিত্যর্থঃ। **"তং যথা যথা উপাসতে তথা তথৈব ভবতি"** ইতি শ্রুতেঃ পরিণামবদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ তাদৃশব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—**ন হি পরিণামবত্ত্বেতি**। তথাচ **"ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি"** ইতি শ্রুতেঃ বিশুদ্ধব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ মোক্ষফলসম্ভবে পরিণামদুঃখাদিকল্পনা-নৌচিত্যমিতি ভাবঃ। শঙ্কতে—**কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদিন** ইতি। তথাহি নির্ব্বিশেষচিদাত্মব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরা-ভাবে ঈশিত্রীশিতব্যাভাবেন **"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ যোঽপোঽন্তরো যময়তি" "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত"** ইত্যাদি শ্রুতিঃ **"জন্মাদ্যস্য যত"** ইতি সূত্রকার-প্রতিজ্ঞা চ বিরুধ্যেতামিত্যর্থঃ। বিরোধং পরিহরতি—**ন** ইতি। ব্যাখ্যাতং টীকায়াং, **ব্যাকরণং** স্থূলনীলাদি-রূপেণ অবস্থান্তরং, তথাচ অবিদ্যাকল্পিতনামরূপদ্বৈতাপেক্ষয়া এব ঈশিত্রীশিতব্যাদি, পরমার্থতস্তু ন ব্রহ্মতোঽন্যৎ, প্রতিজ্ঞাসূত্রং তদনুকূলং শ্রুতিবাক্যং চ দ্বৈতাপেক্ষং, পরমার্থাপেক্ষং চ তদনন্যত্বসূত্রম্ ইত্যবিরোধ ইতি ভাবঃ। এতদেব বৈশদ্যেন প্রতিপাদয়তি—**তস্মাদিত্যাদিনা**। তথাহি—

> শ্রুতিতন্মূলতর্কৈশ্চ দ্বৈততত্ত্বে নিরাকৃতে। প্রামাণ্যং তৎপ্রমাণানাং ব্যবহারিকমিষ্যতাম্॥
> কূটস্থত্বাৎ ব্রহ্মণশ্চ দৃষ্টান্তশ্রুতিসম্মতা। পরিণামমতির্বাধ্যা ব্রহ্মাদ্বৈতমিতি স্থিতম্॥

আত্মভূতে ইবেতি। নামরূপয়োঃ ঈশ্বরস্বরূপত্বে ঈশ্বরবৎ বস্তুত্বপ্রসঙ্গঃ অত আহ—**ইবেতি**। এতদর্থং বিবৃণোতি—**তত্ত্বান্যত্বাভ্যামিতি**। তথাহি জড়য়োঃ নামরূপয়োঃ ন চিৎস্বরূপেশ্বরত্বং সম্ভবতি, নাপি তদন্যত্বং জড়ানাং চৈতন্যনৈরপেক্ষ্যেণ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যসম্ভবাৎ, স্বাতন্ত্র্যেণ সত্তাস্ফূর্ত্তিমত্ত্বে জড়ত্বানুপপত্তিঃ, ইতি গন্ধর্ব্ব-নগরাদিবৎ অবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে বেদিতব্যে ইত্যর্থঃ। **সংসারেতি**। নামরূপাত্মকসংসারপ্রপঞ্চস্য কার্য্যত্বেন সদ্রূপেণৈব কেনচিৎ কারণেন ভবিতব্যমিতি কারণত্বেন তয়োঃ কল্পনমিতি ভাবঃ। কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বাৎ তয়োরেব মায়াত্বমাহ—**মায়াশক্তিরিতি**। উক্তং চ বৌদ্ধশতকে—

> "অলাতচক্রনির্ম্মাণস্বপ্নমায়াম্বুচন্দ্রকৈঃ। ধূমিকান্তঃ প্রতিশ্রুৎকামরীচ্যাভ্রৈঃ সমো ভবঃ॥"

মায়াস্বপ্নগন্ধর্ব্বনগরাদিবৎ লৌকিকাঃ পদার্থা নিরূপপত্তিকা এব সন্তঃ সর্ব্বলোকস্য অবিদ্যাতিমিরোপহতমতি-নয়নস্য প্রসিদ্ধিম্ উপগতা ইতি পরম্পরাপেক্ষয়া এব কেবলং প্রসিদ্ধিম্ উপগতা বালৈঃ অভ্যুপগম্যন্তে। ইতি নাগার্জ্জুন মাধ্যমিককারিকাব্যাখ্যানে ভাষ্যকারপ্রাকৃতনবৌদ্ধচন্দ্রকীর্ত্তিঃ। অপিচাহ ভাষ্যকারপ্রাকৃতন-বৌদ্ধনাগার্জ্জুনঃ—

> "তস্মাৎ ন ভাবো নাভাবঃ ন লক্ষ্যং নাপিলক্ষণম্। আকাশমাকাশসমা ধাতবঃ পঞ্চ যেঽপরে॥" ইতি।

পৃথিব্যাদয়ঃ পঞ্চ যে অবশিষ্যন্তে তেঽপি ভাবাভাবলক্ষ্যলক্ষণপরিকল্পস্বরূপরহিতাঃ পরিজ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ। তদেবং পদার্থানাং স্বভাবে ব্যবস্থিতে অবিদ্যাতিমিরোপহতমতিনয়নতয়া অনাদিসংসারাভ্যস্ততয়া ভাবাভাবাদিবিপরীত-দর্শনা নির্ব্বাণানুগাম্যবিপরীতনৈঃস্বাভাব্যদর্শনসন্মার্গপরিভ্রষ্টাঃ পরমার্থং ন পশ্যন্তি ইত্যাহ বৌদ্ধো নাগার্জ্জুনঃ—

> "অস্তিত্বং যে তু পশ্যন্তি নাস্তিত্বং চাল্পবুদ্ধয়ঃ। ভাবানাং তে ন পশ্যন্তি প্রপঞ্চোপশমং শিবম্॥"

দ্রষ্টব্যোপশমং শিবলক্ষণং সর্ব্বকল্পনাজালরহিতং জ্ঞানজ্ঞেয়নিবৃত্তিস্বভাবং শিবং পরমার্থস্বভাবং, পরমার্থম্ অজরম্ অমরম্ অপ্রপঞ্চং নির্ব্বাণং শূন্যতাস্বভাবং তে ন পশ্যন্তি মন্দবুদ্ধিতয়া অস্তিত্বং নাস্তিত্বং চ অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ ইতি তদ্ব্যাখ্যায়াং চন্দ্রকীর্ত্তিঃ। তথা—

> "ক্লেশাঃ কর্ম্মাণি দেহাশ্চ কর্ত্তারশ্চ ফলানি চ। গন্ধর্ব্বনগরাকারাঃ মরীচিস্বপ্নসন্নিভাঃ॥" ইতি নাগার্জ্জুনঃ।
> "কেশোণ্ডুকং যথা মিথ্যা গৃহ্যতে তৈমিরিকৈর্জনৈঃ। তথা ভাববিকারোঽয়ং মিথ্যা বালৈর্বিকল্প্যতে॥"
> "ন স্বভাবো ন বিজ্ঞপ্তিঃ ন চ বস্তু ন চালয়ঃ। বালৈর্বিকল্পিতাহ্যেতে শবভূতৈঃ কুতার্কিকৈঃ॥"

ইতি ভাষ্যকারপ্রাকৃতনবৌদ্ধলঙ্কাবতারসূত্রম্। যদ্যপি বৌদ্ধাঃ সর্ব্বস্যৈব বস্তুজাতস্য মিথ্যাত্বং বদন্তি তথাপি শাখাচন্দ্রন্যায়েন লৌকিকবস্তুদ্বারা এব পরমার্থতত্ত্বং বোধয়ন্তি, তদুক্তং বুদ্ধেন—

> "নান্যথা ভাষয়া ম্লেচ্ছঃ শক্যো গ্রাহয়িতুং যথা। ন লৌকিকমৃতে লোকঃ শক্যো গ্রাহয়িতুং তথা॥"

অপিচ তেনৈবোক্তং—"লোকো ময়া সার্দ্ধং বিবদতে, নাহং লোকেন সার্দ্ধং বিবদে যল্লোকেঽস্তি সম্মতং তৎ মমাপি অস্তি সম্মতং, যল্লোকে নাস্তি সম্মতং, তন্মমাপি নাস্তি সম্মতমিতি।"

এতস্য বিবরণমাহ বৌদ্ধশ্চন্দ্রকীর্ত্তিঃ "এবং তাবৎ ভগবতা বুদ্ধেন স্বপ্রসিদ্ধপদার্থভেদস্বরূপবিভাগশ্রবণসঞ্জাতাভিলাষস্য বিনেয়জনস্য যদেতৎ স্কন্ধধাত্বায়তনাদিকম্ অবিদ্যাতৈমিরিকৈঃ সত্যতঃ পরিকল্পিতম্ উপলব্ধং তদেব তাবৎ তথ্যম্ ইত্যুপবর্ণিতং ভগবতা বুদ্ধেন তদ্দর্শনাপেক্ষয়া আত্মনি লোকস্য গৌরবোৎপাদনার্থং বিদিতনিরবশেষলোকবৃত্তান্তোঽয়ং ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বদর্শী বুদ্ধঃ এবং ভবাগ্রপর্য্যন্তস্য বায়ুমণ্ডলাদেঃ আকাশধাতুপর্য্যবসানস্য ভাজনলোকস্য সত্ত্বলোকস্য অবিপরীতং স্থিত্যুৎপাদপ্রলয়াদিকং সাতিবিচিত্রপ্রভেদং সংহেতুকং সফলং সাস্বাদং সাদীনবং চ উপদিষ্টবান্। এবং ভগবতি বুদ্ধে উৎপন্নসর্ব্বজ্ঞবুদ্ধিবিনেয়জনস্য উত্তরকালং তদেব সর্ব্বং ন বা তথ্যমিত্যুপদর্শিতম্। তথ্যং নাম যস্য অন্যথাত্বং নাস্তি ইতি"।

ব্যবহারিকসত্যং চ বৌদ্ধাঃ স্বীকুর্ব্বন্তি তথাচ চন্দ্রকীর্ত্তিঃ—"ব্যবহারসত্যানুরোধেন লৌকিকতথ্যাভ্যুপগমবৎ তত্ত্বস্যাপি সমারোপতো লক্ষণমাহ নাগার্জ্জুনঃ—

"অপরপ্রত্যয়ং শান্তং প্রপঞ্চৈরপ্রপঞ্চিতম্। নির্ব্বিকল্পমনানার্থমেতৎ তত্ত্বস্য লক্ষণম্॥"
"অনেকার্থমনানার্থমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্। এতৎ তল্লোকনাথানাং বুদ্ধানাং শাসনামৃতমিতি॥"

বুদ্ধবাক্যেন কৃতপ্রযত্না অপি যদি একস্মিন্ জন্মনি অকৃতার্থাঃ তদা জন্মান্তরেঽপি তে ভবন্তি খলু কৃতার্থাঃ যথোক্তং বৌদ্ধশতকে—

"ইহ যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞো নির্ব্বাণং নাধিগচ্ছতি। প্রাপ্নোত্যযত্নতোঽবশ্যং পুনর্জন্মনি কর্ম্মবৎ॥" ইতি।

অথাপি কথঞ্চিদিহ অপরিপক্বকুশলমূলতয়া শ্রুত্বাপ্যেতৎ সদ্ধর্ম্মামৃতং ন মোক্ষম্ আসাদয়ন্তি, তথাপি জন্মান্তরেঽপি অবশ্যমেষাং পূর্ব্বহেতুবলাদেব নিয়তা সিদ্ধিঃ সম্পদ্যতে" ইতি চন্দ্রকীর্ত্তিঃ। শূন্যবাদিনোঽপি মাধ্যমিকা নৈব নাস্তিকাঃ ইত্যাহ চন্দ্রকীর্ত্তিঃ—"প্রতীত্যসমুৎপাদবাদিনো হি মাধ্যমিকাঃ হেতুপ্রত্যয়ং প্রাপ্য প্রতীত্য সমুৎপন্নত্বাৎ সর্ব্বমেব ইহলোকপরলোকং নিঃস্বভাবং বর্ণয়ন্তি। যথাবদ্‌বিদিতবস্তুস্বরূপাণাং মাধ্যমিকানাং ব্রুবতাম্ অবগচ্ছতাং চ বস্তুস্বরূপাভেদেঽপি যথাবৎ অবিদিতবস্তুস্বরূপৈঃ নাস্তিকৈঃ সহ জ্ঞানাভিধানয়োর্নাস্তি সাম্যমিতি। কিঞ্চ ন বয়ং নাস্তিকাঃ অস্তিত্বনাস্তিত্বদ্বয়নিরাসেন তু বয়ং নির্ব্বাণপুরগামিনম্ অদ্বয়পথং বিদ্যোতয়ামঃ, ন চ কর্ম্মকর্ত্তৃ ফলাদিকং নাস্তি ইতি ব্রূমঃ নিঃস্বভাবমেব এতদিতি ব্যবস্থাপয়াম" ইতি প্রসঙ্গাদুক্তম্।

কার্য্যকারণয়োঃ অভেদাৎ আহ ভাষ্যে—**মায়েতি**। **শ্রুতিস্মৃত্যোরিতি**। শ্রুতিস্তাবৎ **"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"** ইত্যাদিঃ, স্মৃতিশ্চ **"ময়াধ্যক্ষেণপ্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"** ইতি ভগবদ্‌বাক্যং **"এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী"** ইত্যাদি ভাগবতবাক্যং চ। নামরূপয়োঃ ঈশ্বরাত্মত্বে ঈশ্বরস্যাপি নামরূপবৎ জড়ত্বাপত্তিঃ অত আহ—**তাভ্যামন্য** ইতি। ভেদে প্রমাণমাহ—**আকাশ** ইতি। ব্যাকরণে শ্রুতিমাহ—**নামরূপে** ইতি। **সর্ব্বাণি রূপাণীতি**। **ধীরঃ** ধীশক্তিসম্পন্নঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি যাবৎ, সর্ব্বাণি নামানি **বিচিত্য** নির্ম্মায় নামানি চ কৃত্বা বুদ্ধ্যাদৌ প্রবিশ্য অভিবদন্ জীব ইতি ব্যবহরন্ **যৎ য আস্তে** তিষ্ঠতি তং জানন্ অমৃতো ভবতি ইত্যর্থঃ। **একমিতি**। যঃ পরমেশ্বর **একং বীজং** প্রকৃতিরূপং **বহুধা** আকাশাদিরূপেণ পরিণময়তি। **এবমিতি**। অবিদ্যাকল্পিতে নামরূপাত্মকে উপাধী অনুরুণদ্ধি অপেক্ষতে ইত্যর্থঃ। তথাচ নামরূপোপাধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যং নামরূপনির্ম্মিতজগন্নিয়ন্তৃত্বাৎ ঈশ্বরো ভবতি, ন তু স্বভাবতঃ ইতি ভাবঃ। **স্বাত্মভূতানিতি**। অবিদ্যারূপোপাধিবশাদেব জীবেশ্বরয়োঃ ভেদঃ, ন তু তাত্ত্বিক ইত্যর্থঃ। **অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতেতি**। অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতে কল্পিতে যে নামরূপে তৎকৃতং যৎ দেহেন্দ্রিয়াদি কার্য্যং করণং চ তৎসমুদায়ং অনুরুন্ধন্তি অপেক্ষন্তে তান্ ইত্যর্থঃ। তথাচ অবিদ্যাকল্পিতনামরূপাপেক্ষয়া এব জীবেশ্বরয়োঃ নিয়ম্যনিয়ামকভাবঃ ন তু তত্ত্বতঃ অত আহ—**ব্যবহারবিষয়ে** ইতি। পরমার্থদশায়াস্তু তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ অবিদ্যাবাধাৎ তদুপাদেয়প্রপঞ্চস্যাপি সমূলোন্মূলনেন ঔপাধিকভেদাভাবাৎ ন ঈশিত্রীশিতব্যভাবঃ, কিন্তু নিরস্তসমস্তভেদম্ অখণ্ডৈকরসং বিশুদ্ধং সচ্চিদানন্দঘনং ব্রহ্মৈব কেবলমিতি ভাবঃ। নিগময়তি—**তদেবমিতি**। **যত্র নান্যদিতি**। যস্মিন্ ভূম্নি স্থিতঃ জ্ঞানী **অন্যৎ** দ্রষ্টব্যং **ন পশ্যতি অন্যচ্চ** শ্রোতব্যং **ন শৃণোতি** জ্ঞাতব্যং চ **অন্যৎ ন বিজানাতি স ভূমা** অখণ্ডৈকরসো বিভুঃ পরমাত্মা ইত্যর্থঃ। **যত্র তু** ইতি। **যত্র** বিদ্যাবস্থায়াং **অস্য** বিদুষঃ **সর্ব্বং** বস্তু কেবলম্ আত্মস্বরূপম্ অভূৎ **তৎ** তস্যামবস্থায়াং **কেন** ইন্দ্রিয়েণ **কং** পশ্যেৎ ইত্যাক্ষেপাৎ নির্ব্বিশেষতত্ত্বমাত্রং প্রকাশতে ইত্যর্থঃ। **ন কর্ত্তৃত্বমিতি**। **প্রভুরীশ্বরঃ** লোকস্য **কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মাণি** চ রথাদীনি **ন সৃজতি**, কারয়িতৃত্বাভাবং দর্শয়তি—**ন কর্ম্মেতি**, কর্ম্মফলসম্বন্ধমপি ন সৃজতি, কস্তর্হি কুর্ব্বন্ কারয়ংশ্চ প্রবর্ত্ততে ইত্যত আহ—**স্বভাবস্তু** ইতি, স্বভাবঃ অবিদ্যারূপা মায়া **প্রবর্ত্ততে**। পরমার্থতস্তু আহ—**নাদত্তে** ইতি। অভক্তস্যাপি **কস্যচিৎ পাপং** ভক্তস্য চ কস্যচিৎ **সুকৃতং** সেবনাদিকং **নাদত্তে** ন গৃহ্নাতি কথং তর্হি

ক্রিয়তে লোকৈঃ পূজনহোমাদি অত আহ—**অজ্ঞানেনেতি।** **অজ্ঞানেন** বিবেকজ্ঞানম্ **আবৃতং তেন** হেতুনা **জন্তবঃ** সংসারিণো জীবাঃ **করোমি** কারয়ামি ইতি **মুহ্যন্তি** মোহং প্রাপ্নুবন্তি। **এষ সর্ব্বেশ্বর** ইতি। **এষ** আত্মা **সর্ব্বেশ্বরঃ,** ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাম্ অধিপতিঃ, ভূতানাং তেসামেব পালকঃ রক্ষিতা, **এষ** আত্মা **এষাং** ভূরাদিলোকানাং **অসম্ভেদায়** অসাঙ্কর্য্যায় **বিধরণঃ** বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থায়া বিধারকঃ, **সেতুঃ** ভেদমর্য্যাদারক্ষকঃ ইত্যর্থঃ।

হে **অর্জ্জুন** শুক্লান্তঃকরণ শুদ্ধচিত্ত ইতি যাবৎ, তথাচ শ্রুতিঃ "অহশ্চ কৃষ্ণম্ অহরর্জ্জুনশ্চ বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ" তথা "অবদাতঃ সিতো গৌরোবলক্ষোধবলোঽর্জ্জুন" ইত্যমরঃ। **সর্ব্বভূতানাং** প্রাণিনাং **হৃদ্দেশে ঈশ্বরঃ** অন্তর্য্যামী নারায়ণঃ **তিষ্ঠতি।** কথং তিষ্ঠতি ইত্যাহ—**সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি ইব মায়য়া** ছদ্মনা **ভ্রাময়ন্** তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ। উক্তং চ মহাভারতে—

"যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া। এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ ইতি ॥
রাধারাণীপ্রণয়সদয়শ্চারুকৃষ্ণঃ সতৃষ্ণস্তস্বে সত্যে নিগমগমিতে নির্ব্বিশেষেঽপ্যশেষে।
তুচ্ছং বিশ্বং বিষমিতিপরব্রহ্মনির্জ্জিহ্মভাবো ধ্যায়ত্যন্তঃ সুনিবিড়চিদানন্দরূপং স্বরূপম্ ॥১৪

ভাবে চোপলব্ধেঃ।১৫

এবং তাবৎ ব্রহ্মণো জগদনন্যত্বে শ্রুতিপ্রত্যক্ষাদিবিরোধঃ পরিহৃতঃ, সাম্প্রতম্ অনুমানেন তদর্থং প্রতিপাদয়িতুম্ উপক্রমতে সূত্রান্তরং—**ভাবে চেতি।** কারণস্য **ভাবে** সত্ত্বে তথা উপলব্ধৌ চ কার্য্যস্য সত্ত্বাৎ উপলম্ভাচ্চ, কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য ইতি সূত্রার্থঃ। তথাচায়ং প্রয়োগঃ—পটস্তন্তুভ্যো ন ভিদ্যতে, তন্তুসত্ত্বোপলব্ধিনিয়তসত্ত্বোপলব্ধিত্বাৎ, তন্তুবৎ ইতি। অথবা **ভাবাচ্চোপলব্ধেরিতি** সূত্রম্। ন কেবলং শ্রুতেরেব কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য, কিন্তু প্রত্যক্ষোপলব্ধিভাবাচ্চ। তথাহি তন্তুব্যতিরেকেণ পটাত্মনা ন কিঞ্চিদুপলভ্যতে, কিন্তু আতানবিতানবন্তঃ তন্তব এব পটাত্মনা দৃশ্যন্তে ইতি কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য ইত্যর্থঃ। কারণসত্ত্বে কার্য্যোপলব্ধেঃ কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বম্ ইতি যথাশ্রুতার্থগ্রহণে বহ্নিসত্তানিয়তোপলব্ধিকধূমে বহ্ন্যভেদবিরহাৎ ব্যভিচারঃ, ইতি তদ্বারণায় পূরণেন সূত্রং ব্যাখ্যাতুম্ উপক্রমতে মিশ্রঃ—**কারণস্যেতি।** ভাব ইত্যস্যার্থঃ সত্তা, **তস্মিন্নিতি** ভাবসপ্তমী। উক্তার্থস্য সূত্রাক্ষরাৎ আনয়নপ্রকারমাহ—**এতদিতি।** **বিষয়পদং** ভাবপদম্, উপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ ভাবস্য, **বিষয়িপদম্** উপলব্ধিপদং, ভাববিষয়কত্বাৎ উপলব্ধেরিতি। ভাবপদস্য বিষয়বিষয়িপরত্বম্, উপলব্ধিপদস্য চ বিষয়িবিষয়পরত্বং তদ্গুণিন্যায়াৎ ইতি কল্পতরুঃ। **কারণোপলম্ভেতি।** কারণম্ উপাদানং, ন নিমিত্তম্, পশ্চাৎ উপাদেয়াভিধানাৎ ব্যভিচারাচ্চ। **উপলম্ভো** জ্ঞানম্, **উপাদেয়ং** কার্য্যম্। অত্র ভাবপদনিবেশপ্রয়োজনমাহ—**তথা চেতি।** **প্রভারূপেতি।** প্রভা চ রূপং চ তে, তাভ্যাম্ অনুবিদ্ধা সম্বদ্ধা যা বুদ্ধিঃ জ্ঞানং তেন বোধ্যং প্রকাশ্যং, তেনেতি চাক্ষুষবিশেষণম্। অন্ধকারে চাক্ষুষত্বাপত্তিবারণায় প্রভাসংযোগস্য কারণত্বম্, আকাশাদীনাং প্রত্যক্ষত্ববারণায় **রূপেতি।** তত্রাপি গ্রীষ্মোষ্মাদিরূপপ্রত্যক্ষত্ববারণায় **উদ্ভূতেতি** বিশেষণং দেয়ম্। উদ্ভূতত্বং ন জাতিঃ শুক্লত্বাদিনা সঙ্করাৎ, কিন্তু বাহ্যপ্রত্যক্ষত্বপ্রয়োজকধর্ম্মবিশেষঃ। তদুপলব্ধৌ তদুপলব্ধেঃ ইত্যেতাবন্মাত্রস্য হেতুত্বে দ্রব্যচাক্ষুষং প্রতি প্রভাসাক্ষাৎকারস্য হেতুত্বাৎ তাদৃশচাক্ষুষেণ ব্যভিচারঃ, ঘটাদিদ্রব্যপ্রভয়োরভিন্নত্বাভাবাৎ ইতি তদ্বারণায় ভাবপদম্, ভাবে ভাবাদিত্যস্য বর্ত্তুলার্থস্তু তৎসত্তানিয়তসত্তাকত্বাদিতি; তথাচ ঘটচাক্ষুষস্য আলোকসাক্ষাৎকারজন্যত্বেঽপি ঘটস্য আলোকসত্তানিয়তসত্তাকত্বাভাবাৎ ন ব্যভিচারঃ। যদ্যপি আলোকসংযোগস্যৈব কারণত্বং ক্লৃপ্তং তথাপি তৎসাক্ষাৎকারস্য কারণত্বমিত্যেকদেশিমতমাদায় অভিহিতমিতি ধ্যেয়ম্। উপলম্ভপদনিবেশপ্রয়োজনমাহ—**নাগ্নীতি।** ভাবশ্চ অভাবশ্চ ইতি ভাবাভাবৌ সত্ত্বাসত্ত্বে, বহ্নের্ভাবাভাবৌ বহ্নিভাবাভাবৌ, অনুবিধায়িনৌ অনুসারিণৌ, তয়োঃ অনুবিধায়িনৌ ভাবাভাবৌ সত্ত্বাসত্ত্বে যস্য তেনেত্যর্থঃ। ধূমভেদো ধূমবিশেষঃ অবিচ্ছিন্নমূলধূম ইতি যাবৎ। তথাচ তৎসত্তানিয়তসত্তাকত্বমাত্রোক্তৌ বহ্নিসত্তানিয়তসত্তাকে অবিচ্ছিন্নমূলধূমে বহ্ন্যভেদবিরহাৎ ভবতি ব্যভিচারঃ ইত্যুপলব্ধিপদম্। তদুপলব্ধিনিয়তোপলব্ধিকত্বাদিতি উপলব্ধৌ উপলব্ধেরিত্যস্য বর্ত্তুলার্থঃ। তথাচ বহ্নিসত্তানিয়তসত্তাকত্বেঽপি প্রোক্তধূমস্য বহ্ন্যুপলব্ধিনিয়তোপলব্ধিকত্বাভাবাৎ ন ব্যভিচারঃ। অতঃ তৎসত্তানিয়তসত্তাকত্বে সতি তদুপলব্ধিনিয়তোপলব্ধিকত্বং পর্য্যবসিতো হেতুঃ। কাকতালীয়ন্যায়েন কদাচিৎ অন্যস্য সত্ত্বে উপলব্ধৌ চ অন্যস্য সত্ত্বোপলব্ধিসম্ভবাৎ ব্যভিচারবারণায় উভয়ত্র নিয়তপদম্ ইতি। তন্তুপটাদীনাং তু তাদৃশহেতুসত্ত্বাৎ সিদ্ধমনন্যত্বম্। বস্তুতস্তু কারণসত্তানিয়তোপলব্ধিকত্বমেব হেতুঃ। কারণপদং চ উপাদানপরমিত্যুক্তং প্রাক্, বহ্নিধূময়োশ্চ উপাদানোপাদেয়ভাবাভাবাৎ ন

ব্যভিচারঃ। ভাবপদমাত্রোল্লেখিনাং সূত্রকৃতামপ্যত্রৈব তাৎপর্য্যংমন্যে, ইতি ব্যর্থম্ উপলব্ধিপদম্। ন চাস্মিন্ পক্ষে দৃষ্টান্তাসিদ্ধ্যা হেতোরসাধারণ্যং, পর্ব্বতো বহ্নিমান্ পর্ব্বতত্বাৎ ইত্যাদেঃ সদনুমানত্বাঙ্গীকারাৎ, অতএব নব্যৈঃ—সাধ্যব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিহেতোরেবাসাধারণ্যং মন্যতে ন পক্ষমাত্রবৃত্তেঃ ইত্যুক্তমধস্তাৎ। তথাচ কারণসত্তানিয়তোপলব্ধিকত্বাৎ কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য ইতি পর্য্যবসিতঃ সূত্রার্থঃ। **একদেশাভিধানেন** ভাবাংশমাত্রকথনেন। অনন্যত্বপদস্য অভিন্নার্থতানাশঙ্ক্যাহ—**ভেদাভাব** ইতি। **হেতুবিশেষণায়** ইতি। তৎসত্তানিয়তসত্তাকত্বহেতৌ তদুপলব্ধিনিয়তোপলব্ধিকত্ববিশেষণনিবেশায় ইত্যর্থঃ।

নন্থ তন্তুব্যতিরেকেণ পটস্যাভাবে তন্তবঃ পট ইতি তন্তূনাং বহুত্বং পটস্য চ একত্বং কথমুপপদ্যতাম্ অত আহ—**একত্বমিতি**। তথাচ আচ্ছাদনরূপৈকপ্রয়োজননিষ্পাদকত্বাৎ পটস্য একত্বব্যবহার ইত্যর্থঃ। **অর্থক্রিয়া** প্রয়োজনোৎপাদনম্। নন্থ কার্য্যকারণয়োরভেদে কারণানাম্ অর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবে কথং কার্য্যস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অত আহ—**অর্থক্রিয়ায়াং চেতি**। **অনারৈভ্যেবেতি**। তথাচ প্রত্যেকং প্রয়োজন-বিশেষাজনকত্বেঽপি মিলিতানাং তৎ দৃশ্যতে, এবমপি বৈশেষিকাদিবৎ ন বয়ং প্রত্যেকাপেক্ষয়া সমবেতানাং পদার্থান্তরত্বং মন্যামহে, কিন্তু তন্তবঃ পট ইতি বৈশেষিকব্যসনিভিন্নানামবাধিতপ্রত্যয়াৎ উপাদানোপাদেয়য়োঃ অভিন্নত্বমেব ইতি। ইমমর্থং দৃষ্টান্তেন দ্রঢ়য়তি—**যথেতি**। তথাচ গ্রাব্ণাং প্রত্যেকং উখাধারণরূপার্থক্রিয়া-কারিত্বাসম্ভবাৎ মিলিতানাং তথাত্বেঽপি যথা ন পদার্থান্তরত্বং, তথা তন্তুপটাদীনামপি ইত্যর্থঃ। **গ্রাবাণঃ** উপলখণ্ডানি, **উখা** স্থালী, পিঠরঃ স্থাল্যুখা কুণ্ডমিত্যমরঃ।

নন্থ তন্তুপটয়োর্ভিন্নত্বেঽপি সমবায়বশাদেব ন তদুপলব্ধিঃ নত্বভেদাৎ ইত্যাশঙ্কা পরিহরতি—**নচেতি**। ভেদসাধকমনুমানং চ অনুপদমেব দর্শয়িষ্যতে। **ভিন্নয়োরপি** উপাদানোপাদেয়য়োঃ **সমবায়াৎ** অবয়বাবয়-বিনোঃ সম্বন্ধবিশেষাৎ **অনবসায়ঃ** ভেদাজ্ঞানম্। ভেদে সাধনান্তরং দর্শয়তি—**অর্থক্রিয়েতি**। অর্থক্রিয়া আচ্ছাদনাদিকারিত্বং, ব্যপদেশঃ পটাদিব্যবহারঃ, এতচ্চ উপলক্ষণং স্বস্মিন্নেব স্বস্য উৎপত্তিবিনাশবুদ্ধ্যসম্ভবোঽপি ভেদপ্রয়োজকঃ তথাহি—পটস্তন্তুভ্যো ভিদ্যতে বিভিন্নার্থক্রিয়াকারিত্বাৎ, তন্তুবু পট ইতি ব্যপদেশপ্রযোজক-সংজ্ঞাভেদাৎ, তৎকার্য্যত্বেন তত্র নষ্টত্বেন প্রতীয়মানত্বাচ্চ ইতি। **অভেদেঽপীতি**। প্রত্যেকমসমর্থানামপি মিলিতানাং গ্রাব্ণাম্ অভিন্নানামেব উখাধারণরূপার্থক্রিয়াকারিত্বম্। ধবাদীনামভেদেঽপি ধবখদিরপলাশাঃ বনমিতি ব্যপদেশভেদঃ। যথা পটস্য সংবেষ্টনসময়ে স্পষ্টতয়া ন প্রতীতিঃ, প্রসারণকালে চ স এব বিস্তৃততয়া গৃহ্যতে ন সংবেষ্টিতাৎ অন্যোঽয়ং পটঃ ইতি। এবমেকস্মাৎ সুবর্ণাৎ কটকাদয়ো নির্গচ্ছন্তঃ উৎপদ্যন্তে ইতি ব্যপদিশ্যন্তে ন পুনঃ অসতঃ উৎপাদঃ, বিনাশশ্চ মুদ্গরাদিনিমিত্তবশাৎ কারণাবস্থাপ্রাপ্তিঃ ইত্যভেদেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ অর্থক্রিয়াব্যপদেশভেদাদীনামুপপত্তিঃ, তস্মাৎ তত্র তত্র অবাস্তবভেদব্যবহারো ন বাস্তবাভেদ-বিরোধীতি ভাবঃ। বুদ্ধিমাত্রস্য ব্যবহারমাত্রস্য বা বাস্তবত্বপ্রযোজকত্বে শুক্তাবিদং রজতমিতি বোধাৎ ব্যবহারাচ্চ শুক্তৌ বাস্তবরজতত্বাপত্তিরিতি দিক্। নানেন মৃৎসুবর্ণাদীনাং কারণানাং সত্যত্বং মন্তব্যমিত্যাহ—**অনয়েতি**। কার্য্যং কারণাদভিন্নং কার্য্যত্বাৎ পটবৎ ইত্যনুমানেন সিদ্ধং পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং জগতঃ ইতি।১৫

সত্ত্বাচ্চাবরস্য।১৬

অবরস্য উত্তরকালীনস্য কার্য্যস্য জগত ইতি যাবৎ প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনা সত্ত্বাৎ **"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"** ইত্যাদিশ্রুতৌ ইদংপদবাচ্যস্য জগতঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সদাত্মত্বশ্রবণাচ্চ, তদন্যথানুপপত্ত্যা উৎপত্ত্যনন্তরমপি কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বমিতি পূর্ব্বেণান্বয় ইতি সূত্রার্থঃ। উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং মৃদাত্মনা মৃদি ঘটসত্ত্বস্য সাধনীয়ত্বাৎ অন্বয়ব্যাপ্তিং বিহায় ব্যতিরেকমুখেন ব্যাপ্তিং দর্শয়তি ভাষ্যে **যচ্চেতি**। তথাচ সিকতাত্মনা সিকতায়াং তৈলস্যাভাবাৎ সিকতাভ্যস্তৈলানুৎপাদঃ ইতি, ব্যাপকাভাবস্য চ ব্যাপ্যাভাবসাধকত্বাৎ মৃদুপাদানকঘটোৎপত্তিং হেতূকৃত্য তৎপূর্ব্বং মৃদাত্মনা মৃদি ঘটসত্ত্বং সাধনীয়ং, তথাচ প্রয়োগঃ-ঘটঃ উৎপত্তেঃ প্রাক্ মৃদাত্মনা মৃদ্বৃত্তিঃ তদুৎপন্নত্বাৎ তৈলবৎ, এতাদৃশব্যাপ্তিসিদ্ধমুৎ-পত্তিপূর্ব্বকালীনকার্য্যকারণয়োরভেদং হেতূকৃত্য তৎপরকালীনয়োরপি তয়োরভেদং সাধয়তি ভাষ্যে—**তস্মাদিতি**। উৎপন্নং কার্য্যং কারণাদভিন্নম্ উৎপত্তিপূর্ব্বকালীনয়োস্তয়োরভেদাৎ, ন হি কালভেদো বস্তুভেদপ্রয়োজকঃ সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যাদৌ তদদর্শনাৎ ইতি।

ভাষ্যোক্তাম্ উপপত্তিং প্রকারান্তরেণ দর্শয়তি টীকায়াং **ন হি তৈলমিত্যাদিনা**। ঘটস্য মৃদাত্মনা মৃদি সত্ত্বে অনুভবং প্রমাণমাহ—**প্রত্যুৎপন্নোহি** ইতি। তথাচ প্রয়োগঃ যৎ যদাত্মনা অবাধেন উপলভ্যতে তৎ তদাত্মকং যথা মৃত্তিকা, এবং মৃদাত্মনা অবাধেন উপলভ্যমানত্বাৎ মৃদাত্মত্বম্ ঘটস্য। এবং ঘটোৎপত্তেঃ প্রাগপি

মৃত্তিকাসত্ত্বস্য সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তদাত্মকস্য ঘটস্যাপি মৃদাত্মনা তত্র সত্ত্বম্ অবশ্যমভ্যুপেয়ং, ন হি তাদাত্ম্যস্য অব্যাপ্যবৃত্তিত্বং ক্বচিৎ দৃষ্টচরম্, অন্যথা তত্র মৃত্তিকায়া অপি অভাব আপদ্যেত স চ অনিষ্টঃ। তদানীং ঘটানুপলব্ধিশ্চ পিণ্ডকপালাদিব্যবধানসদ্ভাবাদিতি। **নৈবং প্রত্যুৎপন্নমিতি।** প্রত্যুৎপন্নং তৈলং সিকতায়াং সিকতাত্মনা ন উপলভ্যতে, অতঃ তৈলং সিকতায়াং সিকতাত্মনা নাস্তি ইত্যন্বয়ঃ। মৃদ্ঘটয়োশ্চ উপাদানোপাদেয়ভাবঃ সর্ব্বসম্মতঃ, ততশ্চ যৎ যদুপাদেয়ং তৎ তদাত্মকং যথা মৃদুপাদেয়ো ঘটো মৃদাত্মকঃ। ঈদৃশতর্কস্য প্রয়োজনমাহ—**তেনেতি।** সিকতায়াং সিকাতাত্মনা তৈলস্যাসত্ত্বেন ইত্যর্থঃ। **ন জায়েতেতি।** ভবন্মতে আত্মাত্মনা আত্মনি জগতোঽসত্ত্বাৎ ইতি শেষঃ। ইষ্টাপত্তৌ বাধকমাহ—**জায়তে চেতি।** **"তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদি"**ত্যাদৌ সৎস্বরূপাৎ ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিশ্রুতেরিতি শেষঃ। **তস্মাৎ** জগতো ব্রহ্মোপাদেয়ত্বাৎ। **গম্যতে** অনুমীয়তে যৎ যদুপাদয়ং তৎ তদাত্মকং স্বুবর্ণময়কুণ্ডলবদিত্যনুমানাদিতি শেষঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাৎ জগদপি ব্রহ্মাত্মকমেব, তদাত্মনা অনুপলব্ধিশ্চ অনাদ্যবিদ্যাব্যবধানবশাদিতি ভ্রমঃ, উৎপত্তেঃ প্রাক্ মৃদি ঘটানুপলব্ধিবৎ, ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ ইতি সদাত্মনা চ ভবত্যেব উপলব্ধিরিতি।

নম্বু **"কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি"** ইতি ভাষ্যং ন সঙ্গচ্ছতে কার্য্যস্য ত্রৈকালিকসত্যত্বে কার্য্যত্বমেব ন সিদ্ধ্যেৎ, মাভূৎ ত্রিকালসত্যং ব্রহ্ম কার্য্যম্, ইত্যাশঙ্ক্য সদসদ্ব্যতিরিক্তস্য আরোপিতকার্য্যস্য দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বেন অসত্যত্বেঽপি অধিষ্ঠানব্রহ্মসত্তয়া কার্য্যস্য ত্রৈকালিকসত্ত্বং ভাষ্যে অভিহিতম্ ইতি সঙ্গময়তি **যথাহি ইতি।** যথাহি ঘটঃ কদাপি অঘটো ন ভবতি, ভবতি চ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ ইতি ব্যবহারঃ, অতঃ সদাত্মনা ঘটোঽপি ত্রিষু অপি কালেষু সন্নেব, ন কদাচিদপি অসন্ ভবিতু মর্হতি ইতি সিদ্ধং কার্য্যস্য সদাত্মনা সদাতনত্বম্। অয়ং ভাবঃ—রূপদ্বয়ং তাবৎ দৃশ্যতে কার্য্যজাতে, কারণরূপং কার্য্যরূপং চ, তত্র মৃত্তিকাত্বং কারণরূপং কার্য্যরূপং চ ঘটত্বং, **"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্য"** মিতি শ্রুতিবলাৎ পূর্ব্বোক্তযুক্তেশ্চ কারণরূপস্যৈব সত্যত্বং, কার্য্যরূপস্য চ ঘটত্বাদেঃ অনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ মিথ্যাত্বমিতি, তস্মাৎ কার্য্যরূপেণ ঘটাদেঃ ত্রৈকালিকাসত্যত্বেঽপি কারণরূপেণ ত্রৈকালিকসত্যত্বাৎ ভাষ্যোক্তং কার্য্যসদাতনত্বং সুসঙ্গতমিতি। **উপপাদিতমিতি।** তথাচ কার্য্যস্য সত্ত্বং যদি স্বভাবঃ তদা কদাপি তস্য অসত্ত্বং ন স্যাৎ, ন হি ভবতি বহ্নিঃ কদাপি অনুষ্ণঃ, যদি চ সত্ত্বাসত্ত্বে তস্য ধর্ম্মৌ তদা ধর্ম্মিব্যতিরেকেণ ধর্ম্মসত্ত্বাসম্ভবাৎ ধর্ম্মিণঃ কার্য্যস্য সদাতনত্বাপাতঃ ইত্যাদি দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদিতিভাষ্যব্যাখ্যানাবসরে যুক্ত্যা সমর্থিতমিত্যর্থঃ। যদ্যপি কার্য্যং ত্রিষু অপি কালেষু সদিতি কার্য্যস্য স্বাতন্ত্র্যেণ সত্ত্বং ন বিবক্ষিতং, কিন্তু শুক্তিসত্তয়া রজতসত্ত্ববৎ কারণব্রহ্মসত্তয়া এব কার্য্যস্য জগতঃ সত্ত্বম্ ইতি সিদ্ধান্তঃ, অতএব আরম্ভণভাষ্যব্যাখ্যানাবসরে **"ন খলু অনন্যত্বমিত্যভেদং ব্রূমঃ কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ"** ইতি কার্য্যকারণয়োরভেদো নিরাকৃতঃ, তথাপি **"ভাবে চোপলব্ধেঃ" "সত্ত্বাচ্চাবরস্য"** ইতি সূত্রদ্বয়ভাষ্যটীকয়োঃ আপাতদৃষ্ট্যা কার্য্যকারণয়োরভেদ এব ব্যবস্থাপিত ইতি ভ্রমাৎ কার্য্যস্য ত্রৈকালিকসত্ত্বে কারণবৎ কার্য্যস্য স্বতন্ত্রসত্ত্বমাপতিতং, তথাচ নাভেদসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—**সত্ত্বং চেদিতি।** কস্য? অতীতানাগতবর্ত্তমানকালেষু কার্য্যস্য ইতি শেষঃ। **সত্ত্বং চ একমিতি।** তথাচ কারণসত্তয়া এব কার্য্যং সত্ত্ববৎ, ন তু কার্য্যসত্ত্বং নাম কিঞ্চিৎ বস্তু অস্তি ইত্যর্থঃ। তত্র কারণমাহ—**ন হীতি।** তথাচ ঘটশরাবাদিব্যক্তিভেদেঽপি মৃৎসত্ত্বস্যৈব একস্য তেষু অনুগমাৎ ন সত্ত্বং প্রতিব্যক্তি ভিদ্যতে ইত্যর্থঃ। এতাদৃশবিচারস্য প্রয়োজনমাহ—**ততশ্চেতি।** কার্য্যকারণয়োঃ সত্ত্বস্য একত্বে চ ইত্যর্থঃ। **অভিন্নেতি।** অভিন্না যা সত্তা তস্যা অনন্যত্বাৎ ভেদাভাবাৎ এতে কার্য্যকারণে অপি পরস্পরং ন ভিদ্যেতে ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—সত্ত্বমেব হি বস্তূনাং স্বরূপং, তদ্ব্যতিরেকেণ খপুষ্পাদীনাং তুচ্ছত্বং, সত্ত্বং চ কার্য্যকারণয়োরেকম্ ইতি তদভেদাৎ কার্য্যকারণে অপি পরস্পরং ন ভিদ্যেতে ইতি। তথাচ এতৎ—সূত্রীয়সত্ত্বাদিতিপঞ্চম্যন্তসত্ত্বপদেন আরম্ভণসূত্রীয়ানন্যত্বপদস্য অন্বয়ো দর্শিতঃ। কার্য্যকারণয়োরবাধিতস্বরূপসত্ত্বং তাবৎ একং, তৎসত্ত্বাৎ তয়োরভেদাৎ কার্য্যকারণয়োরপি পরস্পরমভেদঃ ইতি ফলিতার্থঃ। বৈপরীত্যেন আশঙ্ক্যাহ—**ন চ তাভ্যামিতি।** যথা একসত্তানন্যত্বাৎ কার্য্যকারণয়োরভেদঃ তথা কার্য্যকারণাভ্যামনন্যত্বাৎ সত্ত্বস্যৈব ভেদোঽস্তু ইত্যর্থঃ। **তথাসতীতি।** ভিন্নকার্য্যকারণাভিন্নত্বাৎ সত্ত্বস্য ভেদে সতীত্যর্থঃ। হি যতঃ, **সমারোপিতত্বপ্রসঙ্গঃ ইতি।** কার্য্যকারণাভ্যামভিন্নত্বাৎ সত্ত্বস্য ভেদে সত্ত্বস্যৈব সমারোপিতত্বপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ।

নম্বু ভবতু সত্ত্বস্য সমারোপিতত্বং কা ক্ষতিরিতি চেৎ ? শৃণু, ন খলু কার্য্যং কারণং বা নাম কিঞ্চিৎ বস্তুসদস্তি যেন সত্ত্বেন তয়ো মুখ্যাভেদো ভবেৎ কিন্তু সৎস্বরূপে বস্তুনি অনাদ্যবিদ্যাবশাৎ সমারোপিতে এব তে, সদেব

তয়োঃ স্বরূপং, রজ্জুরিব সমারোপিতভুজঙ্গস্তু, তথাচ সদন্তরেণ তয়োরভাব এব ইতি তত্ত্বম্। এবঞ্চ "তথাসতি" ইতি পরিহারঃ সঙ্গচ্ছতে অন্যথা তৈঃ ইষ্টাপত্তিরেব কর্ত্তুং শক্যেত ইতি বোধ্যম্। কার্য্যকারণয়োর্ভিন্নত্বাৎ তে এব সমারোপিতে ইতি সিদ্ধান্তিসম্মতং, সত্ত্বস্য অভিন্নত্বাৎ তদেব সমারোপিতমিতি চ পূর্ব্বপক্ষিণঃ, ইত্যনয়োরন্যতরপরিগ্রহাবশ্যকত্বে পরস্পরাশ্রয়কবলিতভেদস্যৈব সমারোপো ন্যায্য ইতি প্রতিপাদয়িতুং বিকল্পয়তি—তত্রেতি। **ভেদাভেদয়োরিতি।** ভেদপদং কার্য্যকারণে লক্ষণিকম্, অভেদপদং চ সত্ত্বে, তথাচ কিং কার্য্যকারণয়োঃ সমারোপঃ সত্ত্বে, উত সত্ত্বস্য সমারোপঃ কার্য্যকারণয়োরিত্যন্যতরারোপকল্পনায়ামিত্যর্থঃ। এবঞ্চ ভিন্নত্বেনৈব কার্য্যকারণয়োঃ সমারোপঃ ন কার্য্যকারণত্বেন, সত্ত্বস্য চ অভিন্নত্বেনৈব সমারোপঃ ন তু সত্ত্বত্বেন ইতি প্রতিপাদনার্থমুক্তলাক্ষণিকপদোল্লেখঃ ইতি বোধ্যম্। **বয়ন্তু** ইতি। তথাচ ঘটাৎ পটো ভিদ্যতে ইত্যত্র ভেদস্য প্রতিযোগী ঘটঃ, অত্র ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিত্বজ্ঞানং ভেদাশ্রয়পটনিষ্ঠভেদগ্রহযুতে অসম্ভবি বিনা চ প্রতিযোগিত্বজ্ঞানং ভেদজ্ঞানমিতি দুরুদ্ধরঃ পরস্পরাশ্রয়ঃ ইতি ভাবঃ। তাদৃশান্যোন্যাশ্রয়াভাবাৎ ভেদোপজীব্যত্বাচ্চ অভেদস্যৈব তাত্ত্বিকত্বং যুক্ত মিত্যাহ **অভেদগ্রহস্তু চ** ইতি। অত্র হেতুঃ **নিরপেক্ষতয়া** ইতি। ভেদবৎপ্রতিযোগিত্বগ্রহানপেক্ষতয়া ইত্যর্থঃ। **তদনুপপত্তেঃ** অন্যোন্যাশ্রয়ানুপপত্তেঃ। অভেদস্য ভেদোপজীব্যত্বে হেতুমাহ **একৈকেতি।** একৈকং পটাদি আশ্রয়ো যস্য তত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তথাচ ঘটাৎ পটোভিদ্যতে ইত্যাদৌ একং পটাদি ভেদাশ্রয়ঃ, একত্বং চাভেদঃ ইত্যেকস্য আশ্রয়স্যাভাবে আশ্রয়িণঃ ভেদস্য অনুপপত্তেঃ, ভাবেচোপপত্তেঃ, অন্বয়ব্যতিরেকাৎ সিদ্ধমভেদস্য ভেদোপাদানত্বম্, ইত্যভেদোপজীব্যত্বং ভেদস্য ইতি।

নন্বু সদাত্মনা কার্য্যং কারণাদভিন্নং সদাত্মনা প্রতীয়মানত্বাৎ, ইত্যনুমানেন হি কার্য্যকারণয়োরভেদঃ প্রতিপাদনীয়ঃ, তত্র প্রতিযোগ্যনুযোগিনোঃ সাঙ্কর্য্যবারণায় ভেদজ্ঞানমাবশ্যকমিতি ভেদস্যাপি অভেদোপজীব্যত্বং সমানমিত্যতঃ **একৈকেতি**কল্পিতভেদানুবাদঃ, তথাচ অশ্বেন অসদৃশী গৌ রিত্যত্র সাদৃশ্যস্যেব ইদমস্মাৎ অভিন্নমিতি ভ্রমীয়বিষয়তাপন্নভেদস্যৈব প্রতিযোগ্যনুযোগিনোরয়মুল্লেখো ন তু অভেদস্য, অসাদৃশ্যবৎ প্রতিযোগিরাহিত্যাৎ তস্য, ন হি অশ্বসাদৃশ্যং কদাচিদপি গবি দৃষ্টচরম্ অত উপজীব্যত্বং ন সর্ব্বত্র বলবত্ত্বপ্রযোজকং বাধ্যমানত্বাং তস্য, অতএব নায়ং ভুজঙ্গো রজ্জুরিয়ম্ ইতি প্রতীতৌ উপজীব্যতয়া ভুজঙ্গপ্রতীতেরপেক্ষণীয়ত্বেঽপি ন প্রাবল্যং, তথাচ পারমর্ষং সূত্রং **"পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবদি"**তি। নিমিত্তয়োঃ **পৌর্ব্বাপর্য্যে** সতি **পূর্ব্বস্য** নৈমিত্তিকস্য **দৌর্ব্বল্যম্** উত্তরস্য নিরপেক্ষস্য পূর্ব্ববাধকত্বেন উৎপন্নত্বাৎ, পূর্ব্বোৎপত্তিকালে উত্তরস্যাসত্ত্বাৎ পূর্ব্বেণ বাধ্যত্বাসম্ভবাৎ। **প্রকৃতিবদিতি।** প্রকৃতৌ প্রাপ্তস্য কুশময়বর্হিষঃ বৈকৃতেন শরময়বর্হিষা বাধবৎ। তদুক্তং—

"পূর্ব্বং পরমজাতত্বাদবাধিত্বৈব জায়তে। পরস্যানন্যথোৎপাদাৎ ন ত্বাধেন সম্ভবঃ॥
পূর্ব্বাৎ পরবলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাম্। অন্যোন্যনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেদিতি" ॥১৬

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ।১৭।

অয়মর্থঃ—প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যং কারণাত্মনা সদিতি পূর্ব্বোক্তম্ আক্ষিপ্য সমাধত্তে **অসদ্ব্যপদেশাদিতি। অসদেবেদমগ্র আসীদিত্যাদিশ্রুত্যা** উৎপত্তেঃ প্রাক্ অসদ্ ব্যপদেশাৎ কারণাত্মনা ন সত্ত্বং কার্য্যস্য ইতি চেৎ ন, যতো নায়ং সর্ব্বাত্মনাঽসদ্ব্যপদেশঃ, কিন্তু বর্ত্তমানব্যাকৃতত্বরূপধর্ম্মাৎ অব্যাকৃতত্বরূপধর্ম্মান্তরেণ, কস্মাৎ? **বাক্যশেষাৎ**—বাক্যশেষে হি **"তৎসদাসীৎ"** ইতি শ্রূয়তে। অতঃ সিদ্ধং কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য ইতি। ভাষ্যে **ন হি অয়মিতি।** **অয়ং** অসদ্ব্যপদেশঃ, ন খপুষ্পাদিবৎ তুচ্ছত্বাভিপ্রায়েণ, কিন্তু অব্যাকৃতনামরূপত্বরূপধর্ম্মান্তরেণ অনির্ব্বচনীয়েন, ন তু অব্যক্তত্বেন, এবং ব্যাকৃতনামরূপত্বং চ অনির্ব্বচনীয়ং ন ব্যক্তত্বং, তথাত্বে সাংখ্যবাদাপত্তিঃ। **বাক্যশেষাদিতি।** যদুপক্রমে সন্দিগ্ধং তৎ বাক্যশেষাৎ নিশ্চীয়তে, তথাহি **অক্তাঃ শর্করা উপদধাতি** ইত্যত্র কেন অঞ্জনং তৈলেন ঘৃতেন বা ইতি সংশয়ে **তেজো বৈ ঘৃতম্** ইতি বাক্যশেষাৎ নিশ্চীয়তে ঘৃতেনৈব অঞ্জনমিতি। তদ্বৎ অত্রাপি **"তৎসদাসীদি"**তি। বাক্যশেষান্নিশ্চীয়তে সন্দিগ্ধার্থাসৎপদবাচ্যং ন খপুষ্পাদিবৎ তুচ্ছং কিন্তু সদেব ইতি। তথাচ অসদিতি সমুদাচরদ্রূপরাগাদিনিষেধপরং ন তু প্রমুপ্তানপি নিরাকরোতি। যুক্ত্যন্তর মাহ—**অসত্ত্বশ্চেতি।** অসচ্ছব্দবাচ্যস্য তুচ্ছত্বে আসীদিতি অতীতকালসম্বন্ধো ন স্যাৎ, মাভূৎ খপুষ্পমাসীদিতি প্রয়োগঃ। এবম্ **অসদ্ বা ইদমগ্র আসীদিতি** অসৎপদমপি **তৎ আত্মানমিত্যাদিবাক্যশেষাৎ** সৎপ্রতিপাদকম্, অন্যথা তুচ্ছস্য অকুরুত ইতি ক্রিয়মাণত্ববিশেষণং ন সঙ্গচ্ছতে ।১৭

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।১৮

প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য কারণাত্মনা সত্ত্বং তদনন্যত্বং চ দর্শয়িতুং যুক্তিং শাস্ত্রবাক্যং চ প্রমাণয়তি ভগবান্ সূত্রকারো **যুক্তেরি**ত্যাদি। প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনা কার্য্যস্য অসত্ত্বে কথং রুচকার্থিনা সুবর্ণমুপাদীয়তে দধ্যর্থিনা চ ক্ষীরং ন মৃদাদি, ইত্যাদি যুক্তেঃ, "সদেব সৌম্য" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাচ্চ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য কারণাত্মনা সত্ত্বং তদনন্যত্বং চ সিদ্ধম্ ইতি সূত্রার্থঃ। যুক্তিং দর্শয়তি ভাষ্যে দধিঘটেতি। **প্রতিনিয়তানি** ইতি। ঘটার্থিভিঃ মৃত্তিকায়া এব উপাদানাৎ অনুপাদানাচ্চ ক্ষীরাদীনাম্, দধ্যর্থিভিশ্চ ক্ষীরস্যৈব উপাদানাৎ অনুপাদানাচ্চ মৃত্তিকাদীনাম্ কারণনৈয়ত্যং কার্য্যস্য ক্লৃপ্তম্। নচৈতৎ অসৎকার্য্যবাদে সম্ভবতি ইত্যাহ—**ন হীতি**। প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সর্ব্বথা অসত্ত্বে প্রতিনিয়তকারণোপাদানং ন উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ। নন্ উপাদানত্বাদেব ঘটার্থিনঃ মৃত্তিকায়াং প্রবৃত্তিঃ দধ্যর্থিনশ্চ ক্ষীরে, ন কার্য্যসত্ত্বাৎ, তথাচ ন সৎকার্য্যবাদসিদ্ধিরিত্যত আহ—**অবিশিষ্টে হি** ইতি। উৎপত্তেঃ প্রাক্ মৃত্তিকায়াং যথা সর্ব্বাত্মনা দধি অসৎ, এবং ক্ষীরেঽপি চেৎ সর্ব্বাত্মনা এব অসৎ তদা ইত্যর্থঃ। **ক্ষীরাদেবেতি**। তথাচ কারণাত্মনা ক্ষীরে দধ্নঃ সত্ত্বাদেব দধ্যর্থিনা ক্ষীরম্ উপাদীয়তে ন মৃত্তিকা, অন্যথা মৃত্তিকাঽপি উপাদীয়েত। যদি অসদপি কার্য্যম্ উৎপদ্যতে তর্হি সর্ব্বস্মাদপি সর্ব্বোৎপত্তি-প্রসঙ্গঃ, যথাহুঃ সাংখ্যাচার্য্যাঃ—

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ। শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্" ॥ ইতি

অয়মর্থঃ—উৎপত্তেঃ প্রাগপি কার্য্যং সদেব, তথাচ উৎপত্ত্যনন্তরং কার্য্যসত্ত্বস্য বৈশেষিকাদিসম্মতত্বাৎ ন সিদ্ধসাধনং, তত্র হেতুমাহ—**অসদকরণাদি**তি। উৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্য্যম্ অসৎ চেৎ তস্য করণাসম্ভবঃ, ন হি সিকতায়ামসৎ তৈলং ব্যাপারশতেনাপি কর্ত্তুং শক্যতে। দৃশ্যতে চ তিলেষু সদেব তৈলং তৈলযন্ত্রাদিনা পীড়নেন উৎপদ্যমানম্। হেত্বন্তরমাহ—**উপাদানগ্রহণাদি**তি। উপাদীয়ন্তে কার্য্যজননায় বিশেষরূপেণ গৃহ্যন্তে ইতি উপাদানানি কারণানি তেষাং গ্রহণং কার্য্যেণ সম্বন্ধঃ তস্মাৎ ইত্যর্থঃ। কারণসম্বদ্ধং হি কার্য্যম্ উৎপদ্যমানং ভবেৎ, অসতা চ সম্বন্ধাভাবাৎ উৎপত্তেঃ প্রাগপি কার্য্যং সদিতি ভাবঃ। যদি চ কারণৈরসম্বদ্ধমেব কার্য্যম্ উৎপদ্যেত, তদা সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ, তদভাবাৎ কারণসম্বদ্ধমেব কার্য্যং জায়তে নত্বসম্বদ্ধম্, অতশ্চ সৎকার্য্যম্ ইত্যাহ **সর্ব্বসম্ভবাভাবাদি**তি। সর্ব্বস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ তদভাবাৎ ইত্যর্থঃ। যথাহুঃ সাংখ্যবৃদ্ধাঃ—

"অসত্ত্বে নাস্তি সম্বন্ধঃ কারণৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ। অসম্বদ্ধস্য চোৎপত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিঃ" ॥ ইতি

অয়মর্থঃ—উৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্য্যস্য অসত্ত্বে সত্ত্বসঙ্গিভিঃ সত্ত্বাশ্রয়ৈঃ কারণৈঃ সহ কার্য্যস্য সম্বন্ধো নাস্তি। ইষ্টাপত্তৌ দোষমাহ—**অসম্বদ্ধস্যে**তি। কারণৈঃ সম্বন্ধশূন্যস্য চ কার্য্যস্য উৎপত্তৌ সত্যাং পূর্ব্বোক্তা অব্যব-স্থিতিঃ সর্ব্বস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তিরূপা অব্যবস্থা স্যাৎ। অথ কার্য্যাসম্বদ্ধমপি কারণং যন্নিরূপিত-শক্তিমৎ তৎ তৎকার্য্যমেব করোতি নান্যৎ, শক্তিশ্চ অন্বয়ব্যতিরেকাদনুমীয়তে, ততশ্চ ন সর্ব্বসম্ভবপ্রসঙ্গঃ অত আহ—**শক্তস্যে**তি।

শক্ত্যাশ্রয়ো হি শক্তঃ কারণং, তদ্বিষয়শ্চ শক্যঃ কার্য্য মিত্যর্থঃ। অসতি কার্য্যে কথং শক্তিবিষয়তারূপা শক্যতা কথং বা তদাশ্রয়রূপা শক্ততাপি ? অশক্যকরণে চ সর্ব্বসম্ভবপ্রসঙ্গস্তদবস্থ এব। চরমং হেতুমাহ **কারণ-ভাবাদি**তি। কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য কারণাভেদাদিতি যাবৎ। তথাচ ঘটমুকুটাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ মৃৎসুবর্ণাদ্যাত্মনা এব আসন্ ইত্যনুভবাৎ কারণধর্ম্মত্বাৎ উপাদানোপাদেয়ভাবাৎ গুরুত্বদ্বৈগুণ্যানুপলম্ভাচ্চ কার্য্যং ন কারণাৎ ভিন্নং, কার্য্যং যদি কারণাৎ ভিন্নং স্যাৎ ন স্যাৎ তয়োঃ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবঃ যথা মৃৎসুবর্ণয়োঃ। কারণধর্ম্মত্বং চ কারণাবস্থাবিশেষাত্মকত্বং কারণসত্তানিয়তসত্তাকত্বং বা। ভিন্নত্বে চ তয়োঃ ঘটপটবৎ উপাদানোপাদেয়ভাব এব ন স্যাৎ, উপাদানং কার্য্যস্য অনাগতাবস্থাবিশেষাশ্রয়রূপং কারণম্, এবং কারণাশ্রিতসূক্ষ্মাবস্থাপন্নং কার্য্যম্ উপাদেয়ং তদভাবাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ কার্য্যস্য অনাগতাবস্থাশ্রয়ত্বমেব উপাদানকারণত্বং, তচ্চ অনাগতাবস্থাপন্নকার্য্যরূপমেব, অন্যস্য দুর্ব্বচত্বাৎ অন্যথা সর্ব্ব এব সর্ব্বজননায় উপাদীয়েরন্, ন চ তথা উপাদীয়ন্তে, উপাদীয়ন্তে চ ঘটাদিজননায় মৃদাদয়ঃ ন তু সুবর্ণাদয়ঃ। ন চ প্রাগভাবঃ তস্য নিয়ামকঃ, তস্য অভাবত্বেন স্বতো বিশেষকত্বাভাবাৎ প্রতিযোগ্যুপরক্তস্য তস্য তথাত্বকল্পনং তু প্রতিযোগ্যসত্ত্বকালে অসম্ভবাৎ উৎপত্তেঃ প্রাক্ প্রতিযোগিনঃ অসত্ত্বেন তেন সহ প্রাগভাবস্য সম্বন্ধানৌচিত্যাৎ। ইতি অনাগতাবস্থাপন্ন-কার্য্যাত্মকত্বম্ উপাদানস্য যুক্তং, দৃশ্যতে চ রুচকোপাদানত্বং সুবর্ণস্য। কপালয়ো র্যাবদ্ গুরুত্বং ঘটস্য ন তদ্ দ্বৈগুণ্যম্ ইত্যাদ্যুপলম্ভাচ্চ কারণাত্মকত্বং কার্য্যস্য ইতি, অতশ্চ কারণাবস্থাবিশেষ এব কার্য্যং ন ততোঽন্যদিতি

সিদ্ধং সৎকার্য্যমিতি। অস্মন্মতে তু কারণবিবর্ত্তঃ কার্য্যং কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাম ন কিঞ্চিৎ বস্তুসদস্তি ইতি ন বিস্মর্ত্তব্যম্।

কার্য্যনিয়মার্থং পুনঃ শঙ্কতে **অথেতি**। অতিশয়ো হি ধর্ম্মঃ, স কিং কার্য্যনিষ্ঠঃ কশ্চিৎ বিশেষঃ কারণনিষ্ঠো বা, আদ্যে দূষণমাহ **তর্হি** ইতি। তথাচ অতিশয়স্য কার্য্যধর্ম্মত্বে ধর্ম্মিব্যতিরেকেণ ধর্ম্মবৃত্তিত্বাসম্ভবাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ ধর্ম্মিণঃ কার্য্যস্য সত্ত্বমবশ্যমভ্যুপেয় মিতি সিদ্ধঃ সৎকার্য্যবাদঃ, অসৎকার্য্যবাদব্যাঘাতশ্চ, ইতি এতদেবাহ টীকায়াং **অতিশয়ো হি** ইতি। **প্রাগবস্থা** দধ্যাদিকার্য্যাণাম্ উৎপত্তিপূর্ব্বকালীনাবস্থা, দ্বিতীয়ং দূষয়তি **শক্তিশ্চেতি**।

এতস্য আশয়ং বর্ণয়তি টীকায়াং **নন্বিতি**। তথাচ কার্য্যজননানুকূলঃ কারণনিষ্ঠঃ কশ্চিৎ অতিশয়বিশেষঃ শক্তিরিত্যর্থঃ। **স চ অসত্যপীতি**। তথাচ তন্নিরূপকস্য কার্য্যস্য অসত্ত্বেঽপি তদাশ্রয়স্য কারণস্য সত্ত্বেন ন অসৎকার্য্যসিদ্ধান্তব্যাঘাত ইতি ভাবঃ। **নাপি অসতীতি**। কারণসত্ত্বস্য উভয়সম্মততয়া তেন রূপেণ শক্তেরসত্ত্বস্য বক্তুম্ অশক্যত্বেন পারিশেষ্যাৎ কার্য্যাত্মনা তৎ সম্পদ্যতে তদাহ—**অসতী কার্য্যাত্মনা** ইতি।

ভাষ্যে **অসত্ত্বাবিশেষাদিতি**। অসত্যাঃ শক্তেঃ কার্য্যনিয়ামকত্বে বিনিগমনাভাবাৎ সর্ব্বকার্য্যেষু তৎপ্রসক্ত্যা সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বকার্য্যোৎপাদে অনিয়মঃ, এবমপি ইষ্টাপত্তৌ শক্তিব্যতিরিক্তস্য খপুষ্পাদেঃ নিয়ামকত্বপ্রসঙ্গঃ, কার্য্যকারণভিন্নায়াঃ শক্তের্নিয়ামকত্বে ভিন্নত্বাবিশেষাৎ সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বকার্য্যনিয়মনমিতি অনিয়ম এব, ইষ্টাপত্তৌ গবাশ্বাদীনামপি নিয়ামকত্বপ্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ কারণাত্মনা লীনং কার্য্যমেব অভিব্যক্তিনিয়ামকতয়া শক্তিরিত্যেষ্টব্যং ততশ্চ সৎকার্য্যবাদসিদ্ধিরিতি। কিঞ্চ কার্য্যস্য কারণাদ্ ভিন্নত্বে কুণ্ডলং সুবর্ণমিতি সামানাধিকরণ্যেন প্রতীত্যনুপপত্তিঃ অতস্তয়োস্তাদাত্ম্যম্ অভ্যুপেয়মিত্যাহ ভাষ্যে **অপি চ কার্য্যকারণয়োরিতি**। কার্য্যকারণয়োর্বস্তুতো ভেদেঽপি সমবায়বশাদেব তথাবুদ্ধেরভাবঃ ন তু তাদাত্ম্যাৎ ইতি চেদত আহ—**সমবায়কল্পনায়ামপি** ইতি। তথাচ বৈশিষিকসূত্রং—**"ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ"** ইতি। **"অযুতসিদ্ধানাম্ আধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধঃ ইহপ্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ"** ইতি প্রশস্তদেবভাষ্যম্।

অস্যার্থঃ—পৃথক্স্থানস্থিত্যনন্তরং যে মিলিতাস্তে খলু যুতাঃ, তথা ন ভবন্তি ইতি অযুতাঃ, অযুতাশ্চ তে সিদ্ধাশ্চেতি অযুতসিদ্ধাঃ, মিলিতা এব সন্তি ন বিযুক্তা ইত্যর্থঃ, এতেন অপ্রাপ্তিপূর্ব্বকস্য সংযোগস্য ব্যাবৃত্তিঃ। আধার্য্যাধারভূতানাং স্বাভাবিকাধারাধেয়ভাবাপন্নানাং, ন তু আগন্তুকেন কেনচিৎ ধর্ম্মেণ ইত্যর্থঃ। এতেন বাচ্যবাচকরূপাগন্তুকসম্বন্ধো বারিতঃ, এতেষাং যঃ সম্বন্ধঃ প্রাপ্তিরূপঃ স সমবায়ঃ। তত্র প্রমাণমাহ—**ইহেতি**। কপালে ঘটঃ বীরণেষু কট ইত্যাদিবিশিষ্টবুদ্ধিরেব তাদৃশসম্বন্ধসদ্ভাবে প্রমাণমিতি।

কার্য্যকারণয়োরিত্যুপলক্ষণং গুণগুণিনোঃ, ক্রিয়াক্রিয়াবতোঃ, জাতিব্যক্ত্যোঃ, নিত্যদ্রব্যবিশেষয়োশ্চ আধারাধেয়ভাবনিয়ামকঃ সম্বন্ধঃ সমবায় এব ইতি মন্তব্যম্। সমবায়ে প্রমাণং তু গুণক্রিয়াদিবিশিষ্টবুদ্ধিঃ বিশেষণবিশেষ্যসম্বন্ধবিষয়া বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাৎ দণ্ডী পুরুষ ইতি বিশিষ্টবুদ্ধিবৎ ইত্যনুমানং। তত্র চ সংযোগাদিবাধাৎ সমবায়সিদ্ধিঃ। ন চ স্বরূপসম্বন্ধেন অর্থান্তরম্, অনন্তস্বরূপাণাং সম্বন্ধত্বাভ্যুপগমে মহাগৌরবাৎ একনিত্যসমবায়কল্পনে চ লাঘবম্ ইতি।

উপাদানোপাদেয়য়োঃ দ্রব্যগুণাদীনাং চ সমবায়সম্বন্ধে অভ্যুপগম্যমানে স সম্বন্ধঃ দ্রব্যগুণাদিভিঃ সমবায়িভিঃ সম্বদ্ধঃ অসম্বদ্ধো বা ভেদব্যবহারঃ হেতুঃ ? সম্বদ্ধশ্চেৎ স সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ স্বরূপং বা ? আদ্যে অনবস্থা, দ্বিতীয়ে স্বরূপসম্বন্ধাদেব উপাদানোপাদেয়য়োঃ অভেদবুদ্ধ্যুপপত্তৌ কৃতং সমবায়কল্পনেন। অসম্বদ্ধশ্চেৎ তত্রাহ—**অনভ্যুপগম্যমানে চেতি**।

ভাবে চোপলব্ধেরিত্যস্য দ্বিতীয়ব্যাখ্যয়া এতদ্ব্যাখ্যানস্য কারণাতিরিক্তকার্য্যাভাবস্য পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য পরিহরতি টীকায়াং **যদ্যপীতি**। ন হি **অসম্বদ্ধ** ইতি। অসম্বদ্ধস্যাপি সম্বন্ধকত্বে হিমবদ্বিন্ধ্যাবপি সম্বধ্যেয়াতাম্ ইত্যর্থঃ। অসম্বদ্ধস্যৈব সমবায়স্য সম্বন্ধকত্বে যুক্তিমাহ **যথাহি** ইতি। **সন্তি** সত্তাবন্তি, দ্রব্যং সৎ, গুণঃ সন্, কর্ম্ম সৎ ইতি প্রত্যয়ঃ ব্যবহারশ্চ সত্তাজাতৌ প্রমাণং, তথাচ কণভক্ষসূত্রম্ **"সদিতি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্মসু সা সত্তা"** ইতি। যতঃ সত্তায়া হেতোঃ দ্রব্যাদিষু সন্ ইতি প্রত্যয়ঃ ব্যবহারশ্চ ভবতি সা সত্তা ইত্যর্থঃ। **স্বভাবত এব সদিতি**। অনবস্থাভয়াদিতি শেষঃ। **তথা সমবায় ইতি**। সত্তায়াঃ সত্তান্তরযোগানপেক্ষত্ববৎ সমবায়োঽপি সম্বন্ধান্তরমনপেক্ষ্যৈব স্বস্য পরস্য চ বিশিষ্টধীনিয়ামকঃ। **স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদিতি**। তস্যাপি সম্বন্ধান্তরাপেক্ষায়াম্ অনবস্থাপাতাদিতি ভাবঃ। **সিদ্ধান্তান্তরবিরোধাপাদনং** প্রতিবন্দীপ্রদর্শনম্। তথাহি সমবায়স্য

সম্বন্ধরূপত্বাৎ যদি সম্বন্ধান্তরানপেক্ষা তর্হি সংযোগস্যাপি তথাত্বাৎ সম্বন্ধান্তরানপেক্ষা স্যাৎ ইতি, তথাচ সংযোগস্য সম্বন্ধরূপত্বেঽপি সমবায়াপেক্ষায়া ভবদভিমতত্বাৎ সমবায়স্যাপি তথাত্বাৎ সম্বন্ধান্তরাপেক্ষত্বং সুবচমিতি অনবস্থাপাত ইতি ভাবঃ। তামেতাং প্রতিবন্দীং নিরাকর্ত্তুং শঙ্কতে—**ন চ সংযোগস্যেতি**। অয়মাশয়ঃ ত্রিবিধং খলু কারণং ভবতি কার্য্যাণাং, সমবায়্যসমবায়িনিমিত্তভেদাৎ, তত্র—যত্র সমবেতং সৎ উৎপদ্যতে কার্য্যং তৎ সমবায়ি, যথা পটং প্রতি তন্তবঃ, তেষু হি সমবেতঃ পট উৎপদ্যতে, যচ্চ সমবায়িকারণসমবেতং সৎ কার্য্যজনকং তৎ অসমবায়ি, যথা আতানবিতানবতাং তন্তূনাং সংযোগঃ, উভয়ব্যতিরিক্তং চ নিমিত্তং, যথা কুবিন্দাদয়ঃ ইতি। তত্র সংযোগস্য কার্য্যত্বাৎ অবশ্যং সমবায়িকারণেনাপি ভবিতব্যম্ ইতি সমবায়ং বিনা তদনুপপত্তেঃ সংযোগস্য সমবায়কল্পনমিত্যর্থঃ। **অজেতি**। ন জায়তে ইতি অজঃ অনুৎপাদ্যঃ নিত্য ইতি যাবৎ জন্মরহিতভাবমাত্রস্য নিত্যত্বাৎ, নিত্যসংযোগশ্চ আত্মাকাশাদীনাং, তৎসংযোগস্য অজন্যত্বাৎ সমবায়াভাবপ্রসঙ্গঃ, ইষ্টাপত্তৌ স্বাভ্যুপেতহানিরিতি। অজসংযোগশ্চ "ন চ অজসংযোগো নাস্তি" ইত্যাদিনা উপরিষ্টাৎ প্রতিপাদয়িষ্যতে। অনুকূলতর্করাহিত্যাৎ অজসংযোগানুকূলানুমানানভ্যুপগমে আহ—**অপি চেতি**। **সম্বন্ধ্যধীননিরূপণ** ইতি। সম্বন্ধ্যধীনং নিরূপণং জ্ঞানং যস্য স তথোক্তঃ, সম্বন্ধসাক্ষাৎকারং প্রতি সম্বন্ধিসাক্ষাৎকারস্য হেতুত্বাৎ সম্বন্ধ্যধীননিরূপণত্বং তস্য ইতি, এতচ্চ সমবায়সাক্ষাৎকারমতেনোক্তং, তদনুমেয়ত্বনয়ে তু পক্ষতাবচ্ছেদকবিধয়া সম্বন্ধিজ্ঞানমপেক্ষণীয়মিতি বোধ্যম্। **সংযোগোঽপি ভবেদিতি**। তথাচ ভবদভিমতসংযোগঃ অসিদ্ধঃ, সংযোগস্য ত্রৈবিধ্যং জন্যত্বং চ মন্যমানেন সংযোগস্য ঈদৃক্ত্বানভ্যুপগমাৎ, তথাহি বৈশেষিক সূত্রম্—**অন্যতরকর্ম্মজঃ উভয়কর্ম্মজঃ সংযোগজশ্চ সংযোগ** ইতি। অন্যতরকর্ম্মজঃ—শ্যেনশৈলাদিসংযোগঃ, উভয়কর্ম্মজঃ—বৃষদ্বয়সংযোগঃ, করকুসুমসংযোগাৎ তনুকুসুমসংযোগশ্চ—সংযোগজসংযোগঃ ইতি। **প্রতিসম্বন্ধিমিথুনমিতি**। সম্বন্ধস্য প্রতিযোগ্যনুযোগ্যুভয়নিষ্ঠত্বাৎ প্রতিসম্বন্ধিমিথুনং সমবায়স্যাপি সংযোগবৎ ভেদঃ, ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ সমবায়স্য একত্বে যোহি গন্ধসমবায়ঃ স এব রূপসমবায় ইতি বক্তব্যং, তস্য চ জলে বর্ত্তমানতয়া তত্রাপি গন্ধবত্তাপত্তিশ্চ ইতি। **অনিত্যশ্চেতি**। কিঞ্চ যথা সম্বন্ধিবিনাশেন বিনাশাৎ সংযোগস্য অনিত্যতা তথা সমবায়স্যাপি ইত্যপি বোধ্যম্। **একস্মাৎ নিমিত্তকারণাদিতি**। সমবায়স্য সমবায়িকারণাভ্যুপগমে অনবস্থাপাতভিয়া নিমিত্তকারণমাত্রস্বীকারঃ। **সংযোগোঽপীতি**। তথাচ দ্বয়োরেব সম্বন্ধত্বাৎ সমবায়বৎ সংযোগস্যাপি নিমিত্তকারণমাত্রজন্যত্বে ব্যর্থং সমবায়কল্পনম্, তথাচ সংযোগঃ নিমিত্তকারণমাত্রজন্যঃ সম্বন্ধত্বাৎ সমবায়বদিতি প্রয়োগঃ। যদি চ সংযোগস্য সমবায়িকারণমিষ্যতে তর্হি সমবায়স্যাপি তথৈব এষণীয়ত্বাৎ অনবস্থাতাদবস্থ্যমিতি ভাবঃ। অথ সম্বন্ধত্বং ন সংযোগস্য সম্বন্ধাপেক্ষায়াং হেতুঃ, কিন্তু গুণত্বমেব তথাচ সমবায়স্য গুণত্বাভাবাৎ ন সম্বন্ধান্তরাপেক্ষা কিন্তু সংযোগস্যৈব ইতি চেৎ, তর্হি সমবায়স্য গুণত্বাভাবেঽপি ধর্ম্মত্বাদেব সম্বন্ধবত্ত্বপ্রসঙ্গঃ, অসম্বদ্ধস্য ধর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ, পটে অসম্বদ্ধস্য ঘটত্বস্য পটধর্ম্মত্বাদর্শনাদিতি বোধ্যম্।

তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চেতি। শুক্লঃ কম্বলো রোহিণী ধেনুঃ নীলমুৎপলম্ ইত্যাদৌ গুণগুণিনোঃ সামানাধিকরণ্যপ্রতীতেরিত্যর্থঃ। **তস্য** তাদাত্ম্যস্য, **নানাত্বৈকাশ্রয়েতি**। নানাত্বেন সহ একঃ আশ্রয়ো যস্য স তথা অনেকত্বাশ্রয়াশ্রিত ইতি যাবৎ, এবম্বিধো যঃ সম্বন্ধঃ তেন সহ বিরোধাৎ সহানবস্থানাদিত্যর্থঃ। ঘটবদ্ভূতলমিত্যাদৌ ভূতলঘটয়োরনেকত্বসত্ত্বাৎ বর্ত্ততে তত্র সম্বন্ধঃ সংযোগঃ ন তাদাত্ম্যং, তথাচ যো যন্নিরূপিতসম্বন্ধবান্ ন তত্র তৎতাদাত্ম্যং গোত্বাশ্বত্ববৎ তয়োর্বিরোধাৎ ইতি। তথাচ সুবর্ণং কুণ্ডলং নীলমুৎপলমিত্যাদৌ তাদাত্ম্যসাক্ষাৎকারাৎ ন তত্র তদ্বিরোধিসমবায়সম্ভবঃ, কপালে ঘটঃ, তন্তুষু পট ইত্যাদিপ্রতীতিস্তু ভবতি বৈশেষিকবাসনাবাসিতানামেব ভ্রান্তানাং, ন পুনঃ নৈসর্গিকবৈনয়িকপ্রেক্ষাবতামন্যেষামিতি বোধ্যম্। বক্ষ্যন্তি চ—"তস্মাৎ মৃৎসুবর্ণে এব তেন তেন আকারেণ পরিণমমানে ঘট ইতি চ, রুচক ইতি চ ব্যাখ্যায়েতে" ইতি "ন তু ঘটাদয়ো বা কপালাদিষু, রুচকাদয়ো বা শকলাদিষু প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে" ইতি। "ন হি কপালাদয়োঽস্য উপাদানং, তৎসংযোগো বা অসমবায়িকারণম্ অপি তু সামান্যমুপাদনম্ ইতি চ উপরিষ্টাৎ মিশ্রাঃ। **বৃত্তিবিকল্পেতি**। বৃত্তিঃ অবস্থানং তস্য বিকল্পঃ বিবিধকল্পনং তেন, অবয়বী অবয়বসমুদায়ে পর্য্যাপ্ত্যা বর্ত্ততে, প্রত্যবয়বং বা তথা, ইত্যেবং বিকল্পেন ইত্যর্থঃ। **অথ সমস্তাবয়বব্যাসঙ্গী** ইতি। সম্বন্ধঃ সমস্তেষু অবয়বেষু ব্যাসজ্য একত্বানবচ্ছিন্নানুযোগিতাকপর্য্যাপ্তিসম্বন্ধেন বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। **কতিপয়েতি**। কতিপয়েষু অবয়বেষু স্থানং স্থিতি র্যস্য স তথোক্তঃ, তথাচ সর্ব্বাবয়বব্যাসক্তোঽপি কতিপয়াবয়বগ্রহণেনাপি অবয়বী জ্ঞানবিষয়ো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। **ন হি বহুত্বমিতীতি**। বহুব্যাসক্তস্যাপি কতিপয়াধারজ্ঞানেন গ্রহণে বহুত্বমপি তথা গৃহ্যেত, ন চ গৃহ্যতে, তথা অবয়বী অপি সর্ব্বাবয়বজ্ঞানেনৈব জ্ঞাস্যতে ন তু কতিপয়াবয়বজ্ঞানেন, ব্যাসজ্যবৃত্তিপদার্থ-

সাক্ষাৎকারস্য সকলাশ্রয়সাক্ষাৎকারাধীনত্বাৎ। অথ বহুত্ববৎ সকলাবয়বগ্রহণেনৈব অবয়বী গ্রহীষ্যতে ইতি চেৎ এবমপি অবয়ব্যনুপলব্ধিতাদবস্থ্যং, সর্ব্বাবয়বেষু ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাসম্ভবাৎ সকলাবয়বানাম্ অগ্রহণপ্রসঙ্গেন অবয়বিনোঽপ্যনুপলব্ধেরিতি ভাষ্যসমুদায়ার্থঃ। ভাষ্যে **"কিং সমস্তেষু অবয়বেষু অবয়বী বর্ত্তেত উত প্রত্যবয়বমি"**তি অবয়ববৃত্তিং দ্বিধা বিকল্প্য **"যদি সমস্তেষু" "অথ অবয়বশ"** ইতি আদ্যকল্পঃ পুন র্দ্বিধা বিকল্পিতঃ। টীকায়াম্ **"অথ সমস্তাবয়বব্যাসঙ্গী"** ইত্যাদিনা প্রথমকল্পস্য আদিমকল্পং ব্যাখ্যায় তস্যৈব দ্বিতীয়ং ব্যাখ্যাতু মারভতে **বহুত্বসংখ্যা হি** ইতি। **তদ্রূপস্য** ইতি। বহুত্বস্য অনেকত্বাবচ্ছিন্নানুযোগিতাক-পর্য্যাপ্তিকত্বাদিত্যর্থঃ। **অবয়বী তু** ইতি। তথাচ প্রথমস্য আদিমঃ স্বরূপেণ অবয়বেষু অবয়বিনোবৃত্তিত্ব-ব্যবস্থাপনপরঃ, তদ্দ্বিতীয়স্তু ন স্বরূপেণ, কিন্তু একৈকাবয়বদ্বারা অবয়বেষু অবয়বিনো বৃত্তিত্বব্যবস্থাপনপরঃ ইতি ভাবঃ। **তেনেতি**। যথা অবয়বদ্বারা সকলপুষ্পব্যাপি অপি সূত্রং সকলপুষ্পজ্ঞানমন্তরেণাপি কতিপয়পুষ্প-জ্ঞানেনৈব গৃহ্যতে, তথা অবয়বদ্বারা সকলাবয়বব্যাপী অপি অবয়বী সকলাবয়বজ্ঞানমন্তরেণাপি কতিপয়াবয়ব-জ্ঞানেনৈব গৃহীষ্যতে ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যে **অথাবয়বশ** ইতি। করণে চশস্। তথাচ অবয়বদ্বারা সমস্তেষু আরম্ভকাবয়বেষু অবয়বী ঘটাদির্বর্ত্তেত ইত্যর্থঃ। অত্র আরম্ভকাবয়বব্যতিরিক্তাঃ করণীভূতা অবয়বা অবশ্যং কল্পনীয়াঃ করণাধিকরণয়ো-র্ভিন্নত্বাৎ, তেঽপি অবয়বা ইতি তত্রাপি বৃত্ত্যর্থং করণীভূতাবয়বান্তরকল্পনে, তত্রাপি অবয়বান্তরকল্পনে অনবস্থা-প্রসঙ্গঃ ইতি দূষয়তি—**তদাপীতি**। **উত প্রত্যবয়বমিতি** দ্বিতীয়কল্পং দূষয়তি—**অথ প্রত্যবয়বমিতি**। তথাচ পটস্য একতন্তুবৃত্তিতাদশায়াম্ অন্যতন্তুবৃত্তিতা ন স্যাৎ, যৌগপদ্যেন সকলাবয়ববৃত্তিত্বে অবয়বিনোঽনেকত্ব-প্রসঙ্গঃ। অথ যথা একস্যৈব জাতিপদার্থস্য গোত্বাদেঃ যৌগপদ্যেন অনেকগোব্যক্তিবৃত্তিত্বং, তথা অবয়বিনোঽপি পটাদেঃ একস্যৈব অনেকাবয়বতন্তুজাতবৃত্তিত্বমস্তু ইতি শঙ্কতে—**গোত্বাদিবদিতি**। যথা গোত্বং প্রতি-ব্যক্তিবৃত্তিতয়া দৃশ্যতে ন তথা প্রত্যবয়ববৃত্তিত্বমবয়বিন ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং দর্শয়ন্ পরিহরতি **নেতি**। অপিচ অবয়বিনঃ প্রত্যবয়ববৃত্তিত্বে যথা কশ্চিৎ গৃহং বহি র্বা অধিষ্ঠায় ভোজনং করোতি তথা অবয়বী শৃঙ্গং পৃষ্ঠং বা অধিষ্ঠায় ক্ষীরং কুর্য্যাৎ ইত্যাহ—**প্রত্যেকপরিসমাপ্তাবিতি**। **অধিকারঃ** সম্বন্ধঃ। প্রকারান্তরেণ অসৎ-কার্য্যবাদং দূষয়তি—**প্রাগুৎপত্তেশ্চেতি**। উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কার্য্যস্য অসত্ত্বে আশ্রয়রূপকারণাভাবাৎ তদাশ্রিতায়া উৎপত্তেরেব অভাব ইত্যর্থঃ। উৎপত্তেঃ সকর্ত্তৃকত্বে অনুমানমাহ—**উৎপত্তিশ্চেতি**। উৎপত্তিঃ সকর্ত্তৃকা ক্রিয়াত্বাৎ গতিবৎ ইতি।

টীকায়াং শঙ্কতে—**যদ্যুচ্যেত** ইতি। তথাচ ঘট উৎপদ্যতে ইত্যুক্তে ঘটো ন উৎপত্তিক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা, কিন্তু অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিত্বসম্বন্ধেন অসমবায়িকারণসহকৃতং সমবায়িকারণং কপাল এব, তস্য চ প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বাৎ উপপন্নং কর্ত্তৃত্বম্ ইত্যর্থঃ। **পূর্ব্বাপরীভাব** উচ্চাবচীভাবঃ। **তাদর্থ্যনিমিত্তাদিতি**। স ঘট এব অর্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তে তদর্থাঃ তেষাং ভাবঃ তাদর্থ্যং তৎ নিমিত্তং যস্য তাদৃশাৎ উপচারাৎ **"ইন্দ্রার্থা স্থূণা ইন্দ্র"** ইতিবৎ। ঘটাব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিত্বমেব লক্ষণাকারণমিত্যর্থঃ। পরিহরতি—**উৎপাদনা হি** ইতি। তথাচ ঘটো ভবতি ইতি প্রয়োগে, ঘটপদস্য লক্ষণয়া তৎকারণকপালপরত্বেঽপি উৎপত্তিক্রিয়ানন্বয়ঃ, উৎপাদনা-বরুদ্ধত্বাৎ তস্য ইত্যর্থঃ। যদি চ উচ্যতে উৎপাদনৈব উৎপত্তিঃ, তথাচ কপালেষু উৎপাদনাসত্ত্বে উৎপত্তিঃ স্যাদেব ইতি নানুপপত্তিরত আহ—**ন চ উৎপাদনৈবেতি**। ভেদে কারণমাহ—**প্রযোজ্যেতি**। প্রযোজকব্যাপারো হি উৎপাদনা, প্রযোজ্যব্যাপারশ্চ উৎপত্তিঃ, সা চ আদ্যক্ষণসম্বন্ধরূপা। অতএব কুলালো ঘটম্ উৎপাদয়তি ঘটশ্চ উৎপদ্যতে ইতিপ্রয়োগঃ। তয়োরভেদে দোষমাহ—**অভেদে বা** ইতি। তথাচ উৎপাদনায়া ইব উৎপত্তেরপি সকর্ম্মকত্বপ্রসঙ্গঃ। **তস্মাৎ** উৎপত্ত্যুৎপাদনয়ো র্ভেদাৎ। স্বামী ঘটং কারয়তি ভৃত্যশ্চ ঘটং করোতি ইত্যত্র স্বামিভৃত্যসমবেতয়ো র্ঘটবিষয়ককারয়তিকরোত্যর্থয়ো র্যথা আশ্রয়ভেদঃ, তথা উৎপাদনোৎপত্ত্যোরপি, তত্র উৎপাদনাশ্রয়ঃ কপালাদিঃ, উৎপত্ত্যাশ্রয়শ্চ ঘটঃ। এবঞ্চ উৎপত্তেঃ কার্য্যধর্ম্মত্বে ধর্ম্মিব্যতিরেকেণ ধর্ম্মসত্ত্বাসম্ভবাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যসত্ত্বমবশ্যমভ্যুপেয়ম্ ইতি সিদ্ধঃ সৎকার্য্যবাদঃ ইতি। ঘটস্য উৎপত্তিকর্ত্তৃত্বে পাণিনিস্মৃতিমপি প্রমাণয়তি—**এবঞ্চেতি**। **ধাতুপাত্তঃ কর্ত্তা** ইতি। ধাতুপাত্তো নাম ধাতুনা বোধ্যো যো ব্যাপারঃ তদাশ্রয়ঃ ইত্যর্থঃ। স চ ব্যাপারঃ বক্তু্রা ইচ্ছয়া বিভিন্নকারকগতঃ ধাতুনা বোধ্যতে, যদীয়শ্চ ব্যাপারঃ ধাতুনা বোধিতঃ তস্যৈব তত্র কর্ত্তৃত্বং ভবতি, অতএব দেবদত্তঃ পচতি, স্থালী পচতি, তণ্ডুলঃ পচ্যতে ইত্যাদয়ঃ প্রয়োগাঃ সিদ্ধন্তি ইতি ভাবঃ। **সতাং** বিক্লিত্তেঃ প্রাক্ বিদ্যমানানাং তদাশ্রয়াণামিতি যাবৎ। তার্কিকমতমাশঙ্কতে—**অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ** ইতি। তথাচ উৎপত্তেঃ ক্রিয়ারূপত্বে তস্যাঃ সকর্ত্তৃকত্বেন

তৎপূর্ব্বং কার্যাসত্ত্বস্য আবশ্যকত্বেঽপি, স্বকারণসমবায়রূপায়াঃ স্বসত্তাসমবায়রূপায়া বা উৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্য্যস্য অসত্ত্বেঽপি ন কশ্চিৎ বিরোধ ইত্যাহ—**এতদুক্তং ভবতি** ইতি। **অলব্ধাত্মকম্** অপ্রাপ্তস্বরূপম্। তথাহি স্বকারণে কার্য্যস্য সমবায় উৎপত্তিঃ ইত্যুক্তে উৎপত্তেঃ প্রাক্ অপি কার্য্যমাবশ্যকং, সম্বন্ধস্য প্রতিযোগ্যনুযোগ্যুভয়নিষ্ঠত্বেন তদাশ্রয়রূপস্য প্রতিযোগিনঃ কার্য্যস্য প্রাক্ সত্ত্বমবশ্যমেব স্বীকার্য্যং, ধর্ম্মিব্যতিরেকেণ ধর্ম্মবৃত্তেঃ অসম্ভবাৎ, দৃশ্যতে হি কুণ্ডে বদরম্ ইত্যাদৌ সংযোগসম্বন্ধস্য তৎপূর্ব্বকালীনকুণ্ডবদরোভয়নিষ্ঠত্বমিতি সমবায়স্যাপি সম্বন্ধরূপত্বাৎ তথাত্বং যুক্তম্ ইত্যাশয়ঃ। এবং স্বসত্তাসমবায় উৎপত্তিরিতি দ্বিতীয়কল্পেঽপি কার্য্যস্য অবিদ্যমানস্য সত্তাসমবায়বত্ত্বং ন সম্ভবতি উক্তযুক্তেরিতি ভাবঃ।

ভাষ্যে **অসতো বা** ইতি। অসতোঃ অবিদ্যমানয়োঃ খপুষ্পশশশৃঙ্গয়োরিব সদসতোঃ উপাদানোপাদেয়য়োঃ সম্বন্ধো ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। বাকারঃ ঔপম্যার্থে, তথাচ বিশ্বঃ "বা স্যাৎ বিকল্পোপময়োরেবার্থে চ সমুচ্চয়ে" ইতি।

টীকায়াম্ **অপিচেতি**। **ভাবেন** উৎপত্তিরূপেণ ভাবপদার্থেন। অত্যন্তাভাবস্য ত্রৈকালিকাভাবরূপস্য, বন্ধ্যাসুতপ্রতিযোগিকো যোঽত্যন্তাভাবঃ তস্য অপ্রসিদ্ধপ্রতিযোগিকস্য ইতি যাবৎ। **মাভূন্মর্য্যাদা** ইতি। বন্ধ্যাপুত্রেণেতি শেষঃ। **অনুপাখ্যঃ** তুচ্ছঃ, সঃ বন্ধ্যাসুতঃ। **প্রাগভাবস্য তু** ইতি। ঘটো ভবিষ্যতি ইতি ভাবিঘটরূপপ্রতিযোগিনিরূপণীয়স্য ইত্যর্থঃ। **উপাখ্যেয়ঃ** ইতি। উপ সামীপ্যেন খ্যায়তে নিরুচ্যতে ইতি, উপাখ্যেয়ঃ নির্ব্বচনীয় ইত্যর্থঃ। **অধস্তাৎ** ইতি। সত্ত্বাচ্চাবরস্য ইতি সূত্রব্যাখ্যানাবসরে, তস্যাপি উপপত্তিরস্তি "দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ" ইতি ভাষ্যব্যাখ্যানাবসরে "অসৎস্বভাবং চেৎ কথং কদাচিৎ সৎ" ইত্যাদিগ্রন্থেন ইতি শেষঃ। ভাষ্যে **উপাপৎস্যত** উপপন্নম্ অভবিষ্যৎ। **কার্য্যাভাবঃ** অসৎকার্য্যম্।

টীকায়াম্ **উক্তমেতদিতি**। সংস্বরূপে মূলকারণে অনাদ্যবিদ্যাবশাৎ কল্পিতং কার্য্যতত্ত্বং বস্তুতঃ কারণস্বরূপাৎ নাতিরিচ্যতে, তচ্চ সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যং, সমুদ্রতরঙ্গাদিবৎ কারণাত্মনা অভিন্নমিব, কার্য্যাত্মনা ভিন্নমিব চ প্রতীয়মানং ভবতি ইতি। পটঃ তন্তুভ্যো ভিদ্যতে তন্তুবিরুদ্ধবিশেষবত্ত্বাৎ ইত্যনুমানেন বিশেষদর্শনবশাৎ প্রাপ্তে ভেদে আহ—**বিশেষদর্শনমাত্রাদিতি**। বিশেষেণ অনির্ব্বচনীয়ঘটত্বাদিনা সাক্ষাৎকারবিষয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **ন চ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি**—ইতি ভাষ্যং যথাশ্রুতং কার্য্যকারণয়োরভিন্নত্বং গময়তি, তেন চ সিদ্ধান্তব্যাহতেঃ ব্যাচষ্টে—**বস্তুতঃ** ইতি। বস্তুত ইত্যস্যার্থঃ পরমার্থতঃ, কেবলং বিশেষদর্শনবশাদেব কার্য্যস্য কারণাৎ পরমার্থতঃ ভেদো ন ভবতি ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—যৎকিঞ্চিৎবিশেষাত্মনা অবিজ্ঞানদশায়াং দেবদত্তাদেঃ তদ্বিশেষবিজ্ঞানদশায়াং যথা ন বাস্তবিকভেদঃ, এবং কার্য্যকল্পনাভাবদশায়াং সতঃ কারণস্য কার্য্যকল্পনাদশায়ামপি ন বস্তুতো ভিন্নত্বম্, ইতি কার্য্যেঽপি কারণস্য অভেদঃ সিধ্যতি, এবং চ কারণাদন্যত্বং ন কার্য্যস্য ইতি। ভেদাভেদয়োস্তু ব্যবহারিকত্বং ন তাত্ত্বিকত্বমিত্যাহ—**সাংব্যবহারিকে তু** ইতি। ভেদাভেদব্যবস্থায়াঃ চতুঃসূত্রীব্যাখ্যায়াং দূষিতত্বাৎ **কথঞ্চিদিতি**। **অনয়ৈবেতি**। রজ্জুসর্পদৃষ্টান্তেন বিবর্ত্তবাদরীত্যা ইত্যর্থঃ। অন্যথা পরিণামবাদাপাতঃ স্যাৎ ইতি ভাবঃ।

ভাষ্যে—**অনেকসংস্থানানামিতি**। অনেকানি সংস্থানানি আকৃতয়ো যেষাং তেষামিত্যর্থঃ। **প্রত্যভিজ্ঞানাদিতি**। কৃতসাক্ষাৎকারস্য তদাকারতয়া পুনঃ সাক্ষাৎকারঃ প্রত্যভিজ্ঞা, যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি। তথাচ দৃষ্টান্তদ্বয়েন উক্তহেতোর্ব্যভিচারঃ প্রদর্শিতঃ, তথাহি তত্র কার্য্যকারণয়োরভেদস্য সাক্ষাৎকারাৎ হেতোশ্চ বিশেষদর্শনস্য সত্ত্বাৎ সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বরূপো ব্যভিচারঃ ইত্যর্থঃ। শঙ্কতে—**জন্মোচ্ছেদেতি**। জন্ম উৎপত্তিঃ, উচ্ছেদো বিনাশঃ, তাভ্যাং ব্যবধানাভাবাদিত্যর্থঃ। তথাচ দৃষ্টান্তে পিত্রাদিদেহানাম্ উৎপত্তিবিনাশাভ্যাম্ অব্যবধানাৎ অভেদেঽপি, দধিঘটাদিকার্য্যস্য ক্ষীরমৃদাদিবিনাশাদুৎপত্তেঃ, উৎপত্তিবিনাশব্যবধানাৎ ভেদো যুক্ত ইতি ভাবঃ। পরিহরতি—**নেতি**। তথাচ দধ্যাদৌ ক্ষীরাদীনামন্বয়স্য সাক্ষাৎকারেণ নাশাভাবাৎ উক্তহেতুরসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। দধিঘটাদৌ ক্ষীরমৃদাদীনাম্ অন্বয়দর্শনেঽপি, সূক্ষ্মাণাং বটবীজাদীনাং তদঙ্কুরাদৌ অন্বয়াদর্শনাৎ, উৎপত্তিবিনাশরূপহেত্বোস্তত্র সত্ত্বাৎ কার্য্যকারণয়োর্ভেদো যুক্ত ইত্যত আহ—**অদৃশ্যমানানামপীতি**। তথাচ বীজাবয়বানাম্ অঙ্কুরাদাবন্বয়াৎ উৎপত্তিবিনাশাভাব এব, অবয়বানাম্ উপচয়াপচয়বশাৎ দর্শনাদর্শনাভ্যাম্ উৎপত্তিবিনাশব্যবহারঃ, ন বস্ত্বন্যত্বম্। উপচয়াপচয়বশাদপি কার্য্যকারণয়োঃ ভেদানুমানেন অসতো ঘটাদেরুৎপত্তিঃ, সতশ্চ বিনাশ, ইত্যভ্যুপগমে ব্যভিচারং দর্শয়তি—**তত্রেদৃগ্জন্মেতি**। তথাচ তাদৃশবালকে উক্তহেতোঃ সত্ত্বাৎ সাধ্যস্য চ ভেদস্য অসত্ত্বাৎ ব্যভিচারঃ, পিত্রাদিদেহস্য উপচয়াপচয়বশাৎ ভেদাভ্যুপগমে ব্যবহারবিরোধমাহ—**পিত্রাদীতি**। এতদুপলক্ষণং প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। **এতেন** কার্য্যেষু কারণান্বয়স্য সাক্ষাদুপলভ্যমানত্বেন, বস্তুজাতস্য ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধবাদঃ নিরাকর্ত্তব্যঃ। **অভাবস্য** ইতি। তথাচ কারকব্যাপারস্য কার্য্য-

প্রাগভাববিষয়ত্বানুপপত্তিঃ। নাপি সমবায়িকারণবিষয়ত্বং, কারণাৎ কার্য্যস্য ভিন্নত্বে ভিন্নত্বাবিশেষাৎ তন্তুনিষ্ঠেন কারকব্যাপারেণ ঘটোৎপত্তিপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—**অন্যবিষয়েণ** ইতি। অভিন্নত্বে চ সৎকার্য্যবাদাপাত ইত্যাহ—**সমবায়িকারণস্যৈবেতি**। **আত্মাতিশয়ঃ** স্বকীয়ধর্ম্মবিশেষঃ। উপাদানকারণানন্যত্বং কার্য্যাণামুপসংহরতি—**তস্মাদিতি**। **নটবদিতি**। যথাহি অবিদিতস্বরূপো নটঃ কল্পিতবেশভূষাদিভির্মিথ্যারাজাদিরূপতয়া প্রতীয়তে, তথা জীবাবিদিতং ব্রহ্ম অনাদ্যবিদ্যয়া আকাশাদিজগদাকারতয়া প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরস্য মূলকারণত্বাভ্যুপগমে মায়াবচ্ছিন্নস্য তস্য পরিচ্ছিন্নত্বেন একবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাহানিঃ স্যাদত আহ টীকায়াং—**মূলকারণং ব্রহ্ম** ইতি। যুক্তেঃ শব্দাচ্চ ইত্যনভিধায় শব্দান্তরাচ্চ ইত্যন্তরপদস্য প্রয়োজনমাহ—ভাষ্যে **পূর্ব্বসূত্রে** ইতি। তথাচ শ্রুত্যা অসতঃ কারণত্বং নিরস্য সমানবিভক্তিকসদিদংপদাভ্যাং কার্য্যকারণয়োঃ সামানাধিকরণ্যপ্রতিপাদনাৎ তয়োরভিন্নত্বং সাধিতম্ ইতি ভাষ্যসমুদায়ার্থঃ।১৮

পটবচ্চ।১৯

ভেদবাদিনঃ তাবৎ পটঃ তন্তুভ্যো ভিদ্যতে বিলক্ষণপ্রতীতিবিষয়ত্বাৎ অধিকপরিমাণবত্ত্বাচ্চ অজাদিব গজঃ, ইত্যনুমানেন কার্য্যকারণয়োর্ভেদং ব্যবস্থাপয়ন্তি, উক্তহেত্বোর্ব্যভিচারপ্রদর্শনায় সূত্রমিদম্ আরভতে **পটবচ্চেতি**। যথা সংবেষ্টিতপটাৎ প্রসারিতপটস্য বিলক্ষণপ্রতীতিবিষয়ত্বেঽপি ন ভেদঃ, তথা তন্তুপটয়োরপি বেদিতব্য ইতি সূত্রার্থঃ।১৯

যথা চ প্রাণাদিঃ।২০

মৃৎপিণ্ডেন জলানয়নাদি ন নিষ্পাদ্যতে ঘটেন তু তন্নিষ্পাদ্যতে, ইতি ভিন্নার্থক্রিয়াকারিত্বাৎ কার্য্যং কারণাদ্ভিন্নং সম্মতবৎ, ইত্যনুমানে হেতোর্ব্যভিচারমাহ—**যথা চেতি**। প্রাণায়ামনিরুদ্ধঃ প্রাণাদি র্যথা জীবনমাত্রং নিষ্পাদয়তি ন আকুঞ্চনপ্রসারণাদ্যন্যৎ কর্ম্ম; অনিরুদ্ধস্তু আকুঞ্চনাদিকমপি করোতি, নৈতাবতা যথা প্রাণাদের্ভেদঃ, তথা কার্য্যকারণয়োরপি বেদিতব্যঃ। অতশ্চ সিদ্ধং কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্যেতি। ভেদাভেদয়োস্তু ন তাত্ত্বিকত্বং কিন্তু ব্যাবহারিকত্বম্। এবং সর্ব্বস্যৈব বস্তুজাতস্য ব্রহ্মানন্যত্বাৎ একবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা-সিদ্ধিরিতি সংক্ষেপঃ। আরব্ধাধিকরণদৃষ্টান্তোল্লেখিতয়া তদঙ্গত্বাৎ নাস্য অধিকরণান্তরারম্ভকত্বং সত্যপি প্রথমান্তপদে ইতি বোধ্যম্।

> যমাকৃষ্টকেশঃ সমাবিষ্টচেতাঃ গুরোঃ পাদয়োর্নন্দয়োশ্চারুকৃষ্ণঃ।
> শ্রুতান্তে ধৃতান্তঃ প্রশান্তীকৃতান্তঃ কৃতান্তং ন শঙ্কে হৃদন্তার্পিতান্তঃ॥২০

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।২১

অভিন্ননিমিত্তোপাদানং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি বদন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ, স কিং জীবাভিন্নং ব্রহ্ম চেৎ জগৎ-কারণং তদা ন স্বানিষ্টং নরকাদি জনয়েৎ, ন হি স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বয়মেব স্বাহিতকারী স্যাদিতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বে হিতাকরণাদিপ্রসক্ত্যা, ব্রহ্ম ন জগৎকারণমিত্যাক্ষেপাৎ পূর্ব্বপক্ষমাহ—**ইতরব্যপদেশাদিতি**। অয়মর্থঃ ইতরস্য জীবস্য **"স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"** ইত্যাদিশ্রুতৌ ব্রহ্মাত্মত্বব্যপদেশাৎ। অথবা—ইতরস্য ব্রহ্মণঃ **"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশ"**দিত্যাদিশ্রুতৌ জীবত্বব্যপদেশাৎ জীবাভিন্নব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বে হিতাকরণাদিদোষপ্রসঙ্গঃ, নঞ্ব্যত্যাসেন অহিতজরামরণাদিবিধানার্থকরত্বদোষপ্রসক্তিঃ স্যাৎ। নচৈতৎ যুক্তম্ অভ্রান্তচেতনস্য স্বতন্ত্রস্য ভগবতঃ পরমেশ্বরস্য। এতদুপলক্ষণং সর্গপ্রলয়কর্ত্তৃত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদি-প্রসক্তিশ্চ জীবস্য। অতঃ প্রোক্তসমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তথাহি—

> সর্ব্বজ্ঞস্য স্বতন্ত্রস্য জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ। কৃতে জীবাহিতেঽনিষ্টা নিজাহিতকৃতির্ভবেৎ॥ ইতি।

অত্র প্রথমান্তপদাৎ অধিকরণারম্ভো বোধ্যঃ। নন্ন **"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি" "একঃ স্বাদু পিপ্পলমত্তি অন্যঃ অনশ্নন্ অভিচাকসী"** ইত্যাদিশ্রুতয়োঃ জীবস্য ব্রহ্মণো ভেদমেব উপদিশন্তি ন তু অভেদং, তৎ কথম্ ইতরস্য ব্রহ্মণঃ জীবত্বব্যপদেশঃ, জীবস্য বা ব্রহ্মত্বব্যপদেশঃ? অত আহ টীকায়াং—**যদ্যপীতি**। ভেদশ্রুতিবৎ **"তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি"** ইত্যাদিশ্রুতীনামভেদোপদেশাৎ ভবত্যেব আক্ষেপ ইত্যাহ—**তথাপীতি**। তর্হি ভবতাং শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ তয়োর্ভেদাভেদৌ, অত আহ—**নচেতি**। **বিরোধাৎ** গোত্বাশ্বত্ববৎ সহানবস্থানাৎ। নন্ন দ্বয়োরেব শ্রৌতত্বে সমুদ্রতরঙ্গবৎ অবিরোধ এব ভবতু অত আহ—**ন চ ভেদ ইতি**। জীবব্রহ্মণোর্ভেদস্য অতাত্ত্বিকত্বে কথং ভেদপ্রতীতিঃ অত আহ—**স এব তু ইতি**। তথাচ বস্তুতো ভেদাভাবেঽপি অনাদ্যবিদ্যোপাধিবশাৎ জীবব্রহ্মণোর্ভেদভ্রমঃ, পরমার্থতো ভেদাভাবেঽপি গৃহাদ্যুপাধিবশাৎ ভেদপ্রত্যয়বৎ মহাব্যোম্নঃ। **তেন** জীবব্রহ্মণোর্বাস্তবভেদাভাবেন। পরমাত্মনো জীবাভেদস্য

অনুভবঃ অননুভবো বা ইতি বিকল্প্য প্রথম কল্পে ইষ্টাপত্তিং গৃহীত্বা দ্বিতীয়ে দোষমাহ—**অননুভবে ইতি**। তথাচ "**যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিদি**"তি শ্রুতিঃ কুপ্যেৎ। তথাচ অবিদ্যাবশানাং জীবানাং ভ্রমাৎ হিতাকরণাদি সম্ভবেঽপি সর্ব্বজ্ঞস্য ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ ন জগৎকারণং ব্রহ্ম ইতি ভাবঃ।২১

অধিকং তু ভেদব্যপদেশাৎ।২২

তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যতো জীবাদধিকং ভিন্নং ব্রহ্ম জগন্নিমিত্তোপাদানম্ ইতি বয়ং বদামঃ, অতঃ ন হিতাকরণাদিদোষাণাং ব্রহ্মণি প্রসক্তিঃ, কুতঃ **ভেদব্যপদেশাৎ**। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদৌ ঔপাধিকভেদনির্দ্দেশাৎ। ন চাস্তি নিত্যমুক্তস্য বিশুদ্ধস্য ব্রহ্মণঃ হিতম্ অহিতং বা কিঞ্চিৎ, যেন অহিতকরণাদয় স্তস্য প্রসজ্যেরন্ ইত্যর্থঃ। আরব্ধাধিকরণসিদ্ধান্তজ্ঞাপকত্বাৎ নানেন অধিকরণারম্ভঃ।

ভাষ্যে **যৎ সর্ব্বজ্ঞমিতি**। তথাচ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তের্ব্রহ্মণঃ স্রষ্টু জীবস্য ঔপাধিকভেদাৎ ন হিতা-করণাদয়ো দোষাঃ ব্রহ্মণি, ন বা সর্গপ্রলয়কর্তৃত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণা জীবে প্রসজ্যন্তে, দৃশ্যতে চ বাস্তবাভেদেঽপি অবচ্ছেদকভেদেন ভেদো মহাকাশঘটাকাশয়োঃ, সম্ভবন্তি চ মায়াশক্তিবশাৎ বিশুদ্ধস্যাপি ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বাদয়ঃ গুণাঃ, অবিদ্যাবশাচ্চ জীবস্য ভোক্তৃত্বাদয় ইতি ভাবঃ। জীবেশয়োঃ ঔপাধিকভেদে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—"**আত্মা বা**" ইত্যাদি।

টীকায়াং **সত্যময়মিত্যাদি**। সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বাত্মনঃ ব্রহ্মণঃ জীবাভেদজ্ঞানেঽপি জীবগতসুখদুঃখাদীনাম্ আবিদ্যকত্বজ্ঞানাৎ ন অহিতকরণং স্বস্য উদাসীনস্য নিত্যমুক্তস্য ইত্যর্থঃ। **ভাবতঃ** তত্ত্বতঃ, **বেদনাসঙ্গঃ** জ্ঞানসম্বন্ধঃ, **তদ্বদভিমানঃ**, সুখদুঃখাদিগতত্বয়া জ্ঞানম্ ইতি অপি পরমাত্মা পশ্যতি ইত্যন্বয়ঃ। তথাহি—

গন্ধর্ব্বগৃহবৎ জীবসংসারং পশ্যতঃ প্রভোঃ। অহিতং বা হিতং বাপি ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে॥

ভাষ্যোক্তা অপিচেত্যাদিযুক্তিঃ আরম্ভণসূত্রাবসান এব উক্তা, পুনরত্রাভিধানে পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—**পূর্ব্বো-পপত্তীতি**।

ভাষ্যে **অপি চেতি**। তথাচ ন তাবৎ ঐকাত্ম্যজ্ঞানাৎ পরং ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বং জীবস্য বা অহিতকরণত্বং সম্ভবতি। তদানীং ঐকাত্ম্যজ্ঞানেন দ্বৈতস্য সমূলবাধাৎ, "**যত্র তু সর্বমস্য আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ**" ইতি শ্রুতেঃ। ঐকাত্ম্যজ্ঞানাৎ পূর্ব্বং চ জীবেশ্বরয়োঃ ঔপাধিকভেদস্যৈব সত্ত্বাৎ ন হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ইত্যাহ—**অবাধিতে তু ইতি**। অন্যৎ সর্ব্বগমনবন্তম্।২২

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ।২৩

অয়মর্থঃ—যথা একস্মাৎ পৃথিবীভূতাৎ অশ্মনাং বজ্রবৈদূর্য্যাদিভেদেন বৈচিত্র্যমেবং ব্রহ্মোপাদেয়ানাম্ আকাশাদীনাং স্বরূপতো বৈচিত্র্যং বোধ্যম্, অতঃ একস্মাৎ ব্রহ্মণো বিচিত্রজগদুৎপত্তের্নানুপপত্তিরিতি। আরব্ধাধিকরণদৃষ্টান্তমাত্রোল্লেখাৎ নানেন অধিকরণারম্ভঃ।

টীকায়াং **সর্ব্বস্যৈবেতি**। মৃত্তিকারস্য ঘটশরাবাদেঃ সর্ব্বস্যৈব জড়ত্ববৎ ব্রহ্মবিবর্ত্তস্য জীবস্য চেতনত্ব-দর্শনাৎ তদ্বিবর্ত্তস্য সর্ব্বস্যৈব আকাশাদেঃ ভূতজাতস্য চেতনত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ। ভাষ্যে **যথা চেতি**। স্বরূপ-ধর্ম্ম-ক্রিয়াভেদাৎ ত্রিবিধো দৃষ্টান্তঃ। **কিংপাকঃ** মহাতালঃ, তথাচ তত্তৎকার্য্যসংস্কাররূপানাদিশক্তিভেদাৎ বৈচিত্র্যমিতি ভাবঃ। **শ্রুতেশ্চেতি**। জীবাভিন্নস্য ব্রহ্মণো জীববদ্দোষপ্রসক্তিশ্চ নরশিরঃশৌচানুমানবৎ "**নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্**" ইত্যাদিশ্রুত্যা বাধ্যতে। জীবস্যৈব যদি আবিদ্যক-সুখদুঃখাদে র্ন বস্তুতঃ সম্বন্ধলেশঃ, তদা কিমু বক্তব্যং মায়াধীশস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরাগাদিরহিতস্য পরমকারণস্য ব্রহ্মণ ইত্যাহ—**বিকারস্যেতি**। "রাহোঃ শির" ইতিবৎ বিকারস্য আকাশাদে র্বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ ন বিকারঃ বস্তুসন্ ইতি প্রপঞ্চিতং সমনন্তরাধিকরণে। যচ্চাভিধীয়তে—একরূপত্বাৎ ব্রহ্মণঃ তৎকার্য্যস্য জগতো ন বৈচিত্র্যসম্ভবঃ, দৃশ্যতে হি বিভিন্নজাতীয়ানামেব মৃৎসুবর্ণাদীনাং ঘটমুকুটাদিকার্য্যবৈচিত্র্যমিতি, তদেতৎ স্বপ্নদৃষ্টান্তেন পরিহরতি—**স্বপ্নদৃশ্যেতি**। যথা অধিষ্ঠানস্য স্বপ্নদর্শিনঃ একত্বেঽপি তদধিষ্ঠিতানাং স্বাপ্নসুখদুঃখাদিভাবানাং বৈচিত্র্যং, তথা বিবর্ত্তাধিষ্ঠানস্য ব্রহ্মণঃ একত্বেঽপি তদুৎপন্নয়োঃ জীবেশ্বরয়োঃ আকাশাদেশ্চ বৈচিত্র্যং নানুপপন্নম্, অতঃ কারণস্য ঐক্যং ন কার্য্যৈক্যে তন্ত্রম্ ইতি সিদ্ধম্।২৩

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।২৪

অদ্বিতীয়াৎ ব্রহ্মণো জগৎসৃষ্টিং বদন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ। স চ অসহায়ং নোপাদানং কর্ত্তৃ বা, কুলালাদিবৎ ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, ঔপাধিকভেদবশাৎ হিতাকরণাদিদোষো বারিতঃ পূর্ব্বস্মিন্ সূত্রে, ইহ তু উপাধিতোঽপি ন ঈশ্বরাৎ ভিন্নং সহকারিকারণং কিঞ্চিদস্তি অনেকত্বাভাবাদীশ্বরস্য, অতো ন ব্রহ্ম

জগদুপাদানং সহকার্য্যভাবাদিতি প্রত্যুদাহরণেন আক্ষিপ্য সমাধত্তে—**উপসংহারেতি**। ফলং পূর্ব্ববৎ। অয়মর্থঃ লোকে হি কুলালাদয়ঃ দণ্ডচক্রাদিসামগ্রীসহায়েন ঘটাদিকর্ত্তারঃ দৃশ্যন্তে, উপাদানানাং চ মৃদাদীনাং স্বব্যতিরিক্ত-কুলালাদিসহভাবঃ। অভিন্ননিমিত্তোপাদানস্য চ ব্রহ্মণঃ নাস্তি এতৎদ্বয়মপি, অতঃ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমিতি চেন্ন, **ক্ষীরবদ্ধি ইতি। হি** যতঃ, যথা ক্ষীরম্ অনপেক্ষ্যৈব বাহ্যং কিঞ্চিৎসাধনান্তরং দধিভাবেন পরিণমতে, তথা ব্রহ্মাপি ইত্যর্থঃ। প্রথমান্তনঞ্ পদাৎ অধিকরণারম্ভো জ্ঞেয়ঃ।

টীকায়া**মেকমিতি**। পূর্ব্বপক্ষে জগদ্বৈবিধ্যভাববীজম্ উপাদানান্তররাহিত্যং দর্শিতম্, **অদ্বিতীয়তয়া** ইতি চ সহকারিকারণাভাবো দর্শিতঃ। **ক্রমেণেতি** কারণক্রমমন্তরেণ কার্য্যক্রমাভাবঃ সূচিতঃ। **বিবিধেতি**। দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাদিভেদেন বৈবিধ্যং জগতঃ, বৈচিত্র্যং চ পণ্ডিতমূর্খসুন্দরাসুন্দরপুংস্ত্র্যাদিভেদেন। **ন হি একরূপাদিতি**। দৃশ্যতে হি বিলক্ষণকারণেভ্যো মৃৎসুবর্ণাদিভ্যঃ বিলক্ষণকার্য্যাণাং ঘটশরাবকুণ্ডলরুচকাদী-নামুৎপত্তিঃ, অতঃ কারণবৈলক্ষণ্যমেব কার্য্যবৈলক্ষণ্যে হেতুঃ। ব্রহ্মণস্তদ্বিরহাৎ কার্য্যস্যাপি আকাশাদেঃ তদ্বিরহো যুক্ত ইতি ভাবঃ। **আকস্মিকত্বেতি**। কারণং বিনা উৎপন্নত্বম্ আকস্মিকত্বম্। কার্য্যভেদানু-পপত্তিবৎ কার্য্যক্রমোঽপি অনুপপন্ন ইত্যাহ—**ন চাক্রমাদিতি**। তথাচ কারণানাং মৃৎসুবর্ণাদীনাং ক্রমাদেব হি বিজাতীয়কার্য্যাণাং ঘটমুকুটাদীনাং ভবতি ক্রমঃ, প্রকৃতে চ মূলকারণস্য ব্রহ্মণঃ একস্য ক্রমাভাবাৎ কার্য্যাণাম্ আকাশাদীনাং ক্রমেণ উৎপত্ত্যভাব ইত্যর্থঃ। **"তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ"** ইত্যাদিশ্রুতিস্তু সৃষ্টিক্রমং বোধয়তি। সামর্থ্যাভাবাৎ যুগপদনেককার্য্যোৎ-পাদাভাবো দৃষ্টঃ কুলালাদৌ, নিরতিশয়ানন্তশক্তিমতশ্চ ভগবতঃ সোঽপি ন সম্ভবতি ইত্যাহ—**সমর্থস্যেতি**। **ক্ষেপো** বিলম্বঃ। উপাদানস্য সুবর্ণাদেঃ একত্বেঽপি সহকারিকারণসমধানক্রমাৎ ভবতি কটকমুকুটাদি-সজাতীয়কার্য্যক্রমঃ, ব্রহ্মণশ্চ অদ্বিতীয়স্য সহকার্য্যভাবাৎ সোঽপি ন সম্ভবতি ইত্যাহ—**অদ্বিতীয়তয়েতি**। **ক্রমবদিতি** মতুবন্তম্।

ভাষ্যে **অনেককারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনা** ইতি। অনেকেষাং কারকাণাং দণ্ডচক্র-সলিলসূত্রমৃদাদীনাম্ উপসংহারেণ মেলনেন সংগৃহীতং লব্ধং সাধনম্ অখিলকারণসমবধানং যৈঃ তে ইত্যর্থঃ। অত্র কারকসাধনপদয়োঃ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—**একৈকমিতি**। সমগ্রাণাং ভাবঃ সামগ্র্যং, যাবৎকারণ-সমবধানমিতি যাবৎ। তথাচ ব্যষ্টিসমষ্টিভেদেন তয়োর্ভেদঃ। সাধ্যতে অবশ্যমেব নিষ্পাদ্যতে কার্য্যমনেনেতি সাধনং করণে অনট্, সাধকতমমিত্যর্থঃ। একৈকেন মৃদ্দণ্ডাদিনা ন খলু নিষ্পাদ্যতে কার্য্যং ঘটাদি, সতি চ কারণ-কূটসমবধানে অবশ্যমেব নিষ্পাদ্যতে তৎ ইত্যাহ—**ততো হি** ইতি। ততঃ সাধনাৎ। নিগময়তি **তস্মাদিতি**। তথাহি—নাসহায়মুপাদানং নৈকস্মাৎ কার্য্যসন্ততিঃ। বিয়দাদিক্রমো নাপি দ্বিতীয়রহিতাৎ বিভোঃ॥ ইতি।

ভাষ্যে **ত্বার্য্যতে** শীঘ্রতাং সম্পাদ্যতে। তথাচ স্বত এব ক্ষীরাদীনাং বর্ত্ততে দধিভাবসামর্থ্যম্, আতঞ্চনাদিকস্তু শীঘ্রতাসম্পাদকমাত্রম্। স্বত স্তেষাং দধিভাবসামর্থ্যাভাবে সহায়শতেনাপি ন তথা শক্যতে কর্ত্তু মিত্যাহ—**যদি চেতি**। স্বতো বর্ত্তমানায়া এব শক্তেরুৎকর্ষসম্পাদনমেব সহায়সম্পদা কার্য্যং, ন পুনঃ অসত্যা উৎপাদনমিত্যাহ—**সাধনসামগ্র্যা চেতি**।

টীকায়াম্ **উচ্যতে ক্ষীরবদ্ধীতি**। তথাহি—

ব্রহ্মাবিদ্যাসহায়ত্বাৎ বিচিত্রানেককর্ম্মকৃৎ। অবিদ্যাপরিপাকাচ্চ ক্রমোঽপি কার্য্যসঞ্চয়ে॥

ব্যাচষ্টাং প্রতিবক্তু। **তাত্ত্বিকম্** অনুপহিতং শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপমিতি যাবৎ। **ইদং** ব্রহ্মণোঽনুপাদানত্বম্। **অনাদিনামেতি**। অনাদি নামরূপাত্মকং বীজং কারণং তৎসহিত মিত্যর্থঃ, তথাচ আন্তরসহকারিকারণসত্ত্বং দর্শিতম্ ঈশ্বরস্য। **কাল্পনিকং** মায়িকং, সর্ব্বশক্তিত্বম্ অপেক্ষ্যেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তথাচ ব্রহ্ম ন জগদুপাদানং সহায়াভাবাৎ সম্মতবৎ ইত্যনুমানঘটকং ব্রহ্ম বিশুদ্ধম্ অবিশুদ্ধং বা? আদ্যে ইষ্টাপত্তি মাহ—**কিং নামেতি**। তথাচ পরমার্থতঃ কার্য্যাভাবাৎ শুদ্ধস্য ব্রহ্মণঃ অনুপাদানত্বম্ ইষ্টমেবেতি ভাবঃ। শ্রুতৌ করণং সাধনং। দ্বিতীয়ে তু ব্যভিচারাসিদ্ধী দর্শয়তি **যদীতি**। তথাহি অত্যন্তব্যতিরিক্তসহকারিকারণাভাবাৎ বা আন্তর-সহকারিকারণাভাবাদ্ বা অনুপাদানত্বং ব্রহ্মণঃ? যদি তাবৎ আদ্যঃ তদা ক্ষীরাদিভির্ব্যভিচারঃ, তথাবিধসহকারি-কারণাভাবেঽপি তেষাং দধ্যাদ্যুপাদানত্বদর্শনাৎ। অত্যন্তব্যতিরিক্তত্বং স্বধর্ম্মত্বেন অনন্তর্ভূতত্বম্। **তে** ক্ষীরাদয়ঃ, **পরিবাসঃ** পূর্ব্বকালাদারভ্য উত্তরকালেঽপি বাসঃ, পর্য্যুষিতবৎ। সোঽপি ক্ষীরস্য ধর্ম্ম এব। **পরিণামান্তরং** দধ্যাদিভাবম্ **আসাদয়ন্তি** প্রাপ্নুবন্তি, চৌরাদিকাৎ আঙ্‌পূর্ব্বকসদেরূপম্। যদ্যপি "পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি" ইতি সূত্রে ক্ষীরপরিণামেঽপি পরমার্থতঃ ঈশ্বরাধিষ্ঠানরূপং কারণান্তরমস্তি ইতি বক্ষ্যতে, তথাপি অর্ব্বাগ্-

দৃগভিপ্রায়েণেদমুক্তমিতি বোধ্যম্। দ্বিতীয়ে অসিদ্ধিমাহ—**অত্রেতি**। ব্রহ্মণোঽনুপাদানত্বসাধকানুমানে ইত্যর্থঃ। **আন্তরত্বং** স্বধর্ম্মত্বম্, অন্তরঙ্গধর্ম্মত্বমিতি যাবৎ। **তদসিদ্ধমিতি**। অসিদ্ধিঃ স্বরূপাসিদ্ধিঃ, সা চ হেত্বাভাববৎ-পক্ষরূপা তামাহ—**অনির্ব্বাচ্যেতি**। শ্রুতৌ মায়িনং মায়াবিষয়ং ন তু মায়াশ্রয়ং ব্রহ্মণস্তদ্‌বিরহাৎ, মায়ায়াঃ ব্রহ্মধর্ম্মত্বং চ ন সাক্ষাৎ, কিন্তু অবিদ্যাত্মকমায়াবিষয়ত্বাৎ পারম্পরিকম্ ইতি জ্ঞেয়ম্।

নমু ক্রমরহিতাৎ ব্রহ্মণঃ আকাশাদিকার্য্যক্রমানুপপত্তিরুক্তা পূর্ব্বপক্ষে, ইদানীং মায়ায়াঃ সহকারিত্বোপ-গমেঽপি তদ্দোষতাদবস্থ্যমত আহ—**কার্য্যক্রমেণেতি**। **তৎপরিপাকঃ** তস্যাঃ মায়ায়াঃ পরিণতিঃ, তথাচ কার্য্যক্রমদর্শনাৎ তৎপরিণতিরপি ক্রমেণৈব ভবতি ইতি ফলবলাৎ কল্প্যম্ ইতি ভাবঃ। একরূপাৎ ব্রহ্মণো বিবিধকার্য্যোৎপত্ত্যভাব উক্তঃ পূর্ব্বপক্ষে, তত্র কারণৈকত্বহেতো ব্যভিচারং দর্শয়তি—**একস্মাদপীতি**। যথা চৈত্রসঙ্ঘাতাৎ একস্মাদেব ধাবনাখ্যাৎ কর্ম্মণঃ পূর্ব্বদেশবিভাগঃ, উত্তরদেশসংযোগঃ চৈত্রে চ বেগাখ্যঃ সংস্কারো জায়তে। তথাচ কারণগতশক্তিবৈচিত্র্যমেব একস্মাৎ কারণাৎ নানাকার্য্যোৎপাদপ্রয়োজকম্। প্রকৃতে চ অনির্বাচ্যাবিদ্যাশক্তে র্বৈচিত্র্যাদেব মূলকারণাৎ ব্রহ্মণ একস্মাদপি বিবিধকার্য্যোৎপাদ ইতি ভাবঃ।২৪

দেবাদিবদপি লোকে।২৫

অচেতনস্য ক্ষীরাদেরসহায়স্য কারণত্বসম্ভবেঽপি চেতনস্য কুলালাদেরসহায়স্য তদদর্শনাৎ ব্রহ্মণশ্চেতনস্য অসহায়স্য ন জগৎকারণত্বমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তান্তরেণ পরিহরতি—**দেবাদিবদিতি**। **লোকে** শাস্ত্রে শ্রুতি-স্মৃতীতিহাসাদৌ, **দেবাঃ** পিতরঃ ঋষয়শ্চ মহাপ্রভাবাঃ অনপেক্ষ্যৈব বাহ্যং সাধনান্তরং বিবিধকার্য্যকারিণো দৃশ্যন্তে, তথা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরোঽপি অনপেক্ষ্যৈব বাহ্যং সাধনান্তরং স্রক্ষ্যতীদং বিবিধং জগদিতি। অথবা **লোকে** ইহৈব জগতি "লোকস্তু ভুবনে জনে" ইত্যমরঃ, তথাহি ভবগতামাচার্য্যাণাং সূত্রপ্রণয়নকালে যজ্ঞনিমন্ত্রিতানাং দেবানাম্ ইন্দ্রাদীনাম্, ঋষিণাং চ সৌভরিপ্রভৃতীনাং সাধনান্তরনৈরপেক্ষ্যে-ণৈব বিবিধরূপপরিগ্রহঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ লোকে; তদ্বৎ ব্রহ্মাপি ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ দৃষ্টান্তলক্ষণস্য মুখ্যার্থতাপি সঙ্গচ্ছতে, তথাচ ভগবান্ অক্ষপাদঃ—**"যত্র লৌকিকপরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ"** ইতি। ইতি সূত্রার্থঃ। তথাচ ব্রহ্ম ন জগৎকারণং চেতনত্বে সতি অসহায়ত্বাৎ কুলালবৎ ইত্যনুমানে হেতৌ চেতনত্ব-বিশেষণেঽপি দেবাদিষু ব্যভিচারতাদবস্থ্যং দর্শিতম্। পূর্ব্বত্র ক্ষীরাদিদৃষ্টান্তেন অসহায়স্য উপাদানত্বং দর্শিতম্, অত্র তু অসহায়স্য নিমিত্তকারণত্বমপীতি। **ঐশ্বর্য্যবিশেষঃ** তপঃপ্রভাবঃ তস্মাৎ **যোগঃ** সাধননৈরপেক্ষ্যেণ কার্য্যকারিত্বম্, **অভিধ্যানং** সঙ্কল্পঃ। বৈদিকপ্রমাণমনিচ্ছতো বরাকান্ প্রত্যাহ—**তন্তুনাভশ্চেতি**। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ বৈষম্যপ্রদর্শনেন শঙ্কতে—**স যদীতি**। নিরাকরোতি—**তং প্রতীতি**। তথাহি কুলালাদীনাং পরস্পরাধ্যস্তচিজ্জড়াত্মকপিণ্ডানামেব কর্তৃত্বমকামেনাপি ভবতা বাচ্যং, তাদৃশাশ্চ তে সাধনান্তরাপেক্ষয়ৈব সম্পাদয়ন্তি ঘটাদিকার্য্যজাতং, দেবাদয়স্তু দেহাদিমন্তোঽপি অনপেক্ষ্যৈব সাধনকলাপং প্রাসাদোদ্যানদেহাদি-বিবিধকার্য্যজাতং সঙ্কল্পমাত্রেণৈব প্রভবন্তি নির্ম্মাতুম্, ইতি বজ্রলেপো ব্যভিচারঃ ইতি ভাবঃ। যদি ভগবৎ-প্রসাদলবাসাদিতশক্তীনাং দেবানাম্ ঈদৃশী দক্ষতা, কিমু বক্তব্যম্ সর্ব্বজ্ঞস্য বিবিধবিচিত্রানন্তশক্তে র্ভগবতঃ পরমেশ্বরস্য সত্যসঙ্কল্পস্য। যথাহুঃ পুরাণবিদঃ—চিকীর্ষিতে কর্ম্মণি চক্রপাণের্নাপেক্ষ্যতে কাপি সহায়সম্পৎ। পাঞ্চালজায়াঃ পটসংবিধানে মধ্যেসভং নৈব তুরী ন বেমা॥ ইতি।

টীকায়াং **যদি তু** ইতি। অসহায়ং ন কারণমিতি ব্যাপ্তৌ অসহায়স্য ক্ষীরাদেঃ দধ্যাদিকারণত্বদর্শনাৎ সত্যপি ব্যভিচারে চেতনত্বে সতি ইতি হেতুবিশেষণেন ক্ষীরাদ্যচেতনব্যুদাসাৎ, চেতনানাং চ কুলালাদীনাম্ অসহায়ানামকারণত্বদর্শনাৎ ন ব্যভিচার, ইতি চেতনমসহায়ং ব্রহ্ম ন জগন্নিমিত্তোপাদানমিত্যর্থঃ।২৫

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা।২৬

নিরবয়বং ব্রহ্ম জগন্নিমিত্তোপাদানমিতি বদন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ, **"ক্ষীরবদ্ধি"** ইতি দৃষ্টান্তেন ব্রহ্ম পরিণমতে ইতি ভ্রমে স কিং নিরবয়বং ন পরিণমতে আকাশবৎ ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, পরিণামনিরাসেন বিবর্ত্তদৃঢ়ীকরণায় আক্ষেপসঙ্গত্যা কার্য্যত্বসঙ্গত্যা বা পূর্ব্বপক্ষয়তি—**কৃৎস্নপ্রসক্তিরিতি**। তথাহি ব্রহ্ম নিরবয়বং সাবয়বং বা? আদ্যে ব্রহ্মণঃ পরিণামে সর্ব্বাত্মনা পরিণামো বাচ্যঃ, সাবয়বস্যৈব ক্ষীরনীরাদেরেকদেশপরিণাম-সম্ভবাৎ, নিরবয়বস্য চ একদেশবিরহাৎ ন তথা। দ্বিতীয়ে **"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং"** মিত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ, উভয়ত্রৈব অনিত্যত্বপ্রসঙ্গশ্চ। তথাচ ব্রহ্ম ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ। অত্র প্রথমান্তপদাৎ অধিকরণারম্ভো বেদ্যঃ।

ভাষ্যে **পর্য্যণংস্যৎ** পরিণতোঽভবিষ্যৎ। **নিষ্কলমিতি**। নিষ্কলং নিরবয়বং **নিষ্ক্রিয়ং** কূটস্থং, **শান্তং** উপসংহৃতসর্ব্ববিকারং, **নিরবদ্যং** অগর্হনীয়ং, **নিরঞ্জনং** নির্লেপম্। স আত্মা **দিব্যঃ** দ্যোতনবান্ অলৌকিকো

বা, হি যস্মাৎ **অমূর্ত্তঃ** সর্ব্বমূর্ত্তিবিবর্জিতঃ **পুরুষঃ** পূর্ণঃ পুরিশয়ো বা, বাহ্যাভ্যন্তরেণ সহ বর্ত্ততে ইতি **সবাহ্যাভ্যন্তরঃ**, ন জায়তে কুতশ্চিদিতি **অজঃ**। নিষ্কলমিত্যাদিশ্রুত্যন্তরেখফলমাহ—**ততশ্চেতি**। সর্ব্বাত্মনা পরিণামে **"আত্মা বারে দ্রষ্টব্য"** ইতি দ্রষ্টব্যত্বোপদেশবৈয়র্থ্যমাহ—**দ্রষ্টব্যতেতি**। তথাচ পরিণতস্য ব্রহ্মণো দ্রষ্টব্যত্বোক্তৌ উপদেশানর্থক্যং স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ তস্য। অপরিণতস্য চ অভাবাৎ কিং দ্রক্ষ্যতি। অপি চ জগদাত্মনা জাতে ব্রহ্মণি **"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য"** ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধমাহ—**অজত্বেতি**। সূত্রাবশেষং ব্যাখ্যাতু মুপক্রমতে **অথেতি**। তথাচ ব্রহ্মণঃ সাবয়বত্বে শ্রুতিবিরোধঃ। যুক্তিবিরোধমপ্যাহ—**সাবয়বত্বে** ইতি। শ্রুত্যা যুক্ত্যা চ বিরুদ্ধোঽয়ং পরিণামবাদঃ কথমপি নোপপদ্যতে ইত্যাহ—**সর্ব্বথেতি**। তথাহি—

সাকল্যেন জগদ্‌ভাবে ব্রহ্মণোঽনিত্যতা ভবেৎ। একাংশেন তথাত্বে তু ব্রহ্ম স্যাদংশভাগপি ॥ ইতি

জগতো ব্রহ্মবিবর্ত্তত্বস্য পরমার্থতয়া পরিণামব্যবস্থাপনাক্ষেপকত্বে বৈয়র্থ্যাপত্ত্যা শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধিরেব প্রযোজনমস্য অধিকরণস্যেতি ভাষ্যতাৎপর্য্যবিবরণায় শঙ্কতে টীকায়াং—**নন্বিতি**। নন্থ ব্রহ্মণস্তাত্ত্বিকপরিণামাভাবে কথং ক্ষীরাদিদৃষ্টান্তেন পরিণামযোগ্যত্বপ্রতিপাদনং তত্রভবতাং সূত্রকৃতাম্ উপপদ্যতে ভাষ্যকৃতাং চ ইত্যত আহ—**অবিদ্যাকল্পিতেন তু** ইতি। তথাচ অবিদ্যাকল্পিতনামরূপাভ্যামেব ব্রহ্মণঃ পরিণামব্যবহারঃ ইত্যর্থঃ। নন্থ অবিদ্যাকল্পিতনামরূপাভ্যাং ব্রহ্মণঃ পরিণামাস্পদত্বে অগ্নিযোগাৎ মৃদ্ঘটাদেরিব রূপবত্ত্বপ্রসঙ্গঃ অত আহ—**ন চেতি**। রূপং কর্ত্তৃ, বস্তু কর্ম্ম, এতদেব প্রতিপাদয়তি—**ন হীতি**। **তৈমিরকস্য** তিমিররোগাক্রান্তস্য। তিমিরোনাম নেত্ররোগবিশেষঃ যেন একমপি পদার্থং দ্বিধা পশ্যতি। তথাচ সুশ্রুতঃ—

দ্বিধা স্থিতে দ্বিধা পশ্যেৎ বহুলং চানবস্থিতে। দোষে দৃষ্ট্যাশ্রিতে তির্য্যক্ স একং মন্যতে দ্বিধা ॥
তিমিরাখ্যঃ স বৈ দোষঃ ॥ ইতি।

তথাচ ফলিতমাহ—**তস্মাদিতি** তথাচ ব্রহ্মণঃ বাস্তবপরিণামাভাবাৎ ন সাকল্যেন পরিণামপ্রসঙ্গঃ নাপি নিরবয়বত্বশ্রুতিবিরোধ ইত্যনারভ্যমিদমধিকরণম্ ইত্যর্থঃ। শ্রুত্যর্থপরিশুদ্ধিপ্রকারমাহ—**যদ্যপি** ইতি। তথাচ **"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্"** ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ অবধারিতাখিলবিকারহীনস্য ব্রহ্মণঃ ক্ষীরাদিদৃষ্টান্তেন কৃৎস্নপরিণামবত্ত্বম্ আপাদ্য তত্র অনিত্যতাদিদোষং প্রদর্শ্য—**"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদি"**তি ব্যাখ্যানাবসরে **নন্থ শব্দেনাপি** ইত্যাদিনা নিরবয়বস্য আংশিকপরিণামং পরিচোদ্য **"নৈষ দোষ"** ইত্যাদিনা তৎ পরিহৃত্য **"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"** ইত্যত্র চ দৃষ্টান্তেন নির্বিকারে ব্রহ্মণি অবিদ্যাকল্পিতং জগদিতি পরিশোধিতঃ শ্রুত্যর্থঃ ইত্যর্থঃ।২৬

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি।২৭

তু শব্দেন পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্তিঃ, ন তাবদস্তি কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিদোষপ্রসঙ্গঃ, কস্মাৎ? **শ্রুতেঃ**। **"সেয়ং দেবতা"** ইত্যাদি শ্রুতির্হি ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং তদ্ব্যতিরেকেণ বিদ্যমানত্বং চ প্রতিপাদয়তি। নন্থ নিরবয়বস্য ব্রহ্মণঃ কথং কার্য্যব্যতিরেকেণ সত্ত্বং শ্রুতির্বা প্রতিপাদয়েৎ উক্তযুক্তিবিরোধাৎ অত আহ—**শব্দমূলত্বাদিতি**। যতঃ শ্রুত্যেকমূলং ব্রহ্ম, যথাশ্রুতি ব্রহ্মণঃ জগদুপাদানত্বং তদ্ভিন্নতয়া সত্ত্বং চ মন্তব্যমিত্যর্থঃ।

পরিণামাশ্রয়েণ তাবৎ পূর্ব্বকল্পিতাক্ষেপদ্বয়ং পরিহরতি—**তু শব্দেন** ইতি। তৎপ্রকারমাহ—**যথেতি ভেদেন ব্যপদেশাৎ** ইতি। কর্তৃকর্ম্মণোঃ ভিন্নত্বেন ঈক্ষণব্যাকরণবিষয়াৎ জগতো ভিন্নত্বম্ ঈক্ষিতু র্দেবতাপদবাচ্যস্য ব্রহ্মণঃ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ। **তাবানিতি** পুরুষস্য জ্যায়স্ত্বব্যপদেশাৎ মহত্ত্বাল্পত্বাপেক্ষয়াপি তয়োর্ভেদ ইত্যর্থঃ। **"এষ আত্মা হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ"** ইত্যাদিশ্রুতেঃ হৃদয়স্থানত্বং ব্রহ্মণঃ,·সৎসম্পত্তিশ্চ **"সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি"** ইত্যাদিশ্রুতৌ সৎপদবাচ্যব্রহ্মণা জীবস্য সুষুপ্তিকালে সম্পত্তিরবগম্যতে। শ্রুতিতাৎপর্য্যেণ জগদাত্মতাব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মসত্ত্বং ব্যুৎপাদয়তি—**যদীতি**। **"নৈবাসৌ চক্ষুষা গ্রাহ্যঃ"** ইত্যাদৌ ব্রহ্মণ ইন্দ্রিয়গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ বিকারাৎ ঘটপটাদের্ব্যতিরিক্তং অবিকৃতং ব্রহ্ম অস্তি ইতি গম্যতে।

নন্থ ভবতু ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষাভাবঃ কিন্তু পরিণামিত্বে তদভাবে চ সাবয়বত্বদোষো দুষ্পরিহরঃ, ন খলু একস্য পরিণামিত্বতদভাবৌ নিরবয়বত্বে সম্ভবতঃ। তথাচ **"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্"** ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাদেব অত আহ—**ন চেতি**। তথাচ শ্রুতিবলাদেব ব্রহ্মণঃ পরিণামিত্বেঽপি নিরবয়বত্বম্। **কিমিতি বচনং ন কুর্য্যাৎ নাস্তি বচনস্যাতিভার** ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ। এবমপি কথং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনং শ্রুতেঃ, একত্র যোগ্যতাবিরহাপাতাদিত্যত আহ—**শব্দমূলমিতি**। তথাচ ইন্দ্রিয়গম্যস্যৈবার্থস্য ইন্দ্রিয়েণৈব বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বে ভবেদিয়ং শঙ্কা, প্রকৃতে চ বেদৈকগম্যং ব্রহ্ম নিরবয়বং অকৃৎস্নপরিণামি চেতি নাত্র

প্রভবেৎ বৌদ্ধো বিরোধঃ ; কিন্তু নরশিরঃশৌচানুমানবৎ তর্কো বাধ্যতে ইতি ভাবঃ। যদি লৌকিকানামেব মণ্যাদীনাম্ অতর্ক্যশক্তিত্বং, তর্হি কিমু বক্তব্যং বৈদৈকগম্যস্য ব্রহ্মণ স্তথাত্বে, তথাচ বিষ্ণুপুরাণম্—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ! পাবকস্য যথোষ্ণতা"॥ ইতি।

অতো ব্রহ্মণঃ বিচিত্রশক্তেঃ বৈদৈকপ্রমাণস্য বিরুদ্ধোভয়বত্ত্বং সঙ্গতম্ ইতি ভাবঃ। অত্র মহাভারতং প্রমাণয়তি—**অচিন্ত্যা** ইতি। প্রকৃতিভ্যঃ ইন্দ্রিয়গোচরেভ্যঃ বস্তুজাতেভ্যঃ যৎ পরম্ অতীতং তৎ অচিন্ত্যস্য স্বরূপম্ ইত্যর্থঃ।

টীকায়াং **তস্মাদিতি**। বস্তুতঃ ব্রহ্মপরিণামাভাবেন জগতঃ বিচিত্রশক্ত্যবিদ্যাকল্পিতত্বাদিত্যর্থঃ। **তত্ত্বতঃ** যাথার্থ্যেন, অবিকৃতং নিরবয়বং নির্বিশেষং গুণাতীতং বিশুদ্ধং ব্রহ্ম অস্তি ইত্যর্থঃ। **"তস্মাদবিকৃতং ব্রহ্ম"** ইতি অস্তিপদরহিতশ্চ ভাষ্যপাঠঃ কল্পতরুসম্মতঃ। নন্থ অতর্ক্যশক্তিবশেন হি ব্রহ্মণো নিরবয়বস্যাপি উপাদানত্বম্ অকৃৎস্নপ্রসক্তিশ্চ ইত্যুক্তং প্রাগেব, তৎ কথং **নন্থ শব্দেনাপি** ইতি পুনঃ শঙ্কা অত আহ—**অবিদ্যাকল্পিতত্বোদঘাটনায়েতি**। উদ্‌ঘাটনং স্পষ্টতয়া প্রতিপাদনম্। শঙ্কাতাৎপর্য্যং বিবৃণোতি—**ন হীতি**। **বিধান্তরং** প্রকারান্তরং, প্রকারান্তরাভাবে হেতু মাহ—**একনিষেধস্যেতি**। **নান্তরীয়কত্বম্** সম্পাদকত্বম্, একবিশেষনিষেধস্য অপরবিশেষবিধায়কত্বনিয়মাৎ, তেন একবিশেষনিষেধস্য অপরবিশেষবিধায়কত্বেন **প্রকারান্তরাভাবাৎ** তদতিরিক্তপ্রকারাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। **অনুপপত্তেরিতি** বিরোধাদিতি শেষঃ। **গ্রাবপ্লবনং** গিরিলঙ্ঘনম্। যোগ্যতাজ্ঞানস্য শাব্দবোধং প্রতি কারণত্বাৎ তদ্বিরহাৎ তাদৃশঃ শব্দোঽপ্রমাণম্ ইতি ভাবঃ। যোগ্যতা চ তস্মিন্ পদার্থে তৎপদার্থবত্ত্বং, যথা জলেন সিঞ্চতি ইতি জলে সেচনসাধনত্বসত্ত্বাৎ প্রমাণং, বহ্নৌ চ তদভাবাৎ বহ্নিনা সিঞ্চতি ইতি শব্দোঽপ্রমাণম্ ইতি।

নন্থ নিরবয়বত্বসাবয়বত্বয়োর্বিকল্পেন শ্রুতীনাং সামঞ্জস্যং ভবেদিত্যত আহ—ভাষ্যে **ক্রিয়াবিষয়ে হি** ইতি। ক্রিয়ায়াঃ পুরুষাধীনত্বাৎ গ্রহণস্য চ তথাত্বাৎ কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ বা শক্যতে, প্রকৃতে চ ব্রহ্মণঃ ক্রিয়াত্বাভাবেন পুরুষাধীনত্বাভাবাৎ ন বিকল্পসম্ভবঃ। এবং চ সাবয়বত্বনিরবয়বত্বয়োরেকস্মিন্ ব্রহ্মণি বিরোধাৎ বিকল্পস্য চ অসম্ভবাৎ শ্রুতীনাম্ অপ্রামাণ্যম্ ইতি চেৎ অত আহ—**নৈষ দোষ** ইতি। তথাচ নিরবয়বস্যাপি ব্রহ্মণঃ অবিদ্যাকল্পিতনামরূপাভ্যাং সাবয়বত্বকল্পনম্ ইতি ন তেন তস্য নিরবয়বত্বং ব্যাহন্যতে। ন খলু কল্পিতেন অবয়বেন বস্তু বস্তুতঃ সাবয়বং ভবতি, দৃষ্টান্তেনৈতৎ দ্রঢ়য়তি—**ন হীতি**। **ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মকেন** ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ। **তত্ত্বান্যত্বাভ্যামিতি**। সত্যত্বেন মিথ্যাত্বেন চ নির্বক্তুম্ অযোগ্যেন। তথাচ অঘটনঘটনপটীয়স্যা মায়য়া ব্রহ্মণঃ পরিণামাস্পদত্বং অকৃৎস্নপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বং চ সম্পদ্যতে। ন হি কিঞ্চিৎ দশক্যং মায়ায়া ইতি ভাবঃ। বস্তুতঃ সৃষ্টির্নাম ন কিঞ্চিদস্তি যেন ব্রহ্মণঃ পরিণামিত্বাদিঃ প্রসজ্যেত ইত্যাহ—**ন চেয়মিতি**। বিশুদ্ধব্রহ্মসাক্ষাৎকারাঙ্গত্বেন হি পরিণামশ্রুতীনাং সাফল্যং, ন তু তাসাম্ অঙ্গিবিরোধেন স্বার্থে তাৎপর্য্যমস্তি, অতোঽবিবক্ষিতত্বম্ আসাম্ ইত্যর্থঃ। নিগময়তি—**তস্মাদিতি**।২৭

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।২৮

স্বরূপানুপমর্দ্দেন ভগবতো জগৎস্রষ্টৃত্বং স্বপ্নদৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি—**আত্মনীতি**। **হি** যস্মাৎ **এবং** ব্রহ্মণীব **আত্মনি** স্বপ্নদর্শিনি জীবে চ একস্মিন্ নিরয়বে স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা রথাদিসৃষ্টয়ঃ **"অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে"** ইত্যাদিষু শ্রূয়ন্তে। লোকে চ মায়াবাদিষু বিচিত্রাঃ হর্ম্যাদিরচনা দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ। তথাহি—

"মায়াশক্তিবহুত্বাচ্চ ব্রহ্মণো বহুরূপতা। ন সাকল্যাৎ ন চাংশাচ্চ ততঃ সর্ব্বং সমঞ্জসম্"॥ ইতি।

স্বরূপাব্যাঘাতেন অবস্থান্তরপ্রাপ্তি র্হি বিবর্ত্তঃ। যথাহুর্বেদান্তবিদাচার্য্যাঃ **অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ"** ইতি। স্বপ্নে গজাদীন্ পশ্যামি ইত্যনুভবাৎ স্বপ্নো ন স্মৃতিঃ, কিন্তু প্রত্যক্ষম্, অত এব **"পথঃ সৃজতে"** ইতি সৃষ্টিশ্রুতিরনুগৃহ্যতে, অন্যথা স্মৃতিত্বে তদনুপপত্তিরিত্যভ্যুপগচ্ছতাং মতেনায়ং দৃষ্টান্তঃ, ইতরথা তদানীং সৃষ্ট্যভাবাৎ অদৃষ্টান্ততা স্যাদিতি। রথেষু যুজ্যন্তে যে তে **রথযোগাঃ** অশ্বা ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সুগমম্।২৮

স্বপক্ষদোষাচ্চ।২৯

"যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ" ইতি ন্যায়াদাহ—**স্বপক্ষেতি**। পূর্ব্বোক্তাঃ দোষাঃ সাংখ্যপক্ষেঽপি প্রসজ্যেরন্, তৈরপি নিরবয়বপ্রধানস্য জগৎকারণত্বেনাঙ্গীকারাৎ। এবং পরমাণুবাদেঽপি পরমাণুসংযোগস্য ব্যাপ্যবৃত্তিত্বং লোকবিরুদ্ধং, কার্য্যস্য প্রথিমানুপপত্তিশ্চ। অব্যাপ্যবৃত্তিত্বং চ নিরবয়বস্য অনুপপন্নমিতি উপপন্নঃ নির্দ্দোষঃ ব্রহ্মকারণবাদ ইত্যর্থঃ।

স্বপক্ষঃ সাংখ্যপক্ষঃ, তং দর্শয়তি ভাষ্যে—**প্রধানেতি**। **তত্রাপি** সাংখ্যমতেঽপি। তথাহি প্রকৃতিঃ মহাদাদ্যাকারেণ পরিণমতে ইতি হি তেষাং প্রক্রিয়া, তত্র কাৎস্নে্যন পরিণামে মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ নিরবয়বস্য একদেশেন পরিণামাসম্ভবাৎ, অকাৎস্ন্যেন চ পরিণামে স্বাবয়বত্বদোষো দুষ্পরিহরঃ ইত্যর্থঃ। দোষয়োরেতয়ো নিরাসায় শঙ্কতে—**নন্বিতি**। তথাচ প্রধানস্য সত্ত্বাদিভিঃ সাবয়বত্বাৎ ন কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিঃ একদেশেন পরিণাম-সম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। শঙ্কামেতাং পরিহরতি—**নৈবমিতি**। তথাচ প্রধানস্যাবয়বত্বেন গৃহীতাঃ যে সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ তেষাং প্রত্যেকনিরবয়বত্বস্য ভবদিষ্টত্বাৎ সাকল্যেন পরিণামে কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ, অসাকল্যেন চ পরিণামে সাবয়বত্বদোষো দুষ্পরিহর ইত্যর্থঃ।

সমুদায়স্য সাবয়বত্বেন একাংশপরিণামে ন মূলোচ্ছেদসম্ভব ইতি শঙ্কতে টীকায়াং—**যত্তপীতি**। **সমুদায়ঃ সমষ্টিঃ**। পরিহরতি—**তথাপীতি**। ন হি সমুদায়িব্যতিরেকেণ সমুদায়ো নাম কিঞ্চিদ্বস্তু অস্তি যেন সত্ত্বাদীনাং পরিণামেঽপি তেষাং সমুদায়ঃ প্রধানম্ অপরিণতং বর্ত্তেত ইতি ভাবঃ। **ন হি অস্তীতি**। তথাচ সত্ত্বমাত্রস্য পরিণামে অপরয়োঃ সত্ত্বাৎ ন মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। **সম্ভূয় পরিণামাদিতি**। তেষাম্ অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তত্ত্বং চ অব্যভিচরিতত্বম্।

সত্ত্বাদীনাম্ একৈকপরিণামে মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ যদ্‌যৎ পরিণতং তত্তৎ সাবয়বং যথা ক্ষীরম্ ইত্যনুমানাচ্চ গুণানাং সাবয়বত্বমেব ; ইতি একদেশপরিণামাৎ ন মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, ততশ্চ নিরবয়বত্বসাধকঃ তর্কোঽপ্রতিষ্ঠিত ইতি শঙ্কতে ভাষ্যে—**তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি**। পরিহরতি—**এবমপি** ইতি। গুণানাং সাবয়বত্বস্য তেষা-মনভ্যুপগমঃ অপিনা সূচিতঃ। অনভ্যুপগমকারণমাহ—**অনিত্যত্বাদীতি**। তথাচ তেষাং সাবয়বত্বে যৎ যৎ সাবয়বং তৎ তৎ ন মূলকারণম্ অনিত্যঞ্চ, যথা মৃত্তিকা। যন্নৈবং তন্নৈবং যথা স্বাভিমতং প্রধানম্ ইতি ন্যায়াচ্চ প্রধানস্য নিরবয়বত্বসিদ্ধিঃ। ব্যাপকাভাবস্য ব্যাপ্যাভাবসাধকত্বাদিতি ভাবঃ। ননু গুণানাং অবয়বা পিণ্ডকপালশর্করাদিবৎ ন কার্য্যারম্ভকাঃ কিন্তু কার্য্যবৈচিত্র্যলিঙ্গাৎ শক্তিরূপা এব অনুমীয়ন্তে তথাচ ন অনিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—**অথেতি**। এবং অস্মাভিঃ ব্রহ্মণোঽপি কার্য্যবৈচিত্র্যলিঙ্গাৎ অনির্ব্বচনীয়াঃ শক্তয়ো অভ্যুপেয়ন্তে তৈরেব সাবয়বত্বং তস্য, ইতি সাম্যমাবয়োঃ কো দোষো ব্রহ্মবাদিনাম্ ইত্যাহ—**তাস্ত** ইতি।

টীকায়াং **অব্যাপ্নুবন্** বা ইতি। বাকারঃ পক্ষান্তরে যদি ন ব্যাপ্নয়াৎ তদা সংযোগস্য অব্যাপ্য-বৃত্তিত্বে ইতি যাবৎ। **তত্র** পরমাণুদ্বয়ে। **ন বর্ত্ততে** ইতি। স্বাধিকরণবৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগিত্বং খলু অব্যাপ্য-বৃত্তিত্বং তচ্চ একাংশাবচ্ছেদেন বৃত্তৌ অপরাংশাবচ্ছেদেন চ তদ্ভাবে ভবেৎ, পরমাণুনাং চ নিরংশত্বাৎ নৈবং সম্ভবতি, অতঃ অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগস্য তত্র বৃত্তিত্বমেব ন স্যাদিত্যর্থঃ। এতদেব প্রতিপাদয়তি—**ন হি অস্তীতি**। **তথাচ** পরমাণুসংযোগস্য ব্যাপ্যবৃত্তিত্বে চ, **উপর্য্যধ** ইতি। দ্ব্যণুকারম্ভায় একঃ পরমাণুঃ—উপর্য্যধঃ পার্শ্বতশ্চ চতস্রো দিশঃ, ইতি দিক্‌ষট্‌কানাং কেনচিদ্দিগ্‌গতেন অপরপরমাণুনা মিলিতশ্চেৎ, তদা অপরদিগবৃত্তেঃ পরমাণুপঞ্চকৈর্মেলনেঽপি প্রথিমানুপপত্তিঃ, সমানদেশত্বাৎ তেষাং, তে যদি মধ্যবর্ত্তিপরমাণোঃ বিভিন্নদেশস্থাঃ তদা তৎ পরমাণোঃ ষড়ংশত্বাপত্তিঃ, তদুক্তং ন্যায়বার্ত্তিকে—

"ষট্‌কেন যুগপদ্যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা। ষণ্ণাং সমানদেশত্বে পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ"॥ ইতি এতদেব আহ **অব্যাপনেবা** ইতি। তর্হি ভবতু পরমাণুনাং সাবয়বত্বম্, অত আহ **অশক্যং** চেতি। তত্র হেতুমাহ **তথাসতি** ইতি। পরমাণোঃ সাবয়বত্বে সতি ইত্যর্থঃ। **তস্মাদিতি**। পরমাণোর্নিরবয়বত্বসাবয়বত্বো-ভয়পক্ষে এব প্রক্রিয়ায়া অসঙ্গত্বাৎ ইত্যর্থঃ। দোষসাম্যকথনমাত্রেণ ন স্বস্য নির্দ্দোষতা স্যাৎ, অত আহ **আপাত-মাত্রেণ** ইতি। **ভাবিকং** তাত্ত্বিকং, **পরিণামং** বস্তুনঃ পূর্ব্বাবস্থানাশেন অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপং, যথাহুঃ **"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ"** ইতি। ইচ্ছতাং সাংখ্যানামিত্যর্থঃ। **কার্য্যকারণ-ভাবমিতি**। কার্য্যং চ কারণং চ ইতি দ্বন্দ্বঃ, তয়োর্ভাবঃ সত্তা, তথাচ "দ্বন্দ্বাৎপরঃ শ্রূয়মাণঃ শব্দঃ প্রত্যেকেনাভি সম্বধ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ কার্য্যস্য কারণস্য চ স্বাতন্ত্র্যেণ সত্ত্বম্ ইচ্ছতাম্ আরম্ভবাদিনাম্ ইত্যর্থঃ। **মায়াবাদিনাম্** ইতি। অঘটনঘটনপটীয়স্যা মায়ায়াঃ শক্তিবৈচিত্র্যাদেব জগতো বৈচিত্র্যম্, অতো ব্রহ্মণি ন কশ্চিদ্দোষপাত ইত্যসকৃদাবেদিতম্ ইতি। নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।২৯

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।৩০

মায়াশক্তিবৈচিত্র্যাৎ উক্তং ব্রহ্মণো জগন্নিমিত্তোপাদানত্বং বিষয়ঃ, তত্র শরীরেন্দ্রিয়শূন্যস্য ব্রহ্মণো মায়া ন সম্ভবতি, দৃষ্টং হি দেবাদীনাং মায়াবিনাং শরীরাদি শাস্ত্রলোকয়োঃ, তদনুমীয়তে—যে মায়াবিনঃ তে শরীরবন্তঃ যথা দেবদত্তঃ ইতি। ব্যাপকাভাবস্য ব্যাপ্যাভাবসাধকত্বনিয়মাৎ অশরীরস্য ব্রহ্মণো ন মায়া। অত উক্ত—

সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, বিরুধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষে শক্তিমত্ত্বপ্রতিপাদনাৎ বিষয়বিষয়িভাবসঙ্গত্যা সিদ্ধান্তমাহ—**সর্ব্বোপেতেতি**। পরা দেবতা সর্ব্বশক্তিযুতা, কুতঃ? **তদ্দর্শনাৎ, "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম"** ইত্যাদিশ্রুতৌ পরদেবতায়াঃ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বদর্শনাৎ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়বিরোধঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তদবিরোধ ইতি। **অভ্যাত্তঃ** অভিতো ব্যাপ্তঃ সর্ব্বব্যাপীতি যাবৎ। **অবাকী** বাগিন্দ্রিয়রহিতঃ, **অনাদরঃ** আদরো রাগঃ তদ্রহিতঃ বিরাগ ইতি যাবৎ। অন্তর্যাম্যধিকরণে অশরীরস্যাপি নিয়ামকত্বমুক্তম্, অত্র তু তাদৃশস্য ব্রহ্মণঃ মায়া ন সম্ভবতি ইতি আক্ষিপ্যতে ইতি ন পৌনরুক্ত্যমিতি বোধ্যম্। প্রথমান্তপদাদধি-করণারম্ভো জ্ঞেয়ঃ ।৩০

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ ।৩১

দেবাদীনাং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়বতামেব বিবিধকার্য্যকারিত্বমবগম্যতে শাস্ত্রেষু, ব্রহ্মণশ্চ **"অচক্ষুঃশ্রোত্রম্"** ইত্যাদিশাস্ত্রাৎ অনিন্দ্রিয়ত্বাবগমাৎ ন কর্ত্তৃত্বমিতি চেৎ? অত্র যৎ বক্তব্যং তৎ **"দেবাদিবদপি লোকে"** ইত্যাদাবভিহিতমিত্যর্থঃ।

করণম্ ইন্দ্রিয়ম্, এতচ্চ শরীরস্যাপি উপলক্ষণং, বিগতং করণং যস্য তদ্বিকরণং তদ্ভাবাৎ, অশরীরে-ন্দ্রিয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ শরীরেন্দ্রিয়রাহিত্যাৎ ব্রহ্ম ন মায়াবি মায়াভাবাচ্চ ন জগৎকারণম্, তথাহি—

লোকে হি মায়িনঃ সর্ব্বে দৃশ্যন্তে দেহিনঃ সদা। ব্যাপকেন শরীরেণ হীনস্যাস্য ন মায়িতা॥

ইতি পূর্ব্বপক্ষমনূদ্য সমাধত্তে—**তদুক্তমিতি**। এতদেবাহ টীকায়াম্—**এতদাক্ষেপেতি**। পুরস্তাদেবোক্তম্ ইতি ভাষ্যোক্তং ব্যাচষ্টে—**কুলালাদিভ্যঃ** ইতি। **বাহ্যকরণং** বহিরিন্দ্রিয়ং করচরণাদি অপেক্ষন্তে যে তেভ্য ইত্যর্থঃ। তথাচ কুলালাদিভ্যো দেবাদীনাং বিশেষো দৃষ্টঃ শাস্ত্রেষু অশক্যাপহ্নব ইতি ভাবঃ। এতেন **"দেবাদি-বদপি লোকে"** ইতি সূত্রার্থঃ স্মারিতঃ, **যথা তু** ইতি চ **"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"** ইতি সূত্রার্থঃ স্মারিতঃ। কুলালদেবাদীনাং ব্যক্তিভেদাৎ যথা সাধনভেদঃ, এবম্ অনন্তাচিন্ত্যশক্তের্ভগবতঃ পরমেশ্বরস্যাপি আন্তরকরণানপেক্ষস্যৈব জগৎসৃষ্টিঃ শ্রূয়মাণা উপপদ্যতে ইতি ভাবঃ। শ্রুতিশ্চ অকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ স্বাভিবিকা-নেকশক্তিত্বং কথয়তি যথা—**"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"**তি। **সামান্যতোদৃষ্টমাত্রেণ** ইতি। দেবাদিষু ব্যক্তিভেদেন শক্তিভেদদর্শনাৎ শরীরেন্দ্রিয়হীনঃ কর্ত্তা ন শক্তিমান্ ইত্যনুমানস্য অপ্রয়োজকত্বেন ইত্যর্থঃ। ব্যক্তিভেদেন কার্য্যকারণভাবভেদাৎ মায়াবিচৈত্রাদীনাং শরীরিত্বদর্শনাৎ তথাবিধে ব্রহ্মণি শরীরিত্বং নাপাদনীয়ং, তথা সতি কুলালাদীনাং বাহ্যকরণাপেক্ষকর্ত্তৃত্বদর্শনাৎ দেবাদিষপি তথাপাদনীয়ং স্যাৎ। "তদুক্তম্" ইত্যনেন দেবাদিদৃষ্টান্তস্মারণাৎ নাস্য পৌনরুক্ত্যম্ ইত্যবধেয়ম্। অতঃ সিদ্ধং শরীরেন্দ্রিয়রহিতস্যাপি ব্রহ্মণঃ মায়াশক্তিবশাৎ জগন্নিমিত্তোপাদানত্বম্ ইতি। তথাহি—

দেবানাং বাহ্যকরণহীনানাং কর্ত্তৃতা যথা। প্রমাণাৎ ব্রহ্মণশ্চৈবং মায়া স্যাদশরীরিণঃ। ইতি

দশমং সর্ব্বোপেতাধিকরণম্ ।৩১

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ।৩২

পরিতৃপ্তং ব্রহ্ম জগন্নিমিত্তোপাদানং ব্রুবন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ, স কিম্ অভ্রান্তচেতনপ্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সন্দেহে, প্রয়োজনাভাবাৎ শক্তমপি অভ্রান্তচেতনং ব্রহ্ম ন সৃষ্টার্থং প্রবর্ত্ততে ইত্যাক্ষেপাৎ পূর্ব্বপক্ষমাহ—**ন প্রয়োজনবত্ত্বাদিতি**। অয়মর্থঃ—ব্রহ্ম ন জগৎকর্তৃ প্রয়োজনাভিসন্ধানাভাবাৎ, অভ্রান্তচেতনপ্রবৃত্তেশ্চ প্রয়োজনব্যাপ্যত্বাৎ ইতি। "ন" ইতি প্রথমান্তপদাৎ অধিকরণারম্ভঃ। ভাষ্যে **ন খলু** ইতি প্রতিজ্ঞাবাক্যং, প্রয়োজনবত্ত্বাদিতি চ হেতুঃ। প্রয়োজনং ফলং, তচ্চ সুখপ্রাপ্তিঃ দুঃখনিবৃত্তিশ্চ, তথাহি আদৌ ইচ্ছা, ততঃ কৃতিঃ, ততঃ চেষ্টা, ততশ্চ উপায়প্রাপ্তৌ প্রণাল্যা ফলং ভবতি ইতি প্রক্রিয়া, তদুক্তম্—

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতি র্ভবেৎ। কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টয়া ফলমুচ্যতে"॥ ইতি।

ব্যতিরেকেণ উদাহরণমাহ—**চেতনো হি** ইতি। **মন্দোপক্রমাম্** অল্পায়াসাম্। অল্পায়াসামপি নিষ্ফলাং প্রবৃত্তিং ন কুরুতে হি লোক ইত্যর্থঃ। প্রবৃত্তিশ্চাত্র ক্রিয়া, যো হি প্রবর্ত্ততে প্রেক্ষাবান্ স এব ফলার্থমেব প্রবর্ত্ততে, যশ্চ কৃপয়া প্রবর্ত্ততে সোঽপি পরদুঃখাসহিষ্ণুতয়া চিত্তব্যাকুলতানিবৃত্ত্যর্থমেব প্রবর্ত্ততে, ইতি ন ব্যভিচারঃ। **গুরুতরসংরম্ভা** বহ্বায়াসা। নমু ঈশ্বরস্যাপি প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা এব ভবতু ইত্যত আহ—**যদীয়মিতি**। তথাচ ঈশ্বরপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বে তস্য পরিতৃপ্তত্বং ব্যাহন্যেত, নিবৃত্তপ্রয়োজনো হি পরিতৃপ্তঃ। **প্রয়োজনাভাবে বা ইতি**। তথাচ প্রয়োজনাভাবে তদ্ব্যাপ্যায়াঃ প্রবৃত্তেরপি অভাবঃ, ব্যাপকাভাবস্য

ব্যাপ্যাভাবহেতুত্বাৎ ইতি ভাবঃ। তথাচ প্রয়োজনাভাবাৎ তদ্ব্যাপকপ্রবৃত্ত্যভাববদ্ ব্রহ্ম স্যাৎ ইত্যর্থঃ। প্রয়োজনাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যভাব ইত্যত্র ব্যভিচারং চোদয়তি—**অথেতি**। **বুদ্ধ্যপরাধঃ** বিবেকরাহিত্যম্। সর্ব্বজ্ঞে পরমাত্মনি ব্যভিচারাভাবমাহ—**তথা সতি** ইতি। নিগময়তি—**তস্মাদিতি**। তথাচ প্রয়োজনাভাবাৎ ঈশ্বরো ন জগৎস্রষ্টা ইতি প্রাপ্তম্। তথাহি—

বিনা প্রয়োজনং তাবৎ প্রবৃত্তি র্নহি দৃশ্যতে। ইতি প্রবৃত্তিঃ সর্গার্থং ন তৃপ্তস্য পরাত্মনঃ॥ ইতি প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা ইতি সামান্যব্যাপ্তৌ উন্মত্তান্তর্ভাবেন ব্যভিচারেঽপি বিবেকিপ্রবৃত্তৌ ন ব্যভিচারঃ, ঈশ্বরস্য চ পরমবিবেকিত্বাৎ তৎ প্রবৃত্তেরপ্যবশ্যং প্রয়োজনেন ভাব্যং, তস্য তু পরিতৃপ্তত্বেন প্রয়োজনাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যভাব ইতি—পূর্ব্বপক্ষয়তি টীকায়াং—**ন তাবদিতি**। প্রয়োজনাভাবেঽপি মৃদ্ভক্ষণাদৌ প্রমত্তস্য প্রবৃত্তিদর্শনাৎ তদ্বৎ ব্রহ্মাপি প্রয়োজনাভাবেঽপি জগদ্রচনে প্রবর্ত্ততে, তত্র হেতুমাহ—**মতিবিভ্রমাদিতি**। তথাচ প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা ইতি নিয়মে ব্যভিচারো দর্শিতঃ, ব্যভিচারমুদ্ধরতি—**ভ্রান্তস্যেতি**। তথাচ ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বেন ভ্রমাভাবাৎ প্রয়োজনাভাবে ন প্রবৃত্তিরিতি নিরস্তো ব্যভিচারঃ। **প্রেক্ষাবতা** ইতি।

"যস্যামুৎপদ্যমানায়ামবিদ্যা নাশমর্হতি। বিবেককারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেত্যভিধীয়তে"॥

ইত্যুক্তপ্রেক্ষাবৎ প্রেক্ষা চাত্র বিবেকবুদ্ধিঃ তদ্বতা ইত্যর্থঃ। প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বে যুক্তিমাহ—**প্রেক্ষবতশ্চেতি**। **স্বপরেতি**। তথাচ যত্র যত্র প্রেক্ষাবান্ প্রবর্ত্ততে তত্র তত্র স্বস্য পরস্য বা হিতপ্রাপ্ত্যর্থম্ অহিতপরিহারার্থং বা প্রবর্ত্ততে ন তু অন্যথা, অল্পায়াসাপি তৎপ্রবৃত্তিঃ ন অপ্রয়োজনা ভবিতুম্ অর্হতি ইত্যর্থঃ। অল্পায়াসায়া অপি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বে বহ্বায়াসায়া এতাদৃশজগদ্বিষয়কপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনাবশ্যম্ভাবে কিং বক্তব্যম্ ইতি কৈমুতিকন্যায়েন জগৎপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বং প্রতিপাদয়তি—**কিং পুনরিতি**। অপরিমেয়েত্যাদিবিশেষণং জগতো মহত্বপ্রতিপাদনার্থম্।

নন্থ নেয়ং সৃষ্টিঃ ক্রিয়াসামান্যং, কিন্তু ভগবতো লীলৈব, সা চ হাসগানাদিবৎ প্রয়োজনমন্তরেণাপি ভবিতুম্ অর্হতি বিলাসরূপত্বাৎ তস্যাঃ, তথাচ স্মৃতিঃ "**লীলা ক্রিয়া বিলাসশ্চেতি**। তথাচ প্রয়োজনং লীলারূপাং প্রবৃত্তিং ন ব্যাপ্নোতি অত আহ—**অত এবেতি**। যত এব সৃষ্টিরিয়ং মহাপ্রয়াসা অত এব ইত্যর্থঃ, সৃষ্টিতো লীলায়া বৈলক্ষণ্যমাহ—**অল্পায়াসেতি**। **হিঃ** হেতৌ। ভবতু সৃষ্টির্লীলৈব, তথাপি ন প্রয়োজনং ব্যভিচরতি ইত্যাহ—**ন চেতি**। তথাচ সুখমেব তস্যাঃ প্রয়োজনং, তর্হি সুখার্থমেব তস্য প্রবৃত্তিরিতি চেৎ? তচ্চ স্বকীয়ং পরকীয়ং বা? নাস্ত ইত্যাহ—**তাদর্থ্যেন** ইতি। **তৎ** সুখমেব **অর্থঃ** প্রয়োজনং যস্য স তদর্থঃ তস্য ভাবঃ তাদার্থ্যং তেন সুখরূপপ্রয়োজনবত্বেন ইতি যাবৎ। পূর্ব্বং স্বপরহিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারৌ প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনমুক্তম্, ইদানীং সুখস্যৈব তত্ত্বমভিপ্রেত্য ইদমুক্তমিতি বোধ্যম্। অয়ং ভাবঃ—দ্বিবিধং খলু প্রয়োজনং, স্বপরহিতপ্রাপ্তিঃ অহিতনিবৃত্তিশ্চ, তত্র লীলায়াং দ্বিতীয়স্যাভাবেঽপি প্রথমস্য সম্ভবাৎ প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনৈব ইতি। বাকারঃ পক্ষান্তরে। **তদভাবে** সুখাভাবে **কৃতার্থত্বানুপপত্তেরিতি**। ব্রহ্মণঃ পরিতৃপ্তত্বেন প্রবৃত্তেরনন্তরং সুখাভাবাৎ প্রবৃত্তিরকৃতার্থা ইত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—**পরেষাং চেতি**। জীবানামিত্যর্থঃ। প্রাক্ সৃষ্টেঃ অদ্বিতীয়ব্রহ্মব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরাভাবাৎ উপকার্য্যাভাব উক্তঃ। **তদুপকারায়াঃ** জীবোপকারায়াঃ, তথাচ স্বার্থায়াঃ পরার্থায়াশ্চ প্রবৃত্তের্ন সম্ভবঃ ইত্যর্থঃ। অতঃ স্বপরপ্রয়োজনাভাবেন তদ্ব্যাপ্যায়াঃ প্রবৃত্তেরভাবাৎ ন জগৎকারণং ব্রহ্ম ইত্যুপসংহরতি—**তস্মাদিতি**।৩২

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।৩৩

সিদ্ধান্তয়তি—**লোকবত্তু** ইতি। **তু** ইতি পূর্ব্বোক্তাক্ষেপং ব্যাবর্ত্তয়তি। যথা লোকে রাজতদমাত্যাদীনাং বিনৈব প্রয়োজনং কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে, যথা বা উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়ো বিনা প্রয়োজনং স্বভাবাদেব উৎপদ্যন্তে, এবং বিনৈব প্রয়োজনং ব্রহ্মণো বিবিধবিচিত্ররচনাঃ কেবলং লীলারূপাঃ ভবিষ্যন্তি, রাজাদীনাং প্রবৃত্তৌ কথঞ্চিৎ ফলাভিসন্ধানসম্ভবেঽপি আপ্তকামস্য ভগবতঃ কেবলং লীলৈব ইতি ভাবঃ, ইতি সূত্রার্থঃ। কৈবল্যমিতি ত্রৈলোক্যবৎ স্বার্থে যন্।

পূর্ব্বপক্ষোক্তাং প্রবৃত্তৌ প্রয়োজনব্যাপ্তিং ব্যভিচারয়িতুং দৃষ্টান্তদ্বয়ম্ অবতারয়তি ভাষ্যে—**যথেতি**। **আপ্তৈষণস্য** প্রাপ্তকামস্য, **ব্যতিরিক্তং** লীলাতো ভিন্নং, ক্রীড়ারূপা বিহারা আরামোপবনাদয় স্তেষু ইত্যর্থঃ। রাজ্ঞাং বিলাসরূপলীলায়াম্ আনন্দোৎকর্ষাদিপ্রয়োজনলেশসম্ভবাৎ ব্যভিচারাভাবমাশঙ্ক্য ক্রিয়ারূপলীলায়াং ব্যভিচারমাহ—**যথাচেতি**। তত্রাপি গমনাদিক্রিয়ায়াং প্রয়োজনাভিসন্ধানসম্ভবাৎ তৎপরিহারেণ নিষ্প্রয়োজনক্রিয়ামাশ্রয়তি—**উচ্ছ্বাসেতি**। তথাচ উচ্ছ্বাসাদৌ প্রয়োজনলেশস্যাপি অভাবাৎ সুদৃঢ়ো ব্যভিচারঃ।

স্বভাবাদেবেতি। স্বভাবশ্চ প্রাণস্য তির্য্যগ্গতিমত্ত্বং প্রশ্বাসাদিকারণম্, ঈশ্বরস্য চ জীবার্জ্জিতপুণ্যপাপকালাদিসহকৃতাঽবিদ্যা। নন্থ মহাসংরম্ভাৎ প্রপঞ্চরচনাং কুর্ব্বতো ভগবতঃ কিঞ্চিৎফলমবশ্যং কল্পনীয়ং, তৎ কথং নিষ্ফলমিত্যুচ্যতে অত আহ—**ন হীতি।** ন্যায়ত ইতি। আপ্তকামস্য স্বপরপ্রয়োজনাভাবাদিত্যর্থঃ। **শ্রুতিত ইতি।** **সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম** ইত্যাদৌ আনন্দত্বশ্রুতেশ্চ ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। নন্থ লীলৈব চেৎ সৃষ্টিহেতুঃ তদা অস্মদাদিবৎ সহসা প্রলয়োঽপি ভবতু, ন বাস্তু সৃষ্টিঃ, কিং নিষ্ফলং সৃজতি অত আহ—**ন চ স্বভাবেতি।** তথাচ কালাদৃষ্টাদিসহকারাদেব অবিশ্বাসচিবস্য ভগবতো দৃষ্টনষ্টস্বরূপেয়ং সৃষ্টিরিতি ভাবঃ। যদুক্তং সতি আয়াসে ফলমবশ্যং কল্পনীয়মিতি তত্রাহ—**যদপীতি।** তথাচ অচিন্ত্যানন্তশক্তের্ভগবত আয়াসাভাবাৎ নিষ্ফলৈব প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। লৌকিকলীলায়াং ফলবত্ত্বেঽপি আপ্তকামস্য তদপি ন কল্পনীয়মিত্যাহ—**যদি নামেতি।** যচ্চোক্তং প্রয়োজনাভাবে সৃষ্টৌ অপ্রবৃত্তিঃ, উন্মত্তবৎপ্রবৃত্তির্বা ইতি তত্রাহ—**নাপীতি।** তথাচ **"যতো বা"** ইত্যাদি সৃষ্টিশ্রুতের্ন অপ্রবৃত্তিঃ, **"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ"** ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ন উন্মত্তবৎপ্রবৃত্তিরিতি ক্রমেণ অন্বয়ঃ। **ন চেয়মিতি।** স্বাপ্নসৃষ্টিবৎ অবস্তুত্বাৎ জগতো ন ফলাপেক্ষা ইত্যর্থঃ। নিষ্ফলা চেৎ সৃষ্টিঃ তর্হি তচ্ছ্রুতীনাং বৈয়র্থ্যম্ অত আহ—**ব্রহ্মাত্মভাবেতি।** তথাচ ব্রহ্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন সার্থকত্বং সৃষ্টিশ্রুতীনাং, ব্রহ্মজ্ঞানং চ পরমঃ পুরুষার্থ ইত্যসকৃদাবেদিতং ন বিস্মর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ।

লীলাপদস্য ক্রিয়াসামান্যপরত্বমাদায় ব্যাখ্যাতুমুপক্রমতে টীকায়াং—**ভবেদিতি।** **এতৎ** ব্রহ্মণোঽনুপাদানত্বম্, **এবং** পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ, **প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিঃ** বিবেকিক্রিয়া, তথাচ প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনব্যাপ্যত্বে প্রয়োজনাভাবে প্রবৃত্ত্যভাবো ভবেৎ, অত্র দৃষ্টান্তমাহ—**শিংশপাত্বমিতি।** শিংশপাত্বস্য বৃক্ষত্বব্যাপ্যত্বাৎ ব্যাপকীভূতবৃক্ষত্বনিবৃত্তৌ তদ্ব্যাপ্যশিংশপাত্বস্যাপি নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ। প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনব্যাপ্যত্ববিঘটনায় ব্যভিচারং দর্শয়তি—**ন খেতদস্তীতি।** **এতৎ** প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনব্যাপ্যত্বম্, **অনন্থসংহিতপ্রয়োজনানাং** প্রয়োজনাভিসন্ধানশূন্যানাং, বিনাপি প্রয়োজনং প্রবৃত্ত্যুৎপাদে ধর্ম্মসূত্রং প্রমাণয়তি—**অন্যথেতি।** **অন্যথা** বিনা প্রয়োজনং প্রবৃত্ত্যনুৎপাদে, ধর্ম্মসূত্রে বৃথাপদেন প্রয়োজনাভাবো লক্ষ্যতে। **নির্ব্বিষয় ইতি।** বিনা প্রয়োজনং প্রবৃত্ত্যনুৎপাদে প্রতিযোগ্যভাবেন নিষেধো বিফলঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ নিষ্প্রয়োজনপ্রবৃত্তিনিষেধেনৈব অর্থবৎ সূত্রম্ ইত্যকামেনাপি স্বীকার্য্যং, ততশ্চ প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনং ব্যভিচরত্যেব। নিষেধস্য কথঞ্চিৎ সার্থকত্বমাশঙ্ক্য পরিহরতি—**ন চেতি।** বিবেকরাহিত্যাৎ বিনাপি প্রয়োজনং প্রবর্ত্ততে উন্মত্তঃ ইতি তং প্রত্যেব অর্থবৎ সূত্রমিত্যর্থঃ। তথাচ বিবেকিপ্রবৃত্তৌ ন ব্যভিচারঃ, ভগবতশ্চ পরমবিবেকিন আপ্তকামস্য প্রয়োজনাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিরিতি ভাবঃ। **তদর্থবোধেতি।** উন্মত্তস্য বিবেকাভাবাৎ সূত্রার্থবোধস্য, তেন নিষ্ফলপ্রবৃত্তিতো নিবৃত্তেশ্চ অসম্ভবাৎ বিফলং সূত্রমিতি বিবেকিনঃ প্রত্যেব তৎ সার্থকং বক্তব্যং, ততশ্চ বজ্রলেপো ব্যভিচার ইতি ভাবঃ। উক্তব্যভিচারে ধর্ম্মসূত্রকৃতাং সম্মতিং প্রদর্শ্য সূত্রোক্তক্রিয়াত্মকলীলায়াং ব্যভিচারং দর্শয়তি—**অপি চেতি।** **অদৃষ্টহেতুকেতি।** অদৃষ্টমেব হেতুর্যস্যা সা তথোক্তা, উৎপত্তিকালমারভ্য প্রবৃত্তা ইতি ঔৎপত্তিকী, জীবাদৃষ্টবশাৎ খলু প্রবর্ত্ততে জন্মতঃ প্রভৃতি শ্বাসপ্রশ্বাসলক্ষণা ক্রিয়া, সা চ নিষ্প্রয়োজনৈব ইতি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তৌ ব্যভিচারঃ, অথবা ন দৃষ্টঃ প্রয়োজনাভিসন্ধানরূপো হেতুরস্যা ইত্যদৃষ্টহেতুকা স্বাভাবিকীতি যাবৎ। সুষুপ্তপ্রবৃত্তৌ জ্ঞানস্য অনুপযোগেন শ্বাসপ্রশ্বাসলক্ষণক্রিয়ায়াঃ চেতনকর্ত্তৃকত্বাভাবেন তত্র ব্যভিচারেঽপি ন ক্ষতিঃ, প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেরেব উদ্দেশ্যত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—**ন চেতি।** **অস্যাং** শ্বাসক্রিয়ায়াং ন চ যুক্তমিত্যন্বয়ঃ। **সম্প্রসাদঃ** সুষুপ্তিঃ, **ভাবাৎ** শ্বাসক্রিয়ায়াঃ সত্ত্বাৎ, তথাচ অন্যথাসিদ্ধত্বাৎ চৈতন্যং ন তৎকারণমিতি ভাবঃ। সৌষুপ্তশ্বাসক্রিয়ায়াম্ অপি চৈতন্যোপযোগিত্বং দর্শয়তি—**প্রাজ্ঞস্যাপীতি।** কারণশরীরাভিমানিনঃ সুষুপ্তজীবস্যাপি চৈতন্যস্য বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। উক্তং চ—

"সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্" ইতি।

নন্থ সৌষুপ্তেঽপি চৈতন্যসত্ত্বে কিং মানমিতি চেৎ অত আহ—**অন্যথেতি।** তথাচ মৃতশরীরে শ্বাসপ্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ জীবচ্ছরীরে চ তদ্দর্শনাৎ অন্বয়ব্যতিরেকবশাৎ চৈতন্যস্যৈব তৎকারণত্বং মন্তব্যমিতি ভাবঃ। তদানীং চ শ্বাসক্রিয়াদর্শনেন ফলবলাৎ জীবনযোনিপ্রযত্নোঽপি কল্পনীয় ইতি কর্ত্তৃত্বং পুরুষস্য সিদ্ধমিতি বোধ্যং তথাচ তত্র ব্যভিচারঃ সুপপন্ন ইতি।

সাম্প্রতং লীলাপদস্য বিলাসার্থতামাদায় ব্যভিচারং দর্শয়তি—**যথা চেতি।** **স্বার্থপরার্থেতি।** প্রয়োজনং হি দ্বিবিধং স্বকীয়ং পরকীয়ং চ, এতৎপ্রয়োজনদ্বয়সাধনসম্পদা **আসাদিতাঃ** প্রাপ্তাঃ **সর্ব্বে কামাঃ** কামিনীকাঞ্চনাদয়ো যৈঃ তেষামিত্যর্থঃ। **আসাদিতা ইতি** চৌরাদিকাৎ আঙ্পূর্ব্বকসদের্নিষ্ঠান্তাৎ সিদ্ধম্, "আঙঃ

ষদকূচ ষদ্৯জোশবিষাদে শরণে গতৌ ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ। সুতরাং **কৃতকৃত্যতয়া** নিষ্পাদিতাখিলকর্ত্তব্যতয়া **অনাকুলমনসাং** সুস্থচিত্তানাম্, অতএব **অকামানাং** প্রাপ্তসমস্তকামত্বেন কামনাশূন্যানাং, বিষয়সিদ্ধৌ ইচ্ছায়া অনুৎপাদাৎ, **লীলামাত্রাৎ** কেবলং বিলাসবশাৎ **অনুনিষ্পাদিতি** ইতি শীলার্থে নিন্, প্রয়োজনানুদ্দেশেন প্রবৃত্তাবপি পশ্চাৎ প্রয়োজনসিদ্ধেরবশ্যম্ভাবে ইত্যর্থঃ। এতেন **ন চেয়মপি অপ্রয়োজনা লীলায়া অপি সুখপ্রয়োজনবত্ত্বাদিতি** পূর্ব্বপক্ষযুক্তিঃ নিরাকৃতা, অত্র প্রয়োজনাভিসন্ধানাভাবেনৈব প্রবৃত্তেরুৎপন্নত্বাৎ। এতদেবাহ—**নৈবেতি**। তথাচ অনভিসংহিতপ্রয়োজনঃ প্রবৃত্ত্যভাববান্ বিবেকিত্বাৎ ইত্যনুমানং লীলাকর্ত্তরি অনৈকান্তং, বিনাপি প্রয়োজনং তস্য প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। এবং দৃষ্টান্তং প্রদর্শ্য লীলাকর্ত্তরি ভগবতি তামুপপাদয়তি—**এবমিতি**। তথাচ সিদ্ধং পরিতৃপ্তস্যাপি ব্রহ্মণঃ বিনৈব প্রয়োজনং লীলামাত্রাৎ প্রবৃত্তিরিতি। বহ্বায়াসসাধ্যকর্ম্মণাং কৈমুতিকেন সপ্রয়োজনত্বং সাধিতং পূর্ব্বপক্ষে, অতো লীলাকর্ত্তরি ব্যভিচারপ্রদর্শনেঽপি বহ্বায়াসসাধ্যে ভগবৎপ্রবৃত্তৌ ন ব্যভিচারঃ অত আহ—**দৃষ্টং চেতি**। তথাচ অস্মাদৃশামশক্যায়া জগৎসৃষ্টেঃ ভগবতো লীলামাত্রত্বাৎ ব্যভিচারোঽব্যাহত ইতি ভাবঃ। **সুশকং** সুখসাধ্যম্ **ঈষৎকরম্** অল্পায়াসসাধ্যম্। দৃশ্যতে চ সঞ্জাতানন্দস্য বিনাপি প্রয়োজনং হাসগানাদৌ প্রবৃত্তিঃ, অতএব হাসাদিষু কারণমেব পৃচ্ছ্যতে ন প্রয়োজনমিতি। এবং নিরতিশয়ানন্দস্য ভগবতোঽপি প্রবৃত্তির্নিষ্ফলৈব। তদুক্তং—

"সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য চ। কুরুতে কেবলানন্দাৎ যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্" ॥ ইতি।

মারুতিঃ পবনাত্মজো হনূমান্, তৎপ্রভৃতিভিঃ নীলনলাদিভিঃ, **নগৈঃ** পর্ব্বতপাদপাদিভিঃ সাধনৈঃ, **নীরনিধিঃ** সমুদ্রঃ **মহাসত্ত্বানাং** বিলক্ষণবলবতাম্, **অগাধঃ** অধৃষ্যঃ। ন হি ন বদ্ধঃ ইত্যন্বয়ঃ, **"দ্বৌ নঞৌ প্রকৃত্যর্থং গময়তঃ"** ইতি ন্যায়াৎ বদ্ধ এব ইত্যর্থঃ। যে খলু পামরাঃ নিরতিশয়মহিমসমৃদ্ধানাং ভগবতাং দাশরথিপ্রভৃতীনাং লোকাতিগলীলাসু অবিশ্বসন্তঃ সত্যব্রতমহর্ষিপ্রণীতরামায়ণভারতাদীন্ কবিকল্পনামাত্রত্বেন উপহসন্তি তেষামধিক্ষেপায় নঞ্দ্বয়ম্। অতএব **সম্ভাব্যমাননিষেধনিবর্ত্তনে নঞ্ দ্বয়মিতি** বামনঃ। **পার্থঃ** অর্জ্জুনঃ, **শিলীমুখো** বাণঃ, ইদং শক্যত্বে নিদর্শনম্। **চুলুকেন** গণ্ডূষেণ, **কলসযোনিঃ** অগস্ত্যঃ, **"অগস্ত্যঃ কুম্ভসম্ভবঃ"** ইত্যমরঃ। ইদং চ ঈষৎকরত্বে নিদর্শনম্। নৃগো নাম কশ্চিৎ মৈথিলো নরপতিঃ কৃপয়া যং কৃতার্থীকৃতবান্ বাচস্পতিঃ, তৎসেবাপরিতুষ্টো নিজামরগ্রন্থে স্নেহাৎ তন্নামাপি নিবেশিতবান্। অনিয়ত নিমিত্তাপ্রবৃত্তিঃ **যদৃচ্ছা** অঙ্গুলীচালনাদিঃ। **স্বভাবাদ্বা** উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসনিমেষাদিবৎ, তথাহি—

বিনা প্রয়োজনং দৃষ্টা লীলাশ্বাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। লীলয়া বা স্বভাবাদ্ বা প্রবৃত্তির্ব্রহ্মণ স্তথা ॥ ইতি।

অত্রাহ গৌড়পাদঃ—

"ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ভোগার্থমপি চাপরে। দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা" ॥ ইতি।

ক্রীড়ার্থমিত্যনেন আনন্দাবাপ্তিঃ সৃষ্টেঃ প্রয়োজনমিতি মতং নিরাকৃতম্। সপ্রয়োজনপ্রমদবনবিহারাদিক্রীড়ানিষেধপরং বা ইদম্।

"স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্" ॥ ইতি।

ইতি (শ্বেঃ ৬।১) শ্রুতৌ স্বভাবনিষেধশ্চ সাংখ্যাদিসম্মতসৃজ্যবস্তুস্বভাবপ্রতিষেধপরঃ, শয়নভোজনাদিসপ্রয়োজনস্বাভাবিকক্রিয়াবৎ ভগবতঃ সপ্রয়োজনস্বাভাবিকক্রিয়ানিষেধপরো বা। ন তু হাসগানাদিবৎ নিষ্প্রয়োজনভগবৎস্বভাবস্যাপি ইতি ন বিরোধঃ। **লীলয়া বা** ইতি নৃগনরেন্দ্রাদিবৎ বিলাসাদ্ বা ইত্যর্থঃ। স্বভাবো লীলা চ ভগবতঃ অবিদ্যা এব। কিঞ্চ ভবতি হি সৃজ্যবস্তুনো যাথার্থ্যে প্রয়োজনাপেক্ষা, ন হি কিঞ্চিৎ প্রয়োজন মুদ্দিশ্য রজ্জুসর্পে প্রবর্ত্ততে লোকঃ, এবং সৃষ্টাবপি মিথ্যাভূতায়াং ন কিঞ্চিৎপ্রয়োজনং ব্রহ্মণঃ, অবিদ্যানিবন্ধনা খলু সা, ব্রহ্ম চ ভ্রমাধিষ্ঠানতয়া কারণং শুক্তিরিব মিথ্যারজতস্য ইত্যাহ—**অপি চ নেয়মিতি**। **সমুদ্দিষ্টপ্রয়োজনাঃ** প্রয়োজনপ্রযোজ্যা ভবন্তি ইত্যর্থঃ। নন্বু মাভূৎ বিভ্রমাণাং প্রয়োজনাপেক্ষা তৎকার্য্যাণাং তু স্যাদেব তদপেক্ষা ইতি চেদত আহ—**ন চ তৎকার্য্যা ইতি**। তথাচ অবিদ্যাবৎ বিয়দাদীনামপি নাস্তি প্রয়োজনাপেক্ষা ইত্যর্থঃ। নন্বু অবিদ্যা চেৎ স্বভাবাদেব প্রবর্ত্ততে তর্হি অলং ব্রহ্মণা, তথাচ শ্রৌতং জগদ্‌যোনিত্বং তস্য ব্যাহন্যেত অত আহ—**সা চেতি**। **ছুরিতা** মিশ্রিতা অধিষ্ঠিতা ইতি যাবৎ, তথাচ সদধিষ্ঠানমন্তরেণ ভ্রমানুৎপত্তেঃ অবিদ্যাবিষয়স্য সৎস্বরূপব্রহ্মণো জগদ্বিভ্রমাধিষ্ঠানতয়া উপাদানত্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। তদুক্তং—

"ভ্রমাধিষ্ঠানতোঽস্মাভিঃ প্রকৃতিত্বমুপেয়তে" ইতি।

অপি চেতি। বেদান্তানাং সৃষ্টাবতাৎপর্য্যাৎ তাৎপর্য্যাচ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্বে, **তদাশ্রয়ো দোষঃ** ব্রহ্মণঃ

স্রষ্টৃত্বানুপপত্তিরূপঃ, **নির্বিষয়ঃ** শ্রৌততাৎপর্য্যবিষয়ং ব্রহ্মাত্মৈকত্বং স্প্রষ্টুং ন ক্ষমতে ইত্যর্থঃ। ন হি শাস্ত্রাবিষয়ে প্রবৃত্তেন দোষনিবহেন কিঞ্চিচ্ছিন্নং তদ্বিষয়স্য ইতি ভাবঃ। অতএব **"ন চ অবিষয়েঽপ্রামাণ্যং বিষয়েঽপি প্রামাণ্যমুপহন্তি"** ইত্যুক্তমধস্তাৎ। তস্মাৎ অবিদ্যাস্বভাবাৎ অবাস্তবীয়ং বিশ্বসৃষ্টিরিতি সিদ্ধম্।৩৩

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।৩৪

সূত্রমিদম্ আক্ষেপসমাধানোভয়পরং, তথাহি রাগদ্বেষাদিশূন্যাৎ ব্রহ্মণো জগৎসৃষ্টিং বদন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ, স কিং যো বিষমকারী স রাগাদিমান্ ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, পূর্ব্বং লীলয়া যৎ কারণত্বমভিহিতং তদেব জীবকর্ম্মসাপেক্ষং নিরপেক্ষং বা? আদ্যে ঈশ্বরত্বানুপপত্তিঃ, দ্বিতীয়ে চ রাগাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গঃ দেবতির্য্যগাদীন্ সুখদুঃখাদিমত্তয়া সর্জনাৎ, সর্ব্বসংহর্তৃত্বাৎ নৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গশ্চ স্যাতাম্, অতো ন রাগাদিরহিতং ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তৃ ইতি আক্ষেপাৎ প্রাপ্তে আহ—**ন সাপেক্ষত্বাদিতি।** ব্রহ্মণি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন স্যাতাং, কুতঃ? সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি জীবকর্ম্মাপেক্ষয়া এব তস্য স্রষ্টৃত্বম্ অতো ন বৈষম্যং, নিরোধকালে চ সংহর্তৃত্বাৎ ন নৈর্ঘৃণ্যং, হি যতঃ **এষ এব সাধুকর্ম্ম কারয়তি** ইত্যাদি শ্রুতিঃ **যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে** ইত্যাদি—স্মৃতিশ্চ, **তথা** পূর্ব্বোক্তপ্রকারং **দর্শয়তি** ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়বিরোধঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তদবিরোধঃ ইতি। পৌনঃপুন্যেন আক্ষিপ্য সমাধানে পক্ষো দৃঢ়মূলঃ স্যাদতোঽয়মাক্ষেপঃ ইত্যাহ ভাষ্যে—**পুনশ্চেতি।** প্রতিজ্ঞাতশ্চার্থো ব্রহ্মৈব জগন্নিমিত্তোপাদানমিতি। **পৃথগ্জনো** মূঢ়ঃ। শ্রুতিশ্চ—**নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিত্যাদিঃ,** স্মৃতিশ্চ—**নাদত্তে কস্যচিৎ পাপমিত্যাদিঃ।** **স্বচ্ছত্বাদিঃ** ইতি আদিশব্দেন নিষ্ক্রিয়ত্বকূটস্থত্বাদিঃ উচ্যতে, এতচ্চ ঈশ্বরস্বভাববিশেষণম্। তথাহি—

বৈষম্যেণ জগৎসৃষ্টের্দেবো রাগাদিমান্ ভবেৎ। কর্ম্মাপেক্ষে ত্বনীশত্বমিতি নো বিশ্বসৃগ্বিভুঃ॥ ইতি।

নন্থ শুভাশুভপ্রাণিকর্ম্মফলাদেব উচ্চাবচদেহতৎসুখদুঃখাদিসৃষ্টৌ কিম্ ঈশ্বরেণ? অত আহ—**ঈশ্বরস্তু** ইতি। তথাহি কারণং খলু দ্বিবিধং সাধারণম্ অসাধারণং চ, যথা যবাদ্যঙ্কুরং প্রতি ক্ষিতিজলাদয়ঃ সাধারণকারণানি, তদ্বীজং চ অসাধারণম্ ইতি, এবং কার্য্যত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি ঈশ্বরত্বেন কারণতা, তত্তৎকার্য্যত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি তু তত্তদ্ব্যক্তিত্বেন, ইতি অসাধারণকারণাভাবে কার্য্যানুৎপাদবৎ সাধারণকারণাভাবেঽপি অনুৎপাদঃ কার্য্যস্য, মাভূৎ ক্ষিত্যাদ্যভাবে বীজানাম্ অঙ্কুরোপধায়কত্বম্। এবং সাধারণকারণাভাবে সৎস্বপি জীবাদৃষ্টেষু ন সৃষ্টিঃ, অতঃ অবশ্যং সাধারণকারণমপেক্ষণীয়ং, তচ্চ ঈশ্বর এবেতি সংক্ষেপঃ। **যং পুরুষং উন্নিনীষতে** ঊর্দ্ধং নেতুমিচ্ছতি, তম্ **এষ** ঈশ্বরঃ সাধুকর্ম্ম যাগদানাদি কারয়তি ইত্যর্থঃ।

টীকায়াম্ **উচ্চাবচেতি।** সুখানি চ দুঃখানি চ ইতি সুখদুঃখানি, প্রাণভৃতাং প্রপঞ্চঃ প্রাণভৃৎপ্রপঞ্চঃ, উচ্চং চ অবচং চ মধ্যমং চ ইতি দ্বন্দ্বঃ, তাদৃশানি সুখদুঃখানি ইতি কর্ম্মধারয়ঃ, তেষাং ভেদবাংশ্চাসৌ প্রাণভৃৎপ্রপঞ্চশ্চেতি পুনঃ কর্ম্মধারয়ঃ। এতেন ভোগ্যভোক্তৃপ্রপঞ্চো দর্শিতঃ। **বিরচয়ত ইতি।** কর্তৃত্ববাচকশতৃপ্রত্যয়েন তেষু ভগবতঃ কর্তৃত্বং সূচিতং, তৎসহকারিণ আহ—**পুণ্যপাপেতি।** **প্রাণভৃদ্ভেদৈঃ** জীববিশেষৈঃ **উপাত্তানি** অর্জিতানি **পাপপুণ্যকর্ম্মাণি আশয়াঃ** বাসনাশ্চ **সহায়াঃ** সহকারিণো যস্য তস্য ইত্যর্থঃ। **অত্রভবতঃ** পরমপূজ্যস্য, **অপি তত্রভবান্ পূজ্যে তথা চাত্রভবানিতি** ইতি কোষঃ। দৃষ্টং চ লোকে কর্ত্তুরেকত্বেঽপি সহকারিভেদেন বিভিন্নকার্য্যজনকত্বং কুলালাদৌ, তত্তৎকার্য্যানুসারেণ শুভাশুভবিধায়কস্য নৈরবদ্যে দৃষ্টান্ত মাহ—**ন হি সভ্য ইতি।** তথাচ তাদৃশসভ্যে তত্তৎকর্ম্মবশাৎ নিগ্রহানুগ্রহকারিণি সভাপতৌ চ "যো বিষমকারী স রাগাদিমান্" ইত্যনুমানস্য ব্যভিচারো দর্শিতঃ, তত্র বিষমকারিত্বহেতোঃ সত্ত্বাৎ রাগাদিমত্ত্বস্য চ সাধ্যস্য অভাবাৎ। এবম্ ঈশ্বরস্যাপি নিরবদ্যত্বমাহ—**তদ্বদিতি।** **অতএব** ইতি। যতএব সহকারি পুণ্যাপুণ্যবশাৎ নিগ্রহানুগ্রহং কুর্ব্বতো ন বৈষম্যম্ অতএব ইত্যর্থঃ। **নৈর্ঘৃণ্যমিতি।** ঘৃণা করুণা, **জুগুপ্সাকরুণে ঘৃণে** ইত্যমরঃ। নির্নাস্তি ঘৃণা করুণা যস্য স নির্ঘৃণঃ তস্য ভাবঃ নৈর্ঘৃণ্যম্ অকারুণ্যম্ অতিক্রূরত্বমিতি যাবৎ। **ন ত্বেতদস্তীতি।** **"রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিম্। পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন"** ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ। সর্ব্বপ্রাণিসংহারে কঃ সহকারী ইত্যপেক্ষায়াং প্রলয়কালস্য সহকারিত্বমাহ—**স হি বৃত্তিনিরোধসময় ইতি।** **সঃ** সংহারকালঃ, **বৃত্তিঃ** সুখদুঃখদানপ্রবণতা। **নিরোধো** নাশঃ। ঈশ্বরস্য কর্ম্মাপেক্ষত্বে স্বরূপপ্রচ্যুতিমাশঙ্ক্যাহ—**ন চেতি।** **ন হীতি।** **হি** হেতৌ, **সেবাদীতি** আদিনা চৌর্য্যবঞ্চনাদিপরিগ্রহঃ, **ফলভেদঃ** পুরস্কারদণ্ডাদিঃ, **প্রভুঃ** ঈশ্বরঃ ইত্যনর্থান্তরং, তথাচ যঃ সাপেক্ষঃ সঃ সেবকবৎ অনীশ্বরঃ ইত্যনুমানে ব্যভিচারঃ, ভৃত্যকর্ম্মাপেক্ষে স্বামিনি ঈশ্বরত্বসম্ভাবস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ। তথাহি—

স্যাদীশো নিরবদ্যোঽপি বিশ্বসৃক্ প্রাণিকর্ম্মতঃ। তথাত্বেঽপি ন চেশত্বব্যাঘাতঃ স্যাৎ প্রভোরিব ॥ ইতি শুভাশুভকর্ম্মাপেক্ষয়া নিগ্রহানুগ্রহং কুর্ব্বতো ভগবতঃ বৈষম্যাভাবেঽপি শুভাশুভকর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বাৎ আপতিতং তৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**ন** চেতি। ন চ বাচ্যম্ ইত্যন্বয়ঃ। তথাহি নিরবদ্যস্যাদীশ্বরস্য শুভাশুভকর্ম্মসম্পাদনদ্বারা বিষম-স্রষ্টৃত্বাভাবোঽনুমীয়তে, বিষমস্রষ্টৃত্বাৎ রাগাদিমত্ত্বং বা? আদ্যে দোষমাহ—**বিরোধাদিতি**। বিরোধঃ শ্রুতিবিরোধঃ, তমেব দর্শয়তি—**যস্মাদিতি**। উন্নিনীষতে ইত্যস্যার্থঃ **সুখিনঃ সৃজতীতি**, অধোনিনীষতে ইত্যস্য চ **দুঃখিনঃ সৃজতীতি**। সত্যসঙ্কল্পস্য ভগবতঃ সঙ্কল্পমাত্রেণৈব সাধুকর্ম্মানুষ্ঠাপনেন দেবাদিযোনৌ সৃষ্ট্বা ঊর্দ্ধনয়নং সম্পাদ্যতে, অসাধুকর্ম্মানুষ্ঠাপনেন চ তির্য্যগ্‌যোনৌ সৃষ্ট্বা অধোনয়নম্ ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতি-বিরোধাৎ নরশিরঃশৌচানুমানবৎ আদ্যো বাধিতঃ, দ্বিতীয়োঽপি ঈশ্বরনিরবদ্যত্বস্য শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ তদ্বৎ বাধিতঃ এব, ইত্যাহ—**ন চেতি**। ন চ বক্তব্যমিত্যন্বয়ঃ। **কিমত ইতি**। যদি বিষমকারিত্বাৎ রাগাদিমত্ত্বমনুমীয়তে তদা, অতঃ অনুমানাৎ **কিমনিষ্টমস্মাকম্**, **নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিত্যাদিশ্রুতিবাধিতত্বাৎ** তস্য ইত্যর্থঃ।

ননু নিরবদ্যস্য ব্রহ্মণঃ শুভাশুভকর্ম্মানুষ্ঠাপনেন বিষমস্রষ্টৃত্বং, বিষমস্রষ্টুর্বা রাগাদিরাহিত্যং কথং শ্রুত্যা বিরুদ্ধমভিধীয়তে শাব্দবোধে যোগ্যতাজ্ঞানস্য কারণত্বাৎ; প্রকৃতে চ তদভাবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য পরমসমাধানমাহ—**তস্মাদিতি**। যস্মাৎ রাগদ্বেষাদিবিহীনস্য ভগবতো ন বিষমকারিত্বং সম্ভবতি তস্মাদিত্যর্থঃ। বাসনা কর্ম্মসংস্কারঃ, তৎসহিতক্লেশানাম্ অপরামর্শং সম্বন্ধাভাবং, ক্লেশাশ্চ রাগদ্বেষমোহা ইত্যগ্রিমসূত্রে বক্ষ্যতে। তথাচ পূর্ব্বপূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারেণৈব সাধ্বসাধুকর্ম্মপ্রবর্ত্তনেন দেবমনুষ্যাদীন্ সৃজতো ভগবতো ন বৈষম্যম্ ইত্যর্থঃ। তাত্ত্বিকত্বে হি সৃষ্টেঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গসম্ভবঃ তদেব তু ন, গন্ধর্ব্বনগরাদিবৎ মায়িকত্বাৎ তস্যা ইত্যাহ—**অভ্যুপেত্য** ইতি। মায়িকবিবিধবিচিত্রসৃষ্টিসংহারে মায়াকারস্য বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভাবাৎ ভগবতোঽপি তথাবিধস্য ন বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যং বা প্রসজ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাচ বিষমকারিত্বাৎ সাবদ্য ইতি ব্যাপ্তেঃ মায়াবিনি ব্যভিচারো দর্শিতঃ, তস্য বিষমস্রষ্টৃত্বেঽপি রাগদ্বেষাদ্যভাবাৎ ইতি। **দর্শয়ত** ইতি বস্তুতঃ অভাবেঽপি গন্ধর্ব্বনগরাদিবৎ অনির্ব্বাচ্যং বিশ্বং সাক্ষাৎকারয়ত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ—**স্বভাবাদ্বা** ইতি।৩৪

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।৩৫

শুভাশুভপ্রাণিকর্ম্মবশাৎ বিষমং সৃজন্নপি ঈশ্বরো ন রাগাদিমান্ ইত্যুক্তং, তত্র শঙ্কতে—**ন কর্ম্মেতি**। তথাহি—**"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ"** ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রাক্ সৃষ্টেঃ বিশ্বস্য সংস্বরূপব্রহ্মাত্মনা অবস্থান-প্রতিপাদনাৎ তদানীং শরীরাভাবাৎ ন পুণ্যং নাপি পাপং কর্ম্ম, অতঃ কর্ম্মাপেক্ষয়া বিষমসৃষ্টিরিত্যুক্তং ন সঙ্গচ্ছতে ইতি চেন্ন। **অনাদিত্বাৎ** সংসারস্য সাদিত্বে হি উক্তদোষপ্রসঙ্গঃ, তদেব ন, অতঃ বীজাঙ্কুরন্যায়েন কর্ম্মশরীরয়োঃ কার্য্যকারণভাবোপপত্তিরিত্যর্থঃ। ভাষ্যে—**ইতরেতরাশ্রয়েতি**। স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষ-গ্রহকত্বং তল্লক্ষণম্। তথাচ কর্ম্মাপেক্ষং শরীরং তদপেক্ষং চ কর্ম্ম ইতি কর্ম্মাভাবাৎ ঈশ্বরস্য চ নিরবদ্যত্বাৎ সমানৈব সৃষ্টিপরম্পরা স্যাদিত্যর্থঃ।৩৫

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।৩৬

অয়মর্থঃ—সংসারস্যানাদিত্বং সিদ্ধবদুক্তং, যুক্ত্যা শাস্ত্রেণ চ তৎ ব্যবস্থাপয়তি—**উপপদ্যতে চেতি**। চকারঃ উক্তসমুচ্চায়কঃ, তথাচ উক্তস্যৈব সংসারানাদিত্বস্য শ্রুতিযুক্তিভ্যাং ব্যবস্থাপনার্থং সূত্রমিদং, ন পুনঃ যুক্ত্যান্তরার্থম্ ইত্যর্থঃ। সংসারস্য অনাদিত্বম্ উপপদ্যতে, অন্যথা সৃষ্টেরাকস্মিকত্বেন মুক্তানাম্ উৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ, পুণ্যাপাপমন্তরেণাপি স্বর্গনরকাদিপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গশ্চ। তথাচ বিধিনিষেধমোক্ষশাস্ত্রাণামানর্থক্যম্। শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ এতদুপলভ্যতে যথা—**"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"**। ইতি শ্রুতিঃ, স্মৃতিশ্চ **"নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা"** ইতি। ভাষ্যে অকস্মাৎ বিনাকারণম্।

অকৃতাভ্যাগমেতি ভাষ্যং ব্যাচষ্টে। টীকায়াম্—**অকৃতে কর্ম্মণি** ইতি। পুণ্যাপাপফলং তাবৎ স্বর্গ-নরকাদি, তদন্তরেণাপি তৎপ্রাপ্তৌ অকৃতকর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ইষ্টাপত্তৌ দোষমাহ—**তথা চেতি**। অকৃতেঽপি কর্ম্মণি তৎফললাভে সতি ইত্যর্থঃ। **বিধিনিষেধেতি**। বিধিশাস্ত্রং তাবৎ **"অশ্বমেধেন যজেত স্বর্গকাম"** ইত্যাদি, নিষেধশাস্ত্রং চ **"ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ"** ইত্যাদি। তথাচ বিনাঽপি অশ্বমেধং স্বর্গপ্রাপ্তৌ, বিনাপি ব্রহ্মহননং নরকপ্রাপ্তৌ চ তত্তৎশাস্ত্রম্ অনর্থকং ভবেদিত্যর্থঃ। হেতুমাহ—**প্রবৃত্তিনিবৃত্তীতি**। ইষ্টসাধনতাজ্ঞানং হি প্রবৃত্তিকারণম্, অনিষ্টসাধনতাজ্ঞানং চ নিবৃত্তিকারণং, বিনাপি যাগাদ্যনুষ্ঠানং স্বর্গাদি-প্রাপ্তৌ, বিনা চ ব্রহ্মহননং নরকপ্রাপ্তৌ তয়োস্তৎসাধনত্বাভাবাৎ **"কষ্টং কর্ম্ম"** ইতি ন্যায়াৎ ন কস্যাপি প্রবৃত্তিঃ অশ্বমেধাদৌ, ন বা নিবৃত্তি র্ব্রহ্মবধাৎ ইতি অনর্থকং বিধিনিষেধশাস্ত্রমিত্যর্থঃ। এবং মোক্ষশাস্ত্রস্য বেদান্তস্যাপি বৈয়র্থ্যমুক্তং **"মুক্তানামপি"** ইতি ভাষ্যেণ ইতি শেষঃ।

নন্থ মাভূৎ স্থখদুঃখাদিনিমিত্তং পুণ্যপাপজনকং কর্ম্ম, কিন্তু ঈশ্বরঃ অবিদ্যা বা তন্নিমিত্তমস্ত ইত্যাশঙ্ক্য আদ্যং পরিহরতি ভাষ্যে—**ন চ ঈশ্বর** ইতি। তস্য পর্জ্জন্যবৎ সাধারণকারণত্বাৎ। দ্বিতীয়ে কেবলা রাগাদ্যনপেক্ষা বা অবিদ্যা বৈষম্যহেতুরিতি বিকল্প্য আদ্যং নিরস্যতি—**ন চ অবিদ্যা কেবলে**তি।

অবিদ্যাবৈচিত্র্যেণ কেবলায়া অপি অবিদ্যায়া বৈষম্যকরত্বসম্ভবাৎ **ন চাবিদ্যা** ইতি ভাষ্যং ন সঙ্গচ্ছতে অত আহ টীকায়াং—**লয়াভিপ্রায়**মিতি। তথাচ লয়লক্ষণাবিদ্যাভিপ্রায়েণৈব এতদুক্তং ভাষ্যে ইত্যর্থঃ। নন্থ লয়াত্মিকায়া অবিদ্যায়া বৈষম্যকরত্বাসম্ভবেঽপি অবিদ্যাসংস্কারস্য তৎকরত্বসম্ভবাৎ তত এব স্থখদুঃখাদি-বৈষম্যং ভবেৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**বিক্ষেপলক্ষণে**তি। তথাচ তেনৈব সংসারস্য অনাদিতাঽপি সিধ্যতি ইতি ভাবঃ। **কার্য্যত্বা**দিতি। তথাচ বিক্ষেপসংস্কারং প্রতি বিক্ষেপস্য কারণত্বাৎ কারণস্য চ অব্যবহিতপূর্ব্ববৃত্তিত্ব-নিয়মাৎ তৎপূর্ব্বং বিক্ষেপঃ অবশ্যমপেক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। বিক্ষেপস্য রাগাদিহেতুত্বে তেষাং মোহজনকত্বপ্রসিদ্ধি-বিরোধ ইত্যত আহ—**বিক্ষেপশ্চ মিথ্যাপ্রত্যয়** ইতি। তথাচ পারমর্ষং সূত্রম্—"**দুঃখজন্মপ্রবৃত্তি-দোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ**" ইতি। মিথ্যাজ্ঞানং চ "**আত্মনি তাবৎ নাস্তি**"ত্যাদিনা প্রপঞ্চিতং ভগবতা বাৎস্যায়নেন, তত্ত্বজ্ঞানেন বিরোধিনা তিরোহিতে মিথ্যাজ্ঞানে কারণনাশাৎ তৎকার্য্যরাগদ্বেষলক্ষণদোষনিবৃত্তৌ তৎকার্য্যপুণ্যাপুণ্যলক্ষণপ্রবৃত্ত্যনুদয়ে, তৎকার্য্যবিশিষ্টশরীরসম্বন্ধ-রূপজন্মাভাবাৎ, আত্যন্তিকদুঃখাভাব ইত্যর্থঃ। তথাচ মিথ্যাজ্ঞানমেব সর্ব্বানর্থনিদানং, তন্নিবৃত্তৌ চ দোষনিবৃত্তি-ক্রমেণ সর্ব্বদুঃখপ্রহাণমিতি ভাবঃ। এতদেব হৃদি নিধায় বিক্ষেপস্য জন্মসন্ততিকারণত্বং দর্শিতং টীকায়ামিতি বোধ্যম্। **মিথ্যাপ্রত্যয়শ্চ** অবস্তুনি দেহাদৌ বস্তুবুদ্ধিঃ। দেহাত্মলক্ষণমোহাচ্চ তদনুকূলে দর্শনীয়রমণ্যাদৌ রাগঃ, স চ প্রাপ্তেঽপি অভিলষিতে বস্তুনি পুনরধিকে তস্মিন্ চিত্তরঞ্জনাত্মকঃ তৃষ্ণাপরনামা, তস্মাচ্চ প্রবৃত্তিঃ তৎসাধনে দুর্গাপূজাদৌ পুণ্যে কর্ম্মণি তদুক্তং **ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণী**মিতি। পরদারাদৌ চ রাগাৎ প্রবৃত্তিঃ পাপকর্ম্মণি। দেহপ্রতিকূলে চ সপত্ন্যাদৌ দ্বেষাৎ তন্নাশায় প্রবৃত্তিঃ অভিচারাদি-পাপকর্ম্মণ্যলৌকিকে, লৌকিকে চ দণ্ডনিপাতনাদৌ। অভিচারস্য পাপসাধনতা চ **অভিচারো মূলকর্ম্ম** চ ইত্যাদিনা উপপাতকমধ্যে পাঠাৎ মনুনাভিহিতা। শরীরস্য মোহকারণত্বং দর্শয়তি—**স চে**তি। **স** বিক্ষেপঃ, স্বকার্য্যৈঃ রাগাদিভিঃ সহিতো বিক্ষেপঃ স্থখদুঃখভোগায়তনং শরীরমন্তরেণ ন সম্ভবতি ইত্যন্বয়ঃ। **রাগাদিভিঃ সহিত** ইতি। তথাচ বিক্ষেপ এব পুণ্যপাপহেতুঃ, রাগাদয়শ্চ পাকসাধনদারুণাং দহন-শিখাবৎ তন্নান্তরীয়কা, ইতি রাগাদীন্ উৎপাদ্য মোহ এব তৎকারণমিত্যর্থঃ। **ভোগায়তন**মিতি, অধ্যস্তদেহাবচ্ছেদেনৈব খলু স্রক্চন্দনবনিতাদিসম্পর্কাৎ স্থখদুঃখোপভোগাৎ তদায়তনং শরীরমিতি অধ্যাস-বিষয়বিধয়া শরীরং মোহকারণমিতি ভাবঃ। পূর্ব্বপূর্ব্বশরীরাণাং বর্ত্তমানমোহাদিকারণত্বং দর্শয়তি—**ন চ রাগদ্বেষাবি**তি। সত্যপি মোহে কামিন্যাদিভোগমন্তরেণ তত্র রাগাদ্যনুৎপত্তেঃ তন্নান্তরীয়কভোগ-সাহিত্যেনৈব তস্য কারণত্বং বক্তব্যমিত্যত আহ—**ভোগসহিত**মিতি। **পূর্ব্বশরীরমন্তরে**ণেতি। প্রাগ্ভবীয়শরীরে আত্মত্বলক্ষণমোহসংস্কারাদেব এতচ্ছরীরে তাদৃশমোহোৎপত্তেরিতি ভাবঃ। **পূর্ব্বপূর্ব্ব-মোহাদ্যপেক্ষ**মিতি। তথাচ পূর্ব্বপূর্ব্বমোহঃ রাগাদিদ্বারা পুণ্যপাপপ্রবৃত্তিমুৎপাদ্য তত্তৎফলভোগার্থম্ উত্তরোত্তরশরীরহেতুরিত্যর্থঃ। এবঞ্চ বর্ত্তমানমোহকারণং পূর্ব্বশরীরং, তৎকারণং চ পুণ্যপাপকর্ম্মপ্রবর্ত্তকরাগাদি-দ্বারা তৎপূর্ব্বভবীয়ো মোহ এব ইত্যনাদিরয়ং জগৎপ্রবাহো বীজাঙ্কুরবৎ ইতি স্থিতম্। উক্তং চ ন্যায়াচার্য্যৈঃ—

"সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বাৎ বৈচিত্র্যাৎ বিশ্ববৃত্তিতঃ। প্রত্যাত্মনিয়তাৎ ভুক্তেরস্তি হেতুরলৌকিকঃ॥" ইতি প্রামাণিকী চেয়মনবস্থা বীজাঙ্কুরবৎ ন দোষায় ইতি চ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়াঃ। স্বোক্তমোহস্য ভাষ্যোক্তাদিপদ-গ্রাহ্যতামাহ—**রাগদ্বেষমোহ** ইতি।

নন্থ ক্লেশোনাম দুঃখং, তৎ কথং রাগাদীনাং ক্লেশত্বমুক্তং ভাষ্যে অত আহ—**ত এব হি** ইতি। হিঃ হেতৌ, যত এব তে দুঃখমনুভাবয়ন্তি, অতএব তে ক্লেশাঃ, তথাচ ভাষ্যোক্তং ক্লেশপদং তজ্জনকে রাগাদৌ লাক্ষণিকম্ ইত্যর্থঃ। তত্র রাগাদীনাং ক্ষণিকত্বেন বিলম্বভাবিকর্ম্মপ্রবৃত্তিজনকত্বমসম্ভবি, অব্যবহিতপূর্ব্ব-বৃত্তিত্বস্যৈব তত্ত্বাৎ, অত আহ—**বাসনা** ইতি। বাসনা সংস্কারবিশেষঃ, তথাচ তদ্দ্বারা এব কর্ম্মপ্রবৃত্তিজনকত্বং রাগাদীনাং, ব্যাপ্তিজ্ঞানস্যেব পরামর্শদ্বারা অনুমিতিজনকত্বম্। এতদেব সূচয়তি—**কর্ম্মপ্রবৃত্ত্যনুগুণা** ইতি। আক্ষেপস্য স্বারসিকজ্ঞানার্থত্ববারণায় আহ—**প্রবর্ত্তিতানি** ইতি। যত্নবিষয়ীকৃতানি ইত্যর্থঃ। ক্ষণিকত্বং চ তৃতীয়ক্ষণবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগিত্বম্। **পুরোডাশঃ** পক্বযবাপূঃ, **কপালঃ** পুরোডাশসাধনমৃৎপাত্রবিশেষঃ, তুষান্ অবঘাতনিষ্পন্নান্, **উপবতি** অপসারয়তি। তত্র অবঘাতকালে পুরোডাশপাকাভাবাৎ কপালসম্বন্ধাভাবেঽপি

"ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ" ইতি ন্যায়েন ভাবিপাকসম্বন্ধমাদায়ৈব পুরোডাশসম্বন্ধকথনং কপালস্য ইতি। নন্থ সংসারস্য অনাদিত্বে অবিদ্যালীনরাগাদীনাম্ অবশ্যম্ভাবাৎ **"সদেব সৌম্য"** ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তং প্রাক্ সৃষ্টেঃ একাকারপ্রতিপাদ্যত্রিবিধভেদরাহিত্যং সতঃ কথম্ উপপদ্যতে, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**তদেবমিতি।** **সমুদাচরদ্রূপাঃ** ভেদেন ভাসমানো রূপঃ স্বরূপো যেষাং তথাবিধা যে রাগাদয়ঃ তন্নিষেধপরম্ অবিভাগাবধারণম্ ইত্যর্থঃ। **প্রসুপ্তানিতি।** তথাচ শক্ত্যাত্মনা অবস্থিতানামপি রাগাদীনাং নিষেধে ন তাৎপর্য্যং শ্রুতেরিতি ভাবঃ। **সর্ব্বমবদাতমিতি—সর্ব্বং** ব্রহ্মণোজগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বাদি, **"সদেব সৌম্য"** ইতিবৎ **অসদেবেদমিত্যাদি** শ্রুতিজাতং চ **অবদাতং** বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেতরেতরাশ্রয়াদিদোষজাতনিরাসেন নিশাকর-করোদ্ভাসিপ্রমৃষ্টমণিকুট্টিমবৎ বিশুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ।৩৬

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।৩৭

তত্তৎকর্ম্মবশাৎ বিষমকারিত্বমুক্তং ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বেঽধিকরণে, সাম্প্রতং লোকে উপাদানস্য মৃদাদিবৎ সগুণত্ব-দর্শনাৎ ব্রহ্মণশ্চ নির্গুণত্বাৎ ন উপাদানত্বম্ ইতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যা সূত্রমিদমাচষ্টে—**সর্ব্বধর্ম্মেতি।** নির্গুণং ব্রহ্ম জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানম্ ইতি বদন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ, স কিং যন্নির্গুণং তন্নোপাদানং যথা রূপম্ ইতি ন্যায়ে বিরুধ্যতে ন বা ইতি সন্দেহে বিরুধ্যতে, তথাহি—যদুপাদানং তৎ সগুণং যথা তন্তুরিতি ব্যাপ্তেঃ উপাদানস্য সগুণত্বং সিদ্ধং, ব্রহ্মণশ্চ নির্গুণত্বাৎ উপাদানত্বস্যাপি অভাবঃ, ব্যাপকাভাবাৎ ব্যাপ্যাভাবসিদ্ধেঃ। তথাহি—

সগুণস্য সুবর্ণাদেরুপাদানত্বদর্শনাৎ। নির্গুণং ন ভবেৎ ব্রহ্ম প্রকৃতির্জগতঃ কিল ॥ ইতি।

ইতি প্রাপ্তে আহ—**সর্ব্বধর্ম্মেতি।** পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়বিরোধঃ ফলং, সিদ্ধান্তে তু তদবিরোধঃ। সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো যে কারণধর্ম্মাঃ শ্রুত্যুক্তাঃ তেষাং ব্রহ্মণি এব উপপত্তেঃ জগৎনিমিত্তোপাদানং ব্রহ্ম ইতি সূত্রার্থঃ। অধ্যাহৃত-প্রথমান্তপদাৎ অধিকরণারম্ভো জ্ঞেয়ঃ। পরোদ্ভাবিতদোষনিরাসেন স্বপক্ষস্থাপনপরোঽয়মাদ্যঃ পাদঃ, ইত্যুপ-সংহারোঽপি আবশ্যকঃ, তদর্থমিদমধিকরণং, সৌত্রচকারস্যাপীদমেব প্রয়োজনং বোধ্যম্।

ভাষ্যে—**যস্মাদিতি।** তথাচ ব্রহ্মবিবর্ত্তো জগদিতি হি অস্মদভিমতং, ব্রহ্ম চ বিবর্ত্তাধিষ্ঠানতয়া উপাদানং, নির্গুণস্যাপি উপাদানত্বম্ অবিরুদ্ধম্ অবিদ্যাকল্পিতসর্ব্বজ্ঞত্বাদিপ্রযুক্তত্বাৎ তস্য; ইতি প্রদর্শিতঃ প্রকারঃ, বাধিতায়াং তু অবিদ্যায়াং ন কার্য্যং, নাপি তদুপাদানত্বং ব্রহ্মণ ইত্যসকৃদাবেদিতম্ ইতি। কিঞ্চ অপ্রয়োজক-শ্চায়ং তর্কো যন্নির্গুণং তন্নোপাদানমিতি। বৈশেষিকৈঃ প্রথমক্ষণে নির্গুণস্যাপি ঘটাদে দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্নগুণো-পাদানত্বস্বীকারাৎ। নির্গুণেঽপি জ্ঞানাদৌ অনিত্যত্বারোপদর্শনাৎ বিবর্ত্তোপাদানত্বে সগুণত্বস্য সর্ব্বথা অনপেক্ষত্বাচ্চ ইতি। তথাহি—

দ্রব্যস্য নির্গুণস্যাপি চোৎপত্তিকালিকস্য তু। উপাদানত্বতো ব্যাপ্তিঃ পূর্ব্বোক্তা ব্যভিচারিণী ॥ ইতি।

নন্থ লোকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদীনাং কারণধর্ম্মত্বং ন ক্বচিদুপলভ্যতে, তৎ কথং জগদুপাদনস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকথনং ভাষ্যোক্তং সঙ্গচ্ছতে অত আহ টীকায়াম্—**অত্রেতি।** **চেতনাধিষ্ঠিতস্যৈবেতি।** দৃশ্যতে চ কুবিন্দাধিষ্ঠিত-স্যৈব তুরীবেমাদেঃ পটকারণত্বম্, ইতি ব্রহ্মাধিষ্ঠিতায়া অবিদ্যায়া জগৎকারণত্বেন তদধিষ্ঠাতু ব্রহ্মণশ্চাপি চেতনত্বম্ অবশ্যাভ্যুপেয়ং, অতএবোক্তং—**সা চ চৈতন্যচ্ছুরিতা জগদুৎপাদহেতুরিতি।** শ্রুতৌ চ ব্রহ্মণঃ সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্বাবগতেঃ **"তৎকর্ত্তা খলু তজ্জ্ঞাতা"** ইতি ন্যায়েন সর্ব্বকর্ত্তু ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বং চ সিদ্ধম্। সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ নিমিত্তং সর্ব্বশক্তিত্বাচ্চ উপাদানমিতি ভাবঃ। নির্গুণস্য কথং নিয়ামকত্বাদি সম্ভবতি অত আহ—**মহামায়ং**, তথাচ মহামায়াবিষয়ীকৃতত্বাৎ উপপদ্যতে সর্ব্বং তস্মিন্ ইত্যর্থঃ।৩৭

রাখালদাসী দেবী যং দেবীব ধৃতসুব্রতা। অসূত তনয়ং তেন রচিতা ভামতীপ্রভা ॥

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণস্মৃতিতর্কবেদান্ততীর্থবিরচিতায়াং ভামতীপ্রভায়াং
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

অপর পুস্তক

১।	আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ, জীবনচরিত ও মততুলনা	৫৲
২।	নব্যন্যায়-ব্যাপ্তিপঞ্চক সানুবাদ ও তাৎপর্য্যাদিসহ	৫৲
৩।	" তর্কসংগ্রহ " ভাষাপরিচ্ছেদসহ	১৲
৪।	" তর্কামৃত "	॥০
৫।	শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী ১ম ভাগ ৩৬ গ্রন্থ	৩৲
৬।	" ২য় ভাগ ৭ "	৩৲
৭।	অদ্বৈতসিদ্ধি সটীক সানুবাদ তাৎপর্য্যাদিসহ ১ম ভাগ	৫৲
	" " " ২য় ভাগ	৫৲
৮।	পঞ্চগীতা, কেবল বঙ্গানুবাদ	॥৵০
৯।	শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা মুল অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক অনুবাদ প্রভৃতি ২য় সংস্করণ (৮০০০ পয়ার পকেটাকার)	১৲
	ঐ ৩য় সংস্করণ (১৬০০০ পয়ার, দার্শনিকতত্ত্বের বিভাগচিত্রসম্বলিত)	৩৲
১০।	ভাষাপরিচ্ছেদ বা ন্যায়সাহস্রী (১০৬৯ শ্লোকে প্রাচীন নবীন সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র)	২৲
১১।	বেদান্তদর্শন ভাষ্য, ভামতী ও তাহাদের অনুবাদ এবং কল্পতরু ও ভামতীপ্রভাটীকা এবং অধিকরণমালাসহ	২৲
১২।	বেদ মানিব কেন	।০

প্রাপ্তিস্থান—প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ
কমার্সিয়াল গেজেট প্রেস
৬নং পার্শিবাগান লেন,
কলিকাতা।

রথযাত্রা
২৯শে আষাঢ়
১৩৪১ সাল।